আর্যতর্ক

একটি তাত্ত্বিক ক্রীড়াভূমি

সুজিত দাশ

আর্যতর্ক

একটি তাত্ত্বিক ক্রীড়াভূমি

সুজিত দাশ

'an invented fact believed to be true because it appears in print'।

Merriam Webster Dictionary

'an item of unreliable information that is reported and repeated so often that it becomes accepted as fact'।

Oxford Dictionary

প্রকাশক হিসাবে যে কটি কথা না বললেই নয়

আর্যতত্ত্ব নিয়ে একটা কথারও কোনো প্রয়োজন নেই। এই বইটিরও দরকার ছিল না। আমরা আমাদের কবিতা, গান, নাটক, হাসিখুশি, চিৎকার, হাহুতাশ নিয়ে কাটিয়ে দিতেই চাইছিলাম। ঘটনা হল, গত কয়েক বছর বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলেই চলে আসছিল বারবার আর্য কর্তৃক অনার্য আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের কথা। কিছু খুচরো পড়াশোনার কারণে আমরা জানছিলাম, দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় কিংবা সারা ভারতে নানান স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসী মূলবাসী বলে যাদের আমরা জানি তাদের সঙ্গে বাকি ভারতীয়দের জিনগত ফারাক চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। শুধুমাত্র এই বিষয়টিই নয়। ঔপনিবেশিকতার বিরোধ করতে গিয়েও দেখতে পাচ্ছিলাম আর্যপ্রসঙ্গ কেমন যুক্তি সাজিয়ে দিচ্ছে। জানতে পারছিলাম এও, ভারতের ইতিহাস প্রসঙ্গে ভিন্নমতের গবেষণা করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের ছাত্র তাঁরই দ্বারা। দেখছিলাম দলিতপ্রসঙ্গে উৎসবপ্রসঙ্গে আর্যবিজয়ের রূপকথা ঘুরে বেড়াচ্ছে মুখে মুখে। খটকা ছিল ভারত ইতিহাসের অন্ধকার সময় অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা ও বুদ্ধজন্মের মাঝের সময়টা নিয়ে। জানবার আগ্রহে শুরু করা পড়াশোনা তৈরি করে দিচ্ছিল বইটির আদল। খতিয়ে দেখতে বাধ্য হচ্ছিলাম জ্ঞানবিজ্ঞানের আরও কয়েকটি ধারার গবেষণা। আমাদের মাপে দূরধিগম্য বলে ধারণা থাকা বিষয়ের পণ্ডিতদের কথাবার্তা পড়ে মনে হল কথাগুলো একজায়গা করে সকলকে জানানো দরকার। জানা গেল মার্কসিস্ট স্কুল জাতীয়তাবাদী স্কুলে বিভক্ত ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সিয়া একই তর্কপদ্ধতির উপর নির্ভর করে তাঁদের গবেষণা চালান। তাঁদের বিভ্রান্তিকর মতামতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের

ইতিহাসবোধ। বোঝা গেল আর্য নামক কল্পনাকে মধ্যএশিয়া উজিয়ে ভারতভূমিতে প্রবেশ না করাতে পারলে আসলে ধ্বসে যাবে ঐতিহাসিক এলিট মৌরসিপাট্টা। আমাদের আলোকপ্রাপ্ত মনিষিরা উনিশ শতকে যেভাবে উদ্বেল হয়েছিলেন শাসকদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক খুঁজে পেয়ে, এখনও সেই উন্নাসিকতাই কাজ করে যাচ্ছে কি জ্ঞানচর্চার ভুবনে? প্রশ্ন উঠছে। আমরা ঠিক করলাম মতামত আমরা কিছুই দেব না। মত দেবার মতো অবস্থানে আমরা নেই। নিজের মত তৈরি করার হক সব্বার। এতদিন কোন মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের মত— স্পষ্ট হওয়া দরকার। তথ্যের অধিকার সব্বার। অথচ অর্ধেক তথ্য উপস্থাপন করে আমাদের বোধ গুলিয়ে দিয়েছেন টেক্সটবুক তৈরির মালিকরা। এবিষয়ে দক্ষিণ বাম সব্বার ভূমিকা এক। আমাদের বাম দক্ষিণ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমাদের মাথাব্যাথা মতপ্রকাশে ও সত্যের কণ্ঠরোধে। গোটা বইজুড়ে আমরা খুঁজতে চেয়েছি ভারতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। খুঁজতে চেয়েছি সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকার। আশ্চর্য হয়েছি, ভীমবেঠকার তিরিশহাজার বছরের পুরোনো নিদর্শন কেন অবহেলিত? ভারতীয় সভ্যতার শিকড় খুঁজতে কেন আমরা তাকিয়ে থাকছি অষ্টাদশ-উনিশশতকে প্রায় কিছুই তথ্য হাতে না থাকা উইলিয়াম জোনস, ম্যাক্স মুলার, মার্টিমার হুইলারের আর্যরূপকথাটির দিকে! ভাষাতত্ত্ব ছাড়া বাকি সমস্ত ডিসিপ্লিন নস্যাৎ করলেও কেন কুসংস্কারের মত করে জিইয়ে থাকছে আর্যতত্ত্ব? এমনকি ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকেও বিরুদ্ধ যুক্তি রয়েছে। কেন সেই যুক্তিগুলি কর্নার্ড? কেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত পণ্ডিত সংশয়প্রকাশ করার পরও আমরা অথর্বের মত সেই 'আর্য্যামি' নিয়েই মেতে থাকছি?

এইপ্রজন্মের পাঠক চাইলেই তথ্য পেতে পারেন হাতের মুঠোয়। তথ্যনির্ভর ইতিহাসবোধ গড়ে তোলা আজকের দিনে আর কারুর কুক্ষিগত হবার কথা নয়। এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছে বইটি প্রস্তুত করতে গিয়ে। পাঠকেরও সেই বিশ্বাস দৃঢ় হোক। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে না চেয়ে আমরা টার্মিনোলজির টিকা করতে যাইনি বিশেষ। অনেক প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য হাতে থাকলেও ইঙ্গিতই যথেষ্ট মনে করেছি। আশা করি পাঠক তীব্র সমালোচনা করবেন আমাদের কাজটির।

জরুরি কয়েকটি কথা

সবকিছুর আগে লেখকের পক্ষ থেকে একটা ঘোষণা জরুরি যে, এই বই কোনো বিশেষজ্ঞ লেখকের গবেষণাগ্রন্থ নয়। এখানে ব্যবহৃত সমস্ত তথ্য ও ডেটা অন্যান্য গবেষকের গবেষণাপত্রগুলি থেকে যথাযথ উল্লেখ সহ শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। এই গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিচিত ও জনপ্রিয় ঐতিহাসিকদের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে, বাংলা পাঠকের কাছে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত গবেষণাগুলি, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ তথ্যগুলি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, এইটুকু বায়াস। খুব সাম্প্রতিক এই বিষয়গুলির ওপর সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে বেশ কিছু ভাল ভাল গবেষণা সামনে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, হয়তো জাতীয়তাবাদের প্রতি এক সাধারণ ঘৃণা থেকে একটা লম্বা সময়, ইওরোপ আমেরিকায় এই বিষয়টা নিয়ে অ্যাকাডেমিক চর্চায় একটা অনীহা হয়তো কাজ করেছে। আর আমরা জানি, যা ইওরোপ আমেরিকা করে না, তা ভারতেরও করতে হয় না। যা ইওরোপ আমেরিকা মানে না, তা ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মানতে হয় না। ফলে আর্কিওলজি বা আর্কিও-বায়োলজি বা পেলিও-অ্যাস্ট্রোনমির মত স্পেসিফিক ডিসিপ্লিনগুলি তাদের কাজ চালিয়ে গেলেও, ম্যাক্স মুলার বা মাইকেল উইটজেলের মত প্রবল উদ্যোমী ভারততত্ত্ববিদের খানিক অভাব ছিল গত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত। তারপর অবশ্য চিত্র পুরো বদলে যায়। পরম উৎসাহী একদল সত্য ও তথ্যনিষ্ঠ আর্কিওলজিস্টরাই সম্ভবত তর্কটাকে ফের উসকে দিয়ে থাকবেন, তাঁদের ধারাবাহিক পরিশ্রমসাধ্য অনুসন্ধানক্রিয়ার দ্বারা। এই তালিকায় পাকিস্তানের আর্কিওলজিস্ট রফিক মুঘল, মার্কিন আর্কিওলজিস্ট জে এম কেনোয়ার, জে জি শ্যাফার, ভারতের বিবি লাল প্রমুখের মত আর্কিওলজিস্টদের তথ্যানুসন্ধানই সম্ভবত সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রচলিত তত্ত্বের আরামদায়ক আশ্রয়ে থাকা তাত্ত্বিকদের কাছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হন কে আর কেনেডি কিংবা টমাস কিবিসিল্ডের মত অন্য ডিসিপ্লিনের গবেষকদের প্রদত্ত ডেটা। ফলে নতুন একদল ইন্ডোলজিস্ট নতুন উদ্যোমে পুনরায় অংশগ্রহণ করছেন শতাব্দীপ্রাচীন এই তর্কে, যাদের রচনা থেকেই এই গোটা বইটি টোকা। সঙ্গে অবশ্যই রফিক মুঘল থেকে বিবি লাল, কিংবা কে আর কেনেডি থেকে টমাস কিবিসিল্ডের গবেষণাপত্রগুলিতে প্রাপ্ত ডেটা এই বইয়ের সম্পদ। একথা ঘোষণা করতে কোনও সংকোচ নেই যে, এই বইতে উল্লিখিত যাবতীয় গবেষণা ও সার্ভে

স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিকপাল আন্তর্জাতিকমানের গবেষকদের লেখা রিসার্চ-পেপারগুলি থেকে সংগৃহীত ও বর্তমান লেখকের নিজের কোনও গবেষণা নেই। বস্তুত, বর্তমান লেখক, নেহাতই একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্র, আর্কিওলজি, অ্যানথ্রপলজি, পেলিওনটলজি, প্রাইমেটলজি, বায়োলজি, জেনেটিক্স, আর্কিও-লিঙ্গুইস্টিক্স, আর্কিওবায়োলজি, আর্কিওঅ্যাস্ট্রোনমি, রেডিওলজি, আর্কিওজুওলজি ইত্যাদি কোনও ডিসিপ্লিনেরই তিনি এক্সপার্ট নন। এই বইতে এমন অনেক চ্যাপ্টার আছে, যা অন্য গবেষকের কোনো একটি বা দুটি রিসার্চ-পেপারের রিভিউ মাত্র। এমনও চ্যাপ্টার রয়েছে, যার প্রায় সব তথ্যাদি অন্য কোনো লেখকের কোন একটি বা দুটি বইয়ের, একটি বা দুটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ। সুতরাং, কেউ যদি বইয়ের মূল ডিসকোর্স ছেড়ে, এই বিষয়ে সমালোচনা করতে চান, তা হবে পণ্ডশ্রম, কারণ, লেখক নিজেই ঘোষণা করছেন, এই বইয়ের মূলধন কী!

২০১১-১২ থেকে এই বিষয়টা নিয়ে আগ্রহ জন্মায়, পড়া শুরু করি। লেখার কাজে হাত দিয়েছিলাম, ২০১৬-র শুরুর দিকে, যা চালু থেকেছে কখনও একটানা, কখনও বিরতি নিয়ে একেবারে ২০১৭-র অগাস্ট পর্যন্ত। এই কাজে প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় যেসব গবেষকদের, তাঁদের প্রত্যেকের উল্লেখ বিবলিওগ্র্যাফিতে নিখুঁতভাবে আছে। তার বাইরে যাঁরা এই পুরো সময়টায় পড়া ও লেখার কাজে বইপত্র, তথ্য, ইন্টারনেটে বিভিন্ন জার্নালের ঠিকানা, ও সময়োচিত সমালোচনা ও প্রশ্নাদি পাঠিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের উল্লেখ না করলে ঘোর অন্যায় হবে। তাঁরা হলেন, ঈশান সাঁতরা, সুব্রত ঘোষ, শান্তনু ভট্টাচার্য, রূপক সামন্ত, ইমন সাঁতরা, প্রসেঞ্জিৎ বিদ, বিশ্বজিৎ দে। পড়া ও লেখার পুরো সময়টা সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে মানস চক্রবর্তী। সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর যাবতীয় জ্ঞানগম্যি সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের শিক্ষক পল্টু গুছাইতের থেকে পাওয়া। এই সংক্রান্ত চ্যাপটারগুলি পড়ে, ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন পল্টু গুছাইত। জেনেটিক্সের চ্যাপটারটির জন্য আমি যতটা ঋণী উল্লিখিত লেখক ও গবেষকদের কাছে, তার খানিকটা হলেও ঋণ থাকবে বায়োলজির অনুসন্ধিৎসু পাঠক সায়ন্তন সাউয়ের কাছে, ওঁর প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য। প্রকাশক হিসেবে ধন্যবাদ প্রাপ্য মানস চক্রবর্তীর পুনরায়, সঙ্গে সন্দীপ ধাড়া ও অনির্বাণ মণ্ডলের।

সুজিত দাশ

২১ ভারতের প্রথম নগর সভ্যতা

৪৬ সিন্ধুসভ্যতার পতন ও ধারাবাহিকতা

৯০ লোকালাইজেশান

১২০ আর্য-হোমল্যান্ড: সামহোয়ার ইন এশিয়া এন্ড নো মোর

১৪৯ আর্য ঘোড়াতত্ত্ব

১৭১ আর্যতর্কের সূচনা: ইমিগ্রেশান না ইনভেশান?

১৮১ ইনোভেশানস ইন সাঙ্গকৃট

১৯৫ হিটাইট ও ইউরেলিক ভাষাগুলিতে বৈদিক লোন-ওয়ার্ডস

২১৭ ঋকবেদ ও আবেস্তা

২৩৩ ঋকবেদে আর্যদের পূর্ববাসস্থান ও আর্য-আক্রমণপূর্ব ভারতের অনার্যজাতিসমূহের উল্লেখ

২৪৪ প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপ্যাল
২৬১ লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টোলজি
২৭৩ সাবস্ট্রাটাম ইন সাঙ্গকৃট
৩০৭ ডিরেকশান অফ এক্সপ্যানশান অফ দ্য ভেদিক এরিয়াস
৩১৭ লিঙ্গুইস্টিক তর্কের অবসান
৩৩২ আর্যতর্কে জেনেটিক্স
৩৬৬ নদী সরস্বতী
৩৮৯ কম্প্যারেটিভ মিথলজি
৪২১ বহিঃভারতে আর্যবসতির প্রমাণাদি
৪৪৯ ঋকবেদের সময়কাল
৪৭৪ মাইগ্রেশান না ডিফিউশান?
৫০৬ টিকা
৫০৭ বিবলিওগ্র্যাফি

মুছে যাওয়া জনপদে হারিয়ে যাওয়া মানুষের তৈজস ইতিহাসের প্রধান নির্ভরতা। ভাঙা মৃৎপাত্রের গায়ে ভাঙা ভাঙা ইতিহাস। একটা সভ্যতার মানুষ, মানুষের ঘরবাড়ি, বাড়ির উঠোনে ক্রীড়ারত কোলাহলমুখর শিশুরা, শিশুদের বাবামা, তাদের জীবনযাপন, রাগ, হিংসা, ভালোবাসা সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার পর, থেকে যাওয়া কিছু খোলামকুচি হল ইতিহাসের উপাদান। কতটুকু জানা যায়?

কতটুকু জানা যায় এমনকি একটা ইন্সক্রিপশান থেকেও? কেননা, ইন্সক্রিপশান তো তাঁদের হাতে তৈরি যারা লিপি ব্যবহারে দক্ষ? সমাজের কজন মানুষের ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে পারে একটা শীলালিপি? গান্ধার, তক্ষশীলা থেকে পাটলিপুত্র ছড়ানো অশোকের শীলালিপিতে কতটুকু জানা যায় সেদিনকার ভারতের সাধারণ মানুষের কথা? আজ এখানে মাটি খুঁড়ে যা জানা যায় কাল ওখানে খুঁড়ে মনে হয় উলটোটা। ইতিহাস কি এই সততবদলশীল খুঁড়ে চলা? সাহিত্য যখন প্রত্নতাত্ত্বিকের দেওয়া একটুকরো তুলোট কাগজকে নির্ভর করে হাজার পাতার জনপ্রিয় উপন্যাস, পাঠক, বইমেলা, পুরস্কার, অ্যাকশান ফিলমের স্ক্রিনপ্লের দিকে যায়, একজন আর্কিওলজিস্ট খুব সন্তর্পণে খুঁজতে থাকেন আরও আরও গভীরে। আজকের খুঁজে পাওয়া, কাল মনে হয় অন্যরকম। পাঁচবছর আগে লেখা তত্ত্ব তিনি বাতিল করে ফের লেখেন নতুন করে। পরের জন এসে তাকেও ফের লেখেন নতুন করে। চলতেই থাকে এই প্রক্রিয়া। আর্কিওলজিস্ট, অ্যানথ্রপলজিস্ট, পেলিওনটলজিস্ট, প্রাইমেটলজিস্ট, বায়োলজিস্ট, জেনেটিসিস্ট, আর্কিও-লিঙ্গুইস্ট, আর্কিওবায়োলজিস্ট, আর্কিওঅ্যাস্ট্রোনমিস্ট, রেডিওলজিস্ট, আর্কিওজুওলজিস্টগণ একজন ঐতিহাসিককে সরবরাহ করতে থাকেন প্রতিদিন নতুন নতুন ফ্যাক্টস। ঐতিহাসিক তাকে সত্যনিষ্ঠ পরিবেশন করেন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে। এভাবেই এগোয় সমাজবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শাখাটির কাজ।

কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্য, সেই সাহিত্যের পাঠক, প্রেস মিডিয়া সততপরিবর্তনশীল এই জটিলতার মধ্যে যেতে সক্ষম নয়। এখানে সবকিছু নির্ধারিত হয় উপস্থাপনার উত্তেজনাকর উপাদানের গুণে।

পূর্বেকার প্রচারিত তত্ত্ব যদি সেই উত্তেজনা দিতে সক্ষম হয়, তো পরবর্তীতে আসা তুলনামূলক কম উত্তেজনাকর ফ্যাক্ট গৃহীত হয় না জনমানসে। জনমনের সুগভীরে তখনও প্রবল বিরাজ করে পূর্বেকার বিশ্বাস। জনপ্রিয় লেখকরা তখনও পোয়াতে থাকেন সেই একই উত্তেজনার আঁচ। সেইদলে আছে টেক্সটবই লেখকরা, রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা, সাংবাদিকরা এবং সাধারণ মানুষের পছন্দ ও অপছন্দ। 'ফ্যাক্ট' কথাটি আমরা জানি, ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে 'ফ্যাকটয়েড'। খুব ইন্টারেস্টিং শব্দ এটি। মেরিয়াম ওয়েবস্টার ডিকশনারির ডেফিনিশান হচ্ছে, 'an invented fact believed to be true because it appears in print'। অক্সফোর্ড বলছে 'an item of unreliable information that is reported and repeated so often that it becomes accepted as fact'। যুক্তরাষ্ট্রের University of Wisconsin-Madison'র অ্যানথ্রপলজির অধ্যাপক বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট Jonathan Mark Kenoyer ২০০৬এ "Cultures and Society of the Indus Tradition" একটি প্রবন্ধের ২য় প্যারাগ্রাফটিই শুরু করছেন, "The concept of an "Aryan" race is one example of a "factoid"।

'আর্য' কথাটি কয়েন করা হয়েছিল ঋকবেদ থেকে। সেখানে এর অর্থ হল 'একজন নোবল ম্যান, যে সংস্কৃত বলে, যে বৈদিক রিচুয়ালগুলি ঠিকভাবে অনুসরণ করে'। বেদে মোটামুটি এই অর্থেই 'আর্য' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। নোবলম্যান বা ভদ্রলোক। ভদ্রলোক মানে কী? আজকে 'ভদ্রলোক' একটি নেগেটিভ টার্ম, যা দ্বারা কলেজ-পাসড চাকুরিজীবী সম্প্রদায়কে বোঝায়। কিন্তু সেই অর্ধযাযাবর কৃষিসমাজে ভদ্রলোক বলতে কী বোঝানো হত? আজকের অর্থবোধ দিয়ে তো সেদিনের ইতিহাস বোঝা সম্ভব নয়। শব্দটির রুট খুঁজতে হবে এবং ইন্দোইওরোপিয় অন্য ভাষাগুলিতে তার ইনকর্পোরেট খুঁজে বের করতে হবে। কাজটি করেছেন, ২০০০ সালে প্রকাশিত Gerhard Köbler, তাঁর Indogermanisches Wörterbuch, 3rd ed., Innsbruck: Internationale Germanistische Etymologische Lexikothek-এ। রুট ওয়ার্ডটি মেলে ল্যাটিনের '*ar-' যার অর্থ 'to plough' বা 'to cultivate'। এর ল্যাটিন ইনকর্পোরেট পাওয়া যায়, 'arare' ও 'aratrum' (https://en.wiktionary.org/wiki/arare) এই শব্দটি প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানে '*h_2erh_3-.'।

ইতালিয়ান শব্দ aratro মানে লাঙল দেওয়া, aratore মানে লাঙল যে চালায়, লাঙল চালানো হল aratura। স্প্যানিশ ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার yo, ফিউচার সাজাংটিভ arar। প্রোটো ইন্দোইওরোপিয়ান *H_2égros মানে জমি। যার ইংলিশ কগনেট acre, গথিক কগনেট akrs, ল্যাটিন ager, গ্রীক agrós, সান্সকৃট ájraḥ , আর্মেনিয়ান art মানে soil। প্রোটো ইন্দোইওরোপিয়ান '*H_2erH_3-' মানে to plough, ওল্ড ইংলিশ erian, গথিক arjan, ল্যাটিন aro, arare, গ্রীক aróō মানে 'I plough', স্লাভিক orjǫ মানে to plough, বালটিক artum মানে to plough, লিথুয়ানিয়ান arti মানে to plough, কেলটিক airim মানে 'I plough', আর্মেনিয়ান araur মানে এক্ষেত্রে নাউন লাঙলটিকে বোঝান হয়, আলবানিয়ান arë মানে জমি, তোখারিয়ান āre মানেও নামপদ লাঙলটি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, কৃষিসমাজে 'আর্য' বলতে 'cultivator' বোঝাচ্ছে। পরে, এই শব্দে cultivated মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। ঋকবেদের অন্যতম প্রধান দেবতা আর্যমন যাকে মিত্র বরুণ বৃহস্পতি ভগ ইত্যাদিদের সঙ্গে একই মর্যাদায় পুজো করা হয়েছে। এই দেবতার অন্য কগনেটরা হলেন, Gaulish ভাষার Ariomanus, পার্সিয়ান Airyaman এবং Irish ভাষার Éremón, এই সমস্ত এফিনিটি চিহ্নিত করে কমন প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান দেবতা Xáryomēnকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিবেচনায়, ঋকবেদের সংস্কৃতিতে ছান্দসভাষার স্পিকারদের 'আর্য' বললে, খুব আপত্তির কিছু নেই। ভাষাতাত্ত্বিকরা যখন ভারত থেকে ইওরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত সংস্কৃত ল্যাটিন গ্রীক ইত্যাদি ভাষার সম্পর্ক নির্ণয় করছেন, একটি বড় ফ্যামিলিকে বোঝানোর জন্য তাঁরা ব্যবহার করছেন, 'ইন্দোইওরোপয়ান' নামটি। সংস্কৃতজ পরবর্তী ভাষাগুলিকে বলছেন, 'ইন্দো-আরিয়ান', যা কিনা একটি সাব ব্রাঞ্চ অফ 'ইন্দোইওরোপিয়ান'। অন্যদিকে আবেস্তান বা ওলড পার্সিয়ান ভাষাজাত ভাষাগুলিকে বলছেন 'ইন্দো-ইরাণিয়ান'। এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু, যারা বাংলা মৈথিলী হিন্দি গুজরাতি ইত্যাদি আধুনিক ইন্ডিক ভাষাতে কথা বলছেন, বর্তমান সময়েও তাদের 'আর্য' বলে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটি হল একটি ফ্যাক্টয়েডের উদাহরণ। কারণ, বর্তমান পৃথিবীতে আর ভাষার সঙ্গে এথনিসিটি খুঁজতে যাওয়া নেহাতই ভুলের উদাহরণ। কেননা, এথনিসিটি আভ্যন্তরিণ বিষয়, ভাষা, ধর্ম, আচরণ সতত বদলশীল। কেনোয়ার উক্ত প্রবন্ধে সেকথাই লিখছেন খুব স্পষ্ট করে, "This use of the term

"Aryan" as a classification of a person's genetic heritage is totally misleading and factually incorrect, because a person's language does not always correlate to their genetic ancestry."(p-42)। খুব পরিস্কার যে, আজকের পৃথিবীতে কাউকে 'আর্য', অপরজনকে 'অনার্য' ডাকা নেহাতই নির্বুদ্ধিতা। তবে, এক্ষেত্রে অতীত বর্তমান গুলিয়ে ফেললে মুশকিল হবে। সেই পেলিওলিথিক -চালকোলিথিক যুগের পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর বিস্তর ফারাক। ভাষা আজ যেভাবে ছড়ায়, সেদিন এই মাধ্যমগুলি ছিল না। এপ্রসঙ্গে দিল্লী জওহারলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজির প্রফেসর Shereen Ratnagar-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "In the pre-modern world, languages did not spread across the world unless those, who spoke them, did" ("Agro-pastoralism and the Migration of the Indo-Iranians", Shereen Ratnagar 2006, in "India: Historical Beginnings and the Concept of the Aryan, ed. Romila Thapar, NBT, New Delhi, p-157)। সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে ভাষা ছড়িয়ে পড়ত না যদি না সেই ভাষা যারা বলে তাদের সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর প্রত্যাক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ হত। ইন্দোইওরোপিয়ান গোষ্ঠীর বর্তমান ভাষাগুলিই সারা পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের ভাষা আজ। এই গোষ্ঠীর ভাষাই এই গ্রহের সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে অবস্থান করছেন। সুতরাং এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে একই জাতীয় ভাষা ছড়িয়ে পড়ার পিছনে সেই ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে অন্যদের সম্পর্কের ইতিহাস দীর্ঘ, কত দীর্ঘ? এক দুই বছর একশ দুশ বছর নয়, কয়েক সহস্রাব্দের ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের খোঁজ শুরু হয়েছিল ১৫৮১ ও ১৫৮৮ মধ্যবর্তী সময়ে, এই ভারত থেকেই, ইওরোপ যখন সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পায়। ইতিহাসের সেই ইতিহাসই আমাদের বর্তমান বইয়ের প্রধান উপজীব্য।

তবে, আর্যতত্ত্ব না, ভারতের ইতিহাসের শুরু আরও অনেক পিছনে। সেই অঞ্চলগুলিতে ভ্রমণও আমাদের সেরে নিতে হবে সংক্ষেপে। পৃথিবীর ডেমোগ্রাফিক ম্যাপ নিয়ে সাম্প্রতিক নানান গবেষণায় Pasteur Institute, Paris ও Marie Curie University-র গবেষক Lluis Quintana-Murci, The University of Glasgow-র রিডার Vincent

Macaulay, Liverpool School of Tropical Medicine, Oxford University-র গবেষক Stephen Oppenheimer বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ আর্কিওলজির অধ্যাপক Michael Petraglia'র মত বিশ্বমানের জেনেটিসিস্টগণ সাজেস্ট করছেন যখন হোমো-স্যাপিয়েনস আফ্রিকা থেকে ফার্স্ট টাইম মাইগ্রেট করেছিল, তারা পৌঁছেছিল সাউথ-ওয়েস্ট এশিয়ায় আজ থেকে ৭৫,০০০ বছর আগে। আর পরবর্তী মাইগ্রেশান আজ থেকে ৫০০০০ বছর আগে পপুলেট করেছিল মিডল-ইস্ট ও ইওরোপ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতের জ্বালাপুরমে ২০০৭ সালের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে তাঁদের এই প্রস্তাব কনফার্ম করে। 'The Hindu' ৯ জুলাই, ২০০৭এ প্রকাশিত রিপোর্ট: অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল জেলার জ্বালাপুরমে খননকার্যে উঠে আসা তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে টোবা সুপার ভলক্যানিক ইরাপশানের আগেই মানুষ বসতি ছিল দক্ষিণ ভারতে। আমরা জানি আজ থেকে ৭৪,০০০ বছর আগে সুমাত্রার টোবা অগ্নুৎপাত ছিল গত কুড়ি লক্ষ বছরের সবচেয়ে বড় অগ্নুৎপাত। Dr. Ravi Korisettar, ধারবাদের কর্ণাটক ইউনিভার্সিটি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক, যিনি দীর্ঘ পাঁচবছর এই খননকার্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, উল্লেখ করছেন যে, সুমাত্রার সেই অগ্নুৎপাতের ছাই এসে পৌঁছেছিল এমনকি ভারতেও। এই খননকার্যে পাওয়া স্টোন টুলস পাওয়া গেছে এই ছাইয়ের স্তরের নীচে। অর্থাৎ এখানে মনুষ্যবসতি তারও আগে। দ্য হিন্দুতে প্রকাশিত খবরে জানানো হচ্ছে যে, এই অঞ্চলে পাওয়া স্টোন টুলসের সঙ্গে আফ্রিকার মিডল স্টোন টুলসের যে মিল তা ইউরেশিয়ায় পাওয়া স্টোন টুলসের থেকে অনেক বেশি। Dr. Petraglia, যিনি ছিলেন এই খননকার্যে রবি করিসাত্তারের অন্যতম সহযোগী, উল্লেখ করছেন, "So what we are saying is that modern humans probably dispersed from Africa into India at a very early date, earlier than anyone has suggested before"। K. Thangaraj, অন্যতম প্রত্নতত্ত্ববিদ, যিনি এই খননকার্যে যুক্ত ছিলেন, মনে করেন, "India has a played a key role in the migration of modern humans out of Africa"। (http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/modern-humans-reached-india-early/article1869260.ece.) অপর দিকে তাঁরই লেখা 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য একটি নিবন্ধে

কে থাঙ্গরাজ উল্লেখ করেছেন, আন্দামানের একটি উপজাতির জিন ৫০ থেকে ৭০ হাজার বছর আগের মাইগ্রেশানকে কনফার্ম করে। কিন্তু, এখানেই নয়, আমরা যেতে পারি আরও অনেক দূর। ১৯৮২-তে মধ্যপ্রদেশের নর্মদা উপত্যকার হাথনোরা নামক এলাকায় ড. অরুণ সোনাকিয়া, প্রাক্তন ডিরেক্টর অফ পেলিওন্টোলজি ডিপার্টমেন্ট, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, খুঁজে পান একটি হোমো-ইরেক্টাস স্কাল। ফ্রেঞ্চ পেলিওন্টোলজিস্ট Marie-Antoinette de Lumley ১৯৮৪ সালে ড. সোনাকিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে এটির ওপর পরীক্ষা চালান, প্যারিস থেকে প্রকাশিত L'Anthropologie নামক ফ্রেঞ্চ জার্নালে, এই পরীক্ষার রিপোর্ট বেরয়, যার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে ভারত সরকারের জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কোলকাতা বিভাগের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। এই স্কালটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, "It is most ancient human remnant so far discovered in Indian sub-continent and it was discovered in situ which allow a precise determination of its stratigraphic, palaeontological and cultural context all attributable to the Middle Pleisto-cene (around 500,000 years ago) age in the geological time scale." (L'Anthropologie (Paris) Tome 89n° 1, pp. 13-61)।

তার মানে, ভারতের ইতিহাসের শুরু কেবল হোমো স্যাপিয়েন্সের যাত্রাপথের সঙ্গে যুক্ত তা-ই নয়। তারও পূর্বেকার হোমিনিডদের অসমাপ্ত অভিযাত্রাতেও অংশ নিয়েছিল বিচিত্র এই উপমহাদেশ। বস্তুত, ভারতের ইতিহাসের শুরুটা জানতে আমাদেরও অনেক দূরযাত্রায় বেরতে হবে...

ডায়াক্রিটিকাল মার্কস

স্বরবর্ণ

a- অ Short 'a', pronounced like 'u' in cut

ā- আ Long 'a', pronounced like 'a' in father

i- ই Short 'i', pronounced like 'e' in English

ī- ঈ Long 'i', pronounced like 'ee' in see

u- উ Short 'u', pronounced like 'u' in put

ū- ঊ Long 'u', pronounced like 'oo' in food

ṛ- ঋ Short vocalic 'r', pronounced like 'ri' in merrily Translit-
eration

ṝ- ৠ Long vocalic 'r'

ḷ- ঌ Short vocalic 'l', pronounced like 'lry' in revelry

ḹ- ৡ Long vocalic 'l'

e- এ Short 'e', pronounced like 'e' in else

ē- এ Long 'e', pronounced like 'ai' in aid

ai- ঐ Diphthong 'ai', pronounced like 'ai' in aisle

o- ও Short 'o', pronounced like 'o' in cot

ō- ঔ Long 'o', pronounced like 'o' in dote

ব্যাঞ্জনবর্ণ

k- ক্ Velar plosive, unvoiced and unaspirated

kh- খ্ Velar plosive, unvoiced but aspirated

g- গ্ Velar plosive, voiced but unaspirated

gh- ঘ্ Velar plosive, voiced and aspirated

ṅ- ঙ্ Velar nasal

c- চ্ Palatal plosive, unvoiced and unaspirated (pronounced like 'c' in cello or 'ch' in chutney)

ch- ছ্ Palatal plosive, unvoiced but aspirated

j- জ্ Palatal plosive, voiced but unaspirated

jh- ঝ্ Palatal plosive, voiced and aspirated

ñ- ঞ্ Palatal nasal

ṭ- ট্ Retroflex plosive, unvoiced and unaspirated

ṭh- ঠ্ Retroflex plosive, unvoiced but aspirated

ḍ- ড্ Retroflex plosive, voiced but unaspirated 4 Transliteration, Transcription and Pronunciation

ḍh- ঢ্ Retroflex plosive, voiced and aspirated

ṇ- ণ্ Retroflex nasal

t- ত্ Dental plosive, unvoiced and unaspirated

th- থ্ Dental plosive, unvoiced but aspirated

d- দ্ Dental plosive, voiced but unaspirated

dh- ধ্ Dental plosive, voiced and aspirated

n- ন্ Dental nasal

p- প্ Labial plosive, unvoiced and unaspirated

ph- ফ্ Labial plosive, unvoiced but aspirated

b- ব্ Labial plosive, voiced but unaspirated

bh- भ् Labial plosive, voiced and aspirated

m- म् Labial nasal

y- य् Palatal semivowel

r- र् Dental tap (in Tamil phonology) or retroflex trill (in Sanskrit phonology)

l- ल् Dental lateral approximant

v- व Labial semivowel

ḻ- Retroflex central approximant (commonly transcribed as zh)

ḷ- ळ् Retroflex lateral approximant

ṯ- Alveolar plosive, unvoiced

ḏṟ- Alveolar plosive, voiced

ṟ- Alveolar trill

ṉ- Alveolar nasal

ś- श् Palatal aspirated sibilant, pronounced somewhat like 's' in sure (or 'sh' in she)

ṣ- ष् Retroflex aspirated sibilant, pronounced somewhat like 's' in sure (or 'sh' in she), but with the tongue curled further back

s- स् Dental aspirated sibilant, pronounced like 's' in see

h- ह् Voiced glottal fricative

ḥ- ः

১৮৫০এর দশকের শেষ। রেলওয়ে প্রজেক্টের কাজ চলছে ব্রিটিশ অধিকৃত পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে। সঠিকভাবে, লাহোর থেকে মুলতান, রাভি নদীর পাড় বরাবর। কিন্তু রেলওয়ে নির্মাণের জন্য দরকার ব্যাসাল্টশিলা। কোথায় পাওয়া যাবে! একটি পলিগঠিত সমভূমিতে এ জিনিস নেহাতই অপ্রতুল। রেলপথ নির্মাণ এখানে অসম্ভব যদি না ধারেকাছে মেলে একটি প্রাচীন নগরসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এবং তার বিরাট সংখ্যক ওয়েলসিজনড ইঁট! ঠিক এতটাই সৌভাগ্যবান ছিল সেই ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়াররা যারা রাভি নদীর বর্তমান ধারা থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে এরকম একটি ঢিবি খুঁজে পেয়েছিল পাঞ্জাবের শাহিওয়াল জেলার হরপ্পা নামক একটি অখ্যাত গ্রামে। একটি নয়, অসংখ্য ঢিবি। তারপর, খুব আনন্দের কথা, বড় বড় ওয়াগনভর্তি ইঁট চলে গেল রেলপথের বিস্তারে। ভারতের উন্নয়ের প্রতীক রেল। উন্নয়ণ মানেই এই দেশে রাস্তাঘাট, উড়ালপুল, রেল। বিরাট পরিমাণ ইঁট। এ পুরো সোনার খনি পাওয়ার মতো ঘটনা। ১৬০ কিলোমিটার রেলওয়ে নির্মাণের জন্য দরকারি পুরো সাপ্লাইটাই এসেছিল এই হরপ্পা গ্রামের পরিত্যক্ত ঢিবিগুলি থেকে। আলেক্সান্ডার কানিংহ্যাম, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, এখানে একবার ভিজিট করেছিলেন ১৮৫৩ ও ৫৬তে। যখন এএসআইয়ের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) প্রধান হিসেবে তিনি ফিরে এলেন ফের ১৮৭২এ। কিছুটা খেদের সঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন যে, তাঁর প্রথম ভিজিটের সময় সভ্যতার নিদর্শন যা পেয়েছিলেন, তার অধিকাংশই ভ্যানিশ হয়ে গেছে লাহোর মুলতান রেলওয়ের ব্যাসাল্ট সাপ্লাই দিতে (Danino, 2010, 84)।

আলেক্সান্ডার কানিংহ্যামের মতো স্যর জন মার্শালও প্রথমদিকে এই এলাকাকে মোটেই তত গুরুত্ব দেননি। বরং ১৯১৩ নাগাদ আমরা তাঁকে দেখব— ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ-হিন্দু শিক্ষাশহর আফগানিস্তানের তক্ষশীলার প্রতি বেশি আগ্রহী। ১৯০৯ ও ১৯১৪তে হরপ্পায় তিনি খননকার্য চালানোর নির্দেশ দেবেন, কিন্তু তাঁর মনোনিবেশ আকর্ষণের উপযুক্ত উপাদান সেই রেলওয়ে-প্লান্ডার্ড সাইটে কিছুই মিলবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সামলে শেষমেশ সেখানে বিস্তৃত খননকার্য চালাতে সময় লেগে যাবে একেবারে ১৯২১। দয়ারাম সাহানির নেতৃত্বে এই

খননকার্যে কী কী মিলবে এবং তারপরের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। অন্যদিকে এটাও জানি, লারকানা থেকে বেশ দূরে মহেঞ্জোদরো এলাকায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে খননকার্যের ইতিহাস। মার্শাল ভেবেছিলেন হবে হয়তো এই সভ্যতা কিছু শতাব্দী পুরাতন একটি নিদর্শন। কিন্তু যখন ১৯২৪-এ "লন্ডন নিউজ"এ তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর চিত্রসহ আর্টিকেল এ.এইচ. সাইসির মতো তাবড় আর্কিওলজিস্টরা সাজেস্ট করলেন যে এই সভ্যতা হতে পারে ইজিপ্ট ও মেসোপটেমিয়ার সমসাময়িক, নিঃসন্দেহে মার্শাল উৎসাহিত হয়েছিলেন কল্পনার অতীত। John Marshal লিখছেন, "Indians have always been justly proud of their age-old civilization, and believing that this civilization was as ancient as any in Asia, they have long been hoping that archaeology would discover definite monumental evidence to justify their belief. This hope has now been fulfilled... The fact that at Harappa and at Mohenjo-daro where the present materials were discovered, ... proves that, whatever the history of the Sumerians in Mesopotemia may have been, a culture closely akin to theirs must have been widely disseminated in the Valley of the Indus" (Marshal, 1924, mentioned by Lahiri, 2005, 272)। সারা পৃথিবীর আর্কিওলজিস্টদের মধ্যে এই ঘটনার যথারীতি পাবলিসিটি হল প্রচুর। সরকারি ফান্ডও স্বাভাবিকভাবেই আর অপ্রতুল থাকল না। খননকার্য চলল। মার্শাল বুঝেছিলেন কেবল দুটি সাইট না। এরকম অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে অন্যান্য অঞ্চলেও। মহেঞ্জদরো থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে চানহুদরো, আজকের ইরাণ-পাকিস্তান সীমান্তে মাকরান প্রদেশের সুতকানজেন-দরো, বালুচিস্তানের দাবার-কট ও নাল এলাকা, সিন্ধু প্রদেশের আমরি ইত্যাদি অঞ্চলে পাওয়া গেল এই একই সভ্যতার বিভিন্ন সাইটস। ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় এই অঞ্চলে এরকম সাইটের সংখ্যা ৪০টি, ১৯৬০-এ সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১০০টি, ১৯৭৯ সালে সংখ্যাটি ৮০০, ১৯৮৪তে তা এসে ঠেকছে ১৪০০। ১৯৯৯তে মার্কিন আর্কিওলজিস্ট Gregory Possehl, যিনি হরপ্পাতেও খননকার্য করেছেন, সাম্প্রতিক একটি গেজেটে প্রকাশ করেছেন এরকম ২৬০০টি সাইটের কথা (Possehl, 1999, 26)। সবমিলিয়ে একেবারে সাম্প্রতিক হিসেব

অনুযায়ী মোট হরপ্পান সাইটের সংখ্যা ৩৭০০-এর কাছাকাছি, যার মধ্যে অন্তত ১১৪০টি ম্যাচ্যুর হরপ্পান ফেজের(Danino, 2010, 91) ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইরাণের মাকরান উপকূল থেকে উত্তর আফগানিস্তানের আমু দরিয়া (প্রাচীন অক্সাস) নদীর তীর বর্তমান তাজিকিস্তান সীমান্তের কাছে হরপ্পা থেকে ১০০০ কিলোমিটার দূরে শর্তুঘাই, জম্মু থেকে ২৮ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে চেনাব নদীর দক্ষিণ তীরে পীরপাঞ্জাল পর্বতের পাদদেশে মান্ডা হয়ে এদিকে ঘাগর নদীর তীর বরাবর পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর রাজস্থান, হাকরা ওয়াহিন্দ নদীর তীরে পাকিস্তানের চোলিস্তান মরু অঞ্চলের অসংখ্য সাইট, নারা নদীর তীরে গুজরাত, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, নর্মদা তাপ্তি নদীর উপত্যকা পর্যন্ত পুরো ৮,০০,০০০ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত ছিল এই সভ্যতা। আরও ক্লোজ স্টাডি থেকে আমরা পরবর্তীতে দেখব যে এই সমস্ত কেন্দ্রই মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, বনওয়ালি, কালিবঙ্গান, লোথাল বা ধোলাভিরার মত উন্নত নগরসভ্যতার চিহ্ন বহন করে না, কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি, পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে বেশ কিছু ট্রাইবস ও যাযাবর জাতির মানুষদের উপস্থিতিও ছিল, কিন্তু সার্বিকভাবে স্থানীয় কিছু বিশেষত্বসহ এই বিরাট অঞ্চলে একটাই সংস্কৃতির সভ্যতা গড়ে উঠেছিল একই সময়কালে।

মহেঞ্জদরো ফ্লারিশ করতে শুরু করেছিল ৩২৫০ থেকে ২৭০০ বিসিই নাগাদ, ১৯৫০ সালে রেডিওকার্বন ডেটিং সিস্টেম আসার পর, মোটামুটি নিশ্চিত ইন্দাস নগরসভ্যতার ম্যাচ্যুর ফেজ ২৬০০ থেকে ১৯০০ বিসিই পর্যন্ত। পুরো সাত
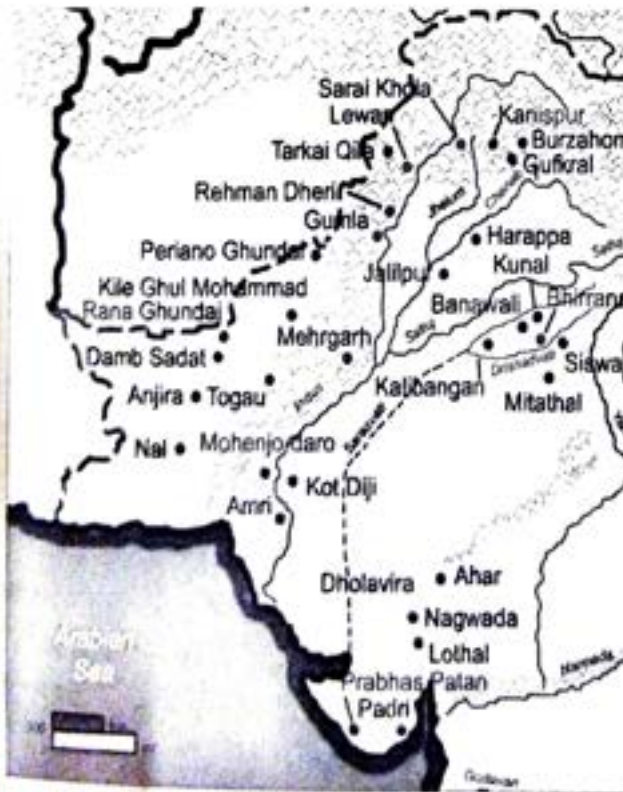
শতাব্দীকাল এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে আমরা দেখব একই প্রকার অর্গানাইজড সিভিল অর্ডার, স্ট্যান্ডার্ডাইজড আকার ও অনুপাতের ইঁট, স্ট্যান্ডার্ডাইজড বাটখারা, একই প্রকার লিপি খোদাই করা স্টিটাইট শীলস, একইরকম ভাবে তৈরি একই দেখতে স্ট্যাচু ও খেলনা, পেইন্টেড পটারি, গহনা এবং নিত্যব্যবহার্য তৈজস ও অন্যান্য সামগ্রী; যা প্রমাণ করে এই অঞ্চলের কৃষিতে প্রাচুর্য– এতটাই যা শহরগুলিতে সাপ্লাই দিয়েও বেশি, কেননা, সর্বত্রই আমরা দেখব বড় বড় শস্যাগার, তাম্র-ধাতুবিদ্যায় পারদর্শিতা, এক্সটেন্সিভ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, স্যানিটেশান ও বিডমেকিং মানে পুঁতিশিল্পের বিকাশ, বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির মধ্যে অভ্যন্তরিণ বাণিজ্য, কখনো কখনো বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে একটা ইন্টিগ্রেটেড ট্র্যাডিশান। আর্কিওলজিস্ট J. M. Kenoyer এই সময়কে বলেছেন 'ইন্টিগ্রেশান ইরা'। ম্যাচিওর ফেজের এই পর্যায়ের সভ্যতা তো আর একদিনে হয়নি। তার আগে দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি ছিল, Kenoyer প্রস্তুতির এই সময়টাকে চিহ্নিত করেছেন ৫,৫০০ বিসিই থেকে। একে উনি বলছেন রিকগনিশান ইরা। রিকগনিশান ইরাও কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের সভ্যতা নয়, আমাদের প্রবন্ধে এর কালানুক্রম নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার অবকাশ নেই। আরও এগোনোর আগে, ভাল হবে যদি প্রাগৈতিহাসিক ভারত ইতিহাসের বেসিক ক্রনোলজিটা আমরা একবার চোখ বুলিয়ে নিই পূর্বাপর:

Prehistoric India: Basic Chronology

Foraging Era 10,000 to 2000 BCE

Mesolithic and Microlithic

Early Food Producing Era 7000 to 5500 BCE

Mehrgarh Phase

Regionalization Era 5500 to 2600 BCE

Early Harappan Phases

5000-2600 B.C.E.

Ravi, Hakra, Sheri Khan Tarakai,

Balakot, Amri, Kot Diji, Sothi,

Integration Era

Harappan Phase 2600 to 1900 BCE

Localization Era

Late Harappan Phases 1900 to 1300 BCE

Punjab, Jhukar, Rangpur

Painted Grey Ware Culture

(+1200-800B.C.E)

Northern Black Polished Ware

(?700) (500-300B.C.E)

Early Historic Period begins ca. 600 B.C.E

Buddha (Siddhartha Gautama)

(563-483 B.C.E or 440-360 B.C.E)

(Panini 500-400B.C.E)

Alexander of Macedon receives submission

and becomes the "ally"

Ambhi, King of Taxila

Integration Era

Mauryan Empire

Chandragupta Maurya

Kautilya, minister of Chandragupta, possible Author of Arthashastra

(?317- 298 B.C.E)

Bindusara (298-274 B.C.E)

Ashoka (274-232 B.C.E)

(Kenoyer, 2006, 52; 1997, 53)

এখানে লক্ষণীয় এই 'ফরেজিং ইরা', অর্থাৎ যখন মানুষ কেবল খাদ্যসংগ্রহনির্ভর— কন্টিনিউ করছে ২০০০ বিসিই পর্যন্ত, যখন আবার কিনা ম্যাচিওর ফেজকেও চিহ্নিত করছেন উনি, এখানে কনফিউশান কিছু নেই. মনে রাখতে হবে, এই অঞ্চলে উপস্থিত ট্রাইবস ও যাযাবর মানে নোম্যাডিক পপুলেশানের কথা, যারা কিনা এই খাদ্যসংগ্রহনির্ভর জীবনযাত্রা চালিয়ে যাবে পুরো ম্যাচিওর হরপ্পান ফেজ বরাবর। একেবারে লোকালাইজেশান ইরা, যখন কিনা ইন্দাস ট্রেডিশান ট্রান্সমিট করে যাচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ের সঙ্গে, সেসময় তারাও থিতু হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়।

তবে, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় সম্প্রতি হাতে আসা ব্রিটিশ জার্নাল 'নেচার'-এ প্রকাশিত আইআইটি খড়গপুরের জিওলজি ও জিওফিজিক্স বিভাগের অনিন্দ্য সরকার ও অন্য একদল গবেষকের "Oxygen isotope in archaeological bioapatites from India: Implications to climate change and decline of Bronze Age Harappan civilization" শীর্ষক রিসার্চ-আর্টিকেলটি যা অ্যানিম্যাল বোনসের হাই রেজল্যুশান অক্সিজেন আইসোটোপ ($\delta^{18}O$) রেকর্ড থেকে দেখাচ্ছে, ৯ মিলেনিয়াম বিফোর প্রেসেন্ট, মানে ৭০০০ বিসিই নাগাদই বর্তমানে শুকিয়ে যাওয়া সরস্বতীর তীরে অন্যতম হরপ্পান সেটলমেন্ট ভিরান্নাতে এই সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়ে গিয়েছিল বলে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। আর্টিকেল জানাচ্ছে,

The climate reconstruction at Bhirrana demonstrates that some of the Harappan settlements in the Ghaggar-Hakra valley are the oldest in India and probably developed at least by the ninth millennium BP over a vast tract of arid/semi-arid regions of NW India and Pakistan. The Ghaggar (in India)-Hakra (in Pakistan) river, referred to as mythical Vedic river 'Saraswati' originates in the Siwalik hills, ephemeral in the upper part with dry river bed running downstream through the Thar desert to Rann of Kachchh in Gujarat. More than 500 sites of Harappan settlements have been discovered in this belt during the last hundred years. Of these several sites both in India viz. Kalibangan, Kunal, Bhirrana, Farmana, Girawad and Pakistan viz. Jalilpur, Mehrgarh in Baluchistan, Rehman Dheri in Gomal plains have revealed early Hakra levels of occupation preceding the main Harappan period. We infer that monsoon intensification from 9 ka onwards transformed the now dried up Ghaggar-Hakra into mighty rivers along which the early Harappan settlements flourished. That the river Ghaggar had sufficient water during the Hakra period is also attested by the faunal analysis. Frequency of occurrence of aquatic fauna like freshwater fish bones, turtle shells and domestic buffalo in these early levels of trench YF-2 is higher

(compared to early or mature Harappan periods; SI) indicating a relatively wetter environment. (Anindya Sarkar et al, 2016।

এই গবেষণা আন্তর্জাতিক মহলে গৃহীত হলে, প্রাগৈতিহাসিক ভারতের বেসিক ক্রনোলজি আর একবার রিরাইট করার দরকার হবে।

১৯৪৪ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রধানের দায়িত্বে এলেন আর. ই. মর্টিমার হুইলার। প্রাথমিক জীবনে ইনি ছিলেন ব্রিটিশ আর্মি ব্রিগেডিয়ার, উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় বেশ কতকগুলি সংস্কারসাধন করেন, খননকার্যের সময় বিভিন্ন স্তরে বিবর্তনের চিহ্নগুলি রেকর্ড করার পদ্ধতির প্রয়োগ তাঁর কৃতিত্ব, ভীষণ পরিশ্রমী কিন্তু নাটকীয় চরিত্রের মানুষ ছিলেন হুইলার। তাঁর এই নাটকীয়তা ভারতের ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্থায়ীত্ব পেয়ে গেছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারতীয়দেরও সম্ভবত তথ্যনিষ্ঠার থেকে নাটকীয়তাই বেশি পছন্দ। শুধু ভারতীয় না, সাধারণ পাঠক সারা বিশ্বেই নাটকীয়তা ছাড়া ইতিহাসপাঠে খুব বেশি আগ্রহী মনে হয় না। হুইলারের নাটকীয়তার প্রভাব ভারতের ইতিহাসে আজও পরিলক্ষিত হয়। আমরা সেটা পরবর্তীতে লক্ষ্য করব। আর একটা জিনিস হুইলার করে গিয়েছিলেন, যা আমাদের জন্য চিরকালের জন্য রয়ে গেছে তা হল ভারতের ইতিহাসে গ্রীক-রোমান টার্মিনলজির আকছার অনুপ্রবেশ। আর্কিওলজির ট্রেনিং হুইলারের ক্ষেত্রে ছিল রোমান কনটেক্সটে, ইন্দাস শহরগুলির বর্ণনাতেও তিনি হোলসেল সেইসব টার্মস ব্যবহার করে গেছেন, পাঠক সেগুলিকেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। এবং এতে করে হরপ্পা-মহেঞ্জদরো সভ্যতা আমাদের কাছে অনেকটাই একটি এলিয়েন সভ্যতা মনে হয়। বর্ণনার গুণে সেখান থেকে মুছে গেছে এই মাটির গন্ধ। 'সিটাডেল', 'গ্র্যানারিস', 'ডিফেন্স ওয়াল', 'কলেজ', 'অ্যাক্রপলিস', 'নেক্রোপলিস', 'প্লাজা', 'স্টেডিয়াম', 'দ্য প্রিস্ট কিং' ইত্যাদি অসংখ্য শব্দের ব্যবহার এই সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনায় এখনও যে ব্যবহার হয়, এসবই হুইলারের দান। যে যে অঞ্চলগুলি তিনি 'সিটাডেল', 'গ্র্যানারিস', 'ডিফেন্স ওয়াল', 'কলেজ', 'অ্যাক্রপলিস', 'নেক্রোপলিস', 'প্লাজা', 'স্টেডিয়াম' ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি তা-ই ছিল, এরকমটির প্রমাণ নেই। আর, হরপ্পার সমাজে প্রিস্ট কিংবা কিং-এর কনসেপ্টই ছিল

না, অন্তত থাকার কোন প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু মেসপটেমিয়ান সমাজের অনুকরণে এখানে পাওয়া ফিগারিনগুলিতে তিনি এইসব শব্দের ব্যবহার করে দিয়েছেন আকছার। আমাদেরও আলোচনার সময় এই শব্দগুলি আপত্তি সত্ত্বেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, কারণ, ইতিহাসের উপস্থাপনায় 'জেনারেলি অ্যাক্সেপটেড ভিউ' 'লার্জলি অ্যাক্সেপটেড টার্মস' না থাকলে তা 'স্ট্যান্ডার্ড' হয় না।

মহেঞ্জদরো সম্ভবত ছিল সেই অর্থে সবচেয়ে বড় শহর, আয়তন প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ হেক্টর জুড়ে, লোকসংখ্যা হতে পারে ৪০ থেকে ৫০ হাজারের মত, এরপরের অপেক্ষাকৃত ছোট এলাকাগুলি হরিয়ানার রাখিগড়ি ১০৫ হেক্টর, বনওয়ালি ১০ হেক্টর, রাজস্থানের কালিবঙ্গান ১২ হেক্টর, গুজরাতের রংপুর ৫০ হেক্টর, লোথাল ৭ হেক্টর, ধোলাভিরার ক্ষেত্রে ৪৮ হেক্টর ফর্টিফায়েড এরিয়া, বাইরেও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আর্টিফ্যাক্টস পাওয়া গেছে— এই হল মোটামুটি সবচেয়ে বড় সাইটগুলির আয়তন(Kenoyer, 1997, 54)। আর "The Total area encompassed during the Harappan phase was between 650,000 and 800,000 square kilometers" (Kenoyer, 1997, 53)।

হরপ্পার নগরব্যবস্থা ছিল আশ্চর্যজনক ভাবে উন্নত, এত, যা পাঁচহাজার বছর পরেও অধিকাংশ ভারতীয়র জন্য কল্পনার অতীত। প্রত্যেক বাড়িতে ছিল নিজস্ব বাথরুম, পাশাপাশি বাড়িগুলির বাথরুমগুলির নির্মাণ ছিল নিঁখুত পরিকল্পনামাফিক একই উচ্চতার সমতলের ওপর যাতে জল নিকাশির ক্ষেত্রে সমস্যা না হয়, বাড়িগুলি অনেকসময় নির্মাণ করা হয়েছে ইঁটের উঁচু প্লাটফর্মের ওপর। সবচেয়ে বড় কথা, হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্যেকটা ইঁট একই রেশিও অফ ডাইমেনশান মেনে তৈরি: ১ : ২ : ৪ ।অর্থাৎ হয় ১০ × ২০ × ৪০ সে.মি. নয় ৭ × ১৪ × ২৮ সে.মি.। মজার ব্যাপার এই মাপটাই আজকেও ইঁটের স্ট্যান্ডার্ড রেশিও (Jane R. McIntosh, 2008, 233)।

প্রাথমিক ভাবে আর্কিওলজিস্টদের অনেকেই ভেবেছিলেন, এ সভ্যতা কোনও ভাবেই গুপ্তযুগের আগের নয়। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি নাগরিকরা প্রায় অবসেসড ছিল বলা যায়, জলের সাপ্লাই নিশ্চিত করার জন্য অসংখ্য কূপ, একা মহেঞ্জদরোতেই সংখ্যাটা ৬০০ থেকে ৭০০টি।

হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে প্রতি ৩৫ মিটার ছাড়া ছাড়া একটি একটি কুয়ো। কুয়োগুলি ১৫ থেকে ২০ মিটার গভীর পোড়ামাটির ইঁট দিয়ে বাঁধা। হরপ্পায় যদিও কুয়োর ব্যবহার কম, সেখানে দেখব পাবলিক বাথ, কিংবা বড় জলাধার, ধোলাভিরায় পাশের নদী থেকে খাল কেটে শহরের ভিতর পর্যন্ত জলের ব্যবস্থা। বাঁধানো রাস্তা, এমনকি, রাস্তার পাশে গার্বেজ-বিনস, বাড়ির দেওয়াল কখনও এমনকি ৭০ সে.মি. পর্যন্ত চওড়া যা ইঙ্গিত দেয় যে বাড়িগুলি দু-তিনতলা পর্যন্ত তৈরির উপযুক্ত। হরপ্পা হোক কালিবঙ্গান হোক বা ধোলাভিরা, সর্বত্রই ফর্টিফিকেশান ছিল একটি সামগ্রিক গুরুত্বের বিষয়। এবং প্রাচীরের চারিদিকে পরিখা, মানে খাল কেটে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা। বনওয়ালিতে এরকম একটি পরিখার চিহ্ন পাওয়া গেছে, হরপ্পাতেও সম্ভবত ছিল, ধ্বংসাবশেষ থেকে তা খুব স্পষ্ট। কালিবঙ্গান সাইটের রাস্তাঘাট ছিল একেবারে সঠিক পাটিগণিতের হিসেবে নিখুঁত। স্ট্রিটগুলি ছিল হয় ১.৮মিটার, নাহলে তার দ্বিগুণ ৩.৬মিটার, নয় তিনগুণ ৫.৪মিটার বা চারগুণ ৭.২মিটার চওড়া (Wheeler, 1986, 49)। নগরপরিকল্পনাই নয়, মহেঞ্জদরোতে ৫ : ৪ রেশিও, মানে, পাঁচটি পিলার প্রতি সারিতে, এরকম চারটি সারিতে তৈরি পিলারের ওপর নির্মিত পাবলিক হলও পাওয়া গেছে। বনওয়ালির অ্যাসপাইডাল ফায়ার টেম্পলের নজরকাড়া গঠন আমরা খানিক পরে দেখব। হরপ্পা অঞ্চলের বাড়িগুলিও ছিল চোখে পড়ার মতো পরিকল্পনামাফিক। মাঝখানে একটি সেন্ট্রাল ইয়ার্ড, তিনদিক ঘিরে ঘরের সারি, সামনেটা একটা বিশাল এন্ট্রান্স। বাড়িগুলির নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে সুরকি ও চারকোলের মিশ্রণ। বর্তমান বালুচিস্তানের পিরাকে Jean-Francois Jarrige, ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট, যিনি এই সাইটে খননকার্য চালিয়েছিলেন, অবাক হয়েছিলেন যখন, দেওয়ালে সারিবদ্ধভাবে তিনি আবিষ্কার করেন niche বা বাংলায় যাকে বলি কুলুঙ্গি। একইভাবে অবাক হয়েছিলেন R.S. Bisht, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ২003-4-এ জয়েন্ট ডিরেকটর, যিনি ধোলাভিরা খননকার্যের দ্বায়িত্বে ছিলেন, যখন তিনি এই প্রাচীন শহরের ফর্টিফিকেশানগুলির মাপ নিলেন। তিনি দেখলেন শহরের ওভারঅল প্রপোর্শান ৭৭১ × ৬১৭ মিটার, মানে রেশিও ৫ : ৪, অন্যভাবে বললে চওড়ার থেকে লম্বে ২৫% বেশি। এপর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু শহরের দুর্গের ভিতরে বাইরে দুই-ই, মিডল টাউন, সেরিমোনিয়াল গ্রাউন্ড, দুর্গের চারিদিকে ঘেরা পাচিল সবই কমবেশি এই একই রেশিও মেনে তৈরি বা

এই রেশিওর অন্য গুণিতক। শুধু ধোলাভিরাই নয় এরকম রেশিও অফ প্রপোর্শান আমরা দেখব লোথালে, যেখানে পুরো শহরটির টোটাল ডাইমেনশান ২৮০ × ২২৫, কমবেশি ৫ : ৪, হরপ্পার শস্যাগার, মহেঞ্জদরোর HR এরিয়ায় একটি বিশালাকৃতি বাড়ি ১৮.৫ × ১৫.২ মিটার, এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। এই মাপগুলির ক্ষেত্রে সামান্য কমবেশি যা দেখা যাচ্ছে তার কারণ, আমরা এখন যেমন মাপের ইউনিট হিসেবে 'মিটার' ইউস করছি, সেসময় ঠিক কী মাপ ব্যবহার হত স্পষ্ট নয়। দৈর্ঘ মাপার একক কী ছিল সে সম্বন্ধে খুব পরিস্কার ধারণা নেই; ৪৬ মিলিমিটারের একটি হাতির দাঁতের স্কেলের মত দেখতে বস্তু লোথালে খুঁজে পেয়েছিলেন আর্কিওলজিস্ট S.R. Rao, যিনি এই অঞ্চলে খননকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বস্তুটির ওপর ২৭টি খানিকটা ইরেগুলার দাগ আছে, যার প্রতিটির দূরত্ব কমবেশি ১.৭৭ মিলিমিটার। ১৯৬০ কালিবঙ্গান খননকার্যে পাওয়া ৯ সেন্টিমিটার লম্বা একটি টেরাকোটা এপ্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। এর প্রতিটি ইউনিট ১.৭৫মিলিমিটার। এখন এই প্রসঙ্গে আমাদের সোর্স মাইকেল ড্যানিনু একটি হিসেব দেখাচ্ছেন, যদি লোথাল ও কালিবঙ্গানের পাওয়া স্কেলের ইউনিট দুটির অ্যাভারেজ ধরা হয় ১.৭৬ তাকে ১০৮ দিয়ে গুণ করলে ধোলাভিরার বৃহত্তর ইউনিট ১৯০ মিলিমিটার পাওয়া যাবে, যা দিয়ে সমস্ত হরপ্পান মেজারমেন্ট মিলে যায় (Danino, 2010, 208)। এই একই ক্যালকুলেশান আমরা দেখব Mohan Pant ও জাপানের Shuji Funo নামে দুজন স্থপতির গবেষণায়, "It is found that these values are multiples of a standard unit measure. This unit is close to danda, a measure that we begin to know only from Kautily of 4th century BC. He gives the value of one danda of 108 digits (Sanskrit: angula), a lower unit in the ancient tradition of

Dholavira's plan with the principal Rations at Work. (Danino,2010,199)

cubit measure (Sanskrit: hasta)"। Pant ও Funo এখানে মহেঞ্জদরোর মেজারমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নির্ধারিত সিস্টেমের নিখুঁত মিল পাচ্ছেন এবং বর্তমান পাকিস্তানের Sirkap ও কাঠমান্ডুর Thimi শহরের স্থাপত্যেও এই পরিমাপ পদ্ধতি কীভাবে চিহ্নিত করা যায় বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাচ্ছেন— কীভাবে এই একই সিস্টেম হরপ্পা থেকে পরবর্তী সময়েও অনুসৃত হয়েছে (Pant and Funo, 2005, 55)।

ছোটবড় প্রত্যেকটা শহরেই ছিল নানান আকারের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটস। তামা ও ব্রোঞ্জ টুলস, অস্ত্র, ইঁট, তৈজস, পুঁতি, গহনা, সিল ইত্যাদি তৈরি হত। এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে পাওয়া যেত না, সংগ্রহ করতে হত ক্রমাগত ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল ট্রেড থেকে। তামা, টিন, স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, কাঠ, তুলো, খাদ্যশস্য, আকরিক ইত্যাদির ব্যবসা ছিল শহরগুলির মধ্যেকার বাণিজ্যিক কমোডিটিস। হরপ্পান ওয়েট-সিস্টেম একটি আর্কিওলজিক্যাল ওয়ান্ডার। এক গ্রামের কিছু কম, ০.৮৬ গ্রামকে সবচেয়ে ছোট ইউনিট ধরে দশ কিলোগ্রামের মত মাপের বাটখারা পাওয়া গেছে প্রত্যেকটি সাইটে, ফার্স্ট সিরিজ এগোয় জ্যামিতিক রীতি মেনে, পরের ইউনিট আগের ইউনিটের দ্বিগুণ। অর্থাৎ, ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ও ৬৪। আমাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা, বৃহৎ একটি এলাকা জুড়ে এই সভ্যতার বিস্তৃতির কথা। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সম্ভবত এই অঞ্চলে উপস্থিত যাযাবর শ্রেণীর লোকজনও যুক্ত থাকাতে পারে। যাদের মাধ্যমেই ঘটে থাকতে পারে এই বিশাল এলাকাজুড়ে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত মেলবন্ধন। সভ্যতার রীতি হল প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ছোট এলাকায় ভাষাগত ভিন্নতা, যোগাযোগ বাড়বে— ভাষাগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করবে, শেষমেশ কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসহ তারা এক হয়ে যাবে। শহর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রেও সেটাই ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। মোট ৬০ রকমের ব্যবসা ছিল ইন্দাস এলাকায়। যাদের মোট ১১টি আলাদা ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়েছে: ১) বস্ত্রশিল্প, ২) কার্পেন্ট্রি ও কাঠের কাজ, ৩) ধাতুশিল্প ও গহনা, ৪) পাথরের কাজ, ৫) কাচশিল্প, ৬) হাড় ও হাতির দাঁতের কাজ, ৭) সুগন্ধ, ৮) লিকার ও অয়েল ৯) চর্মশিল্প, ১০) মাটির কাজ, পটারি, টেরাকোটা ফিগারিন,

শীলস, মডেলিং, ইঁটশিল্প ১১) মিশ্রশিল্প চিরুনি, মালা, পুঁতি, ঝুড়ি, মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস, চিত্রশিল্প ইত্যাদি (Kenoyer, 1997, 66)।

ইরাণের মাকরাণ উপকূলে সেই সঙ্গে আফগানিস্তানে এই সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রগুলির কথা আমরা জানি। মাগান, বর্তমান ওমান, দিলমান, বর্তমান বাহারিন, কুয়েতের কাছে ফৈলাক ইত্যাদি এলাকায় ছিল উল্লেখযোগ্য বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র। হরপ্পান সিলস, পটারি পুঁতি, বাটখারা, এমনকি হাতির দাঁতের চিরুনি ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এইসব এলাকায় সাম্প্রতিক খননকার্যে, যাদের বেশ কতকগুলি এমনকি ২৫০০ বিসিইরও পুরাতন (Serge Cleuzicu and Thierry Berthoud, 1982, 14-19)। এমনকি দক্ষিণ ইরাকের Dhi Qar Governorate এলাকায় পাওয়া বিখ্যাত Royal Cemetery at Ur-এও সম্প্রতি চানহুদরো হরপ্পা ইত্যাদি এলাকায় তৈরি মেটাল টুলস, গহনা পাওয়া গেছে। Gwen Robbins Schug ও Subhash R. Walimbe উল্লেখ করছেন, "Tools are the most common finds at Harappan sites; of 521 objects from Chanhu Daro, 64% are tools, 26% ornaments, 7% vessels, and 3% miscellaneous objects" (Gwen Robbins Schug and Subhash R. Walimbe, 2016, 133) । অন্যত্র লেখকগণ দেখাচ্ছেন, "The Oman peninsula had established trade relations with the Harappans, who set up short-term settlements in this region. However, Mesopotamian texts suggests that they imported copper from "Melluha"— traditionally identified as the Indus region" (p-132-33)। 'মেলুহা' এই ছিল নাম এই অঞ্চলের? কেউ জানে না। মেসপটেমিয়ার ক্লে ট্যাবলেটে এই নামের উল্লেখ আছে। এছাড়া আর কোনও সোর্স নেই এটা জানতে যে, সেসময় ইন্দাস ভ্যালি বহির্বিশ্বে কী নামে পরিচিত ছিল। যাহোক, একটা জিনিস পরিস্কার, যেহেতু রয়াল সিমেট্রিতে চানহুদরো হরপ্পার আর্টিফ্যাক্টস মিলছে, ধরে নিতে হবে যে সে লোক নয়, রাজার কাছেও সিন্ধু উপত্যকা থেকে আসা জিনিসপত্রের কদর ছিল, আমাদের কাছে যেমন আছে জাপানি আমেরিকান কমোডিটির। আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারতে তৈরি সামগ্রীর বাজার আছে। মোদ্দাকথা, অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকার জিনিস বিক্কিরি হয় গিয়ে অনুন্নত এলাকায়?

প্রাগুক্ত বইয়ের ১৩১-৩২-৩৩ পাতায় লেখকদ্বয় আলোচনা করছেন, ইন্দাস সোর্স অফ কপার নিয়ে, আরাবল্লি পর্বতের পাদদেশে তামার খনির সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তান, বালুচিস্তান প্রদেশের তামার খনিও গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে তাঁদের। তামার সোর্স এই অঞ্চলে ছিল, বাণিজ্যে প্রসার লাভ ঘটেছিল নিঃসন্দেহে, এবং ইন্দাস উপত্যকায় নগরসভ্যতার প্রাচুর্যের কারণ হতে পারে এই বহির্বাণিজ্য। মেসপটেমিয়া অনুন্নত ছিল? সেখানকার রয়াল সিমেট্রিতে পাওয়া বহুমূল্য বিলাসসামগ্রী দেখে কারও সেকথা মনে হবে না। যেমন মনে হবে না বৃটিশ আমলে ভারতের দেশিয় রাজাদের বিলাসিতা দেখেও। অর্থাৎ রাজার বিলাসিতা সেই অঞ্চলের আপামর সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দের সমানুপাতিক হয় না, বরং ব্যস্তানুপাতিক! যদিও মজার ব্যাপার, এলিট ক্লাস ছিল, কিন্তু, গোটা ইন্দাস-সরস্বতী বেসিনে কোন একটি সাইটেও ২৬০০ বিসিই থেকে একেবারে ১৯০০ বিসিই বা তারও আগে ও পরের ৫০০বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক সভ্যতাগুলিতে কেউ আজ পর্যন্ত কোন রুলিং ক্লাসের উপস্থিতি খুঁজে পায়নি। তারচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা, যখন মেসপটেমিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ইন্দাস আর্টিফ্যাক্টস, ইন্দাস এলাকায় বা আরও দক্ষিণ পূর্বে সুবিস্তৃত এলাকায় যমুনা, ঘাগর-হাকরা উপত্যকায় অসংখ্য সাইটের কোথাও মেসপটেমিয়ার কোন বস্তুকণা কেউ খুঁজে পায়নি। "The evidence, however, is strangely one-sided: hardy any object of Mesopotamian origin has emerged from the Indus cities" (Danino, 2010, 109)।

বাণিজ্যিক যোগাযোগ হতে পারে সমুদ্রপথে মাকরাণ কোস্ট বরাবর, হতে পারে ওমান বাহারিন ইত্যাদি অঞ্চলগুলি ছিল এই পথের কতকগুলি হল্টস। "source of gold was along the Oxus river valley in northern Afghanistan where a trading colony of the Indus cities has been discovered at Shortughai. Situated far from the Indus Valley itself, this settlement may have been established to obtain gold, copper, tin and lapis lazuli, as well as other exotic goods from Central Asia" (Kenoyer, 1998, 96)। আমরা দেখেছি এইসব অঞ্চলে হরপ্পান আর্টিফ্যাক্টস রিসেন্ট এক্সেক্যাভেশানে। কিন্তু, যদিও ফ্ল্যাট-বটমড নদীতে

চলার উপযুক্ত নৌকার ডিপিকশান হরপ্পায় পাওয়া যায়, কিন্তু সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত চিহ্ন কিন্তু নেই। ফলে হতে পারে, আফগানিস্তান ইরাণ হয়ে একটি স্থলপথ, সেক্ষেত্রে বোলান পাস দিয়ে হেলমন্দ নদীর তীর বরাবর কন্দহরের অদূরে প্রাচীন মুন্ডিগাক শহরের মধ্য দিয়ে একটা পথ কল্পনা করা যায়, যখন কিনা আমরা জানি, ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট Jean-Marie Casal এই মুন্ডিগাক সাইটের খননকার্যে হরপ্পান হাম্পড বুলস বা অশ্বত্থপাতা চিহ্নিত পটারি আবিষ্কার করেছেন। যদিও শুধু এখানেই নয়, হরপ্পান আর্টিফাক্টস পাওয়া গেছে Tepe Yahya, Shahdad, Hissar, Shah Tepe প্রভৃতি ইরাণের বিভিন্ন এক্সক্যাভেশান সাইটগুলিতেও (Possehl, 2002, 40-41-43)। যদিও এক্ষেত্রেও খুব আশ্চর্যজনকভাবে, "Nearly all evidence of Harappan relations with the West has been brought to light in foreign territories the Persian Gulf, Mesopotamia, Iran and not in Indus territories" (Henry-Paul Francfort, "The Harappan Settlements of Shortughai", mentioned in Danino, 2010, 110)। এই ওয়ান-সাইডেডনেস কেন, এই নিয়ে আর্কিওলজিস্ট ও ঐতিহাসিকদের মতৈক্য নেই।

ইন্দাস আর্টিফাক্টগুলির মধ্যে মূলত উল্লেখযোগ্য সূক্ষ্ম পুঁতির নেকলেস, যা কিনা মেসপটেমিয়ার রাজপরিবারেও খুব সমাদৃত ছিল, এছাড়া ছিল পেইন্টেড পটারি, যাতে বিভিন্ন জ্যামিতিক ডিজাইন, অশ্বত্থপাতা, মাছ, ষাঁড়, ময়ূর ইত্যাদির ছবি মিলবে। এরপর তন্তুকারদের বুননশিল্পে ব্যবহৃত সামগ্রী, তুলো ছাড়াও সিল্কের ব্যবহারও চোখে আসে। পাথর খোদাই, হাতির দাঁতের কাজ, কার্পেট মেকিং, ঘর সাজানোর কাঠের জিনিসপত্রও পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন সাইটে। বিশুদ্ধ তামার বস্তুসামগ্রী ও সেই সঙ্গে নানারকম মিশ্রনও চোখে পড়বে নানান জায়গায়। টিন সিসা নিকেল জিঙ্ক ও আর্সেনিকের ব্যবহার ইন্দাস ধাতুশিল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ধোলাভিরার সাইটে ব্রোঞ্জের তৈরি অসংখ্য চিজেল পাওয়া যায়, যা পাথরকাটার মত যথেষ্ট কঠিন। বর্শার ফলক, তীরের ফলা, রেজার, ব্রোঞ্জের আয়না, নকশাকাটা শাঁখের তৈরি চুড়ি, আবার গৃহস্থালীর প্রয়োজন বা ধর্মীয় অনুষঙ্গবিহীন সেই বিখ্যাত নৃত্যরত বালিকা, যার বাঁহাতে অসংখ্য চুড়ি, ডানহাতে মাত্র দুটি— ডান্সিং গার্ল বলা হয়। সে কিন্তু নৃত্যরত

আসলে নয়, মনে হয় যেন শিল্পীকে অহংকারী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পোজ দিচ্ছে। পাকিস্তানের নওশরো সাইটে একটি ফিগারিন পাওয়া গেছে যার মাথায় আবার যত্ন করে লাল রঙ দেওয়া আছে, মাথায় হেয়ার-পার্টিং-এ ঠিক যে জায়গায় ভারতীয় মহিলারা আজও লাল গুঁড়ো রঙ দেন (Kenoyer, 1998, 44-45 & 186)। হরিয়ানার ফতেহাবাদ জেলায় সরস্বতীর পুরাতন উপত্যকায় লোথাল সাইটের খননকার্যে এমনকি বাথরুমে বেশ উঁচু করে সেট করা ওয়াশবেসিন পর্যন্ত দেখা যায়। লোথালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল চারকোণা উঁচু বেদীর ওপর অর্ধগোলাকৃতি অগ্নিপ্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থাপনা, সম্ভবত কোনো ফায়ার-রিচুয়াল প্র্যাকটিসের জন্য তৈরি, কেননা, এইরকম আকৃতির রান্নার ওভেন বা টেরাকোটা ফার্নেস হয় না। একইরকম স্ট্রাকচার কালিবঙ্গানেও মিলেছে। এটি আরও বিস্তৃত ও ওয়েল-অর্গানাইজড, রেসিডেন্সিয়াল এলাকার বাইরে বড় উঁচু বেদী, সিঁড়ি ভেঙে এগতে হবে। এরকম স্ট্রাকচার হতে পারে তৈরি এজন্যই যে, কাছে যেতে হলে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে হবে, সিঁড়ি ভাঙতে হবে, গাড়ি যাবে না। হয়তো, রীতি ছিল এটাই। বেদীর ওপর সারিবদ্ধভাবে পাঁচটি ওভাল শেপ এনসার্কলড প্ল্যাটফর্মস, যাদের পাশেই পূর্বদিকে মুখ করে বসার উপযুক্ত বেদী, সম্ভবত রিচুয়াল-স্পেশালিস্টদের বসার জন্য। পাঁচটির জায়গায় এই সংখ্যাটি সাতটিও হতে পারে, কেননা, ব্যাপক ইঁটচুরির ঘটনায় এই সাইট এতটাই ধ্বংস হয়েছে, পুরাতন স্ট্রাকচারটি কল্পনা করা কঠিন, পাশে রাখা আছে একটি মাটিতে অর্ধনিমজ্জিত জার যার মধ্যে ভরা আছে ছাই। একটু দূরে স্নানাগার। হতে পারে ফায়ার-রিচুয়ালের আগে স্নান ছিল রীতি। বি. বি. লাল, বি. কে. থাপার ও জে. পি. জোশী, যাঁরা এই অঞ্চলে এক্সক্যাভেশানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, একে মনে করেছেন— 'রিসার্ভড ফর রিচুয়াল পারপাস' (B. B. Lal, 1998, 93)। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, "there was ...a moderate structure situated upwards of 80 m e. of the lower town containing four to five fire altars. This lonely structure may perhaps have been used for ritual purposes" (http://asi.nic.in/asi_exca_imp_rajasthan.asp)। তবে কালিবঙ্গানে তারচেয়েও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার একটি টাইলস বসানো বাড়ি, যার ডিজাইন আজকের স্থপতিকেও চমকে দিতে যথেষ্ট। লোথালে আর একটি

আবিষ্কার একটি টাইডাল ডক-ইয়ার্ড, খননকার্যে এখানে সামুদ্রিক ঝিনুক উঠে আসে। ২১৭ মিটার লম্বা, ৩৬ মিটার চওড়া মূল নদীর সঙ্গে যুক্ত এই অঞ্চলে সম্ভবত নৌকায় বাণিজ্যের সামগ্রী লোড করা হত, তারপর জোয়ারের সময় মূল নদীতে জাহাজের দিকে যাত্রা! ভোগাবো ও সবরমতি নদীর মধ্যবর্তী কাম্বে উপসাগর থেকে ১০ কিলোমিটার উপরে এই সাইট, মনে হয়, সমুদ্র বন্দর ছিল। উল্লেখযোগ্য এক্সকাভেশান সাইট হল, ধোলাভিরা। কচ্ছের রান, খাদির আইল্যান্ড, এই সাইটটি আবিষ্কার করেন জে. পি. জোশী ১৯৬৬-তে। এত পারফেক্ট টাউন প্ল্যানিং ইন্দাস সভ্যতার আর কোনও কেন্দ্রে সম্ভবত ছিল না। ৪৭ হেক্টর জায়গা জুড়ে ধোলাভিরার ফর্টিফায়েড টাউন এরিয়া কালিবঙ্গানের চেয়ে চারগুণ বড়। অন্যান্য হরপ্পান শহরগুলির সঙ্গে এর মিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। bailey বা দুর্গের চারধারের প্রাচীরের মাপ ও রেশিও অফ ডাইমেনশান লোথাল বা কালিবঙ্গানের মতই হরপ্পান নর্মস মেনে তৈরি এবং তৈরি করার ইঁটের ডাইমেনশানও এক। মিল এ পর্যন্তই, এত বিশাল ২৮৩ মিটার লম্বা, ৪৭.৫ মিটার চওড়া সেরিমনিয়াল গ্রাউন্ড আর কোনও শহরে পাওয়া যায়নি। যদিও একটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে length ও width অনুপাত ৬ : ১ একই ছিল লোথালের টাইডাল ডক ইয়ার্ডের ক্ষেত্রেও। সেখানে ২১৭ মিটার বাই ৩৬ মিটার, রেশিও অফ ডাইমেনশান ৬ : ১। শুধু এদুটি না, হরপ্পান সবকটি শহরেই ইঁটের রেশিও ও যেকোনো নির্মাণের রেশিও একই। ধোলাভিরা হল একমাত্র হরপ্পান সাইট যেখানে এত বড় রেঞ্জের স্টোন কার্ভিং দেখা যায়। উঁচু পালিশ করা পিলারের ওপর নির্মিত হয়েছে অনেকগুলি বাড়ি। হরপ্পার বিপরীতে, এখানে সমাজের তিনটি স্তর দেখা যায়। হরপ্পায় আপার টাউনশিপ ও লোয়ার, এখানে মিডল টাউনেরও উপস্থিতি আছে। সমাজে স্তরবিন্যাস পরিবর্তীত হচ্ছে। জীবনযাপনের মানের পার্থক্য এখানে চোখে পড়ার মত। এই সাইটের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট। অসংখ্য রিজার্ভার, ওয়াটারওয়ে, বিরাট বিরাট চ্যানেলস ও গার্ডওয়াল দিয়ে জলের প্রতিটি কণাকে সংরক্ষণের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা থেকে খুব স্পষ্ট যে, এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আজকের থেকে খুব বেশি ভিন্নরকম ছিল না (http://asi.nic.in/video/video_dholivira.html)। জলের জন্য ম্যাসিভ প্ল্যান অবশ্য মহেঞ্জদরোতেও দেখা যায়, দেখা যায় জলের জন্য একই প্রকার অবসেশান হরপ্পাতেও। আমাদের মনে আছে, বড় পাবলিক বাথ, আছে

বাথরুমের প্রচণ্ড বিলাসিতা, নিকাশিনালা, মনে আছে কালিবঙ্গানের একটু দূরে দূরে কূপের সমাহার, এই এই ছবি বজায় থাকে পুরো ইন্দাস ট্রেডিশান জুড়ে। জল যেন এখানে লাখটাকার সম্পদ। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাইটে অব্যবহিত পূর্বে উল্লিখিত ভিডিওটিতে খুব সুন্দর গ্রাফিক্স আছে এই ছবিটি বর্ণনার জন্য।

মেহেরগড় ফেজের সময় থেকেই লাঙল, ইন্টারক্রপিং সিস্টেম, মানে একই সঙ্গে দুটি ফসলের চাষ করার রীতি চালু হয়ে গেছিল। কালিবঙ্গান সাইটের এনক্লোজড ফর্টিফায়েড এরিয়ার বাইরে দুদিক থেকে লাঙল দেওয়া জমির ছবি আমরা দেখেছি। বাণিজ্যের পরেই কৃষি ছিল এই সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। শস্যের মধ্যে ছিল মূলত বার্লি ও গম, অন্যান্য ফসলের মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রজাতির মিলেট, ধান ইত্যাদিও ছিল। ১৯৮৯ তিনজন জাপানি গবেষককে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট মহ. রফিক মুঘল একটি অনুসন্ধান চালান, "The result obtained by plant opal analysis have indicated the presence of rice (Oryza sativa) and ragi (Eleusine coracana) particularly in most of the samples taken from the Late Harappan (cemetery H) deposits at the citadel Mound AB at Harappa" (Mughal, 2003, 73)। তবে, "there is no reason as yet to believe that it was an important crop for the Harappan Civilization during the its Mature phase" (Ahmed, 2014, 249)। তবে ভাত না থাকুক প্রচুর মাছ ছিল ইন্দাস জনগণের খাদ্যতালিকার একেবারে শীর্ষে। আরব সাগর থেকে ধরা মাছ শুকনো করে পাঠানো হত দূরবর্তী কেন্দ্রগুলিতে, ম্যাচুর ফেজের প্রায় হাজার বছর আগে ছাগল ভেড়া মুরগি ইত্যাদি প্রাণির ডমেস্টিকেশান শুরু হয়েছিল মেহেরগড় ট্রেডিশানেই। Mughal এই প্রবন্ধের ৭৪ পাতায় তাঁর রাইস-ফাইন্ডিংসের একটি তালিকা দিয়েছেন

তাদের বিলাসবহুল জীবনে নাচ, গান, চিত্রকলা, এমনকি নাটকও ছিল; কেননা বিভিন্ন সাইটে ড্রাম, তারযন্ত্রের নমুনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মুখোশও পাওয়া গেছে, যা তাদের জীবনের সেইসব দিকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে। পাপেটও মিলেছে কিছু এলাকায়, ধরে নেওয়া যায়, শিশুরাও এই

সভ্যতায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভ করত; প্রসঙ্গত, আমরা উল্লেখ করতে পারি প্রচুর সংখ্যায় খেলনা পাওয়ার ঘটনাকেও। খেলনার মধ্যে, গরুর গাড়ি, পুতুল, লাট্টু, গুলি, ঝুমঝুমি, বাঁশিও পাওয়া যায়, এত খেলনা যখন তৈরি হত, শিশুদের তাহলে প্রয়োজনীয় ট্রিট দেওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই। শিশুরা হতে পারে, পোষা কুকুর, বাঁদর, পাখি নিয়েও মজা পেত, বেশ অনেক সংখ্যায় এসব পোষ্যের উল্লেখ বিভিন্ন ডিপিকশানে পাওয়া যায় রেগুলার। মোটকথা যথেষ্ট অবসর ছিল তাদের জীবনে। লোথালের সাইটে আমরা দেখেছি, আজকের দাবার প্রাচীন কোনো রূপ সম্ভবত উপস্থিত ছিল। অন্যান্য টেবিলগেমসেরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায় (Wheeler, 1986, 86-107)।

এই সভ্যতার অন্যতম আনসলভড রিডল হল তাদের রাইটিং সিস্টেম, যা ম্যাচিওর ফেজের কিছু আগেই দেখা দিতে শুরু করে, গোটা ম্যাচিওর ফেজ জুড়ে ও পরবর্তীতে এমনকি অশোকের ব্রাহ্মী ইন্সক্রিপশানেও তার সিম্বলিজমের কিছু ছাপ রেখে যায়। বহু এপিগ্রাফিস্ট বহু চেষ্টাতেও এর পাঠোদ্ধার করে উঠতে পারেননি। প্রায় ৩৫০০টি সিল এবং কয়েকশ টেরাকোটা ট্যাবলেট, তামা ও রৌপ্যের গহনা ও পটারিতেও এই লিপির নিদর্শন আছে। কী উদ্দেশ্যে এই সিলগুলি তৈরি হয়েছিল, স্পষ্ট নয়। কিছু

1. Atranjikhela (Uttar Pradesh)	Associated with O.C.P. Period prior to the PWG, the earliest date of which is 1265-1000 B.C.
2. Ahar (Rajasthan)	Period IB: 2175 –1715 B.C. Period IC: 1885-1645B.C. 1575-1280B.C.
3. Inamgaon (Maharashtra)	Period II between Early and Late Jorwe: 1910-1555/ 1565-1265 B.C. and 1755-1530 / 930-800
4. Daimabad (Maharashtra)	In Jorwe level Period V. 1685-1400/ 1370-1035 B.C.
5. Gufkral (Kashmir)	Late Neolithic Period Ic 2145-1760/ 1115-815 B.C.

সিল দেখে মনে হয়, সেগুলি বাণিজ্যের প্রয়োজনে প্রেরিত জিনিসপত্রের বান্ডিলকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত, কিছু সিল দেখে মনে হয়, সেগুলি একপ্রকার আইডেন্টিটি কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হত। হতে পারে একটি বিশেষ গোত্রের বা শহরের বা সম্প্রদায়ের বা বাণিজ্যের বা বিশেষ দেবতার পূজারী মানুষজনের একএকটি বিশেষ টোটেম পরিধান করার রীতি ছিল। কে জানে! আমরা যা বুঝতে পারি, তা হল, এই সিলগুলি অতি যত্নে তৈরি হত বেশ কয়েকদিন যাবৎ প্রায় ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় পোড়ানো হত। এবং এত যত্নের পিছনে নিশ্চয়ই বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এর বেশি জ্ঞান ইন্দাস লিপি নিয়ে অর্জিত হয়নি (Wheeler, 1986, 107-08)।

প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন খুঁজতে গিয়ে যারা বিশালাকৃতি হর্ম্য, প্রাসাদ, মন্দির, পিরামিড দেখতে ভালবাসেন, ইরাণের মাকরাণ, পাকিস্তানের বালুচিস্তান থেকে ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশের বিরাট অঞ্চলের ৮০০,০০০ কিলোমিটার অঞ্চলে তৎকালীন কোনো সাইটে গেলে হতাশ হবেন। কোথাও একটা বড় রাজপ্রাসাদ কেউ বানায়নি। কোনও রাজা ছিল না, রাজত্বও না। কিন্তু, কে মেনটেইন করত এত নিখুত অর্ডার? পুরো এলাকায় একই রেশিও অফ ডাইমেনশানের ইঁট, একই মাপের বাটখারা, একই রকম নিকাশি ব্যবস্থা, একই কাঁচামাল দিয়ে তৈরি একই প্রকার তৈজসপত্র! কার বা কাদের নির্দেশে চলত এসব? যারই হোক, সে বা তারা কোনো চিহ্ন রেখে যাননি। ইজিপ্ট মেসোপটেমিয়া পার্শিয়া রোমের অনুসরণে Raymond এবং Bridger Allchin মনে করেছেন, হরপ্পায় নিশ্চয়ই একজন 'ফরগটন ইন্ডিয়ান লিডার' ছিলেন, যিনি ২৬০০ বিসিই নাগাদ ইন্দাস হার্টল্যান্ডকে ইউনিফাই করেছিলেন এবং তিনিই কন্ট্রোল করতেন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বহির্বাণিজ্য, মহেঞ্জদরো ছিল ক্যাপিটাল, একটা সেন্ট্রালাইজড স্টেট পাওয়ার কল্পনা করেছেন লেখকদ্বয়, ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য! (Raymond and Bridger Allchin, 1982, 190)। কিন্তু সেই কল্পনাকে মেনে নিলে, খুঁজতে হবে তেমন কোনো বড় সম্রাটের মুর্তি বা সিল; সিল অনেক পাওয়া গেছে, কিন্তু তার কনটাক্সি এটা প্রমাণ করে না যে, তা একজন নেতা বা সম্রাটের। আগেই আমরা পেয়েছি যে, এই গোটা অঞ্চলটিতে কোথাও কোনো রয়াল টম্ব বা প্যালেসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, এরপর

ভাবতে হবে এই বিশাল সাম্রাজ্য চালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিরাট মাপের আর্মিফোর্স। কিন্তু না, সেক্ষেত্রেও খুঁজে দেখাতে হবে, অস্ত্রশস্ত্র, হেলমেট, শিল্ড ইত্যাদি এবং তা একটা গ্রহণযোগ্যমাত্রায়। এই অঞ্চলে পাওয়া তামার ছুরি চাকু যা মিলেছে, যা মিলেছে এমনকি উর রয়াল সিমেট্রিতে সেসব নেহাতই গৃহস্থালির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। আশ্চর্যজনকভাবে এই গোটা অঞ্চলটিতে কোথাও কোনও যুদ্ধাস্ত্রের উপস্থিতি একেবারেই নেই, কোনো ছবিতে, সিল বা ট্যাবলেটে, কোথাও কোনও যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা নেই। Jane McIntosh-এর মতে "The Indus Civilization probably had no natural enemies. The region was separated from the towns of eastern Iran by the mountains of Indo-Iranian borderlands, still inhabited by people descended from the ancestors of the Indus people, with whom they had an integrated, mutually beneficial relationship, ...so the people of these regions had more to gain by peaceful cooperation than by attacking the Harappans. Similarly the nearest people by sea, the inhabitants of Oman, had much to gain by peaceful interaction and were too few to pose a threat, while the Mesopotamians, experienced in warfare, were too far away to make conquest feasible, even if they considered it (there is no evidence that Mesopotamians actually came to the Indus – they seem to have sailed no further south than the western shores of the Oman peninsula)" ("How Peaceful was Harappan Civilisation", Harappa.com,)। বিখ্যাত ভারতীয় এপিগ্রাফিস্ট Iravatham Mahadevan লিখছেন, "It is true that Harappan art does not portrait warfare. It is also true that no good weapons like spears or swords have been found. There is also no evidence of sacking or burning of Indus cities. The inescapable conclusion is that the Harappan were a peace loving people not given to war or aggression. The civilisation seems to have declined and collapsed due to natural causes and also probably due to the failure of the ideology

which bound the Harappan people together." ("How Peaceful was Harappan Civilisation", Harappa.com,)। Gregory Possehl সাজেস্ট করছেন, মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, পাকিস্তানের চোলিস্তানে গান্বেরিওয়ালা, হরিয়ানার রাখিগড়ি ও কচ্ছের রানে ধোলাভিরা এই পাঁচটি শহরকে ঘিরে মোট ৯টি শাসনতান্ত্রিক ডমেইন থাকার কথা। এবং এই সমস্ত অঞ্চলগুলি থেকে লিডারদের একটা যোগাযোগ বা কাউন্সিল টাইপ থাকতে পারে একজন সর্বক্ষমতা সম্পন্ন রাজার বদলে। প্রফেসর বি. বি. লাল, যিনি যাহোক, সাজেস্ট করছেন ৯টি নয়, ৮টি এরকম ডমেইনের কথা। তাঁর মতে এগুলো হতে পারে আরও ২০০০বছর পরের ষোড়শ মহাজনপদের পূর্বতন রূপ। আর্কিওলজিস্ট দিলীপকুমার চক্রবর্তী বা জনাথন মার্ক কেনোয়ারও মোটামুটি একইরকম মডেলকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। কেনোয়ারের বক্তব্য হল, হরপ্পান ইন্টিগ্রেশানের পিছনে নিশ্চিত করেই কোনো শক্তিশালী আইডিওলজি ও ইকনমিক বেনিফিটস কাজ করে থাকবে, (Kenoyer, 1997, 68)। তিনি এমনও বলেছেন যে, যদি শুরুতে এই ইন্টিগ্রেশানে কোন মিলিটারি পাওয়ার ব্যবহার হয়েও থাকে, তো পরে তা 'have been replaced by ideology and economic coercion— a strategy that was later repeated by Ashoka' (Kenoyer, 1997, 68)। কোনো আইডিওলজি, হরপ্পান রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্রিয়াশীল থাকা সম্ভব, সে বিষয়ে অনুসন্ধানে কেনোয়ার বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যে খুব স্পষ্টকরে বলেছেন যে, আর যাই হোক ঋকবেদের ব্যবস্থার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। ইন্দাস রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "The major cities appear to have been relatively self-sufficient in terms of basic subsistence needs but required strong intraregional trade networks to supply exotic raw materials and finished goods for defining and maintaining socioeconomic stratification and for ritual purposes. The most important settlements and the capitals of each mahajanapada were situated strategically along trade routs or controlled important resource areas." (Kenoyer, 1997, 65)। হরপ্পান সিটিগুলিকে বোঝাতে তিনি সরাসরি মহাজনপদ কথাটিই ব্যবহার করছেন। মহাজনপদগুলি, আমরা জানি, গড়ে উঠেছিল ৬ সেঞ্চুরি বিসিই নাগাদ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও

পানিনির অষ্টাধ্যায়ী থেকে মহাজনপদগুলি সম্বন্ধে জানা যায়। Kenoyer মনে করছেন, মোটামুটি হরপ্পান টাইমেই এদের পূর্বরূপ তৈরি হয়ে গেছে। যে কারণে তাঁর সব রচনায় হরপ্পান টাইমকে Kenoyer ইন্টিগ্রেশান ইরা বলেন, তার কারণ, সংগঠিত বাণিজ্য, স্ট্যান্ডার্ডাইজড উৎপাদন ব্যবস্থা, ও অত্যন্ত সুপরিচালিত পৌরব্যবস্থা। অথচ, এই সমস্ত সিস্টেমটা পরিচালিত হচ্ছে কোনো মিলিটারি পাওয়ার ছাড়া, সুতরাং নিশ্চিত করেই কোনো শক্তিশালী আইডিওলজি কাজ করে থাকবে এর পিছনে। গ্রীক পলিট-ব্যবস্থায় এর ব্যাখ্যা না খুঁজে, যেমনটি মার্টিমার হুইলারের মত প্রথমযুগের ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্টরা করেছিলেন, Kenoyer খুঁজছেন কৌটিল্যের বর্ণিত ব্যবস্থায়। কৌটিল্যের বর্ণিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে হরপ্পান ব্যবস্থার মিল বর্ণনা করেছেন নানান দিক থেকে, কৌটিল্য যেমন নগররাষ্ট্রে বিদেশী অতিথিঅভ্যাগতদের আপ্যায়নের প্রতি জোর দিয়েছেন, কিন্তু, তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টিও রাখতে বলেছেন সম্রাটকে। হরপ্পান ব্যবস্থায় তিনি খুঁজে পাচ্ছেন, "There were special rest houses set aside for travelers passing through the city, not only to facilitate their travels and attract trade but presumably also so they could be monitored more easily" ((Kenoyer, 1997, 65)। অর্থশাস্ত্র অনুয়ারী, রাষ্ট্রের ভূমিকা হল নাগরিকদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রোমোট করা। Kenoyer-এর ভাষায়,

> "The role the Early state in promoting dharma(right action), artha (wealth and trade), kama (the good life through peace and order), and moksha (release through the previous three objectives) emphasizes the ideological and economic benefits of integration. Integration of numerous cities and smaller settlements in the greater Indus Valley could only have been maintained by the promotion of a shared ideology and economic benefits.

The archaeological evidence for ideological and economic coercion is seen in the spatial organization of cities and the hierarchy in crafts and technology." (Kenoyer, 1997, 68)।

তবে, পরবর্তী ব্যবস্থায় যেমন কাস্ট সিস্টেম রয়েছে, হরপ্পান ব্যবস্থায় তা ছিল ক্লাস,

"Unlike the later urban periods, where a rigid caste society was maintained, the Early Historic period was characterized by classes or varna whose ranking was flexible, depending on the economic power of a specific community. Supported by numerous crafts specialists and service groups that also had the potential for gaining power, there was a continuous struggle for power between ritual specialists,... landowners, and merchants.

Harappan cities were undoubtedly composed of similar competing elites whose centers of power would have been within each of the separate walled mounds at Mohenjo-daro and Harappa or in the acropolis at Dholavira." (Kenoyer, 1997, 68)।

যাহোক, ইন্দাস সভ্যতা সম্পর্কে সমস্ত ধারণাই নির্ভর করে ১১৪০টি ম্যাচ্যুর সাইটের মাত্র এখনও পর্যন্ত সম্ভব হওয়া ১০% খননকার্যের ওপর। ভারত ও পাকিস্তান আলাদা দুটি দেশের বিভিন্ন সাইটে খননকার্য চালানোর জন্য একজন আর্কিওলজিস্টকে যে দীর্ঘ ব্যুরোক্রেটিক পদ্ধতির

মধ্য দিয়ে এগোতে হয়, তাতে করে অনুমতি পেতেই চলে যায় লম্বা সময়; আফগানিস্তানের সাইটগুলির কথা বলে আর লাভ নেই। সমস্ত সাইটগুলিরই ৯০% এখনও অজানা। যদি আর্লি ফেজের সাইটগুলিকেও হিসেবের মধ্যে ধরা হয়, শতাংশের হিসেবটা ৫% নেমে আসবে (Danino, 2010, 121)। অর্থাৎ এই বিরাট সভ্যতার মাত্র পাঁচ শতাংশ জানা, বাকি সবটাই অজানা আজও পর্যন্ত।

সিন্ধুসভ্যতার পতন ও ধারাবাহিকতা

সাত শতাব্দী জুড়ে উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে ওঠা অত্যুজ্জ্বল এই সভ্যতার হঠাৎ পতন কী কারণে? কী করে ভেঙে গেল সব? ভেঙে পড়ল তাদের সমাজব্যবস্থা, পৌরনিগম, বাণিজ্যের রুট, কৃষি ও শিল্পের মেলবন্ধন! লোকগুলো কোথায়? নিখুঁত পরিকল্পনায় তিলে তিলে সাজিয়ে তোলা সভ্যতার যাবতীয় চিহ্ন পিছনে ফেলে কোথায় উবে গেল! লোক কি উবে যেতে পারে? 'পতন' জাতীয় কোনো শব্দটিকেই Kenoyer মনে করেন না সঠিক। ২২শে ডিসেম্বর, ২০১৬, কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে "Recent Research on Indus Civilisation, A view from Harappa and Other Sites" শীর্ষক একটি আলোচনায় তাঁর কাছে স্পেসিফিক প্রশ্ন রাখা হয় যে, তিনি 'কলাপ্স' শব্দটিকে হরপ্পার পতনের জন্য ব্যবহার করতে চান কিনা, তিনি জানান, দীর্ঘ ৯ শতাব্দীকাল ধরে যে ইন্টিগ্রেশান ক্রমাগত ক্ষয় হয়েছে, তাকে আর যাই হোক 'কলাপ্স' বলা যায় না। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি 'ডিক্লাইন' শব্দটি বিবেচনা করতে রাজি কিনা, তিনি তাতেও অসম্মতি প্রকাশ করেন স্পষ্টভাবে। তাঁর বিভিন্ন লেখাপত্রে তিনি একে লোকালাইজেশান ইরা বলেছেন। তাঁর মতে ইন্দাস সিভিলাইজেশান ইন্টিগ্রেট করেছিল, ফের ডিসইন্টিগ্রেট করে গেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা যখন পোস্ট-হরপ্পান টাইম নিয়ে আলোচনা করব, দেখব, এসময় যা ঘটেছে, তা হল তৎকালীন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হিউম্যান শিফট। হরপ্পান ইন্টিগ্রেশান পিরিওডের শেষদিকটা নিয়ে, এই ডিস-ইন্ট্রিগ্রেশান বা হিউম্যান শিফটের কারণগুলিই এই অধ্যায়ের আলোচ্য হবে।

ডিসইন্টিগ্রেশানের মোটামুটি তিনটি স্কুলস অফ থট চিহ্নিত করা যায়, ১) ম্যান-মেড ডেসট্রাকশান, ২) পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক টারময়েল, ৩) এনভায়রনমেন্টাল আপহিভ্যাল অফ ভেরিয়াস কাইন্ডস।

১) ম্যান-মেড ডেসট্রাকশান?

খাইবার পাশ অঞ্চল দিয়ে ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে, বিরাট মিলিটারি শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধবাজ নোমাডিক আর্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হরপ্পার

নিরিহ মানুষের ওপর। নিমেষে ধ্বংস করে দিয়েছিল হরপ্পানদের এতদিনের গড়ে তোলা সভ্যতা। ভেঙে ফেলেছিল সব দুর্গ, পথে পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল মানুষের লাশ, বিদেশী আর্যদের প্রাচীনতম বই ঋকবেদে এই সব ধ্বংসলীলার নিখুঁত বর্ণনা আছে। গুরু হবে বৈদিক ডার্ক নাইট। এই নাটকীয় বর্ণনাই আমাদের স্কুলের ইতিহাস বইগুলির প্রধান উপজীব্য। ১৯৬০এর দশকে শেষে প্রকাশিত মার্টিমার হুইলারের রচনা এই মতবাদের প্রধান উৎস, "It is, quite simply, this. Sometime during the second millennium b.c. —the middle of the millennium has been suggested, without serious support—Aryan-speaking peoples invaded the Land of the Seven Rivers, the Punjab and its neighbouring region." (Wheeler, 1968, 131)। যাহোক, এই তত্ত্ব সমর্থনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হল টাইমলাইনের সমস্যা। ইন্দাস সভ্যতা ভেঙে পড়ছে ১৯০০ বিসিই, আর ক্লাসিক্যাল থিওরি অনুযায়ী আর্যআগমন ১৫০০ বিসিই। মাঝখানের পুরো ৪০০ বছর এদিক ওদিক করে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আর একটা মতও আছে যে, সম্ভবত তাদের নিজেদের মধ্যেই বিভিন্ন বড় শহরগুলির মধ্যে ভায়োলেন্ট কোনো কনফ্লিক্ট। বিভিন্ন সাইটের ভেঙে যাওয়া মুর্তি ইত্যাদি দেখে, এটা মনে হতেই পারে, কোনো না কোনোরকম আক্রমণ এরকম ধ্বংসের কারণ। কিন্তু তা-ও আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা মানতে রাজি নন, "some of the statues may have been damaged in the collapse of a building or through natural weathering". (Kenoyer, 1998, 100)। তাঁর মতে,

> "The factors leading to the decline of the Indus cities are highly varied depending on the region. For example, there is evidence for flooding at sites such as Chanhudaro in Sindh and Lothal in Gujarat, but not at Harappa in the Punjab. The drying up of the Ghaggar-Hakra would have been devastating for the people of Cholistan and the Thar, but the Indus and

its tributaries did not dry up and people continued to live along their banks. Over grazing of the land, or continuous agriculture without the use of fallow cycles could have exhausted the fertility of the land. The widely extended trade and political networks would have been seriously impacted by minor changes in economic productivity, as well as by the overcrowding in cities due to the drying up of the Ghaggar-Hakra River. There is no evidence for violent conflict in the Indus cities during the late phase of occupation, though there may have been increased banditry along trade routes and outside of the cities." (Kenoyer, 2006, 68)।

২) পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক টারময়েল?

১৯০০বিসিই নাগাদ মেসোপটেমিয়ার কিছু আপহিভ্যাল চিহ্নিত করে হরপ্পান এক্সটার্নাল ট্রেডে একটা বড়রকমের পতন কেউ কেউ সন্দেহ করেন। যাতে নাকি সম্পদের উৎসগুলি সংকুচিত হয়ে ইন্দাস অঞ্চলের সামাজিক পেশাগুলি বড়রকম সমস্যার মুখে পড়তে পারে। "There seems to be a sharp termination of occupation at these sites during what is recognized on present evidence as the mature phase of the Harappan civilization." (Dales, 1965, 19)। কিন্তু, তাতে একটি সভ্যতা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার মতো যথেষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ইন্দাস সমাজব্যবস্থা ছিল অতিরিক্ত পার্ফেক্ট, যা ধরে রাখতে, আমরা দেখেছি, অনেকেই একটা কমন আইডিওলজিক্যাল 'কোয়ার্সানের' নমুনা পেয়েছেন। এবং সেই আইডিওলজি যেকোনো রকম একটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লে, সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সবকিছুই ভাঙনের মুখোমুখি হবে, সেক্ষেত্রে এটা সামগ্রিক ধ্বংসের অন্যতম একটি কারণ

হলেও হতে পারে। আমরা দেখেছি, ইন্দাস স্টেট মিলিটারি শক্তিতে সংঘবদ্ধ ছিল না, ছিল বিভিন্ন শ্রেণিগুলির মধ্যে নানানরকম জটিল, পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্কের ভিত্তিতে, এরকম বুননের কোথাও একটা ছোট সুতো ছিঁড়ে গেলে, বাকি সমস্ত অংশটাই পড়ে যায় অস্তিত্বের সংকটে। যাহোক, এই পরিস্থিতি সম্ভাব্য হলেও, আধুনিক ঐতিহাসিকরা সকলেই একমত যে, ইন্দাস ডিসইন্টিগ্রেশান মূলত প্রাকৃতিক কারণের প্রতিই দিক নির্দেশ করে।

৩) এনভায়রনমেন্টাল আপহিভাল অফ ভেরিয়াস কাইন্ডস?

২০১৪, ২৮শে ফেব্রুয়ারির টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় একটি খবর বেরিয়েছিল, যার হেডলাইন হচ্ছে, "Climate change caused Indus valley civilization collapse"। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের জয়েন্ট টিম মেঘালয়, আরবের ওমান ও আরব সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে হ্রদের নীচের পলি ও অন্যান্য উপাদান পরীক্ষা করেছেন; রিসার্চ টিমের অন্যতম সদস্য পেলিওক্লাইমেটিক বিজ্ঞানী প্রফেসর David Hodell-এর ভাষায়, "We can now confirm widespread weakening of the Indian summer monsoon across large parts of India 4,100 years ago" (http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Climate-change-caused-Indus-Valley-civilization-collapse/articleshow/31133369.cms)। ব্রিটিশ কাউন্সিল ফান্ড করেছিল এই প্রজেক্টটির জন্য, বৃটেনের সংবাদ পত্র 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট'-এও খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল ৩রা মার্চ ২০১৪তে, যা আরও স্পষ্ট করে লিখছে, "The isotopic values of the calcium carbonate in the snails' shells reflected the isotopic value in the water in the lakes at the time they lived. Because water with oxygen 16 isotopes evaporates more quickly than water with 'heavier' oxygen 18 isotopes, the scientists were able to measure changes in evaporation rates over time. This allowed them to identify the start and end of a previously unknown 200 year-long severe drought in the north-west

India region which lasted from around 2100BC to approximately 1900 BC. In that period, the Indus Valley 'megacities' – some with populations of up to 100,000 – rapidly declined. Populations shrank and the old urban civilization, which had lasted 500 years, collapsed" (http://www.independent.co.uk/news/science/archaeology/revealed-how-climate-change-ended-world-s-first-great-civilisations-9164248.html)। যাহোক, এই সংক্রান্ত গবেষণা এই প্রথম না। আর গবেষকদের মধ্যে ছোটখাটো কিছু এদিক ওদিক পার্থক্য ছাড়া বিস্তর কোনো মতানৈক্যও নেই। মহাভারতের* শল্যপর্বে, বুক-৯, সেকসান ৪৮, বৈশম্পায়ন জানাচ্ছেন, ১২ বছর টানা খরার কথা, যখন নাকি সারস্বত মুনি ব্রাহ্মণদের বেদ জানিয়েছিলেন। মহাভারত, বুক-১২ শান্তিপর্বেও এরকম ১২ বছরের টানা খরার বর্ণনা আছে। এপর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু এত বিস্তৃত একটি সভ্যতা কেবলমাত্র একটি খরার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে, এরকম সিদ্ধান্ত নিলে, তা বড্ড বেশি সরলিকরণ হয়ে যায়।

আর একটা কারণের প্রতিও অনেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তা হল প্রকৃতিধ্বংস; প্রচুর পরিমাণে ইঁট, টেরাকোটা পটারি, বিরাট সংখ্যক মানুষের নিত্যব্যবহার্য জ্বালানি, হাজার হাজার গৃহপালিত পশুদের খাবার সবই আসত আশপাশের জঙ্গল থেকে, সবমিলিয়ে কী পরিমাণ অরণ্য ধ্বংস হত, তা সহজেই অনুমেয়। অরণ্যের এই ক্ষয় নিশ্চিত করেই একটা ইমপ্যাক্ট রাখবে এলাকার ইকলজির ওপর। স্বভাবতই, এই ফ্লাড-প্লেইনে বন্যা তখন হয়ে উঠবে আরও ভয়ানক। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখব, শুধু হরপ্পান ম্যাচ্যুর ফেজের ছয় সাতশ বছরেই নদীগুলি কীভাবে বেশ কয়েকবার খাত পরিবর্তন করছে। ইন্দাস সভ্যতার ইতিহাসে এসময়ের সবচেয়ে ভয়ানক ঘটনা হল কতগুলি টেকটনিক প্লেটের আপলিপমেন্টস, "These uplifts, or rather series of uplifts, occurred between Mohenjo-daro and the Arabian Sea, possibly near the modern town of Sehwan... The "dam" created by this uplift process backed up the waters of the Indus River." (George F. Dales 1965, 19)। এধরণের টেকটনিক এক্টিভিটিস

নদীগুলির গতিপরিবর্তনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। সিন্ধুর মত প্রধান রিভার চ্যানেলের একটা বড়রকমের পরিবর্তন লোয়ার ইন্দাস বেসিনের পপুলেশানকে বাধ্য করেছিল একটি মোর স্টেবল এরিয়ায় চলে যেতে। 'মোর স্টেবল এরিয়া' মানে কোথায়? নিশ্চিত করেই আরও পূর্বে, গাঙ্গেয় উপত্যকায়।

এতো গেল সিন্ধু নদের কথা। কিন্তু কী হয়েছিল সরস্বতী নদীর? এক্ষেত্রে ঘটনাটি ছিল আরও ভয়ঙ্কর! কালিবঙ্গান এলাকা থেকে মানুষ সরে যেতে শুরু করে ১৯০০বিসিই নাগাদ। নিঃসন্দেহে ইন্দাস সভ্যতার এই গুরুত্বপূর্ণ শহর সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল ছিল সরস্বতী নদীর ওপর। তা সে সোর্স অফ ওয়াটার হোক বা কমিউনিকেশান। এত বড় একটা নদীর হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া শহরটিকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিয়েছিল। শুধু কালিবঙ্গান নয়। আজকের আন্তর্জাতিক সীমানার কাছে পাকিস্তানের চোলিস্তানে ছিল ১৭৪টি সাইট, যার থেকে পরবর্তী পর্যায়ে এসে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৫০টি টিকে আছে, ভারতের সাইডে কালিবঙ্গান থেকে গাম্বেরিওয়ালা ৩১টি ম্যাচ্যুর হরপ্পান সাইটের মধ্যে একটিও আর নেই। এবং সামান্য উজানে আন্তর্জাতিক সীমানার কাছে প্রায় এক হাজার লেট হরপ্পান সাইটস পরিত্যক্ত হচ্ছে অব্যবহিত পরেই, আর কিছু নয় সরস্বতী নদীর মাঝের অংশটি স্রোতহীন হয়ে পড়ার কারণেই। কেননা, ততদিনে টেকটনিক সিফটের ফলে সাতলেজ দিক পরিবর্তন করে গিয়ে মিশেছে বিয়াসের সঙ্গে, আর যমুনা সরে গেছে ক্রমশ পূর্বে, মূল দুটি জলের উৎস হারিয়ে একদা প্রাণসঞ্চারী পেরেনিয়াল নদী হয়ে পড়ছে হীনবল 'সিজিওনাল' নদী; আন্তর্জাতিক বর্ডারের কাছে যে অংশকে আজ ডাকা হয় হকরা নামে, বিস্তৃত রিভারবেড পড়ে থাকছে শুষ্ক। এখন এর ফলে কেবল যে শত শত হরপ্পান সাইট জলকষ্টে পড়ছে তা-ই নয়, আমরা জানি বিয়াস হচ্ছে আসলে ইন্দাসের একটি ট্রিবিউটারি, এবার ছোট্ট নদী বিয়াস উঠছে বিরাট হয়ে ফেঁপে। একেই ইন্দাস চিরকাল একটি খামখেয়ালী নদী (আজকেও!), এবার তার বন্যা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত মাত্রা। Michel Danino তাঁর "The Lost River, On the Trail of the Saraswati" নামক বইয়ের ১৮৪-৮৭ পাতায় Louis Flam, J.M. Kenoyer, Rafique Mughal, B.B. Lal, Michael Jansen, Allchins, D.K. Chakrabarty, Jane McIntosh, V.P. Agrawal, V.N. Misra,

Marco Madella, Dorian Fuller প্রমুখ সমস্ত আন্তর্জাতিক মানের আর্কিওলজিস্টস যাঁরা ইন্দাস-সরস্বতী বেসিনে বিভিন্ন এক্সকাভেশানের বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ইন্দাস সিভিলাইজেশানের ডিসইন্টিগ্রেশানের পিছনে সরস্বতী শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন লেখাপত্রে তাঁদের বক্তব্য তালিকা আকারে উপস্থাপন করেছেন। সকলের বক্তব্যই মোটামুটি এক, "The Sutlej has the highest average annual discharge of all the main Indus tributaries of Punjab as they exit their mountain catchments and enter the plains... an increase in water and sediment discharge of that magnitude provoked by the westward shift of the Sutlej would have had dramatic effects downstream in the lower Indus basin" (Louis Flam, ibid, p-186)[২]। "Archaeological research in Cholistan has led to the discovery of a large number of sites along the dry channels of the Ghaggar-Hakra river (often identified with the lost Sarasvati and Drishadvati rivers of Sanskrit traditions)... The final desiccation of some of these channels may have had major repercussions for the Harappan Civilisation and is considered a major factor in the de-centralization and de-urbanization of the late Harappan period." (Marco Madella and Dorian Fuller, ibid, 187)।[২] পূর্বে জলাভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে সরস্বতী, পশ্চিমে সিন্ধুর মাত্রাছাড়া বন্যায় দুরূহ হয়ে পড়ছে শহর-সভ্যতা। এবং এই বিরাট পরিমাণ পলির নীচে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে এই অঞ্চলের হরপ্পান সাইটগুলি, যেকারণে সিন্ধু অঞ্চলে আজও পর্যন্ত খুব বেশি সংখ্যায় সাইট আবিষ্কৃত হয়নি। সব মিলিয়ে মাত্র ৬টি কেন্দ্র চিহ্নিত করা গেছে।

হয়তো সেই একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটছে আমাদের সবার অলক্ষ্য আজকের গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু নদের ক্ষেত্রে। হিমালয়ের গ্লেসিয়ার-পুষ্ট নদীগুলিতে জলের উৎস শেষ হয়ে আসছে, ক্রমশ শুকিয়ে আসছে প্রিয় নদীগুলি ধীর গতিতে। আগামী পঞ্চাশ বছর পর হয়তো এরাও একদিন পরিণত হবে সরস্বতীর মতন এক একটি রেইন-ফেড নদীতে। আরও

হাজার বছর পর, কোনো পন্ডিত তর্ক করবেন, সেখানে কোনও নদীই ছিল না। থাকলেও তা এত বড় কিছু না। নেহাতই বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী। এই একুশ শতক হয়তো সাক্ষী হতে চলেছে তিন হাজার বছরের পুরাতন গাঙ্গেয় সভ্যতার পতনের। হরপ্পানরা পূর্বে এসে পূণ্যতোয়া গঙ্গার উপকূলে তাদের প্রাণরক্ষা করেছিল, কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় ফের গড়ে তুলেছিল তাদের নতুন সভ্যতা। কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকার মানুষ এবার কোথায় মাইগ্রেট করবে?

আর্লি হরপ্পান পিরিওড, মেহেরগড় ফেজ (৭০০০বিসিই) থেকে ধরলে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত, সবচেয়ে প্রাচীন, প্রায় পাঁচহাজার বছরের সভ্যতা, সেকেন্ড মিলেনিয়াম বিসিইর গোড়ায় এসে শেষ হয়ে গেল। শেষ নিঃসন্দেহে। কেননা, যত্নে গড়ে তোলা তাদের বিশালাকৃতি সুসংহত নাগরিক সেটলমেন্টগুলি একের পর পরিত্যক্ত হবে, ফাঁকা পড়ে থাকবে শতাব্দীর পর শতাব্দী এবার... শেষ ছাড়া কী। কিন্তু, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষি, জীবনযাপন প্রণালী, লোকাচার, বিশ্বাস? তাও কী শেষ? না, ব্যাপারটা সেরকম নয়। সেটা সম্ভবও নয়। নাগরিক সেটলমেন্টসগুলি পরিত্যক্ত হচ্ছে, মানে মানুষগুলি হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে না। আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, বাণিজ্যনির্ভর নগরসভ্যতা চলতে পারে না, যদি পাশাপাশি গ্রামীণ ট্রেডিশান না থাকে। ইন্দাস নাগরিক সভ্যতার সমকালীন গ্রাম সভ্যতা এমনকি গাঙ্গেটিক প্লেইনেও নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে মুশকিল দুটি, এক, বিরাট বিরাট ইঁট-নির্মিত প্রাসাদ বাড়িঘর রাস্তাঘাট নিকাশি নালার ওপর গ্রামসভ্যতা নির্ভর করে না, যে সেসব খুঁড়ে এনে দেখিয়ে দেওয়া যায় কী ছিল না ছিল; দুই, গাঙ্গেটিক প্লেইনে যে আপনি প্রাগৈতিহাসিক সাইট খুঁজে দেখবেন, আজ সেইসব এলাকাই হাইলি পপুলেটেড সিটিজ। যাহোক, ইন্দাস সভ্যতা মেটিরিয়ালি হারিয়ে গেলেও কালচারালি যায়নি। রোমিলা থাপার লিখেছেন, গ্রামীন জীবনে কিছু 'মার্জিনাল চেঞ্জ' হয়েছিল মাত্র, "The decline of the cities did not mean that the Harappan pattern of culture disappeared. Although many urban functions would have ceased, people in rural areas would have continued their activities with marginal changes. The Harappan system was a network linking the urban to the rural and some

features could have been maintained in the rural areas, even if these areas suffered administratively and economically from the removal of this protective system. Some archaeological cultures were contiguous in time and space with the Harappan; at other places there were overlaps between the Late Harappan and subsequent cultures. Continuities would therefore not be unexpected, but it is more likely that these were restricted to mythologies, rituals and concepts of tradition, since the material culture does not show continuities" (Thapar, 2003, 88)। অর্থাৎ, শ্রীমতি থাপারের মতে ধর্মীয় আচরণ, পুরাণ, ঐতিহ্যের ধারণা কন্টিনিউ করছে, কিন্তু, 'মেটিরিয়াল কালচার ডাস নট শো কন্টিন্যুইটি'। এবার সংক্ষেপে আমরা দেখে নেব পরবর্তী ঐতিহাসিক সময়ে মেটিরিয়াল কালচার কন্টিনিউ করছে কি না।

Jonathan Mark Kenoyer[৩], Gian Giuseppe Filippi, Nicholas Kazanas, Mukhtar Ahmed, R.R. Bisht, Michel Danino প্রমুখ ইন্ডোলজিস্ট ও আর্কিওলজিস্টগণ তাঁদের নানান লেখায় বিভিন্ন সময়ে সাউথ এশিয়ার পরবর্তী মেটিরিয়াল কালচারে হরপ্পান লিগ্যাসি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যা থেকে হরপ্পান ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব।

ফর্টিফিকেশানের অপরিসীম গুরুত্ব আমরা লক্ষ্ করেছি ইন্দাস নগরপরিকল্পনায় (Wheeler, 1968, 18, 21, 23, 47, 61, 73, 132)। হরপ্পা কালিবঙ্গান ধোলাভিরার ফর্টিফিকেশান আমাদের মনে আছে। না ছিল যুদ্ধ, না ছিল বহির্শত্রুর আক্রমণের কোনও প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা, তাহলে এই সতর্কতা কেন? স্পষ্ট নয়। যেমন নয় ঐতিহাসিক সময়ে যমুনার তীরে মথুরা বা কৌশাম্বীর ক্ষেত্রেও, শুধু কৌশাম্বী মথুরাই নয়, বেনারসের কাছে রাজঘাট; বিহারের রাজগির, বৈশালী; ভুবনেশ্বরের কাছে শিশুপালগড়, ইন্দোরের কাছে উজ্জয়িনী ইত্যাদি অনেক পরবর্তী শহরে একইরকম ফর্টিফিকেশান প্রয়োজনীয়তা খুব স্পষ্ট না হলেও লক্ষ করা যায়। এমনকি, সেই প্রাচীর ঘিরে moats বা পরিখাও এখানে একইরকম (Danino,

2010, 194)। আমাদের মনে থাকার কথা কালিবঙ্গানের স্ট্রিট লেআউটস, প্রথমটি ১.৮মি, দ্বিতীয় ঠিক তার দ্বিগুণ ৩.৬মি; কৌশাম্বীতে আমরা দেখব এটা ২.৪৪মি এবং তার এক্সাক্ট দ্বিগুণ ৪.৮৮মি চওড়া রাস্তা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ, রোডস হবে ৪ দণ্ড কিংবা ৮ দণ্ড, ১ দণ্ড = ১০৮ 'আঙ্গুল' (Ahmed, 2014, Vol.V, 176) । পাকিস্তানের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Mukhtar Ahmed খুব স্পষ্টভাবে ভারত ও পাকিস্তানের পরবর্তী সভ্যতায় হরপ্পান লিগাসি নিয়ে কথা বলেছেন,

> "The Indus legacy survived and was passed on most widely at the folk or village level, in almost all regions, while the learned tradition mainly survived in the Punjab, whence it spread eastward with the spread of settlements in Post Harappan times ...many aspects of the Harappan life are indded found in the contemporary cultures of Pakistan and India. The typical Harappan house plan of a central courtyard surrounded by rooms seems to have continued till very recently. The binary system of Harappan weights: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... 128, with fractions in one-third, is another example. Till recently, the UIndian 1seer= 16 chattacks and 1 rupee= 16 annas basically followed the same system. Even the Arthasastra's angula (17.86 mm) seems to have been derived from the Harappan measuring unit of 17.7mm. Attention to bathing seems to have survided in Hindu Culture. The Techniques of making potter's wheel in modern India and Pakistan are similar to those

> used by Harappans. Additionally, bullock carts and flat-bottomed boats used in modern Pakistan, especially in Sindh, are very similar to those in the Harappan cities." (Ahmed, 2014, Vol.V, 176)।

ইন্দাস সিটিতে রাস্তার পাশে পাশে যেমন গার্বেজ বিনস দেখে আমরা চমৎকৃত হই, "You'd have noticed that the city smelled better than most cities you visited. Major streets had built-in garbage bins. Each blocks of Houses had a private well and bathrooms with drains. The small drains leading from the bathing areas and toilets emptied into slightly larger drains in the side streets that flowed into huge covered sewers in the main streets big enough for people to climb inside and clean." (Kenoyer and Heuston, 2005, 53); তক্ষশীলার রাস্তাতেও একই রীতি বজায় আছে। পোড়াইটের তৈরি ড্রেইনেজ সিস্টেম যা কিনা ইন্দাস শহরগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য একইভাবে বজায় থাকছে তার পরবর্তী তক্ষশীলা, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী, মথুরায়। J.M. Kenoyer দেখাচ্ছেন, "Renewed excavations at Bhir Mound, Taxila, have revealed more information on site planning and urban facilities, specifically the nature of sewerage during the Mauryan and early Kushana periods... wells for drawing water and covered drains that run under houses and streets to remove sewerage water..." তিনি আরও স্পষ্টভাবে লিখছেন, "The fact that wells and drains and drains to remove polluted water feature prominently in earlier Indus settlements would suggest that their continued presence in the North-West is the result of long-term continuities in indigenous urban architectural traditions" (Kenoyer, 2006b, 39-40)। শেষ তাহলে নয়, ইন্দাস সেটলমেন্টগুলি পরিত্যক্ত, কিন্তু তাদের ট্রেডিশান বেঁচে আছে অন্যত্রও অন্যভাবে। পাটলিপুত্রে আমরা দেখব মহেঞ্জোদরো-অনুরূপ পিলার্ড হল।

এপর্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু হলের পিলারের কম্পোজিশান? দশটি পিলারের আটটি সারি, রেশিও ১০ : ৮। মনে আছে মহেঞ্জদরোর রেশিও ৫ : ৪? একে কেউ কো-ইন্সিডেন্স বলবেন কি? (D.k. Chakrabarty, 1995, 222)। আমাদের মনে থাকার কথা বনওয়ালির ফায়ার-টেম্পলের কথা, একই রকম মন্দির আমরা দেখি আগ্রা থেকে ৯০কিমি উত্তরপূর্বে ২০০বিসিইর একটি সাইট আত্রাঞ্জিখেরায় (Danino, 2010, 196)। তিনদিকে সারিবদ্ধ ঘর, মাঝে উঠোন ওপর দিকে বিরাট এন্ট্রান্স, আজও আপনি রাজস্থান গুজরাট সহ প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের পুরনো গ্রামগুলিতে এই প্যাটার্নের বাড়ি দেখতে পাবেন। আর সুরকি চারকোলের গাঁথুনি, দেওয়ালে কুলুঙ্গি হয়তো আজও খুঁজলে অপ্রতুল নয়। ধোলাভিরার টিপিকাল রেশিও অফ প্রপোর্শান ৫ : ৪ নিশ্চয়ই মনে থাকবে, 'শতপথ ব্রাহ্মণে' ৩য় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের ১ থেকে ৬ নং শ্লোকে উল্লিখিত সেই একই যজ্ঞের জন্য মহাবেদী তৈরির বর্ণনা এরকম,

FIFTH ADHYÂYA. FIRST BRÂHMA*N*A.

1. From that post which is the largest on the east side (of the hall) he now strides three steps forwards (to the east), and there drives in a peg,--this is the intermediate (peg).

2. From that middle peg he strides fifteen steps to the right, and there drives in a peg,--this is the right hip.

3. From that middle peg he strides fifteen steps northwards, and there drives in a peg,--this is the left hip.

4. From that middle peg he strides thirty-six steps eastwards, and there drives in a peg,--this is the forepart .

5. From that middle peg (in front) he strides twelve steps to the right, and there drives in a peg, this is the right shoulder.

6. From that middle peg he strides twelve steps to the north, and there drives in a peg,--this is the left shoulder. This is the measure of the altar. (Trans. Julius Eggeling, published between 1882 and 1900)

এখানেও রেশিও এক্সাক্টলি সেই ৫ : ৪। বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা'য় রাজপ্রাসাদ নির্মাণে মাপের যে নির্দেশিকা দিয়েছেন, "...the length is greater than the breadth by a quarter" (Bṛhat Samhita, 53/4), অর্থাৎ লম্বে প্রাসাদটি হবে চওড়ার সমান প্লাস ফাইভ-ফোর্থ। মানে ৫ : ৪। এ হল রাজার বাড়ি, সেনাপতির বাড়ির জন্য বরাহমিহিরের নির্দেশ, '...length exceeds the width by a sixth' (Bṛhat Samhita, 53/5), মানে এখানে প্রপোর্শান অফ রেশিও ৭ : ৬। মনে করুন ধোলাভিরার মিডল টাউনের প্রপোর্শান। এই সব উদাহরণগুলি 'মেয়ার কো-ইন্সিডেন্স' বলার অবকাশ থাকে কী? এগুলি ইন্দাস ট্রেডিশান।

১৯৯০তে কচ্ছের রানে যখন ধোলাভিরার খননকার্য চলছে আর্কিওলজিস্ট R.R. Bisht ভিজিট করেছিলেন উত্তর প্রদেশের ফারুকাবাদ জেলার কাম্পিল নামে একটি গ্রাম। যদিও Bisht নয় ১৮৭৮-এ আলেক্সান্ডার কানিংহ্যাম প্রথম সাজেস্ট করেছিলেন যে, এই গ্রাম হতে পারে, মহাভারতের বর্ণিত কাম্পিল্যা, দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী, যার রাজা ছিলেন দ্রুপদ। মজার কথা এই গ্রামটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি প্রাচীন টিলা রয়েছে, একটি আয়তকার ৭৮০ × ৬৬০ মিটার সেটলমেন্ট রয়েছে, স্থানীয় মানুষজন একে এখনও ডাকে, 'দ্রুপদ কিলা'। যাহোক, মহাভারতের সঙ্গে এর সম্পর্ক আমাদের উপজীব্য নয়, যখন G.G. Filippi, ১৯৯৮ খননকার্যের Bishtএর অন্যতম সহযোগী, দ্রুপদ কিলার সন্ধান পেলেন, তাঁরা অবাক হয়েছিলেন এটা দেখে যে, ধোলাভিরার ডাইমেনশানের সঙ্গে এর আশ্চর্যজনক মিল, ধোলাভিরার ডাইমেনশান ছিল ৭৭১ × ৬১৭ মিটার, যেখানে দ্রুপদ কিলার ডাইমেনশান ৭৮০ × ৬৬০। অনলাইন ম্যাগাজিন "এশিয়া টাইমস"-এ ২১শে মার্চ ২০১২ Gian Giuseppe Filippi "The Kampilya archeological project" নামে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন যেখানে এই এক্সক্যাভেশানের বিস্তারিত রিপোর্ট লিখেছেন ফিলিপি—

> In the following missions, in 1997 and 1999, we verified the regular rectangular shape of the layout of Drupad Kila, Fort of King Drupada, as it was called by the villagers. In fact, Kampilya is mentioned in the Mahabharata as the capital of the Southern Panchala Kingdom, at the time of the mythical King Drupada. The walls of the city measure 780 by 660 meters and are perfectly oriented toward the points of the compass. What is very surprising about this layout, orientation and size is that another city recently discovered in Gujarat, Dholavira, has precisely the same features. The plans of Kampilya-Drupad Kila and Dholavira coincide perfectly, something recognized also by Dr Bisht, the director of the excavations on that second town. The problem is that Dholavira was a town of the Indus-Sarasvati civilization, 2,000 years older than Kampilya. This fact offered evidence of the continuity of only one urban model from the Indus-Sarasvati to the Ganges civilizations in the time frame of two millennia. (http://www.atimes.com/ind-pak/DC21Df02.html)

এরকম অসংখ্য কাজ হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের এই সমগ্র এলাকাটি জুড়ে, এরকম একটি মাত্র ছোট অধ্যায়ের কাজ নয়, এর পুরো পরিচয় দেওয়া। প্রখ্যাত আর্কিওলজিস্ট Subhash Kak "Early Indian Architecture and Art" নামক 'Migration & Diffusion' প্রকাশিত

একটি আর্টিকেলে হরপ্পান জিওমেট্রি ও ঋকবেদ ও অথর্ববেদে বর্ণিত হাউস-প্ল্যান, ইন্দাস এরিয়ায় পাওয়া অসংখ্য হিউম্যান ফিগারিন, তার সঙ্গে ঐতিহাসিক ভারতের নানান মূর্তি, হরপ্পান ও বুদ্ধিস্ট রিলিফ-ওয়ার্ক, হরপ্পান সিম্বল ও ব্রাহ্মীলিপি, হরপ্পার নগরপরিকল্পনা ও ঐতিহাসিক ভারতের বিভিন্ন আর্কিওলজিকাল সাইটের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বিস্তারিত। তাঁর রচনা শুরু হচ্ছে, "This article deals with architecture, temple design, and art in ancient India and also with continuity between Harappan and historical art and writing. It fills in the gap in the post-Harappan, pre-Buddhist art of India by calling attention to the structures of northwest India (c. 2000 BC) that are reminiscent of late-Vedic themes, and by showing that there is preponderant evidence in support of the identity of the Harappan and the Vedic periods." (Kak, 2005, 6)। বস্তুতই, এই সমস্ত সাম্প্রতিক গবেষণা, পরিকল্পনামাফিক তৈরি করা ধারণা যে, হরপ্পান লিগ্যাসি পরবর্তী ভারতের মেটিরিয়াল কালচারে মেলে না, তাকে ভুল প্রমাণ করে। Jim G. Schaffer লিখছেন, "a continuous series of cultural developments links the so-called two major phases of urbanizatios in South Asia... the essential of Harappan identity persisted" (Shaffer, 1993, p- 58, 60, 63)। Michel Danino তাঁর ২০০৮-এ 'Man and Environment'-এ প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে লিখছেন, "The Dholavirian scheme of units is then shown to be related to historical unit systems in several ways; in particular, the Arthashastra's scheme of linear measures conclusively has Harappan roots." (Michel Danino, 2008, 66)। তিনি পুরো গবেষণা নিবন্ধ জুড়ে দেখাচ্ছেন, প্রাচীন ভারতীয় গণিতের বই Sulbasutras ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের জ্যামিতির সঙ্গে হরপ্পান নির্মাণকার্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ মিল, যা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, রোমিলা থাপারের 'মেটিরিয়াল কালচার ডাস নট শো কন্টিনিউইটি' সঠিক বিশ্লেষণ না।

নিশ্চয়ই ইন্দাস ট্রেডিশান পরবর্তী ঐতিহাসিক সময়ে কেবলমাত্র নগরপরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তা নয়। আমরা স্ট্যান্ডার্ড হরপ্পান ওয়েট-মেসার্মেন্ট সিস্টেম দেখেছি। বিস্তারিত আলোচনার বদলে এখানে ব্রিটিশ ইন্ডোলজিস্ট John E. Mitchiner-এর "Studies in the Indus Valley inscription" বই থেকে একটি তুলনামূলক তালিকা উপস্থাপিত করা হল, দৈর্ঘ্য মাপার ক্ষেত্রে Mohan Pant ও জাপানের Shuji Funo-র গবেষণার সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি।

Harappan Weights							
Unity	1	2	4	8	16	32	64
Value in grams	0.8525	1.705	3.41	6.82	13.64	27.28	54.56
Traditional Indian Weights							
'Ratto'	8	16	32	64	128	256	512
'Karshas'	1	2	4	8	16		
Value in grams	0.8375	1.675	3.35	6.70	13.40	26.80	53.60

প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জদরোর স্থাপত্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক সময়ে কন্দাহারের সিরকাপ বা কাঠমান্ডুর থিমির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (২, ২০, ১৮-১৯)-এর মেসার্মেন্ট পদ্ধতির উল্লেখও তাঁরা করেছেন তাঁদের আর্টিকেলে। একটা প্রশ্নের উত্তর আমরা পাইনি, তা হল ১০৮ সংখ্যাটি নিয়ে। ভারতীয় দর্শন সাহিত্য ও ধর্মে এই ১০৮ সংখ্যাটির গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা আমাদের উপজীব্য নয়। কেবল একটি প্রশ্ন, এই সংখ্যাটি এল কোত্থেকে? এটা জানতে আমাদের পুনরায় 'অর্থশাস্ত্রে'র দ্বারস্থ হতে হবে। সেখানে যেমন বর্ণিত হয়েছে, আটটি যবের দানা পাশাপাশি রাখলে যে লেন্থ পাওয়া যায় তা হল ১ 'আঙ্গুল', ১০৮ আঙ্গুল হল ১ 'দন্ড' বা 'ধনু' (১.৯২ মি), আবার ১০ দন্ড সমান ১ 'রজ্জু' (১৯.২মি), ২ রজ্জুতে এক 'পরিদেশ' (৩৮.৪মি) (Danino, 2008, 66-79)। পান্থ ও ফুনো যখন কাঠমান্ডুর থিমিতে এই মেসার্মেন্ট খুঁজে পাচ্ছেন, একই সময়ে মাইকেল ড্যানিনুও কাজ করছেন ধোলাভিরায়, পান্থ ও ফুনো তাঁদের গবেষণা কেবল দুটি ঐতিহাসিক শহরে সীমাবদ্ধ করেননি। তাঁরা গেছেন প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জদরোতেও। এই প্রাচীন শহরের অন্তত তিনটি জায়গায়, তাঁরা উল্লেখ করছেন, সব ক্লাসচার ব্লকগুলি ১৯.২০ মিটার ডাইমেনশানের নির্মাণ, অর্থাৎ এখানে মাপের ইউনিট অর্থশাস্ত্রের সেই রজ্জু। ছোট কিছু গ্রিডস তাঁরা মেপে দেখছেন, সেগুলি ৯.৬ মিটার, মানে ৫ দণ্ড বা ধনু। "There is continuity in the survey and planning Tradition from Mohenjodaro to

Sirkap and Thimi... The planning modules employed in the Indus city of Mohenjodaro, Sirkap of Gandhar, and Thimi of Kathmandu Valley are the same" (pant and Funo, 2005, 54)। ৮টি যবের দানার মাপ ১ আঙুল, কিন্তু কী হিসেবে ১০৮ আঙুল সমান এক দণ্ড হয়? ১০৮-এর মাপ কী হিসেবে এল? স্বভাবিক ছিল ১০০ দণ্ড, কেননা তারা অলরেডি ডেসিম্যাল সিস্টেম মানে ১০-এর গুণিতক ব্যবহার করতে শিখে গেছে— ১০ দণ্ড সমান ১ রজ্জু যখন হচ্ছে। Subhash Kak এটা দেখিয়েছেন যে কোনো একটি স্টিকের মাধ্যমে, যেকোনো মাপের একটি স্টিক নিয়ে তাঁর যা দৈর্ঘ্য তাঁর থেকে ঠিক ১০৮গুণ দূর থেকে দেখলে সেই কাঠির মাপটি সূর্য বা চন্দ্রের ডায়ামিটারের সঙ্গে নিখুঁত মিলে যায়, তাঁর এই অবসার্ভেশানকে জাস্টিফাই করেছেন ফিনিশ স্কলার Erkka Maula যখন তিনি মহেঞ্জদরোতে একটি ড্রিল করে কাটা ছিদ্রওয়ালা পাথরের বস্তু পান, সম্ভবত এটা এই ধরণের কোনো পরিমাপক হিসেবেই ব্যবহৃত হত। কেননা, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বা ইজিপ্ট গ্রীসেও এই একই পদ্ধতিতে ১০৮-এর গুণিতকে হিসেব রক্ষার পদ্ধতি চালু ছিল (Danino, 2010, 299)। তার মানে, মেসোপটেমিয়া ইজিপ্ট গ্রীস এবং ভারতেরও ক্লাসিকাল নৃত্যগুলির ১০৮টি মুদ্রা, শক্তিসাধনায় দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ১০৮ পদ্ম, জপমালার ১০৮টি পুঁতি কিংবা ১০৮টি উপনিষদ, এই 'পবিত্র' ১০৮ সংখ্যার ট্রেডিশান আসলে সেই ইন্দাস সভ্যতার হেরিটেজ।

নগরপরিকল্পনা, ওজন-পদ্ধতি, লাইনার মেসার্মেন্ট ছাড়াও ইন্দাস সংস্কৃতির সঙ্গে এই দেশের ঐতিহাসিক সময়ের সংস্কৃতির সন্দেহাতীত মিল দেখা যায় এমনকি নিত্যব্যবহার্য জিনিস যেমন টয়লেট্রি আর্টিকেল, ফ্রাইং প্যান, জল রাখার কমণ্ডলু, রাইটিং টেবল, ছোটদের খেলার ঝুমঝুমি, হুইসেল, লাট্টু, লুডোর গুটি ইত্যাদি অসংখ্য বস্তুতে যা বিভিন্ন সময়ের খননকার্যে বারবার উঠে এসেছে। B.B. Lal (2002, chap.-4)[৪]; E.J.H Mackey (1934, 273 & 538)[৫] ইত্যাদি লেখকগণ বারবার উল্লেখ করেছেন। সেই বিখ্যাত ড্যান্সিং গার্ল-এর হাতজোড়া অসংখ্য চুড়িপড়ার স্টাইল আজও রাজস্থানের মহিলারা একইভাবে বজায় রেখেছেন।

মনে করুন হরপ্পার সেই 'প্রিস্ট কিং'-এর মূর্তি— চাদরটি বামহাতের নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে ডান কাঁধের ওপর জড়িয়ে নিয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, এমনকি কপালে সিঁদুর পরার রীতিও হরপ্পান ট্রেডিশান "In North India, the rite of applying red powder to the bride's forehead and the parting of the hair (sindūra dāna) is something the only marriage rite, and often the binding part of the ritual. Archaeological evidence suggests that the custom has age-old Harappan roots, for terracotta female figurines from Nausharo IB (2800-2600 BCE) have traces of red pigment in their hair parting" (Parpola, 2015, 278)। আজকের ভারতীয় মহিলাদের শাঁখা পরার রীতিও হরপ্পান ট্রেডিশান, Kenoyer হরপ্পান কবরে পেয়েছেন, "personal ornaments such as a copper ring, occasional beads of agate, carnelian or jasper, steatite bead necklaces and ankle bracelets, shell bangles

on the left arm of females, and copper mirrors with females" (Kenoyer, 2006a, 67)। শাঁখা বা শেল ব্যাঙ্গেলস নিয়ে শুধু এখানেই নয়, ইতিপূর্বে উল্লিখিত ডিসেম্বর ২২, ২০১৬, কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদত্ত ভাষণ, বা আইআইটি গান্ধীনগরে ২০০৮-এর প্রেজেন্টেশান সর্বত্রই Kenoyer হরপ্পান মেয়েদের শাঁখা ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত বলেন। আইআইটি গান্ধীনগরে প্রদত্ত ভাষণে হরপ্পান ট্রেডিশান খুঁজতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে শাঁখারিদের গ্রামে আসার কথাও বর্ণনা করেন। শেল কার্ভিং-এ আজকের কৃষ্ণনগরের গ্রামে যে সেই হরপ্পান রীতিই অনুসৃত হয়, তা তিনি তাঁর প্রেজেন্টেশানে স্পষ্ট দেখান। এবং শুধু তা-ই নয় মেসোপটেমিয়ায় যেসব হরপ্পান কলোনি তিনি পেয়েছেন, সেখানেও একই প্রকার শাঁখের তৈরি চুড়ি অসংখ্য সংখ্যায় খুঁজে পেয়েছেন Kenoyer। ম্যাচ্যুর হরপ্পান যুগের আগে ও পরে কখনোই মেসোপটেমিয়ায় কেউ শাঁখের চুড়ি ব্যবহার করেননি, যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে হরপ্পান প্রভাব। ঠিক একইরকম প্রভাবের কথা তিনি বলেন হাঁড়ি তৈরির ব্যাপারে। এরকম রাউন্ড ফ্ল্যাট-বটমড কুকিং ভেসল ইন্ডিয়ার টিপিক্যাল তৈজস, হরপ্পায় ব্যবহৃত হয়েছে, পরবর্তী ভারতে ব্যবহৃত হয়েছে, আশ্চর্যের কথা দক্ষিণ আরবের ওমানে এইরকম রাউন্ড ফ্ল্যাটবটম কুকিং ভেসল পেয়েছেন Kenoyer, যা প্রমাণ করে হরপ্পানদের ওই অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ার কথা। তবে, মেসোপটেমিয়ায় যেমন শাঁখের চুড়ি পাওয়া যায়, ওমানে নয়। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মেসোপটেমিয়ার মত ওমানে হরপ্পান থেকে মেয়েরা যায়নি, ওমানের যা কিছু যাতায়াত ও যোগাযোগ, তা পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (https://www.youtube.com/watch?v=gww2EU3VXm8)।

ইন্দাস মেটিরিয়াল কালচারের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল ইন্সক্রিপশান, যা, ইতিহাসের পাঠকদের নেহাতই দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনও কেউ পড়ে উঠতে পারেননি। ৪২০০ ইন্সক্রিপশানস, যেখানে ৪০০র মত সাইনস। বহু এপিগ্র্যাফিস্ট, বহু অ্যামেচার এপিগ্র্যাফিস্ট বহু চেষ্টা করেও নির্ভরযোগ্য কিছুই খুঁজে পেতে পারেননি, যা থেকে বলা যায় যে, এর পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয়েছে। এই এপিগ্র্যাফিস্টদের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণি আছেন, একদল খুঁজছেন বৈদিক ভাষা, আর একদল খুঁজছেন তামিল। আবার কেউ ভাবছেন এ নিশ্চয়ই সুমেরিয়ান লিপি, কেউ

সিমিলারিটি দেখছেন এলামাইট, কিউনিফর্ম, ওল্ড সেমিটিক, এমনকি কেউ দাবি করেছেন এ সেই ইস্টার আইল্যান্ডের রোঙ্গো-রোঙ্গো লিপি, কেউ খুঁজে পাচ্ছেন একজন দেবতার নাম, কেউ কোনো রাজার নাম, কেউ কোনো জায়গা, জাতি, কৃষিজাত দ্রব্য, ধাতু, নাম। দাবির পর দাবিও আসছে, কিন্তু, ইন্দাস স্ক্রিপ্ট একইরকম অন্ধকারে। অনেকে মনে করছেন, এ জাস্ট সিম্বলিজম। কোন লিপি নেই, যে মতের কিছু কেমন, মনে হয়, সারবত্তা আছে। লিপি করা, নথিভুক্ত করা, রেকর্ড রাখার প্রতি ঝোঁক এদেশে ছিল না, আজও তেমন নেই। ইন্দাস সভ্যতায় সম্ভবত কোনো লিপিই ছিল না। থাকলে এতদিনে তা পড়া যেত। না, অবশ্যই এটা কোনও যুক্তি নয় যে, পড়া যায়নি বলে পড়ার মতো কিছু নেই। রসেটা স্টোন পাওয়া যায় ১৭৯৯ সালে, ১৮২০-র মধ্যে ইজিপশিয়ান লিপির পাঠোদ্ধারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে। ১৮৩০-এ পাঠোদ্ধার হয় ব্রাহ্মীলিপির। মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্মের পাঠোদ্ধার হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝিতেই। ১৯৫০-এ পাঠোদ্ধার হয় লাইনার-বি স্ক্রিপট গ্রীসে, মধ্য আমেরিকার মায়ান গ্লিফস বিশ শতকের শেষে। কিন্তু, ইন্দাস স্ক্রিপট পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। একটি লিপি হবার জন্য যে গুণগুলি ইন্দাস ইন্সক্রিপশানগুলির থাকা উচিৎ ছিল, তার অভাবও চোখে পড়ে। দেখুন, ৪২০০ ইন্সক্রিপশানের মধ্যে ৪০০টি সিম্বল পাওয়া যাচ্ছে, যার মধ্যে পাঁচবারের বেশি রিপিট করেছে, এমন সিম্বল মাত্র ২০০টি। ইন্সক্রিপশানগুলিও তথৈবচ, কোনোটিতে একটি, কোথাও দুটি, সিম্বল। হিসেব নিকেশ রাখা, ব্যবসা, দ্রব্যগুণ চিহ্নিত করা ইত্যাদি, এবং রিচুয়াল-পার্পাস ছাড়া মনে হয় না, কেউ ওই সংকেতগুলি ব্যবহার করে কোনো পড়ার মত গদ্য বা পদ্য লিখেছিল। লিখলে তার একটা মিনিমাম লেন্থ থাকত, এত ছোট ছোট হত না। অক্ষর নয়, ওগুলো সংকেত, পরবর্তী সময়ে হয়তো ওরা অক্ষরের দিকে যাবে। আর ভারতীয় সভ্যতায় লিপির প্রয়োজন কী? হাজার হাজার লাইন কবিতা এখানে রীতিই হল জাস্ট মুখস্থ করে হাজার হাজার বছর চালিয়ে দেওয়া। লেখার প্রতি একটা জেনারেল ল্যাথার্জি ভারতীয় সংস্কৃতির চিরকেলে বৈশিষ্ট্য। ভাবুন, এত যে প্রভাবশালী বেদ, যা নাকি বেদব্যাস সংগ্রহ করেছিলেন, সেই কবে! লিখে রাখেননি কিন্তু। সংগ্রহের কাজটাও তিনি শ্রুতিমাধ্যমে চালিয়েছেন। এত সেলিব্রেটেড ঋকবেদের প্রথম সবচেয়ে পুরাতন সায়নভাষ্য সম্বলিত ম্যানাস্ক্রিপটের ডেট হচ্ছে গিয়ে এই সেদিন ১৪৬৪ সালে। ১৪৬৪তেই যে

প্রথম লিখিত হয়েছিল এই ওরাল ট্রেডিশান, তা নয়, সম্ভবত গুপ্তযুগে মানে ৪০০ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ঋকবেদের লিপি হয়ে থাকতে পারে, যখন ব্রাহ্মীলিপি চালু হয়ে গেছে সারা ভারতেই, কিন্তু হাইলি পেরিশিবল ভুর্জ'পত্র ছিল লেখার কাগজ। সুতরাং মনে হয় না, ইন্দাস সভ্যতায় অত লেখাপড়ার দরকার হয়েছিল। গান বাজনা কাব্যি সবই ছিল শ্রুতিতে। তার কোনো প্রিয় গভীর ব্যাঞ্জনাবহ লাইন কেউ ক্লে ট্যাবলেটে লিখলেও লিখতে পারে, মানে প্রচলিত সংকেত ব্যবহার করে ইঙ্গিত করতে পারে, লেখাই তো নেই। হ্যাঁ, ওই সংকেতগুলি একসময় হয়তো অক্ষরে রূপান্তরিত হয়েছে, হওয়ারই কথা। কিন্তু তার যে প্রাচীনতম রূপ আমরা ইন্দাস স্ক্রিপটে দেখি, সেখানে সাংকেতিক ভাষা আছে, আক্ষরিক কিছু কেউ হয়তো কোনোদিনই খুঁজে পাবেন না।

তবে এপ্রসঙ্গে, উল্লেখ করতেই হয় যে, ভারতে পরবর্তীতে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে কিছু কিছু ইন্দাস-স্ক্রিপ্টের অদ্ভুত মিল চিহ্নিত করা যায়। ইন্দাস সংকেতগুলির বেশ কিছু উদাহরণ রয়ে যাবে পাঞ্চড মার্ক কয়েনগুলিতে, ভারতের প্রথমযুগের কয়েনেজ। তবে, ১৮০০বিসিই নাগাদ ইন্দাস স্ক্রিপ্ট 'পুরোপুরি ডিসঅ্যাপিয়ার' করে যাবার পর আমাদের ওয়েট করতে হবে ১৫০০বিসিই পর্যন্ত, যখন ফের আমরা পাব ঐতিহাসিক ব্রাহ্মী স্ক্রিপট, 'মাদার অফ অল ইন্ডিয়ান স্ক্রিপ্টস' এবং কিছু সাউথ-ইস্ট এশিয়ান স্ক্রিপটও। মাঝখানে তিনশ বছর, একটা অস্থির সময়। ফলে লেখার অবসর ছিল না, একথা বলাই বাহুল্য! ব্রাহ্মীলিপির আদিরূপ ১৯শতক থেকে বেশ কিছু স্কলার মনে করেছেন, অ্যারামাইক বা সেমিটিক রুট থেকে আসা, এর ফলে, ইন্দাস সংকেতগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কাজটি সিরিয়াসলি হওয়ার ক্ষেত্রে একটা বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ইতিহাসের যাবতীয় বিষয়ের এক্সটার্নাল রুট খুঁজতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে যে, সামনে থাকা সবচেয়ে প্লজিবল ইঙ্গিতগুলি স্কলারদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এমনকি হতেই পারে অ্যারামাইক বা সেমিটিক পপুলেশানের সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনা। ব্রাহ্মীলিপি হরপ্পান ও সেমিটিক মেলবন্ধনের ফলও না হওয়ার কিছু নেই। এই অনুমান পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়। কারণ, সেমিটিক লিপিগুলির কিছু সাইন-সিম্বলের সঙ্গে হরপ্পান সিম্বলগুলির মিল যেমন পাওয়া যায়,

একইভাবে খুব জোরালো মিল দেখানো যায় হরপ্পান সিম্বলস ও ব্রাহ্মী-অক্ষরের। বিষয়টা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

১৯৩০-এ আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার উল্লেখযোগ্য অফিসিয়াল Hiranand Shastri গালফ অফ কচ্ছের ৩ কিমি ভিতরে সৌরাষ্ট্রের বেট-দ্বারকায় Dhingeshwar মন্দিরের পিছনে একটি খননকার্যে তামার পাতে একটি মৌর্যযুগের ইন্সক্রিপশানের হদিস পান, ১৯৮০-র দশকে পুনরায় এই অঞ্চলে আর্কিওলজিস্ট S.R. Rao-এর নেতৃত্বে খননকার্যের সময় ৫৮০ মিটার লম্বা ১৫০০বিসিইর একটি প্রোটেকশান ওয়াল, নানান রকম পটারি, তামার ফিশিং হুক, জাহাজের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি নানানরকম আর্টিফ্যাক্টস পাওয়া যায়। (Rao and Gaur, 1992, 42-47)। এব্যাপারে ১৯শে জানুয়ারি ২০০২ বিবিসি ওয়ার্ল্ড নিউজ একটি নিউজ বুলেটিন প্রকাশ করে, যেখানে বলা হয়, "The vast city - which is five miles long and two miles wide - is believed to predate the oldest known remains in the sub-continent by more than 5,000 years." (http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1768109.stm)। এখানে যে ইন্দাস স্ক্রিপটের নমুনা মেলে তা অনেক সরল, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে, এর সঙ্গে আর্কিওলজিস্ট S.R. Rao পরবর্তী ব্রাহ্মীলিপির কিছু মিলও চিহ্নিত করেছেন। একে এই দুই লিপির মধ্যেকার মিসিংলিংক হিসেবে নির্দিষ্ট করা যাবে যদি এরকম আরও কিছু সমকালীন প্রমাণ হাতে আসে। (Rao, 1999, 115)। ১৯৩৫-এ বিখ্যাত এপিগ্র্যাফিস্ট K.P. Jayaswal বেলপাহাড়ি থেকে ১২কিমি দূরে উড়িশ্যার ঝার্সাগুদায় খুঁজে পান একটি প্রাগৈতিহাসিক গুহা, বিক্রমখোল কেভ। এখানে বেশকিছু রক-আর্ট ও ৫.৬৫ মিটার চওড়া ৮ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ইন্সক্রিপশানও মেলে। জয়শোয়াল ১৯৩৩-এ প্রকাশিত তাঁর বই, "The Vikramkhol Inscription"-এ লিখছেন, "The Vikramkhol Inscription supplies a link in the passage of letter forms from the Mohenjodaro script to Brahmi" (p-60, cit. Danino, 2010)। কিন্তু দুঃখের কথা হল, এই প্রাগৈতিহাসিক সাইটটির যতটা গুরুত্ব লাভ করা উচিৎ ছিল তার কিছুমাত্র করেনি তো বটেই, ইন্সক্রিপশানগুলি খোলা জায়গায় পড়ে পড়ে মুছে যাচ্ছে ক্রমশ। 'পর্যটকরা' নিজের হাতে এর ক্ষতি করছে,

এমনকি পার্শবর্তী এলাকায় স্পঞ্জ-আয়রন কারখানার দূষণ একে বিলুপ্তির সম্মুখিন করেছে। ২৮শে ডিসেম্বর ২০১১ 'The Telegraph' পত্রিকার খবর অনুযায়ী P.K. Behera, সম্বলপুর ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের প্রধান বলছেন, "They are from the Mesolithic period, between 3000 BC and 4000 BC...Some of the inscriptions have similarity with Brahmi script," এই ইন্সক্রিপশানগুলির প্রতি ঐতিহাসিকদের অবহেলাত্মক মনোভাব তিনি রিপোর্ট অনুয়ারী উল্লেখ করছেন, "A detailed study is yet to be conducted about the rock art of Vikramkhol"। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তিনি এও জানাচ্ছেন, "But, the mines of Mahanadi Coalfields Limited, sponge iron factories and rampant industrialization have badly affected the area's climate and the site. The inscriptions have started to fade out," (http://www.telegraphindia.com/1111228/jsp/odisha/story_14932470.jsp#.V0m9ZjV97IV)।

একইরকম অবহেলার শিকার ১৯৭৪-এ খুঁজে পাওয়া মহারাষ্ট্রের গোদাবরী উপত্যকার Daimabad, লেট-হরপ্পান সাইট, যেখানে বিভিন্ন পশুমুর্তি, বলদটানা রথোপবিষ্ট মানুষ ইত্যাদি ব্রোঞ্জ স্কাল্পচারের সঙ্গে বেশ কিছু সিমপ্লিফায়েড ইন্দাস স্ক্রিপটসসহ পটসহেড, বাটনসিলস পাওয়া গেছে। এবং যথারীতি সেগুলি এখনও গুরুত্ব দিয়ে স্টাডি করা হয়নি। যদিও দেখতে পাচ্ছি, প্রফেসর B.B. Lal, S.A. Sali, J.P. Joshi, D.P. Agrawal প্রমূখ বিশ্বশ্রুত ঐতিহাসিকগণ তাঁদের বিভিন্ন বইতে এই ইন্সক্রিপশানের উল্লেখ করেছেন। (Danino, 2010, 218)।

বিহারের বৈশালীতে কেসটা সম্পূর্ণই আলাদা। বৈশালীর এযাবৎ নীচের স্তরের খননকার্যে ৬০০বিসিইর গুটিকয় শীল পাওয়া গেছে, যা এখনও বিশেষ আলোচিত নয়। "Ancient Wisdoms: Exploring the Mysteries and Connections" বইতে Gayle Redfern, হাজার কিলোমিটার দূরে হাজার বছর পরের সভ্যতায় একই রকম সাইন খুঁজে পাওয়ার ঘটনাকে তিনি ট্রেড-রিলেশান দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন (Redfern, 2009, 180)। Michel Danino দেখাচ্ছেন যে, "Not only the signs but their very sequence is typically Harappan" (Danino,

2010, 218)। এই খুঁজে পাওয়ার ঘটনা সত্যিই ব্যাখ্যা করা কঠিন। কেবল যদি বৈশালীতে আরও প্রাচীন স্তরগুলিতে আরও গভীরে খননকার্য চালিয়ে আরও কিছু এরকম সাইন খুঁজে পাওয়া যায় তো এর থেকে কোনো তত্ত্ব ভাবা যাবে। বেটার হচ্ছে উইটজেলদের মতো আউট রাইট এড়িয়ে যাওয়া। "Given the c. 600 signs of the Indus script, it is of course very easy to find similarities in the 50-odd, very regularly shaped, geometrical signs of the Brahmī script" (Witzel, 2001, 85)। ওই একই তর্কে তিনি বলতে চেয়েছেন, এমনকি চাইনিজ লিপিতেও খুঁজলে এরকম সিমিলারিটি নাকি পাওয়া যাবে। যাহোক, সেটা করে দেখানোর প্রয়াস তিনি নেননি। আর সিমিলারিটিগুলি ভেরি রেগুলারলি শেপড জিওমেট্রিক্যাল সাইনস কিনা তা ছবিগুলি দেখলেই স্পষ্ট হয়। উইটজেলের বক্তব্যের বিরোধিতা করার প্রয়োজন আমাদের নেই। কেননা, ওই একই বইয়ের একই পাতায় অব্যবহিত পরেই তিনি কেনোয়ারকে কোট করে স্বীকার করছেন যে, "Even if there indeed was an initial carry-over of remnants of the Indus script into the post-Indus period (Kenoyer 1995: 224) there is no sign of any continuity of the use of the script before the first inscriptions in Brahmī in the middle of the third c. BCE"। অর্থাৎ দুই সময়ের দুই লিপির নিদর্শনগুলির মধ্যে ক্রমাগত সম্পর্ক যে চিহ্নিত করছেন বিভিন্ন আর্কিওলজিস্টরা তা তিনিও অস্বীকার করতে পারছেন না। ফলে, তিনি আশ্রয় নিচ্ছেন ফার্স্ট ব্রাহ্মী ইন্সক্রিপশান মানে অশোকের শীলালিপির কাছে। আমরা পরবর্তীতে অশোকের শীলালিপির ব্রাহ্মী নিয়ে কথা বলব। এবং ছবিও পাব। কিন্তু, উইটজেলের মন্তব্যের খানিক বিশ্লেষণ দরকার। কথা হচ্ছে মোট ইন্দাস সাইনগুলি নিয়ে। সর্বমোট সংখ্যাটি কেউ বলছেন ৪০০, কেউ ৬০০, কেউ ৬৭৬টি। স্বাভাবিক যে, প্রাথমিক অবস্থায় শুরুতে সংখ্যাটি বেশিই হবে। কেননা, তা ব্যবহৃত হচ্ছে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পকেটে, তারপর তার ওয়াইড-স্প্রেড ইউস ও ধীরে ধীরে তা কোয়াগুলেট করবে, স্বভাবতই সংখ্যাটি কমে আসবে। উইটজেল বলছেন ফিফটি-অড শাইনে এটা সোজা যে সিমিলারিটি পাওয়া যাবে। কিন্তু অশোকের শিলালিপিতে মোট কতগুলি ব্রাহ্মী লেটার ব্যবহার হয়েছে? দেখে নিন আগের পাতায়, এযাবৎ চিহ্নিত সর্বমোট ব্রাহ্মী লেটার আরও

কিছু ভ্যারিয়েন্টস সহ কমবেশি এইগুলি। তাহলে, যদি ওঁর মতে ৫০টিতে মিল মেনেই নেওয়া হয়, কটা বাকি থাকল! যদিও তিনি ৫০টি বলেননি, বলেছেন ফিফটি-অড!

আমরা এবার আরও একটু এগোব, ভারতের ডেটেবল ইতিহাসের দিকে। যদিও আমরা ইতিমধ্যেই এসে গেছি বৈশালীতে, ইতিহাসে যে শহরের উল্লেখ পাই ৫৯৯বিসিই, ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্মের আগেই। এখন আমরা ভিজিট করব সেই ষোড়শ মহাজনপদগুলিতে। কেননা, এই আলোচনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হেরিটেজ হল পাঞ্চ-মার্কড কয়েনেজ। পাঞ্চ-মার্কড কয়েন নিয়ে Michel Danino তার ২০১০-এর বইতে ২১৮ থেকে ২২৩ পৃষ্ঠা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভারতে প্রথম স্বীকৃত কয়েনেজ এই পাঞ্চ-মার্কড কয়েনেজ। হরপ্পা ও পরবর্তী ভারতের

ka	kha	ga	gha	ṅa	ca	cha	ja	jha	ña
[kə]	[kʰə]	[gə]	[gʰə]	[ŋə]	[cə]	[cʰə]	[ɟə]	[ɟʰə]	[ɲə]
ṭa	ṭha	ḍa	ḍha	ṇa	ta	tha	da	dha	na
[ʈə]	[ʈʰə]	[ɖə]	[ɖʰə]	[ɳə]	[t̪ə]	[t̪ʰə]	[d̪ə]	[d̪ʰə]	[nə]
pa	pha	ba	bha	ma					
[pə]	[pʰə]	[bə]	[bʰə]	[mə]					
ya	ra	la	va	śa	ṣa	sa	ha		
[jə]	[rə]	[lə]	[ʋə]	[ɕə]	[ʂə]	[sə]	[hə]		
a	ā	i	ī	u	ū	e	ai	o	
[ə]	[aː]	[i]	[iː]	[u]	[uː]	[e, ɛ]	[əy]	[o, ɔ]	
ka	kā	ki	kī	ku	kū	ke	kai	ko	kau

সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন খুঁজে পেতে এই কয়েনেজের গুরুত্ব অপরিসীম। ৬ সেঞ্চুরি বিসিই থেকে ২ সেঞ্চুরি বিসিই এদের কালখণ্ড। মূলত মহাজন পদগুলিতেই এই প্রক্রিয়ায় কয়েন তৈরি হত। সঙ্গে মৌর্য কয়েনগুলিও দেখতে হবে। পাঞ্চ-মার্কড কয়েনস সেখানেও ব্যবহৃত হত। এর প্রতিটি কয়েন হত ধাতুর, মূলত সিলভার, টুকরোর ওপর কিছু পাঞ্চ-মার্ক সম্বলিত, তাই এই নাম। শঙ্খ গান্ধার মগধের কয়েনগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনে রাখতে হবে পাঞ্চ-মার্কড কয়েনগুলিতে কোনো লিপি ছিল না। ছিল কেবলমাত্র কিছু সিম্বলস। কিন্তু ইন্দাস সিম্বলগুলির সঙ্গে এর অপূর্ব মিল চোখে পড়ে যা 'ভেরি রেগুলারলি শেপড জিওমেট্রিকাল সাইনস' বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland এর ১৯৩৫এ প্রকাশিত একটি জার্নালে শুরুতেই আর এক ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্ট E.H.C. Walsh -এর ১৯২৩ প্রকাশিত রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে C.L. Fabri লিখছেন, "Punch-marked coins are the earliest Indian archaeological 'document' that exists," wrote E.H.C. Walsh in 1923 in thorough study of these interesting remains of Indian proto-historic times. At the time when he wrote his article, very little, if anything, was known of the freshly discovered prehistoric civilization in the Indus valley..." (Fabri, 1935, 307)। ইন্দাস সিভিলাইজেশানের সঙ্গে এই কয়েনগুলির সম্পর্কের বিষয়ে তিনি আরও লিখছেন,

> "It is not impossible that they hold the clue to early Indian history, and if one day scholars can 'read' these signs, they will be able, probably, to reconstruct a period of Indian history of which we do not know anything at presents. I am writing not to explain these symbols, but to show that the solution of this problem is closely connected with the deciphering of the Indus Valley script...

When going through the signs published in the plates of Cunningham, Theobald, and Walsh, I was immediately struck by certain animal representations. The most frequent ones are those of the humped Indian bull, the elephant, the tiger, the crocodile, and the hare. Now all these animals occur also on the seals of Mohenjo-daro and Harappa. Not only are the subjects similar, but there are similarities in such small details that one must necessarily suppose that they are not due to mere chance or to "similar working of the human mind".

এটা ভূমিকা। এরপর তিনি এরকম অনেকগুলি সিলস একটি একটি করে ধরে, আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার বিস্তারে যাওয়া সম্ভব না। কেবলমাত্র, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ১৯৩৫-এর ৩০৯ পাতা থেকে Fabri-র দেওয়া কিছু স্কেচ যা খুব স্পষ্টভাবে দেখায় এই দুই যুগের প্রতীক-ব্যবহারের সিমিলারিটি, এখানে উল্লেখ করা হল।

Fabri যাহোক সব মিলিয়ে ৩৫ থেকে ৪০টির মত কয়েন দেখিয়েছিলেন, যারা খুব সরাসরি ইন্দাস প্রতীকগুলি রিপ্রেজেন্ট করে। Numismatics আমরা জানি, কয়েন ব্যাঙ্কনোট ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি। সম্প্রতি Savita Sharma, যিনি এরকম একজন নিউমিস্ম্যাটিস্ট, মূলত Fabri'র কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি সর্বমোট এরকম ৮০টি সিমিলারিটি উল্লেখ করেছেন তাঁর "Early Indian Symbols: Numismatic Evidence" নামক বইতে। মিচেল ড্যানিনুর এই সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যবহৃত একটি প্লেটের ছবি এখানে উল্লিখিত হল।

Stephen Langton, G.R. Hunter প্রমূখ যাঁরা ইন্দাস স্ক্রিপ্ট ডিসাইফারমেন্টের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরাও সেই ১৯৩০-এর দশকেই এই ধরণের সিমিলারিটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ডিসাইফারমেন্ট ব্যতিরেকে আর্কিওলজিস্ট Subhash Kak ইন্দাস স্ক্রিপট থেকে 'মোস্ট

'ফ্রিকোয়েন্টলি' ব্যবহার হয়েছে এইরকম দশটি সিম্বল তুলে নিয়ে তার সঙ্গে অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া ব্রাহ্মীলিপির বেশকিছু অক্ষরের তুলনা দেখিয়েছেন (Kak, 1988, 129-143)। এছাড়া ব্রাহ্মী ও তৎজাত পরবর্তী দক্ষিণ এশীয় হরফগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ভাওয়েল যুক্ত হয়ে কনসোনেন্টের ডায়াক্রিটিকাল ভারিয়েশান খুঁজে পেয়েছেন ইন্দাস স্ক্রিপ্টের বহু অক্ষরে। এছাড়া স্বর ও ব্যাঞ্জন যুক্ত হয়ে যেরকম কম্পোজিট রূপ

PUNCH-MARKS | INDUS VALLEY

PUNCH-MARKS | INDUS VALLEY

পায়, ধরুন ব্যাঞ্জন বর্ণ 'ক', তার সঙ্গে স্বরবর্ণ 'ই' যুক্ত হলে হয় 'কি'।

ক + ঈ = কী

ক + আ = কা

ক + উ = কু

ক + এ = কে

ক + ঔ = কৌ

ইত্যাদি

PUNCH | INDUS VALLEY

331, 341, 370, 369, 389, 379, 377, 371, 324, 378, 157, 254, 139

PUNCH | INDUS VALLEY

364, 355, 97, 251, 183, 192, 322, Plate CXIV, 53, 178

পরবর্তী ভারতীয় লিপির এই ইউনিক বৈশিষ্ট ইন্দাস স্ক্রিপ্ট থেকে চিহ্নিত করা যায় (www.ece.lsu.edu/kak/IndusFreqAnalysis.pdf)।

Fig. 9.17. A few symbols common to the Indus script and punch-marked coins, adapted from Savita Sharma.

নভেম্বর ৮, ২০১২-র টাইম অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি খবর: সম্প্রতি চণ্ডীগড়ে আয়োজিত ইন্টারন্যাশেন্যাল কনফারেন্স অন হরপ্পান আর্কিওলজি শীর্ষক আলোচনাচক্রে ভারত কলাভবন, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি'র ডিরেকটর আর্কিওলজিস্ট Dr. D.P. Sharma উল্লেখ করছেন আফগানিস্তানে পাওয়া একটি ম্যানাস্ক্রিপট যা, এযাবৎ পাওয়া হরপ্পান স্ক্রিপটের সবচে বড় আকারের উদাহরণ। তাঁর উপস্থাপিত ম্যানাস্ক্রিপটটির লেন্থ সাত লাইন। অবশ্যই এই স্ক্রিপটে আমরা প্রোটো-ব্রাহ্মীর রূপ পাই। তিনি এখনও ডিসাইফারমেন্ট করে উঠেছেন এমন না। লেখাগুলি এখানে, খুব মজার ব্যাপার, ডান দিক থেকে বাম দিকে, সেই সঙ্গে বামদিক থেকে ডানদিক— এই দুই ডিরেকশানই ফলো করছে। ড. শর্মা আরর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে গত পাঁচ বছর এই নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, সম্ভবত হরপ্পান টাইমে এই লিপি ডানদিক থেকে বামদিক লেখা হত, লেট হরপ্পান টাইমে সেই ডিরেকশান বদলে ভারতীয় স্ক্রিপট চিরকালের জন্য বাম থেকে ডান স্থির হয়ে যায়। এই ম্যানাস্ক্রিপটটিতে হরপ্পান স্ক্রিপটের পাশাপাশি 'কোহি' স্ক্রিপটের কিছু চিহ্নও বর্তমান।

Hunter's 'identification' of the Indus signs. The noteworthy differences in [I] have been shown in brackets.

'কোহি' হচ্ছে আর একটা আন-ডিসাইফার্ড ইন্ডিয়ান স্ক্রিপট, যা পাওয়া যায় ৮সেঞ্চুরি বিসিইর গান্ধারে। পড়া না গেলেও কোহি স্ক্রিপটের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় যুগপথ ব্রাহ্মী ও খরোস্টি লিপির, খরোস্টি একটি লিপি যা গান্ধারী-প্রাকৃত লিখতে ব্যবহৃত হত। রিপোর্টে উল্লিখিত ড. শর্মার বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য,

"Kohi symbols and letters have an affinity with the Harappan script and hence can be very significant in the decipherment of Harappan scripts. At the same time the palm leave manuscript has seven lines, which is the longest script recovered from any Harappan site. So far the scripts or the signs of Indus Valley script engraved on tablets, seals, potteries and other objects had not more than 18 letters or pictures,"

"The script on the palm leaf runs from right to left while Brahmi script runs from right to

left. The objects discovered from excavation sites indicate that they were using two scripts as few objects have right to left run of the script while some objects have left to right written scripts. However, no traces of objects with bilingual scripts has been found so far of Harappan period, which suggests that there was only one script called Brahmi and the script that Harappan people used was an older form of Brahmi called 'proto Brahmi'. During the mature Harappan period (2700 BC to 2000 BC) the direction of Harappan writing system was right to left and later on around 2000 to 1500 BC they started their writing system from left to right. The existence of no long manuscript had posed the difficulty in deciphering the Harappan script, however, the manuscript on palm leaves may solve this problem". (http://timesofindia.indiatimes.com/city/varanasi/Harappan-people-used-an-older-form-of-Brahmi-script-Expert/articleshow/17136460.cms)

এরকম আরও আবিষ্কার যদি পরবর্তী সময়ে ঘটে, যেখানে সাত লাইনের জায়গায় ১৪ লাইন কিংবা তার বেশি লেন্থের লেখার উদাহরণ মেলে, সেক্ষেত্রে আমাদের না-স্ক্রিপট হাইপোথেসিস টিকবে না। ভারতীয়দের চরম দুর্ভাগ্য! যদি মিটানি ইনস্ক্রিপশানের মত ভারতেও মূল্যবান নথিগুলি রাখার ব্যবস্থা হত ক্লে-ট্যাবলেট বা পাথর খোদাইয়ের ওপর, ইতিহাসের ছাত্রদের এরকম হাঁড়ির হাল হত না। চিনদেশে ওরা আবিষ্কার করেছিল বাঁশের ছিলকা বা হাড়ের ওপর লেখার পদ্ধতি, যে জন্য চিনের লিপি ওপর থেকে নীচ ডিরেকশান ফলো করে, কিন্তু তাদের মিডিয়াম অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী, কনফুসিয়াসের অ্যানালেক্টস, তাও তে চিং-এর অসংখ্য প্রাচীন

ম্যানাস্ক্রিপট আবিষ্কৃত হয়েছে, আরাবিয়ানদের ছিল চামড়ার ওপর লেখা, ভারতের লিপিকারদের পছন্দ, অত্যন্ত ক্ষয়প্রবণ ভূর্জ'পত্র বা তালপাতা— অনেক কিছু হারিয়ে গেছে।

এবার আমরা দ্রুত কয়েকজন বিখ্যাত এপিগ্র্যাফিস্টের বক্তব্য শুনে নেব।

> 'Some historical connection between the Indus Valley script Brahmi cannot decisively be ruled out' ("Indian Epigraphy", Richard Salomon, p-29)।

> "It may not be illogical to think that the Indus writing tradition lingered on in perishable medium till the dictates of new socio-economic contexts of early historic India led to its resurgence in a changed form" ("India: An Achaelogical History" Dilip Kr. Chakrabarty, p-291)।

> "The ancient Indus writing may have ultimately developed into the Brahmi alphabet several centuries before the rise of Mauryas in the latter half of four century BC" ("Inscriptions in Sanskritic and Dravidian Languages", D.C. Sircar, p-21)।

'মেটিরিয়াল কালচার ডাজ নট শো কন্টিনিউইটি'?

যাহোক, এবার আমরা খেয়াল করব, নন-মেটিরিয়াল কালচার কোনও কন্টিনিউইটি শো করে কিনা। ঐতিহাসিক ভারতের নন-মেটিরিয়াল কালচার— বিশ্বাস, লোকাচার, সামাজিক ব্যবহার কমবেশি আমরা সকলেই জানি, তাই এই পর্বে আমাদের কাজ হবে অধিক ডিটেলিং-এ না

গিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে পাওয়া কিছু পরিচিত ছবি সামনে আনা। অবশ্যই এই ছবিগুলির গুরুত্ব অস্বীকারের উদ্দেশ্যে এযাবৎ আসা তর্কগুলি যাচাই করে দেখা।

এই প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই আমরা চোখ রাখব হরপ্পায় পাওয়া স্বস্তিকা সিম্বলটি নিয়ে। এই সিম্বলটি ইউনিকর্নের মতই সমগ্র ইন্দাস এরিয়ায় শয়ে শয়ে পাওয়া গেছে (Wheeler, 1968, 101-102; McIntosh, 2008 289; Kenoyer, 2006a, 49)। আর ইন্দাস পরবর্তী সময় কিংবা ঐতিহাসিক সময়ের ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব নিয়ে কিছুমাত্র আলোচনা একান্তই অনাবশ্যক। সুতরাং, ইন্দাস সভ্যতার ধারাবাহিকতা, যা আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে সেখানে এই প্রতীক ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। কেনোয়ার এ প্রসঙ্গে বলছেন,

> Another example is the use of symbols such as the swastika. This is a symbol that has been found distributed throughout the world beginning in the Palaeolithic period. It is found on pottery in Mesopotamia dating to around 4000 BC, at Harappa beginning around 3300 BC and widely used in the Indus cities from 2600- 1900 BCE. The presence of the swastika in Mesopotamia and the Indus valley is not necessarily connected in any cultural or religious way, but is evidence of independent invention of a symbol that probably had very different ideological meanings. (Kenoye, 2006a, 49)।

স্বস্তিকা মেসোপটেমিয়া থেকে হরপ্পায় আসুক, বা হরপ্পা থেকে মেসোপটেমিয়ায় যাক, সেই নিয়ে তর্ক আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু, পরবর্তী ভারতে স্বস্তিকার ব্যবহার যে হরপ্পান ইনফ্লুয়েন্স এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যেমন হরপ্পান যুগে, তেমনই পাঞ্চ -মার্কড কয়েন কিংবা মৌর্য-গুপ্ত-মধ্যযুগ হয়ে স্বস্তিকা ভারতীয় সংস্কৃতিতে

আজও উপস্থিত। এবং এই একটা প্রতীকই প্রমাণ করতে যথেষ্ট যে, হরপ্পান মেটিরিয়াল কালচারের অনেকগুলি অ্যাসপেক্টের মত পরবর্তী ভারতীয় সংস্কৃতি ইন্দাস সভ্যতার ধারাবাহিকতা প্রবলভাবে রক্ষা করে চলেছে।

এরপরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক যা পরবর্তী ঐতিহাসিক সময়েও সমান গুরুত্বের সঙ্গে টিকে গেছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যায় 'Endless Knot'-প্রতীক যা, হরপ্পায় এবং পরে গুজরাতে এমনকি নবম শতক পাওয়া গেছে।

তারপর 'ইউনিকর্ন', একটি একশৃঙ্গ বলদ, সামনে রাখা একটি 'রিচুয়াল স্ট্যান্ড', আমরা দেখেছি, পাঞ্চ-মার্কড কয়েনেজে এই একইরকম আকৃতির রিচুয়াল স্ট্যান্ড কখনও ষাঁড়ের সামনে কিংবা হাতির সামনে ঘুরে ফিরে এসেছে, Fabri-র স্কেচেও আমরা এর উল্লেখ পাই। ইউনিকর্নের গায়ে আঁকা ত্রিশূল জাতীয় একটি চিহ্ন, নাকি অশ্বথ পাতার চিহ্ন? সবচেয়ে আশ্চর্য যে সর্বত্রই এ কিন্তু ওয়ান-হর্নড। কেন? বলার উপায় নেই, কেননা, সঙ্গের লিপি আমরা পড়তে পারি না। একটা সিমিলারিটি পাই, বিষ্ণুর মৎস অবতার একশৃঙ্গ, বরাহ অবতারও তাই। মিচেল ড্যানিনু এইসব প্রশ্ন তুলে একে 'ইউনিকর্নে'র জায়গায় 'একশৃঙ্গ' ডাকতে চান (2010, 208)।

ময়ূর, মাছ ও অশ্বথপাতা অশ্বথগাছের (Ficus religiosa) প্রতি চরম আবেগ দেখিয়েছে ইন্দাস সভ্যতা। প্রায় সমস্ত পটারি, যেগুলি এমনকি মেসোপটেমিয়ায় হরপ্পান বলে চিহ্নিত করা হয় তার মাধ্যম হয়েছে এই ময়ূর, মাছ ও অশ্বথ পাতার প্রতীক। একশৃঙ্গ ইউনিকর্নের গলাসুদ্ধ মুখ সাপের প্রতীকে যুক্ত হয়ে অশ্বথ পাতার গোড়ার মত দুদিকে ঢেউ নিয়ে অদ্ভুত একটি প্রতীক হরপ্পান সাইটগুলিতে সর্বত্র মিলেছে বহু সংখ্যায়, যা বাঁদিকে একেবারে ৯০ডিগ্রী কাত করলে আশ্চর্যজনকভাবে পরবর্তী

সময়ের ওঙ্কারের রূপ নেয়, আর অক্ষরের এই উলটে যাওয়ার প্রবণতা ব্রাহ্মী থেকে ভারতের পরবর্তী লিপিতে আকছার। একই নাগরীলিপি ওড়িশায় হয়তো গোল গোল হয়ে গেছে, তামিলে গিয়ে আপসাইড ডাউন। যাহোক, হরপ্পানরা একে ওঙ্কার বলত না অনুস্কার, কী সিগনিফিকেন্স ছিল তার, আজ আর খুঁজতে যাওয়ার মানে নেই। কিন্তু, ইন্দাস সভ্যতার সামগ্রিক ধারাবাহিকতায় এটা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। আর বৈদিক হোক বা বৌদ্ধ ও জৈন, ভারতের প্রমিনেন্ট সমস্ত সংস্কৃতিতে যেমন অশ্বত্থগাছ, তেমনই ওঙ্কার কতটা গুরুত্ব লাভ করেছে, তা নিয়ে বাক্যবিস্তারও নিতান্তই অনাবশ্যক।

কেবল সিম্বলিজম না, আইকনোগ্র্যাফিতেও ইন্দাস ট্রেডিশান বজায় আছে বেশ কিছু লক্ষণীয় ব্লক ও সিলে, যেখানে এই ট্রান্সমিশান খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মহেঞ্জদরোর সেই বিখ্যাত ত্রিমস্তকবিশিষ্ট যোগীমুর্তি, যাকে মার্শাল নাম দিয়েছিলেন 'পশুপতি'। ব্লকটির কেন্দ্রে নিচু
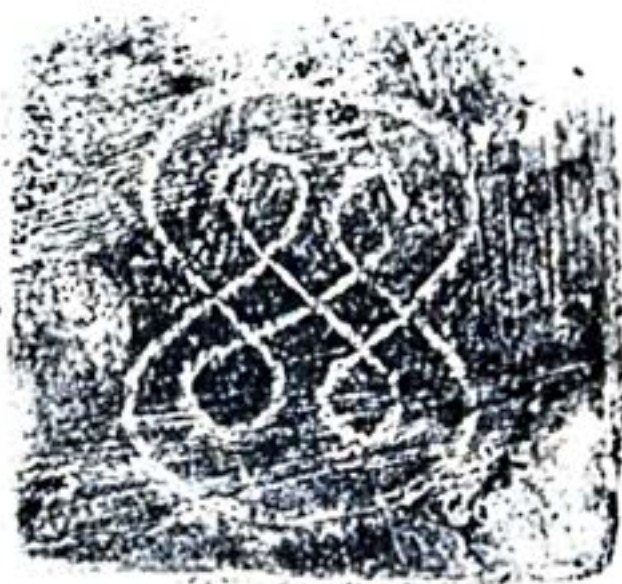
The Endless Knot

L-29 a

K-13 a

প্ল্যাটফর্মের ওপর বসে ফিগারটি, এমন পরিচিত যৌগিক মুদ্রায় যা পরবর্তী জৈন-বৌদ্ধ সংস্কৃতিতেও প্রবহমান। সমসাময়িক পৃথিবীর কোন সভ্যতায় এরকম ভদ্রাসনে উপবিষ্ট আইডল খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে হয় ফিগারগুলি দণ্ডায়মান অথবা একদম চেয়ারে বসে। মিশরীয় ক্রনিকলস দেখুন, মেসোপটেমিয়ান গডদের ছবিগুলি দেখুন, কোথাও এরকম পদ্মাসনে ভদ্রাসনে উপবিষ্ট দেবতার ছবি পাবেন না। পাবেন কেবলমাত্র ভারতে, সেই ইন্দাস সভ্যতা থেকে লৌহযুগ, জনপদের সময়ের পাঞ্চ-মার্কড কয়েনেজ হয়ে জৈনবৌদ্ধযুগ, মৌর্য-কুশান-গুপ্তযুগ, বহিরাক্রমণের যুগ, সুলতানি ও মুঘল আমল পার করে একেবারে ব্রিটিশ আমলের দেবতা গান্ধীও সেই একই ভারতীয় আসনে বসে আছেন। এটা গোটা পৃথিবীর আর কোথাও নেই! একটু বাড়াবাড়িরকমের উল্লম্ফন হয়ে গেল? ছাড়ুন, এবার বরং বসা ছেড়ে সিলটি একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। ফিগারটির তিনটি মাথা, কী জন্য? ত্রিনাথ? ত্রিকালজ্ঞ মহাকালেশ্বর? নাকি যোগেশ্বর, যোগনাথ? কিন্তু, পরবর্তী ভারতীয় সংস্কৃতিতে এরকম তিনমাথা ফিগার অনেকবার এসেছে, রয়ে গেছে। মাথার ওপর মুকুটটি দেখুন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সাঁচিস্তূপের 'ত্রিরত্ন' মনে করায় কিনা? বৌদ্ধধর্মে প্রবজ্যা নিতে আপনাকে ত্রিরত্নে আশ্রয় নিতে হয়, ১) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ২) ধর্মং শরণং গচ্ছামি, ৩) সংঘং শরণং গচ্ছামি। এর প্রতীক এই ত্রিরত্ন এক্সাক্টলি এই হরপ্পান ত্রিমস্তক যোগীপুরুষের হেডড্রেসটির অনুরূপ। কো-ইন্সিডেন্স? ঠিক আছে, তাহলে জৈনধর্মের 'নান্দিপদ' প্রতীক মনে করুন।

সেটিও কো-ইন্সিডেন্স? বৈদিক রুদ্রের ও তৎপরবর্তী শিবের ট্রাইডেন্ট? হ্যাঁ, হরপ্পান সংস্কৃতির সঙ্গে পরবর্তী সংস্কৃতির যাবতীয় মিলগুলি সব কাকতালীয়, অন্যদিকে অমিলগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যে, ইন্দাস কালচার সিমপ্লি ভ্যানিশড! যেমনটি উইটজেল তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ের ৮৫ পাতায় বোঝাচ্ছেন।

অপর আইকনটি প্রায় হরপ্পান সংস্কৃতির টাইপ-সিম্বল, ইন্দাস সভ্যতা নিয়ে প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি বইয়ের মলাটে ছাপা সেই বিখ্যাত ষাঁড়ের ডেপিকশান। পৃথুল একটি বিশালাকৃতি ষাঁড়ের আইকন হরপ্পানদের এতবার দরকার হল কি শক্তির প্রতীক হিসেবে? লক্ষ করুন তাকে সাজানোর গহনা, দেখুন, পিছনের দিকে অশ্বত্থপাতার প্রতীক, সঙ্গের লেখাগুলি পড়তে পারিনি আমরা, কিন্তু এ মহেঞ্জদরোর সেই ত্রিমস্তক

যোগী 'দেবতা'র বাহন নয় তো, যেমনটি আজকের শিবের? যা-ই হোক, ভারি শরীর নিয়ে ধীর গতিতে আজকেরও কোন শিবমন্দির সংলগ্ন বাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় উত্তর থেকে দক্ষিণ এদেশের মানুষ আজও এই প্রাণিটিকে শ্রদ্ধা করে, পাতাটা ফলটা এগিয়ে দেয়, সে তার সিগনিফিকেন্স, ফিলসফিক্যাল ইন্টার্প্রিটেশান, যা খুশি হোক! ভারতীয় সংস্কৃতিতে একইভাবে সমাদৃত নিঃস্পৃহ এই পথিক কিন্তু হেঁটে চলেছে সেই ইন্দাস-সরস্বতী থেকে গঙ্গা-গোদাবরী পাঁচহাজার বছর।

এবার দেখব মৌর্যযুগের এই মাদার গডেসের ছবি। প্রথমটি থার্ড মিলেনিয়াম বিসিইর ইন্দাস সভ্যতার, দ্বিতীয়টি সেকেন্ড সেঞ্চুরি বিসিইর মথুরা স্টাইল। দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দেখুন, মাথার ওপর হেডড্রেস দেখুন, গলার ডাবল নেকলেস দেখুন, নীচের নেকলেসের সঙ্গে পেন্ডেন্টটি দেখুন, পরনের গার্ডলটি দেখুন। মনে হয়
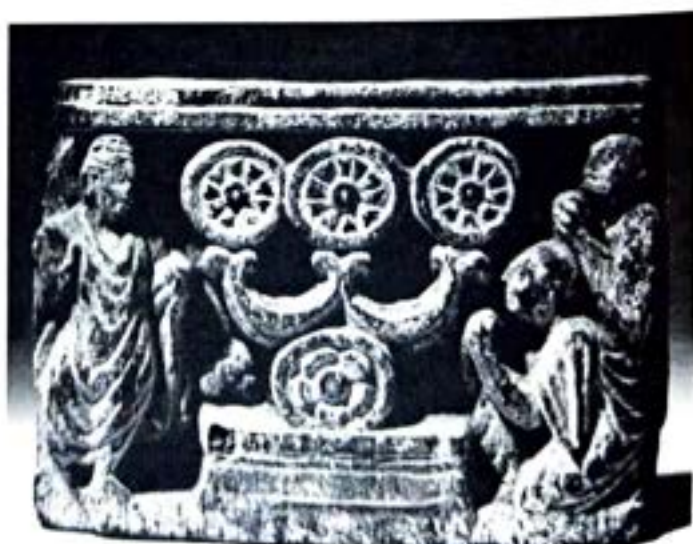
Triratna in Buddhism

Nandipada Symbol, Cave 9
Udayagiri Jain Caves
100 BC - 100 AD

না যে, এ সেই চিরকালের ভারতীয় পদ্ধতিতে ফ্যামিলি-পরম্পরায় শেখা ফোক-আর্ট? পরবর্তী ছবিতে দুটি অশ্বথ ব্রাঞ্চের মধ্যে দণ্ডায়মান পরিচিত হরপ্পান গড। বাঁদিকের ছবিতে ফায়ার-আর্চের নীচে শিব। ফায়ার-আর্চ বা অশ্বথ ব্রাঞ্চের নীচে ভগবান বুদ্ধের ডেপিকশানও পাওয়া যায়।

এখানে পটসহেডের ওপর আঁকা এই ছবিটি লক্ষ করুন, কী মনে হচ্ছে, সেই কাকের সুকণ্ঠের প্রসংশা করে তার মুখের চিজের টুকরোটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া ক্লেভার ফক্সের গল্পের শুরু? মাছ পরে কখনও হয়েছে পিঠে কখনও চিজ?

ভাবুন হরপ্পার সেই পাবলিক বাথ। সঙ্গে ভাবুন গ্রামের যেকোনো মন্দিরের পাশে নিশ্চিত করে উপস্থিত থাকা পুকুরটির কথা। মন্দিরটি হয়তো একটি খড়ের ঘর বই নয়, পুকুরটি চাই বড়!

National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi-র সভায় ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ প্রদত্ত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে প্রফেসর B.B. Lal-এর প্রেজেন্টেশান থেকে আরও কয়েকটি ছবিও এপ্রসঙ্গে যথাযথ হবে বলে মনে হয়। প্রথম ছবিটি কালিবঙ্গান সাইটের খননকার্যে পাওয়া শিবলিঙ্গ। দ্বিতীয় ছবিটি সেই ফিমেল ফিগারিন। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করুন এর কেশবিন্যাস, একটির মধ্যিখানে, বামদিকেরটি, ধারালো কিছু দিয়ে হালকা করে একটি চেরা দাগ;

অন্যটির সিঁথিতে রেড পিগমেন্ট এখনও ভিজিবল। এগুলি টেরাকোটা ফিগারিন, B.B. Lal-এর ভাষায়, "In these terracottas, the ornaments are painted yellow to indicate that these were made of gold, the hair is black, while a red colour has been applied in the manga, indicating the use of vermilion." (p-17)।

এরপরের ছবিতে আমরা দেখব হরপ্পান সোসাল গ্রিটিং। বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে আপনি 'নমস্তে' বা 'নমস্কার' বলুন, এই পসচার কিন্তু পেয়েছেন সেই ইন্দাস ভ্যালি থেকেই।

এই ছবিগুলি কি হরপ্পান যোগাভ্যাসের দিকে ইঙ্গিত করে? এগুলিও সংগৃহীত B.B. Lal-এর প্রেসেন্টেশান থেকে।

লোথাল, কালিবঙ্গানে পাওয়া ফায়ার-অল্টারগুলি প্রকৃতই ফায়ার-অল্টার নাকি রেগুলার কিচেন সেই প্রশ্ন তুলে Michael Witzel তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ৮৩ পাতায় জোরালো তর্ক করেছেন। কিচেন হতে গেলে এর কোনো একদিকে ফায়ার-উড সাপ্লাইয়ের জন্য একটা ছোট ওপেনিং থাকা জরুরি, নেই। উনান মানে তার ঝিঁক থাকবে, ছবিতে দেখুন, নেই। রান্নার চুলা অন্যত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে ফায়ার-উড সাপ্লায়ের জন্য ব্যবস্থা যথারীতি ছিল, যেমন রাজস্থানের উদয়পুর জেলার Gilund এক্সক্যাভেশান সাইট। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাইটে বর্ণনা পাচ্ছি, "Within the houses are noticed circular clay-

lined ovens and even open-mouthed chulhas." (http://asi.nic.in/asi_exca_imp_rajasthan.asp)। টেরাকোটা কপার আর্টিফ্যাক্টস পোড়ানোর ফার্নেস হলে, তার চিহ্নগুলি থাকার কথা, নেই। আমাদের ধারণা আবেস্তান ধর্মের কনস্টান্ট ফায়ার প্র্যাক্টিস জাতীয় কিছু হয়ে থাকতে পারে। তবু, উইটজেলের বক্তব্য মেনেই নিই। এগুলো কিচেন না হোক, ফায়ার অল্টার নয়। অন্য যা কিছু। কেননা, ইন্দাস কন্টিনিউইটি প্রমাণ করতে ফায়ার-অল্টার অবশ্যম্ভাবী নয়। কিন্তু মজার কথা ফিমেল ফিগারিনের সিঁথিতে লাল চিহ্ন বা যৌগিক মুদ্রা বা ত্রিরত্ন বা নন্দিপদ চিহ্ন কিংবা পশুপরিবেষ্টিত যোগীমূর্তি বিষয়ে উইটজেলের উক্ত প্রবন্ধ নিশ্চুপ। অন্যত্রও এব্যাপারে এযাবৎ কাউকে এগুলি নিয়ে স্পেসিফিক ব্যাখ্যায় যেতে দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে তাঁরা যা বলেছেন, তার মানে দাঁড়ায়, এরকম কিছু হালকা সিমিলারিটি চাইনিজ জাপানিজ সভ্যতার সঙ্গেও খুঁজলে পাওয়া যায়। যদিও কেউই তা খুঁজে দেখাতে প্রয়াস করেননি। হয়তো, কোনো ঐতিহাসিক এর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যায় গেছেন বা যাবেন।

Fig. 10.9. A potsherd from Lothal: two crows and an enemon fox. (© ASI)
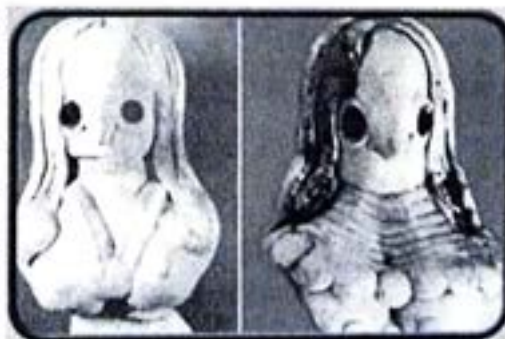
শুধু ভাবুন এই যোগীমূর্তি বা ফিমেল ফিগারিনের সিঁথিতে রেড পিগমেন্ট যদি দক্ষিণ-পশ্চিম তুর্কমেনিস্তানের Gonur Depe-তে পাওয়া যেত? কিংবা ব্যাক্ট্রো-মার্জিয়ানা আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স কিংবা সেন্ট্রাল এশিয়ার কোনো সাইটে পাওয়া যেত, এরা কত বিখ্যাত হয়ে উঠত! দক্ষিণ-পশ্চিম তুর্কমেনিস্তানের কারাকুম মরুভূমিতে বইরামালি শহর থেকে ৮৫ কিলোমিটার উত্তরে Victor Sarianidi ১৯৭২-এ আবিষ্কার করেন কোনো প্রাচীন সভ্যতার প্রায় ২০০-র বেশি সাইট। অঞ্চলটিতে মস্কোর ইন্সটিটিউট অফ এথনোলজি এন্ড অ্যানথ্রোপলজি অফ রাশিয়ান

অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস এখনও খননকার্য চালাচ্ছে। এই অঞ্চল বরাবর যেকোনো সভ্যতাকে যেকোনো 'প্রমাণ' দেখিয়ে আর্যসভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করার রীতি সর্বজনবিদিত। এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে তারা ওখানে নাকি বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের রেফারেন্স পেয়েছেন। কীরকম? V. I. Sarianidi "Margiana and the Indo-Iranian World" নামক "South Asian Archaeology"-র প্রবন্ধে বর্ণনা করছেন, Gonur সাইটের সিমেট্রি এরিয়ায় একটা মস্তকহীন ঘোড়ার কঙ্কাল (Sarianidi, 1993, 667-680)। তর্কে যাবার আগে আসুন V. I. Sarianidi-র রচনা থেকে তাঁর নিজের দেওয়া ফোটোগ্রাফিটি দেখে নিই:
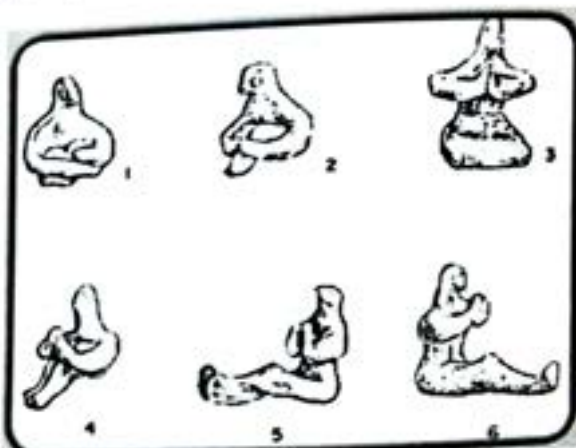
ছবিতে খুব স্পষ্ট যে, ঘোড়াটিকে যত্ন করে কবর দিয়েছে কেউ, এমন না। সেক্ষেত্রে বারিয়াল-পিটের আউট লাইন ছবিতে খানিকটা হলেও বোঝা যেত। অশ্বমেধের ঘোড়া! তার কোনো গুরুত্ব নেই? তারপর মাথা, মাটি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার নীচে ৪ হাজার বছর আগের একটা কঙ্কালের মাথা প্রাকৃতিক কারণে বা ঘোড়াটির মৃত্যুকালে যেকোনো কারণে হারিয়ে যেতে পারে। যাহোক, ঘোড়া যখন পাওয়া গেছে, এটা মানা গেল 'অশ্বমেধ'। তাহলে এই বৈদিক

আচারের প্রক্রিয়াটি গিয়ে ঋকবেদেই দেখে নিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা ঋকবেদে আছে প্রথম মণ্ডলের ১৬২তম ঋকের পুরোটা জুড়ে। কী দেখি সেখানে, "সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্ব...'— প্রথম শ্লোকে, অর্থাৎ অশ্বমেধের ঘোড়া স্বর্ণাভরণে সজ্জিত, তৃতীয় শ্লোকে, "সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ পূষারই ভাগে পড়ে, একে দ্রুত গতি অশ্বের সাথে সামনে আনা হচ্ছে...', মানে অশ্বের সঙ্গে ছাগও থাকে। এবার ৮ম শ্লোক— "যে রজ্জুদ্বারা অশ্বের গ্রীবা বদ্ধ হয়, যার দ্বারা তাঁর পদ বদ্ধ হয়, যে রজ্জু তাঁর মস্তকে বদ্ধ থাকে, সে রজ্জু সকল এবং তাঁর মুখে যে তৃণ নিক্ষেপ করা হয়, তাঁর সমস্তই দেবগণের নিকটে যাক"। অর্থাৎ দড়ি দিয়ে আষ্টেপিষ্টে ঘোড়াটিকে বাঁধা হয়। নবম দশম শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে কত যত্ন করে ঘোড়াটিকে কাটতে হবে, যাতে তার একবিন্দু রক্ত মাংস রস এমনকি পেটের মধ্যে থাকা অজীর্ণ তৃণও যেন বাতিল না হয়। কাটার সময় মক্ষিকারা যে অংশ ভক্ষণ করে, সেটাও যেন দেবতার কাছে যায়, সেই প্রার্থনা করা হয়েছে। ১৬ নং শ্লোকে আছে কত দামি কাপড়ে ঘোড়াটিকে ঢাকা দিতে হবে। ১৬২ ও ১৬৩ নং ঋকে খুব নিঁখুত ভাবে বর্ণনা আছে ঘোড়াটিকে কত যত্নের সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কেটে, তার প্রতিটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে পিণ্ড আকারে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। ১৮ ও ১৯ নং শ্লোকদুটি পড়ুন,

চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি।

অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোত পরুষ্পরুরনঘুর্ষ্যা বি শস্ত ॥১৮

একস্ত্বষ্টুরশ্বস্যা বিশস্তা দ্বা যন্তারা ভবতস্তথ ঋতুঃ।

যা তে গাত্রা নাম্ তুথা কৃণোমি তাতা পিণ্ডানাং প্র জুহোম্যগ্নৌ ॥১৯

মানে, 'দেবতাগণের বন্ধুস্বরূপ অশ্বের বুকের ৩৪টি পার্শ্বাস্থি(পাঁজর) ছেদনের জন্য খড়্গ গমন করছে। হে অশ্বচ্ছেদক এরূপ বুদ্ধি প্রকাশ কর, যাতে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি ছিন্ন হয়ে না যায়; শব্দ করে দেখে দেখে পর্বে পর্বে ছেদন কর'। ১৯নং শ্লোকের অনুবাদ, 'ঋভুই তেজপুঞ্জ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্তা এবং দুজন তাকে ধারণ করে। হে অশ্ব! তোমার শরীরের যে অবয়ব সকল যথাস্থানে কর্তন করি, তা পিণ্ডাকারে অগ্নিতে প্রদান করি।" (অনুবাদ: রমেশচন্দ্র দত্ত, 'ঋকবেদ সংহিতা' হরফ প্রকাশনী)

কিন্তু V. I. Sarianidi-র অশ্বমেধের ঘোড়া তো মরা কুকুরের মতো রাস্তায় পড়ে আছে। তার মানে পৃথিবীর যেকোনো সাইটে একটি মাথাকাটা ঘোড়া পেলেই তা অশ্বমেধ, আর সেই এলাকা পূর্বের আর্যরুট? যিনি

ঋকবেদের অশ্বমেধের বর্ণনা পড়বেন, যজুর্বেদের বর্ণনা পড়বেন, তিনি যেকোনো একটি ঘোড়ার কঙ্কালকে অশ্বমেধের ঘোড়া এই দাবি করবেন না। কী আছে যজুর্বেদে? অনেকের আগ্রহ জন্মাবে—সেখানে নিখুঁত বৈদিক রীতিতে অশ্বমেধের জন্য ঘি সোমরস ছাগরক্ত ইত্যাদি সহযোগে উঁচু বেদী নির্মান হবে, চারদিন ধরে দেশ-বিদেশ ঘুরে আসা ঘোড়াটির সঙ্গে শিংবিহীন ছাগ ও একটি গয়াল, এক প্রজাতির গৌর একসঙ্গে নানান উপাচারে তুষ্ট করা হবে, যজ্ঞের চতুর্থ দিনে হবে তাদের বলিদান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ যিনি করছেন সেই রাজার সবচেয়ে তরুণী রানির সঙ্গে ঘোড়াটির প্রতীকি কপুলেশান ঘটানো হবে, তার পর কর্তন। খুবই স্যাভেজ, না? বর্বর? পৃথিবীর প্রাচীনতম সংস্কৃতিতে স্যাভেজারি থাকবে, না আমাদের নিরাপদ আধুনিক জীবনে থাকবে! সেটা বিষয় নয়। প্রশ্ন হল, Gonur Depe সাইটে এটা 'অশ্বমেধ'! আমরা কম্প্যারেটিভ মিথলজির অধ্যায়ে দেখব, হর্স স্যাক্রিফাইস পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতায় আছে। কিন্তু, Sarianidi-র এই রেফারেন্স আর Gonur Depe সাইটে অশ্বমেধ কিন্তু চালু হয়ে গেছে। এবং চলতে থাকবে। উদাহরণ, "The necropolis of Gonur was found to contain two horse burials, and which can plausibly be linked with the prehistory of Vedic horse sacrifice" (Parpola, 2015, 76)। এবং এই বর্ণনা চলবে। এরকম মিথ দুশোবছরে অনেক গড়ে উঠেছে, যার সবকিছু একটা একটা করে খণ্ডন করা কার্যত অসম্ভব। এই অঞ্চলে প্রফেসর B.B. Lal নিজে কাজ করেছেন। ফলে এই অঞ্চল নিয়ে তোলা যাবতীয় 'প্রমাণ' তিনি খণ্ডন করেছেন ধৈর্য নিয়ে (Lal, 2014, 1-29)। এরকম পরিস্থিতিতে ভাবুন,

যদি হরপ্পান ফিগারিন, যার সিঁথিতে লাল রঙের চিহ্ন কিংবা ওই 'পশুপতি' সিল বা কিংবা কালিবঙ্গানের বা লোথালের ফায়ার-অল্টার, যার মধ্যে চারকোল ও পশুহাড়ের অবশেষ থাকার প্রমাণ মিলেছে, বা ষাঁড়ের ছবিওয়ালা সিলগুলির একটিও ব্যাক্ট্রো-মার্জিয়ানা বা অ্যান্ড্রোনোভো বা ককেশাস পর্বতের পাদদেশে কিংবা ইউরাল বা অ্যানাতোলিয়ায় পাওয়া যেত, গল্প তখন সম্পূর্ণ বদলে যেত! সমস্ত বইয়ের মলাটে আসত সেই ছবিটি। দুঃখের কথা সেরকমটা হয়নি। যাহোক, আর্যবিতর্কে আমরা বেখেয়ালে কখন এসে ঢুকে পড়েছি। আর বিতর্ক এড়িয়ে থাকার উপায় নেই। ঋকবেদও গুটি গুটি জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু, এই তত্ত্ব আর্কিওলজিক্যালি এতই দুর্বল যে তর্ক জমবে না। সবচেয়ে বড়কথা, আর্কিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস বলতে এই তত্ত্বের একমেবাদ্বিতীয় পুঁজি সেই ঘোড়া, হুইলড-কার্ট আর স্পোকড-হুইল। ভারতের ইতিহাসের শুরুটা কেমন হবে (যদি আর্কিওলজিক্যালি দেখি, যেভাবে পৃথিবীর অন্যত্র দেখা হয়), আমরা দেখলাম। আর্যতত্ত্ব লিঙ্গুইস্টিক থিওরি। তাই তাকে লিঙ্গুইস্টিক্যালি দেখতে হবে। তার আগে জানতে হবে, আর্যতত্ত্ব গড়ে ওঠার ইতিহাস। কিন্তু, ইন্দাস সভ্যতা ও খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ মহাজনপদগুলি, গৌতম বুদ্ধের জন্ম, ভারতের ডেটেবল ইতিহাস শুরুর মাঝের সময়টায় ভ্রমণ বাকি আছে। কেননা, ইতিহাসের টেক্সট বইগুলিতে দেখানো হয়, ১৯০০বিসিইতে হরপ্পান সেটলমেন্টগুলি পরিত্যক্ত হচ্ছে, তারপরের সভ্যতার নিদর্শন যা খুঁজে পাচ্ছি আমরা ১৫০০বিসিইর পর; কিন্তু, মাঝখানের ৪০০ বছর? ঐতিহাসিকরা একে আখ্যা দিয়েছেন 'ডার্ক এজ'। কিন্তু সত্যি কি এই সময়টা ডার্ক? কিছু জানা যায় না এসময়টা সম্বন্ধে? আর্কিওলজিস্ট J.M. Kenoyer কিন্তু বলছেন, তা নয়, "There Appear to be many continuities between the Indus and later historical cultures. Agricultural and pastoral subsistence strategies continue, pottery manufacture does not change radically, many ornaments and luxury items continue to be produced using the same technology and styles... There is really no Dark age isolating the protohistoric period from the historic period" (Kenoyer, 1998, 44-45, 186)।

বালুচিস্তানের সিবরির কাছে ১৯৯১-তে খুঁজে পাওয়া যায় মেহেরগড় সভ্যতার নিদর্শন। M. Jansen, L. Maire, এবং G. Urban প্রমুখ আর্কিওলজিস্ট এখানে কাজ করেন, J. G. Shaffer এই অঞ্চলে সার্ভে করেন ১৯৯২-তে। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০-এর এই সভ্যতায় কৃষির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হরিণ, শুকর, ছাগ ও মেষ ইত্যাদি প্রাণির ইন্ডিজেনিয়াস ডমেস্টিকেশান ঘটেছিল। ৬,৫০০ থেকে ৫,৫০০ বিসিই সময়কালে মেহেরগড় অঞ্চলের কবরে মেলে শিশু ছাগ, যা ছাগ ডমেস্টিকেশানের স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। ৫,৫০০ থেকে ৪,৫০০ বিসিই এখানে ব্যবহৃত সব ধরণের প্রাণিই ডমেস্টিকেটেড প্রাণি। অন্তত একটি প্রাণির ফার্স্ট ডমেস্টিকেশানের ক্রেডিট এই উপমহাদেশ নিতে পারে তা হল Bos indicus (R T Loftus et al, 1994, 61)। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নিজস্ব দেশীয় পদ্ধতির চর্চা ছিল এই সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। অ্যানাতোলিয়া থেকে সপ্তম মিলেনিয়াম বিসিইর কৃষিবিকাশের সঙ্গে ভাষাবিস্তারের Renfrew (1987)-এর পূর্বেকার যে মডেল, মেহেরগড় সভ্যতার আবিষ্কার তার পতন সূচনা করে। কৃষি এই অঞ্চলের নিজস্ব আবিষ্কার। যদিও কৃষিবিকাশের ইতিহাসে এই উপমহাদেশে যদিও মেহেরগড় নয় কেবল, আমরা উল্লেখ পাচ্ছি, উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ জেলার Koldihawa আর্কিওলজিক্যাল সাইটের। এই ফাইন্ডিং সম্বন্ধে D. K. Chakrabarty তাঁর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৯৯-তে প্রকাশিত "India An Archaeological History"-তে জানাচ্ছেন, "Whatever may be said about the Chinese and south-east Asiatic origins of rice cultivation, it is difficult to ignore the three early radiocarbon dates from the level bearing cultivated rice at Koldihawa, the calibrated ranges of which are 7505-7033 BC, 6190-5764 BC and 5432-5051 BC" (2nd ed, 2001, p-328)। তার মানে, গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে রাইস-কালটিভেশান শুরু হয়েছিল অষ্টম মিলেনিয়াম বিসিই-তে। মেহেরগড় সভ্যতার টাইম লাইন এরকম— Mehrgarh Period I (7000 BCE-5500 BCE); Period II (5500 BCE-4800 BCE); Peri-

od III (4800 BCE-3500 BCE); Periods IV, V and VI (3500 BCE-3000 BCE); Period VII (2600 BCE-2000 BCE); Period VIII, শেষ পিরিওডটি চিহ্নিত করা হয়েছে সিবরি সেমিট্রিতে। হরপ্পান ইন্টিগ্রেশান পিরিওড বা ম্যাচুর হরপ্পান যুগের সঙ্গে মেহেরগড় ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ মেহেরগড় গ্রামীণ সভ্যতার বেশ কিছু সাইট জনবহুল থেকেছে একেবারে হরপ্পান লোকালাইজেশান যুগ পর্যন্ত।

অন্য উল্লেখযোগ্য প্রি-হরপ্পান সাইটগুলি বর্তমান পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনবা প্রভিন্সের রেহমান দেহরি (৪,০০০বিসিই), সিন্ধ প্রভিন্সের দাদু জেলার আমরি (৩৬০০- ৩৩০০বিসিই), সিন্ধ প্রভিন্সের খয়েরপুরে কোট দিজি (৩৩০০-২৬০০বিসিই), রাজস্তানের হনুমানগড় জেলায় সরস্বতী (ঘাগর-হাকরা) নদীর দক্ষিণ তীরে কালিবঙ্গান (৩,০০০বিসিই) ইত্যাদি। কিছু কোট দিজিয়ান সাইট হরপ্পা পূর্ববর্তী, কিছু সমসাময়িক। ইতিপূর্বে যেমনটি ভাবা হত যে হরপ্পান সভ্যতা হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা, ঘটনা তেমনটি নয়। এমনকি, এই দাবিও কিছু কিছু শিবির থেকে করা হয়েছে যে হরপ্পা সভ্যতা আসলে মেসোপটেমিয়ান বা ইজিপ্সিয়ান কলোনি, অর্থাৎ কিনা, যা কিছু হয়েছে এই অঞ্চলে সবই সেই পশ্চিমের দান— বিষয়টা কোনমতেই তা নয়, "a growing consensus that Harappan culture is the result of indigenous cultural developments, with no "Mesopotamian" people or diffusions of Western inventions, by whatever means, needed to explain it" (Shaffer and Lichtentein, 2005, 83)। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগুলি স্পষ্টতই প্রমাণ রাখে যে, হরপ্পার উত্থান কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নয়, বরং তা দীর্ঘ কয়েক সহস্রাব্দের ধারাবাহিকতার ফলস্বরূপ। হরপ্পার সমসাময়িক বা তার কিঞ্চিৎ আগে থেকে কোট দিজিয়ান, আমরিয়ান, হাকরান ও মেহেরগড় ইত্যাদি বেশ অনেকগুলি অন্যান্য কালচারাল গ্রুপস এখানে ক্রিয়াশীল ছিল, যাদের সঙ্গে হরপ্পান মানুষদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল সামাজিক, বাণিজ্যিক, রিচুয়ালিস্টিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে। হরপ্পার প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিগত উত্থান ছিল অবশ্য করেই এদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, কিন্তু কখনই একা নয়, বরং বলা যায় এ ছিল এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিরোমণি। হরপ্পান কেন্দ্রের অন্যান্য প্রতিবেশীরা নিশ্চিতকরেই ছিল হরপ্পার উন্নতি

বিষয়ে সচেতন ও তাদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাপারে আগ্রহী। স্থায়ী সেটলমেন্টস ছাড়াও ছিল অন্য ফুড-ফোরেজিং, প্যাস্টরালিস্টস, স্মলস্কেল-ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস নোমাডিক গ্রুপস, যারা ভৌগলিকভাবে বালুচিস্তান থেকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, স্বাত ভ্যালি ও কাশ্মীর থেকে দাক্ষিণাত্য মালভূমি সবকটি কেন্দ্রের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে যোগাযোগের মাধ্যমরূপে কাজ করত। এই বিস্তৃত এলাকার আর্কিওলজিক্যাল রিমেনস নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে এই যোগাযোগের ফলাফল স্পষ্ট হয়। যেমন অক্সাস নদীর তীরে পাওয়া যায় হরপ্পান সাইট, তেমনই কোট দিজিয়ান ও হাকরান সাইটস দেখা যায় স্বাত ভ্যালিতে, আবার কোট দিজিয়ান চিহ্ন স্পষ্টভাবে মেলে কাশ্মীরের হরপ্পান সাইটে। পূর্ব ও দক্ষিণের কম জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলি যে এই সব কালচারাল সেন্টারগুলির রিসোর্স হিসেবে কাজ করত— এটাও স্পষ্ট হয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে। অষ্টম মিলেনিয়াম বিসিই থেকে দ্বিতীয় মিলেনিয়াম বিসিই পর্যন্ত সময়ে ভৌগলিকভাবে এই বিশাল এলাকা যে ছিল সেই পৃথিবীর সবচেয়ে উজ্জ্বল সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র— একথা বলাই যায় (J.G. Shaffer, 1992. Vol. I, p-441-64, Vol. II, p-425-46)। কিন্তু দিন এরকমই যায়নি। শেষের মোটামুটি পুরো এক সহস্রাব্দকাল এই অঞ্চলের প্রকৃতি প্রস্তুতি নিচ্ছিল অন্যকিছুর জন্য, যার বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা না ছিল সেদিনকার 'প্রিস্ট কিং' বা 'পশুপতি' দেব, 'মাতৃদেবী'র কিংবা হরপ্পান প্রিস্টদের সংগঠিত হাজার যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, অ্যানিম্যাল-স্যাক্রিফাইস।

সাউথ এশিয়ার পেলিওএনভায়রনমেন্টাল ডেটা চিহ্নিত করে প্রকৃতির এই প্রস্তুতিকে "Pollen cores from Rajasthan seem to indicate that by the mid-third millennium BC, climatic conditions of the Indus Valley area became increasingly arid. Data from the Deccan region also suggests a similar circumstance there by the end of the second millennium BC. Additionally, and more directly devastating for the Indus Valley region, in the early second millennium BC, there was the capture of the Ghaggar-Hakra (or Saraswati) river system (then a focal point of human occupation) by adjacent rivers, with subsequent diversion of these waters

eastwards. At the same time, there was increasing tectonic activity in Sindh and elsewhere. Combined, these geological changes meant major changes in the hydrology patterns of the region." (Shaffer and Lichtentein, 2005, 84) । থার্ড মিলেনিয়াম বিসিই থেকে শুরু হয়ে পুরো সেকেন্ড মিলেনিয়াম বিসিই সময়কাল জুড়ে এবার আমরা দেখব বালুচিস্তান, কোট দিজি, হাকরা, আমরি, অক্সান ও স্বাত এলাকার কেন্দ্রগুলি একে একে পরিত্যক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ, যেসময়টা আমরা চিহ্নিত করছি হরপ্পান ম্যাচ্যুর ফেজ হিসেবে, আশপাশের অন্য কেন্দ্রগুলি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ঠিক তখনই চলছে। তবে, কোনো এলাকার সব কেন্দ্রগুলি একই সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়েছে এমন না। হরপ্পান কেন্দ্রগুলি যখন পরিত্যক্ত হবে, তখনও দেখব প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে যাচ্ছে কিছু কিছু কেন্দ্র আরও কিছু সময়; কিন্তু, চোলিস্তান এলাকায় ঘাগর-হাকরা বা সরস্বতীর তীর বরাবর বেশিরভাগ কেন্দ্রগুলি পরিত্যাগের ঘটনা ছিল নাটকীয়। থার্ড মিলেনিয়াম বিসিই থেকে পুরো সহস্রাব্দকাল মানে একেবারে ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিই পর্যন্ত সময়টি এই অঞ্চলের ইতিহাস হল ক্রমান্বয়ে সাইট-অ্যাবান্ডনমেন্ট, এবং গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের জন্য কৃষিভিত্তিক সেটলমেন্ট প্রসারের ইতিহাস। আর্কিওলজিক্যাল সাইটগুলিতে পাওয়া পশুহাড়ের পরিমাণ সেই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার পরিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে। এবার আমরা দেখব, নতুন করে গড়ে ওঠা সাইটগুলির অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা। কিন্তু ইন্দাস-অক্সাস-স্বাত-সরস্বতী ভ্যালির সাইটগুলিতে যত বেশি পশুহাড় পাওয়া গেছে, তার পরিমাণ নাটকীয়ভাবে কম গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের পরবর্তী সাইটগুলিতে— যা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে প্যাস্টোরালিস্ট পপুলেশানের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও তার ফলস্বরূপ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের। গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে সেকেন্ড মিলেনিয়াম বিসিইর মানুষের প্রধান নির্ভরতা কৃষির ওপর। কেননা, হরপ্পান টাইমের এক্সটার্নাল ট্রেড পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এই সময় পর্যন্ত এসে।

ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশান ও ডেটেবল ঐতিহাসিক ভারত ইতিহাসের সূচনার মধ্যিখানের যে সময়, তাকে মেইনস্ট্রিম ইতিহাসের মডেল খুব সচেতনভাবে এযাবৎ ধোঁয়াশাচ্ছন্ন রেখেছে। এমনকি আমাদের দেশের স্কুলপাঠ্য ইতিহাস ২৬০০ বিসিইর আগের অংশটিকেও প্রায় কোনও

গুরুত্ব আরোপ না করায়, মনে হয় হাওয়ার মধ্যে থেকে হরপ্পান সভ্যতার মত সুউন্নত নগরসভ্যতা হঠাৎ হাওয়া থেকে গড়ে উঠে ফের হাওয়াতেই মিলিয়ে গেছে। হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের পিছনে আর্য-আক্রমণ ও বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের ওপর দায় ন্যস্ত করে মর্টিমার হুইলারের যে ঐতিহাসিক ভার্সন, মজার কথা সারা পৃথিবীর সমস্ত স্কলারদের দ্বারা তা পরিত্যক্ত হলেও, এদেশের ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস ১৯৫৩-র হুইলারের সেই 'ইন্দ্র স্ট্যান্ডস অ্যাকিউজড'কেই এখনও ইতিহাস বলে মানে। এবং একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসই এই দেশের একটা বড় সংখ্যক সাধারণ শিক্ষিত মানুষের ইতিহাস জ্ঞানের পরিসীমা। অথচ, আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে ইতিহাস এদেশের বিভিন্নপ্রকার রাজনীতিকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর এর পেছনে ক্রীড়নকের ভূমিকা নেন বিভিন্ন সরকারী পদাধিকারী এক শ্রেণির জনপ্রিয় ইতিহাসের লেখকগণ, যাঁরা এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির উল্লেখ তাঁদের রচনায় সচেতনভাবে এড়িয়ে যান।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের পিছনে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং কিছুটা হলেও রাজনৈতিক কারণের সমাবেশ ইতিপূর্বেই বহু ঐতিহাসিক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এবং আজকের দিনে আর্য-আক্রমণের পক্ষে বা বিপক্ষের কোনও ঐতিহাসিকই আর হরপ্পার পতনের দায় আর্য-আক্রমণের ওপর চাপান না কোনোভাবেই। কিন্তু জনপ্রিয় ইতিহাসের লেখকরা কখনও সরাসরি, কখনও হরপ্পা পরবর্তী ৬০০ বিসিই পর্যন্ত সময়ের ইতিহাসকে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন রেখে নীরবে পুরাতন এই মডেলটিকেই প্রোমোট করে চলেন। যে কারণে দেখা যায় এমনকি ২০০৬-এর প্রকাশনাতেও Jonathan Mark Kenoyer-এর মত আন্তর্জাতিকমানের আর্কিওলজিস্ট ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সময় নিয়ে রচনার শুরুতে হরপ্পা সভ্যতা পতনের কারণ হিসেবে আর্য-আক্রমণের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে বিস্তারিত লিখছেন ও বর্তমান ও তৎপূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচনা উদ্ধৃত করে অলরেডি বাতিল তত্ত্বকে আবার বাতিল করছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা Kenoyer-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছিলাম, যেখানে তিনি জাতি হিসেবে আর্যদের উল্লেখকে বলেছেন, The concept of an “Aryan” race is one example of a “factoid”। একই প্রবন্ধে তিনি আরও ফ্যাক্টয়েডের উদাহরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করছেন

সিন্ধুসভ্যতার পতনের কারণ হিসেবে দেখানো আর্যতত্ত্বের মিথকে, "Another example of a "factoid" is the destruction of Mohenjo-daro by so called "Aryan" invaders." (Kenoyer, 2006a, p-42)। ভারতের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার সম্পাদিত উক্ত বইয়ে "Cultures and Societies of the Indus Tradition" নামক প্রবন্ধে Kenoyer এবার প্রয়াস নিয়েছেন আর্য-আক্রমণের এই ফ্যাকটয়েড বা মিথকে ভাঙার। ১৯৫৩-র পর ১৯৫৯-এ প্রকাশিত হুইলারেরই পরের বই "Early India and Pakistan to Ashoka" থেকে দেখাচ্ছেন যে, হুইলার নিজেই তাঁর তত্ত্ব বাতিল করে লিখছেন, "... at present these thoughts are no more than conjectures; picturesque, perhaps provable, but not proven"। কেননা, তিনি বুঝছেন, এত বড় একটা সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হিসেবে যা দেখিয়েছেন, তা ঠিক নয়, " ... so-far-flung a society decayed differently and found death or reincarnation in varying forms from region to region."। লেখক এরপর Dr. George F. Dales, Dr. Kenneth Kennedy প্রমুখ যাঁরা হরপ্পা সভ্যতা পতনের কারণ হিসেবে হুইলারের আর্য-আক্রমণতত্ত্বের প্রবল বিরোধিতা করেছেন, সেইসব উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, "The decline of Mohenjo-Daro is no longer attributed to Indo-Aryan invasion or migrations, disease or floods, as proposed by earlier scholars, but rather to a combination of factors that include the changing river system, the disruption of the subsistence base, and a breakdown in the important integrative factors of trade and religion"। কিন্তু সবার শেষে তাঁর আক্ষেপ যে, যখন হুইলার নিজেই তাঁর তত্ত্ব বাতিল করে যাচ্ছেন, এদেশের সেকেন্ডারি ঐতিহাসিক লেখকরা ও সাধারণ মানুষ তাকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে সেই একই ঢোল বাজিয়ে গেছেন, গত পঞ্চাশ বছরে, "Unfortunately, such refutations and later clarifications have been ignored by secondary authors and the general public, resulting in major misunderstandings about the nature of archaeological interpretations and the value of archaeology as a scientific study of early human society. (Kenoyer, 2006a, 44)।

গ্রেটার ইন্দাস-সরস্বতী ভ্যালি ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সঙ্গে যে কয়েকজন আন্তর্জাতিকমানের আর্কিওলজিস্ট দীর্ঘদিন যুক্ত Jonathan Mark Kenoyer তাঁদের অন্যতম। বাকিরা হলেন, পাকিস্তানি আর্কিওলজিস্ট Rafique Mughal, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর প্রফেসর B. B. Lal, Jim G. Shaffer ও Diane A. Lichtenstein প্রমুখ। এই প্রত্যেকেরই বিভিন্ন রিপোর্ট ও আর্টিকেল থেকে বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইন্দাস ট্রেডিশানের অফিসিয়াল এন্ড ১৯০০ বিসিই থেকে ৬০০ বিসিই, মানে হরপ্পা পরবর্তী ভারতে পুনরায় অফিসিয়ালি নগরসভ্যতার উন্মেষ পর্যন্ত 'অন্ধকার' সময়টির ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করব। ১৯৯৫-তে Albrecht Wezler ও Michael Witzel সম্পাদিত "Indian Philology and South Asian Studies" vol. 1-এ Jonathan Mark Kenoyer-এর প্রবন্ধ হরপ্পান ট্রেডিশান থেকে ইন্দো-গাঙ্গেটিক ট্রেডিশানে ট্রাঞ্জিশান পিরিওডটি আলোচনা করেছেন, "Interaction systems, specialised crafts and culture change: The Indus Valley Tradition and the Indo-Gangetic Tradition in South Asia" নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধের শুরুতে সেখানে তিনি সংক্ষেপে হরপ্পান পিরিওডের এই এলাকার ভূপ্রকৃতি, কৃষি, বাণিজ্য ও প্রযুক্তি আলোচনা করেছেন। কেননা, সেটা না হলে লেট হরপ্পান পিরিওডে হরপ্পান মেটিরিয়াল কালচারের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করা সম্ভব না। আমরা ইতিপূর্বে মেসোপটেমিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে হরপ্পান বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেক্ষেত্রে এই অংশে আলোচনাটি যথাসম্ভব সংক্ষেপিত রাখা হল।

হরপ্পান সভ্যতা বিস্তৃত ছিল, ফ্রম "the highlands and plateaus of Baluchistan to the west, and the mountainous regions of northern Pakistan. Afghanistan, and India to the northwest and north. Two major river systems formerly watered the greater Indus plain, the Indus and the (now dry) Ghaggar-Hakra. They reached the sea in separate courses, the Indus delta extending into the Arabian Sea to the west and the Ghaggar-Hakra (called the Nara in

Sindh) delta extending into the Greater Rann of Kutch to the east"(Kenoyer, 1995, 215-216)। নদী সরস্বতী, শুকিয়ে যাবার পর ভারতের অংশে যার শুষ্ক বৃষ্টিধৌত নদীখাতের নাম ভারতের অংশে ঘাগর, পাকিস্তানের অংশে হাকরা, সিন্ধ অঞ্চলে নাম নারা এবং ইন্দাস বা সিন্ধু— এই নদীদুটি একই প্রকৃতির ছিল না। সরস্বতীর ঢাল ছিল সিন্ধুর তুলনায় উত্তম, ফলে বন্যার প্রকোপ ছিল কম। যে কারণে আমরা দেখেছি এই সভ্যতার বেশিরভাগ সাইটগুলি এই ঘাগর-হাকরা বা সরস্বতীর তীর বরাবর অধিক পরিমাণে ছিল (Kenoyer, 1995, 216)। উত্তরে সিন্ধু অববাহিকা ও দক্ষিণে সরস্বতী অববাহিকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ছিল ভিন্ন। যেখানে, সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ২০০ মিলিমিটার বা তার অধিক, সরস্বতীর তীরে কোনো কোনো খারাপ বছরে বৃষ্টি প্রায় ছিলই না। উপকূল বরাবর এগোলে বর্তমান পাকিস্তানের মাকরাণ অঞ্চল ছিল শুষ্ক পার্বত্য অঞ্চল, যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সমুদ্রপথে আরব সাগরের দক্ষিণপূর্ব উপকূলের ওমান পর্যন্ত হরপ্পান বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল ম্যাচ্যুর হরপ্পান ফেজে।

ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি, হরপ্পান গহনাশিল্পের প্রসার। স্থানীয় ও বহির্ভারতেও তার কদর ছিল। ওজন ও পরিমাপের সমতা প্রমাণ করে যে, এর একটা সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। সেইসঙ্গে কৃষক, মৎস্যজীবী, খনিজীবী, শিকারি, সংগ্রাহক ও যাযাবর গোষ্ঠীগুলি হয়তো ছিল এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বিভিন্ন স্তরের আর্কিওলজিক্যাল নিদর্শন স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, হরপ্পান রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স, এবং তা করার জন্য নিশ্চিত করেই একটা আর্থ-সামাজিক হায়ারার্কি কাজ করত। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইন্টিগ্রেশানের জন্য সম্ভবত বাণিজ্যিক, সোসিও-রিচুয়াল, আইডিওলজিক্যাল কারণ একযোগে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষভাবে স্ট্যান্ডার্ডাইজড ক্র্যাফটস হরপ্পান ব্যবস্থার বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট। অন্তত চারপ্রকার স্পেসালাইজড ক্র্যাফটস চিহ্নিত করা যায়—

১) লোকাল রিসোর্স থেকে সহজ প্রযুক্তিতে তৈরি ক্র্যাফটস, যেমন কাঠের কাজ, টেরাকোটা, বাড়ি তৈরি ইত্যাদি।

২) লোকাল রিসোর্স থেকে নয় কিন্তু সহজ প্রযুক্তিতে তৈরি ক্র্যাফটস,

যেমন, গুঁড়ো, টুকরো বা ভাঙা পাথরের কাজ।

৩) ব্যবহার হয়েছে লোকাল রিসোর্স, কিন্তু প্রযুক্তি রীতিমত জটিল, যেমন পাথরের চুড়ি-বালা, রঙীন চিত্রিত সেরামিকস, মিনেকরা কাঠের কাজ।

৪) নন-লোকাল রিসোর্স ও জটিল প্রযুক্তির ব্যবহারে তৈরি আর্টিফ্যাক্টস, যেমন, অকীক বা অ্যাজেট-স্টোনের পুঁতি, শীল তৈরি, ফাঁয়াঁস বা বহুবর্ণচিত্রিত মৃতপাত্র ইত্যাদি।

এদের মধ্যে প্রথম দুটি ক্যাটেগরি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, স্থানিক বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু শেষের দুটি পুরোমাত্রায় স্ট্যান্ডার্ডাইজড, অর্থাৎ কিনা এগুলির বাজার নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং এগুলি এক্সপোর্ট-প্রডাক্টস। হরপ্পান ম্যাচ্যুর ফেজে কতগুলি শিল্প যেমন, 'long carnelian beads, steatite seals, stoneware bangles, compact frit or faience, bronze objects, copper ও tin objects, marine shell, lapis Lazuli, grey-brown chert' ইত্যাদি উন্নতির চরমসীমায় পৌঁছেছিল। Kenoyer প্রতিটি আর্টিফ্যাক্টসের র-মিটিরিয়াল, ক্র্যাফটমানশিপ ও তাদের বাণিজ্যের পরিসীমা আলোচনা করেছেন বিস্তারিত। মেরিন শেল অবজেক্টস হরপ্পান ম্যাচ্যুর ফেজের একটা প্রতীকস্বরূপ। হরপ্পান মেরিন শেল পাওয়া গেছে 'beyond the Harappan cultural boundaries into the peripheral regions of peninsular India, northwest into Afghanistan, and north into Central Asia'। carnelian সম্ভবত কচ্ছের রান এলাকা থেকে আনা হত; আজকের ইয়েমেন থেকেও এর কাঁচামাল আনা হতে পারে। লোথাল, মহেঞ্জোদরো, কালিবঙ্গান ইত্যাদি এলাকায় খননকার্যে এর দেখা মেলে। grey-brown chert আনা হত আজকের মধ্য পাকিস্তানের রোহরি এলাকা থেকে, এ দিয়ে কিউবিক্যাল বাটখারা প্রস্তুত হত, যা পাওয়া গেছে ইন্দাস সভ্যতার পুরো এলাকা জুড়েই, কিউবিক্যাল বাটখারা প্রস্তুত হত অ্যাজেটের মত কঠিন পাথর থেকেও, দক্ষিণ বালুচিস্তান, চাঘাই পাহাড়, বাদাকশান, উত্তর আফগানিস্তান ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আনা হত lapis Lazuli। steatite ও serpentine বা সবুজ সাদা ধূসর সোপস্টোন আনা হত উত্তর বালুচিস্তান, আরাবল্লি রেঞ্জ হরিয়ানা ও গুজরাটের অন্যান্য জায়গা থেকে, লকেট, সীল, পুঁতি আরও নানান প্রকার আর্টিফ্যাক্টস তৈরি হত এগুলি দিয়ে। স্টিটাইট

নির্মিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফাইন্ড হরপ্পান বিখ্যাত সেই 'প্রিস্ট কিং'-এর মুর্তি। তামা পাওয়া যেত তিনটি প্রধান স্থান থেকে, বালুচিস্তান, আফগানিস্তান ও রাজস্থানের আরাবল্লী রেঞ্জ। যদিও কপারস্মেল্টিং কোন এলাকায় হত, তার ওপর বিশেষ তথ্য নেই। অনেকে মনে করেন খনি এলাকাতেই হয়ে থাকবে তামাগলানোর কাজ, কিন্তু সে মনে করারও প্রমাণ কিছু নেই। Kenoyer জানাচ্ছেন, "Several copper-working furnaces have been identified at sites along the Ghaggar-Hakra River valley (Mughal 1982), but again there is no concrete evidence for the specific act of smelting." (kenoyer, 1995, 220)। সরস্বতী বা আজকের ঘাগর-হাকরা ভালিতে ফার্নেসগুলিতে স্মেল্টিং-এর কাজ হওয়ার প্রমাণ নেই। দক্ষিণপূর্ব আরব সাগরের তীরে ওমান থেকে তামা আসার একটা সম্ভাবনাও আছে, হয়তো ওমানের ব্যবসায়ীরা ইন্দাস-সরস্বতী ভ্যালির তামার বাজার ধরার প্রতিযোগীতায় ছিল, The use of the different resource area in Oman could reflect a period of confrontation with source areas in Baluchistan or the Aravallis. Alternatively, entrepreneurs from Oman or from the Indus may have been trying to capture part of the Indus market by introducing new resources from Gulf (Kenoyer, 1995, 222)। টিন সম্ভবত আসত আফগানিস্তানের মান্ডিগাক এলাকা থেকে।

বাণিজ্যের এই বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে হরপ্পান ম্যাচ্যুর ফেজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল হরপ্পান স্ক্রিপটের প্রভূতপরিমান ব্যবহার। হরপ্পান স্ক্রিপ্ট পড়া না-ই যাক, এমনকি কোনো কোনো মতে এ কোনও স্ক্রিপট নয়, কেবল কিছু সিম্বল, যা-ই হোক, ক্ষুদ্রাকার স্টিটাইট, টেরাকোটা ট্যাবলেট, পটারি, অর্নামেন্টস, এবং প্রায় সবধরণের হরপ্পান আর্টিফ্যাক্টসের ওপর নানান প্রক্রিয়ায় চিত্রিত এই স্ক্রিপ্ট যে বাণিজ্যের কারণে জরুরি ছিল, তা স্পষ্ট, কেননা, যে সময় থেকে হরপ্পান বাণিজ্যের পতন হয়েছে, এই স্ক্রিপ্টও বহুলাংশে হারিয়ে গেছে। হরপ্পান টাইপ পটারি ও অন্যান্য আর্টিফ্যাক্টস স্পষ্টতই পরবর্তী সময়, যাকে বলা হয় লোকালাইজেশান ইরা, তখনও তৈরি ও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু হরপ্পান সিম্বল বা স্ক্রিপট আর বিশেষ পাওয়া যায়নি, "the discontinuity in the use of the script co-

incides primarily with a gradual breakdown in long distance trade and exchange, particularly between the coastal regions and the northern Indus ,and Gangetic plains. On the other hand, there are important continuities in craft traditions using locally available materials and new varieties of materials acquired through regional exchange networks" (Kenoyer, 1995, p-223)।

১৯০০বিসিই পরবর্তী সময়কালকে হরপ্পার পতন না বলে J.G. Shaffer একে বলতে চেয়েছেন হরপ্পার লোকালাইজেশান ইরা(J.G. Shaffer, 1992, 441-464)। Kenoyer তাঁর নিজের রচনাতেও এই একই টার্ম ইউস করেছেন। হরপ্পান ট্রেডিশানের এই লোকালাইজেশান যুগের ইতিহাসে ঢোকার আগে আমরা রোমিলা থাপার সম্পাদিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত বইটিতে Kenoyer-এর প্রবন্ধ থেকে সমগ্র হরপ্পান ট্রেডিশানের টাইমলাইনটা আর একবার চেক করে নেব।

Indus Tradition: Basic Chronology

Foraging Era

Mesolithic and Microlithic 10,000 to 2000 BCE

Early Food Producing Era

Mehrgarh Phase 7000 to 5500 BCE

Regionalization Era

Early Harappan Phases

Ravi, Hakra, Sheri Khan Tarakai,

Balakot, Amri, Kot Diji, Sothi, 5500 to 2600 BCE

Integration Era

Harappan Phase 2600 to 1900 BCE

Localization Era

Late Harappan Phases

Punjab, Jhukar, Rangpur 1900 to 1300 BCE

এই লোকালাইজেশান ইরাই হল হরপ্পা সভ্যতার ফাইনাল স্টেজ। এই স্টেজে ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্টের উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে ক্রমান্বয়ে যে একটি বিরাট পপুলেশান মুভমেন্ট ঘটবে পেনিনসুলার ইন্ডিয়ায়, তেমনটি এর আগে কোথাও কোনো সভ্যতায় ঘটেনি। এসময় আমরা দেখব, ইন্দাস সরস্বতী ভ্যালির বৃহৎ সিটিস্টেটগুলি কীভাবে একে একে পরিত্যক্ত হবে, এক্সটার্নাল ট্রেডলাইনচ্যুত হরপ্পান মানুষজন অন্যদিকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে গড়ে তুলবে পোস্ট-আর্বান কালচার। লোকালাইজেশান ইরা বিভক্ত কতকগুলি বিভিন্ন ভাগে, ১) Punjab Phase (Cemetery H. and Late Harappan), ২) The Jhukar Phase (Jhukar and Pirak) এবং ৩) The Rangpur Phase (Late Harappan and Lustrous Red Ware)। বিভাগগুলি ১৯৯১-তে Shaffer প্রথম চিহ্নিত করলেও, আমরা তার উল্লেখ পাচ্ছি Kenoyer-এর ১৯৯৫-এর রচনায়, যাঁর মতে এই সময় ইন্দাস-সরস্বতী বা ঘাগর-হাকরা ভ্যালির প্রত্যেকটি এলাকা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অতিব্যাপ্তি ও কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। "Due to sedimentation and tectonic movement, the Ghaggar-Hakra system was captured by the River Sutlej of the Indus system and the River Yamuna of the Gangetic system" (Kenoyer, 1995, 224)। সরস্বতীর গুরুত্বপূর্ণ উপনদী সাতলেজ টেকটনিক মুভমেন্টের কারণে গিয়ে পড়ছে ইন্দাস নদীতে, যমুনা সরে এসে মিশছে গঙ্গায়। সাতলেজের অতিরিক্ত জলপ্রবাহে পূর্বেই বন্যাপ্রবণ সিন্ধু ভাসিয়ে দিচ্ছে অসংখ্য বসতি। মহেঞ্জোদরো হরপ্পা ছিল কিছুটা উঁচু, ফলে সে যাত্রায় সে বেঁচে যাবে, কিন্তু শুকিয়ে যাওয়া সরস্বতী তীরবর্তী বসতিগুলির ভাগ্য ছিল খারাপ, "many less fortunate settlements along the dry bed of the Ghaggar-Hakra system were abandoned and their inhabitants were forced to develop new subsistence strategies or move to more stable agricultural regions." (Kenoyer, 1995, 224)।

Kenoyer অভিযোগ করেছেন যে ঘাগর-হাকরা বা সরস্বতী ভ্যালির সাইটগুলির পূর্ণাঙ্গ খননকার্যই হয়নি, ফলে লেট হরপ্পান ফেজের সাইটগুলির বৈশিষ্ট্য এখনও সেভাবে চিহ্নিতই করা যায়নি। যাওবা হয়েছে, সাইটগুলিতে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টসের রিপোর্টগুলি নিরপেক্ষ নয় কারণ, 'interpretive biases by the excavators'। অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুসামগ্রীর ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। কীরকম ভুল ব্যাখ্যা? ধরুন, হরপ্পান সাইটগুলির মত এই সাইটগুলিতেও chert টুলস, কপার ও ব্রোঞ্জ অবজেক্টস, অ্যাজেট বিডস পাওয়া গেছে, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা হয়নি এই অ্যাজেট স্থানীয় সংগ্রহ না ইম্পোর্টেড। শেল-ব্যাঙ্গেলস বা শাঁখার টুকরো পাওয়া গেছে, কিন্তু আধুনিক সময়ের শাঁখার টুকরোও যে রোডেন্টদের গর্তের মধ্য দিয়ে গিয়ে পুরাতন ফাইন্ডসের সঙ্গে মিশতে পারে, এ ব্যাপারটা খেয়াল রাখা হয়নি, এমনকি, "more problematic is the fact that cubical weights and inscribed steatite seals are generally assigned to the Harappan phase without consideration of specific stratigraphic or chronological context... Because there are a few examples of writing in the Late Harappan sites in the Ganga-Yamuna Doab and Gujarat, it is not unlikely that the use of weights and writing continued for some time into the Localisation Era. Excavations of Late Harappan Phase settlements with the specific goal of defining the changing patterns of raw material access, production and distribution are needed to fill in this critical period of transition." (Kenoyer, 1995, 224)। তারমানে, যে যে সাইটগুলিতে কিউবিক্যাল বাটখারা, ইন্সক্রাইবড শিল উইথ হরপ্পান 'রাইটিং' ইত্যাদি পাওয়া গেছে, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে হরপ্পান সাইট বলে, যেখানে পাওয়া যায়নি, তাদের দেখিয়ে বলা হয়েছে যে লেট হরপ্পান ফেজে রাইটিং পাওয়া যায়নি! যদিও Kenoyer দেখাচ্ছেন, গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও গুজরাতে কিছু পরিমাণ হরপ্পান 'রাইটিং' পাওয়া গেছে। তবে, ম্যাচ্যুর হরপ্পান ফেজ বা ইন্টিগ্রেশান ইরা থেকে লোকালাইজেশান পিরিওড স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় 'ডিক্লাইন অফ আর্বানিজম এন্ড লস অফ কন্ট্রোল ইন লং ডিস্ট্যান্স ট্রেড' দিয়ে।

চোলিস্তান

পাকিস্তানের প্রখ্যাত আর্কিওলজিস্ট Rafique Mughal-এর ১৯৭৪ থেকে ৭৭ সময়কালের সার্ভে সরস্বতী নদীর বর্তমান পাকিস্তানের অংশ হাকরা উপত্যকায় অসংখ্য সাইট সাউথ-এশিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তিনি প্রাথমিকভাবে এগুলিকে প্রি-হরপ্পান মনে করলেও, আর্কিওলজিস্ট J. G. Shaffer, যিনি এখানে কাজ করেন ১৯৯২ সালে, তাঁর মতে, খৃষ্টপূর্ব ১,৯০০ নাগাদ, হরপ্পান কালচারের শেষ যখন থেকে চিহ্নিত করা হয়, "some Hakran settlements, like related Kot Dijian ones, persisted and were contemporary with, or even later than, the Harappan" (J. G. Shaffer, 2005, 86)। Mughal-এর গবেষণা থেকে যা জানা যাচ্ছে, হাকরান ও অন্যান্য আর্লি-হরপ্পান সাইটের মোট সংখ্যা হরপ্পান সাইটগুলির সংখ্যার সমতুল; বেশিরভাগগুলিই যাদের প্রায় ৪৮% পরিত্যক্ত হচ্ছে সেকেন্ড মিলেনিয়াম বিসিইর শুরুতে। পেইন্টেড গ্রে-অয়ার কালচার থেকে আর্লি আয়রন এজ মানে লেট সেকেন্ড মিলেনিয়াম থেকে ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিইর শুরুতে প্রায় ৮৩ শতাংশ পরিত্যক্ত। আর্লি আয়রন এজে তার মানে, মূল সাইটগুলির কেবলমাত্র ৮% তখনও পপুলেটেড। Shaffer-এর হিসেব অনুযায়ী সাইটগুলির হ্যাবিটেশানের পুরো চিত্র:

Mughal-এর হিসেব মতো সরস্বতী তীরবর্তী সাইটগুলির ৪০ শতাংশ তাদের হ্যাবিটেশান চেঞ্জ করেছিল হাকরান ও আর্লি হরপ্পান ফেজের মধ্যবর্তী সময়ে, মানে পুরাতন সাইট ছেড়ে গেছে, নইলে নতুন সাইটে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে; ৫৭ শতাংশের মতো সাইট চেঞ্জ হয়েছিল আর্লি হরপ্পান ও হরপ্পান টাইমের মধ্যবর্তী সময়ে; লেট হরপ্পান টাইমে ৬৬% সাইট পরিত্যক্ত, যাদের ৯৬ শতাংশই ছিল নতুন করে গড়ে তোলা বসতি। সেকেন্ড মিলেনিয়াম শেষ ও ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিই শুরু, মানে পেইন্টেড গ্রে-অয়ার কালচারের সময় রয়ে যাওয়া সাইটগুলির ৫০ শতাংশ পরিত্যক্ত হয়েছে, অর্থাৎ হরপ্পান টাইমের সঙ্গে তুলনা করলে মোট ৮৩ শতাংশ সাইট পরিত্যক্ত। সুতরাং হরপ্পান ও লেট হরপ্পান টাইমে চোলিস্তান এলাকায় সাইট অ্যাবান্ডনমেন্ট চালু থেকেছে পূর্বে বর্ণিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণস্বরূপ। পেইন্টেড গ্রে-অয়ার কালচার অর্থাৎ, সেকেন্ড মিলেনিয়াম শেষ ও ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিই শুরু নাগাদ

সরস্বতীর তীরে মাত্র পাঁচটি ছোট সাইট পপুলেটেড ছিল, যার সবগুলিই নতুন করে স্থাপিত বসতি (Shaffer, 2005, p-88)। মনে রাখতে হবে, এটাই সেই সময় যা, পুরাতন ভাষাতাত্ত্বিক মডেল অনুযায়ী বৈদিক যুগ। আর্কিওলজি দেখাচ্ছে সেসময় এই অঞ্চল ছিল প্রায় জনমানবহীন পরিত্যক্ত এলাকা। এই এলাকার মোট সাইটের সংখ্যা ২০১, হাকরান টাইমে মোট সেটলমেন্ট ৪৭টি, আর্লি হরপ্পান টাইমে পূর্বেকার ৪৫টি সাইট পরিত্যক্ত হচ্ছে ও নতুন করে বসতি তৈরি হচ্ছে ৩৫টি, মোট সাইট সংখ্যা ৩৭টি। হরপ্পান টাইমে পাঁচটি পুরাতন সাইট টিকে থাকছে আর নতুন সাইট তৈরি হচ্ছে ৭৮টি, মোট সাইট সংখ্যা ৮৩টি। লেট হরপ্পান টাইমে পুরাতন সাইটগুলির মধ্যে টিকে থাকবে একটি ও নতুন বসতির সংখ্যা ২৭, মোট তাহলে ২৮টি বসতি। পেইন্টেড গ্রে-অয়ার টাইমে পুরাতন সবকটি সাইট পরিত্যক্ত হয়ে নতুন ১৪টি সাইট টিকে থাকবে পুরো চোলিস্তান এলাকায়।

পাঞ্জাব ফেজ

এই সময়ের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি হল পাঞ্জাব, উত্তর রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি এলাকা উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমদিকের জেলাগুলি। আর্লি হরপ্পান, হরপ্পান ও লেট হরপ্পান টাইম নির্দিষ্ট করে এই অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা করেছেন Shaffer, Mughal ও Kenoyer-এর মত আর্কিওলজিস্টরা। ক্রনলজিক্যালি হাকরান ও কোট দিজিয়ান ফেজ আর্লি হরপ্পান যুগের সমসাময়িক হবে। আর্লি হরপ্পান ফেজে এই অঞ্চলে মোট সাইট সংখ্যা ১৩৮টি, হরপ্পান টাইমে এর মধ্যে ৮০টি পতিত্যক্ত হয়ে টিকে থাকছে ৫৮টি; তবে, নতুন করে এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা সাইট সংখ্যা ৮২টি। অর্থাৎ হরপ্পান টাইমে এই অঞ্চলে মোট সাইটের সংখ্যা ১৪০। লেট হরপ্পান টাইমে এই অঞ্চলে সেটলমেন্টের সংখ্যা কিন্তু উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সময়ে একেবারে নতুন গড়ে ওঠা সাইট মোট ৪৬৬টি, আর্লি হরপ্পান ফেজে থেকে টানা টিকে থাকা সাইট ৩২টি, আর্লি হরপ্পান ফেজের সাইট, যারা হরপ্পান টাইমে পরিত্যক্ত হয়েছিল, এরকম ২০টি সাইট আবার পপুলেটেড হচ্ছে, এদিকে হরপ্পান ফেজের মোট ৪৭টি সাইট টিকে থাকছে এই ফেজেও। ফলে, লেট হরপ্পান ফেজে পাঞ্জাব অঞ্চলে মোট সাইট সংখ্যা ৫৬৫টি (Shaffer, 2005, 89)। Ke-

noyer-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "The chronological extent of more generally defined "Late Harappan" levels at sites in the Indian Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh appear to continue even later, to 1300 -1000 B.C." (Kenoyer, 1995, 225)। হরপ্পান টাইপ 'রাইটিং' এবং শিলস এই সময়ে মিলেছে কিনা তার পরীক্ষা আর্কিওলজিকাল রেকর্ডসে করা হয়নি "due to a bias in reporting, whereby, seals and writing are used to identify the Harappan Phase. If they are found, then the site is dated to the Mature Harappan, and if they are are not found then it is classed as Late Harappan." (Kenoyer, 1995, 225)। তবে, এটাও মনে রাখা উচিৎ যে মূলত বাণিজ্যের কারণে ব্যবহৃত 'রাইটিং' ও শিলসের ব্যবহারও সম্ভবত কমে গিয়েছিল এসময়। কাশ্মীরের মান্ডার একটি কেন্দ্র ছাড়া এসময়ের অন্য কোনও সাইটে steatite, lapis lazuli, turquoise, serpentine ইত্যাদি ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ইন্টার্নাল ট্রেডরুট ভেঙে পড়া সবচেয়ে ভাল চিহ্নিত করা যায় শেলব্যাঙ্গেল বা শাঁখের চুড়ি ব্যবহারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায়। শাঁখের চুড়ি ব্যবহারের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি এই অঞ্চলে লেট হরপ্পান ফেজ থেকে পেইন্টেড গ্রে-অয়ার টাইম এমনকি তারপরেও। শেল ও স্টিটাইটের বদলে এসময়ে ফাঁয়ান্স ও টেরাকোটার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। তবে, তামার ব্যবহার একইভাবে চালু ছিল। ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়েছে এসময়েও, তবে এটা পরিস্কার নয় যে ব্রোঞ্জ তৈরির টিন কোথা থেকে এসেছে, রোহরি থেকে আসতে আসতে পারে, বা বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশ থেকে টিন এসে থাকতে পারে, পাথরের পুঁতি অবশ্য ধারাবাহিকভাবেই তৈরি ও ব্যবহৃত হয়েছে। coloured cherts and agate থেকে পাথরের পুঁতি তৈরির প্রমাণ মিললেও carnelian পুঁতি এসময় পাওয়া যায়নি। এই সময়ের সাধারণ চিহ্ন হল বিস্তৃতি, "The general pattern seen during the Punjab Phase is one of expansion into the Doab accompanied by rural dispersal and the localisation of interaction networks to the exclusion of marine and western mountain resources."(Kenoyer, 1995, 226)। ১৯৪০-এর এক্সকাভেশানের পর সেমিট্রি-এইচ কালচারকে অবশ্য Wheeler দেখিয়েছেন আরিয়ান

কালচার হিসেবে, "The intrusive culture, as represented by its pottery, has in origin nothing to do with the Harappa culture...the Cemetery H intruders may belong to the Aryan invaders." (Wheeler, 1947, 81)। তবে, Kenoyer এই আইডেন্টিফিকেশান অস্বীকার করেছেন। Richard H. Meadow সম্পাদিত "Harappa Excavations 1986-1990" বইতে ক্রনলজিক্যালি বিভিন্ন সাইটে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টস বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন Kenoyer তাঁর "Urban Process in the Indus Tradition: A Preliminary Model from Harappa" শীর্ষক রিপোর্টে। পিরিওড-৫ হল যেখানে সেমিট্রি-এইচের বর্ণনা লিখেছেন, এই অংশের খননকার্যে তিনি যা পেয়েছেন, তা হল সেটলমেন্ট অর্গানাইজেশানের
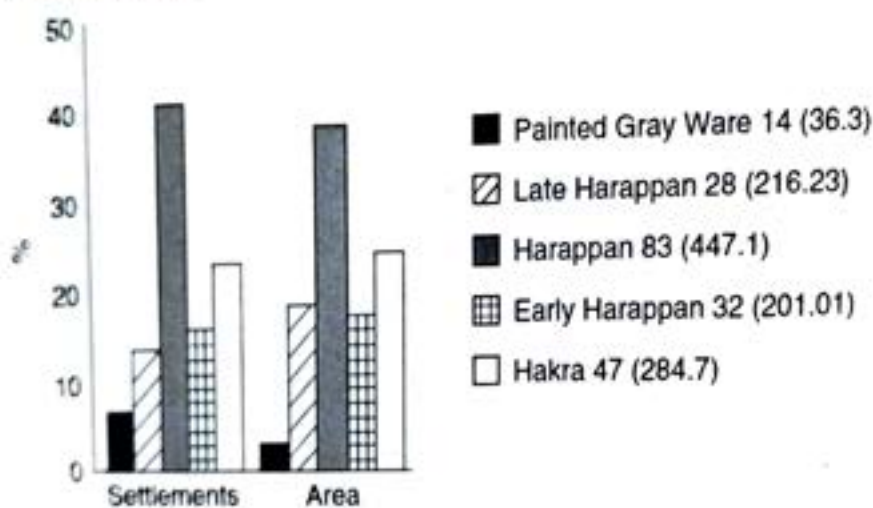
ক্ষেত্রে একটা চেঞ্জ ইন ফোকাস, কোনও ইনভেডিং এলিয়েনদের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি,

> "Period 5 occupation appears to have been on Mound AB and parts of Mound F. These strata contain Cemetery H ceramics and have drains and baked bricks of a smaller size than those of the earlier Period 3 occupation.
>
> Period 5 is well-represented in burials exca-

vated by Vats from Cemetery H, and continued exploration of the site may reveal additional undisturbed levels. Period 5 may reflect only a change in the focus of settlement organization from that which was the pattern of the earlier Harappan phase and not cultural discontinuity, urban decay, invading aliens, or site abandonment, all of which have been suggested in the past. (Kenoyer, 1991, 56)।

ঝুকর ও পিরাক ফেজ

Shaffer এই ফেজকে বালুচিস্তান ফেজের সঙ্গে এক করে আলোচনা করেছেন। Kenoyer ও Mughal যাইহোক একে আলাদা আলোচনা করেছেন, তাই, আমরাও একে ভিন্ন অনুচ্ছেদে রাখলাম। ঝুকর ফেজে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টসের রেডিও কার্বন ডেটস ২১৬৫ থেকে ১৮৬০ বিসিই, তবে Mughal মনে করেছেন, এই ফেজের সেটলমেন্ট কন্টিনিউ করে থাকতে পারে ১৭০০বিসিই পর্যন্ত (Mughal, 1992, 215)। ঝুকর অনুরূপ পটারি পাওয়া যায় মহেঞ্জোদরো, চানহুদরো, আমরি, কাচি সমভূমি অঞ্চলের পিরাক ও Mughal-এর রিপোর্ট অনুয়ারী লহুমজোদরো প্রভৃতি সাইটেও। Shaffer-এর উল্লেখ অনুয়ারি পিরাক সাইট কন্টিনিউ করেছিল ২০০০ থেকে ১৩০০বিসিই
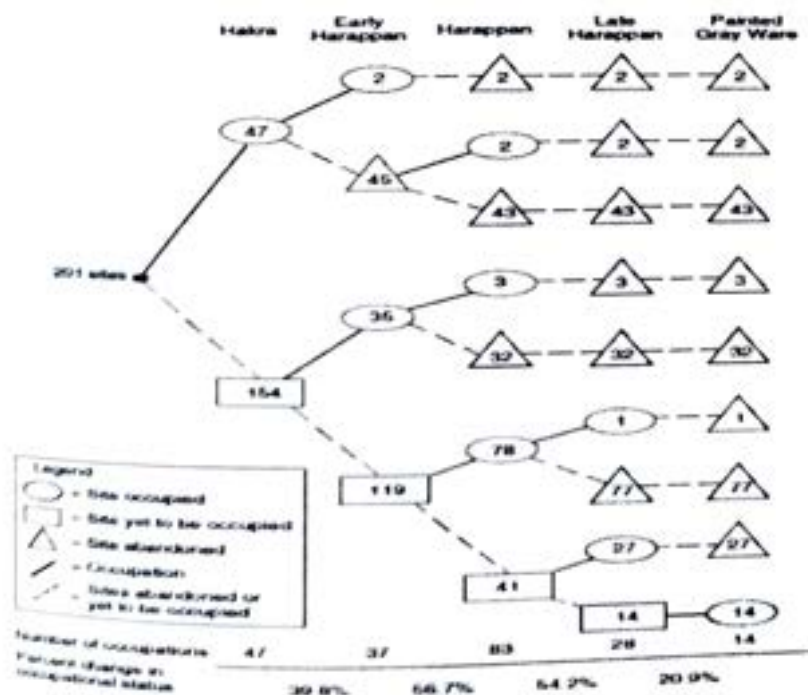
পর্যন্ত, (Shaffer, 1992, Vol I, 441-464)। J. G. Jarrige এবং M. Santoni মনে করছেন এই কালচার কন্টিনিউ করেছিল ৭০০বিসিই পর্যন্ত (Kenoyer, 1995, 226)।

রিপোর্ট অনুয়ারি lapis lazuli ও carnelian beads পাওয়া গেছে এই ফেজে খুব কম, তবে Kenoyer জানাচ্ছেন, "when visiting the site in 1983, I found several lapis lazuli beads, one of which was unfinished, indicating its continued production locally." (Kenoyer, 1995, 227)। সুতরাং পরিমাণে কম হলেও এই ফেজে হরপ্পান প্রযুক্তির ব্যবহার আমরা পাচ্ছি। তবে এই ফেজের উল্লেখযোগ্য ফাইন্ডিংস হল ঘোড়া ও উটে চড়া মানুষের ফিগারিন, হরপ্পান চতুষ্কোণ শিলসের পরিমাণ কমে এসেছে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঝুকর পিরাক ফেজের বিশেষত্ব গোলাকৃতি শিলস। Mughal-এর পূর্বোল্লিখিত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, আর্লি এবং মিডল ঝুকর ফেজ, ম্যাচ্যুর হরপ্পান টাইপ আর্টিফ্যাক্টস মিলছে ১২ শতাংশের মত, মিডল ঝুকর ফেজে তা ২৪ শতাংশের মত, লেট ঝুকর ফেজ, মানে ১৩০০বিসিই থেকে ৭০০ বিসিই ৮ শতাংশ। Mughal এই পর্বের আর্টিফ্যাক্টস পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "The evidence from Jhukar clearly shows that the appearance of some new pottery forms and a new decorative style is indicative of change in Harappan material culture rather than a break or cultural discontinuity" (Mughal, 1992, 215)। ঝুকর আর্টিফ্যাক্টসের পরিবর্তন সম্বন্ধে Kenoyer-ও একই কথা বলেছেন, "Most of the material culture shows continuities with the preceding Harappan phase, but there is a change in the shape of seals to round forms with geometric designs and an absence of writing" (Kenoyer, 1995, 226)। ঝুকর কালচারকেও আরিয়ান প্রপোনেন্টগণ বিভিন্ন সময় তাঁদের আর্যআক্রমণের লিঙ্গুইস্টিক মডেলের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। বস্তুত, এই সময়কার মিটিরিয়াল কালচারে যা কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে, সবকিছুকেই সেই একই আর্য উপস্থিতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে এই অঞ্চলে খননকার্যের সঙ্গে যুক্ত যে আর্কিওলজিস্টগণ, তাঁরা কেউ এই ভুল করেননি। Kenoyer পরিষ্কার

Eastern Punjab.
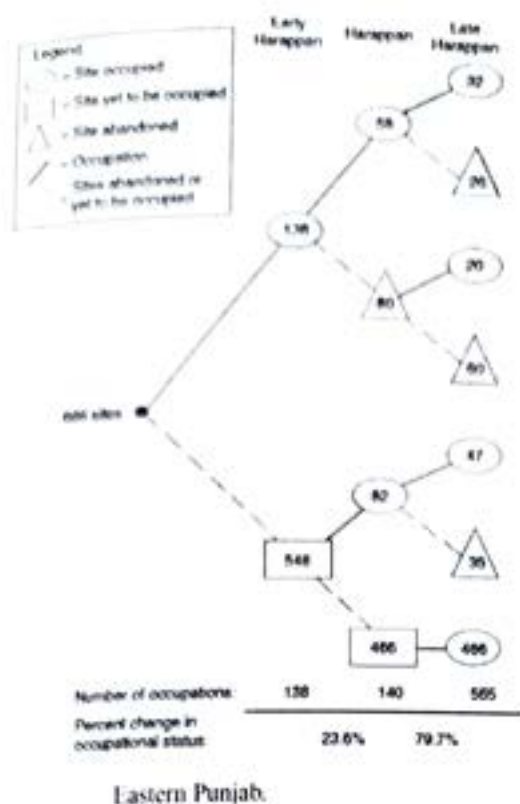
লিখেছেন, ঘোড়া বা উটের উপস্থিতি সেই প্রাণিদের ট্রান্সপোর্টেশান প্রমাণ করে, বাকি যা পরিবর্তন, সেগুলি এই অঞ্চলের ইন্ডিজেনিয়াস অধিবাসীদেরই আবিষ্কার; বস্তুত, আবিষ্কার মাত্রেই মাইগ্রেশান প্রমাণ করে না, ট্রান্সপোর্টেশান বা ইনোভেশানও প্রমাণ করে,

The overall picture from the Kachi region and, by extension, the southern Indus Valley depicts the continued dynamic relationship between agriculturalists and pastoralists who exploited both the plains and the highlands to the west. There is evidence for the intensification of subsistence practices, multicropping and the adoption of new forms of transportation (camel and horse). These changes were made by the indigenous inhabitants, and were not the result of new people streaming into the region. The horse and camel would indicate connections with Central Asia. The cultivation of rice would Connect with either the Late Harappan in the Gariga-Yamuna region or Gujarat. (Kenoyer, 1995, 227)।

এই একই কথা বলেছেন এই অঞ্চলে কাজ করা অপর একজন আর্কিওলজিস্ট Jean Francoise Jarrige; তিনি স্পষ্টতই পূর্বেকার ভাষাতাত্ত্বিক মডেলের সঙ্গে আর্কিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংসের জবরদস্তি মিলিয়ে দিয়ে, যা কিছু নতুন এসময়ে দেখা গেছে সবাইকে ইরাণ বা সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আসা— এরকমটি ব্যাখ্যার প্রবণতাকে সমালোচনা করেছেন দ্বিধাহীন ভাষায়, "a problem which is further complicated when, by attempting to harmonize the archaeological data with philological arguments, people have developed the habit of attributing to the Jhukar culture all discoveries amenable of offering some correlation with the Iranian world and Central Asia"। ঘোড়া বা উটের ইন্ট্রোডাকশান প্রসঙ্গে তিনি দেখাচ্ছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সময় নাগাদ সেন্ট্রাল এশিয়ার ঘোড়া সারা পৃথিবীতেই ছড়াতে শুরু করেছিল, দক্ষিণ এশিয়াতে হঠাৎ তা ইনভেশানের মাধ্যমে কেন হতে হবে, এর ব্যাখ্যা নেই, "Thus most of these finds must be interpreted in the context of international exchange covering the whole of the Middle East and cannot be interpreted as reflecting the invasion of pastoralists in the mid-2nd millennium BC" (cit. Bryant, 2001, p-227)। সবচেয়ে বড়কথা, ঝুকর কালচারের টাইমলাইন কোনোভাবেই আর্যতত্ত্বের সঙ্গে মেলে না, কেননা, যেখানে ঝুকর কালচার শুরু হচ্ছে ২১৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ, আর্যআক্রমণ হবার কথা ক্লাসিক্যাল থিওরি অনুয়ারি এর অন্তত ৬০০বছর পর, Witzel প্রমুখের বর্তমান বক্তব্য অনুয়ারী ৪০০বছর পর। আর্যরা ১৫০০বিসিই দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশ করুক, আর Witzel-এর ১৭০০বিসিতেই আসুক, এমনকি ১৯০০বিসিই ঝুকর কালচার তার অনেক অনেক আগের।

রঙপুর, গুজরাত ফেজ

লেট হরপ্পান ফেজে ইন্দাস ভ্যালি ট্রেডিশানের উত্তর অংশের পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার চিত্র আমরা এতক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলাম। দক্ষিণদিক অর্থাৎ গুজরাত অংশেও হরপ্পা থেকে লেট হরপ্পান পিরিওডে এই ট্রানজিশান খানিকটা অন্যরকম ছবি সামনে আনে। গুজরাত অঞ্চলের ২২২টি সাইটের

১০১টি, অর্থাৎ প্রায় ৪৬ শতাংশ হরপ্পান টাইমে গড়ে ওঠা নতুন সাইট। আর্লি হরপ্পান টাইমে এখানে কোনও সাইট ছিল না। পূর্বোক্ত ১০১টি সাইটের ৯টি লেট হরপ্পান পিরিওডেও টিকে থাকছে, সঙ্গে আরও ১২১টি নতুন সাইট তৈরি হচ্ছে লেট হরপ্পান টাইমে। অর্থাৎ ১৩০টি মোট সাইট এখানে টিকে থাকছে শেষাবধি (Shaffer and Lichtenstein, 2005, ৭১)। মধ্য হরপ্পা ও দক্ষিণ সিন্ধ অঞ্চল থেকে এর সম্পর্কচ্যুতির একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় এই পর্বের আর্টিফ্যাক্টস পরীক্ষা করলে। ইন্টারন্যাশেনাল ট্রেডরুট ভেঙে পড়ার চিহ্ন এখানে স্পষ্ট। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে যা দেখা যায়, তা হল, লোকাল রিসোর্সের ওপর সামগ্রিক নির্ভরশীলতা, যা থেকে এই সময়কে চিহ্নিত করার জন্য Kenoyer-এর দেওয়া নাম 'লোকালাইজেশান ইরা' খুব সঠিক মনে হয়। গুজরাতে এসময় সেটলমেন্টের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। হরপ্পান বাটখারা, হরপ্পান সবকটি এলাকাগুলিতে অসংখ্যবার পাওয়া রিচুয়াল পাত্র শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণনার অনুরূপ 'নববিতৃণ্ণ কুম্ভী' ও 'শততৃণ্ণ কুম্ভী' (শতপথ ব্রাহ্মণ: ৫, ৫, ৪, ২৭; ১২, ৭, ২, ১৩), অর্থাৎ নটি ছিদ্রযুক্ত কুম্ভ বা একশটি ছিদ্রযুক্ত কুম্ভ, গোলাকৃতি হরপ্পান কলস, টেরাকোটা কেকস ইত্যাদির প্রায় অনুপস্থিতি ও তাদের জায়গায় স্থানীয় ইনোভেশান গুজরাত রঙপুর অঞ্চলে লেট হরপ্পান সেটলমেন্টগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। Grey-brown chert-এর ব্যবহার এই অংশে কমে গিয়ে স্থানীয় সিলিকেটের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। স্টিটাইটের ব্যবহার কমে গেলেও পুরো হারিয়ে যায় না, নতুন পাথরের ব্যবহার দেখা যায় যেমন, অ্যামাজনাইট। অ্যাজেট ও carnelian পুঁতি যদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এসময়েও। গুজরাত অংশে শেল ব্যাঙ্গেল বা শাঁখের চুড়ি ও পুঁতির উৎপাদনে ছেদ পড়েনি। হরপ্পান টাইপ 'রাইটিং' এখানে চালু থাকে, কিন্তু তা গ্রাফিত্তির ওপর, কেননা হরপ্পান চতুষ্কোণ শীল ইতিমধ্যে একেবারেই কমে গেছে। Kenoyer-এর মতে, "The overall pattern reflects a continuity in most craft traditions using locally available materials, but a break in exchange networks linked to the Indus Valley and the highland regions of the west. The fact that local pottery types include the peninsular varieties of Black and Red ware, suggests more interaction with the east ,than with the west." (Kenoyer, 1995, 228)। অর্থাৎ, স্থানীয় উপাদান ব্যবহৃত

হলেও প্রযুক্তিগত ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। এবং এসময় থেকেই পূর্বদিকের এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সময় থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ভারতের এলাকাভিত্তিক সিটিস্টেটস বা পলিটি-টাইপ রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা দেখছেন Kenoyer যা পিয়ে পরে রূপ নেবে ষোড়শ মহাজনপদে,

> The processes described above can be interpreted as the establishment of regional polities which may have remained as small city states or chiefdoms. Whatever their specific internal organisation, these regional polities destroyed the integration achieved by the Harappan Phase cities, and allowed the establishment of new peripheral polities in the Ganga-Yamuna Doab. ...this period (can) be conceived as a phase in the development of the Early Historic city states and militaristic territorial states. In other words the Localisation Era coincides with the Regionalisation Era of the Indo-Gangetic Tradition. The later Early Historic cities reflect the development of a socio-political system that was on a completely different level of integration than that possible in the Indus period. The difference may be due in part to the vast area involved, and to the diverse populations and new resources that were controlled. (Kenoyer, 1995, 228)।

সেন্ট্রাল হরিয়ানা, পেইন্টেড গ্রে-অয়ার কালচার

আর্লি হরপ্পান টাইম থেকে শুরু হয়ে ঐতিহাসিক ভারতে ষোড়শ মহাজনপদ ও সাম্রাজ্যের সূচনা পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে সেন্ট্রাল হরিয়ানা চাক্ষুষ করেছে একটি ধারাবাহিক উত্থান-পতনের ইতিহাস। পেইন্টেড গ্রে-

ওয়ার কালচারকে বলা বলা হরপ্পান সভ্যতার একেবারে শেষের পর্ব। Shaffer ও Lichtenstein এই অঞ্চলের সেটলমেন্টগুলির ক্রমাগত গঠন ও পতনকে গাণিতিক হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন, ২০০৫-এ তাঁদের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে।

আর্লি হরপ্পান ফেজে এই অঞ্চলে সেটলমেন্টের সংখ্যা ছিল ২টি। হরপ্পান টাইমে ওই দুটির মধ্যে একটি পরিত্যক্ত হয়েছিল, একটি নতুন সাইট গড়ে উঠেছিল। লেট হরপ্পান টাইমে পরিত্যক্ত সাইটটি পুনরায় জনবহুল হয়ে উঠেছিল। হরপ্পান টাইমের দুটি সাইটও টিকে ছিল, সেই সঙ্গে নতুন করে গড়ে উঠেছিল ১১২টি সাইট। অর্থাৎ মোট ১১৫টি সাইট ছিল সেন্ট্রাল হরিয়ানায় লেট হরপ্পান টাইমে। পেইন্টেড গ্রে-অয়ার টাইমে আর্লি হরপ্পান ও হরপ্পান টাইমের সবকটি সাইট পরিত্যক্ত হয়েছিল, ১১২টি নতুন লেট হরপ্পান সেটলমেন্টের ৮০টি পরিত্যক্ত হয়েছিল, নতুন করে গড়ে উঠেছিল ৬৪টি সাইট। আর্লি হিস্টরিক এজে পেইন্টেড গ্রে-অয়ার পিরিওডে পরিত্যক্ত হওয়া একটি হরপ্পান সাইট পুনরায় পপুলেটেড হয়েছিল, পেইন্টেড গ্রে-অয়ার টাইমে বাতিল হওয়া ৮০টি সাইটের ২৬টি পুনরায় পপুলেটেড হয়েছিল, লেট হরপ্পান টাইম থেকে চলে আসা ১৭টি সাইট জনবহুল ছিল, পেইন্টেড গ্রে-অয়ার টাইমের ৩৫টি সাইট বেঁচেছিল, সুতরাং এসময়ের মোট সেটলমেন্টের সংখ্যা ছিল ৭৮টি (Shaffer and Lichtenstein, 2005, 91)। পেইন্টেড গ্রে-অয়ার কালচারের সঙ্গে আরিয়ান উপস্থিতি প্রথম ইনকর্পোরেট করেছিলেন প্রফেসর B.B. Lal (Lal, 1978, 21-41)। হস্তিনাপুর, মথুরা, কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী ভ্যালির মত কিছু বিখ্যাত 'আর্য-সাইটে' খননকার্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেকটর হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। এইসব
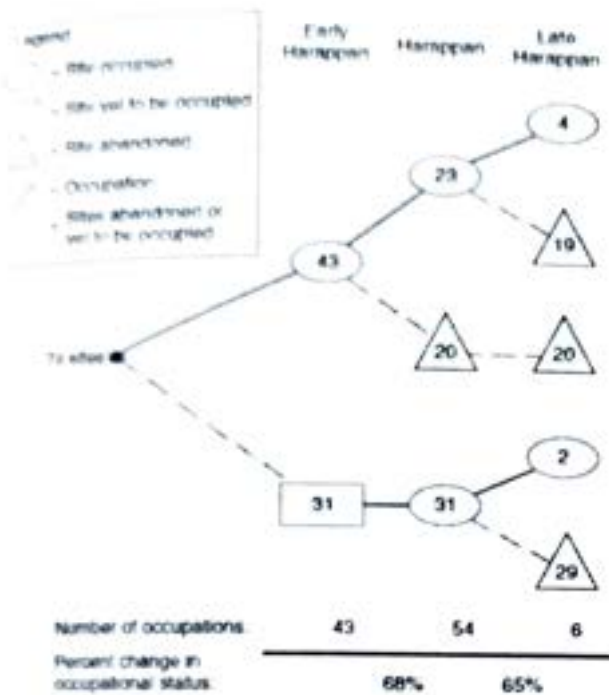
সাইটগুলিতে ১০০০বিসিইর আশপাশ সময়কালে সমরূপ মেটিরিয়াল কালচার চিহ্নিত করে তিনি এই তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেছিলেন। মিড-সেকেন্ড মিলেনিয়াম বিসিইতে আর্য-আগমণের পক্ষে হস্তিনাপুর অঞ্চলে পাওয়া ঘোড়ার কঙ্কাল তাঁর এই তত্ত্বকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল ভারতীয় পাঠকের কাছে, কেননা, সেখানে সরাসরি 'মহাভারত যুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ' পাওয়া গিয়েছিল! স্কলারলি আলোচনায় এই তত্ত্ব আর গ্রাহ্য না হলেও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত বিভিন্ন ব্লগসাহিত্যে তাঁর এই তত্ত্ব আজও সমান জনপ্রিয়। D. K. Chakrabarti এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে উল্লেখ করেছেন যে, পেইন্টেড গ্রে-বাসনপত্র ছাড়াও এই অঞ্চলের সাইটগুলিতে চাল, এছাড়া খাদ্য হিসেবে নেওয়া শুকর ও মহিষের হাড়ও পাওয়া যায়, যা ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত থেকে আর্য-আগমণের বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ। কেননা, ঋকবেদে চাল শুকর মহিষকে খাদ্য হিসেবে নেওয়ার কোনও উল্লেখ একেবারেই নেই। সেক্ষেত্রে আর্যদের আসতে হত ভারতের পূর্বপ্রান্ত থেকে, আসলে যে অঞ্চলগুলি ছিল অস্ট্রো-এশিয়াটিক মানুষের বসবাসের এলাকা। তারচেয়ে বড় কথা পেইন্টেড গ্রে-বাসনকোসন যদি আর্যদের টিপিক্যাল হয়, তো আফগানিস্তান ইরাণেও এইধরণের পটারি খুঁজে পাওয়ার কথা, যা পাওয়া যায়নি (Chakrabarti, 1968, 343-358)। "there is no connection between the PGW and the 'Aryans'... (so) If PGW has an indigenous South Asian origin it cannot, therefore, represent an intrusive culture with a western origin... we have no archaeological culture which might represent the Aryan phenomenon" (Shaffer, 1986, 232)। বস্তুত, আর্কিওলজিক্যাল রেকর্ডসে আর্য-উপস্থিতি কোনোভাবেই কেউ আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি। Edwin Bryant পরিস্কার ভাষায় লিখেছেন, "cultural evidence of the Indo-Aryans whether in central Asia or within the subcontinent, cannot be readily traced in the archaeological record." তিনি আরও জানতে চেয়েছেন, কালচারাল রেকর্ডসে আর্যদের চিহ্নিত না করা গেলেও, মানুষের মধ্যে কি খুঁজে পাওয়া গেছে? "What about the Indo-Aryan speakers themselves? Can they be connected with a specific racial type in the archaeological record? (Bryant, 2001, 230)। আর্কিওলজিক্যাল সাইটগুলিতে পটারি

পুঁতি ছাড়াও মানুষের হাড়কঙ্কালও মিলেছে, আর্কিও-বায়োলজিস্টরা সেইসব স্কেলিটনস পরীক্ষা করে কী পেয়েছেন? আর্কিও-বায়োলজিস্ট Kenneth Kennedy ১৯৮৪ সালে মেহেরগড় থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক সময় পর্যন্ত সমগ্র ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশানের বিভিন্ন এলাকায় সর্বমোট পাওয়া ৩০০টির ওপর কঙ্কাল পরীক্ষা করেছিলেন। কী ফলাফল মিলেছে সেই পরীক্ষার? এই স্কেলিটন এভিডেন্সে যদি কোনো ডিসকন্টিনিউইটি পাওয়া যায়, তা হবে আর্য আক্রমণ-আগমণ তত্ত্বের বড় প্রমাণ। মিলেছে কোনও ডিসকন্টিনিউইটি? উত্তর, হ্যাঁ, মিলেছে। দুটি সময়ে এই অঞ্চলে নতুন মানুষের উপস্থিতি চিহ্নিত করা গেছে স্পষ্টভাবেই, তিনি স্পষ্টভাষায় লিখছেন যে, এখানকার ডেমোগ্র্যাফিক্যাল কম্পোজিশানে দুটি বায়োলজিক্যাল ডিসকন্টিন্যুইটি সত্যিই পাওয়া গেছে, “As for the question of biological continuity within the Indus Valley, two discontinuities appear to exist”। সুতরাং, কেনেডির ল্যাবরেটরি রিপোর্ট আর্যতত্ত্বের সমর্থক-ঐতিহাসিকদের উৎসাহিত কথা। কিন্তু, এই দুটি ডিসকন্টিন্যুইটির মধ্যে “The first occurs between 6000 and 4500 BC and is reflected by the strong separation in dental non-metric characters between neolithic and chalcolithic burials at Mehrgarh. The second occurs at some point after 800 BC but before 200 BC. In the intervening period, while there is dental non-metric, craniometric, and cranial non-metric evidence for a degree of internal biological
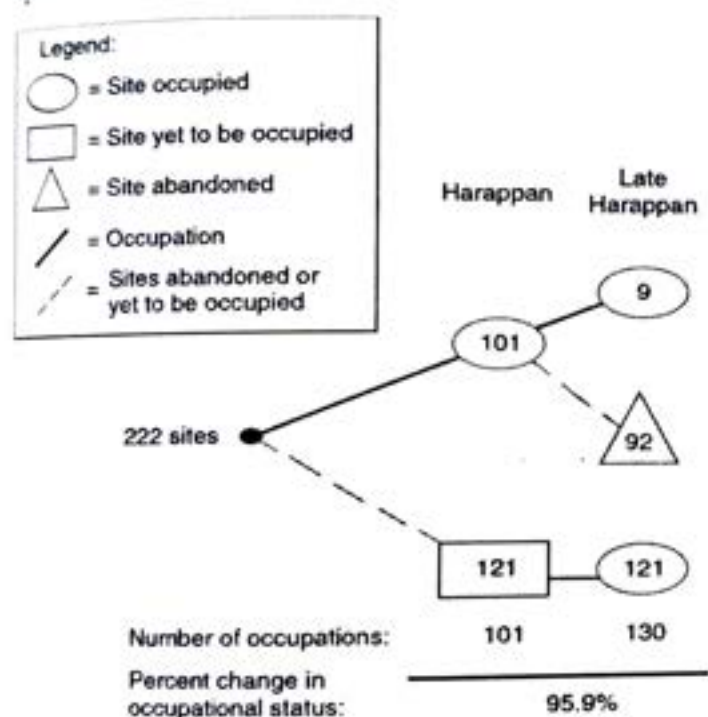
Gujarat.

continuity, statistical evaluation of cranial data reveals clear indications of interaction with the West and specifically with the Iranian Plateau (Kennedy, 1991, 137)। ৬,০০০ থেকে ৪,৫০০ বিসিই নাগাদ যারা এসেছিল, যার ফলে স্কেলিটাল ডিসকন্টিন্যুইটি দেখা গেছে কেনেডির পরীক্ষায়, তারা কি আর্য? হতেই পারে, যখন দ্বিতীয় ডিসকন্টিন্যুইটি ৮০০ থেকে ২০০ বিসিই কোনোভাবেই আর্যতত্ত্বের সঙ্গে মেলানো যায় না। Kennedy প্রথম ডিসকন্টিন্যুইটি প্রসঙ্গে দেখাচ্ছেন, "This discontinuity also fits well with recent glottochronological studies which place the entrance of Dravidian languages into South Asia around the 4th millennium as well as current linguistic research that not only ascribes a common origin to the Dravidian and Elamilic languages" (Kennedy, 1991, 173-174)। MacAlpin (1974)-এর দ্রাবিরো-এলামাইট থিওরি, হরপ্পায় দ্রাবিড়িয়ান এলাকা, ভারতে দ্রাবিড় মাইগ্রেশান ইত্যাদি আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করব, Kennedy-র মত হল, এই স্কেলিটাল ডিসকন্টিন্যুইটি দ্রাবিড় ইনমাইগ্রেশানের ফল। আর আর্যপ্রসঙ্গে কী বলছেন Kennedy? "The presence of Indo-European language in South Asia is a fact. Vedic texts are indisputable sources of Indian culture history. What is **NOT CERTAIN** is that: 1) specific prehistoric culture and their geographical regions are identifiable as Aryan; and 2) that the human skeletal remains discovered from reputed Aryan burial deposits are distinctive in their possession of a unique phenotypic pattern making them apart from non-Aryan skeletal series.

Pot, Mohenjo-Daro, 2700-2000 BC

What the biological data demonstrate is that **NO EXOTIC RACES** are apparent from laboratory studies of any human remains excavated from any archaeological site, including those accorded Aryan status." (Kenneth Kennedy, 1995, 60, block and capitalization mine)। ভারতে ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষা একটি ঘটনা, কিন্তু, ইতিহাসের কোন সময়ে কাদের আর্য বলে চিহ্নিত করা যাবে, তা আজও কেউ খুঁজে পায়নি। সেমিট্রি এইচ কালচার (Mallory & Adams, 1997, 103), গান্ধার গ্রেইভ কালচার ও অকার-কালার্ড পটারি কালচার (Kochhar, 2000, 185-186) ইত্যাদিকে অনেক ঐতিহাসিক ইন্দো-আরিয়ান বৈদিক কালচারের সঙ্গে ইনকর্পোরেট করেন। কিন্তু Kennedy-র পরীক্ষা ল্যাবরেটরিতে দেখাচ্ছে, যে সমস্ত সাইটকে আরিয়ান স্টেটাস দেওয়া হয়েছে, তার কোনোটিতেই কোনও হিউম্যান রিমেনস কোনও এক্সটিক জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারে না। Kennedy বক্তব্য হল, যদি আর্য ইনভেশান হতই তো আমরা ১,৫০০ বিসিইর স্কেলিটাল রেকর্ডে তা পেতামই, "if invasions of exotic races had taken place by Aryan hordes, we should encounter obvious discontinuities in the prehistoric skeletal record that correspond with a period around 1500 BC, the proposed time for the disruptive demographic event. Discontinuities are indicated in our skeletal data for early Neolithic populations in Baluchistan and for Iron Age populations in the Northowest Frontier region, events too early and too late respectively, to fit into the classic scenario of a mid-second millennium B.C. Aryan invasion" (Kennedy, 1995, 60)। বস্তুত, যদি ৬,০০০ থেকে ৪,৫০০ বিসিইর স্কেলিটাল ডিসকন্টিনিউইটি চিহ্নিত করা যায়, যদি ৮০০ থেকে ২০০ বিসিইর ডিসকন্টিনিউইটি পাওয়া যায়, তাহলে ১,৫০০ বিসিই, যে সময়ে কিনা তত্ত্ব অনুয়ারী আর্যদের আসার কথা সে সময়ে কেন এই পরিবর্তন চিহ্নিত করা যাবে না? Romila Thapar তাঁর পূর্বোল্লিখিত ২০০৬-এ প্রকাশিত বইতে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়াস নিয়েছেন, "Small migrations over long durations are not as visible as are massive movements..." (Thapar, 2006, 28)। কিন্তু,

এরকম দীর্ঘসময় ধরে অল্প কিছু যাযাবর (ঋকবেদে নয়, ক্লাসিক্যাল আর্যতত্ত্ব অনুযায়ী ওরা সেরকমই বর্ণিত) প্রবেশ করছে উন্নততর সভ্যতার এলাকায়, আর সেই অঞ্চলে উন্নত নগরসভ্যতার লিখতে পড়তে জানা মানুষ তাদের ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম সবকিছু মেনে নিচ্ছে, এরকমটা মানা যায় কি? উত্তরটা Kennedy দিয়েছেন, প্রাচীন হরপ্পানরা 'are not markedly different in their skeletal biology from the present-day inhabitants of Northwestern India and Pakistan' (Kennedy, 1984, 102)। প্রাচীন হরপ্পানরা আজকের ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসীদের থেকে আলাদা কেউ ছিল না।

আর্কিওলজিক্যালি আর্য আগমণ অপ্রমাণ করাই শুধু নয়। এই অধ্যায়ে আমরা ১০,০০০ থেকে ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ মহাজনপদ, ভারতের ঐতিহাসিক সময়ের সূচনা পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিকতা, উত্থান পতন সমস্ত দেখলাম। এটা ঠিক যে, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কোনও শেষ নেই, বহু আর্কিওলজিক্যাল সাইটে এখনও বিস্তৃত খননকার্যই হয়নি। কিন্তু এযাবৎ পাওয়া তত্ত্বের ভিত্তিতে একটা ধারাবাহিক সভ্যতার ক্রমাগত উত্থান-পতন-বিবর্তনের ক্রনলজিক্যাল ইতিহাস পাওয়া যায়। আর্য-আক্রমণ বা আগমণ চিহ্নিত করা যাচ্ছে কোথায়? কোথাও না। জীবনযাপন, আর জীবনযাপনে ব্যবহৃত
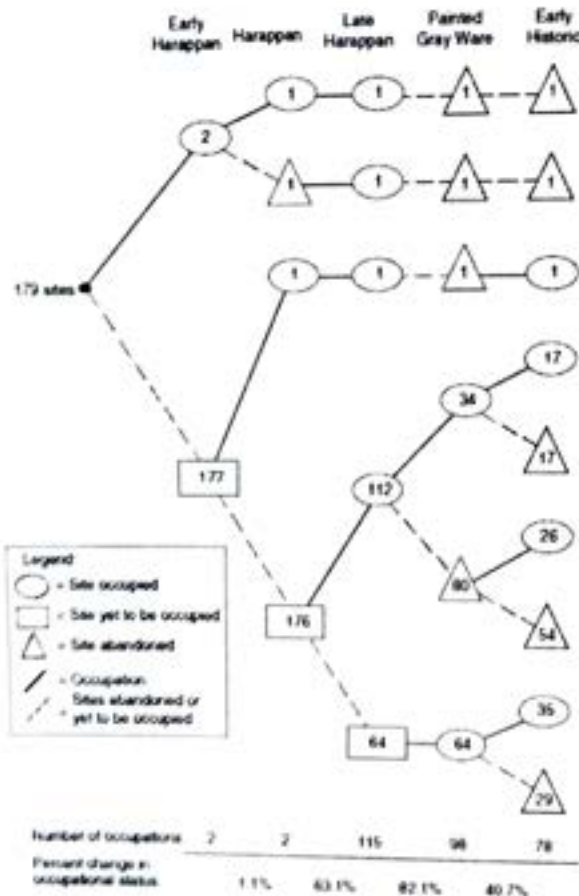
Central Haryana

বস্তুসামগ্রি নির্মাণের প্রযুক্তি কয়েক হাজার বছরের ব্যবধানে সাধারণভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। পরবর্তী প্রযুক্তির ওপর পূর্বতন প্রযুক্তির ছাপ থেকে আর্কিওলজিক্যাল রেকর্ডসে এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা যায়, দক্ষিণ এশিয়া বা ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্টে, এই চিহ্নিতকরণের কাজটি আর্কিওলজিস্টরা আশানুরূপ করেছেন, রফিক মুঘল, জনাথান মার্ক কেনোয়ার, জর্জি পশেল, জিম শাফারের মত আর্কিওলজিস্ট পেয়েছে এই উপমহাদেশ। কিন্তু, ঐতিহাসিকরা কেন সেই ডেটা তাঁদের রচনায় ব্যবহার করছেন না?

আর্য-হোমল্যান্ড: সামহোয়্যার ইন এশিয়া এন্ড নো মোর

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইওরোপীয় ভাষাগুলির মিল যিনি প্রথম লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি ইতালিয়ান জেসুইট Filippo Sassetti ১৫৮০-র দশক নাগাদ। তিনি গোয়ার বাসিন্দা ছিলেন। ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠী, কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্স, ক্রেডেল অফ সিভিলাইজেশান কিংবা আর্যআগমন তত্ত্বের কোথায় কী! তিনি লিখেছিলেন, "there are many of our terms, particularly the numbers 6, 7, 8 and 9, God, snakes and a number of other things" (mentioned in Bryant, 2001, 16)। যাহোক, এই তত্ত্বের প্রথম প্রস্তাবক কিন্তু Sir William Jones, যিনি Filippo Sassetti-র উল্লেখের প্রায় দুই শতাব্দী পর ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৬-তে কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির থার্ড অ্যানিভার্সারি ডিসকোর্সে যে বক্তব্য রাখেন হিস্টরিক্যাল লিঙ্গুইস্টিক্সের সূচনা হিসেবে ধরা হয় এই বক্তব্যকে। এযাবৎ ইন্দো-ইওরোপীয়ান কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্স নিয়ে যেকোনো লেখা Sir William Jones-এর এই বক্তব্যের কোটেশান থেকেই শুরু হওয়া রীতি,

> The Sanskrit language, whatever may be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source which, perhaps, no longer exists: there is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the Gothick and the Celtick, though blended

with a very different idiom, had the same origin with the Sanskrit; and the old Persian might be added to the same family, (Jones, W. 1788. "On the Gods of Greece, Italy, and India." Asiatic Researches 1: 221-275.)।

Sir William Jones-ই প্রথম, যিনি এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রস্তাব দিলেন যে, সংস্কৃত ও ইওরোপীয়ান ভাষাগুলি কোনো এক কমন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে, যে ভাষা আর বেঁচে নেই, সেই সঙ্গে পার্সিয়ান ভাষাকেও জুড়ে দেবার প্রস্তাব তিনিই করেন। যাহোক, সংস্কৃত ভাষা আবিষ্কারের পূর্বেই কিন্তু এই প্রস্তাব ছিল, জোনসের বক্তব্যের প্রায় একই অনুরণন শুনতে পাই ১৬৬৮তে উইটেনবার্জ থেকে Andreas Jager-এর বক্তব্যে, তিনি লিখছেন,

> An ancient language, once spoken in the distant past in the area of the Caucasus mountains and spreading by waves of migration throughout Europe and Asia, had itself ceased to be spoken and had left no linguistic monuments behind, but had as a "mother" generated a host of "daughter languages" (mentioned in Metcalf, 1974. 233).

পৃথিবীর সব ভাষার অরিজিন এক, এরকম একটা প্রস্তাব কেন জনপ্রিয় ছিল যখন প্রাচ্যের ভাষাগুলি নিয়ে ইওরোপ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয়? এর কারণ খুঁজতে আমাদের যেতে হবে বেশ অনেকটা দূরে, ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ওল্ড টেস্টামেন্ট। "Jehovah scattered them from there over all the surface of the earth, and they gradually left off building the city. That is why its name was called Babel, because there Jehovah had confused the language of all the earth (Genesis 11:8, 9.). The confusion of language and dispersion of the people took place "in the

land of Shinar," later called Babylonia. (Genesis 11:2) কখন ঘটেছিল এটা? বাইবেল জানায়, "in the days of Peleg, who was born about 250 years before Abraham." সুতরাং ব্যাবেলের ঘটনা খুব পরিষ্কার ভাবেই ঘটেছিল ৪২০০ বছর আগে (Genesis 10:25;11:18-26) The New Encyclopædia Britannica ব্যাখ্যা করছে, "The earliest records of written language, the only linguistic fossils man can hope to have, go back no more than about 4,000 or 5,000 years." কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এই "linguistic fossils," বা "records of written language"? উত্তর, In lower Mesopotamia—the site of ancient Shinar."। বুক অফ জেনেসিস মেনে হিসেব করলে এই ইউনিভার্স সৃষ্টি হচ্ছে ৪০০৪ বিসি, এই হিসেব প্রথম করেছিলেন আয়ারল্যান্ডের Archbishop of Armagh James Ussher; Jose ben Halafta হিসেব করেছেন ৩৭৬১ বিসি, Bede ৩৯৫২ বিসি, Scaliger ৩৯৪৯ বিসি, Johannes Kepler ৩৯৯২ বিসি এবং বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী Sir Isaac Newton হিসেব করেছেন সম্ভাব্য ৪০০০বিসি (Marcel Toussaint, 2016, Chap -1)।

একবার যখন সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইওরোপীয় ভাষাগুলির 'অদ্ভুত মিল' প্রচারিত হল, যখন সংস্কৃতের অ্যান্টিকুইটি প্রচার পেল পোস্ট-এনলাইটমেন্ট ইওরোপে, জেনেসিসের ঐতিহাসিক ধারণা স্বভাবতই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, সেই দেশসমূহের ভাষা সংস্কৃতি, তাদের প্রাচীনতা ও ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের সূচনা, এমনকি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির হার্ডকোর প্রমাণ, ইওরোপীয় মননে একাধারে আশা, অন্যদিকে হতাশার সঞ্চার করেছিল। সংস্কৃতের অ্যান্টিকুইটি, ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে John Holwell, Nathaniel Halhed কিংবা Alexander Dow-র মত অত্যুৎসাহী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন অফিসারদের বক্তব্য একদিকে যেমন ভলতেয়ারের মত স্কলারদের প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল, তেমনই জোনসের মত পণ্ডিতদের নেহাতই বিরক্ত করেছিল ইতিহাস পাঠে জুদিও-খ্রিস্টান ক্রোনলজি ভেঙে পড়ার আশঙ্কায়। এব্যাপারে জোনসের নিজের বক্তব্য বিষয়টা স্পষ্ট করবে,

এশিয়াটিক সোসাইটির থার্ড অ্যানিভার্সারি লেকচার যেখান থেকে কম্প্যারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্সের শুরু, ভাষা সেখানে তাঁর বক্তব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল না। তাঁর ডিসকোর্সটির নাম ছিল, "On the Gods of Greece, Italy, and India"। এখানে জোনস তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন, কিছু ইন্টেলিজেন্ট ও ভার্চুয়াস লোক জেনেসিসের ইতিহাসকে সন্দেহ করছেন, তাই তিনি উদ্যোগী হয়েছেন তা রক্ষায়, "some intelligent and virtuous persons are inclined to doubt the authenticity of the accounts delivered by Moses concerning the primitive world; since no modes or sources of reasoning can be unimportant, which have a tendency to remove such doubts. Either the first eleven chapters of Genesis (all due allowances being made for a figurative eastern style) are true, or the whole fabric of our national religion is false; a conclusion which none of us, I trust, would wish to be drawn. I, who cannot help believing the divinity of the Messiah, from the undisputed antiquity and manifest completion of many prophecies, especially those of Isaiah, in the only person recorded by history to whom they are applicable, am obliged, of course, to believe the sanctity of the venerable books to which that sacred person refers as genuine: but it is not the truth of our national religion" (Jones, W. 1788. "On the Gods of Greece, Italy, and India." Asiatic Researches 1: p-225)। জোনস কেবলমাত্র যে ব্রিটিশ জাতীয় ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাসভাজন ছিলেন তা-ই নয়, বরং বেদ ও পুরাণের দেওয়া সময়ের প্রতি ভারতীয়দের puerility বা শিশুসুলভ বিশ্বাস নিয়েও ছিলেন যারপরনাই বিরক্ত, থার্ড অ্যানিভার্সারি ডিসকোর্সে তিনি তাঁর বিরক্তি প্রকাশে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি, "That all this puerility, as it seems at first view, may be only an astronomical riddle, and allude to the apparent revolution of the fixed stars, of which the Brahmans made a mystery ...That the Vedas were actually written before the flood, I shall never be-

lieve..." (Jones, 1788, 237-238)। বাইবেলে বর্ণিত গ্রেইট ফ্লাডের আগে তো কোনও কিছুই সম্ভব নয়, সুতরাং, Jones কী করে মানবেন যে, বেদ তার আগে রচিত! যদিও, শুধু ক্রিশ্চান বিশ্বাস নয়, জোনসের মত ব্রিটিশ ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিবর্গের বিরক্তির পিছনে John Holwell-এর মত লেখকদের একটা ভূমিকা আছে। John Holwell যেমন মনে করতেন, খ্রিস্টান মিথলজির থেকে অনেক বড় সত্যি লুকানো আছে ভারতীয় পুরাণে, তিনি সরাসরি লিখছেন, "the mythology, as well as the cosmogony of the Egyptians, Greeks and Romans, were borrowed from the doctrines of the Brahmins" (mentioned in Marshall, 1970, 46)। যখন, এইসকল বক্তব্যে উৎসাহিত ভলতেয়ারের মত স্কলাররা বিবলিক্যাল হিস্টরিসিটিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছেন, ভলতেয়ার তো বলেই দিলেন, "In short, Sir, I am convinced that everything—astronomy, astrology, metempsychosis, etc.—comes to us from the banks of the Ganges" (mentioned in Bryant, 2001, 18)। Halhed বললেন, "I do not ascertain as a fact, that either Greek or Latin are derived from this language; but I give a few reasons wherein such a conjecture might be found: and I am sure that it has a better claim to the honour of a parent than Phoenician or Hebrew" (Letter to G. Costard, quoted in Marshall, 1970, 10) স্বভাবতই, ইওরোপে এর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ওল্ড টেস্টামেন্টে মোজেস কথিত অলঙ্ঘনীয় ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করার কথা সেসময়ের ইওরোপ ভাবতেই পারে না। Thomas Maurice যেমন অভিযোগ করছেন "the daring assumptions of certain skeptical French philosophers with respect to the Age of the World, whose I have attempted to refute, arguments principally founded on the high assumptions of the Brahmins and other Eastern nations, in point of chronology and astronomy, could their extravagant claims be substantiated, have a direct tendency to overturn the Mosaic system, and, with it, Christianity. I have, therefore, ... la-

এশিয়াটিক সোসাইটির থার্ড অ্যানিভার্সারি লেকচার যেখান থেকে কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্সের শুরু, ভাষা সেখানে তাঁর বক্তব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল না। তাঁর ডিসকোর্সটির নাম ছিল, "On the Gods of Greece, Italy, and India"। এখানে জোনস তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন, কিছু ইন্টেলিজেন্ট ও ভার্চুয়াস লোক জেনেসিসের ইতিহাসকে সন্দেহ করছেন, তাই তিনি উদ্যোগী হয়েছেন তা রক্ষায়, "some intelligent and virtuous persons are inclined to doubt the authenticity of the accounts delivered by Moses concerning the primitive world; since no modes or sources of reasoning can be unimportant, which have a tendency to remove such doubts. Either the first eleven chapters of Genesis (all due allowances being made for a figurative eastern style) are true, or the whole fabric of our national religion is false; a conclusion which none of us, I trust, would wish to be drawn. I, who cannot help believing the divinity of the Messiah, from the undisputed antiquity and manifest completion of many prophecies, especially those of Isaiah, in the only person recorded by history to whom they are applicable, am obliged, of course, to believe the sanctity of the venerable books to which that sacred person refers as genuine: but it is not the truth of our national religion" (Jones, W. 1788. "On the Gods of Greece, Italy, and India." Asiatic Researches 1: p-225)। জোনস কেবলমাত্র যে ব্রিটিশ জাতীয় ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাসভাজন ছিলেন তা-ই নয়, বরং বেদ ও পুরাণের দেওয়া সময়ের প্রতি ভারতীয়দের puerility বা শিশুসুলভ বিশ্বাস নিয়েও ছিলেন যারপরনাই বিরক্ত, থার্ড অ্যানিভার্সারি ডিসকোর্সে তিনি তাঁর বিরক্তি প্রকাশে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি, "That all this puerility, as it seems at first view, may be only an astronomical riddle, and allude to the apparent revolution of the fixed stars, of which the Brahmans made a mystery ...That the Vedas were actually written before the flood, I shall never be-

lieve..." (Jones, 1788, 237-238)। বাইবেলে বর্ণিত গ্রেইট ফ্লাডের আগে তো কোনও কিছুই সম্ভব নয়, সুতরাং, Jones কী করে মানবেন যে, বেদ তার আগে রচিত! যদিও, শুধু ক্রিশ্চান বিশ্বাস নয়, জোনসের মত ব্রিটিশ ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিবর্গের বিরক্তির পিছনে John Holwell-এর মত লেখকদের একটা ভূমিকা আছে। John Holwell যেমন মনে করতেন, খ্রিস্টান মিথলজির থেকে অনেক বড় সত্যি লুকানো আছে ভারতীয় পুরাণে, তিনি সরাসরি লিখছেন, "the mythology, as well as the cosmogony of the Egyptians, Greeks and Romans, were borrowed from the doctrines of the Brahmins" (mentioned in Marshall, 1970, 46)। যখন, এইসকল বক্তব্যে উৎসাহিত ভলতেয়ারের মত স্কলাররা বিবলিক্যাল হিস্টরিসিটিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছেন, ভলতেয়ার তো বলেই দিলেন, "In short, Sir, I am convinced that everything—astronomy, astrology, metempsychosis, etc.—comes to us from the banks of the Ganges" (mentioned in Bryant, 2001, 18)। Halhed বললেন, "I do not ascertain as a fact, that either Greek or Latin are derived from this language; but I give a few reasons wherein such a conjecture might be found: and I am sure that it has a better claim to the honour of a parent than Phoenician or Hebrew" (Letter to G. Costard, quoted in Marshall, 1970, 10) স্বভাবতই, ইওরোপে এর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ওল্ড টেস্টামেন্টে মোজেস কথিত অলঙ্ঘনীয় ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করার কথা সেসময়ের ইওরোপ ভাবতেই পারে না। Thomas Maurice যেমন অভিযোগ করছেন "the daring assumptions of certain skeptical French philosophers with respect to the Age of the World, whose I have attempted to refute, arguments principally founded on the high assumptions of the Brahmins and other Eastern nations, in point of chronology and astronomy, could their extravagant claims be substantiated, have a direct tendency to overturn the Mosaic system, and, with it, Christianity. I have, therefore, ... la-

bored to invalidate those claims" (Maurice, 1806, 22-23)। ওল্ড টেস্টামেন্ট যে স্কলারদের কাছে ইতিহাসের শুরু, যাঁরা গ্রেইট ফ্লাডের আগে কিছু ভাবতেই পারেন না, তাদের কাছে ভারতীয় পুরাণের লক্ষ বছরের গল্প রীতিমত অপমানজনক মনে হয়েছিল, এ হল একটা 'ডিরেক্ট টেন্ডেন্সি টু ওভারটার্ন দ্য মোজেইক সিস্টেম অ্যান্ড উইথ ইট খ্রিস্টানিটি'! Maurice কতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তা তিনি গোপন করেননি, আতঙ্কিত ইওরোপের কাছে সার উইলিয়াম জোনস যাহোক ছিলেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস, 'দ্য ফর্চুনেট অ্যারাইভাল', "While enraged in those inquiries, the fortunate arrival of the second volume of Asiatic Researches, with the various dissertation, on the subject, of Sir William Jones and of Mr. Davis, who has unveiled the astronomical mysteries of famous Surya Siddhanta." (Maurice, 1806, 23)।

জোনসের বক্তব্য তো আমরা আগেই পেয়েছি যে, তিনি জেনেসিসের প্রথম এগারটি চ্যাপ্টারকেই মানতে বাধ্য; ঠিক বাধ্যতার কথাই তিনি প্রকাশ করেছেন ১৭৮৮তে স্পষ্টভাষায়, "I, who cannot help believing the divinity of the Messiah, from the undisputed antiquity and manifest completion of many prophecies, especially those of Isaiah, in the only person recorded by history to whom they are applicable, am obliged, of course, to believe the sanctity of the venerable books (books of Genesis) to which that sacred person refers as genuine: but it is not the truth of our national religion, as such, that I have at heart; it is truth itself" (Jones, 1788, 225)। মোটকথা আয়ারল্যান্ডের Archbishop of Armagh James Ussher-এর হিসেব মত ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই পৃথিবীর সৃষ্টি ও জেনেসিস অনুয়ারী ২৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দ্য গ্রেইট ফ্লাড ঘটবার পর, খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুয়ারী, গ্রেইট ফ্লাডের আগে কিছু থাকতে পারে না। ১৭৮৬-তে তিনি আসছেন এশিয়াটিক সোসাইটির থার্ড অ্যানিভার্সারি ডিসকোর্স নিয়ে, এখন স্পষ্ট হবে যদি আমরা জোনসের প্রস্তাব মোতাবেক একটি কমন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সব ভাষার জন্মের তত্ত্ব

মিলিয়ে পড়ি। ১৭৯০-তে তিনি ভারতের ইতিহাসের একটা গ্রহণযোগ্য ক্রোনলজি তৈরির প্রস্তাব রাখছেন, যা সংস্কৃত বইপত্র থেকেই তিনি প্রমাণ করবেন, "I propose to lay before you a concise history of Indian chronology extracted from Sanskrit books... (Jones, 1790a, 111)। যাইহোক, জোনসের প্রচেষ্টা খুব শুরুতেই ইওরোপীয়ান ইন্টেলিজেন্সিয়াকে শীঘ্রই তৃপ্তি দিয়েছিল বলাই যায়।

এই ফিল্ডে Max Muller-এর প্রবেশ, যাহোক, কিছুটা দেরিতে। আর্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে সকল অ্যামেচারিস্ট যদিও, কোনো অজানা কারণে Max Mullerকেই ক্রমাগত দোষারোপ করেন, কিন্তু, তার কারণ নেই। বরং Muller সেসময় জনপ্রিয় তত্ত্বকে একটা শক্ত ভিত দিয়েছিলেন মাত্র। এবং দুঃখের কথা, তাঁর বিশ্লেষণ ও ক্যালকুলেশানের ৪০বছর পর যখন তিনি নিজেই তা অস্বীকার করছেন, কেউ সেদিন সে কথায় কর্ণপাত করেননি। আজও নয়। তবে, মনে রাখতে হবে যে Muller-ও কিন্তু একই মানসিকতার বাহক ছিলেন। তিনিও জেনেসিসকে মনে করতেন "I look upon the account of Creation as given in Genesis as simply historical, as showing the highest expression that could be given by the Jews at that early time to their conception of the beginning of the world." (in a letter to the Duke of Argyll, Oxford, January 29, 1875, from Georgina Max Muller, 1902, 481)। লন্ডনের লংম্যান প্রকাশনী থেকে তাঁর বিখ্যাত বই "India: What Can It Teach Us?"-এ তিনি লিখছেন "All one's ideas of Adam and Eve, and the Paradise, and the tower of Babel, and Shem, Ham, and Japhet, with Homer and Aeneas and Virgil too, seemed to be whirling round and round, till at last one picked up the fragments and tried to build a new world, and to live with a new historical consciousness" (1883, 29)। কী এই নিউ ওয়ার্ল্ড? আসলে যে তা অতি পুরাতন এক মিথ, খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন Edwin Bryant, "This 'new world', however, retained much of the old, and the biblical framework of one language, one race was transmitted completely intact. Even after

developments in linguistics had irremediably established the existence of numerous completely distinct language families, and the times no longer required scholars to orient their positions around a refutation or defense of Old Testament narrative, the biblical heritage continued to survive in a modified form: the idea of one language family for the superior civilizations of Europe, Persia, and India—the Aryan, or Indo-European, language family—continued to be associated with the fountainhead of a distinct people that had originated in a specific geographical homeland." (Bryant, 2001, 17)।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় পরিবারতান্ত্রিক শব্দাবলীর অনুপ্রবেশের পিছনেও অনেকে জেনেসিসের প্রভাব লক্ষ করেছেন; ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলি, মাদার-ল্যাঙ্গুয়েজ, ডটার-ল্যাঙ্গুয়েজ, সিস্টার-ল্যাঙ্গুয়েজেস ইত্যাদি টার্মস উঠে আসার পিছনেও সম্ভবত ওই টাওয়ার অফ ব্যাবেলে মিথলজিক্যাল নোয়ার তিন ছেলে Shem, Japhet, এবং Ham-এর পরিবারের প্রতি ঐতিহাসিক বিশ্বাস কাজ করে থাকবে। কেননা, হিস্টরিক্যাল লিঙ্গুইস্টিক্স যেভাবে খ্রিস্টান মিথলজিকে ছদ্মবৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেভাবেই শুরু হয়েছিল আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চগুলির বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই জন্য যে, নোয়ার আর্ক বন্যার পর যে আরারাত মাউনটেইনে এসে ভিড়েছিল সেই মাউনটেইনের এক্সাক্ট লোকেশান খুঁজে পেতে হবে। James Parsons দাবি করেছিলেন আর্মেনিয়া, জোনস যদিও এতটা কনফার্ম ছিলেন না, তিনি এই স্থান চিহ্নিত করেছিলেন আর একটু বুদ্ধির সঙ্গে, আর একটু গুছিয়ে। তিনি এই কনস্ট্রাকশান অফ দ্য টাওয়ার ব্যাবেল, নোয়ার তিন ছেলের তিনটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়া, তারপর একটি মোনোলোগ বলা একটিই পরিবারের তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে বর্ণনা করেছিলেন, "(These) primeval events are described as having happened between the Oxus and Euphrates, the mountains of the Caucus and the borders of India, that is within the limits of Iran... (since) the Hebrew narrative

[is] more than human in its origin and consequently true in every substantial part of it... (Therefore) it is no longer probable only, but absolutely certain, that the whole race of man proceeded from Iran, whence they migrated at first in three great colonies [those of Shem, Japhet, and Ham]; and that those three branches grew from a common stock" (Jones, 1792, 486-487)। লক্ষণীয় যে, সেইদিন ২০০ বছর আগে উইলিয়াম জোনস যে স্থানকে চিহ্নিত করেছিলেন নোয়ার তিনছেলের তিন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ার অঞ্চল হিসেবে, আজও সেই একই জায়গা নিয়ে আজকের তাত্ত্বিকরা লড়ে যাচ্ছেন। ন্যাচেরাল সায়েন্টিস্টদের মত ভাষাতাত্ত্বিকরাও নানান নীরিক্ষামূলক, তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, ধর্মীয় রোমান্টিসিজম নিয়ে ম্যাক্স মুলার বা জোনসের মত ব্লাটান্ট নন, কিন্তু, যদি আলোচনা ক্ষেত্রে তাদের একরোখা মনোভাব খেয়াল করা যায় যে, বিশ্বশ্রুত এই স্কলাররা এখনও পরিচালিত হচ্ছেন সেই জেনেসিসের দ্বারা। Maurice Olinder ১৯৯২-তে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত "The Languages of Paradise" নামক বইতে বিষয়টা খুব স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন:

> The authors of the nineteenth century were hostages, as we are no doubt too, to the questions they set themselves. Though they cast aside the old theological questions, they remained attached to the notion of a providential history. Although they borrowed the techniques of positivist scholarship, took inspiration from methods perfected by natural scientists, and adopted the new perspective of comparative studies, they continued to be influenced by the biblical presuppositions that defined the ultimate meaning of their work. Despite differences in outlook, Renan, Max Muller, Pictet and many others joined roman-

ticism with positivism in an effort to preserve a common allegiance to the doctrines of Providence. (p-20)।

শুরুর দিকে সংস্কৃতকেই ইওরোপীয়ান স্কলারগণ ধরে নিয়েছিলেন, 'মাদার অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজেস'। Vans Kennedy দেখালেন, "Sanscrit itself is the primitive language from which Greek, Latin, and the mother of the Teutonic dialects were originally derived" (Vans Kennedy, 1828, 196) । H. P. Blavatsky দাবি করলেন, "Old Sanskrit is the origin of all the less ancient Indo-European languages, as well as of the modern European tongues and dialects" (Blavatsky, 1892, 115)। ইওরোপীয় অন্যান্য তাত্ত্বিকদের পক্ষে এটা বেশিদিন সহ্য করা কঠিন হল, এবং তাঁরা ক্রমে প্রয়াস নিলেন বিপরীতটা প্রমাণ করার, যেমন A. H. Sayce তাঁর প্রতিক্রিয়ায় লিখলেন, "the old theory rested partly on the assumption that man's primeval birthplace was in the East—and that, consequently, the movement of population must have been from east to west—partly on the belief that Sanskrit preserved more faithfully than any of its sisters the features of the Aryan parent speech" (Sayce, 1875, 385)।

এখন সময় এল সংস্কৃতকে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজের জায়গায় একজন এল্ডেস্ট সিস্টার হিসেবে দেখানোর। এক্সাক্টলি এই টার্মটাই ব্যবহার করেছিলেন, ১৮৮৩তে স্বয়ং ম্যাক্স মুলার তাঁর "India: What Can It Teach Us?" নামক বইয়ের ২২-২৩ পাতায়, তিনি সেখানে আলোচনা করছেন যে, ইওরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে যে নানান মিল আছে, তা বহুদিন বহুজন লক্ষ করেছেন, কিন্তু, এদের মধ্যে মিলটা এল কী করে তা ছিল সকলেরই ধারণার বাইরে, "As soon, however, as Sanskrit stepped into the midst of these languages, there came light and warmth and mutual recognition. They all ceased to be strangers, and each fell of its own accord into its

right place. Sanskrit was the eldest sister of them all, and could tell of many things which the other members of the family had quite forgotten."

এখন যখন বড় বোন ছোট বোনদের একে একে খুঁজে পাওয়া গেল, তাহলে মাতৃদেবীকেও খুঁজতে হয়। কিন্তু তিনি সম্ভবত গত হয়েছেন, জোনস খুব শুরুতেই বলে দিয়েছিলেন। টাওয়ার অফ ব্যাবেলে একটি ভাষাতেই কথা বলত নোয়ার তিন ছেলে। কিন্তু, কী সেই ভাষার নাম? জেনেসিসে উত্তর ছিল না। সুতরাং নতুন নাম চাই। অনেক নাম সাজেস্ট করলেন অনেকে, কেউ বললেন 'ইওরোপীয়ান', কারও মনে হল, কেন, নোয়ার ছেলেদের নামেই হোক, Sarmatic কিংবা Japhetic, জার্মান স্কলার Conrad Malte-Brun ১৮১০ থেকে ব্যবহার করতে লাগলেন 'ইন্দো-জার্মান' শব্দটি। F. Bopp প্রতিক্রিয়া জানালেন, "I do not see why one should take the Germans as representatives for all the people of our continent" (quoted in Bryant, 2001, 20)। ইওরোপে এখন প্রবল তর্ক, কেন শুধু জার্মান কেন? নতুন একটা পৃথিবী রচিত হতে চলেছে, মুলারের 'নিউ ওয়ার্ল্ড', তার নামে বেমালুম শুধু জার্মানির নাম হবে আর এত মহিমময় ইংল্যান্ড ফ্রান্স ইতালি কী করতে আছে? অবশ্য পুরো উনিশ শতক জুড়ে 'আরিয়ান' কথাটি নানান স্কলার দ্বিধাহীন ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, তাতেও একটা ভারতীয় গন্ধ আছে। তাই একটা ব্যালান্সড নাম চাই, পলিটিক্যালি কারেক্ট, যাতে প্রাথমিকভাবে কারও আপত্তি হবে না, নামটি দিলেন Thomas Young, ১৮১৬-তে। তখনই তা গৃহীত হয়েছিল তা নয়, ধীরে ধীরে এটাই স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যায়। ইন্ডিয়া কথাটির জায়গা নেয়, সাউথ এশিয়া, সংস্কৃতের বদলে ব্যবহৃত হতে থাকে 'ইন্দো-আরিয়ান'। জেনেসিস বাইবেল নোয়ার নৌকো, তাঁর তিন ছেলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় তত্ত্বের উপরিতল থেকে। এটা একটা ট্রেন্ড। সবই থাকল এক, পোষাকটা বদলে নিয়ে। যেমন বিফোর ক্রাইস্ট: বি.সি এখন বি.সি.ই: মানে বিফোর দ্য কমন ইরা, এ.ডি অ্যানো ডমিনি হল সি.ই, কমন ইরা।

যদিও আর্যতত্ত্ব একটি সম্পূর্ণ লিঙ্গুইস্টিক থিওরি, শুরু থেকে আজ অবধি এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে একটা এথনিসিটির প্রশ্ন, আপাদমস্তক একটি

লিঙ্গুইস্টিক হাইপোথেসিস হয়ে দাঁড়িয়েছে নানান প্রকৃতির রেসিয়াল পলিটিক্সের মালখানা। এবং তার জন্য দায় অবশ্যই বর্তায় যাঁরা এই তত্ত্বের প্রথম দিককার প্রবক্তা। প্রথমত, তাঁরা উৎসাহের বশে ইন্ডিয়াকে ঘোষণা করলেন, 'দ্য ক্রেডেল অফ সিভিলাইজেশান'। শুধু তাই নয়, ইংল্যান্ডের স্কুলপাঠ্যেও এমনকি এসে হাজির হল সেই তত্ত্ব। ইংল্যান্ডের সাধারণ শিক্ষিত মানুষের আত্মসম্মানের কাছে তা এক কালোদিন, ১৮৯৯-তে লন্ডন থেকে প্রকাশিত "The Races of Europe" নামে বইতে William Z. Ripley-র স্মৃতিচারণ থেকে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সিয়ার এই হতাশার চিত্রটি পরিষ্কার হয়, "In our school days most of us were brought up to regard Asia as the mother of European people. We were told that an ideal race of men swarmed forth from the Himalayan highlands disseminating culture right and left as they spread through the barbarous West." যে জাতি সারা পৃথিবীকে শাসন করছে, তার পক্ষে হিমালয়ের কোল থেকে আসা কোনো তথাকথিত উন্নত জাতির হেরিডিটি মেনে নেওয়া কঠিন, যে জাতীয় ক্ষোভকে সামাল দিতে খুব পরিকল্পিতভাবে মাঠে নেমেছিলেন জোনস ও পরবর্তী তাত্ত্বিকগণ, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সাগর ছেঁচে ইওরোপীয় জাতীয়তাবোধের অমৃত আহরণ করেছিলেন তৎপরবর্তী স্কলাররা, ইওরোপে এ ছিল এক নতুন আলোর দিশা, Ripley-র কথায়, "In the days when there was no science of physical anthropology, prehistoric archaeology was not yet a new science of philology dazzled the intelligent world and its words were law. Since 1860 these early inductions have completely broken down in the light of modern research" (p-453)। যদিও মজার কথা এই নতুন আলো যে, সংস্কৃতকে আর মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মানতে হবে না, সুতরাং হিমালয়ান মাউনটেইন থেকেও যাত্রা করতে হবে না ইওরোপে, কেননা সংস্কৃত জাস্ট আর এক বোন মাত্র, এই স্টেটাসও মেনে নিতে পারেনি পশ্চিমী অহংকার। কেননা, তা মানলে, কলকাতার একজন রিক্সাওয়ালা নিগার আর আর লন্ডনের অট্টালিকায় ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে বায়রনের কবিতা আবৃত্তি করা সাহেব হয়ে দাঁড়াবে ভাই! এটাও মেনে নিতে অনেকের আপত্তি ছিল। ফ্রেডেরিক ম্যাক্স মুলার তাঁর শিক্ষাজীবনের

স্মৃতিরোমন্থন করেছেন, যেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের উল্লেখমাত্র তাঁর টিচাররা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন, "they would not believe that there could be any community of origin between the people of Athens and Rome, and the so-called Niggers of India. I myself still remember the time, when I was a student at Leipzig and began to study Sanskrit, with what contempt any remarks on Sanskrit or comparative grammar were treated by my teachers, men such as Gottfried Hermann, Haupt, Westermann, Stallbaum, and others. (Muller, 1883, 28)। এবং সংস্কৃতর উল্লেখমাত্র শুনলে ব্রিটিশ পিপল কেমন আতঙ্কিত হত, তার বর্ণনা ম্যাক্স মুলার, 'হোয়াট ইন্ডিয়া ক্যান টিচ আস' নামক বইয়ের ভূমিকায় নিজেই দিয়েছেন, I know you will be surprised to hear me say this. I know that more particularly those who have spent many years of active life in Calcutta, or Bombay, or Madras, will be horror-struck at the idea that the humanity they meet with there, whether in the bazaars or in the courts of justice, or in so-called native society, should be able to teach *us* any lessons. (Muller, 1883, 7)।

এবং সঙ্গে এল হোমল্যান্ডের প্রশ্ন। নাহয় বোঝা গেল সংস্কৃত আদি ভাষা নয়, ইন্দো-ইওরপীয়ান, ইওরোপের বড় স্বস্তি। কিন্তু কোথায় সেই দেশ যেখান থেকে ইন্দো-ইওরপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল? মজার কথা যদিও আর্যতত্ত্ব একটি লিঙ্গুইস্টিক তত্ত্ব, শুরু থেকেই ব্যবহৃত এর ফ্যামিলি স্ট্রাকচার এই প্রশ্নটি জুড়ে দিয়েছে যে, নিশ্চয়ই কোনো একটিমাত্র এলাকা থেকে এর যাত্রা শুরু। কোথায় তা? সংস্কৃত যতদিন মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, ততদিন এ প্রশ্ন ছিল না যে, কোথায়? আমরা দেখেছি, ইওরোপ এই প্রশ্নে কত আতঙ্কিত! হিমালয়ের কোল থেকে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতির যাত্রা শুরু, এটা মানা যায় না। ইন্দো-ইওরোপিয়ান হোমল্যান্ড হিসেবে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমত যে আপত্তি আনা হয়েছিল, তা ভৌগলিক দূরত্বের প্রশ্ন। ভারত থেকে ইংল্যান্ড অনেক দূর। কোনো মাঝামাঝি জায়গা নির্বাচন করা উচিৎ। ১৮৪২ A. W. von

Schlegel দাবি করেন, "it is completely unlikely that the migrations which had peopled such a large part of the globe would have begun at its southern extremity and would have continually directed themselves from there towards the northeast. On the contrary, everything compels us to believe that the colonies set out in diverging directions from a central region" (Schlegel in Bryant, 2010, 20)। তাঁর মনে হয়েছিল কাস্পিয়ান সমুদ্রের কাছাকাছি কোথাও এই লোকেশান হলে ঠিক হবে। আসলে, জেনেসিস বর্ণিত নোয়ার পুত্রদের বাসভূমি থেকে খুব বেশি দূর যেতেও ইওরোপের আপত্তি ছিল। Mullar সবমিলিয়ে যা বলেছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেছেন,

> "The actual site of the Aryan paradise, however, will probably never be discovered, partly because it left no traces in the memory of the children of the Aryan emigrants, partly because imagination would readily supply whatever the memory had lost. Nor is the actual site a matter of great importance. Most of the Aryan nations in later times were proud to call themselves children of the soil, children of their mother earth, autochthones. Some thought of the East, others of the North, as the home of their fathers; none of them, so far as I know, of the South or the West... I do not wonder that some patriotic scholars should have been smitten with the idea of a German, Scandinavian, or Siberian Cradle of Aryan life. I cannot bring myself to say more that Non liquet. (*Non liquet translates into English from Latin as 'it is not clear') But if an answer must be given as to

place where our Aryan ancestors dwelt before their separation, whatever in large swarms of millions, or in a few scattered tents and huts, I should still say, as I said forty years ago, 'Somewhere in Asia,' and no more" (Muller, 1888, 127)।

ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগুলিতে ইন্দো-ইরাণিয়ান মিটিরিয়ালের উপস্থিতি লক্ষ করে John Baldwin মনে করেছেন ব্যাক্ট্রিয়া এলাকা সঠিক হবে, k. Penka মনে করেছেন স্ক্যান্ডিনেভিয়া, Charles Morris তর্ক করেছেন ককেশান স্টেপসের পক্ষে, Isaac Taylor ছিলেন ফিনল্যান্ডের পক্ষে, D'Arbois de Jubainville দাঁড়িয়েছেন অক্সাস নদীর আশেপাশে কোথাও, অ্যানথ্রোপলজিস্ট Daniel G. Brinton বলেছেন পশ্চিম ইওরোপ, T. H. Huxley দেখাতে চেয়েছেন ইউরাল পর্বতের পাদদেশ, Otto Schrader বলেছেন সাউথ রাশিয়া, Schmidt বোঝাতে চেয়েছেন ব্যাবিলন, Hirt দেখাতে চেয়েছেন বালটিক সমুদ্র এলাকা, Paape চেয়েছেন জার্মান উরহেইম্যাট প্রমাণ করতে, হোমল্যান্ড জার্মানিতে 'উরহেইম্যাট', Harold Bender দেখাতে চেয়েছেন লিথুয়ানিয়া, P. Giles লিখেছেন হাঙ্গেরির পক্ষে, Gordon Childe লিখেছেন দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ার পক্ষে, A. H. Sayce এশিয়া মাইনর, T. Sulimirski পন্টিক স্টেপস এলাকার পক্ষে Marija Gimbutas-এর কুরগান হাইপোথেসিসকে সমর্থন করেছেন, Walter Schulz পূর্ব ইওরোপ বা কাছাকাছি স্টেপসের পক্ষে, C. Uhlenbeck আরাল-কাস্পিয়ান স্টেপস, N. S. Trubetzkoy দেখাতে চেয়েছেন ইউরাল বা ককেশাস পার্বত্য এলাকা, Stuart Mann উত্তরপূর্ব ইওরোপ, Wilhelm Schmidt সেন্ট্রাল এশিয়া, Georg Solta বলেছেন জার্মান হোমল্যান্ডের পক্ষে, Alfons Nehring একটু বড় জায়গা চেয়েছেন, তিনি লিখেছেন আল্টাইক থেকে ককেশাস পর্যন্ত পুরো এলাকা জুড়ে, Hugh Hencken-ও এরকম বড় এলাকা সাজেস্ট করেছেন, সাউথ-ইস্ট ইওরোপ থেকে সাউথ রাশিয়া (Bryant, 2001, 35-37)। এবং এই তালিকা আরও দীর্ঘ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক ভিন্ন ভিন্ন কী কী যুক্তির ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন কোন কোন হোমল্যান্ড সাজেস্ট করে কত বইপত্র লিখেছেন Edwin Braynt

-এর প্রায় পুরো তালিকা উপস্থিত করেছেন তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইতে, যা এখানে পুনরুদ্ধারে কোনও প্রয়োজন নেই। তবে, তাঁর একটি বক্তব্য এখানে কোট করা যায়, যা থেকে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে,

> "The original Aryans have been reconstructed as being nomadic pastoralists, sedentary agriculturists, dolichocephalic, brachycephalic, blond and fair, and brown-haired and dark. The Indo-European homeland has been located and relocated everywhere from the North Pole to the South Pole, to China. It has been placed in South India, central India, North India, Tibet, Bactria, Iran, the Aral Sea, the Caspian Sea, the Black Sea, Lithuania, the Caucasus, the Urals, the Volga Mountains, south Russia, the steppes of central Asia, Asia Minor, Anatolia, Scandinavia, Finland, Sweden, the Baltic, western Europe, northern Europe, central Europe, and eastern Europe."(2001, 37)।

এমনকি সর্বদা এমন নয় যে, ভিন্ন ভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতামত নিয়ে এসেছেন, অনেক সময় একই স্কলার বিভিন্ন সময় বার বার মত বদল করেছেন, এরকম উদাহরণও আকছার। যেমন, A. H. Sayce ১৮৭৫ প্রকাশনা The Principles of Comparative Philology-তে বলছেন, "it has been proved that their original home was in Asia, and more particularly in the high plateau of the Hindu Kush" (p-389)। ১৮৮৩-তে সেই তিনি-ই "The Origin of the Aryans." নামে আর্টিকেল লিখছেন The Academy 24-তে (p-384-385), সেখানে তিনি Poesche-র থিওরি স্বীকার করে নিয়ে চেক রিপাবলিকের Rokytno জলাভূমি এলাকার পক্ষে সওয়াল করছেন (p-385)। আবার চার বছর পর, ১৮৮৭-তে তিনি মত বদল করছেন উত্তর-পশ্চিম ইওরোপের পক্ষে। লিখছেন সেই একই কাগজে। ("The Original

Home of the Aryans." The Academy 31, p-52-53)। মজার কথা হল, ১৯২৭ এসে তিনিই আবার এশিয়া মাইনরের পক্ষে রায় দিচ্ছেন।

J. P. Mallory, বিখ্যাত লিঙ্গুইস্ট, যাঁর উল্লেখ আমরা এই বইতে এরপর বার বার পাব এ প্রসঙ্গে সেরা কথাটি বলেছেন, তাত্ত্বিকদের আর খুঁজতে হচ্ছে না কোথায় সেই সাধের হোমল্যান্ড, এটা তাদের সিদ্ধান্তের ওপর যে, কোথায় তাঁরা একে প্লেস করবেন, আর তারপর যুক্তি সাজাবেন, "This quest for the origins of the Indo-Europeans has all the fascination of an electric light in the open air on a summer night: it tends to attract every species of scholar or would-be savant who can take pen to hand. It also shows a remarkable ability to mesmerize even scholars of outstanding ability to wander far beyond the realm of reasonable speculation to provide yet another example of academic lunacy... One does not ask 'where is the Indo-European homeland?' but rather 'where do they put it now?'" (Mallory, 1989, 143)। কেন এরকমটা? কেন এত বিশ্বশ্রুত ভাষাবিজ্ঞানী প্রত্নবিজ্ঞানী নৃবিজ্ঞানীগণ কেন একমত হতে পারেননি গত দুশো বছরে? অবশ্যই তার কারণও নির্দেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু সন্দেহ তিনরকম দানা বাঁধছে, ১) সম্ভবত এরকম কোনও হোমল্যান্ড ছিল না। ২) স্কলাররা আনবায়াসড নন। অথবা ৩) দুটোই ঠিক। আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণ ক্রমে এখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন যে, আজকের পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জাতির রক্তই আসলে অনেক জাতির মিশ্রণ। আর ভাষা হতেই পারে কোনো একটা অঞ্চল থেকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে থাকবে, কিন্তু সেই ভাষায় কথাবলা মানুষদের তার জন্য কোনো একটা অঞ্চলে ইনভেশান বা মাইগ্রেশান করতে হবে, তা নাও হতে পারে। আর যদিই হয় তাকে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা প্রয়োজন, সেই নিরপেক্ষতা এযাবৎ লিঙ্গুইস্টদের মধ্যে মেলেনি। অনেক আগে, ১৯৪৮ নাগাদই Frank H. Hankins "Encyclopedia of the Social Sciences" The Macmillan Company, New York এডিট করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন, হয় ধরে নিতে হবে আর্যতত্ত্ব আসলেই একটা প্রফেসনাল ইমাজিনেশান, অথবা, এটা অসম্ভব এই আর্য হোমল্যান্ড

খুঁজে বের করা, কেননা, প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি নষ্ট হয়ে গেছে অনেক আগেই.

> "Skepticism in scholarly circles grew rapidly after 1880. The obvious impossibility of actually locating the Aryan homeland; the increasing complexity of the problem with every addition to our knowledge of prehistoric cultures; the even more remote possibility of ever learning anything conclusive regarding the traits of the mythical "original Aryans"; the increasing realization that all the historical peoples were much mixed in blood and that the role of a particular race in a great melange of races, though easy to exaggerate, is impossible to determine, the ridiculous and humiliating spectacle of eminent scholars subordinating their interests in truth to the inflation of racial and national pride—all these and many other reasons led scholars to declare either that the Aryan doctrine was a figment of the professional imagination or that it was incapable of clarification because the crucial evidence was lost, apparently forever." (p-265)।

কোন রকম রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া, হিস্টরিক্যাল-লিঙ্গুইস্টিক্স, পেলিও-আর্কিওলজি, পেলিও-বায়োলজি, আর্কিও-অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যান্থ্রপলজি, জিনিওলজি, বায়ো-অ্যান্থ্রোপলজি, ইত্যাদি নানান ডিসিপ্লিন ও সাব-ডিসিপ্লিন খুব ভাল করে না জানা একজন অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস-পাঠক যখন এই তত্ত্বের কোনো একজন আলোচকের কোনো একটি 'গবেষণা' পড়বেন, তিনি তখন ঠিক সেই মতটিকেই গ্রহণ করবেন। কারণ, এত

বিস্তারিত, এত গুরুগম্ভীর মেজাজে, এত সূক্ষ্ম সব 'প্রমাণাদি' প্রতিজন গবেষক এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পাতার পর পাতা আলোচনা করেছেন যে, যেকোনো একজন পাঠকের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পরের বইটি পড়ার সময় সেই মতটি গ্রহণ করা রীতিমত দুরূহ, বা প্রায় অসম্ভব। এবং খুব কমই দেখা গেছে যে, একজন গবেষক পূর্বনির্ধারিত কোনো একটি সিদ্ধান্ত না নিয়ে গবেষণায় অগ্রসর হয়েছেন। ফলে, এককথায় বলা যায়, না ইতিহাস গবেষক হিসেবে, না পাঠক হিসেবে হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্তে কেউ পৌঁছে যাবে। আর নানান গবেষক নানান সময় লড়ে গেছেন নিজের নিজের অবস্থানের পক্ষে, অন্যপক্ষকে কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে। নতুন নতুন পদ্ধতি সংযুক্ত হয়েছে এই তত্ত্বের আলোচনায়। যদিও প্রথমত এ ছিল কেবলই একটি লিঙ্গুইস্টিক থিওরি, অচিরেই যুক্ত হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব, কিছুই প্রমাণ করা যায়নি, ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষার প্রতিটা শাখায় মোটামুটি কমন শব্দগুলি নিয়ে শব্দপরিবর্তনের এযাবৎ আবিষ্কার করতে পারা মোটামুটি স্বীকৃতি নিয়মের ওপর ভিত্তি করে খোঁজার চেষ্টা হয়েছে কেমন ছিল এই শাখাগুলির পরস্পর বিচ্ছেদের আগে ভাষার রূপ, তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটো-ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষা, বা পিআইই, কিন্তু নানান গবেষক নানান দিক থেকে এই রূপ কল্পনা করেছেন, কারও নির্মাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় যেন সংস্কৃত, কারওটা মনে হয় জার্মান। সর্বজনস্বীকৃত পিআইই কেউ আনতে পারেননি, ফলে, কিছুই প্রমাণিত নয়, আর্কিওলজিস্টরা নানানরকম আর্টিফ্যাকটস এনেছেন, এই হল আর্যসভ্যতা, কিন্তু অপর আর্কিওলজিস্টগণ তাকে অস্বীকার করেছেন, বা আবার আর্কিওলজিস্টরা যদি কোন সিদ্ধান্তের সমীপবর্তী হয়েছেন তো, লিঙ্গুইস্টরা বলেছেন, এটা আর্কিওলজিস্টদের কাজই নয়; একটি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত একটি ভাষার নিম্নতলে অবদমিত ভাষার চিহ্ন খুঁজে নতুন থিওরি আনা হয়েছে, এখানে গল্পটা আরও থ্রিলিং! একটি ভাষা আক্রমণকারীর ভূমিকায় অপর ভাষাটি আক্রান্ত, আক্রমণকারীর ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, আক্রান্তের ভাষা কিছু চিহ্ন রেখে মুছে গেছে— এরকম একটি আধুনিক থিওরি নিশ্চয়ই খুব আকর্ষণীয়, কিন্তু তর্ক হয়েছে যে, কেন আক্রমণ, বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যেও তো একটি ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় যায়, আজকের ভাষা দেখে কীভাবে প্রমাণ করা যাবে যে, পাঁচ হাজার বছর আগে দুই ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল! কিন্তু সাবস্ট্রাটাম এডস্ট্রাটাম

সুপারস্ট্রাটাম ভাষার চিহ্ন নিয়ে বৃহদাকার গবেষণা বই হয়েছে; শীতল এলাকায় মেলে এরকম উদ্ভিদ-প্রাণীদের নাম দিয়ে দেখানো হয়েছে, যেহেতু এই এই প্রাণীদের ওই ওই অঞ্চলে পাওয়া যায়, তাই ওই ওই অঞ্চলেই হোমল্যান্ড হয়ে থাকবে; অপর দল এই অঞ্চলে পাওয়া যায় কিন্তু এই অঞ্চলে না এরকম নাম যা আইই (ইন্দো-ইওরপীয়ান) ভাষাগুলিতে আছে, খুঁজে ঠিক বিপরীতটা প্রমাণ করে দিয়েছেন; কেউ এই ভাষা থেকে চারটি শব্দ এনে প্রমাণ করেছেন এরা সবচেয়ে প্রাচীন চিহ্ন ধরে রেখেছে, তাই এটাই সবচেয়ে প্রাচীন আর্যভাষা, তাই এদের দেশই হোমল্যান্ড; অন্যদল অন্য চারটে শব্দ এনে দেখিয়েছেন, না, এখানেই হোমল্যান্ড, একজন আর্কিওলজিক্যাল সাইট থেকে কিছু কঙ্কাল এনে দেখিয়েছেন আঘাতের চিহ্ন, তাই আক্রান্ত, অপরজন প্রশ্ন করেছেন, তাহলে আক্রমণকারী কে? তার মাথা তো অন্যরকম হবে! একজন মৃতদেহকে দক্ষিণ-পশ্চিমে শায়িত দেখে বলেছেন এটা আর্য, অন্য উত্তর-পূর্বে দেখে সেটা আর্য বলে দাবি করেছেন, ফলে হাজার হাজার পাতার লিটারেচার হয়েছে, কিন্তু, সিদ্ধান্ত হয়নি। এবং মজার কথা, হোমল্যান্ড বা উরহেইম্যাট খোঁজায় তাত্ত্বিকরা কখনই ক্লান্তি দেখাননি। ক্লান্তি এসেছিল, হয়তো বিরক্তিও, বা আশঙ্কা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ঘেন্না ধরে গেছিল মানুষের জাতীয়তাবাদের প্রতি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খোঁজ যারা রাখেন, খেয়াল করবেন গত কুড়ি-তিরিশ বছর ফের জাতীয়তাবাদ বিশ্বের নানান দিকে মাথাচাড়া দিচ্ছে, এবং পুনরায় এই নিয়ে খোঁজ শুরু হয়েছে। পুনরায় তর্ক। পুনরায় নতুন নতুন পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটছে এই ফিল্ডে। বর্তমানেও মজা কিংবা দুঃখের কথা যে, বেশ কয়েকটা হোমল্যান্ডের দাবি খুব মারাত্মকভাবে লড়াই দিচ্ছে। ভারতে যদিও বর্তমানে ব্যাপারটা পুরোপুরি রাজনৈতিক। উগ্র জাতীয়তাবাদী একটি দলের সমর্থকরা সবাই ইন্ডিয়া হোমল্যান্ডের সমর্থক। বাকিরা সকলে নেহাতই খোঁজ রাখেন না। তাদের একটাই মত, হোমল্যান্ড ভারত নয় তো ব্যস! আর কোনো ইন্টারেস্ট নেই। ভারতের লেখকরা মূলত ভারত যে নয়, সেটা 'প্রমাণ' করে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ মনে করেন। শুধু ভারতের বলব না, মাইকেল উইটজেলের মত অনেক লেখক আছেন, যাঁরা মূলত ভারত যে কেন হোমল্যান্ডের দাবিদার কোন মতেই হতে পারে না, সেটা প্রমাণ করতেই একটার পর একটা বই লিখে চলেছেন।

আমরা যাহোক, ভারত নয় কি হয় সেই তর্ক যাচাই করব, কিন্তু প্রথমেই ঘোষণা করা যায় যে, এই বইয়ের উদ্দেশ্য ভারত কিংবা অন্য কোনো দেশকে হোমল্যান্ড প্রমাণ করা মোটেই নয়। তাহলে কী? সেটা শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য, তার আগে খুব সংক্ষেপে এখনও জীবিত ও নড়েচড়ে চড়ছে এরকম গুটিকয়েক হোমল্যান্ড থিওরির পরিচয় নিয়ে অধ্যায় শেষ করব।

কুরগান থিওরি

এই থিওরি প্রথম ফর্মুলেট করেছিলেন Marija Gimbutas। যদিও উনিশ শতকেই জার্মান ফিলোলজিস্ট Theodor Benfey ও Otto Schrader এই প্রস্তাব রেখেছিলেন। Bug-Dniester (6th millennium), Samara (5th millennium), Kvalynsk (5th millennium), Sredny Stog (mid-5th to mid-4th millennia), Dnieper-Donets (5th to 4th millennia), Usatovo culture (late 4th millennium), Maikop-Dereivka (mid-4th to mid-3rd millennia) Yamna (Pit Grave) কালচার এর বিভিন্ন অংশ। কুরগান হাইপোথেসিস অনুযায়ী, প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ান ছড়িয়ে পড়েছিল একটি মাইগ্রেসানের দ্বারা কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী পন্টিক কাস্পিয়ান স্টিপল্যান্ড থেকে; মোলডোভা পশ্চিম ইউক্রেন, রাশিয়ার দক্ষিণ ফেডারাল ডিস্ট্রিক এবং ভোলগা ফেডারাল ডিস্ট্রিক ও পশ্চিম কাজাকিস্তান এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। চারটি বিভিন্ন পিরিওডে এই সংস্কৃতির ব্যাপ্তি। প্রথমটি কপার এজের Dnieper/Volga অঞ্চলে ব্যাপ্ত, এটি মূলত আর্কিওলজিক্যাল ও লিঙ্গুইস্টিক-পেলিওন্টোলজিকাল থিওরি, ঘোড়ার হাড় ইত্যাদি চিহ্নের ওপর এই সংস্কৃতিকে আর্য সংস্কৃতি বলে ধরা হয়। আর্লি থার্ড মিলেনিয়াম বিসিই নাগাদ এখান থেকে নোমাডিক-প্যাস্টরালিস্ট লোকজন ছড়িয়ে পড়ে পন্টিক কাস্পিয়ান স্টেপ ও ইস্টার্ন ইওরোপে। J.P. Mallory, Rildiger Schmitt, Colin Renfrew প্রমুখ এই তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। Mallory দেখিয়েছেন, যে অঞ্চলের লোকজনকে Gimbutas বলতে চাইছেন নোমাডিক-প্যাস্টরালিস্ট, তাদের রীতিমত ফর্টিফায়েড ওয়ালসহ সেমি-আর্বান সভ্যতা ছিল, প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত তথ্যগুলি হয় সেলফ-কন্ট্রাডিক্টরি, নয় 'রেজাল্ট অফ গ্রস মিসইন্টারপ্রিটেশান' (Mallory,

1989, 185)। Schmitt বলেছেন, "অনেককিছু বিষয়কে প্রোটো-ইন্দো-ইওরোপীয়ান বলে দেখানো যায় আপাতভাবে, কিন্তু প্রমাণ করা যায় না যে, এটাই প্রোটো-ইন্দো-ইওরোপীয়ান আর অন্যটা নয়" অর্থাৎ এরকম প্রমাণের ভিত্তিতে আরও অনেক সভ্যতাকে পিআইই দাবি করা যায় (Rüdiger Schmitt, 1974, 283)। এই তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটা খুবই একটা সাধারণ প্রবণতা। কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধের ওপর মূলত প্রমাণ-অপ্রমাণ চলতে থাকে, যেমন ঘোড়া। এখানে ঘোড়ার হাড় পাওয়া গেছে। কিন্তু যত জায়গায় হর্সবোন প্রমাণ পাওয়া যাবে, সবগুলিই আর্যসভ্যতা, এরকম দাবির সারবত্তা কী? Colin Renfrew মোটামুটি এই অ্যাস্পেক্টেই সমালোচনা করেছেন, তার মতে লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টলজি দিয়ে যেকোনো সভ্যতাকে যা কিছু প্রমাণ করা যাবে। যেহেতু প্রায় সব আইই ল্যাঙ্গুয়েজে ঘোড়ার প্রতিশব্দে মিল আছে, তাই পিআইই হোমল্যান্ডের কাছে 'ঘোড়া' ছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঘোড়ার প্রতিশব্দগুলি প্রমাণ করতে পারে না যে, কোন বিশেষ প্রজাতির ঘোড়া সম্বন্ধে পিআইই হোমল্যান্ডের আদি আর্যরা ওয়াকিবহাল ছিল। কে কীভাবে প্রমাণ করবে যে, তারা গাধাকেই ঘোড়া বলত না। সবকটি আইই ভাষায় ঘোড়ার প্রতিশব্দ এক, এবং যেহেতু তত্ত্ব অনুযায়ী পিআইই ডিস্পার্শান ঘটেছিল ৪০০০বিসিই নাগাদ, সুতরাং ধরে নেওয়া হয়, হর্স ডোমেস্টিকেশানের ডেট ৪০০০বিসিই, কিন্তু আর্কিওলজিক্যালি মানুষের দ্বারা ঘোড়া ব্যবহারের যে চিহ্ন প্রমাণ করা গেছে তা ১০০০বিসিই আগে না (Bryant, 2001, 39), যা যেকোনো লিঙ্গুইস্টিক-পেলিওন্টলজিক্যাল থিওরির জন্য ভীষণভাবেই খুব সাম্প্রতিক, যখন আর পিআইই ডিস্পার্শান সম্ভব না। এমতাবস্থায় কুরগান থিওরিকে মানতে হলে, কোনও কারণ ছাড়াই মেনে নিতে হবে যে, যেহেতু প্রায় সব আইই ল্যাঙ্গুয়েজে ঘোড়ার প্রতিশব্দ এক, তাই, নিশ্চয়ই হর্স-ডোমেস্টিকেশান হয়েই গেছিল। কিন্তু কেন সেটা মানবেন সকলে? এমনও তো হতে পারে যে, তারা ঘোড়া বা দ্রুতগামী বুনো গাধা দেখেছে, তারপর বিচ্ছেদের অনেক পরে যে যার মত হর্স-ডমেস্টিকেট করেছে। Stefan Zimmer ঠিক বিষয়টাই নির্দেশ করেছেন যে, 'the Proto-Indo-Europeans knew the horse, there is no proof that they necessarily knew the domesticated horse, and there is no linguistic evidence that they fought on horseback' (Zimmer, 1990a, 316-17) ।S. Kathrin

Krell দেখান যে, ইন্দো-ঈওরোপীয়ান ভাষাগুলিতে কৃষিসংক্রান্ত কমন ওয়ার্ডসের তালিকাও উল্লেখযোগ্য, তাই তাদের যাযাবর বলে দেগে দেওয়াটা জবরদস্তীমূলক; তিনি দেখান যে প্রায় প্রতিটি ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষায় *nāu যা নৌকার কগনেট একই। তার মানে তারা নেভিগেশানও জানত। Krell দেখান যে, আসলেই এই থিওরি সম্পূর্ণ আনসিস্টেমেটিক পদ্ধতিতে নির্মিত। যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেবার মত জবরদস্তি এর ভিত্তি:

> "Gimbutas seems to first establish a Kurgan hypothesis, based on purely archaeological observations, and then proceeds to create a picture of the PIE homeland and subsequent dispersal which fits neatly over her archaeological findings. The problem is that in order to do this, she has had to be rather selective in her use of linguistic data, as well as in her interpretation of that data. This is putting the cart before the horse. Such an unsystematic approach should have given her linguistic proponents real cause for questioning the relevance of her theory, especially if one considers that, by virtue of its nature, the study of PIE is first and foremost a matter for linguistic, not archaeological investigation. (Krell, 1998, 279-280)।

অ্যানাতোলিয়ান হোমল্যান্ড

ব্রিটিশ আর্কিওলজিস্ট Andrew Colin Renfrewকে আমরা Gimbutas -এর Kurgan-PIE Homeland Hypothesis-এর প্রবল বিরোধিতা করতে দেখেছি; কারণ, তাঁর নিজের পেট থিওরি আছে, তা হল অ্যানাতোলিয়ান হোমল্যান্ড থিওরি। এ একটা উল্লেখযোগ্য থিওরি, বলা যায় কুরগান হাইপোথেসিসের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৮৭-তে প্রকাশিত

"Archaeology and Language" নামক বইতে দেখাচ্ছেন, ৭০০০ বছর আগের এগ্রিকালচারাল এক্সপ্যানশান কীভাবে ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষাগুলির এফিনিটির জন্য দায়ী। রেনফ্রিউয়ের বইটির মূল উপজীব্য যদিও ইওরোপ। তিনি অ্যানাতোলিয়ায় সম্ভাব্য হোমল্যান্ড থেকে ইওরোপে এগ্রিকালচার এক্সপ্যানশানের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিস্তারের প্রক্রিয়াটি সামনে এনেছেন, কোনো বৃহৎ ইনভেশান বা মাইগ্রেশান নয়, ছোট ছোট শর্ট ডিসট্যান্স মুভমেন্টের মাধ্যমে কৃষিজীবী মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ বিস্তৃত হওয়ার কাহিনি, তাঁর বইয়ের মূল আলোচ্য। কিন্তু এই পদ্ধতিতে চটজলদি কিছু হবার নয়, তিনি পুরাতন ইনভেশান/মাইগ্রেশান তত্ত্বের টাইমলাইন বাতিল করে ৭০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ইওরোপে এই এক্সপ্যানশানকে দেখাচ্ছেন বইতে, "limited, relatively short-distance movements of early farmers from Anatolia into Greece shortly after 7000 B.C. and a series of transformations, cultural as well as linguistic, as the farming economy, carried by small local movements of village farmers, was propagated across Europe. Central and eastern Anatolia are thus seen as the earliest locatable home areas for very early Proto-Indo-European-speaking farmers and for their Mesolithic predecessor." (Crossland, 1988, 440)।

ভারতের ক্ষেত্রে তিনি বলছেন, "Space here does not allow adequate discussion of the eastern or Indo-Aryan part of the language distribution. My suggestion, however, is that the language of the Indus Valley civilization was already an Indo-European one (since the arguments identifying the Indus Valley script as recording a Dravidian language do not appear convincing). Finds at early farming sites such as Mehr- garh in Baluchistan may yet show that the basic farming economy in North India and Pakistan was an imported one. In that case the farming-spread model could apply there also. But if early farming was in fact indige-

nous to the Indian sub-continent, some other explanation, probably linked to the development of nomadic pastoralism, needs to be offered" (Crossland, 1988, 440-441)।

সিন্ধু সভ্যতার ভাষা হিসেবে তিনি চিহ্নিত করতে চান কোনো ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষাকে— এবং একটি অঞ্চল যার চারিপাশের সমস্ত এলাকার ভাষা ইন্দো-ইওরোপীয়ান, যে অঞ্চলের আশেপাশে কোথাও কখনও অন্যভাষার সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাদের স্ক্রিপ্ট পড়া না গেলেও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বলে যে, তাদের ভাষা আশপাশের ভাষাগুলির কারও প্রাচীন রূপ। ভাষাতাত্ত্বিক কারণেই যদিও Renfrew-এর তত্ত্বের প্রবল সমালোচনা হয়েছে। এই অঞ্চলের ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষা হিটাইটকে সবচেয়ে প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর থিওরি। Ronald Crossland ১৯৮৮তে Current Anthropology-তে প্রকাশিত আর্টিকেলে প্রশ্ন করেছেন, হিটাইট যদি সবচেয়ে প্রাচীন আইই ভাষা হয়, যদি এই অঞ্চল থেকেই পিআইই পপুলেশান মাইগ্রেট করে, তো হিটাইট এই অঞ্চলে কেন একটি অবলুপ্ত ভাষা? কেনই বা এর প্রভাব এই অঞ্চলের অন্যভাষাগুলির ওপর নেই? এবং কেন হিটাইট নিজেই Hurrian এবং Hattic ইত্যাদি ভাষাগুলির দ্বারা এত বহুলাংশে প্রভাবিত হয়ে বিলোপের পথে গেল? ১৯৯০-তে Stefan Zimmer তো Renfrew-এর থিওরির মূলভিত্তিটিকেই অস্বীকার করেছেন এই যুক্তিতে যে, wheat এবং barley যে দুটি শস্যের এগ্রিকালচারাল এক্সপ্যানশান দিয়ে Renfrew তাঁর থিওরি দাঁড় করিয়েছেন, এই দুটি শস্যেরই নাম আইই ভাষাগুলিতে বিভিন্ন। অর্থাৎ কিনা, পিআইই হোমল্যান্ডে এরা যখন একত্রে ছিল, তখন এরা এইসব ফসলের চাষাবাদ করত, সেটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না, এই থিওরি দাঁড় করাতে গেলে গোটা আইই ফ্যামিলির অধিকাংশ ভাষায় কৃষিসংক্রান্ত টার্মিনোলজি মোটামুটি এক হতে হত, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয় (Zimmer, 1990b, 319)। হিটাইট ভাষা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাব।

ইস্ট অ্যানাতোলিয়ান হোমল্যান্ড

পাঠকের মনে থাকার কথা, প্রায় দুই শতাব্দী আগে এই অঞ্চলেই James Parsons নোয়ার আর্ক নোঙর করিয়েছিলেন। যাহোক, আর্যতত্ত্বের

আলোচনায় নতুন সংযোজন আধুনিক ভাষাগুলিতে লোন-ওয়ার্ডস যেমন সাবস্ট্রাটাম এডস্ট্রাটাম ও সুপারস্ট্রাটাম খুঁজে এলাকা চিহ্নিতকরণ বা কোনো ভাষাকে স্বদেশী বা বিদেশী চিহ্নিত করার পদ্ধতিটি বর্তমানে জনপ্রিয়। Thomas V. Gamkrelidze এবং V. V. Ivanov ১৯৮৩ থেকে এই পদ্ধতিতেই ইস্ট অ্যানাতোলিয়ান হোমল্যান্ডের পক্ষে তর্ক করছেন। ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষাগুলিতে সেমিটিক শব্দের উপাদান চিহ্নিত করে ওই অঞ্চলকে পিআইই হোমল্যান্ড হিসেবে নির্দিষ্ট করার চেষ্টা এই তত্ত্বের প্রধান উপজীব্য। লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টোলজির দ্বারা ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষাগুলিতে উঁচু পর্বত হ্রদ উপত্যকা দ্রুতগামী নদী ইত্যাদি খুঁজে পেয়ে তাদের বক্তব্য হচ্ছে পিআইই হোমল্যান্ড হওয়া উচিৎ কোনো পার্বত্য উপত্যকা যেমন ইস্টার্ন অ্যানাতোলিয়ায় ককেশাস পার্বত্য এলাকা। অন্তত করে সেই অঞ্চল সেন্ট্রাল এশিয়ার সমভূমি, যেমনটি কিনা অন্য তত্ত্বগুলি দেখাতে চায়, তা হওয়া উচিৎ না। Gimbutas-এর শীতল কোনো এলাকার বদলে Gamkrelidze এবং Ivanov পিআইই হোমল্যান্ড হিসেবে কোনো উত্তপ্ত কঠিন এলাকাকে নির্দিষ্ট করতে চান যেখানে বানর হাতি ইত্যাদি উত্তপ্ত এলাকার প্রাণিদের বাস, কেননা, ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষায় এই প্রাণিদের নামের কগনেটগুলির মধ্যে মিল লক্ষ করা যায়। I. M. D'iakonov যিনি Balkan-Carpathian হোমল্যান্ডের পক্ষে লড়ছেন ১৯৮৫তে "On the Original Home of the Speakers of Indo-European" নামক Journal of Indo-European Studies-এ একটি প্রবন্ধে Gamkrelidze এবং Ivanov-এর তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। Witold Manczak-এর গবেষণা এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, আর্মেনিয়ান, যা কিনা Gamkrelidze এবং Ivanov-এর থিওরি মোতাবেক ইস্ট অ্যানাতোলিয়ার হোমল্যান্ডের ভাষা, সেই ভাষাতেই একটা বড় শতাংশ শব্দ আসলে নন-আইই সাবস্ট্রাটাম ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসা। এমতাবস্থায় আর্মেনিয়ান নিজেই এই অঞ্চলে বহিরাগত। তাই অন্তত সেই ভাষাভাষী এলাকাকে পিআইই হোমল্যান্ড বলা যায় না (Bryant, 2001, 43)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল,

যখন একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠক Gimbutas-এর লেখা পড়বে, সে চমকৃত হবে আর্কিওলজিতে লেখিকার অসাধারণ বুৎপত্তি দেখে, আবার

কেউ যদি Gamkrelidze ও Ivanov পড়েন, শ্রদ্ধার সঙ্গে খেয়াল করবেন লেখকদ্বয়ের অসংখ্য ভাষায় গভীর জ্ঞান, অথচ সিদ্ধান্তের জায়গায় এরা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করছেন; এবং এই ঘটনা এই তত্ত্বের ক্ষেত্রে কখনোই অস্বাভাবিক না। যেকোনো একজন স্কলারের যেকোনো একটি থিওরি পড়বার সময় কনভিন্সড না হলে উপায় নেই, উপায় নেই কোনো একজন পাঠকের পক্ষে যে, তিনি রীতিমতন পরিশ্রম না করে সেই তত্ত্বকে অপ্রমাণ করবেন। আবার অপরজন স্কলার যখন সেই তত্ত্বটিকে রিফুট করছেন, তখন তাঁর বক্তব্যও যথেষ্ট কনভিন্সিং। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সমস্ত গবেষকগণের আত্মবিশ্বাসী বক্তব্যগুলি। প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে এতটাই দৃঢ়তার সঙ্গে বক্তব্য রাখছেন, সেইসঙ্গে এতটাই দৃঢ়তার সঙ্গে অপোনেন্টকে অস্বীকার করছনে, এমনকি তাঁর স্কলারশিপ ও মেধা নিয়ে প্রশ্ন করছেন যে, মনে হবে, এর পর আর সত্যি কোনও কথা হয় না। Bryant একটি উদাহরণ দিয়েছেন ১৯৮৫-র "Journal of Indo-European Studies(13)" থেকে যেখানে Gimbutas লিখছেন "Primary and Secondary Homeland of the Indo-Europeans" নামক একটি প্রবন্ধ, এবং এই একই সংখ্যায় "On the Original Home of the Speakers of Indo-European" নামে আর একটি প্রবন্ধ লিখছেন D'iakonov। বিষয় এক, সময় এক, দুজনেই স্বক্ষেত্রে দিকপাল, Igor Mikhailovich Diakonov রাশিয়ান লিঙ্গুইস্ট ও হিস্টোরিয়ান, অ্যান্সিয়েন্ট নিয়ার-ইস্টার্ণ ল্যাঙ্গুয়েজগুলি ওপর তাঁর বুৎপত্তি লক্ষণীয়, অন্যদিকে Marija Gimbutas লিথুয়ানিয়ান আর্কিওলজিস্ট, প্রাচীন ইওরোপীয়ান সংস্কৃতির ওপর তাঁর গবেষণা ব্যাপক প্রভাব রাখে, মজার বিষয়, এখানে এই জার্নালে কুরগান হাইপোথেসিস প্রমাণ করার জন্য একজন লিখছেন ইন্দো-ইওরোপিয়ানরা ছিল যাযাবর, এবং না লিঙ্গুইস্টিক্স না আর্কিওলজি প্রমাণ করতে পারে, তাদের কোন উন্নত কৃষিসভ্যতা ছিল, "Neither archaeology nor linguistic evidence supports the hypothesis that the proto-Indo-European culture was in the stage of developed agriculture" (Gimbutas)। অপরজন লিখছেন, "The Proto-Indo-Europeans were not nomads: their well-developed agriculture and social terminology testifies against this; and so does history" (D'iakonov)। অর্থাৎ যে লিঙ্গুইস্টিক্স দিয়ে একজন

প্রমাণ করছেন, আর্যরা ছিল যাযাবর, সেই একই লিঙ্গুইস্টিক্স, মানে এগ্রিকালচার ও সোসাল টার্মিনলজি দিয়ে অপরজন প্রমাণ করছেন যে, তারা যাযাবর মোটেই ছিলেন না (Bryant, 2001, 43)।

এই পরিস্থিতিতে এই জার্নালের পাঠকরা কী সিদ্ধান্ত নেবেন? কী সিদ্ধান্ত নেবেন, যিনি এর কোনোটাই পড়ছেন না, কিন্তু তাঁর দেশের রাজনীতিতে এই বিষয়টার সমূহ গুরুত্ব আছে, যেমন, আমদের ভারত? সবগুলি সত্য? তা হতে পারে না। সবগুলি মিথ্যে? তা যদি হয় তো, হোমল্যান্ড কোথায় ছিল? ছিল কি আদৌ? একটি ভাষার ডটার ল্যাঙ্গুয়েজ অপর একটি ভাষা, তার আবার অনেকগুলি সিস্টারস ব্রাদারস আছে— এই পরিবারকেন্দ্রিক তত্ত্ব মানলে একটা না একটা কোথাও থেকে প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ানভাষী জনগোষ্ঠীকে তো যাত্রা শুরু করতেই হবে। শেষমেশ Frank H. Hankins-এর ১৯৪৮-এর সিদ্ধান্তই কি মেনে নিতে হবে যে, আর্যতত্ত্ব একটি প্রফেশনাল ইমাজিনেশান, কিংবা হয়তো কোনো হোমল্যান্ডে কোনো আদি আর্য জনগোষ্ঠী ছিল, কিন্তু, কবে ও কোথায়, তা আর জানা যাবে না, "Aryan doctrine was a figment of the professional imagination or that it was incapable of clarification because the crucial evidence was lost, apparently forever"? এবার মনে করুন, দুশো বছর আগে ম্যাক্স মুলার কী বলেছিলেন, "The actual site of the Aryan paradise, however, will probably never be discovered, partly because it left no traces in the memory of the children of the Aryan emigrants"। নাকি পরিবারকেন্দ্রিক ধাঁচাটিকে অস্বীকারের কোনো উপায় আছে, যা থেকে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছন সম্ভব? সেটা খতিয়ে দেখাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য।

a kind of mosaic picture of the fauna and flora of the original home of the Aryas, of their cattle, their agriculture, their food and drink, their family life, their ideas of right and wrong, their political organisation, their arts, their religion, and their mythology. The actual site of the Aryan paradise, however, will probably never be discovered, partly because it left no traces in the memory of the children of the Aryan emigrants, partly because imagination would readily supply whatever the memory had lost. Nor is the actual site a matter of great importance. Most of the Aryan nations in later times were proud to call themselves children of the soil, children of their mother earth, autochthones. Some thought of the East, others of the North, as the home of their fathers; none of them, so far as I know, of the South or the West. New theories, however, have their attractions, and I do not wonder that some patriotic scholars should have been smitten with the idea of a German, Scandinavian, or Siberian cradle of Aryan life. I cannot bring myself to say more than *Non liquet*. But if an answer must be given as to the place where our Aryan ancestors dwelt before their separation, whether in large swarms of millions, or in a few scattered tents and huts, I should still say, as I said forty years ago, 'Somewhere in Asia,' and no more.

'Somewhere in Asia and no more'

A page from Maxmullar's afore mentioned book.

ঘোড়া! আর্যতত্ত্বের সবচেয়ে আদুরে পেট। বলা যায় গোটা তত্ত্বটিরই একমাত্র বাহন হর্স-চ্যারিয়ট, হুইলড-কার্ট বা স্পোকড-হুইল। Witzel, Hock, Erdosy প্রমুখ ঐতিহাসিক তো এই তত্ত্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ন্যূনতম একটা প্যারাগ্রাফও লেখেননি যেখানে ঘোড়ার উল্লেখ নেই। ঘুরে ফিরে সেই ঘোড়া। ব্যাপারটা এইরকম যে কোনো একটি আর্কিওলজিক্যাল সাইটে একখন্ড ঘোড়ার হাড় পেলেই, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্যসভ্যতা এবং হরপ্পায় অল্পবিস্তর যে যে হর্স-ফাইন্ডিংস সবকটিকে কোনো না কোনো অজুহাতে অস্বীকার করতে, বা অনুল্লিখিত রাখতে পারলেই আর্যতত্ত্ব টিকে যায়। Hans Hock-এর বক্তব্য, "...no archaeological evidence from Harappan India has been presented that would indicate anything comparable to the cultural and religious significance of the horse... which can be observed in the traditions of the early IE peoples, including the Vedic Aryas. On balance, then, the "equine" evidence at this point is more compatible with migration into India than with outward migration." (Hans Hock, 1999, 13)।

ঘোড়া কি প্রাগৈতিহাসিক ভারতে সত্যি পাওয়া যায়নি? ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ D.K. Chakrabarty সম্পাদিত "History of Ancient India" Vol. II-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে Michel Danino-র "The Horse and the Aryan Debate" একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ৩০ থেকে ৪৩ পাতা জুড়ে যেখানে তিনি প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে ২০১৪-য় বই প্রকাশ পর্যন্ত সমস্ত আর্কিওলজিক্যাল সাইটে যে যে আর্কিওলজিস্ট যতগুলি হর্স-রিমেনস পেয়েছেন, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকা দেখলে, আশ্চর্য লাগে যে, কেন এখনও ইনভেশনিস্ট স্কুলের ঐতিহাসিকরা এই ঘোড়া নিয়ে তর্ক ছাড়তে পারেননি? যুক্তি দিয়ে একটা দুটো উদাহরণ অস্বীকার করা যায়। কিন্তু, এতগুলি উদাহরণ পাওয়ার পরও তর্ক সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে কীভাবে, এটা বোধগম্য হয় না। মনে হয়, ঘোড়া ছেড়ে ইনভেশনিস্ট স্কুলের ঐতিহাসিকদের অন্য বাহন নেওয়ার সময় এসেছে। নইলে আর্যতত্ত্ব টিকবে না।

আর্কিওলজিস্ট A. Ghosh-এর অসাধারণ বই "Encyclopaedia of Indian Archaeology" vol. 1 8 পাতায় প্রথম দেখব: "In India the ... true horse is reported from the Neolithic levels at Kodekal [dist. Gulbarga of Karnataka] and Hallur [dist. Raichur of Karnataka] and the late Harappa levels at Mohenjo-daro (Sewell and Guha, 1931) and Ropar and at Harappa, Lothal and numerous other sites. ... Recently bones of Equus caballus have also been reported from the proto -Harappa site of Malvan in Gujarat" (Ghosh, 1990, 4)। বিষয়টা এরকম নয় যে হরপ্পায় ঘোড়ার অবশেষ এই সম্প্রতি পাওয়া যাচ্ছে। Mortimer Wheeler নিজে প্রি-হরপ্পান মহেঞ্জোদরো ও বালুচিস্তানে পাওয়া ঘোড়ার উল্লেখ করছেন, "There is no evidence of any kind for the use of the ass or mule. On the other hand, the bones of a horse occur at a high level at Mohenjodaro, and from the earliest (doubtless pre-Harappan) layer at Rana Ghundai in northern Baluchistan both horse and ass are recorded. It is likely enough that camel, horse and ass were in fact all a familiar feature of the Indus caravans." (Wheeler, 1968, 82; first edition 1953)। প্রফেসর B.B. Lal দেখাচ্ছেন, Kalibangan, Ropar, Malvan এবং Lothal-এ হর্স-রিমেনস। (Lal, 1997, 162)। অপর আর্কিওলজিস্ট S.P. Gupta তাঁর "The Indus-Sarasvati Civilization – Origins, Problems and Issues" নামক বইয়ের ১৬০-৬১ পাতায় প্রফেসর লালের ফাইন্ডিংগুলির বিস্তারিত বিবরণ সংযোজন করেছেন। আর্কিওলজিস্ট S.R. Rao ১৯৮৫তে আর্কিলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে প্রকাশিত বই "A Harappan Port Town"-এর দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬৪১-৪২ পাতায় দেখছি, লোথালে পাওয়া হর্স রিমেনস কনফার্ম করতে আর্কিওজুওলজিস্ট Bhola Nath-এর সার্টিফিকেট উল্লেখ করেছেন। জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রেকর্ডে (LXI.1-2, 1963, pp. 1-64.) পাওয়া যাচ্ছে Bhoola Nath-এর "Advances in the Study of Prehistoric and Ancient Animal Remains in India – A Review" শীর্ষক পেপার। যেখানে তিনি বিভিন্ন হরপ্পান সাইটগুলিতে

পাওয়া ঘোড়ার অবশিষ্ঠাংশের পরীক্ষার বিভিন্ন জুওলজিস্টের করা রেকর্ডগুলি সংগ্রহ করছেন। হাঙ্গেরিয়ান আর্কিওলজুওলজিস্ট Sándor Bökönyi তাঁর ১৯৯৭ সালের বই "Horse Remains from the Prehistoric Site of Surkotada, Kutch, Late 3rd Millennium B.C. South Asian Studies" vol. 13-এর ২৯৯ পাতায় আর্কিওলজিস্ট A.K. Sharma-র খুঁজে পাওয়া গুজরাতের কচ্ছ এলাকার Surkotada-য় ১৯৯১তে হর্স রিমেনস পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য যে, Sándor Bökönyi এখানে সতর্কভাবে কচ্ছ অঞ্চলে পাওয়া একপ্রজাতির khur-এর সঙ্গে খননকার্যে পাওয়া ঘোড়ার শারীরিক গঠনের পার্থক্যও চিহ্নিত করছেন। এটা জরুরি ছিল। কেননা, হরপ্পা মহেঞ্জদরো সহ অন্যান্য ইন্দাস সাইটে পাওয়া ঘোড়ার নমুনাগুলি এযাবৎ অস্বীকার করা হয়েছে, সেগুলিকে khur কিনা এই সন্দেহে। তাঁর পরীক্ষার রিপোর্টটি তিনি ডিরেকটর জেনারেল, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কাছে জমা করেছিলেন ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩তে। রিপোর্ট জানাচ্ছে, "Through a thorough study of the equid remains of the prehistoric settlement of Surkotada, Kutch, excavated under the direction of Dr. J. P. Joshi, I can state the following: The occurrence of true horse (Equus caballus L.) was evidenced by the enamel pattern of the upper and lower cheek and teeth and by the size and form of incisors and phalanges (toe bones). Since no wild horses lived in India in post-Pleistocene times, the domestic nature of the Surkotada horses is undoubtful. This is also supported by an inter- maxilla fragment whose incisor tooth shows clear signs of crib biting, a bad habit only existing among domestic horses which are not extensively used for war" (Danino, 2014, 32)। P. K. Thomas, P. P. Joglekar ও ডেকান কলেজের অন্য কয়েকজন এক্সপার্টস গুজরাতের অন্যতম হরপ্পান সাইট শিকারপুরে হর্স রিমেনস কনফার্ম করেছেন আন্তর্জাতিক জার্নাল 'Man and Environment' XX (2) ১৯৯৫-এর ৩৯ পাতায়। শুধু হরপ্পান সাইট নয় সমসাময়িক এলাহাবাদ জেলার Belan উপত্যকার Koldihwaতে G. R. Sharma হর্স ফসিল চিহ্নিত

করেছেন (Sharma, 1980, 220- 221)। মধ্যপ্রদেশের চম্বল উপত্যকায় ২৪৫০বিসিই থেকে ২০০০বিসিই লেয়ার পর্যন্ত খননকার্যে M. K. Dhavalikar খুঁজে পেয়েছেন ঘোড়া থাকার প্রমাণ, তাঁর নিজের বক্তব্য, "The most interesting is the discovery of bones of horse from the Kayatha levels and a terracotta figurine of a mare. It is the domesticate species (Equus caballus), which takes back the antiquity of the steed in India to the latter half of the third millennium BC. The presence of horse at Kayatha in all the chalcolithic levels assumes great signif-icance in the light of the controversy about the horse" (Dhavalikar, 1997, 115)।

ইনভেশানিস্ট স্কুলের ঐতিহাসিকরা হয় এই সমস্ত ফাইন্ডিংগুলি অনুল্লিখিত রাখেন, অথবা, বলতে চান যে, এগুলি হতেও পারে onager (Equus hemionus onager) কিংবা khur (Equus hemionus khur), সাধারণ গাধা (Equus asinus) । কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন আর্কিওজুওলজিস্ট সেগুলিকে প্রকৃত গৃহপালিত ঘোড়া বা Equus ca-ballus কিংবা Equus caballus L হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। একটি মাত্র ক্ষেত্রে ১৯৯৭তে Richard Meadow ও Ajita Patel চ্যালেঞ্জ করেছেন ১৯৯৩তে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কাছে প্রদত্ত Sándor Bökönyi'র রিপোর্টটিকে। এবং মজার কথা ততদিনে এই চ্যালেঞ্জের উত্তর যিনি দেবেন Sándor Bökönyi ১৯৯৪তে মারা গেছেন, যারা বেঁচে আছেন যেমন A. K. Sharma, P. K. Thomas কিংবা P. P. Joglekar, তাঁদের এই লেখকরা এযাবৎ চ্যালেঞ্জ করেননি (Danino, 2014, 33)। এটা মজার, যুগপৎ দুঃখেরও! আরও দুঃখের কথা, এরপর থেকে Richard Meadow ও Ajita Patelকে কোট করে সমস্ত হর্স রিমেনস সোজা রিফিউট করে যাচ্ছেন ইনভেশানিস্ট স্কুলের ঐতিহাসিকরা। কিন্তু যখন তাঁরা ইওরোপের হর্স ইন্ট্রোডাকশান নিয়ে মন্তব্য করছেন, সেখানে আবার কোট করছেন Bökönyi'রই গবেষণা থেকে। উদাহরণ, J. P. Mallory-র Thames and Hudson, London থেকে ১৯৮৯তে বার হওয়া তাঁর "Search of the Indo-European: Lan-guage, Archaeology and Myth"-এর ২৭৩ পাতায়।

এখানে পরিষ্কার যে, এই স্কুলের ঐতিহাসিকরা তর্ক চালিয়েই যাবে একভাবে নইলে অন্যভাবে। সুতরাং দেখা যাক, ঠিক কত আগের হর্স রিমেনস ভারতের মাটিতে মিলছে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ১৯৯০এর নিজস্ব প্রকাশনা থেকে J.P. Joshi-র বই থেকে উদ্ধৃতি, "At Surkotada from all the three periods quite a good number of bones of horse (Equus Caballus Linn) have been recovered. The parts recovered are very distinctive bones: first, second and third phalanges and few vertebrae fragments" (Joshi, 1990, 381-382)। এই 'থ্রি পিরিওডস' হরপ্পান ম্যাচ্যুর ফেজের কন্টেম্পোরারি। আবার G. R. Sharma-র পূর্বোল্লিখিত বইতে দেখাচ্ছেন, "six sample absolute carbon 14 tests have given dates ranging from 2265 B.C.E. to 1480 B.C.E." (Sharma, 1980, 220- 221)। তবে সবচেয়ে উত্তেজনাকর আবিষ্কারটি আমাদের এযাবৎ আলোচ্য এলাকা থেকে ২০০০কিলোমিটার দক্ষিণে কর্ণাটকের Hallur, ১৯৬০এর খননকার্যে এখানে ঘোড়ার চিহ্নগুলি মিলছে, যার টাইমটা অবিশ্বাস্য ১৫০০ থেকে ১৩০০ বিসিই। হিসেব মত, আর্য বামুনদের টিকিটা হয়তো তখন সদ্য দেখা যাচ্ছে খাইবার পাসের ওধারে। কী ভয়ানক গতিতে ছুটত আর্য ঘোড়া! (Alur, 1971, 107-24)। K. R. Alur হলেন একজন আর্কিওলজিস্ট ও ভেটারিনারিয়ান, তো তিনি যখন এই রিপোর্ট প্রকাশ করছেন, দক্ষিণী মিডিয়া তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে দিয়েছিল। এমনকি, তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটে। আমরা জানি হরপ্পান সভ্যতার তামিল হেরিটেজের দাবি আর্য-আগমণ তত্ত্বের ওপরেই নির্ভরশীল, আর সেসময়ের তামিল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি মনে করুন। ফলে, ২০ বছর পর আবার সেই অঞ্চলে ফ্রেশ এক্সক্যাভেশান চালাতে হয়। এবং এবারেও যথারীতি আরও কিছু ঘোড়ার বডি-পার্টস খুঁজে পাওয়া গেল। K. R. Alur লিখছেন, "critics' opinion —cannot either deny or alter the find of a scientific fact that the horse was present at Hallur before the (presumed) period of Aryan invasion" (Alur, 1992, 562)। সুতরাং ইনভেশানিস্ট স্কুলের কেউ কেউ যেমন দাবি করেন, সমস্ত হর্স-রিমেনস আনডেটেড। ঘটনা তা নয়।

এটা ঘটনা যে, ইন্দাস সভ্যতার সমস্ত অ্যানিম্যাল-রিমেনসের মাত্র ২% হচ্ছে গিয়ে হর্স। এর উত্তরে আর্কিওলজিস্ট S.P. Gupta-র উত্তর হল, হর্স যেমন ২%, একইভাবে ক্যামেল ও এলিফ্যান্ট ২%এরও কম। কারণ কী? কারণ উঠ বা হাতি বা ঘোড়া হরপ্পানদের খাদ্যতালিকায় ছিল না। যারা ছিল খাদ্যতালিকায় যেমন মাছ, ছাগল, ভেড়ার হাড় সব সাইটেই পাওয়া গেছে প্রচুর। এবং সে সমস্ত ধরে খাদ্যতালিকা বহির্ভূত প্রাণিদের রিমেনস শতাংশের হিসেবে যথারীতি কমে দাঁড়াবে ২% (Gupta, 1996, 162)। A.K. Sharma-র বক্তব্য, "It is really strange that no notice was taken by archaeologists of these vital findings, and the oft-repeated theory that the true domesticated horse was not known to the Harappans continued to be harped upon, coolly ignoring these findings to help our so-called veteran historians and archaeologists of Wheeler's generation to formulate and propagate their theory of Aryan invasion of India on horse-back" (Bryant, 2001, 171)।

এবার প্রশ্ন 'হর্স ডিপিকশান ইন্দাস সিল ও ফিগারিনগুলিতে নেই কেন?' উত্তর, আছে ডিপিকশান, কিন্তু চাতুর্যের সঙ্গে মেনস্ট্রিম ঐতিহাসিকরা তা অনুল্লিখিত রেখেছেন। অথবা উল্লেখগুলি বিরোধিতা করার জন্য কখনও আলোচনায় আনলেও, তাদের ছবিগুলি পাঠকের সামনে আনা হয়নি। আর হর্স ডিপিকশান কনফার্ম করেছেন এসময়ের আর্কিওলজিস্টরা, এরকমটাও নয়। একেবারে প্রথমযুগের মার্শাল বা ম্যাকে প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন। Wheeler পূর্বোক্ত বইয়ের ৯২ পাতায় মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া টেরাকোটা হর্স পাওয়ার কথা লিখেছেন (Wheeler, 1968, 92)। E. J. H. Mackay লিখছেন, "Perhaps the most interesting of the model animals is one that I personally take to represent a horse. I do not think we need be particularly surprised if it should be proved that the horse existed thus early at Mohenjo-daro" (Mackay, 1938, 289)। এখানে ম্যাকের সংগৃহীত ছবিটি দেখুন:

হরপ্পান সাইট লোথাল, বালু প্রভৃতি এলাকাতেও পাওয়া গেছে হর্স ডিপিকশান। এখানে লোথালে পাওয়া হর্স ফিগারিন:

তবু এই কোনো উল্লেখই দরকার হবে না যদি আমরা ভীমবেটকা বা নর্মদা উপত্যকার মরতানা রক-পেন্টিংগুলি মনে রাখি। মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলার রতাপানি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারির মধ্যে সংরক্ষিত এই ভীমবেটকায় এমনকি হোমো-ইরেকটাসদের বসবাসের চিহ্ন বহন করে। এই দেশের মধ্যভাগে ঘোড়ার অ্যান্টিকুইটি নিয়ে যাদের তর্ক, তাদের একবার ভীমবেটকায় ঘুরিয়ে আনলেই মিটে যায়। মাইকেল উইটজেল, রোমিলা থাপার, জর্জ এর্দসি শিরীন রত্নাগররা ভুলেও ভীমবেটকার কোনও ব্যাখ্যা দিতে চাননি! কতদিনের পুরাতন ভীমবেটকার রক পেন্টিং? ভীমবেটকার অ্যান্টিকুইটি বহু পুরাতন। Javid Ali ও Javeed Tabassum জানাচ্ছেন, কিছু রক পেন্টিং যা চিহ্নিত করা যাচ্ছে, সেগুলি অন্তত ১০,০০০ বছর থেকে ২০,০০০ বছর পুরাতন (Ali and Tabassum, 2008, 19)। বিভিন্ন রক শেল্টারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ছবি পাওয়া গেছে, রক শেল্টার 8, যাকে বলা হয় Zoo Rock, কেননা এর ১৬টা প্রজাতির ২৫২টি প্রাণির ছবি, এখানে যে হর্সম্যানদের ছবি মিলেছে তার বেশিরভাগটা প্রাগৈতিহাসিক চালকোলিথিক এজের (৫,০০০ বিসিই থেকে ১,০০০বিসিই) (Ali and Tabassum, 2008, 16-24)।

শুধু হর্স না, আরও যা আরিয়ান ইনভেশান মিথকে ছড়াতে ব্যবহার করা হয়েছে তা হল, স্পোকড হুইল— "The first appearance of [the invading Aryans'] thundering chariots must have stricken the local population with a terror..." লিখছেন মাইকেল

114)। Witzel যদিও লিঙ্গুইস্ট, কিন্তু
উইটজেল, (Witzel, 1995, মাঝামাঝি মর্টিমার হুইলারারের রেসিয়াল থিওরির
স্পষ্টতই বিশ শতকের বক্তব্যে স্পষ্ট। ছবিটা এরকম দেখানোর চেষ্টা যে ইন্দাস
অনুরণন তাঁর যানবাহন ছিল না, আর্যরা দ্রুতগতিসম্পন্ন রথে চেপে লোকাল
সভ্যতায় লোকজনকে চমকে দিয়েছিল। বিশেষত স্পোকড-হুইল। কিন্তু,
ইন্দাস সম্পূর্ণই আলাদা। এপ্রসঙ্গে আমরা প্রফেসর B.B. Lal-এর
সত্যিটা একটি প্রেজেন্টেশান থেকে কোট করব, তাঁর ব্যবহৃত ছবি
পূর্বোল্লিখিত
সহ:

> It is absolutely wrong to say that the Harappans did not use the spoked wheel. While it would be too much to expect the remains of wooden wheels from the excavations, because of the hot and humid climate of our country which destroys all organic material in the course of time— the Harappan Civilization is nearly 5,000 years old, the terracotta models, recovered from many Harappan sites, clearly establish that the Harappans were fully familiar with the spoked wheel. On the specimens found at Kalibangan and Rakhigarhi, the spokes of the wheel are shown by painted lines radiating from the central hub to the periphery, whereas in the case of specimens from Banawali these are executed in low relief— a technique which continued even into the historical times.

সুতরাং, খুব পরিষ্কার, আর্য-আক্রমণ বা অভিভাসন ও হর্স বা স্পোকড-হুইল ইন্ট্রোডাকশানের যে মিথ গত দুশো বছরে নির্মাণ করা হয়েছে, তার বাস্তব প্রমাণ নেই। আমরা যা দেখলাম কল্পিত আর্য-আক্রমণ বা অভিভাসনের কল্পিত সময়কাল ১৫০০ বিসিইর অনেক আগেই ঘোড়া ও স্পোকড-হুইল ভারতীয় সভ্যতায় উপস্থিত।

তবু যদি, কিছুক্ষণের জন্য স্বীকার করে নিই যে, ১৫০০বিসিইতে আর্য আক্রমণের সঙ্গে ভারতে ঘোড়ার ইন্ট্রোডাকশান, এবং মেনস্ট্রিম ঐতিহাসিকদের হিসেব মেনে নিই যে, যা-ও বা হর্স-ডোমেস্টিকেশানের চিহ্ন পাওয়া যায়, তা খুবই কম, তাহলে ধরেই নেওয়া যায় ১৫০০বিসিইর আর্য-আক্রমণ বা অভিভাসনের পরে প্রচুর পরিমাণ হর্স ডিপিকশান বা ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া যাবে ঐতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে। কিন্তু, তা হয়েছে কি? একেবারেই না। তক্ষশীলা, হস্তিনাপুর বা উত্তরপ্রদেশের আত্রাঞ্জিখেরায় হর্স রিমেনন্স পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু, তা কখনই ইন্দাস সভ্যতায় পাওয়া টোটাল পার্সেন্টেজকে ক্রস করে যায়নি। আবার এই কেন্দ্রগুলিতে ঘোড়ার পাশাপাশি গাধার রিমেনসও উঠে এসেছে, সেখানে আর তর্ক নেই। অন্যদিকে সারনাথ, তামিলনাড়ুর অরিকামেধু, কর্ণাটকের ব্রহ্মগড়, অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনকুণ্ড ইত্যাদি ঐতিহাসিক কেন্দ্রগুলিতে না ঘোড়া না গাধা, কোনোটাই পাওয়া যায়নি, উড়িশার জৌগাদা বা কর্ণাটকের মাসকিতে গাধার রিমেনস মিলেছে কিন্তু ঘোড়া নেই (Nath, 1963, 1-64)।

সুতরাং, 'লো-পার্সেন্টেজ অফ হর্স রিমেনস' যদি প্রমাণ করে যে হরপ্পান সভ্যতা প্রি-বৈদিক, তাহলে সেই একই যুক্তি নিশ্চয়ই মৌর্য-কুশান-গুপ্ত যুগ অবধি চালু থাকা উচিৎ! সমাধান কী? মেনে নেওয়া যে ঘোড়া চিরকালই এদেশে একটা রেয়ার অ্যানিম্যাল। হতে পারে রেয়ারিটির কারণেই সে বৈদিক সাহিত্যে গুরুত্ব পেয়ে থাকবে।

এবার আসুন 'পোস্ট ইনভেশান' হর্স ডিপিকশানের ক্ষেত্রে। তক্ষশীলা, হস্তিনাপুর বা উত্তরপ্রদেশের আত্রাঞ্জিখেরায় হর্স ডিপিকশান অল্প দুএকটি সীলে যদিও পাওয়া গেছে, ভারতের বাকি আর যাবতীয় ঐতিহাসিক কেন্দ্রগুলি ঘোড়ার ব্যাপারে এক ভৌতিক নীরবতা পালন করেছে থার্ড সেঞ্চুরি বিসিই পর্যন্ত। ঘোড়া হল আর্যদের প্রধান সহায় এত বড় একটা জয় হাসিল করার জন্য! অথচ অকৃতজ্ঞের মত তারা ষাঁড়, ময়ূর, কুমির, ষাঁড় ইত্যাদিই এঁকে গেল, কিংবা হরিণ, উট, গন্ডার, মাছ, কচ্ছপ এমনকি ঘড়িয়াল বা কাঁকড়াবিছে। কিন্তু ঘোড়া পাত্তা পেল না পাঞ্চ-মার্কড কয়েনেজ না কোনো ইন্সক্রিপশান, না এমনকি তথাকথিত আর্য দেবতাদের বাহনগুলিতে। এমনকি ভয়ঙ্কর ইন্দ্র যিনি কিনা ঘোড়ায় চড়ে

এসে ইন্দাস সভ্যতা ধ্বংস করে দিলেন, তিনিও এখানে এসে ঘোড়া থেকে নেমে নিজের বাহন হিসেবে বেছে নিলেন একটা সাদা হাতি! এ এক প্রাগৈতিহাসিক অকৃতজ্ঞতার উদাহরণ! ডিপিকশান আমরা দেখব যেখানে ঘোড়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে একেবারে থার্ড সেঞ্চুরি বিসিই গ্রীক ইনভেশানের সময়, বুদ্ধিস্ট ইরা। অনেক পরিবর্তন দেখব আমরা এই যুগে এসে। সবচেয়ে আগে ভাস্কর্যে। অলঙ্কারহীন প্রিমিটিভ ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার এসময় থেকে অনেক স্টাইলাইজড, অলঙ্কৃত ও দর্শনীয়; ইন্দাস প্রভাব মুক্তির সময়। ভারতীয় দৃশ্যশিল্পে এরপর শুরু হয় এক অন্যযুগ।

ভারতের বাইরে অন্যত্রও কি হর্স রিমেনস অনেক অনেক পাওয়া গেছে? মোটেই নয়। এমনকি যে অঞ্চল থেকে ঘোড়া ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে সেই নর্থ আমেরিকাতেও ঘোড়ার কঙ্কাল আবিস্কার হয়নি যেমনটি আশা করা যায়। "This again underscores the point that lack of horse bones does not equal the absence of horse," লিখছেন মার্কিন ইন্ডোলজিস্ট Edwin Bryant (2001, p-175) । Elizabeth Wing লিখছেন, "Once safely landed in the New

Rakhigarhi: Terracotta wheel. The painted lines radiating from the central hub and reaching the circumference clearly represent the spokes of the wheel. Mature Harappan.
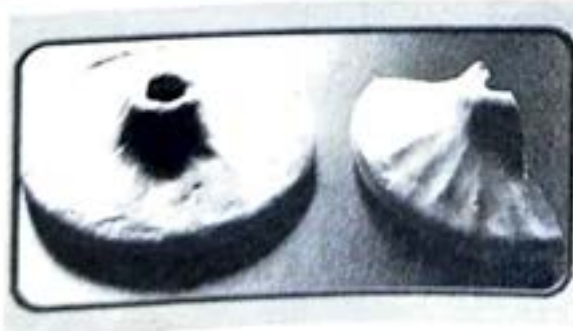
Banawali: Terracotta wheels showing the spokes in low relief. The specimen on the left is worn out but the spokes may still be seen. The specimen on the right, though broken, shows the spokes very clearly. Mature Harappan.

world, they are reported to have prospered along with cattle in the grazing lands, free of competitors and predators. Horse remains, however, are seldom encountered in the archaeological sites. This may be a function of patterns of disposal, in which remains of beasts of burden which were not usually consumed would not be incorporated in food or butchering refuse remains." (Wing, 1989, 78)।

COMMERCE AND TRANSPORT

2100 B.C. It appears to have died out with the break-up of the Larsa period after 1900 B.C.

What part the Harappans and the Kulli folk played in this trade is conjectural, but the Harappan coastal stations along the Pakistani Makran coast and the possible Kulli elements on the opposite side of the Gulf in Oman (above, pp. 17 and 60) suggest that the eastern half of the Persian Gulf trade was in Indian hands, and that the 'Persian Gulf' seals represent an alien but still Indianizing extension of this trade to the head of the Gulf.

Whether for overland traffic the 'ship of the desert' was used by the Harappans is less certain. The scapula of a camel, found at the considerable depth of 15 feet at Mohenjo-daro,[1] is the only direct local evidence for the existence of this animal at the time, but it receives slight support from a copper shaft-hole pick bearing the representation of a seated camel from a grave at Khurāb, near Bampur in Persian Makran,[2] where it probably dates from the second millennium B.C. Incidentally, this little figurine appears to have the forepart of a Bactrian camel and the single hump of a dromedary; though whether the disharmonic details correctly represent some lost variant remains uncertain. There is no evidence of any kind for the use of the ass or mule. On the other hand, the bones of a horse occur at a high level at Mohenjo-daro, and from the earliest (doubtless pre-Harappan) layer at Rana Ghundai in northern Baluchistan both horse and ass are recorded.[3] It is likely enough that camel, horse and ass were in fact all a familiar feature of the Indus caravans. Whether the elephant familiar to the Indus seal-makers was tamed for haulage is more conjectural, though one seal shows an elephant confronted by a 'manger' (p. 105) and others seem to indicate a back-cloth,[4] whilst a fragmentary skeleton was found in a high level at Mohenjo-daro. Elephant ivory was used but does not, of course, in itself imply domestication.

Terracotta models show that the two-wheeled ox-cart was familiar to the Harappans, apparently with solid (probably 'three-plank') wheels comparable with the semi-solid wheels of country-carts in Sind today.

[1] Marshall, I, p. 28; II, p. 660.
[2] Aurel Stein, *Archaeological Reconnaissances in N.W. India and S.E. Iran* (London, 1937), p. 141 and pl. XVIII, Khur, E. i, 238; and now Mrs K. R. Maxwell-Hyslop and F. E. Zeuner in *Iraq*, XVII (1955), pp. 161 ff. There is slight evidence (from Abydos and Abusir-el-Malik) that the camel may have been known to Egypt in late predynastic times. See V. Gordon Childe, *New Light on the Most Ancient East* (London, 1952), pp. 65, 102; F. E. Zeuner, *A History of Domesticated Animals* (London, 1963), p. 350.
[3] E. J. Ross, 'A Chalcolithic Site in Northern Baluchistan', *Journ. Near Eastern Studies*, V, no. 4 (Chicago, 1946), p. 296.
[4] Zeuner, *op. cit.* p. 286.

82

মর্টিমার হুইলারের ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত বইয়ের একটি পাতা, যেখানে তিনি মহেঞ্জোদারোতে ঘোড়ার হাড় পাওয়ার কথা জানাচ্ছেন

সম্ভবত, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে, মোট বহনের জন্য যার ব্যবহার, তার মাংস খাওয়ার চল খুবই কম। ফলে, প্রাগৈতিহাসিক সাইটগুলিতে হর্স রিমেনস অপ্রতুল। এই একই অবসার্ভেশান ভারতীয় আর্কিওলজিস্ট এস.পি. গুপ্তারও, আমরা দেখেছি, ইন্দাস সভ্যতার আলোচনায়।

কিন্তু এসব আলোচনাই অসার, যদি এই প্রশ্ন কেউ করেন যে, যেকোন সময়েই ভারতে ঘোড়া আসতে পারে, তা সে ১৫০০বিসিই কিংবা আগে, তা কী করে প্রমাণ করবে যে এটা হয়েছিল আর্যদের দ্বারা। হরপ্পার সঙ্গে বিস্তৃত ট্রেডরুট আমরা দেখেছি, মেসপটেমিয়া থেকে ইরাণ আফগানিস্তান হয়ে তুর্কমেনিস্তান, তো ঘোড়া যখন সেসব জায়গায় উপস্থিত, হরপ্পান বণিকদের স্থলপথে বাণিজ্যযাত্রাও ছিল, তখন হরপ্পার মানুষদের দ্বারাই এখানে ঘোড়া না আসার কী আছে। সুতরাং, যদি সব প্রমাণ বাতিল করে ধরে নিই, ঘোড়া সব এখানে ১৫০০বিসিইর পরেই এসেছে, তো ঘোড়া আসছে, আর্যদের আসতে হবে কেন? পরিস্কার যে, ঘোড়ার প্রসঙ্গটাই অপ্রাসঙ্গিক। ঘটনা হল, রেয়ার: কিন্তু, ঘোড়া ছিল এই উপমহাদেশে খুব শুরু থেকে, তা যদি আর্যদের দ্বারা আসে, তো আর্যরা এসেছে উপস্থাপিত সময়ের অনেক আগে, যখন থেকে ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে।

এবার প্রশ্ন ডিপিকশান নিয়ে! হরপ্পান সিলে ঘোড়ার ডিপিকশান নেই কেন? উত্তর হল নেই নয়, যথারীতি আছে, কিন্তু, যদি নাও থাকে। "wolf, cat, deer, Nilgai, fowl, jackal are rarely or never found in Harappan art but their presence has been attested by bones." (Gupta, 1996, 162)। খুব সংগত প্রশ্ন আমরা যোগ করতে পারি, উট, সিংহ ও গরুর ডিপিকশান হরপ্পান আর্টে কোথাও নেই, কিন্তু এরা যে ছিল উপস্থিত, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ষাঁড় আছে, কিন্তু গরু কোথাও নেই। বেদে গোসম্পদকেও পূর্বাপর এক চূড়ান্ত মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে, ষাঁড় সেখানে এক দুর্দান্ত শক্তির প্রতীক। ঋকবেদে ষাঁড়ের উল্লেখ পাওয়া যায় বহুবার।[৬] অসংখ্য হরপ্পান শীলে ষাঁড় পাওয়া যায়, ষাঁড় হরপ্পান সভ্যতার প্রায় আর একটা টাইপ-আইকন। কিন্তু মজার ব্যাপার, একটাও শীলে গরুর উপস্থিতি নেই। তাহলে, ধরে নেব, সেখানে ষাঁড় ছিল, কিন্তু, গরু ছিল না? K. D. Sethna আর একটি ভাল প্রশ্ন করেছেন, "Was the unicorn a common animal of the

proto-historic Indus Valley?" সঠিক প্রশ্ন, ইউনিকর্ন এত এত বার এসেছে, কিন্তু এরকম একশৃঙ্গ হর্স-লাইক বুল কি পৃথিবীতে ছিল কখনও? যার ডেপিকশান নেই, সে যদি উপস্থিত থাকতে না পারে তো, যার ডেপিকশান আছে, সে নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিল। কিন্তু ঘটনা তা নয়। মাইকেল ডানিনু এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল মন্তব্যটি করেছেন, "the Indus seals were not intended to be zoological handbooks." (Danino, 2014, 38) । এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে যে, ঋকবেদের ঘোড়াকে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেখানে দেবতা, এই অবস্থায় ঘোড়ার ডেপিকশান দরকার ছিল। ঋকবেদে কি কোনো মূর্তিনির্মাণের কোনো রেফারেন্স একবারের জন্যও পাওয়া যায়? ঋকবেদে কোথাও কি মূর্তিপূজার উল্লেখ আছে? অন্তত মূর্তি কথাটার কোন উল্লেখ আছে? বা এমনকি তার কোনো প্রতিশব্দ? উত্তর হল, 'না'।

এখন আমাদের আর একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে, বৈদিক 'অশ্ব' আদৌ ঘোড়া (Equus Caballus Linn) তো? বেদের ঘোড়া হতেও পারে Equus hemionus onager কিংবা Equus hemionus khur, বা Equus asinus। ঋকবেদে কোথায় লেখা আছে যে, অশ্বমেধের ঘোড়া বিশুদ্ধ Equus Caballus Linn হতে হবে? ঋকবেদে অশ্বমেধের বর্ণনায় আমরা দেখেছি ঘোড়ার চৌত্রিশটা রিবস আলাদা আলাদা করে কাটার বর্ণনা। পরবর্তী বৈদিক টেক্সট শতপথ ব্রাহ্মণেও এই বর্ণনা একই থাকে (Shatapatha Brahmana, 13.5.)। প্রকৃত যে প্রাণিটিকে বর্তমানে আমরা ঘোড়া বলে চিহ্নিত করি Equus Caballus Linn, তার কিন্তু দুই পাঁজরে ১৮+১৮= ৩৬টা রিবস। Paul Manansala তাঁর "A New Look at Vedic India", নামক আর্টিকেলে দেখাচ্ছেন, বেদে বর্ণিত অশ্ব হতে পারে শিবালিক পর্বতের পাদদেশে অ্যাভেইলেবল Przewalski horses (Equus ferus przewalskii), যাদের একটি সাবস্পিসিসের ৩৪টা রিবস হয়। এটি ছোট গাট্টাগোট্টা বর্তমানে অবলুপ্ত প্রজাতি। তাঁর মতে, "So the horse of India, including that of the asvamedha sacrifice in what is regarded as the oldest part of the Rgveda, is a distinct variety native to southeastern Asia." (http://asiapacificuniverse.com/pkm/vedicindia.html)।

তবে, এবার আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে। ঘোড়া তো নয় ঋকবেদে কথাটি অশ্ব? আমরা জানি ভাষাতত্ত্বের সাধারণ নিয়ম শব্দার্থসংকচন ও বিস্তারের নিয়ম। যে নিয়মে 'মন্দির' মানে যেকোনো গৃহ, পরে তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'দেবতার গৃহ'; 'সন্দেশ' মানে 'সুসংবাদের সঙ্গে প্রেরিত মিষ্টান্ন', পরে তা কেবল 'একপ্রকার মিষ্টান্ন'; 'মৃগ' মানে যেকোনো প্রাণি, পরে হয়ে উঠছে 'কেবল হরিণ'; 'অশ্ব' শব্দটি তৈরি হয়েছে, 'অশ্+ব(ক্বন্)-ক। 'অশ্ ধাতুর অর্থ, বহন করা, ব্যপ্ত করা। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' অনুসারে, 'অশ্ বহন করে যে, সেই অশ্ব। এই অশ্ হল 'অস্তিত্বের শক্তিবিচ্ছুরণ' বা ব্যপ্তকরণ শক্তি। কারণ অশ্ হল ছাই, জগতের ছাই, যে ছাই মাখেন শিব। এ ছাই হল সর্বজ্ঞানকর্মফলের সার। অশ্বেরা এটা মাখে না, বহন করে, তাই তাদের 'অশ্ব' বলা হয়। সর্বপ্রকার 'ঘট' বা 'ঘটনা' ঘটাতে পারে বলে এরাই 'ঘোটক' পদবাচ্য। সেই সুবাদে সমাজসংগঠনের স্পেশালিস্টরা প্রত্যেকেই সমাজীবনের অশ্ব। তাঁর মানে, একালের ভাষায় যাদের এক্সিকিউটিভ বলে, তাদের আদি পুরুষদেরই অশ্ব বলা হত।... এঁদের মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ট উচ্চৈঃশ্রবাঃ", (বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ১ম খণ্ড, ভাষাবিন্যাস, কলকাতা, পৌষ, ১৪১৭)। ইন্দ্রের বাহন, মানে প্রধান পরামর্শদাতা। এই 'অশ্' = ছাই-এর ইওরোপীয়ান কাউন্টারপার্টও একইভাবে ব্যাঞ্জনাময়। কলিম খান রবি চক্রবর্তী উল্লেখ করছেন Ash Wednesday, Ash-tree= the ash tree binding together heaven earth and...etc.। ঋকবেদ তো প্রাচীন সাহিত্য, আজকের ডিকশনারি মেনে ঋকবেদ পড়লে হবে কেন! পড়তে হবে শব্দগুলির মূল ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে। হাজার হাজার বছর আগে রচিত একটি কবিতার সংকলন যদি বর্তমানে প্রচলিত অর্থ ধরে নিয়ে পাঠ করা হয় তো সর্বনাশ! আমরা ঠিক সেটাই দেখেছি ইওরোপীয়ান ইন্ডোলজিস্টরা গত দুশোবছরে করে গিয়েছেন। এছাড়া আছে ঋকবেদের সিম্বলিজম। প্রতীকগুলিকে ব্যাখ্যা না করতে পারলে, কিছুই পড়া হয় না। যদি প্রতীক না হয়, কী এর অর্থ, যখন বৈদিক কবি লেখেন, 'সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ', মানে সমুদ্র হতে উঠে আসা মধুর ঢেউ (৪র্থ মণ্ডল, ঋক ৫৮, শ্লোক ১)? কিংবা, 'অর্ষন্ত্যূর্মেয়ো ঘৃতস্য মৃগা ইব ক্ষিপণোরীষমাণাঃ', মানে 'ঘৃতের ঢেউ উঠেছে ব্যাধের নিকট হতে পলানপর মৃগের ন্যায়ে গতি তার' (৪র্থ মণ্ডল, ঋক ৫৮, শ্লোক ৬)। কিংবা 'অবিন্দয়ু দর্শতমপ্স্বন্ত দেবাঁসো অগ্নিমপসি স্বসৃণাম্' 'দর্শনীয় অগ্নিকে যজ্ঞের জন্য দেবগণ ভগিনীরূপে জলের মধ্যে

প্রাপ্ত হয়েছেন' (৩য় মণ্ডল, ঋক ১, শ্লোক ৩, অনুবাদ: রমেশচন্দ্র দত্ত)। যেমন কখনও ঘৃতের নদী উঠে আসছে সমুদ্র হতে, কখনও মধুর কূপ। কখনও অন্ধকারের গুহায় লুকিয়ে থাকা আটটি সূর্য, আক্ষরিক অর্থে কী মানে হয় এসবের? আজ যখন ব্যাবিলনীয়ান গ্রীক ইজিপশিয়ান মিথলজির স্তরে গভীর ব্যাঞ্জনাত্মক পাঠের প্রতি আধুনিক স্কলাররা গুরুত্ব দিচ্ছেন, কেন ঋকবেদ পড়তে হবে সেই জার্মান ব্রিটিশ স্কলারদের অনুসরণ করে? কেন ইতিহাসের ভারতীয় পাঠকরা সেই কলোনিয়াল হ্যাংওভার কাটিয়ে উঠতে পারবেন না যে, তারা বেদ পড়বেন, বেদের নির্দেশ অনুসরণ করে, যেভাবে ঋকবেদের ৪র্থ মণ্ডলের তৃতীয় ঋকের ১৬তম শ্লোকে বলা হয়েছে, এই গোপন শব্দাবলীর গোপন অর্থ কেবল জ্ঞানীর কাছেই প্রকাশ্য। কীসের প্রতি ইঙ্গিত? ঋকবেদের শব্দার্থপাঠ? ব্যাঞ্জনার্থ?

১৯২০-র দশকে হরপ্পান সভ্যতা আবিষ্কার ও ঘোড়া নিয়ে তর্ক শুরু হবার অনেক আগে শ্রী অরবিন্দ ১৯১৪-র অগাস্টে প্রকাশিত তাঁর "The Secret of the Veda"-য় লিখছেন,

> "The cow and horse, *go* and *a'sva*, are constantly associated. Usha, the Dawn, is described as *gomatī a'svavatī*; Dawn gives to the sacrificer horses and cows. As applied to the physical dawn *gomatī* means accompanied by or bringing the rays of light and is an image of the dawn of illumination in the human mind. Therefore *a'svavatī* also cannot refermerely to the physical steed; it must have a psychological significance as well. A study of the Vedic horse led me to the conclusion that *go* and *a'sva* represent the two companion ideas of Light and Energy, Consciousness and Force, which to the Vedic and Vedantic mind were the double or twin aspect of all the activities

of existence.

It was apparent, therefore, that the two chief fruits of the Vedic sacrifice, wealth of cows and wealth of horses, were symbolic of richness of mental illumination and abundance of vital energy. It followed that the other fruits continually associated with these two chief results of the Vedic karma must also be capable of a psychological significance. It remained only to fix their exact purport." (p-40)।

অ্যানথ্রোপলজিস্ট Edmund Leach অশ্বের উল্লেখগুলির সম্পূর্ণ অন্য একটা দিক সাজেস্ট করেছেন। সেই বস্তুগুলি আমরা সাধারণত দেবতাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করি, যা দামি, যা সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে নয়। সেকারণেই খুব গরিব সাধকের গানে দেবীমুর্তি বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা হন। এর মানে সেই সাধক খুব ধনী ব্যক্তি তা নয়, বরং স্বর্ণের রেয়ারিটি তাঁর কল্পনাকে উজ্জিবিত করে আরও আরও সোনার গহনায় প্রিয় দেবীকে ভরিয়ে দিতে। ঋকবেদের পাওয়া সমাজ, যেহেতু এ হল কবিতা, ধর্মীয় কবিতা, প্রকৃত সমাজচিত্র কতদূর দিতে পারে! অশ্বের বারংবার উল্লেখ অশ্বের দূর্লভ্যতাই চিহ্নিত করে, এমনটাও হতে পারে। আর এই দুর্লভ্যতা আরও স্পষ্ট যখন সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃতের সঙ্গে উঠে আসছে অশ্ব। আর্কিওলজিও এই রেয়ারিটিকেই নিশ্চয়তা দেন, কি হরপ্পান সাইটগুলিতে কি ঐতিহাসিক সাইটগুলি। প্রকৃত সমাজে অশ্বের অপ্রতুলতাই ঋকবৈদিক কবিকে আরও আরও উৎসাহিত করেছে, এই মূল্যবান বস্তুটিকে তাঁর প্রিয় দেবতার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করতে। Edmund Leach-এর নিজের ভাষায়, "The prominent place given to horses and chariots in the Rig Veda can tell us virtually nothing that might distinguish any real society for which the Rig Veda might provide a partial cosmology. If anything, it suggests that in real society (as opposed to

its mythological counterpart), horses and chariots were a rarity, ownership of which was a mark of aristocratic or kingly distinction." (Leach, 1990, 240)।

ভারতের ইতিহাসের কলোনিয়াল টাইমলাইন অনুসারে হরপ্পান সভ্যতার পর বৈদিক সভ্যতা। কিন্তু ঋকবেদে যে প্রিমিটিভ সমাজজীবন, পোস্ট হরপ্পান ইতিহাস আমাদের কাছে এখন স্পষ্ট, হরপ্পান সভ্যতা সম্বন্ধেও বিস্তারিত জেনেছি আমরা গত কয়েকটি অধ্যায়ে, ইন্দাস ইন্টিগ্রেশান ফেজ ও লেট হরপ্পান পেইন্টেড গ্রে-অয়ার কালচার ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত, ভারতের ইতিহাসের কোনো সময়কেই কি বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বৈদিক সময় বলা যায়? এছাড়া, ঋকবেদ কি ইতিহাস বই? ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান তার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাকে আক্ষরিক অর্থে ধরলে একজন বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক কি পাঠককে মিসগাইড করবেন না?

তবু, সব প্রশ্ন সরিয়ে রেখে যদি ধরে নিই যে, যখনই হোক, যেখান থেকেই হোক, আর্যরা এদেশে এসেছে, তারাই এই অঞ্চলে ঘোড়া ইন্ট্রোডিউস করেছে, এবং তাদের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে নেটিভরা পিছু হঠে গেছে, তাহলে ঋকবেদে নেটিভ বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে সেই 'পানির' বা 'দাস' বা 'দস্যু'দের হাতে অশ্ব এল কীভাবে? ঋকবেদের ৪র্থ মণ্ডলের ২৮ নং ঋক দেখুন, এমন নয় যে সেগুলি আর্যদের থেকে চুরি করা। বরং দেবতা ইন্দ্র নিজে যাচ্ছেন সেখানে তার হিউম্যান কনসর্ট সোমকে সাহায্য করছেন, ইন্দ্রকে সেখানে তুলনা করা হয়েছে একজন চোরের সঙ্গে। 'চোর যেরূপ কার্যবশত রক্ষাশূন্য দুর্গমস্থানে গমনকারী ব্যক্তিকে বধ করে, সেরূপ ইন্দ্র বহু সহস্র দস্যুদের সকলকে বধ করে ছিলেন' (৩ নং শ্লোক)।৫ নং শ্লোকে দেখুন, 'হে সোম ও ইন্দ্র! তোমরা মহান অশ্বসমূহ ও গোসমূহ দান করেছ, লুক্কায়িত গোবৃন্দ ও তুমি বলদ্বারা বিমুক্ত করেছ..."। খুব পরিস্কার, এখানে সোম ও ইন্দ্র, দস্যু যাদের বলা হচ্ছে সেই দলের সকলকে হত্যা করে তাদের নিজস্ব গো ও অশ্ব কেড়ে নিয়ে আসছেন। কিন্তু যদি ইন্দ্র হয় আর্য, আর দস্যু মানে দাস মানে নেটিভ ইন্ডিয়ান, যেমনটি পঞ্চদশ শতকের আমেরিকায় স্পেনিয়ার্ডরা, অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশরা করেছিল, তো সেই নেটিভ ইন্ডিয়ানদের হাতে ঘোড়া এল কীভাবে!

এরকম একটি জায়গাতেই নয়। অন্যত্রও যাদের কলোনিয়াল কনসেপ্ট অনুযায়ী আর্যদের আইকন ইন্দ্রের শত্রুপক্ষ, অর্থাৎ কিনা নেটিভ ইন্ডিয়ান চিহ্নিত করা হয়েছে তারাও যথারীতি গোসম্পদ অশ্বসম্পদের মালিক। যেমন ঋকবেদ ১০ম মণ্ডল, ১০৮নং ঋক, যেখানে ইন্দ্রের দূতী সুন্দরী সরমার সঙ্গে কথা হচ্ছে 'নেটিভ' পণিদের, যথারীতি এখানেও সরমার উদ্দেশ্য পণিদের সংগ্রহে থাকা গো ও অশ্ব সম্পদ কেড়ে নিয়ে যাওয়া। পণিরা বলছে, 'হে সুন্দরী সরমে! তুমি স্বর্গের শেষসীমা হতে আসছ,... আমাদের ধন পর্বতদ্বারা রক্ষিত, এ গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পদে পরিপূর্ণ। যারা উত্তমরূপ রক্ষা করতে পারে এরূপ পণিগণ সে ধন রক্ষা করছে, তুমি গাভীর শব্দ শুনে এ স্থানে এসেছ, কিন্তু বৃথাই তোমার আসা..." ইত্যাদি। প্রশ্ন হল, যে পণি, দাস বা দস্যুদের ইন্দ্রের শত্রু হওয়ার কারণে অ্যাবরিজিন্যাল ইন্ডিয়ান ট্রাইব বলা হচ্ছে, তাদের হাতে আবার অশ্ব কীভাবে আসে! আরও প্রশ্ন, পণি যারা এখানে, নিশ্চিত করেই অন্যতম একটি ঋকবৈদিক ক্লাস, কোন ক্লাস? যাদের হাতে সম্পদ। কোন সম্পদ? বস্তুবাদী দৃষ্টিতে, কৃষক ও পশুপালক সমাজের মূল চালিকাশক্তি। মনে আছে ৪র্থ মণ্ডলের ২৮নং ঋকের ৫ নং শ্লোকে, 'হে সোম ও ইন্দ্র! তোমরা মহান অশ্বসমূহ ও গোসমূহ দান করেছ, লুক্কায়িত গোবৃন্দ ও ভূমি বলদ্বারা বিমুক্ত করেছ..."। বিমুক্ত করে, দান করছেন ইন্দ্র। সম্পদের ডিস্ট্রিবিউশান? যুদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা হোক, কেননা, দেখুন ১০ম মণ্ডলের সেই বিখ্যাত কথোপকথন: সেখানে পণিগণ সরমাকে বোঝাচ্ছে, "হে সরমা, দেবতারা ভয় প্রদর্শন করে তোমাকে এই স্থানে পাঠিয়েছে, সে নিমিত্তই তুমি এসেছ। তোমাকে আমরা ভগিনীরূপে পরিগ্রহ করছি, তুমি আর ফিরে যেও না। হে সুন্দরি! তোমাকে এ গোধনের ভাগ দিচ্ছি" (১০৮তম ঋক, ৯ম শ্লোক)। অরবিন্দকে অনুসরণ করে যদি পাই, গো হল আলোর প্রতীক, অশ্ব হল শক্তি, ইন্দ্র হল কসমিক অর্ডার, বৃত্র, পণি, দস্যু ইত্যাদিরা সেই অর্ডারের বিরুদ্ধ শক্তি, কেননা, এই ১০৮তম ঋকের শেষ শ্লোকে কোনও প্রলোভনে পা না দিয়ে সরমা বলছে, "হে পণিগণ! এস্থান হতে দূরে পালাও, পর্বতের গুহা থেকে মুক্ত হয়ে গোসম্পদ রীতির ('ঋর্তেন') আশ্রয়ে যাক।" রীতি মানে যদি ধরি সেই কসমিক অর্ডার যে, সম্পদ সকলের, পর্বতের কন্দরে কুক্ষিগত থাকাটা অনিয়ম! একই ভাবে বৃত্রকে হত্যা করে ইন্দ্র জলসম্পদ মুক্ত

করছে, কৃষিকর্মের প্রসারের যুগ, অরবিন্দের এই ব্যাখ্যা 'বিদেশী আর্যদের সঙ্গে নেটিভদের লড়াইয়ের' কলনিয়াল ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত নয় কি?

এই সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখলে, ঘোড়া পাওয়া বা না পাওয়া নিয়ে সম্ভবত আর কোনও তর্ক অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে ওঠা উচিৎ নয়। হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবত আর্য-আক্রমণ-আগমন তত্ত্বের পরিসমাপ্তি হওয়া উচিৎ ছিল। এই সভ্যতা আবিষ্কারের আগে যেমনটি ভাবা হত যে ভারত ছিল অসভ্য কালোমানুষদের দেশ, পশ্চিম থেকে সাদা সুসভ্য আর্যরা এদেশে সভ্যতার আলো নিয়ে এসেছে, যে কারণে তিলক থেকে বিবেকানন্দ বা দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যতত্ত্বকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, হরপ্পায় বালুচিস্তানে মেহেরগড়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর সভ্যতাগুলি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা তথা এর ফলশ্রুতি আর্যতত্ত্ব বাতিল হওয়া উচিৎ ছিল, বদলে এর খননকার্যে পাওয়া তথ্যাদিকে যে যার মত ম্যানিপুলেট করে পুরাতন তত্ত্বের সঙ্গে হরপ্পার ধ্বংস জুড়ে আর্যতত্ত্বকে নতুন মোড়কে হাজির করলেন ঐতিহাসিকরা। সেই ধারাবাহিকতা আজও চলছে। ব্রিটিশ সোসাল-অ্যানথ্রোপলজিস্ট, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক Edmund Leach এই কথাটাই বলেছেন যারপরনাই বিরক্তির সঙ্গে,

> "Common sense might suggest that here was a striking example of a refutable hypothesis that had in fact been refuted. Indo -European scholars should have scrapped all their historical reconstructions and started again from scratch. But that is not what happened. Vested interests and academic posts were involved. Almost without exception the scholars in question managed to persuade themselves that despite appearances, the theories of the philologists and the hard evidence of archaeology could

be made to fit together. The trick was to think of the horse-riding Aryans as conquerors of the cities of the Indus civilization in the same way that the Spanish conquistadores were conquerors of the cities of Mexico and Peru. . . . The lowly Dasa of the Rig Veda, who had previously been thought of as primitive savages, were now reconstructed as members of a high civilization" (Leach,1990, 237)।

আর্যতত্ত্ব নিয়ে ইনভেশনিস্ট স্কুলের কোনো একজন লেখকের কোনো একটি বইয়ের কোনো একটি পাতা পড়তে গিয়ে বিরক্ত লাগে এই ঘোড়া নিয়ে 'ব্ল্যাবারিং' পড়তে পড়তে। সন্দেহ হয়, সত্যি এটাই নয় তো, Leach যেমন অভিযোগ করছেন যে, 'ভেস্টেড ইন্টারেস্টস ও অ্যাকাডেমিক পোস্টস' ইত্যাদি জড়িয়ে আছে এই স্কলারদের গবেষণার পিছনে, যখন দেখি, হাজারটা উদাহরণ দেখালেও এই সমস্ত স্কলাররা ঘুরেফিরে সেই ঘোড়া আর ঋকবেদের রথ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। 'ব্ল্যাবারিং' শব্দটিই গ্রীক লিঙ্গুইস্ট Nicolas Kazanas ব্যবহার করেছেন Witzel-কে লেখা তাঁর খোলা চিঠিতে,

"you go on blabbering about 'horses and chariots' instead of meeting and explaining other, more obvious points... What's so remarkable about horses and chariots? You know perfectly well that the presence of horses in India goes back to 17000 BP. You also know that remains of horse in a human environment in N-W India (from the Seven-river land to the Gangetic plain) are very scarce at all periods from c4500 BCE to the early centuries CE. Will you announce to the

world that after 1500 or 1200 BCE the quantity of equine remains increases so significantly that it indicates a massive entry of horses as well as the IndoEuropeans? If you can't do this (and archaeologists certainly won't allow it), then stop dragging in horses bedazzling the ignorant.

If the horse remains at, say, 700 BCE are not significantly more than, say, 2300, then this much trumpeted argument is merely a red herring."

Kazanas তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইতে বিস্তারিত প্রমাণ করেছেন, ঋকবেদের রথ আর রোমান চ্যারিওট এক নয়, ঋকবেদে রথে চেপে যুদ্ধের কোনও বর্ণনা নেই, উপরন্তু, ঋকবেদের রথ আসলে মোটেই দ্রুতগামী যুদ্ধবাহন নয়, বরং পৃথু, বৃহৎ, বরিষ্ঠ... অর্থাৎ বিশালাকৃতি, ত্রিবন্ধুর অষ্টবন্ধুর... অর্থাৎ থ্রি-সিটেড এমনকি এইট-সিটেড একটা ধীরগতির বাহন। রথ রোমান চ্যারিওট নয়, এটা ভুল ইন্টার্প্রিটেশান। এই চিঠিতেও সেই আলোচনার সারসংক্ষেপ আমরা পাচ্ছি। বইতে তাঁর বিস্তারিত আলোচনার জায়গায় এটুকুর উল্লেখই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়,

"Chariots are even more damning. No traces of your cherished chariot from Egypt (c 1300) or Andronovo (c 1800 BCE) are found after 1500/1200 down to, say, 700. The only indications come with rock-drawings in the period from 4000 to 1700 BCE where carts are drawn by antelopes (!) bulls and horses (Lorblanchet1 1992/2001: 319-335) and, of course, from Mauryan depictions! Your strident cry about chariots is another red herring. But there is more. Is it possible you

don't know that the Rigvedic ratha 'vehicle' is said to be not only pṛthu 'broad' (1.123.1) and bṛhat 'tall, big' (6.61.13), but also variṣṭha...vandhura 'widest... box/seating space' (6.47.9), trivandhura 'three seat-ed' (1.41.2; 7.71.4; etc) and aṣṭavandhura 'eight seated' (10.53.7)! The only real-life, not mythological, ratha in a race we know is mentioned in 10.102 and this is pulled by oxen. Nowhere in the 1000 hymns of the Ṛgveda is there one single mention of a real-life battle with horse-drawn rathas. Nor is there mention of a slim, light, two- or one-seated vehicle. (Even the Aśvins'car, anas in 10.85.10,12, takes at least three!) The scholars of the 19th century translated the Rigvedic ratha (or anas) as 'chariot' thinking of Greece and Rome, and the notion stuck. Surely it is obvious that this aṣṭavandhura mini-bus has nothing to do with your imaginary chariots? So please, get off your high horse and/or battle-chariot!" (http://www.omilosmeleton.gr/pdf/en/indology/Open_Letter_to_Prof_M_Witzel.pdf)।

আর্যতত্ত্বের কুখ্যাত ঘোড়া, হুইলড কার্ট, স্পোকড-হুইল নিয়ে এরপর আমাদের আর একটিও লাইন খরচ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আগেই পরিষ্কার করে দেওয়া ভালো যে, কথাটা 'ইনভেশান' বা 'ইমিগ্রেশান' যাই বলা হোক, বোঝানো হয় একই জিনিস। পরিষ্কার করে বললে, 'ইমিগ্রেশান' হল মডারেট 'ইনভেশান' কেননা, ঘোড়া, চারিয়ট, সমরসুপিওরিটি, নগরধ্বংস ও সংস্কৃতি ও ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার গল্প দুক্ষেত্রে একই থেকে যায়। 'আরিয়ান ইমিগ্রেশান' কিছু না মডারেট আরিয়ান ইনভেশান থিওরি। আর নেটিভ ভাষা সংস্কৃতি প্রভাবিত হয় না, যখন তা ইমিগ্রেশান। তার জন্য ইনভেশানই লাগে। অন্তত যেকোনো একটা মানলেই, রেজাল্ট সেই একই ছবি সামনে আনে– ১) নেটিভ ভাষা ভ্যানিশড, ২) কালচার ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, ৩) সোসাইটি সাব-মার্জড ইনটু কাস্ট সিস্টেম, ৪) ট্রেডিশানস সাবভার্টেড, ৫) রিলিজন কনভার্টেড। এক কথায় সব আরিয়ানাইজড। সুতরাং কে 'ইনভেশান' কে 'ইমিগ্রেশান' বললেন বড় কথা নয়, দুক্ষেত্রেই দমনমূলক ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

ইমিগ্রেশান হল একদল মানুষের অন্যদেশে আশ্রয় লাভ করার ঘটনা, আশ্রিত মানুষ তার সংস্কৃতি ভাষা আশ্রয়দাতার ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। পারে তখনি, যখন সে ক্ষমতায়। আরিয়ান ইমিগ্রেশান মানলে, একদল অনুন্নত যাযাবর শান্তিপূর্ণভাবে অনেক উন্নততর একটা নগরসভ্যতার মানুষের মধ্যে এসে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের যাবতীয় সংস্কার ভাষা সংস্কৃতি বিরাট সংখ্যক আশ্রয়দাতার ওপরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আরোপ করতে সক্ষম হল, এটা কোনও যুক্তিতেই মানা যায় না। তার মানেটা হল গিয়ে সমরশক্তির প্রয়োগ, যেখানে সমরশক্তির প্রয়োগ ঘটে, তাকে ইমিগ্রেশান নয়, ইনভেশান বলে, সেক্ষেত্রে সে আর আশ্রয়প্রার্থী নয়, আক্রমণকারী। আক্রমণ হলে, তার কিছু না কিছু এভিডেন্স থাকবেই; ভারতের আর্কিওলজিক্যাল হিসট্রি এরকম কোনো উপযুক্ত প্রমাণ কিছুমাত্র দাখিল করতে পারেনি। অনেক তার্কিক পরবর্তী আক্রমণের ঘটনাগুলি তুলে ধরেন, যেমন ঐতিহাসিক সময়ের হান আক্রমণ বা মধ্যযুগের অ্যারাবিক আক্রমণগুলি, বলেন, সেসব আক্রমণেরও কোনও আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স নেই (Witzel, 2001, 12)! কথা হল, আক্রমণগুলির প্রমাণ হাজার আছে, হান আক্রমণেরও আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স আছে তক্ষশীলা ধ্বংসস্তূপে, টেক্সচুয়াল

এভিডেন্স মহাভারতের ভীষ্মপর্ব, যা মনে করা হয়, ওই সময় পুনঃসম্পাদিত হয়েছিল, সেখানেও হানদের উল্লেখ আছে (Mahabharata 6.9.63-65); তিব্বতি ক্রনিকলস Dpag-bsam-ljon-bzah-তেও হানদের বর্ণনা আছে। সবচেয়ে বড়কথা, হান বা অ্যারাবিক, যারা প্রবল সমরশক্তিতে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত ও অধিকার করেছিল এই উপমহাদেশের বিশাল এলাকা, তারা পরে এই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিতে মিলে মিশে গেল, আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বল্পসংখ্যক তথাকথিত আর্যরা এসে এখানকার ভাষা সংস্কৃতির সবকিছু বদলে দিল রাতারাতি, এই তত্ত্ব বাস্তবসম্মত নয়। সুতরাং, একটি কথা পরিস্কার মানতে হবে যে, 'ইমিগ্রেশান' বললেও আসলে এই ঐতিহাসিকরা যা বোঝাতে চান, তা 'ইনভেশান'। আমরাও এরপর থেকে এদের কোনও পার্থক্য করব না।

একেবারে সম্প্রতি, বেশিরভাগ ইনভেশানিস্ট যা বলেন, তা এক প্রকার এলিট-ডমিন্যান্স। অর্থাৎ আর্যরা প্রথমে হবে সমাজে রুলিং ক্লাস, পরে শুরু করবে তাদের প্রভাববিস্তার, সেটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব, যেমনটা হয়েছিল যুদ্ধপূর্ব ভিয়েনা বা নিউ ইয়র্কে ইহুদিদের ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে যাওয়ার ঘটনায়। হতেই পারে। কিন্তু, ভুলে গেলে চলবে না, ইহুদিরা তাদের ভাষা ধর্ম সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে পারেনি, বরং সেই সেই অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতিতে তারা কোয়াগুলেট করে গেছে। অল্পসংখ্যক বিদেশি এসে ক্ষমতাদখল করতেই পারে, কিন্তু তাদের ভাষা সংস্কৃতি আরোপ করতে পারে না সেই জাতির ওপর, যারা ভাষা ও সাংস্কৃতিকভাবে যথেষ্ট উন্নত, ব্রিটিশদের অধীন আফ্রিকা বা আমেরিকান নেটিভদের সঙ্গে ভারতীয়দের তুলনা করুন। মধ্য ও আধুনিক ভারতে যে যে শক্তি ও সংস্কৃতির (অনু)প্রবেশ ও নুন্যতম প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে, তার শুরুটা সামরিক শক্তিতেই হয়েছিল। উইটজেল এই এলিট ডমিনেন্সের অন্য উদাহরণ ইতিহাস থেকে দেখাচ্ছেন, "Norman French introduced by a few knights and their followers in Anglo-Saxon England" (2001, 36)। বিখ্যাত গ্রীক লিঙ্গুইস্ট Nicholas Kazans এর উত্তর দিয়েছেন, "He obviously does not know that the "few knights", (most of them literate, unlike the IAs) had in fact 12000 soldiers: led by William the Conqueror (no peaceful immigration with such a title), they

hewed down King Harold and his loyal thanes then proceeded to destroy villages in Southern England until London accepted William as their lawful king" (Kazanas, 2009, footnote p-19)।

তো ভারতের বর্তমান সংস্কৃতি যদি বহিরাগত আর্যসংস্কৃতি হয়, তো সেটা একমাত্র সম্ভব যুদ্ধের মাধ্যমে। নাহলে, ইমিগ্রেশান হলেও ভারতের বর্তমান সংস্কৃতি আসলে 'ইমিগ্রেশান-পূর্ব' মানে, ইন্দাস সংস্কৃতিই, যা আর্কিওলজিকালি অ্যাটেস্টেড। যদিও Witzel অন্তত কোনো "small-scale semi-annual transhumance movements... or even mere transhumance trickling in" জাতীয় কিছু হলেই রাজি। Witzel-এর বিস্তর কোড, "Any type of immigration has increasingly been denied in India, especially during the past two decades, and more recently also by some Western archaeologists..." তিনি দেখাচ্ছেন এখনও অনেক ট্রাইবরা এই ইন্দাস বালুচিস্তান অঞ্চলে প্রতি বছর যাতায়াত করে থাকে, আর এখন যখন এই যাতায়াত সম্ভব, "Why, then, should all immigration, or even mere transhumance trickling in, be excluded in the single case of the IAs"? (Witzel, 2005, 342)। এই বায়না স্বীকার করতে হলে মানতে হয়, অল্পকিছু আরিয়ানাইজড যাযাবর ব্যাক্ট্রিয়ানস হরপ্পা এলাকার সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্য মানুষজনের মধ্যে এল, আর সেই এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাসকারী লোকজন তাদের ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম সব শান্তিপূর্ণভাবে ছেড়ে ওই অল্পকিছু মানুষের ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম গ্রহণ করে নিল। এবং এই বিরাট পরিবর্তন কোনও আর্কিওলজিক্যাল, কোন টেক্সচুয়াল রেকর্ড রেখে গেল না। উইটজেলের তত্ত্ব অনুযারী এই প্রক্রিয়া এতটাই দীর্ঘ সময় ধরে ঘটল, লোকাল পপুলেশান এত গভীরভাবে আরিয়ানাইজড হয়ে গেল যে, তারা সম্পূর্ণ ভুলে গেল তাদের অতীত। আর ইমিগ্রান্টরাও ভুলে গেল তাদের পুরাতন হোমল্যান্ড, মুছে গেল সব স্মৃতি। এরপর ওয়ান ফাইন মর্নিং তারা ঋকবেদ রচনায় হাত দিল, সেখানে ও পরবর্তী বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও তাদের পূর্বতন হোমল্যান্ডের নুন্যতম স্মৃতি তারা লিপিবদ্ধ করল না। এরকমটা হওয়া কার্যত অসম্ভব।

ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ যদি ভারতে না
তাহলে প্রশ্ন আসে, ইন্দো-ইওরোপে থেকে বাইরে যেতে হবে, নাহলে ইওরোপে এই
আসে তো তাকে ভারত থেকে বাইরে যেতে হবে, নাহলে ইওরোপে এই
ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা যাবে কীভাবে? 'আউট অফ ইন্ডিয়া থিওরি'?
'এআইটি'র জায়গায় 'ওআইটি'? না, এরকম দাবিও হঠাৎ করে দেওয়া
যায় না, দিলে আর্যতত্ত্বের মতই অনেক প্রশ্ন আসবে, যার উত্তর নেই।
ওআইটি যদিও খুব সাম্প্রতিক সময়ে এআইটিকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে
সামনে আসছে, বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ওয়েস্টার্ন ইন্ডোলজিস্টও এই
তত্ত্বের পক্ষে খুব জোরালো যুক্তি দিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের তর্ক ওআইটি
না। আর, এখনও এর প্রধান জোর কম্প্যারেটিভ মিথলজি ও ভারত,
পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাণের কিছু অংশে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক
গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান; ভাষাতাত্ত্বিক তর্ক সেভাবে খুব গড়ে ওঠেনি।
এযাবৎ যা হয়েছে, তা সাবেক আর্যতত্ত্বের ভাষাতাত্ত্বিক তথাকথিত
প্রমাণগুলির বিরোধিতা। ওআইটির নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক তর্ক গড়ে ওঠেনি।
যাহোক, এআইটি বা ওআইটি দুটো ভাবনাই আমাদের মতে সেকেলে
ভাবনা। ভাষা নিয়ে আমাদের নতুন মডেল ভাবতে হবে, যেমনটি খানিকটা
ভেবেছেন ডেভিড ফ্রলি বা কলিন রেনফ্রিউ, রেনফ্রিউয়ের হোমল্যান্ডের
সমালোচনা আমরা পেয়েছি। কিন্তু, ভাষা বিস্তারে তাঁর মডেলটি নতুন।
তাঁদের মতামতও আমরা যথাসম্ভব কাভার করে যাব। বলে রাখা ভাল,
রেনফ্রিউ ইওরোপের দিক থেকে এক্সপ্যানশানের পক্ষে, অপর দিকে ফ্রলি
ইন্ডিয়ার দিক থেকে, অর্থাৎ ইনভেশান মাইগ্রেশানের বদলে এঁরা
ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপ্যানশানের কথা বললেও পুরাতন প্রেজুডিস ছাড়তে
পারেননি। আমাদের মতামত দুটোই না। তাহলে কোনটা, জানা যাবে
বইয়ের একেবারে শেষ অধ্যায়ে। কিন্তু আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্ব যারা
আনছেন, তাদের তর্কগুলি পর্যালোচনা করতে হবে আমাদের। নাহলে
আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বস্তুত, আউট অফ ইন্ডিয়া প্রপোনেন্টদের
সমালোচনাগুলি কোট করার ফলে, এই গোটা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাটিও
আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্বের পক্ষে বলে মনে হবে, কিন্তু তা নয়, বোঝা
যাবে, যখন আমরা উপসংহারে পৌঁছাব। আউট অফ ইন্ডিয়া যেটুকুও ঘর
গোছাতে পেরেছে, এক্সপ্যানশান তত্ত্ব সে তুলনায় একেবারেই প্রাথমিক
পর্যায়ে রয়েছে। ফলে, ক্ল্যাসিক্যাল আর্যআক্রমণ তত্ত্বের বিরোধিতা করতে
হলে আউট অফ ইন্ডিয়া তাত্ত্বিকদের তর্কগুলি ছাড়া আমাদের হাতে কিছু
নেই। কারণ, দুই তত্ত্বেরই বিরুদ্ধে বলবেন, ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপ্যানশানের

আধুনিক নতুন কোনো মডেল নিয়ে কথা বলবেন, এরকম স্কলার এখনও উঠে আসেননি।

ইন্ডিয়ার মাটিতে আরিয়ান ইনভেশানের আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স নেই, এ নিয়ে কারও সংশয় নেই। বিদেশের মাটিতে আউট অফ ইন্ডিয়ার প্রমাণ আছে? আছে কি নেই বড় কথা নয়, ওআইটির সমর্থকরা যে তর্কটি করছেন তা অপর দলের তার্কিকদের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। তাদের বক্তব্য হল, আর্কিওলজিক্যাল ডেটা দরকার নেই, কেননা, আর্কিওলজিকাল ডেটার না থেকেও যদি এআইটি সত্য হয়, উলটোটা কেন নয়? অবশ্যই যুক্তি আছে কথায়। এবং কোনো তর্ক যখন এই পর্যায়ে চলে যায়, তার থেকে আর কোনও সমাধানসূত্র বার হওয়া সম্ভব নয়। এবার দেখুন, ১৯৯৫ নিউইয়র্কে "The Indo-Aryans of Ancient South Asia: Language, Material Culture and Ethnicity" শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রের পরে প্রকাশিত জার্নালে মুখবন্ধের ফুটনোটে জর্জ এর্দসি, একজন আমেরিকান লিঙ্গুইস্ট, ড. শ্রীকান্ত জি তেলাগেরিকে বলছেন, 'লুনেটিক': প্রসঙ্গ, ইন্ডিয়ান মিথলজির মিসইন্টার্প্রিটেশান। আবার তেলাগেরির লেখা খোলা চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন, উইটজেল নাকি তাঁর বইটি না পড়েই সমালোচনা করছেন। তেলাগেরির বই প্রকাশের পর দ্য টাইমস কাগজে একটি রিভিউ হয়, যেখানে তেলাগেরির ভুল কোটেশান ছিল। তেলাগেরি দেখাচ্ছেন, উইটজেলের বইতে ব্যবহৃত কোটেশানটিতেও ওই একই ভুল আছে, মানে, উনি বইটি না পড়ে, কেবলমাত্র রিভিউ থেকে সমালোচনা করেছেন। আবার, নিকোলাস কাজানাস, যিনি একজন গ্রীক লিঙ্গুইস্ট উইটজেলকে একটি খোলা চিঠিতে বলছেন, "...your dishonesty goes beyond simple social behaviour and corrodes your scholarship": প্রসঙ্গ, ঋকবেদের স্ট্যান্ডার্ড ট্রান্সলেশান যেমন গ্রিফিত বা অরবিন্দ বা ওল্ডেনবার্গ না ইউস করে Geldner-এর একটি অপ্রচলিত দুর্বল ট্রান্সলেশান ইউস করে তর্ক করছেন। এদিকে সরস্বতী নদী নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ইরফান হাবিবের মতে 'ওয়েস্টেজ অফ মানি, ম্যাডনেস!' দ্য হিন্দু প্রকাশিত আর্টিকেল, মাইকেল ড্যানিনু সেই একই কাগজে চিঠি লিখছেন, 'ইরফান হাবিবের স্কলারলি ডিসঅনেস্টি' নিয়ে। তা সত্ত্বেও, আরিয়ান ইনভেশানের স্বপক্ষে সিরিয়ানিধির দেখানো পার্পোলা

সমর্থিত অশ্বমেধের ঘোড়া মার্কা কিছু আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স আছে, যেরকমটি আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্বের স্বপক্ষে কেউ তুলে আনার সময় পাননি। কারণ, মনে রাখতে হবে এআইটির ইন্ডাস্ট্রি গত দুশো আড়াইশ বছরের পুরাতন, আর্কিওলজিস্টরা তাঁদের ট্রেনিং যা কিছু পেয়েছেন আরিয়ান ইনভেশান তত্ত্বের আবহে, যা শিখেছেন, শুনেছেন প্রফেসরদের থেকে, সবই আর্যতত্ত্বের পক্ষে, অন্যদিকে আউট অফ ইন্ডিয়ার স্বপক্ষে ভারতের বাইরে তেমন বড় কোনো আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ হয়ইনি। হলে এরাও কিছু হাতিঘোড়া তুলে আনতে পারত।

আরিয়ান ইনভেশানের পক্ষে আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স যেমন দুর্বল অথবা প্রকৃতপক্ষে অনুপস্থিত, এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, লিটেরারি এভিডেন্সও তাই। অর্থাৎ কিনা সুবৃহৎ সংস্কৃত সাহিত্যের শুরু থেকে শেষ কোথাও কোনো ফরেন ল্যান্ড বা লোকেশান কোনো পূর্বপুরুষের বাসভূমি হিসেবে কখনওই উল্লিখিত হয়নি। এবং ঐতিহাসিক যাঁরা এমনকি ইনভেশানের পক্ষে মত দিয়েছেন তাঁরাও বিভিন্ন সময় এই অনুপস্থিতির কথা বার বার স্বীকার করেছেন। ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট F. E. Pargiter, যিনি মার্কেন্ডেয় ইত্যাদি বিভিন্ন ভারতীয় পুরাণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, ঋকবেদ থেকে শুরু করে পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার খুঁজে দেখছেন, যে অঞ্চল দিয়ে আর্যদের এই উপমহাদেশে আসার কথা, সেই অঞ্চল এমনকি পরোক্ষভাবেও ভারতীয়দের কাছে, মাতৃভূমি, পবিত্র স্থান, কর্মক্ষেত্র, দেবভূমি ইত্যাদি কোনো নামেই ডাকা হয়নি কোথাও। বরং, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যাবতীয় গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে mid-Himalayan region-এর প্রতি, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে যা পাচ্ছেন, তাতে ব্রাহ্মণ বা ঋষিদের কখনই মনে হয় না বিদেশাগত কেউ, অন্তত এমনকি পাঞ্জাব এলাকার কেউ। ১৯২২তে প্রকাশিত Ancient Indian Historical Tradition নামক বইতে লিখছেন "The current theory, that the Aryans invaded India through the north-west after separating from the Iranians, and entered in two streams, must face and account for the following facts and considerations 1) Indian tradition knows nothing whatever of that. 2) The north-west and the Panjab were not regarded as an ancient home, nor with venera-

tion or special esteem. (3) Tradition has preserved copious and definite accounts giving an entirely different description of the earliest... Aryans and their beginnings in India. (4) The mid-Himalayan region was the sacred land, and those accounts reveal why. (5) They elucidate the Aryans domination of India so that it agrees with the Aryan occupation, geographically and linguistically, altogether accurately yet quite unostentatiously. (6) Tradition makes the brahmans originally a non-Aryan institution, ascribes the earliest of the Rigvedic hymns to non-Aryan kings and rishis, and makes the earliest connexion of the Vedas to be with the eastern region and not with the Panjab (Pargiter, 1922, 302)। প্রচলিত থিওরিকে তিনি এই একই পাতায় এরকম দশটি প্রশ্ন করেছেন, যাদের উত্তর থিওরি দিতে পারে না। তিনি ঋকবেদ তদনুসারী বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ন্যারেটিভ আলোচনা করে প্রশ্ন করছেন, যদি আর্যতত্ত্ব সঠিক হয় তো, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে পূর্বাপর যা লেখা হয়েছে, সব মিথ্যে? প্রশ্ন হল বিশাল বৈদিক সাহিত্য, ব্রাহ্মণ টেক্সটস, উপনিষদ, স্মৃতিশাস্ত্রগুলি, মহাকাব্যগুলি সব এরকম মিথ্যাচার করবে? "If the current theory is right, All this copious tradition was falsely fabricated, and the truth has been absolutely lost; is this probable ?" যথারীতি তিনি প্রশ্ন করছেন, "If all this tradition is false, why, how, and in whose interests was it all fabricated?" (p-302) খুবই সংগত প্রশ্ন। ঋকবেদের প্রচলিত রচনাকালও যদি সত্যি হয়, সেখান থেকে মহাভারত অন্তত ১,০০০ বছর পরে লেখা, ঋকবেদের প্রায় প্রতিটি আখ্যান মহাভারতে এসে বিস্তৃত হয়েছে, তার মানে ঋকবেদের সময়কার পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি মহাভারতকারদের মাথায় জাজ্বল্য আছে ১০০০ বছর পরেও, তাহলে ঋকবেদের অন্তত পাঁচশ বছর আগের স্মৃতি, যখন কিনা আর্যরা তত্ত্ব অনুয়ারী এদেশে নয়, অন্য কোথাও ছিল, এরকম বেমালুম ভুলে গেল কেন তারা? যেখানে ভারতীয় সাহিত্যই সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর, এরকম ভুলে যাওয়া কি যুক্তিযুক্ত? হতে পারে না। লোককথা পুরাণ বা ট্রেডিশানগুলি ইতিহাস আলোচনার আধুনিক রীতিতে সর্বাধিক

গুরুত্ব লাভ করে, অন্তত সে সময়ের জন্য যখনকার আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স কম। সেইসব প্রাচীন কবি যাঁরা এই সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের রচয়িতা, কী স্বার্থ ছিল তাঁদের যে, সকলেই তাঁরা পরিকল্পনামাফিক তাঁদের প্রিয় দেবচরিত্রদের কর্মক্ষেত্র অন্য কোথাও নিয়ে দেখাবেন? খুব স্পষ্টভাষায় পার্জিটার দেখাচ্ছেন "Vedic literature says, nothing about the entrance of the Aryans from the north-west into India" (p-301)। তাঁর মতে, যদি সব প্রিকনসিভড নোশানস সরিয়ে রেখে একজন বিবেচনা করেন, তো আর্যদের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে এদেশে প্রবেশের কোনও আভাস তিনি পাবেন না, "if one puts aside all preconceived ideas and examines the hymns in the light of historical tradition, nothing will, I think, be found in them really incompatible with traditional history, and a great deal is elucidated thereby." (p-301-2)। যাহোক, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই যে, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে আর্য-আক্রমণ বা আগমনের কোনও সূত্র পাননি বলে, তিনি আর্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে বলেছেন। সব যুক্তি তাঁর ৩৬৮ পাতার বইতে দেবার পর তিনিও মানতে বাধ্য হয়েছেন, সেই পুরাতন ম্যাজিক মন্ত্র, 'কিন্তু লিঙ্গুইস্টিক প্রমাণ'... মানতেই হবে। পার্জিটার লিঙ্গুইস্ট ছিলেন না। তিনি বিশাল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও আর্য আক্রমণ বা আগমণের আভাস না পেয়ে প্রচলিত তত্ত্বকে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু, শেষমেশ তাঁকেও আত্মসমর্পন করতে হয়েছে সেই লিঙ্গুইস্টিক ম্যাজিকমন্ত্রের কাছে। এবং কল্পনা করছেন, হতে পারে আরিয়ানরা এসেছিল তিব্বত হয়ে, নেপালের কাঠমান্ডু দিয়ে। সে আর এক থিওরি।

অন্যদিকে, এই তত্ত্বের বিরোধী লেখকদের একটা সাধারণ প্রবণতা হল, কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিকস ও ইন্দো-ইওরোপীয়ান লিঙ্গুইস্টিকসকেই একপ্রকার সিউডো-সায়েন্স বলে আলোচনার ক্ষেত্র থেকে বাতিল করা। ফলে, এরকম একটা ধারণা তৈরি হবার সুযোগ এসেছে যে, সম্ভবত লিঙ্গুইস্টিক প্রমাণ বলে যা উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা অপরাজেয়, অর্থাৎ কিনা এই থিওরি তর্কাতীত সত্য। আমাদের বুঝতে হবে যে, একদল আলোচক আলোচনা করতে অস্বীকার করলে যেমন কোনও তত্ত্ব অস্বীকৃত হয়ে যায় না, তেমন প্রতিষ্ঠিতও হয় না। আরিয়ান ইনভেশান লিঙ্গুইস্টিক

থিওরিও আর একটি তত্ত্বমাত্র যাকে ক্ষমতায় থাকা ইওরোপ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হয়েছে। সে নিজে কতটা ক্ষমতাবান, সেটা বরং পরীক্ষা করে দেখা যায়।

আর্যতত্ত্বের পক্ষে ভাষাতাত্ত্বিক 'প্রমাণ' এযাবৎ যা আলোচিত হয়েছে, তাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়

১) ইনোভেশানস ইন সাঙ্গকৃট: আমরা জানি শুরুতে সংস্কৃতকেই আদিআর্যভাষা মনে করা হয়েছিল। তখনকার যুক্তি ছিল যেহেতু সংস্কৃতই সব ভাষার জননী, তাই হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মাইগ্রেট করেছে সব ইওরোপীয়। এই অপযুক্তিকে খণ্ডন করতে আনা হয়েছে আর এক অপযুক্তি। এবার দেখানো শুরু হয়েছে, সংস্কৃতে অমুক অমুক বিষয়গুলি আধুনিক। সুতরাং সংস্কৃত আদিভাষার মর্যাদা পেতে পারে না। তাই, সংস্কৃতে আধুনিকতর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমাণ যে আর্যরা বহির্ভারত থেকে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। কোথা থেকে? তুলনামূলক যে যে ভাষাগুলিতে সেই সেই বিষয়গুলি প্রাচীনতার চিহ্ন বহন করে সেই সেই অঞ্চল থেকে। এই দাবি মোতাবেক আর্যরা কখনও আসছে দক্ষিণ রাশিয়া, ভোলগার তীর থেকে, কখনও অ্যানাতোলিয়া থেকে, কখনও জার্মানি, এমনকি গ্রীস থেকেও।

২) পেলিওলিঙ্গুইস্টিক আর্গুমেন্টস: স্যালমন, বিভার প্রভৃতি প্রাণি, বার্চ প্রভৃতি গাছের নামের ওয়ার্ড-স্টেম আইই ভাষাগুলিতে কমন। এইসকল প্রাণি ও উদ্ভিদ শীতল এলাকার ফ্লোরা ও ফনা, তাই, দুর্ধর্ষ আর্য জাতি প্রথম ফণা তুলেছিল কোন শীতল এলাকা থেকে, ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান এলাকায় 'সাইট অফ আরিয়ান প্যারাডাইস' বা 'প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ান হোমল্যান্ড' বা উরহেইম্যাট হতেই পারে না।

৩) সাবস্ট্রাটাম ইন সাঙ্গকৃট: সংস্কৃত ভাষায়, মায় ঋকবেদ থেকেই বেশকিছু শব্দ চিহ্নিত করা যায়, যারা ইন্দো-ইওরোপীয়ান অপর ভাষাগুলিতে নেই, কিছু চিহ্নিত দ্রাবিড়রুট থেকে আসা, কিছু চিহ্নিত অস্ট্রোএশিয়াটিক বা অস্ট্রিক বা মুণ্ডারি ভাষা থেকে, কিছু চিহ্নিত নয় যে কোত্থেকে এসেছে, তাই সংস্কৃতভাষীরা, প্রমাণিত যে, এখানে বহিরাগত; তারা এসে অন্যদের ভাষাসংস্কৃতি দমন করে নিজেদের ভাষা চাপিয়ে দিয়েছে। এই হল মোটামুটি আর্যভাষাতত্ত্ব।

এছাড়া, যদিও এদুটি তর্ক সরাসরি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যায় না, বরং লিটেরারি এভিডেন্স; কিন্তু, ভাষাতাত্ত্বিকরা আলোচনা করেছেন—

৪) ডিরেকশান অফ এক্সপ্যানশান অফ দ্য বেদিক এরিয়াস: সংস্কৃত সাহিত্য পড়লে নাকি দেখা যায় যে, আর্যদের এলাকা ক্রমে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত হয়েছে।

৫) ভেগ রেমিনিসেন্সেস অফ ফর্মার হ্যাবিট্যাট ও নন-আরিয়ান ইন্ডিয়ান নেটিভস ইন ঋকবেদ: যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও বহির্ভারতের কোনও একটিও এলাকার উল্লেখ কখনও পাওয়া যায় না, কিন্তু বহির্ভারতের কয়েকটি নদী পাহাড় ইত্যাদির নামের, সরাসরি উল্লেখ না, ভেগ, প্রচ্ছন্ন অবশিষ্টাংশের আভাস পাওয়া যায়, "...in the Rigveda there are quite a few vague reminiscences of former habitats..." (Witzel, 2001, 15)। ঋকবেদে আরও দেখা মেলে অ্যাবরিজিন্যাল ইন্ডিয়ানদের।

ভাষাবিবর্তনের স্বাভাবিক রীতিতেই কিছু আর্কেইক, কিছু নিউলি ইভলভড ফিচারস নিয়েই একটি ভাষা এগোয়। ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি ভাষার সমস্ত বৈশিষ্ট একই নিয়ম মেনে একই সময়ে বিবর্তীত হয় না। সে যাইহোক, এই আলোচনায় সংস্কৃত ভাষায় কী কী নতুন বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়! নতুন কীসের প্রেক্ষিতে? কল্পিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ান, যাকে ধরা হচ্ছে সব ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষাগুলির আদি রূপ। অবশ্যই সে ভাষার কোনও নিদর্শন নেই। ভাষাপরিবর্তনের সর্বজনগৃহীত ও বিতর্কিত বিভিন্ন সূত্র ধরে আজকের কয়েকটি বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলি থেকে সংগৃহীত নমুনার ভিত্তিতে প্রস্তুত। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মানদণ্ড হিসেবে কল্পিত একটি ভাষাকে ভিত্তি করে কতদূর এগোন যায়, সে প্রশ্ন আমরা তুলব। কিন্তু, এটা ঠিক যে কল্পিত ভাষাটি মাঝে রেখে আলোচনার সুবিধে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। যাহোক, সেই কল্পিত ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের ফোনিমিক নৈকট্য ও দূরত্বের আলোচনায় যাবার আগে, কেবলমাত্র সংস্কৃতেই সংরক্ষিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ানের একটি বৈশিষ্টের আলোচনা করে নেওয়া যাক। বৈদিক সংস্কৃতের একটি বড় উল্লেখযোগ্য গুণ, যা রিকনস্ট্রাকটেড প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেও ছিল, কিন্তু বাকি ভাষাগুলি সংরক্ষণ করেনি, তা হল টোনাল ডিস্টিংশান।

> "Vedic Sanskrit has several features which are reminiscent of a tonal language... When turn to Vedic, we see that there are words with three different accentuations, cf. ūṣas nom. Sg. 'desiring (?)', uṣás gen.sg. and acc.pl. 'dawn', uṣas voc.sg. 'dawn'
>
> In Vedic there is no limitation to the number of consecutive accented or unaccented syllables. We find sequences such as itthā yé prāg úpare (Rv. 10,44,6) with four accented syllables, on the one hand, and

imam me gaṅge yamune sarasvati śútudri (Rv. 10,75,5) with ten consecutive unaccented syllables on the other. Such long sequences of accented or unaccented syllables are hardly possible in an "accent" language. Moreover, the fact that some Vedic participle are accented (id, ná, 'like, as', hì, etc.) and some are unaccented (cid, na 'not', vā, etc.) for no apparent reason in strongly reminiscent of tonal systems."

Furthermore, description of the Vedic accent by the Indian grammarians (Pāṇini, Prātiśākhyas) and the accent marks in the manuscripts leave no doubt that the main accent was a rising tone and that from a phonetic point of view Vedic had a "musical" accent." (Lubotsky, 1988, 4-5)।

কী দেখছি তাহলে এই টোনাল ডিস্টিংশান? কিছু সুরের ব্যবহার? না, গানের সুরের মত নয়, একটা নির্দিষ্ট ইন্টোনেশান, যেখানে একই শব্দ একটি নির্দিষ্ট সুরে বললে একটি মানে হয়, সুরটি বদলে দিলে মানেও বদলে যায়। এই বৈশিষ্ট্য এখনও বেদপাঠের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব রক্ষা করে চলা হয়, কাশ্মীর কেরালা ওড়িশার কিছু অতি প্রাচীন বেদচর্চাকেন্দ্রে। একটি ভাষার টোনাল ডিস্টিংশান একটি খুবই প্রিমিটিভ বৈশিষ্ট্য যা রক্ষা করে চলা তখনই সম্ভব, যখন সেই ভাষার চর্চাকারীরা সুযোগ পায় একটি সেটলড লাইফ লিড করতে। যেমন, অ্যাফ্রিকার তাঞ্জানিয়ার Khoisan ভাষা। এখনও এদের ভাষায় রয়ে গেছে এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা ভাষা শুরুর প্রাথমিক পর্যায়েই সম্ভব। বৈশিষ্ট্যটি মজাদার, এখানে পাওয়া যায় কতকগুলি ক্লিকের ব্যবহার। এদের ভাষাকেও বলা হয় ক্লিক-ল্যাঙ্গুয়েজ। অক্ষর সাজিয়ে লেখা সম্ভব নয় এমন কিছু সাউন্ড, জিভ ও টাগরা দিয়ে তৈরি, যা রীতিমত অভ্যাস ছাড়া আমাদের জিভে আনাই সম্ভব নয়। হয়তো

লাস্ট হিউম্যান মাইগ্রেশানের সময় থেকেই এই ভাষা রয়ে গেছে আজও। ঋকবেদের সুক্তগুলির পাঠ যদি শোনা যায় কোনো ট্রেডিশনাল গুরুকূলের ছাত্রদের দ্বারা, বোঝা সম্ভব, টোনাল ডিস্টিংশান কী? একথা আজ সন্দেহাতীতভাবে গৃহিত যে ঋকবেদের পাঠে একটা অসম্ভব বিরাট সময়ের ব্যবধানেও খুব বড় রদবদল ঘটেনি। উইটজেল বলছেন

> "The language of the Rigveda is an archaic form of Indo-European. Its 1,028 hymns are addressed to the gods and most of them are used in ritual. They were orally composed and strictly preserved by exact repetition through rote learning, until today. It must be underlined that the Vedic texts are "tape recordings of this archaic period. Not one word, not a syllable, not even a tonal accent were allowed to be changed. The oral texts are therefore better than any manuscript, and as good as any well-preserved contemporary inscription. We can therefore rely on the Vedic texts as *contemporary* sources for names of persons, places, and rivers... and for loan words from contemporary local languages" (Witzel, 2003, 6)।

Witzel-এর এরকম 'নট ওয়ান ওয়ার্ড, নট ওয়ান সিলেবল' চেঞ্জ হয়নি বলার কারণ আছে, এটা আদৌ সম্ভব কিনা, আমরা তা পর্যালোচনা করব। তবে, ঋকবেদের এই টোনাল অ্যাক্সেন্ট রক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটা সত্যি এবং ঋকবেদের যে সমস্ত ম্যানাস্ক্রিপট পাওয়া গেছে, সেখানেও ভাষাসৃষ্টির আদিপর্যায়ের বৈশিষ্ট এই টোনাল অ্যাক্সেন্টগুলি আন্ডারস্কোর দিয়ে চিহ্নিত করা আছে।

টোনাল ডিস্টিংশান সংস্কৃতে ইউনিক। কিন্তু, এই ভাষায় ল্যাটার লেক্সিক্যাল ও ফোনিমিক ইনোভেশান কম নয়। আবার আর্কেইজমের আলোচনায় সংস্কৃতভাষার স্ট্রাকচারাল আর্কেইজম লেক্সিক্যাল ও ফোনিমিক ইনোভেশানকে গুরুত্বহীন করে দিতে পারে অনায়াসেই। কেননা, সংস্কৃতই সেই ভাষা যা ভাষাবিজ্ঞানের একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিল: কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্সের শুরুটাই হয়েছিল, ইওরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃতভাষার আবিষ্কার থেকে। সংস্কৃত জানার আগে অবধি এই ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার ধারণা তাঁদের নুন্যতম কল্পনাতেও ছিল না। "The Science of Language" নামক বইতে ১৮৬৬-এ ম্যাক্স মুলার লিখছেন, "Languages seemed to float about like islands on the ocean of human speech; they did not shoot together to form themselves into larger continents This is a most critical period in the history of every science, and if it had not been for a happy accident, which, like an electric spark, caused the floating elements to crystallise into regular forms, it is more than doubtful whether the long list of languages and dialects, enumerated and described in the works of Hervas and Adelung, could long have sustained the interest of the student of languages. This electric spark was the discovery of Sanskrit." (Muller, 1885, 160-161)। সংস্কৃত এই স্পার্কটি দিতে পেরেছিল তার কারণ এই ভাষার প্রাচীনতা যা এই গোষ্ঠীর অন্য যেকোনো দুটি ভাষার আলোচনাকে সংস্কৃতনির্ভর করে তোলে— কেননা এছাড়া উপায় নেই। এটা মুলারের সময় যেমন ছিল, আজও তাই, "Indo -European studies is still heavily dependent on Sanskrit for any attempt at reconstruction, indeed, there is no way of determining if there even would have been a discipline of Indo-European studies without Sanskrit" (Bryant, 2001, 72)। শুধু ভাষা নয় সংস্কৃত সাহিত্য এই কাজটি করে, আমরা কম্পারেটিভ মিথলজি নিয়ে আলোচনায় দেখব। এই গোষ্ঠীর সমস্ত ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃতই পিআইই বা প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ানের অধিকাংশ ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি ধরে রেখেছে: ঘটনা এই যে, ইন্দো-

ইণ্ডোরোপীয়ান কম্পারেটিভ গ্রামার সংস্কৃতের একটি স্লাইটলি রিমডেল্ড ফর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়: এর morphology ১০০% সংস্কৃত, আর phonology ৯০% (Carlos Quiles et al, 2012)। মর্ফোলজিতে সংস্কৃত গ্রামারের ৮টি কারক nominative, accusative, instrumental, dative, ablative, genitive, locative, and vocative প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ান বা পিআইইতেই বজায় রাখা হয়েছে, তিনটি বচন বা নাম্বার, তিনটি পুরুষ বা জেন্ডার, তিনটি কাল present, aorist ও perfect ঠিক সংস্কৃতেরই মত; পিআইই যেমন কোনও ডেফিনিট আর্টিকেলের ব্যবহার নেই, সংস্কৃতেও নেই; পিআইইর তিনটি বচন, তিনটি পুরুষ, তিনটি কাল ঠিক সংস্কৃতেরই মত; অর্থনির্ভর অ্যাকসেন্চুয়েশান সিস্টেম যা পিআইইর বৈশিষ্ট্য, ঋকবৈদিক সংস্কৃত বা ছান্দসভাষাতেও একই। অর্থাৎ এখানে অ্যাকসেন্ট বদলে গেলে শব্দের সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ ইনডিকেট করে, প্রাচীন গ্রীকভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু আইই (ইন্দো-ইওরোপীয়ান) গোষ্ঠীর অন্য কোনও ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য টিকে নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঋকবেদের সমসাময়িক অত পুরাতন কোনও সাহিত্য কোনও ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাতেই রক্ষিত নেই। প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান রূপ প্রথম A. Schleicher, ১৮৭১-এ যা লেখিয়েছিলেন "Compendium der Vergleichenden Crammatik der Indogermanische", তা অনেকটাই ছিল আসলে প্রোটো-সংস্কৃত।

Lord Monboddo, যিনি ছিলেন একজন স্কটিশ স্কলার, লিঙ্গুইস্ট, ডেইস্ট দার্শনিক, তাঁর বই "Of the Origin and Progress of Language" কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্সের প্রথমদিককার বইগুলির অন্যতম, ১৭৭৪-এ তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "There is a language, still existing and preserved among the Brahmins of India, which is a richer and in every respect a finer language than even the Greek of Homer. All the other languages of India have great resemblance to this language, which is called the Shanscrit... I shall be able to clearly prove that the Greek is derived from the Shanscrit..." (Monboddo, 1774: 97)। কেন তাঁর মনে হয়েছিল সংস্কৃতই গ্রীক বা অন্য ইওরোপীয়ান ল্যাঙ্গুয়েজগুলির উৎস, তার কারণ সংস্কৃত ভাষার গঠন।

এব্যাপারে আমরা খেয়াল করতে পারি Leonard Bloomfield Journal of the Linguistic Society of America-য় ১৯৩৩-এ কী বলেছিলেন:

> "The descriptive Grammar of Sanskrit, which Panini, brought to its highest perfection, is one of the greatest monuments of human intelligence and (what concerns us more) an indispensable model for description of languages. The only achievement in our field, which can take rank with it is the historical linguistics of the nineteenth century and this indeed owed its origin largely to Europe's acquaintance with the Indian Grammar. One forgot that the Comparative Grammar of the Indo-European languages got its start only when the Paninian analysis of an Indo-European language became known in Europe. . . . If the accentuation of Sanskrit and Greek, for instance had been unknown, Verner could not have discovered the Pre-Germanic sound change, that goes by his name. Indo-European Comparative Grammar had (and has) at its service, only one complete description of a language, the grammar of Panini. For all other Indo-European languages it had only the traditional grammars of Greek and Latin woefully incomplete and unsystematic." (p-267-76)।

তিনি সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন যে ইন্দো-ইওরোপীয়ান কম্পারেটিভ গ্রামারের রাইটাররা লাকি ছিলেন যে তাদের হাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল।

এতদসত্ত্বেও, যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষায় যে যে ইনোভেশান কল্পিত পিআইই-র সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হল, যেমন, ভাওয়েল শিফট: পিআইই-র 'a e o' থেকে সংস্কৃত 'a'। Schleicher, Bopp, Grimm-রা কিন্তু দেখিয়েছিলেন যে, সংস্কৃত 'পদ': pad > Latin pes, Greek pos; মানে Grimms' law অনুয়ারী সংস্কৃত 'a থেকে লাতিন গ্রীক 'e o' একটি ইনোভেশান। ভাষাতত্ত্বে Palatalization আবিষ্কার হওয়ার পর, জার্মান লিঙ্গুইস্ট Karl Brugmann একমাত্র এই বিপরীত শিফট সাজেস্ট করেছিলেন ১৯১৮তে, তাঁর মতে Latin pes, Greek pos > Skt pad; মনে রাখতে হবে একটা বড় অংশের লিঙ্গুইস্টদের কাছে এখনও বার্গম্যান'স ল তত অ্যাক্সেপ্টেড না, যতটা গ্রীম্স ল। আরিয়ান ইনভেশান লিঙ্গুইস্টিক থিওরির ভাওয়েল শিফট আর্গুমেন্ট দাঁড়িয়ে বার্গম্যান'স লয়ের ওপর। Palatalization কী? নন-প্যালাটাল ধ্বনি যেমন velar বা জিহ্বামূলীয় ধ্বনি ক পরিবর্তীত হয়ে যায় palatal বা মূর্ধণ্য চ ছ বা শ-এ। ভাষাতাত্ত্বিক S.S. Misra-এর রচনা থেকে আইই প্যালাটালাইজেশানের উদাহরণ দেখানো যায়:

IE q^we Skt ca, Av ca, OP ca, Gk te, Lat que

IE g^weni Skt jani 'wife', OCS żena, Arm kin, Goth qino 'queen', OIrish ben

IE g^whenti Skt hanti, Av jainti, OP ajanam, OCS żiny, Gk theino (MISRA, 2005, 184)।

যাইহোক, এর বিপরীত উদাহরণও সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর, যেমন পিআইই $*g^whntos$ থেকে প্যালাটালাইজেশানের উপরিবর্ণিত রীতিতে হওয়ার কথা কেবল ghataḥ কিন্তু সংস্কৃতে ghataḥ ও hataḥ দুটিই রয়ে গেছে। একে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অ্যানালজিক্যাল চেঞ্জ হিসেবে। কী এই অ্যানালজিক্যাল চেঞ্জ? অ্যানালজিক্যাল চেঞ্জকে বলা যায় একপ্রকার

ইন্টার্নাল বরোয়িং। মানে সেই ভাষারই অন্য শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা। যেমন, এক্ষেত্রে ghataḥ ও hataḥ -র ব্যাখ্যা হিসেবে যেমন দেখানো চলে সংস্কৃত হস্ত>হাত দ্বারা প্রভাবের কথা। সাধারণ নিয়মের বাইরে দুএকটা ব্যতিক্রমী উদাহরণকে একটি ভাষায় অ্যানালজিক্যাল চেঞ্জ বলা যায়। যেমন গ্রীক ভাষার একটি উদাহরণ, *sédei এর বদলে sé-bei হয়েছে সংস্কৃতে যে শব্দটি 'ত্যজতি'। এরকম গ্রীক ভাষায় দুটি-একটিই উদাহরণ, তাই বলা চলে অ্যানালজিক্যাল চেঞ্জ। কিন্তু সংস্কৃতে এ একটি সাধারণ নিয়ম,

বচ্+ণ্যৎ = বাক্যম্ (কথা)

বচ্+ণ্যৎ = বাচ্যম্ (বলা উচিৎ)

ভুজ্+ণ্যৎ = ভোগ্যম্ (ভোগের যোগ্য)

ভুজ্+ণ্যৎ = ভোজ্যম্ (ভোজের যোগ্য)

নি- যুজ্+ণ্যৎ = নিয়োগ্যঃ (প্রভু)

নি- যুজ্+ণ্যৎ = নিয়োজ্যঃ (ভৃত্য)

সংস্কৃত ভাষায় এরকম বহু বহু উদাহরণ আছে যাদের, প্যালাটালাইজেশান হয়েছে, আবার হয়ওনি: ভাষাতাত্ত্বিকদের কেউই এগুলি ব্যাখ্যার প্রয়াস নেননি। সাধারণভাবে যে বলা হয় প্যালাটালাইজেশান একটি ওয়ান-ওয়ে প্রসেস, এই উদাহরণগুলি সংস্কৃত ভাষায় বিপুল সংখ্যায় এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ ক থেকে শ বা চ হতেই হবে, গ থেকে জ হতেই হবে এরকম কড়া নিয়ম সংস্কৃত মানছে না, এখানে দুটোই রয়ে গেছে পূর্বাপর, ভাষাবিবর্তনের দুটো পর্বই এখানে রক্ষিত হয়েছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক নিয়মে সংস্কৃত বরং দাবি করতে পারে, গ ও জ, শ+চ ও ক উভয়কেই। সুতরাং কেন্টুম>শাটেম সাধারণ নিয়ম নয়। আইই প্যালাটাল k যে ś হয়ে যায়— এই নিয়ম অবশ্যই প্রশ্নাতীত নয়। কেননা, সংস্কৃতেই ś পরিবর্তীত হয় kতে যখন সে ṣ-এর সামনে বসে। সুতরাং এক্ষেত্রে এই বিবর্তনকে এরকম দেখানো যায় যে, k, যা কিনা সংস্কৃতে ছিল ś-এর অ্যালোফোনিক সাউন্ড, তা কেন্টুম ল্যাঙ্গুয়েজগুলিতে জেনরেলাইজড হয়ে

গেছে। এখনও কিছু শাটেম ল্যাঙ্গুয়েজে k-এর allophone হিসেবে ś রয়ে গেছে। যেমন, লিথুয়ানিয়ান klausaū < IE kleu-, Skt śru-, Av sru-, Gk klu-। খুব সোজা করে লিখলে, সংস্কৃতের k ও ś -এর অ্যালোফোনিক নেচার কিছুটা প্রসারিত হয়েছে শাটেম ল্যাঙ্গুয়েজগুলিতে আর পুরোপুরি হারিয়ে গেছে চূড়ান্ত ইনোভেটিভ কেন্টুম ল্যাঙ্গুয়েজগুলিতে। এবং ś কে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে করে k পরিণত হয়েছে একটি ফোনিমে।

এবার প্রশ্ন আসে, যদি আমরা k > ś কে সাধারণ নিয়ম না মানি, তো k, kh, g, gh -এর পুরো প্যালাটাল সিরিজ কি বাতিল হয়ে যাচ্ছে? না, এই ক খ গ ঘ ত্রিস্তর ফর্মুলা গৃহীত হয়েছে, ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে এর সহজবোধ্যতার কারণে। উচ্চতর আলোচনায় এর সীমাবদ্ধতাগুলি সকলেই জানেন: এ দিয়ে সব পরিবর্তন ধরা যায় না, সব ভাষা এই সিরিজ অনুসরণ করেনি; সংস্কৃতে যেমন খ প্রায় নেই। আইই kh, g ও gh সংস্কৃতে বরং হয়েছে ch, j ও h। আর এই ch, j ও h এসেছে ভেলার থেকে, প্যালাটালাইজেশানের মাধ্যমে, অর্থাৎ অন্য ব্যাখ্যাও সম্ভব। তাহলে আমরা যদি ś > k -এর ওরিজিন আলোচনা না করি, আইই ৮০% প্যালাটালাইজেশান সিরিজ বাতিল হয়ে যায়। যদি আইই প্যালাটাল থেকে অ্যালোফোনিক k (> ś) ভেলার ফোনিমের কেন্টুম রূপান্তর— এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়, ত্রিস্তরীয় আইই গাটারালগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেননা, যে লেবিওভেলার (kp, gb ইত্যাদি) ধ্বনিগুলি মাঝে রেখে এই সিরিজ দেখানো হয়েছে সেগুলি দুএকটা উদাহরণের ওপর নির্ভরশীল মাত্র, সব ভাষায় পাওয়া যায় না। তাকে ব্যতিক্রমী ইনোভেশান হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত, Brugmann-এর কম্পারেটিভ গ্রামারের প্রথম সংস্করণে লেবিওভেলারের উল্লেখ ছিল না, সেখানে তিনি একে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন্টুমের একটি স্পেশাল ডেভলপমেন্ট বলে (Misra, 2005, 186)। এবার, ভাওয়েল শিফট: পিআইই-র a e o ইনটু সংস্কৃত a-এর বিপরীত পরোক্ষ কিন্তু আনরিফ্যুটেবল একটি প্রমাণ S.S. Misra উক্ত বইয়ে ওঁর আলোচনার ২০৫ পাতায় বিস্তারিত ভাবে দিয়েছেন।

এ নিয়ে কারও কোনও তর্ক নেই যে জিপসিরা মাইগ্রেট করেছিল ভারত থেকে। এবং তারা গিয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আগে। জিপসিদের মূল দুটি ভাগে দেখানো হয় তারা হল এশিয়াটিক জিপসি ও ইওরোপীয়ান

জিপসি। এবার, জিপসিদের ভাষা কিন্তু দুটো ভাষাতাত্ত্বিক তর্কের দুই স্পষ্ট সমাধান দেয়। ভাল হয় আমরা S.S. Misra-র নিজের ভাষাতেই যদি দেখি,

(1) New Indo-Aryan a is found as a, e, o in European Gypsy. Sanskrit a is found as a, e, o in Greek and with further modification in other Indo-European languages.

(2) New Indo-Aryan voiced aspirates are not retained as voiced aspirates in any dialect of

Skt= Sanskrit, Av= Avestan, Op= Old Persian, Gk= Greek, Lat= Latin, Goth= Gothic, arm= Armenian, OCS= Old Church Slavic

Gypsy. They have become devoiced or deaspirated in various Gypsy languages. Sanskrit voiced aspirates are the same as Indo-European voiced aspirates but in Greek they are devoiced and in several other Indo-European languages they are deaspirated.

তাহলে ভাওয়েল শিফটকে যেভাবে ওয়ানওয়ে a, e, o > a দেখানো হয়েছে ইওরোপীয়ান জিপসি দেখাচ্ছে ঠিক এর উলটো উদাহরণ। সুতরাং a, e, o > a ? নাকি a > a, e, o? কোনটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। Brugmann দাবি করেছেন আগেরটা, গ্রীম'স ল অনুযায়ী পরেরটা সঠিক। আমরা বলতে পারি, দুটোই হয়, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কোনও সম্ভাবনাকে একথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কোনও বিবর্তনকে একমুখি বলে দাবি করা যায় না। S.S. Misra'র দীর্ঘ তালিকা থেকে a > a, e, o ভাওয়েল শিফটের অন্তত কয়েকটি উদাহরণ এখানে জরুরি।

Eur Gyp ciken 'fat', Bhoj cikkan, Hindi ciknā, Skt cikkaṇa.

Eur Gyp jena 'person', Hindi janā, Skt janah.

Eur Gyp terna 'youth', Syr Gyp tanta, Skt taruṇa.

Eur Gyp tele 'under', cp Hindi tal, Or (Orishi) tala, Skt tala.

Eur Gyp dives 'day', Skt divasa.

Eur Gyp des 'ten', Arm Gyp las, Syr Gyp das, cp Skt daśa, Hindi das,

Or daśa (=dasa), Bhoj das.

Eur Gyp devel 'god', Arm Gyp leval, Skt devatā, Or debatā, Bhoj devatā.

Eur Gyp therel 'holds', Arm Gyp thar-, cp Skt dhar, MIA and NIA dhar.

Eur Gyp len 'river', cp Skt, MIA and NIA nadi.

Eur Gyp nevo 'new', Syr Gyp nawa, cp Skt nava-, Or naba, Hindi, Bhoj nayā. ইত্যাদি।

ক্লোজড সিলেবলগুলির ক্ষেত্রে ইওরোপীয়ান জিপসি a রক্ষা করছে,

Eur Gyp angušt 'finger', cp Skt aṅguṣṭha, Hindi aṅgūthā.

Eur Gyp ame 'we', Syr Gyp ame 'we', cp Or āme 'we', Skt asma.

Eur Gyp katel 'spin', Hindi kāt 'spin', Skt *kartati = kṛnatti.

Eur Gyp kham 'sun', Hindi gham 'heat', Skt gharma.

ভাওয়েল শিফটের a > a, e, o বিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ শ্রী মিশ্র এমনকি গ্রীকভাষাতেও দেখিয়েছেন। যেমন,

Skt dadarśa, Gk dédorka.

Skt apa, Gk apo.

Skt bharāmi, Gk phero.

Skt asti, Gk esti. ইত্যাদি।

ph ও kh হয়েছে। প্রায় bh ও gh সাউন্ড ইন্দো-আরিয়ান ভাষাগুলিতে ph ও kh সাউন্ড দিচ্ছে, ইন্দো-আরিয়ান সমস্ত ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষায় bh ও gh সুতরাং ল্যাটার ইনোভেশান মানে নবীন তাহলে অন্যান্য ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে প্রাচীন এরকমটা প্রতিষ্ঠিত তর্ক। bh ও gh থেকে ph ও kh হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই চেঞ্জ কেবল ইন্দো-আরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজগুলিতে দেখা যায়, আর কোনও ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষায় নয়। আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজবোধ্য সুন্দর তর্ক। কিন্তু, ইওরোপীয়ান জিপসিতে ইন্দো-আরিয়ান ভয়েসড অ্যাস্পিরেটস ডিভয়েসড ও ডিঅ্যাস্পিরেটেড হয়ে স্পষ্ট দেখাচ্ছে যে, bh ও gh > ph ও kh অসম্ভব না। কেবল ইওরোপীয়ান জিপসি নয়, গ্রীক, আবেস্তান, গথিক, হিটাইট ভাষাগুলি থেকেও শ্রী মিশ্র উদাহরণ এনেছেন, যেখান থেকে কয়েকটি আমরা পরীক্ষা করতে পারি:

Eur Gyp kher 'house', Arm Gyp khar-, Pali gharaṃ, Hindi and Beng ghar,

Or ghara, Bhoj ghar.

Eur Gyp kham 'sun', Syr Gyp gam, Skt gharma.

Eur Gyp ǝranth- 'to cook', Skt randh- 'to cook'.

Eur Gyp phenel 'speaks', Arm Gyp phan-, cp Skt bhaṇati.

Eur Gyp phago 'broken', Syr Gyp bagar 'breaks', cp Skt bhagnah, Or bhakgā.

গ্রীক, আবেস্তান, গথিক, হিটাইট ভাষাগুলি থেকে উদাহরণ

Skt bharāmi, Gk pherō 'I bear', Goth baira, Av barāmi.

Skt dadhāmi, Gk dolikhós 'I hold, put', Av dadāmi.

Skt dīrghah, Gk dolikhós 'long', Ht daluga, Av darəγo.

কেবলমাত্র ইওরোপীয়ান জিপসি নয়, অন্যান্য ঐতিহাসিক ভাষা যেমন Old Persian, Greek, Baltic, Slavic, Gothic, Latin, Hieroglyphic Hittite, Lycian ইত্যাদি ভাষা থেকেও অল্পবিস্তর a > a, e, o বিবর্তনের উদাহরণ শ্রী মিশ্র উক্ত বইয়ের ২০৭ পাতায় রেখেছেন যা প্রমাণ করে Brugmann-এর বিতর্কিত থিওরির দুর্বলতা ও একমুখীনতা।

এখন, Brugmann-এর এই দুটি রিকনস্ট্রাকশান আইই a, e, o > সংস্কৃত a এবং আইই k > সংস্কৃত ś ছাড়া আর যাবতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতের আর্কেইজম প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত। হ্যাঁ, আর একটি রিকনস্ট্রাকশান উল্লেখ করা দরকার তা হল আইই r ও l এর প্রথমে ইরাণীয়ান r-এ রূপান্তর, পরে তা সংস্কৃত র ও ল-এ পরিবর্তন— এটায় ভুল নেই। Brugmann সঠিক ও সংস্কৃত এখানে অবশ্যই ইনোভেশানের প্রমাণ রাখে। Brugmann-এর তত্ত্ব এই যে, ঋকবেদের প্রাচীন অংশে r বজায় আছে, পরের দিকের সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ ও ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতে l রিপ্লেস করছে r-কে, মিডল ইন্দো-আরিয়ান (MIA) বা মধ্যভারতীয় আর্য ডায়লেক্টগুলিতে r ও l পাশাপাশি রয়ে যাচ্ছে দুটোই, নব্যভারতীয় আর্য ভাষাগুলির (NIA) কোনোটা r কোনোটা l-এর প্রতি প্রেফারেন্স দেখাচ্ছে। এখানে Brugmann দেখাচ্ছেন সবগুলিই l বজায় রাখছে r থাকছেই না— যা পুরো সঠিক না; যাহোক এটা বড় কোনো ইস্যু না।

এই পর্যন্ত এসে S.S. Misra-র গবেষণা গ্রীক ও সংস্কৃত পরবর্তী ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনায় পূর্ণাঙ্গ ডেটাসহ দেখাচ্ছেন,

ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় গ্রীক ভাষার অবস্থান মধ্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি উন্মেষের সমসাময়িক, তাঁর আলোচনার সামগ্রীক উল্লেখ এখানে অর্থহীন, আমরা দেখব তাঁর ফাইনাল অবসার্ভেশান:

> 1 All voiced aspirates are devoiced in Greek, for example, IE bhrātér > Gk phrātér cp Skt bhrātā. Similar change is found in Paiśaci Prakrit, for example, Skt megha > Paīśacī mekha.
>
> 2 All final consonants except n, r, s are lost in Greek, for example, IE ebheret > Gk éphere. Similarly, all final consonants except m are dropped in MIA.
>
> 3 Heterogeneous conjunct consonants are often assimilated in Greek, for example, Homeric hóppōs > hód-pōs, Gk gramma > *graphma, Gk eimi/emmi > IE esmi etc. This is quite frequent in MIA.
>
> 4 Greek shows syncretism like MIA. In Greek the dative, locative and instrumental have merged. In MIA the dative and genitive have merged.
>
> 5 Greek shows vowel sandhi like MIA, for example, stemmata + ekhōn >
>
> stemmat'ekhōn. This type of sandhi is normal in MIA. (2005, 186) ।

হিটাইট আর একটি ভাষা বিংশ শতকে যার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের তুলনায় এর আর্কেইজমের দাবি তোলা হয়েছিল। এবং এটা করতে গিয়ে দুটি থিওরি সামনে আনা হয়েছিল একটি ল্যারিঙ্গাল থিওরি, অপরটি ইন্দো-হিটাইট থিওরি। ইন্দো-হিটাইট থিওরি ফার্স্ট পরিকল্পনা করেছিলেন Sturtevant ১৯২৬-এ। এই থিওরি অনুযায়ি, পিআইই-হিটাইট স্প্লিট সম্পন্ন হয়েছিল ৭০০০ বিসিই নাগাদ, মানে এটাই নাকি ফার্স্ট ব্রাঞ্চ টু স্প্লিট ফর্ম পিআইই', সমস্ত ইন্দো-ইওরোপীয়ান, ইন্দো-ইরানিয়ান, ইন্দো-আরিয়ান ভাষাগুলির সবার থেকে হিটাইট ভাষার আর্কেইজমের দাবিদার এই বাড়াবাড়ি রকম হাইপোথেটিক্যাল থিওরি যাই হোক কারও দ্বারাই গৃহীত হয়নি। এবং মজার বিষয় এই থিওরি আক্রান্ত হয়েছে, এআইটি ও ওআইটি দুই তরফেই। S.S. Misra ১৯৭৫-এ "New Lights on Indo-European Comparative Grammar" নামক বইতে এই থিওরি অপ্রমাণ করেছেন বিস্তারিতভাবে, তাঁর ১৯৭৭-এর প্রকাশনা "The Laryngeal Theory, A Critical Evaluation" নামক বইতে দেখিয়েছেন ল্যারিঙ্গাল থিওরির অসম্ভাব্যতা; G. Décsy ১৯৯১তে প্রকাশিত "The Indo-European Protolanguage. A Computational Reconstruction" বইতে ল্যারিঙ্গাল থিওরিকে বলেছেন, কুখ্যাত ল্যারিঙ্গাল তত্ত্ব, "the infamous laryngeal theory" (1991, 17)। এই তত্ত্বের সমর্থনে যে যে শব্দ এনে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে হিটাইট আর্কেইক ফিচার, G. Décsy-র মতে, বিপরীতটা সত্য। ল্যারিঙ্গালস থাকার কারণে হিটাইটকে প্রাচীনতম না বলে আধুনিকতম বলা উচিৎ, কেননা, সে আদিআর্যভাষার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে, আনাতোলিয়ান ভাষাগুলি থেকে ল্যারিঙ্গাল ইত্যাদি আকছার গ্রহণ করেছে, "Hittite lost its Indo-European character and acquired a large number of Caucasian areal features in Anatolia. These Caucasian-type features can not be regarded as ancient characteristics of the entire PIE." (1991, 14)। H. Jonsson যদিও আলোচনা এগিয়েছেন এআইটি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই ১৯৭৮-এ তাঁর "The Laryngeal Theory. A Critical Survey" নামক বইতে

এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন (p-86)। তাঁর মতে হিটাইট ভাষায় ল্যারিঙ্গাল "comes from the unknown non-IE language or languages that are responsible for the major part of the [Anatolian] vocabulary."। অর্থাৎ কিনা, Jonsson-ও Décsy-র তত্ত্বেই শীলমোহর দিচ্ছেন যে, ল্যারিঙ্গাল অনুপ্রবেশ ঘটে থাকতে পারে পাশাপাশি অন্য নন-আইই ভাষা থেকে, সেক্ষেত্রে তার সংস্কৃতের থেকে আর্কেইক হওয়ার সুযোগ থাকছে না। এ বিষয়ে আরও এগিয়েছেন Koenraad Elst। হিটাইট ভাষার বাইরে ল্যারিঙ্গালসের উপস্থিতি তিনি দেখিয়েছেন গ্রীক ও সংস্কৃতেও, Outside Hittite, some phonetic side effects are the only trace of these supposed laryngeals, for example, Greek odont-, 'tooth', shows trace of an initial H-, which Latin lost to yield dent-. Greek anêr, 'man', would come from *Hnr, whereas Sanskrit has nr/nara, only preserving the laryngeal in the form of vowel-lengthening in a prefix, as in sû-nara from su+*Hnara. In meter, we find traces of an original laryngeal consonant marking a second syllable which was later contracted with the preceding syllable" (2005, 242)। R.S.P. Beekes-এর গবেষণা থেকে লেখক দেখাচ্ছেন এমনকি ইরাণীয়ান ভাষাতেও ল্যারিঙ্গালের উপস্থিতি, "In Indo-Iranian such forms are often still disyllabic in the oldest poetry: bhâs, 'light', = /bhaas/ < /bheH-os/" (Beekes 1990: 180)।

তবে, ল্যারিঙ্গাল কিন্তু অন্যসব আইই ল্যাঙ্গুয়েজগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, এবং হিটাইট ভাষাতেও এর উপস্থিতি নগণ্য। কটি ল্যারিঙ্গালস সব মিলিয়ে চিহ্নিত করা যায়? "The discussion of the number of laryngeal is indeed — in part— a depressing business... Once the starting-point of the theory has been accepted, practically everyone explains the ē and ā assumed for the proto-language as eh_1 and eh_2 respectively, so that two laryngeals are almost universally assumed. The existence of the third is less evident, since ō could be explained as

an ablaut variant (i.e. from $e\hbar_1$, with or without in addition $o\hbar_2 > \bar{o}$). The existence of a third laryngeal has therefore never been considered proven... A fourth laryngeal was assumed on the strength of interpretation of Hittite still presents many difficulties." (Beekes, 1969, 4)। অর্থাৎ এই গোটা থিওরির ভিত্তি দুটো ক্ষীণ ধ্বনি। তাই একে আর্কেইজম হিসেবে না দেখে অনেক স্কলার ইনোভেশান হিসেবেও দেখেন। হিটাইট লিখিত হয়েছে সেমিটিক স্ক্রিপট ব্যবহার করে, যে সেমিটিক ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ল্যারিঙ্গাল— সুতরাং এখানে নর্থওয়েস্ট সেমিটিক ভাষার aleph, he, ayn ইত্যাদি ল্যারিঙ্গালসের প্রভাবে হিটাইট ল্যারিঙ্গাল উদ্ভবের সম্ভাবনা সবচেয়ে জোরাল, "...The laryngeal came in three varieties, and these later yielded the three vowels a/e/o, which in the Greek alphabet happen to be derived from the three more or less laryngeal consonants in Northwest Semitic: aleph, he, and ayn" (Elst, 2005, 242)।

কিন্তু, সবকিছুর আগে পরে মনে রাখা দরকার যে, হিটাইট ল্যারিঙ্গাল এমনকি পিআইই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও, ল্যারিঙ্গাল হল একটি মাত্র আর্কেইক চিহ্ন। হিটাইট ভাষার সার্বিক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে, তার বিবর্তন মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সমসাময়িক। S.S. Misra তাঁর পূর্বোক্ত গবেষণাগুলিতে এই বিষয়টি বিস্তারিত দেখিয়েছেন:

> 1 All aspirates have been deaspirated in Hittite, for example, IE dl̥ghos > Ht dalugas, Gk dolikhós cp Skt dīrghah. Such changes are not attested in Sanskrit. They start only from the MIA stage.
>
> 2 Hittite also shows assimilation like MIA, for example, Ht luttai < *luktai, Ht apanna < *apatna; Ht gwemi < *gwenmi < IE gwhenmi cp Skt hanmi.

> 3 Hittite also shows syncretism like MIA. The dative and locative have merged in Hittite in the singular. In the plural Hittite has lost most of the cases. (2005, 187)।

এবং এই গবেষণাগুলি ওয়েস্টার্ন ইন্ডোলজিস্টদের সংস্কৃতের সূচনা তথা ঋকবেদের সময় হিসেবে তাদের অত্যন্ত প্রিয় ১৫০০বিসিইকে দুর্বল করছে। কেননা, নর্থ সেন্ট্রাল অ্যানাতোলিয়া, আজকের টার্কির Hattusa-য় আইই রাজত্বের সূচনা মানে ১৬০০ বিসিই যদি হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বিকাশের সময়, তাহলে ইন্দো-আরিয়ান ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋকবেদ সংগত কারণেই চলে যায় অনেকটা পিছনের সময়ে। S.S. Misra এরকম দাবি করছেন না যে, আইএ মানে ইন্দো-আরিয়ান ও হিটাইট স্প্লিট এবং এমআইএ বিকাশ সমসাময়িক, এদের বিচ্ছেদ নিশ্চিতকরেই আরও প্রাচীন সময়ে হয়ে থাকবে, এরপর ইন্ডিয়ায় বিকশিত হচ্ছে এমআইএ, আর অ্যানাতোলিয়ায় হিটাইট, যাদের মধ্যে মিলগুলির কারণ, তাদের রুট এক। অমিলগুলির কারণ সাবসট্রাটাম ল্যাঙ্গুয়েজেস, এখানে প্রোটো-দ্রাবিরিয়ান ও প্যারা-মুণ্ডারি, ওখানে বিভিন্ন সেমিটিক ভাষাগুলি– এই ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি অধুনা অস্বীকৃত ইন্দো-হিটাইট তত্ত্ব, যা বোঝায় খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকের আগে কোনো একসময় অ্যানাতোলিয়া থেকে আইই কমিউনিটিগুলি বেরিয়ে আসার পর হিটাইট ভাষা উন্মেষের কাহিনি, তারচেয়ে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। বস্তুত, হিটাইট ভাষার আইই শব্দভাণ্ডার অতি সীমিত। এখানে ক্লোজ কিনশিপ ওয়ার্ডস Mother, father, brother, daughter, son, nephew, grandson, husband's brother, brother-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, person, man, hero ইত্যাদি কোনও শব্দ রক্ষা করেনি; বডি পার্টস যেমন tongue, jaw, cheek, chin, tooth, ear, eye, nose, liver কিছুই নেই, আছে কেবল isḫaḫru tear, ēsḫar blood, genu knee, ḫastāi- bone, karz heart, pata- foot, এমনকি নিউমেরালগুলির মধ্যে দুই twi, তিন tri আর সাত sipta ছাড়া তিন থেকে একশ কোনও আইই শব্দ নেই, sky, day, god, day, sun, moon, snow, warm– এরকম খুব জরুরি শব্দগুলি অনুপস্থিত। পশুনাম ও কৃষি সংক্রান্ত শব্দাবলীও হিটাইট সংরক্ষণ করেছে অতি অল্প। কিন্তু, কৃষি ও

শব্দের মাইগ্রেশান হয়, খুব সহজেই। ফলে তাদের উল্লেখ করা হল না। কিন্তু শারীরবৃত্তিও ক্রিয়া যেমন to breathe , to sleep, sweat, to eat, to drink, to give birth, to grow, alive, to die ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির হিটাইট সংরক্ষণ করেছে কেবল sup-, suppariya- to sleep, ēdmi I eat, pāsi he swallows mert died এই চারটি। মানসিক ক্রিয়াবাচক শব্দ যেমন to hear, to see, to know, to recognize, to think, to say, to ask ইত্যাদি শব্দের কেবল memmāi says, sakuwāi- to see ছাড়া কিছু সংরক্ষণ করতে পারেনি। শুধু ভোকাবুলারি নয়, হিটাইট ভাষায় 'জিনাস কমিউন', সাবজাঙ্কটিভ ও অপটেটিভ মুড রক্ষিত নয়। আধুনিক ইংরেজিতে রক্ষিত হলেও, যেমন সাবজাঙ্কটিভ মুড কথ্য বাংলায় নেই, কিন্তু সংস্কৃতসহ সব ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষাগুলির এ এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

হাঙ্গেরিয়ান ফিনিশিয়ান এস্তোনিয়ান ইত্যাদি মোট ৩৮টি ভাষা ইউরেলিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এবং এই ভাষাগুলিতে একটা বড় সংখ্যার ইন্দো-ইওরোপীয় লোন-ওয়ার্ডস পাওয়া যায়। ধরা যাক, সংস্কৃত নিউমেরিক 'শত': Finnish ভাষায় 'sata', Hungarian ভাষায় 'száz', এরপর সংস্কৃত 'মধু' : Finnish প্রতিশব্দ 'mete', Komi প্রতিশব্দ 'ma', Hungarian প্রতিশব্দ 'méz', সংস্কৃত 'বরাহ' : Finnish 'porsas', Komi 'pors' ইত্যাদি। সংস্কৃত উত্তম পুরুষ একবচনের পোজেসিভ 'মম'। এবার ধরা যাক, বাংলায় 'আমার বন্ধু' সংস্কৃতে হবে 'মম মিত্রম্' , এই যে 'ম' বা 'm' ধ্বনি, মধ্যম পুরুষে 'তব মিত্রম্', এই 'ত' বা 't' ও সংস্কৃতে 'তার বন্ধু' কথাটির অনুবাদ হবে 'তস্য মিত্রম্' এখানে এই যে, 'তস্য' শব্দের 'স' বা 'his' শব্দের 's' ধ্বনি ইত্যাদি খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় ফিনো-ইউরেলিক গোষ্ঠীর Saami, Mari, Kamassian, Vogul ইত্যাদি প্রতিটি ভাষায়। এই ভাষাগুলিতে পোজেসিভগুলি নাউনের পরে সাফিক্স হয়ে জুড়ে যায়। ধরুন ইংরেজিতে একটি কথা 'my apple' ফিনো-ইউরেলিক গোষ্ঠীর Mari ভাষায় অনুবাদ হবে 'olma-m'; 'your apple'— 'olma-t'; এবং 'his/her apple'— 'olma-se' (Kloekhorst, 2008, 91)। আনাতলিয়ান হোমল্যান্ড আমরা অলরেডি ভিজিট করে এসেছি, এবার আমাদের যেতে হবে ইউরাল হোমল্যান্ড দেখতে। এআইটি সিনারিও মেনে এক্ষেত্রেও ইন্দো-ইউরেলিক থিওরি যথারীতি এসেছে। এই

প্রস্তাব প্রথম এনেছিলেন Vilhelm Thomsen ১৮৬৯-তে। তত্ত্ব অনুযায়ী, ইউরাল পর্বতের পাদদেশে প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ান ও প্রোটো-ইউরেলিক গোষ্ঠীর লোকজন পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছিল। বহু স্কলারস এই ইউরেলিক লোন-ওয়ার্ডস নিয়ে কাজ করেছেন, T. Burrow, J. Harmatta এবং V. I. Abayev-র নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়।

T. Burrow ১৯৫৫তে তাঁর Sanskrit Language নামক বইতে ২৩টি এরকম লোন ওয়ার্ডস আলোচনা করেছেন, যদিও তাতে কোনও ক্রনোলজি নেই, ফলে সেই আলোচনা খুব বেশি গুরুত্ব বহন করছে না, যদিও তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন, যে বরোইং ঘটেছে আইই থেকে ইউরেলিক, উলটোটা নয়। অন্যদিকে J. Harmatta-র কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, "Proto Iranians and Proto Indians in Central Asia in the 2nd Millenium BC, Linguistic Evidence." নামক ১৯৮১-র প্রকাশনার ১৮ থেকে ২৪ পাতায় তিনি ৫৩টি শব্দকে ক্রনলজিক্যালি ক্ল্যাসিফাই করেছেন। শব্দগুলিকে তিনি রেখেছেন ক্রনলজিক্যালি ১১টি স্তরে, সবচেয়ে আগের স্তর ৫০০০বিসিই, শেষ পর্যায়ের বিবর্তন দেখিয়েছেন ১৫০০বিসিইতে। প্রতিটি স্তরকে বিবর্তনের জন্য তিনি ধারণা করেছেন ৩০০বছর লাগতে পারে। এখন, মজার কথা যদিও J. Harmatta এই শব্দগুলির বরোইং দেখিয়েছেন ইন্দো-ইরানিয়ান থেকে, সেই একই শব্দগুলি ইন্দো-আরিয়ান ভাষাতেও একই ক্রনোলজি মেনে উপস্থিত, যা ম্যাচ করেছেন S.S. Misra তাঁর পূর্বোল্লিখিত আলোচনার ১৯৮ পাতায়। J. Harmatta যা ইরানিয়ান বরোইং বলছেন, S.S. Misra সেই শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে খুঁজে দিচ্ছেন, অর্থাৎ বরোইং আরিয়ান ভাষা বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলির সঙ্গেও কগনেট! খুব বেশি পার্থক্য এতে হয় না, কেননা, কী লিঙ্গুইস্টিক কী জিওগ্রাফিক কী ক্রনোলজিক্যাল ইন্দো-ইওরোপীয়ান পরিবারের নিকটতম দুই নিকটাত্মীয় ইন্দো-ইরানিয়ান ও আরিয়ান। আমরা আমাদের আলোচনায় J. Harmatta-র লিস্ট থেকে কিছু শব্দের ক্রনোলজি ও ইরানিয়ান-হিটাইট কগনেট উল্লেখ করব, সঙ্গে ব্র্যাকেটে Misra প্রদত্ত সাংস্কৃট কগনেটটি।

1st Period:

FU (Finno Ugric = Uralic) *aja- 'to drive' < PIr *aja (cp

Skt < aj 'drive', this is a Rigvedic verb).

2nd Period:

FU *orpas *orwas 'orphan'< PIr *arbhas (cp Skt arbha-(ka) 'child').

FU *pakas 'god' < PIr *bhagas (= Skt bhagaḥ).

FU *martas 'dead' < PIr *mrtas (= Skt mṛtaḥ).

FU *taiwas 'heaven'< PIr *daivas (= Skt daivaḥ).

3rd Period:

FU *oćtara 'whip'< PIr *aćtra (Skt aṣṭrā).

FU *caka 'goat'< PIr *ćāgaḥ (Skt chāgaḥ).

4th Period:

FU *arwa 'present given or received by the guest' < PIr *arg^{w}haḥ (cp Skt arghaḥ).

5th Period:

FU *tajine 'cow'< PIr *dheinuḥ (Skt dhenuḥ).

FU *ta e 'milk'< PIr *dedhi (cp Skt dadhi).

FU *sasar 'younger sister'< PIr *svasar (cp Skt svasa).

6th Period:

FU *warsa 'foal, Colt'< PIr *vṛṣaḥ (cp Skt vṛṣaḥ 'bull').

FU *sapta 'seven'< PIr *septa (Skt sapta).

FU *teśe 'ten'< PIr *deśa (cp Skt daśa).

FU *sata 'hundred'< PIr *śata (cp Skt śata).

FU *reśme 'strap, cord'< PIr *raśmiḥ (cp Skt raśmiḥ).

7th Period:

FU *mekše 'honey bee'< PIr *mekši (cp Skt makṣi).

FU *mete 'honey'< PIr *medhu (cp Skt madhu).

FU *jewä 'corn'< PIr *yevaḥ (cp Skt yavaḥ).

8th Period:

FU *asura 'lord'< PIr *asuraḥ (cp Skt asuraḥ).

FU *sara 'flood' < PIr *saraḥ (cp Skt saraḥ).

FU *sura 'beer, wine'< PIr *surā (cp Skr surā).

FU *sasra 'thousand'< PIr *zhasra (cp Skt sahasra).

9th Period:

FU *sas, soś 'to become dry' < PIr *sauś (cp Skt śoṣah).

FU *sare 'booklet, rill' < PIr *kṣaraḥ (cp Skt akṣaraḥ).

10th Period:

FU *wisa 'anger, hatred, hate'< PIr *viš-višam (cp Skt viṣam).

FU *ora 'bowl' < PIr *ārā (cp Skt ara).

11th Period:

FU onke 'hook'< PIr *aṅkaḥ (cp Skt aṅkaḥ).

ইন্দো-ইওরোপীয়ান থেকে ফিনো-ইউরেলিক বরোইং দেখাতে গিয়ে J. Harmatta প্রথম পর্যায়ের বরোইং দেখাচ্ছেন ৫০০০বিসিই, যে শব্দটি তিনি ফার্স্ট পিরিওডে অ্যাসাইন করছেন, তা S.S. Misra দেখাচ্ছেন যে, ঋকবেদের শব্দ। সুতরাং, S.S. Misra-র মতে "...his (Harmatta's) chronology indirectly puts the date of the Rigveda in 5000 BC." (2005, 200)।

যাহোক, এই জায়গায় কিঞ্চিৎ সরলীকরণের অভিযোগ করা যায় Misra-র বিরুদ্ধে। কেননা, প্রথম কথা হল, ঋকবেদের শব্দ বলে কিছু হয় না। বলা উচিৎ শব্দটি আমরা পাচ্ছি ঋকবেদে। ঋকবেদে পাচ্ছি মানে শব্দটি আরিয়ান ওয়ার্ড, আরও স্পেসিফিক বললে, শব্দটি প্রাচীন ভারতীয় আর্য লেক্সিকনে ছিল। 'ঋকবেদ' পরবর্তী যেকোনো সময়ে রচিত হতে পারে, যখনই হোক, শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

V. I. Abayev অবশ্য এই ক্রনোলজি কিঞ্চিৎ বদলাচ্ছেন, পিরিওড আফটার পিরিওড তিনি শব্দের ডেভলপমেন্ট দেখাননি। কিন্তু, তিনি এই টোটাল পিরিওডটা দেখাচ্ছেন, ৩০০০বিসিই থেকে একেবারে ফার্স্ট সেঞ্চুরি বিসিই। যদিও এনআইএ বা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সময়টা প্রথম সেঞ্চুরির আগে, এবং তা কমসেকম থার্ড সেঞ্চুরির আগে, কেননা, থার্ড সেঞ্চুরি বিসিই নাগাদ জিপসি মাইগ্রেশান ফ্রম ইন্ডিয়া শুরু হচ্ছে, এবং তাদের সঙ্গে যাচ্ছে এনআইএ। যাহোক, Abayev কিন্তু প্রায় ১০০টি শব্দের বরোইং দেখিয়েছেন("Prehistory of Indo-Iranians in the Light of Aryo-Uralic Contacts", p-84-9)। এই তালিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা, এই তালিকায় পাওয়া শব্দগুলি স্টাডি করলে শব্দপরিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা যায়, যা ওল্ড ইন্দো-আরিয়ান> মিডল ইন্দো-আরিয়ান > নিউ ইন্দো-আরিয়ান বিবর্তনের সমতুল।

V. I. Abayev-এর সম্পূর্ণ তালিকা এই আলোচনায় তুলে এনে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ নেই। তবে অল্প কিছু শব্দ পরীক্ষা করা যায়। তালিকার প্রথমে ইউরেলিক গোষ্ঠীর ভাষাটির নাম, তারপর শব্দটি, সঙ্গে তার ইংরেজি প্রতিশব্দ, ব্র্যাকেটে S.S. Misra প্রদত্ত সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলা শব্দ, সঙ্গে তাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ:

Borrowings from the Vedic stage:

Saarni ariel, arjan, (cp Skt arya)

Mord sazor, sazer, Udm sazer, (cp Skt svasar)

Mari marij 'man', (cp Skt marya)

Komi Udm med 'pay', (cp Skt mīdha)

Komi dar 'ladle', (cp Skt darvi)

Borrowings from the Vedic or classical stage:

Komi sur-, Udm sunt 'beer', (cp Skt surā)

Komi Udm surs 'thousand', (cp Skt sahasra)

Finnish vermen 'thin skin', vermeet 'clothes', (cp Skt varman 'cover', 'armour')

Mansi śiś 'child', (cp Skt śiśu)

Mansi sankw 'stake', (cp Skt ṣaṇku)

Finnish tarna, Osty tarn 'grass', (cp Skt tṛṇa)

Borrowings from the Middle Indo-Aryan stage:

Finnish vasa, Osty vasik, Mansi vasir, Hung uszo 'bull', (cp MIA vasa < vṛṣa)

Mord sed, Komi sod 'bridge', (cp MIA sedu < Skt setu)

Borrowings from the New Indo-Aryan stage:

Mansi sat 'seven'< NIA sata < MIA satta < Skt sapta.

Finnish marras 'dead'< NIA mara 'dead'.

Hung szeker 'carriage', cp Hindi sagar, Or sagaḍa.

Hung tei 'milk', cp Hindi dahī, Or dahi, Beng dai.

এবার প্রশ্ন হল, যখন বরোইং ঘটছে ভারতীয় আর্য ভাষা বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে, কোনো প্রাচীন সময়ে প্রোটো-ইউরেলিক এবং প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ান লোকজন পাশাপাশি বসবাস করত— এরকম নয়, বরং তাদের মধ্যে নব্যভারতীয় আর্য ভাষা বিকাশের আগে অবধি যোগাযোগ ঘটেছে। যদি এই তত্ত্বও মানতে আপত্তি থাকে কারও, বাদ দিন, ইউরেলিক ভাষাবিদদের গবেষণাগুলি কিন্তু একটা জিনিস খুবই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছে যে, ভারতীয় আর্যভাষা বা ছান্দস বা প্রোটো-সাংস্কৃট অলরেডি ডেভলপ করে গেছে, ওয়েস্টার্ন স্কলারস ও তদনুসারী ভারতীয় স্কলারদের অতি প্রিয় ১৫০০বিসিইর অনেক আগে। T. Burrow, J. Harmatta, এবং V. I. Abayev প্রদত্ত ডেটা দেখায় এই সময়টা ৫০০০বিসিই (J. Harmatta) থেকে ৩০০০বিসিই (V. I. Abayev)। এক্সাক্ট একটি তারিখ না বলা গেলেও বৈদিক সাহিত্যের কম্পোজিশান মৌখিকভাবে শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে এর মধ্যে কোনো এক সময়। গ্রীক ইন্ডোলজিস্ট নিকোলাস কাজানাসের লেখা পড়বার সময় আমরা এই তারিখটা আর একটু স্পেসিফিক করতে পারব।

খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ নাগাদ আজকের সিরিয়ার উত্তর অংশ ও অ্যানাতলিয়ার দক্ষিণপূর্বে হিটাইট শক্তির পতন ও অ্যাসিরিয়ান রাজাদের অপদার্থতার সুযোগে ক্ষমতায় এসেছিল মিটানি রাজশক্তি। এই শক্তির প্রথম রাজার নাম Kirta, যিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৫০০ বিসিই নাগাদ। তাঁর পুত্র Shuttarna 1 ও পরবর্তী রাজাদের নামগুলি এইরকম: Parshatatar বা Parrattarna, Shaushtatar, Artatama 1, Shuttarna 2, Shatti-

waza, বা Kurtiwaza, Wasashtta, ইত্যাদি। কোনও সন্দেহ নেই যে, এই নামগুলি কোনো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন। যদিও, তাদের ভাষা ছিল হুরেইন (Hurrian), যা কোন ইন্দোইওরোপীয়ান বা সেমিটিক ভাষা নয়। এই গোষ্ঠীকে বলা হয়, Hurro-Urartian language family। মিটানি দেবতাদের নাম, Mitra, Varuna, Indra, Nasatya ইত্যাদি। এদের সঙ্গে ইজিপ্টেরও একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। বিখ্যাত ইজিপ্সিয়ান রানি নেফার্তিতি ছিলেন এই মিটানি বংশের রাজকুমারী। খেয়াল করুন তাঁর নামেও 'অতিথি' উপসর্গ। আমরা জানি যে, ভারতের ক্ষেত্রে ডেটেবল ইন্সক্রিপশান পাওয়া যায় অশোকের শীলালিপিতে প্রথম, কিন্তু, মিটানি এক্সক্যাভেশান থেকে পাওয়া পোড়া মাটির ট্যাবলেট যার তারিখ জানা সম্ভব। এবং এই মিটানি রাজারা রাজত্ব করেছিলেন ১৫০০ থেকে মোটামুটি ১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই অঞ্চলে ঘোড়ায় টানা গাড়ির প্রথম ব্যবহার, রথের দৌড় প্রতিযোগীতা ইত্যাদির প্রচলনের কৃতিত্ব দেওয়া হয় এই রাজাদেরই।

ব্যাবিলনিয়ায় ক্যাসাইটরা ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৫৯৫তে হিটাইট আক্রমণের পর প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের শেষে, ১৫৩৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। ক্যাসাইটদের ভাষা নিয়ে ধন্ধ এখনও বিদ্যমান। তবে, এটা ঠিক যে, এদের ভাষাও মিটানিদের অনুরূপ নন-ইন্দোইওরোপীয়ান ও নন সেমিটিক কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই ছিল। কেউ মনে করেন এদের ভাষা ছিল একটি ল্যাঙ্গুয়েজ-আইসোলেট। কেমন ছিল ক্যাসাইট রাজাদের নামগুলি, খেয়াল করুন, Gandas, Agum, Kastiliasu, Abirattas ইত্যাদি। একটা বড় প্যান্থিওন দেবদেবী ছিল তাদের, Turgu, Zini, Surias, Sugab, Sa, Mirias, Maruttars, Indas, Bugas ইত্যাদি।

১৯০৬-৭ সালে প্রাচীন অ্যানাতোলিয়া বা আজকের তুরস্কের Boğazköy/Hattuša এক্সক্যাভেশানে অ্যাসিরিওলজিস্ট Hugo Winckler আবিস্কার করেন "Kikkuli Text"। কিক্কুলি ছিলেন হুরেইন 'মাস্টার হর্স ট্রেইনার' বা তাদের ভাষায় Asuwaninni (ঋকবেদিক শব্দ অশ্বসেনা) যিনি হিটাইট ভাষায় রচনা করেছিলেন ঘোড়া প্রশিক্ষণের নিয়মকানুন। কিক্কুলি টেক্সট শুরু হচ্ছে এভাবে,

"UM.MA Ki-ik-ku-li [LU]A-AŠ-ŠU-UŠ-ŠA-AN-NI

ŠA KUR [URU]MI-IT-TA-AN-NI"

মানে "Thus speaks Kikkuli, master horse trainer of the land of Mitanni" ("The Kikkuli Text. Hittite Training Instructions for Chariot Horses in the Second Half of the 2nd Millennium B.C. and Their Interdisciplinary Context", Peter RAULWING, P-3)। এই টেক্সটে উল্লেখ আছে ২৪০ দিনের হর্স-ট্রেনিং-এর খুঁটিনাটি।

হিটাইট রাজা Suppiluliuma এবং মিটানি রাজা Shattiwaza'র মধ্যে সম্ভাব্য ১৩৮০ বিসিইতে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যেখানে ঋকবৈদিক দেবতাদের নামগুলি স্কলারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Indara < Indra, Mitrasl < Mitra, Nasatianna < Nāsatyā, the Asvins, Uruvanassil, < Varuṇa ইত্যাদি। T. Burrow তাঁর পূর্বোল্লিখিতি বই "The Sanskrit Language" (1970)-এ এই শব্দগুলি দেখাচ্ছেন ইরানিয়ান গড হিসেবে (Misra, 2005, 216)। কিন্তু তা সম্ভব নয়, এগুলি নিশ্চিত করে ঋকবেদ থেকে যাওয়া, কারণ, ইরাণিয়ান কালচারে ইন্দ্র একটি ইভিল স্পিরিট। আর ইরান থেকে গেলে ইন্দ্রের আগে আগে আহুরা মাজদার নামই যাওয়ার কথা, কারণ তিনিই সেখানে প্রধান দেবতা। শুভকাজে কেউ অশুভ শক্তির উল্লেখ করবে না। তাঁর বইয়ের ১৯৭৭ সংস্করণে T. Burrow ইন্দো-ইরাণিয়ান গোষ্ঠীর তৃতীয় একটি শাখার প্রস্তাব দিয়েছেন, এই লোন-ওয়ার্ডগুলি তাঁর প্রস্তাবমত সেই শাখা থেকে গিয়ে থাকবে। লেখককে দোষারোপ করে লাভ নেই, কেননা, এআইটি ফ্রেমের মধ্যে আলোচনা করলে, যেভাবেই হোক ঋকবেদকে সোর্স হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব না, কারণ, তত্ত্ব অনুযায়ী ঋকবেদের রচনাকাল ১৪০০বিসিইর পর।

ইন্দো-আরিয়ান নিউমেরালগুলি পাওয়া যায় কিক্কুলির হর্স ট্রেনিং ম্যানুয়ালে,

aikawartanna (< Skt ekavartana) 'one turn of the course'

terawartanna (< Skt tre-vartana) 'three turns of the course'

sattawartanna (< Skt sapta-vartana) 'seven turns of the course'

nawartana & nawawartana (< Skt nava-vartana) 'nine turns of the course'.

এগুলি নিশ্চিত করেই ইন্দো-আরিয়ান নিউমেরালস। এক> 'এইকা', সপ্ত> সত্ত পরিবর্তন মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অনুরূপ, প্রথমে অপিনিহিতি ও পরে অভিশ্রুতি। নিউমেরালস ছাড়াও বেশ কিছু ইন্দো-আরিয়ান ওয়ার্ডস চিহ্নিত করা যায়, কোনো কোনো শব্দে দেখব ni/nu ইত্যাদি হুরেইন সাফিক্স জুড়ে গেছে,

wašannašaya 'of stadium' (Skt vasanasya).

aratiyanni 'part of cart' (Skt rathya).

ašuwaninni 'stable master' (Skt aśva-nī).

babrunnu 'red brown' (Skt babhru).

baritannu 'golden yellow' (Skt bharita).

pinkarannu 'red yellow, pale' (Skt *piṅgara), cp Skt piñjara _ piṅgala.

urukamannu 'jewel' (Skt rukma).

zirannu 'quick' (Skt jira).

Makanni 'gift' (Skt magha).

maryannu 'young warrior' (Skt marya).

matunni 'wise man' (cp Skt mati 'wisdom').

এছাড়া একগুচ্ছ ইন্দো-আরিয়ান ব্যক্তিনাম আলোচ্য হওয়া উচিৎ:

Sutarṁa (Skt sutarṁa or Sutrāṅa)

Paršašatar (Skt praśastra)

Saššatar (Skt saśastra or sauśastra)

Artadāma (Skt ṛtadhāma)

Tušratha (Skt tuṣ-ratha)

Mativāza (Skt mativāja)

Artamna (Skt ṙtamna)

Bardašva (Skt vṛdh-aśva)

Biryašura (Skt vīrya-šura or vīrya-sura)

Puruš (Skt Puruṣa)

Šaimašura (Skt sima-sūra or saimasūra)

Šatavāza (Skt śatavāja)

ধ্বনিপরিবর্তনের এই প্রবণতা (সপ্ত>সত্ত ইত্যাদি) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (OIA) > মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় (MIA) পরিবর্তনের অনুরূপ বা OIA MIA-এর একটা ট্রানজিশান পিরিওড চিহ্নিত করে। এব্যাপারে S.S. Misra-র অবসার্ভেশান তা-ই:

(i) Dissimilar plosives have been assimilated, for example, sapta > satta

(ii) Semi-vowels and liquids were not assimilated in con-

juncts with plosives, semi-vowels or liquids as in 1st MIA, for example, vartana > wartana, rathya > aratiya-, vīrya > Birya-, Vṛdhašva > Bardašva

(iii) Nasals were also not assimilated to plosives/nasals, unlike in 1st MIA and like in OIA. This characteristic places the language of these documents earlier than 1st MIA, for example, rukma > urukmannu,

ṛtanma > artamna

(iv) Anaptyxis was quite frequent, for example, Indra > Indara, smara > śumara

(v) v > b initially, for example, vīrya > birya, vṛdhasva > bardašva

(vi) ṛ > ar, for example, ṛta > arta, vṛdh > bard- (2005, 217)।

এক্ষেত্রে মাথায় রাখা দরকার, এআইটি সিনারিওয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিকাশ 'অশোকান প্রাকৃত' থেকে ঠিক আছে। Hittites, Luwian, Lycians, Lydians ইত্যাদি অ্যানাতলিয়ান ভাষাগুলি কিন্তু এই টাইমলাইনকে চ্যালেঞ্জ করছে, বরং এখানে পাওয়া ইন্দো-আরিয়ান শব্দভাণ্ডার OIA এবং MIA-র মধ্যে একটা মিসিং লিংকের কাজ করছে, ট্রেডিশনাল থিওরি OIA>MIA>NIA ধারাবাহিকতা ফলো করে না, তাঁরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চান ঋকবেদের সংকীর্ণ পরিসরে। অথচ আমরা স্পষ্ট দেখছি অ্যানাতলিয়ান ভাষাগুলি সন্দেহাতীত OIA > MIA ট্রানজিশান দেখাচ্ছে। ঋকবেদকেন্দ্রিক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এবার বরং বিরতি টেনে মধ্য ও আধুনিক সময়ে ভাষার ডেভলপমেন্ট থেকেও ভাষাবিবর্তনের সূত্র আরোহণ করা উচিৎ।

অ্যানাতলিয়ান ভাষাগুলিতে প্রাপ্ত ব্যক্তিনামের তালিকা নিয়ে Shrikant G.Talageri-র গবেষণা Rigveda A Historical Analysis, chapter

এব্যাপারে আলোকপাত করতে পারে। Talageri মিটানি ব্যক্তিনামগুলিকে ক্লাসিফাই করেছেন এইরকম কতকগুলি বিভাগে

১) 'অতিথি' অনুসর্গযুক্ত নাম— Biriatti, Mittaratti, Asuratti, Mariatti, Suriatti, Devatti, Indaratti, Paratti, Suatti

২) 'অশ্ব' অনুসর্গযুক্ত নাম— Biriassuva, Bartassuva, Biridasva

৩) 'রথ' অনুসর্গযুক্ত নাম— Tusratta (+ a Kassite name Abirat-tash)

৪) 'প্রিয়' উপসর্গযুক্ত নাম— Biria, Biriasauma, Biriasura, Biria-waza (+ above: Biriatti, Biriassuva. Biriamasda, Biriasena).

৫) 'বন্ধু' অনুসর্গযুক্ত নাম— Subandu

৬) 'উতা' অনুসর্গযুক্ত নাম— Indarota, Yamiuta

৭) 'বসু' উপসর্গযুক্ত নাম— Wasdata, Waskanni.

৮) 'ঋত' উপসর্গযুক্ত নাম— Artasumara, Artatama, Artamna

৯) 'মেধা' অনুসর্গযুক্ত নাম— Biriamasda.

১০) 'সেনা' অনুসর্গযুক্ত নাম— Biriasena

রচনাকালের হিসেবে ঋকবেদকে মোট দুটি বা তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। ঋকবেদের দশটি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায়কে বলা হয় এক একটি মণ্ডল। এরমধ্যে ২ থেকে ৭ রচনাকালের হিসেবে প্রথমদিককার। এরপর আসে ১ ও ৮ । সব শেষে যুক্ত হয় ৯। ১০ নং মণ্ডল যুক্ত হয়েছে একেবারে পরে পুরো সংগ্রহটির সঙ্গে। ৫ নং মণ্ডলটির সম্পর্ক আছে কেবল ১ ও ৮ নং মণ্ডলের সঙ্গে। অন্যদের সঙ্গে নেই।

১) প্রাচীনতম মণ্ডলগুলি : ৬-৩-৭

২) কিঞ্চিদাধুনিক মণ্ডলগুলি: ৪-২

৩) আধুনিকতর: ৫

৪) আধুনিকতম মণ্ডলগুলি : ১-৮-৯-১০।

অর্থাৎ ৩, ৬, ৭ আগে, ৪ ও ২ মাঝে এবং ১, ৫, ৮, ৯, ১০ পরে।

খুব ওপর ওপর ভাগ করলে, ৫ বাদ দিয়ে ২ থেকে ৭ হল আগের অংশ। ১, ৫, ৮, ৯, ১০ পরের অংশ (Talageri, 2005, 337)।

ভাষাতাত্ত্বিকবিচারে ঋকবেদের দশটি মণ্ডলের রচনাকালের ক্রম আমরা পেলাম, এখন দেখব, মিটানি ইন্সক্রিপশানে পাওয়া রাজাদের বংশতালিকার অনুরূপ নামগুলি ঋকবেদের কোন অংশে বেশি, কোথায় কম। যদি সমগ্র ঋকবেদ জুড়ে এই নামগুলির উপস্থিতি পাওয়া যায়, তাহলে মিটানি ইন্সক্রিপশান ও ঋকবেদ সমসাময়িক। যদি, ঋকবেদের পুরাতন অংশে এই নামগুলির উপস্থিতি বেশি থাকে ধরে নিতে হবে, মিটানি ইন্সক্রিপশান প্রাচীনতর, কেননা, ঋকবেদের পরবর্তী অংশে সেই সংস্কৃতি ডায়লুটেড হয়ে গেছে। সেভাবেই যদি, ঋকবেদের আধুনিকতম অংশে এই নামগুলি থাকে এবং প্রাচীনতম অংশে অনুপস্থিত হয় তো, বুঝতে হবে, ঋকবেদের পরবর্তী অংশগুলি রচনার সময়ে অথবা আরও পরে আরিয়ান-মিটানি বিচ্ছেদ ঘটে থাকবে, মানে, হয় মিটানি রাজারা ঋকবৈদিক সপ্তসিন্ধু এলাকা থেকে গিয়ে সেখানে ক্ষমতায় আসবে, নতুবা ঋকবেদের প্রাচীনতম অংশগুলি রচিত অবস্থায় আর্যরা এত পথ পেরিয়ে সপ্তসিন্ধু এলাকায় প্রবেশ করবে, যে দাবি কার্যত আজ পর্যন্ত কেউই করেননি।

দেখা যাক নামের ডিস্ট্রিবিউশান কেমন:

পাঁচটি প্রাচীনতম মণ্ডলের কেবলমাত্র ৪র্থ মণ্ডলের ৩০ নং সুক্তের ১৮তম শ্লোকে এই নামের উল্লেখ আছে।

"উত ত্যা সদ্য আর্যা সরয়োরিন্দ্র পারতঃ।

অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ ॥"

অর্থাৎ, 'হে ইন্দ্র! তুমি তৎক্ষণাৎ সরযুনদীর পারে আর্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করেছিলে।" ("ঋকবেদ সংহিতা" রমেশচন্দ্র দত্ত, হরফ প্রকাশনী)।

'চিত্ররথ' অর্থাৎ 'রথ' অনুসর্গযুক্ত নাম।

৩য় মণ্ডল— নেই

৬ষ্ঠ মণ্ডল— নেই

৭ম মণ্ডল— নেই

২য় মণ্ডল— নেই

৪র্থ মণ্ডল— নেই

৫ম মণ্ডল— **২৭**ম সুক্ত ৪,৫ ও ৬ নং শ্লোক; **৩৩**- ৯; **৩৬**- ৬; **৫২**- ১; **৬১**- ৫, ১০; **৭৯**- ২; **৮১**- ৫ = মোট ১০ বার। (মোটাদাগের সংখ্যাগুলো নির্দেশ করছে সুক্তসংখ্যা, পরবর্তী সংখ্যাগুলি সেই সুক্তের কত সংখ্যক শ্লোক, একই সংখ্যক শ্লোকে দুবার একটি নামের উল্লেখ থাকলে শ্লোক সংখ্যাটি দুবার উল্লিখিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে সেই দুবার উল্লিখিত শ্লোকসংখ্যাটি নিম্নরেখযুক্ত)।

১ম মণ্ডল— **৩৬**- ১০, ১১, ১৭, ১৮; **৪৫**- ৩, ৪; **১০০**- ১৬, ১৭, **১১২**, ১০, ১৫, ২০; **১১৬**- ৬, ১৬; **১১৭**- ১৭, ১৮; **১২২**- ৭, ১৩; **১৩৯**- ৯ = ১৮ বার।

৮ম মণ্ডল— **১**- ৩০, <u>৩০</u>, ৩২; **২**- ৩৭, ৪০; **৩**- ১৬; **৪**- ২০; **৫**- ২৫; **৬**- ৪৫; **৮**- ১৮, ২০; **৯**- ১০; **২৩**- ১৬, ২৩, ২৪; **২৪**- ১৪, ২২, ২৩, ২৮, ২৯; **২৬**- ৯, ১১; **৩২**- ৩০; **৩৩**- ৪; **৩৪**- ১৬; **৩৫**, ১৯, ২০, ২১; **৩৬**- ৭; **৩৭**- ৭; **৩৮**- ৮; **৪৬**- ২১, ৩৩; **৪৯**- ৯; **৫১**- ১, <u>১</u>; **৬৮**- ১৫, ১৬; **৬৯**- ৮, ১৮, **৮৭**- ৩ = ৪১ বার।

৯ম মণ্ডল— **৪৩**- ৩; **৬৫**- ৭ = ২ বার।

১০ম মণ্ডল— **৩৩**- ৭; **৪৯**- ৬; **৫৯**- ৮; **৬০**- ৭, ১০; **৬১**- ২৬; **৭৩**- ১১; **৮০**- ৩; **৯৮**- ৫, ৬, ৮; **১৩২**- ৭, <u>৭</u> = ১৩ বার।

প্রাচীন অংশে ৪র্থ মণ্ডলের যে ৩০ নং সুক্তে এই নাম পাওয়া যাচ্ছে, তাকে বিখ্যাত জার্মান স্কলার Hermann Oldenberg তাঁর Vedic Hymns (Oxford 1897) বইতে ক্লাসিফাই করেছেন একটি

'ইন্টারপোলেটেড হিম' হিসেবে, মানে, পরে সংযুক্ত (https://archive.org/stream/vedichymns02ml#page/n7/mode/2up)। তাঁর ক্লাসিফিকেশান যদি নাও মানি, তাহলে ওই একটিমাত্র শ্লোক ছাড়া মিটানি-অনুরূপ নোমেনক্লেচার ঋকবেদের পুরাতন অংশে আর কোথাও নেই।

এরপর আসছে, যাঁরা ঋকবেদের রচয়িতা, তাদের নাম। এখানেও ঋকবেদের প্রাচীনতম পাঁচটি মণ্ডলের কোথাও অতিথি, অশ্ব, রথ, মেধা, সেনা, বন্ধু, উতা, বসু, অর্থ, প্রিয় ইত্যাদি উপসর্গ বা অনুসর্গযুক্ত মিটানি-টাইপ নাম একটিও নেই। সেখানে বিভিন্ন সুক্তগুলির রচয়িতাদের নামগুলি কীরকম? দ্বিতীয় মণ্ডলে, গৃৎসমদ, সোমাহুতি; তৃতীয় মণ্ডলে, বিশ্বামিত্র; চতুর্থ মণ্ডল, বামদেব ইত্যাদি। পঞ্চম মণ্ডল দেখুন, বসুশ্রুত, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু এরকম ২০জন রচয়িতার নাম পাবেন। কিন্তু যেইমাত্র আপনি ঋকবেদের নবীন অংশে আসছেন, দেখুন ছবি সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। ১ম মণ্ডলে মেধাতিথি, ঋজ্রশ্ব, অশ্বরীয় ইত্যাদি মোট ১৩জন রচয়িতার একইরকম মিটানি-টাইপ নাম। ৮ম মণ্ডলের ২৪জন রচয়িতা, ৯ম মণ্ডলের ৯জন রচয়িতা, ১০ম মণ্ডলের ২৩ রচয়িতার নাম এইরকম মিটানি-টাইপ। নামগুলি ডিস্ট্রিবিউশানের এই যে প্রবণতা, এর কোনও ব্যতিক্রম নেই।

ঋকবেদের পরবর্তী অংশে স্পষ্টতই সংস্কৃতির বদল ঘটেছে। নামসংস্কৃতির বদল ঘটতে কত সময় লাগতে পারে তা বিবেচনার বিষয়। এক সময় বাঙালি পুরুষের নাম হত ভারতচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ইত্যাদি, পরে হয়েছিল সুনীল, শক্তি, বিনয়, সন্দীপ, আরও পরে সায়ন, অয়ন আকাশ ইত্যাদি। ঋকবেদের দশটি মণ্ডল রচনা হতে হতে যে বদল নামসংস্কৃতির ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা যাচ্ছে, তা কত সময়ের ব্যবধানে ঘটেছিল— সেটা একটা প্রশ্ন। কিন্তু, ঘটেছিল এটা আমরা দেখলাম। এবার মিটানি রাজাদের নামের সঙ্গে আমরা ঋকবেদের যে অংশের নোমেনক্লেচারের মিল পাচ্ছি, বলা যায় সেই সময় নাগাদ ঋকবেদের পরবর্তী মণ্ডলগুলির উদ্ভব ঘটছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন দুটি জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে ঘটলেও একই ফলাফল দেখা যেতে পারে। কিন্তু, ব্যক্তিনাম?

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, ইওরোপীয়ানদের দ্বারা সংস্কৃতভাষা আবিষ্কারের পর, সংস্কৃতকেই সমস্ত ইন্দো-ইওরোপীয়ান ভাষার সূচনা

বলে মনে করেছিলেন প্রথমদিককার স্কলাররা। ফলে ইন্ডিয়াকেই ধরা হয়েছিল দা উরহেইম্যাট। পরে মনে করা হয়েছে পামির এলাকা এবং তা ক্রমে উত্তরে সরে গেছে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে, সঙ্গে এসেছে পশ্চিমের আরও কিছু কেন্দ্রের দাবি। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতই, এর অসংখ্য প্রপোনেন্টস কখনোই একমত হতে পারেননি এক্সাক্টলি কোথায় ছিল সেই উরহেইম্যাট— ম্যাক্স মুলারের 'সামহোয়্যার ইন এশিয়া' এখনও প্রকৃতপক্ষে নোহোয়্যার। H.L. Gray তাঁর "The Foundation of Language" বইতে ১৯৫০-এ অ্যানাতলিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে MIA-র তুলনা দেখিয়েছিলেন প্রথমবার (p-309)। তিনি লিখছেন, "The earliest investigators were quite certain that it was in Asia, the continent which was the source of oldest civilization, the traditional site of the garden of Eden, and where Sanskrit was spoken" (p-304-5)। এশিয়া, যেখানে সংস্কৃত ছিল মানুষের মুখের ভাষা, সেখানেই ছিল আইই রুট।

D. Karamshoyev তাঁর ১৯৮১ তে প্রকাশিত বই "The Importance of Pamiri Language Data, for the study of Ancient Iranians Ethnic Origin"-তে পামিরি ল্যাঙ্গুয়েজগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ ডেটা দিয়েছেন। যার সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের তুলনামূলক আলোচনায় S.S. Misra দেখাচ্ছেন, "The Pamiri dialects present much later forms. They give us no linguistic evidence that Pamir was the original homeland of the Aryans. ...the linguistic changes which they exhibit clearly show that they represent dialects which belong to a later stage of Iranian or Indo-Aryan." (2005, 219)। Misra ২০০৫-এর প্রবন্ধে এই ভাষাবিবর্তন চিহ্নিত করে Shughni, Yazgulyam, Avestan, Russian প্রভৃতি পামিরি ভাষার বিবর্তনের স্তর নির্দেশ করেছেন, যা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বিবর্তনের সমতুল পরিবর্তন চিহ্নিত করে (2005, 218-219)। যা হোক, দুটি এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে কথিত দুটি উপভাষা মোটামুটি একইরকম বিবর্তন দেখাতে পারে। কিন্তু নোমেনক্লেচার বিচ্ছিন্নভাবে বিবর্তিত হলে তাদের মধ্যে মিল পাওয়া কার্যত অসম্ভব। সুতরাং Talageri-র এই গবেষণা প্রমাণ করে মিটানি-আরিয়ান স্প্লিট ঘটেছিল,

যখন ঋকবেদেই এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। ঋকবেদের প্রাচীনতম অংশগুলি রচিত হয়েছে গেছে তার আগে। এই স্প্লিট তাহলে কোথায় ঘটেছিল? অ্যানাতোলিয়ায় বসে যদি ঋকবৈদিক ঋষিরা এই মন্ডলগুলি রচনা করতেন, তো সেই শ্লোকগুলিতে সেই অঞ্চলের নদী পর্বত ইত্যাদির ভৌগলিক এলাকার উল্লেখ থাকত। তা নেই। যা আছে তা সিন্ধুনদের পূর্বের এলাকা। ঋকবেদের প্রথম দিককার মণ্ডলগুলি তার মানে সিন্ধুনদের পূর্বের কোনো এলাকায় রচিত— মিটানি-আরিয়ান স্প্লিটও নিশ্চিতকরে সেই এলাকায় ঘটে থাকবে। মিটানি রাজাদের নামে বৈদিক প্রভাব আছে, তাদের চুক্তিপত্রে বৈদিক দেবতাদের নাম আছে। কিন্তু, তাদের ফ্যামিলি-কিনশিপ ওয়ার্ডস কোনও বৈদিক প্রভাব প্রমাণ করে না। আমরা ধারণা করতে পারি যে, সিন্ধু এলাকা থেকে যারা গিয়ে মিটানি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল, পরিজন ছিল না তাদের সঙ্গে। ঘটে থাকবে কোনো মেল-মাইগ্রেশান।

একবিটি থেকে বার হওয়া 'India: Historical Beginning and the Concept of Aryan' বইতে রোমিলা থাপার কী বলছেন, "The generally accepted view is that it cannot be dated earlier than about 1500 BC on linguistic grounds especially now that comparative studies with contemporary Indo-Iranian and Indo-Aryan texts have been made more precise. The Indo-Aryan words in the Mitanni-Hittite treaty of the fourteenth century BC in Anatolia, and the Gatha section of the Avesta, both have some linguistic forms that are more archaic than the Rgveda" (2006, 26)। হ্যাঁ, গাথা সেকসান অফ আবেস্তায় কিছু জিনিস ঋকবেদের চেয়ে আর্কেইক। এখন আমাদের অল্প করে বুঝে নিতে হবে ভাষাবিবর্তনে লেনিশানের নিয়ম। lenition বা কনসোন্যান্ট চেঞ্জ দুভাবে ঘটে, এক, synchronically আর একটি হল diachronically। সিংক্রনিক চেঞ্জ ঘটে বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, অপরটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। এই ডায়াক্রনিক চেঞ্জেসের ক্ষেত্রে আর একটি ঘটনা ঘটে তাকে বলে debuccalization। এর ফলে কিছু কনসোন্যান্ট ধীরে ধীরে ডায়ল্যুট করে স্বরধ্বনির মত গ্লোটাল উচ্চারণের দিকে চলে যায়। পরে হারিয়েও যায়। এই বিবর্তন মোটামুটি কতকগুলি বাঁধা রীতিতে ঘটে। সেগুলি পরপর এরকম shortening of double consonants বা degemination > affrication of stops > spirantization of stops or affricates > debuccalization > finally elision। ধরুন, ওরিজিন্যাল সাউন্ডটি হল tt বা tt^h। degemination স্তরে এটা পরিণত হবে t বা th সাউন্ডে, পরের স্তরে affrication হবে tθ ও চ সাউন্ডে চেঞ্জ হবে, এরপর spirantization হবে θ ও s সাউন্ডে বদল ঘটবে। এরপর debuccalization যখন হবে তখন তখন তা পরিণত হবে 'h' সাউন্ডে। সুতরাং s > ẖ > h এই হল গতি। এবার দেখি আবেস্তার একটি শব্দ zaranya, সংস্কৃতে হিরণ্য, পরিস্কার যে এক্ষেত্রে আবেস্তান ওয়ার্ডটি আর্কেইক। কেননা, শব্দটি এক্ষেত্রে বিবর্তনের ফ্রিকেটিভ স্তরে আছে। হ

মানে ডিবাকেলাইজড, সংস্কৃত শব্দটি পরে। আর একটি আবেস্তান শব্দ haena, সংস্কৃতে 'সেনা'; এক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দটি আর্কেইক। আবেস্তান ওয়ার্ড xsaθra, সংস্কৃত ওয়ার্ড 'ক্ষাত্র'; এক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দটি আফ্রিকেটিভ, আবেস্তান ওয়াৰ্ডটি ফ্রিকেটিভ, মানে সংস্কৃত এক্ষেত্রে আর্কেইক। সংস্কৃত অসুর আর্কেইক আবেস্তান ahura নতুন। সংস্কৃত যজ্ঞ > আবেস্তান yasna, সংস্কৃত শব্দটি আর্কেইক। আবেস্তান zaotar > সংস্কৃত 'হোত্র', আবেস্তান শব্দটি আর্কেইক। সংস্কৃত 'সোম' > আবেস্তান haoma, সংস্কৃত শব্দটি আর্কেইক। আর্যমন > airyaman, ভাওয়েল সিফট ঘটেছে খেয়াল করুন আ>আই, সুতরাং সংস্কৃত শব্দটি আর্কেইক। সুতরাং পরিস্কার যে, দুই ভাষার তুলনামূলক আলোচনায় কোনো একটিকে আর্কেইক ঘোষণা করে দেওয়া এভাবে সম্ভব নয়। অসম্ভব কী? না, আমরা পরবর্তীতে দেখব, ক্রনোলজিক্যালি অন্যান্য ফিচারসগুলি মিলিয়ে, আবেস্তা না ঋকবেদ কোনটি পুরাতন, এক্ষেত্রে যে যে উদাহরণগুলি ঋকবেদ থেকে আনা হল তা অতটা ডিটেল নয়।

রিকনস্ট্রাকটেড প্রোটো-ইন্দোইওরোপীয়ান ও সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা দেখেছি, এখন এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রে ঠিক পরের অবস্থান যে ভাষাটি দাবি করতে পারে, তা হল ইরাণিয়ান ভাষা। বস্তুত, সংস্কৃত ও ইরাণিয়ান ভাষার সম্পর্ক এতটাই গভীর যে এদের মনে হয় একই ভাষার দুটি ডায়লেক্ট। "The preceding sketch indicates the very close relationship between the two peoples calling themselves Arya. Not only are their languages so closely related that their oldest attested forms might often be taken as dialects of the same language, but their society, their rituals, their religion and their traditional poetry resemble each other so closely that it has always been regarded as certain that the Vedic Indo-Aryans, the Iranians and the Kafiri (Nuristani) are but offshoots of one group speaking IIr., a few hundred years before the RV and the Old Avestan texts. (Witzel, 2001, 9)। বস্তুত তাই-ই, কেননা কেবলমাত্র ভাষাই নয়, সমাজ সংস্কৃতি রিচুয়ালস ব্যক্তিনাম সবকিছু বিচার করলে এদের ভিন্নতা কেবল মাত্রাগত বোধ হয়।

তুলনামূলক আলোচনায় আবেস্তার ক্ষেত্রে আরও সুবিধাটি হল, মিটানি অনুরূপ আবেস্তান মানুষরা কিন্তু কোনও বিজাতীয় হুরেইট ভাষায় কথা বলত না, তাদের ভাষা ইন্দো-ইরানিয়ান ও ইন্দো-আরিয়ান খুব নিকটবর্তী ভাষা, এবং এখানে বিরাট একটি লিটারেচার আছে। সুতরাং আরও সহজে সেই চরিত্রদের নামগুলিকেও মিটানি অনুরূপ ক্রনোলজিক্যালি সাজানো যায়। শব্দার্থের বিবর্তনও এক্ষেত্রে সহজে চিহ্নিত করা যায়, যেমন একটি শব্দ 'ক্ষত্র', ঋকবেদের প্রথম পর্যায়ে যার অর্থ 'বল শক্তি তেজ', পরবর্তীতে এই শব্দটি পরিবর্তীত হচ্ছে 'ক্ষাত্র' 'যোদ্ধা' অর্থে। অথর্ব বেদে এই শব্দটির মানে 'রাজপুরুষ' ক্ষত্রিয়। আবেস্তার গাথা অংশে 'ক্ষত্র' বা 'ক্ষত্রা' মানে 'রাজত্ব' বা 'কিংডম', ঋকবেদের 'অশ্ব' শব্দের মানে যে হাই স্পিড বহন করে, যার অর্থ সংকোচন ঘটছে পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট প্রাণিতে, আবেস্তায়ও এটি একটি প্রাণি। ভারতীয় অশুভশক্তির প্রতীক 'অসুর' বা 'আহুরা' ইরাণিয়ানদের প্রধান দেবতা, যাকে প্রীত করতে ভারতীয় পদ্ধতিতেই অগ্নিপ্রজ্জ্বলনের রীতি তাদের উপাসনা পদ্ধতি, বেদে অগ্নি উপাস্য, আগুন কিন্তু তাদের দেবতা নয়, আগুনের উপাসনা তাঁরা করেন না, তাঁরা আগুনকে পবিত্র মনে করেন, ঘৃতাহুতি দিয়ে তাকে প্রজ্জ্বলিত করেন এবং নির্বাপনে বৈদিক ধর্মের অনুরূপ কখনই ফুঁ ব্যবহারের অনুমতি নেই, তাতে আগুন অপবিত্র হয়ে যাবে, তাদের পুরোহিত জাওটার, সংস্কৃত হোত্র। আবেস্তান সময়ে তাদের প্রফেট জরাথ্রুস্ট্র, যিনি রচনা করবেন জেন্দাবেস্তা বা আবেস্তার প্রথম পাঁচটি গাথা, আবেস্তা বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন নস্কে, আবেস্তায় মোট ২১টি নস্ক, প্রতিটি নস্ক সাতটি ভাগে বিভক্ত, প্রতি বিভাগের প্রথমটি হল গাসান বা গাথা। ইরাণীয়ান ট্রেডিশান অনুযায়ী জিওরাস্টার বা জরাথ্রুস্টের জন্ম হয়েছিল আলেক্সাডার পারস্য আক্রমণের ২৫৮ বছর আগে, আলেক্সাডার পারস্যের Achaemenid Empire আক্রমণ করেছিল, ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সেই হিসেবে জিওরাস্টারের জন্ম হবে ৬২৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। কিন্তু যদিও অধিকাংশ পার্সীরা আজও এই ডেটকেই জরাথ্রুস্টের জন্ম হিসেবে বিশ্বাস করেন, কিন্তু এই তারিখ নির্ধারণে প্রমাদ ছিল। অ্যালেক্সাডারের মৃত্যুর পর পারস্যের ক্ষমতায় আসে Seleucid kingরা, যারা অ্যালেক্সাডারের বিজয়কে স্মরণ করে এজ অফ আলেক্সাডারকে একটা নতুন ক্যালেন্ডার ইপোক হিসেবে চিহ্নিত করেন। যা পছন্দ হয়নি জিওরাস্টিয়ান প্রিস্টদের। ফলত তাঁরা তাদের আগের স্মরণে থাকা জেনারেশান কাউন্ট করে স্থির করেন এই

৬২৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। তবে আধুনিক স্কলাররা তাঁর জন্ম হিসেবে দেখান ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময় (Shapur, 1977, 25-35)।

জরাথ্রুস্ত্রের ধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী। ঋকবেদের বহু বহুদেবতার সমাবেশ এখানে নেই। তাঁর মতবাদের প্রধান দেবতা আহুরা মাজদা। যাঁর থেকে সরাসরি তিনি রিভিলেশান পেয়েছিলেন, যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 'গাথা'য়, আহুরা মাজদা এই বিশ্বের স্বর্গের সৃষ্টিকর্তা। তাকে ঘিরে থাকত সাতজন সহচর, এদের চারজন আহুরার পুত্র। তাঁরা হলেন, 'স্পেন্তা মৈনু', 'আশা বহিষ্ট', 'বহুমনা' ও 'অর্মৈতি', আর তিনজন আহুরা মাজদারই অন্য রূপ, তাঁরা হলেন 'ক্ষাত্রা বৈর্য', 'হুর্বতৎ' ও 'অমর্তৎ'। এরা হলেন ভালর এমবডিমেন্ট। কিন্তু আহুরা মাজদা কেবল ভালরই পিতা নন, তাঁর নিজেরই সন্তান 'দয়েবাস' যারা হলেন 'দ্রুজ' বা ইভিল স্পিরিট, তিনি তাদেরও পিতা। তাদের নেতা 'অহরিমান' বা 'অরিমন'। ভারতীয় মৃত্যুর দেবতা 'যম', ওখানে 'যিমা' হবে তাদের আদি পুরুষ।

জিওরাস্টার বা জরাথ্রুস্ত্র বেশ কতগুলি সোসাল রিফর্ম করেছিলেন বলে পাওয়া যায়, যেমন, ইতিপূর্বে শক্তিশালী দয়েবাসদের পূজা তিনি নিন্দা করবেন, নিষিদ্ধ করেননি, তিনি এটা ছেড়েছিলেন, মানুষের ফ্রি উইলের ওপর, কিন্তু জরাথ্রুস্ত্র পরবর্তীতে, দেখা যাবে দেবাদের সমাজে নিন্দার চোখেই দেখা হয়, এবং দ্রুজ বা খারাপ মানুষদের টাইটেল হিসেবে দেবাস শব্দটি পার্শী ভাষায় থেকে যায়। পশুবলি নিষেধ করবেন, কিন্তু সব পশু না। Haoma বা সোম পানকে তিনি চিহ্নিত করবেন, ইন্দ্রিয়বিলাসিতা হিসেবে। কিন্তু, প্রি-জিওরাস্টিয়ান রিচুয়াল ফায়ার স্যাক্রিফাইস বা অগ্নিতে আহুতি দানের রীতি তিনি বজায় রাখবেন। সমাজ চালনার জন্য একটি ব্রাহ্মণ্য শ্রেণি উঠে আসবে, যাদের নাম হবে 'মেজাই'। মনে আছে বেথেলহেমে জেসাসের জন্মের সময় সেই তিনজন মেজাইদের? জিওরাস্টারের ধর্মে বেশ কতকগুলি আধুনিকতার চিহ্ন বর্তমান। বুদ্ধের আগে এটাই নন-পেগান রিলিজিওন, প্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম, এটাই প্রথম ধর্ম যেখানে নারীদেবতা বা কোন দেবীর সঙ্গে ক্ষমতা শেয়ার করা হচ্ছে না। ঋকবেদের একটা প্যান্থিওন অফ গডস ও গডেসেসের জায়গায় এই ধর্ম সভ্যতার স্তরে অনেক এগিয়ে থাকা চিন্তার বার্তা বহন করে।

ইন্দো-আরিয়ান ইন্দোইরাণিয়ান তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় S.S. Misra "The Avestan, A Historical and Comparative Grammar" নামক বইতে আবেস্তান ভাষায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অনুরূপ বিবর্তন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে কেবল তাঁর আলোচনার কনক্লুসিভ অবসার্ভেশানগুলি পরপর তুলে আনব।

অবসার্ভেশান এক: সংস্কৃত ও আবেস্তান ভাষার ভাওয়েল পরিবর্তন

১ m, n, v পর বসলে a হয়ে যায় ∂, আগে y, c, j, ž ছাড়া যেকোনো সাউন্ড থাকতে পারে। যেমন, Av k∂m, Skt kam: Av bar∂n, cp Skt (a) bharan; Av s∂viśto, cp Skt śaviṣṭhaḥ.

২ a > i যখন m, n, v পর বসে, আগে y, c, j, z ।যেমন, Av yim, Skt yam: Av vācim, Skt vācam; Av drujim < Iranian drujam, cp Skt druham < *drujham; Younger Av druzinti < Iranian drujanti, cp Skt druhyanti.

৩ a > e হয়ে যায় y-এর পর বসলে যদি পরের সিলেবলে e, y, c, j or ńh সাউন্ড থাকে। যেমন, Av yeidi/yedi, Skt yadi; Av yehe/yeńhe, Skt yasya; Av iΘyajah-, cp Skt tyaj; Av yesnya, cp Skt yajñiya.

৪ a > o হয় লেবিয়াল সাউন্ডের পর, যখন পরের সিলেবলে থাকে u অথবা o. Av vohu, Skt vasu; Av mosu, Skt maksu; Av pouru < *poru (< Iranian paru < IIr prru), Skt puru; Gothic Av cor∂t < *cort < *cart, Skt kaḥ < kart.

৫ a < a বাকি সব জায়গায় বজায় থাকে Av apa, Skt apa; Av asti, Skt asti.

অবসার্ভেশান ২

1 আবেস্তায় voiceless aspirate-গুলি spirants হয়ে যায়, যেমন, Skt sakhā, Av haxā ।

2 আবেস্তায় voiced aspirate-গুলি deaspirate করে যায়, যেমন, Skt bhrātā, Av brātā।

3 গথিক আবেস্তায় শব্দের শেষে থাকা স্বরধ্বনি দীর্ঘায়িত হয়েছে, পরবর্তী আবেস্তান ভাষায় সংকুচিত হয়েছে, ফলে স্বরবর্ণের দৈর্ঘ এখানে নির্ধারিত নয়।

4 শব্দের a-stem বাকি stem-গুলিকে প্রভাবিত করে, যেমন মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ঘটেছে। এইভাবে, ablative singular অনারূপে দীর্ঘায়িত হয়ে যায়, যেমন, Av XraΘvat (of u-stem) after maśyāat (of a-stem).

অবসার্ভেশান ৩

১ m, r, ś ছাড়া ওল্ড পার্সিয়ান সব ফাইনাল কনসনেন্ট ড্রপ করে দেয়, MIA বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ṃ ছাড়া সব ফাইনাল কনসোনেন্ট ড্রপ করে।

২ আবেস্তার মতই ওল্ড পার্সিয়ানেও ভয়েসলেস অ্যাস্পিরেটগুলি স্পাইরেন্ট হয়ে যায়, যেমন, Skt sakhā, OP haXā. একই ঘটনা দেখা যায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার Niya Prakrit-এর ক্ষেত্রে Niya aneǵa (= aneɣa) < Skt aneka.

৩ আবেস্তার মতই ওল্ড পার্সিয়ান সমস্ত ভয়েসড অ্যাস্পিরেটগুলি ডিঅ্যাস্পিরেট করে, যেমন, Skt bhrātā, OP brātā. একই পরিবর্তন দেখা যায় Niya Prakrit-এ buma < bhūmi.

S.S. Misra সব মিলিয়ে দেখাচ্ছেন যে, "although more archaic than other IE languages, is much less archaic than Sanskrit and is akin to the eldest daughter of Sanskrit from the point of view of archaism" (Misra, 2005, 210), সুতরাং আবেস্তান ভাষার বিবর্তন, তাঁর মতে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বিকাশের স্তর

উপস্থাপন করে। সম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়ে ঠিক এই একই অবসার্ভেশান উল্লেখ করেছেন Shrikant G. Talageri, তাঁর "Rigveda and the Avesta: The Final Evidence" নামক বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে ২০ থেকে ২৩ পাতায়। মিটানি কিংস ও ঋকবেদিক ব্যক্তিনাম নিয়ে তাঁর গবেষণার পরিচিতি আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। এই বইটি তাঁর বিস্তৃত গবেষণার শেষতম বই। যেখানে তিনি আবেস্তা ও ঋকবেদের ব্যক্তিনাম, আবেস্তা ও ঋকবেদের ছন্দ এবং ঋকবেদের জিওগ্রাফি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ঋকবেদ ও আবেস্তার নামসংস্কৃতিতে ছয় প্রকারের মিল পাওয়া যায়:

১) উপসর্গ ও অনুসর্গের মিল,

২) কিছু প্রোটো ইরাণিয়ান নাম (প্রোটো ইরাণিয়ান বলা হচ্ছে কেননা, এই নামগুলি জরাথ্রুস্ট তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে স্মৃতি থেকে বলছেন),

৩) কিছু প্রাণির নাম যেগুলি নামের উপসর্গ বা অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনটি অশ্ব বা উষ্ট্র ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার,

৪) কিছু নাম যেগুলি আবেস্তায় নাম কিন্তু ঋকবেদের ক্ষেত্রে কেবলই একটি শব্দ,

৫) কিছু ঋকবৈদিক নাম যেগুলি আবেস্তায় কেবলমাত্র একটি শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে

৬) কিছু শব্দ যা আবেস্তায় উপসর্গ বা অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, ঋকবেদের একেবারে নির্দিষ্ট কিছু অংশে তা শব্দ।

সমগ্র ঋকবেদ জুড়ে পাঁচপ্রকার নামের অস্তিত্ব চিহ্নিত করা যায়, 'সু' যুক্ত নাম, 'সু' মানে ভাল, 'দেব'যুক্ত নাম, 'দেব' মানে ডিভিনিটি আছে যার, 'পুরু'যুক্ত নাম, 'পুরু' মানে 'অনেক', 'বিশ্ব'যুক্ত নাম, ঋকবেদে 'বিশ্ব' মানে সকল ও 'প্র'যুক্ত নাম, 'প্র' মানে 'অগ্রবর্তী'। এই নামগুলি সমগ্র ঋকবেদেই পাওয়া যাবে, আবেস্তা ও মিটানিতেও আছে, মনে করুন, সুবন্ধু সুয়াত্তি দেবাত্তি ইত্যাদি, যেহেতু এরা সর্বত্রই মেলে, তাই,

এদের বলতে হবে ক্রোনলজিক্যালি নিউট্রাল, এদের দিয়ে আগে কিংবা পরে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু, ঋকবেদের প্রথম পর্যায়ে আরও দুটি প্রকারের নাম পাওয়া যায়, যে নামগুলি শেষ হয়, 'হোত্র' ও 'মিলঃ' (Hotra & Milha) অনুসর্গ দিয়ে। এই নামগুলি একেবারে প্রথমদিকের (৬,৪৩; ৬,৬৩) মণ্ডলগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে এরপর পাবেন, না ঋকবেদের পরবর্তী অংশে, না মিটানি, না আবেস্তায়। কিন্তু, মিটানি আবেস্তা ও ঋকবেদের ক্রোনলজিক্যালি পরবর্তী মণ্ডলগুলিতে অসংখ্য এরকম নাম আছে, যা তিনটি জায়গাতেই কমন।

ঋকবেদের উদাহরণ:

Su-: Su-dās, Su-mīḷha, Su-hotra.

Deva-: Deva-vāta/Deva-vat, Deva-śravas, Deva-ka.

Diva-: Divo-dāsa.

Puru-: Puru-panthās, Puru-mīḷha.

Viśva-: Viśvā-mitra.

Pra-: Pra-tardana, Pra-tṛda, Pra-stoka (Talageri, 2008, 20)।

এই একই প্রকার নামসংস্কৃতি আবেস্তাতেও পাওয়া যায়

আবেস্তার উদাহরণ:

Hao-/Hu-: Haosrauuah, Haošiiaŋha, Hučiθrā, Hufrauuač, Hugu, Huiiazata, Humaiiaka, Humāiiā, Hušiiaoθna, Hu-taosa, Huuarəz, Huuaspa.

Daēuua: Daēuuō.t̰biš.

Pouru-: Pouru.baŋgha, Pouručistā, Pouruδāxšti, Pouru.jira, Pourušti.

Vīspa-: Vīspataurušī, Vīspa.tauruuarī, Vīspa.tauruuā, Vīspa.θauruuō.ašti.

Fra-: Fraŋhād, Frasrūtāra, Fratura.

-srauuah: Haosrauuah, Bujisrauuah, Vīδisrauuah. ((Talageri, 2008, 21-22)।

ঋকবেদের পরবর্তী পর্যায়ের মণ্ডলগুলি যেমন ৫, ১, ৮, ৯, ১০ নং মণ্ডলে এই ধরণের নাম মেলে একটা বড় সংখ্যায়। ৫ম মণ্ডলে (১, ৩-৬, ৯-১০, ২০, ২৪-২৬, ৩১, ৩৩-৩৬, ৪৪-৪৯, ৫২-৬২, ৬৭-৬৮, ৭৩-৭৫, ৮১-৮২ নং সুক্ত) ৪০বার, ১ম মণ্ডলে (১২-৩০, ৩৬-৪৩, ৪৪-৫০, ৯৯-১০০, ১০৫, ১১৬-১৩৬ নং সুক্ত) ৮ম মণ্ডলে (১-৫, ১৪-১৫, ২৩-৩৮, ৪৩-৪৪, ৪৬-৫১, ৫৩, ৫৫-৫৮, ৬২, ৬৮-৬৯, ৭৫, ৮০, ৮৫-৮৭, ৮৯-৯০, ৯২, ৯৭-৯৯ নং সুক্ত) ৫১ বার, ৯ম মণ্ডলে (২-৩, ৫-২৪, ২৭-২৯, ৩২-৩৬, ৪১-৪৩, ৫৩-৬০, ৬৩-৬৪, ৬৮, ৭২, ৮০-৮২, ৯১-৯২, ৯৪-৯৫, ৯৭, ৯৯-১০৩, ১১১, ১১৩-১১৪ নং সুক্ত) ৬১ বার ও ১০ম মণ্ডলে (১-৭, ১০, ১৪-২৯, ৩৭, ৪২-৪৭, ৫৪-৬৬, ৭২, ৭৫-৭৮, ৯০, ৯৬-৯৮, ১০১-১০৪, ১০৬, ১০৯, ১১১-১১৫, ১১৮, ১২০, ১২২, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৪-১৩৫, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৭-১৪৮, ১৫১-১৫২, ১৫৪, ১৫৭, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০, ১৭২, ১৭৪-১৭৫, ১৭৯, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১ নং সুক্ত) ৯১ বার। প্রতিটি শ্লোক ও শব্দ ধরে আলোচনা করেছেন লেখক, তাঁর বইয়ের পূর্বোক্ত অধ্যায়ে, যা এখানে পূর্ণাঙ্গ পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র। ঋকবেদের প্রাচীনতম মণ্ডলগুলির মধ্যে তৃতীয় মণ্ডলের ৩৬ নং সুক্তের ১৮তম শ্লোকে এই আবেস্তান টাইপ নাম পাওয়া যায়। শ্লোকটি এইরকম:

"অগ্নিনা তুর্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবং হবামহে।

অগ্নির্ন য়ন্নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্বতীং দস্যবে সহঃ॥"

পুরাণে যদু ও তুর্বশু যযাতি নরপতির পুত্রদ্বয়, এদের বর্ণনা পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। ঋকবেদের প্রাচীনতম একটি মণ্ডলে হঠাৎ এদের উপস্থিতি চিহ্নিত করে, ওল্ডেনবার্গ এই সুক্তটিকে ইন্টারপোলেটেড বলে মনে করেন (Talageri, 2008, 47)। এছাড়া, প্রাচীনতম অংশ ২, ৩, ৪,

৬ ও সপ্তম মণ্ডলে কিন্তু এইরকম আবেস্তান টাইপ আধুনিক নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এবং আবেস্তা ও ঋকবেদের সময়ের এই ক্রম কেবলমাত্র ঋকবৈদিক চরিত্রদের নাম নয়, একইভাবে কোনো একটিও ব্যতিক্রম ছাড়াই ঋকবেদের বিভিন্ন সুক্তগুলির রচয়িতাদের নাম কিংবা সেখানে উল্লিখিত ঋষিদের নামের ক্ষেত্রেও মিলে যাবে। এই ডেটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, মিটানি ইন্সক্রিপশানের ক্ষেত্রে সাধারণের অসুবিধা, কিন্তু আবেস্তার ক্ষেত্রে যে কেউ ঋকবেদ ও আবেস্তা তুলনামূলক স্টাডি করে নিলে নিজেই দেখতে পাবেন যে, প্রতিটি রেফারেন্স, ডেটা ও ক্রোনলজি সাজেস্ট করে যে, আবেস্তা ও ঋকবেদের যে কমন সংস্কৃতি তার কোনও লক্ষণ ঋকবেদের প্রাচীন অংশে নেই।

নাম ছাড়াও এই দুই গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ তাদের বিবর্তন প্রসারণ ইত্যাদি একইভাবে আমাদের আগের অবজার্ভেশানের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। ঋকবেদের নতুন অংশে পাওয়া যায় কিন্তু প্রাচীন অংশে কোনোভাবেই আসে না, কিন্তু আবেস্তায় তারা আবার খুব উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব বহন করে, এরকম অসংখ্য শব্দ একটি একটি করে দেখানো যায়। যেমন ধরুণ একটি শব্দ, 'গাথা'। আমরা জানি যে, জরাথ্রুস্ট রচিত আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ 'গাথা'। এই শব্দ কিন্তু ঋকবেদের প্রাচীনতম অংশের কোথাও নেই। 'বীজ' (vaējah) শব্দটির ক্ষেত্রেও একই ছবি। জরাথ্রুস্ট তাঁর পূর্বপুরুষদের আদিম বাসস্থান হিসেবে বর্ণনা করেছেন পূর্বের কোনো এক আরিয়ানা ভায়েজা (airyanəm vaējah) নামক স্থান। বীজ ও গাথা শব্দগুলি ঋকবেদের ১, ৫, ৮, ৯, ১০ প্রতিটি মণ্ডলে বারে বারে পাওয়া যায়, কিন্তু, ২, ৩, ৪, ৬, ৭ নং মণ্ডলের মোট পাঁচটি ইন্টারপোলেটেড সুক্ত (৩- ৩৬, ৩৮, ৫৩; ৭- ৩৩; ৪- ৩০) ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না (Talageri, 2008, 47)। এই উল্লেখগুলি চিহ্নিত করেই ওলডেনবার্গ এই সুক্তগুলিকে পরবর্তী সংযোজন বলে নির্দিষ্ট করেছেন । স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিকেই লোকেট করেই সিদ্ধান্ত নেয়, তবু এক্ষেত্রে একটি দুটি ব্যতিক্রমও নেই। মিটানি এভিডেন্সের অনুরূপ 'অশ্ব' বা অন্য পশুনামযুক্ত নামের ব্যবহার, যেমন জরথ্রুস্টের নিজের নামে উষ্ট্র বা উট, Da-uštra । তাঁর পূর্বপুরুষের নাম Pourushaspa, Haechetaspa, jamaspa, Vistaspa। Arajataspa, এই অর্জতশ্ব হলেন যিনি শেষে হত্যা করবেন জরাথ্রুস্টকে, কিংবা আবেস্তায় উল্লিখিত জরাথ্রুস্ট পূর্ববর্তী

সময়ের প্রধান দেব Yima বা যম, ভারতীয় মিথলজিতে মনু যেমন প্রথম পুরুষ যম আবেস্তার প্রথম পুরুষ, যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ঋকবেদেও, কিন্তু তিনি কখনোই আসেননি প্রাচীন মণ্ডলগুলিতে, Atharvan, যিনি জরথ্রুস্ট পূর্ব ফায়ার প্রিস্ট, সকলেরই উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদের আধুনিকতম অংশে বা পোস্ট-ঋকবেদিক লিটারেচার ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সংহিতা ও অথর্ববেদে, কিন্তু প্রাচীনতম মণ্ডলগুলিতে নয়। ঋকবেদের Trita হলেন আবেস্তার Θrita, তিনি আবেস্তার Yašt 13.16 অনুয়ারী জরাথ্রুস্টের পূর্বপুরুষ। এবং ঋকবেদের Gotama হলেন আবেস্তার Nāiδiiāoŋha Gaotəma, Yasna 9.10 অনুয়ারী যিনি জরাথ্রুস্ট্রের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়ে পরাজিত হচ্ছেন, মানে তিনি জরাথ্রুস্টের সমসাময়িক। এই দুজন চরিত্রের দেখা পাই আমরা ঋকবেদেও, কিন্তু তাদের উল্লেখ ঋকবেদের মধ্যবর্তী অংশের ৪র্থ মণ্ডলে (1-42, 45-58 = 56 hymns), ২য় মণ্ডলে (11, 13, 31, 34 = 4 hymns); ঋকবেদের আধুনিকতম অংশে ৫ম (9, 41, 54, 86 = 4 hymns); ১ম মণ্ডলে (36, 52, 54, 58-64, 74-93, 105, 112, 116, 155, 163, 183, 187 = 37 hymns); ৮ম মণ্ডলে (7, 12, 41, 47, 52, 88 = 6 hymns); ৯মণ্ডলে (31-32, 34, 37-38, 77, 86, 93, 95, 102 = 10 hymns); ১০ম মণ্ডলে (8, 46, 48, 64, 99, 115 = 6 hymns)। ৪র্থ ও ২য় মণ্ডল একটি মধ্যবর্তী সময়ের রচনা, ৩য়, ৬ট ও ৭ম হল প্রাচীনতম। এই ত্রিত ও গোতমের উল্লেখ ৩য়, ৬ট ও ৭ম মণ্ডলে কোথাও নেই, অন্যদিকে আমরা দেখলাম, ৪র্থ ও ২য় মণ্ডলে মোট ১১ বার; কিন্তু, ১, ৫, ৮, ৯, ১০ম মণ্ডলে মোট ৫৭বার পাওয়া যায় (Talageri, 2008, 52-53)। এবং ১, ৫, ৮, ৯, ১০ম মণ্ডলে এই ত্রিত ও গোতমকে দেখানো হচ্ছে কন্টেম্পরারি লিভিং পিপল, আবেস্তায় তাঁরা জরাথ্রুস্টের পূর্বপুরুষ, তাদের সময় তার মানে আরও আগে। যেমন, Taurvaēti যাঁকে স্তুতি করা হয়েছে আবেস্তার Yašt 13.115-এ, তিনি হলেন Frāčiia-র পূর্বপুরুষ; আবেস্তার Yasna 9.10-এ উল্লেখ পাওয়া যায় Θrita-র, যিনি জরাথ্রুস্ট্রের পিতা Pourušaspa-র বহু আগের এক ব্যক্তিত্ব; অপরপক্ষে ঋকবেদের Trita হলেন একজন যিনি belongs to a branch of Angiras priests, the Gṛtsamadas, who converted to the Bhṛgu rituals, and came to constitute a new family of priests, the Kevala Bhṛgus, one of the two main families of priests in the

Middle period (Talageri, 2008, 30)। এবার Gaotama নি... জরাথুস্টের সঙ্গে তর্কে পরাজিত হয়েছিলেন, তিনি গোতম না... ঋকবেদের মধ্যম অংশে দুটি প্রধান ফ্যামিলি ট্রেডিশানের একটি গঠন করছেন, অপরটি Auśijasদের। এই দুই পরিবার অঙ্গিরাদের সহযোগিতায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে, যাকে ইন্দো-ইরাণীয়ান কনফ্লিক্ট বলা যায় কিনা এব্যাপারে প্রশ্ন রেখেছেন লেখক। আবেস্তায় এই Gaotama জরাথুস্টের সমসাময়িক। ঋকবেদের প্রাচীনতম অংশগুলি, সুতরাং, আবেস্তার এই অংশের আগের কম্পোজিশান। আর আবেস্তার এই গাথাপর্বই প্রাচীনতম অংশ, যা সরাসরি জরাথুস্টের নিজের রচনা।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাতেও আমরা দেখেছি, আবেস্তান ভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বিকাশের সমকালীন, ঋকবেদের পরবর্তী অংশগুলি সেই হিসেবে অনেক আগে ঘটার কথা। এই দুই গবেষণার আলোয় সিদ্ধান্ত করা যায় কি যে, আরিয়ান-ইরাণিয়ান স্প্লিট ঘটে থাকতে পারে ঋকবেদের পরবর্তী মণ্ডলগুলি রচনার সমকালে? ধরা যাক, কিছু ইরাণিয়ান ট্রাইবস সপ্তসিন্ধু থেকে মাইগ্রেট করবে, পরে একই ভাষার দুটি ডায়লেক্ট সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুই জায়গায় আলাদাভাবে বিকশিত হয়েছে। ভারতীয় আর্যভাষায় মিশেছে দ্রাবিড় প্যারা-মুন্ডারি, অন্যদিকে ইরাণিয়ান অংশটি মিশেছে তাজিক ইউরেলিক সাবসট্রাটাম ল্যাঙ্গুয়েজগুলির সঙ্গে, এদের দূরত্ব বেড়েছে, কিন্তু মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলি গেছে সমরূপ পরিণতির দিকে, গড়ে উঠেছে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা, যখন জরাথুস্টের আগমন ও আবেস্তার গাথা অংশের রচনা। ভাষাতাত্ত্বিক কারণ ছাড়াও এই হাইপোথেসিসের কিছু টেক্সচুয়াল ভিত্তি আছে।

ঋকবেদের মধ্য-আধুনিক পর্যায়ের মণ্ডলগুলি রচনার সময় যদি ঘটে থাকে ইন্দো-আরিয়ান-ইরাণিয়ান স্প্লিট, ঋকবেদের মধ্য-আধুনিক মণ্ডলগুলিতে তা কোথাও না কোথাও উল্লেখ থাকার কথা। আছে কিছু? একটি ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়। জার্মান স্কলার K.F. Geldner ১৯৫০-এ যখন ঋকবেদ ট্রান্সলেট করছেন তিনি এই ঘটনা সম্বন্ধে বলেছিলেন "obviously based on an historical event" (Schmidt, 1980, 41-47)। ঘটনাটি হল, যা ইতিহাসে পরিচিত 'দ্য ব্যাটল অফ টেন কিংস' নামে। ঋকবেদ ৭ম মণ্ডলের ১৮, ৩৩, ও ৮৩,৪-৮ নং সুক্তে এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল পাঞ্জাবের রাভি নদীর তীরে বৈদিক

উপজাতিদের রাজত্ব ভারতের রাজা সুদাস ও আলিনাস, অনু, ভৃগু, বলানাস ইত্যাদি অন্য উপজাতিদের রাজা ভেদ, শিমু, কভস, প্রমুখের মধ্যে। যুদ্ধে সুদাস, যিনি তৃতসু উপজাতিদের রাজা পরাজিত করেছিলেন অপরপক্ষকে। কারা ছিলেন সেই অপরপক্ষে? **আলিনাস**, যারা বাস করত আজকের নুরিস্তান এলাকায়, কেননা জুয়ান জাং-এর রচনায় এই অঞ্চলের নাম উল্লিখিত হয়েছে এভাবেই (Vedic Index I, 1912, p-39)। **অনু**, যারা থাকত সেদিনকার পুরুষ্ণি নদী বা আজকের রাভি নদীর তীরে। (p-22)। **ভৃগুস**, সম্ভবত একটি ব্রাহ্মণ পরিবার প্রাচীন ঋষি ভৃগুর বংশধর। **ভলনস**, এরা থাকত সম্ভবত বোলানপাস এলাকায়। **দ্রুহ্যুস**, বসবাস করত সেদিনকার গান্ধার আজকের পেশোয়ার এলাকায় (ঋকবেদ, ১,১২৬,৭)। **মৎস্য**, ঋকবেদের ৭ম মণ্ডলের ১৮তম সুক্তের ৬ নং শ্লোক ছাড়া এদেরকে পাওয়া যায় শালভার সঙ্গে (p-122)। **পারশু**, এই উপজাতির সংযোগ ধারণা করা হয় পার্সিয়ানদের সঙ্গে। কেননা, ৮৪৪ বিসিইর অ্যাসিরিয়ান ইন্সক্রিপশানেও পার্সিয়ানদের উল্লেখ করা হয়েছে Parśu নামে, দরায়ুসের Behistun inscription-এ এদের উল্লেখ করা হয় Pārsa নামে, Macdonell and Keith এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর জানাচ্ছেন, "conclusion to be drawn is that the Indians and Iranians were early connected, as was of course the case. Actual historical contact cannot be asserted with any degree of probability" (Vedic Index, 504-505)। **পানি**, যাদের চিহ্নিত করা হয় Scythianদের সঙ্গে। ৭ম মণ্ডলের ৩৩ নং সুক্ত ও অন্যত্রও যেমন ৪র্থ মণ্ডলের ৩০ নং সুক্তে এই পরাজিতদের ভেঙে যাওয়া রথ ফেলে রেখে দূরদেশে অপসৃত হওয়ার বর্ণনা আছে। বৈয়াকরণিক পানিনি যে যে রিপাবলিক বা পানিনির ভাষায় 'আয়ুধজীবী সংঘ' বা 'গণ'-এর উল্লেখ করেছেন তারা হল, Vāhīha, kshudrakas (Grk Oxydrakai), Mālavas (Grk Malloi), Vṛkas (দরায়ুস ১-এর ইন্সক্রিপশানে যাদের উল্লেখ আছে Varkāḥ নামে), Dāmani, Parśu, Sālvas, Hāstināyana (Grk Astanenoi) ইত্যাদি এরকম ১৮টি অঞ্চল (Mookerji, 1988, 23)।

আমরা দরাউসের ইন্সক্রিপশান, ঋকবেদ, পানিনির উল্লেখ আমরা দেখলাম, এক্ষেত্রে এই Parśu > Persian হলে আবেস্তাতেও তো তবে

ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, যা ঋকবেদে সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত, যেখান থেকে এই Parśu উপজাতি বিচ্ছিন্ন হবে, সেই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়ার কথা? আবেস্তায় কি সেই উল্লেখ আছে?

ঋকবেদে যেমন আর্যদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান হিসেবে বহির্ভারতের কখনও কোথাও কোনও উল্লেখ নেই, আবেস্তায় তা নয়। আবেস্তার Vīdēvdaδ-1 ও পরবর্তী Vīdēvdaδ-এ পার্সিয়ানদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান হিসেবে ১৬টি জায়গার উল্লেখ রয়েছে:

1. Airiianəm vaējō
2. Gāum yim
3. Mōurum sūrəm
4. Bāxδīm srīrąm
5. Nisāim yim
6. Harōiium yim
7. Vaēkərətəm yim
8. Uruuąm pouru
9. Xnəṇtēm yim
10. Haraxaitīm srīrąm
11. Haētumatəm raēuuaṇtəm
12. Rayąm θrizaṇtūm
13. Caxrəm sūrəm
14. Varənəm yim
15. Hapta Həṇdu
16. Upa Aodaēšu Raŋhaiiā (Witzel, 1998, 12)।

এই Airiianam vaējō ঠিক কোন এলাকায় চিহ্নিত করা যায় না, আবেস্তার বর্ণনা অনুয়ায়ী এখানে এই অঞ্চলটি শীতল, ১০মাস শীত, ২মাস গ্রীষ্ম। আবেস্তায় এখানকার আবহাওয়ার বর্ণনা মেনে কেউ ভেবেছেন এই অঞ্চল কোনো আফগান হাইল্যান্ড, কেউ ভেবেছেন বালকাশ লেকের উত্তরে প্রাচীন সোগডিয়া, কাশ্মীর, গজনী এলাকাও ভেবেছেন কেউ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুক্তির সপক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তি সাজিয়েছেন। ভারতবর্ষের নাম আর্যবর্তও মনুস্মৃতির আগে পাওয়া যায় না। আর পেলেও মনু একেবারে আজকের বাংলা থেকে বালুচিস্তান পর্যন্ত যে অঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানকার আবহাওয়া আবেস্তার বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। আর্যবর্ত কথাটি ঋকবেদ কেন, কোনো বেদেই নেই। আবেস্তার Airiianam vaējō এযাবৎ অচিহ্নিত এলাকা। এখানে বর্ণিত কিছু এলাকা অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়, যেমন, Varənəm, পানিনির বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটি বর্তমান পাকিস্তানের স্বাত নদী ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী এলাকা। পানিনির বর্ণনায় Varṇu, বর্তমানে কুরাম নদীর তীরে একটি এলাকাও আছে, যার নাম Bannu । অন্য সমস্ত এলাকাগুলির কয়েকটি আশপাশে চিহ্নিত করা গেছে কতকগুলি যায়নি, Hapta Həṇdu-র আইডেন্টিফিকেশান উইটজেল স্বীকার করেছেন ঋকবেদের সপ্তসিন্ধু এলাকার সঙ্গে । "Hapta Həṇdu is found still further east, as it is identical with the Sapta Sindhavaḥ of the Ṛgveda; in other words, it signifies the land of the Seven Rivers, the Greater Panjab, experienced by the Iranians with "exceeding heat"(Witzel, 1998, 28) । ঋকবেদে সপ্তসিন্ধু এলাকার উল্লেখ বহুবার (10,lxxv, 1; 2,xii,3; 1,cii,2; 1,xxxii,8; 10,xlix,8; 9,lxvi,6; 8,lviii,12; 4,xxvii,1; 7,lxvii,8; 10,lxvii ইত্যাদি); ইন্ডিয়া, আর্যবর্ত, ভারত, হিন্দুস্তান ইত্যাদি বরং সবই নবীন, ভারতের প্রাচীনতম নাম বলা যায় সপ্তসিন্ধু। পৌরাণিক জম্বুদ্বীপের সঙ্গে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের সম্পর্ক পৌরাণিক, পৌরাণিক কসমোলজি অনুয়ারি গোটা পৃথিবী বিভক্ত সাতটি দ্বীপের মধ্যে সেগুলি হল, Jambudvipa, Plaksadvipa, Salmalidvipa, Kusadvipa, Krouncadvipa, Sakadvipa,ও Pushkaradvipa, মাঝের যে সাগরগুলি, তাদের একটি নোনাজলের, একটি আখের রসের, একটি সুরা, একটি ঘি, একটি দুধ, ও অন্যটি সাদা জলের (Matsya Purana 121-122, Agni

Purana 108.1-2)। সুতরাং জম্বুদ্বীপকে ইতিহাস থেকে আপাতত বাদ দেওয়াই ভাল। অতএব, সপ্তসিন্ধুই ভারতের প্রাচীনতম নাম। পারসিক উচ্চারণে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে Hapta Həṇdu। আবেস্তার বর্ণনানুযায়ী এই অঞ্চলের তীব্র গ্রীষ্মের কারণে আবেস্তান ট্রাইবরা এখান থেকে মাইগ্রেট করেছিল, এই বর্ণনার পুনঃবর্ণনা বাহুল্য, সপ্তসিন্ধু এলাকা সেই বৈদিক যুগ, আবেস্তান যুগ, পরবর্তী সিন্ধুসভ্যতার যুগে উত্তপ্ত, আজও তাই। ভাষাতত্ত্বের বিচারে [s] > [h] (debuccalization) । অর্থাৎ Sapta Sindhavaḥ > Hapta Həṇduই স্বাভাবিক, উলটো নয়।

ঋকবেদে আর্যদের পূর্ববাসস্থান ও আর্য-আক্রমণপূর্ব ভারতের অনার্যজাতিসমূহের উল্লেখ

পূর্ববাসস্থানের ছায়া

না ঋকবেদ, না আবেস্তা কোনোটাই হেরোডোটাসের হিসটোরিয়াই Ιστορίαι'র মত ইতিহাস গ্রন্থ নয়। যাহোক, সপ্তসিন্ধু এলাকা থেকে কোনো এক বা দুই ইরাণিয়ান উপজাতির বহির্গমন ঋকবেদ ও আবেস্তা দুই প্রাচীনতম গ্রন্থে বেশ কোথাও পরোক্ষে কোথাও খুব স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত। শুধু ইরাণিয়ান মাইগ্রেশানের স্মৃতিই নয়, Genesis 11 দেখায় কীভাবে ইহুদিরা উর পর্বত এলাকা থেকে মাইগ্রেট করেছিল; আইরিশ-কেল্ট রেকর্ড থেকে জানা যায় তাদের টানা ৫ থেকে ৬টি মাইগ্রেশানের কথা (MacCanna, 1986, 54-63); এবার জার্মানদের কথা, "The earliest known home of Germanic was South Scandinavia and North Germany. But at the beginning of the historical period, it was decidedly expansive. In the first century BC the Suevi are seen to have moved southwards and to have crossed to the left bank of the Rhine. To the east, other tribes were taking possession of land in Central and South Germany and in Bohemia. All these gains were, it is believed, on the territory previously in the hands of celts" (Lockwood, 1972, 95); স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্মৃতিতে আছে সাউথ-ইস্ট থেকে তাদের মাইগ্রেশানের কথা (Sturluson and Pálsson, 1996, 1-5, 57-58); অ্যাংলো-স্যাক্সন পোয়েট্রিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে "the consciousness of their origin from and the strong links with the North-West Europeans continued long in the new land (England)" (Branston, 1993, 22); হেরোডোটাসের Ιστορίαι'তে উল্লেখ আছে Pelasgiansরা ছিলেন সেই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা, গ্রীকরা সেখানে ইনভেডিং পপুলেশান (Herodotos 1, 2, 5); যদিও আর্কিওলজিক্যালি গ্রীকরা কোথা থেকে এসেছিল স্পষ্ট নয়; রোমান স্মৃতিতে উল্লিখিত তাদের মাইগ্রেশানের কথা (Vergil's "Aeneid");

"The original Hatti were a people of Central Asia Minor, whose name and some of whose gods the Hittites adopted along with capital city Hattus (Ht hattusas) . . . conqueror and conquered had been completely amalgamated" (Sturtevant, 1951, 4); এছাড়াও, হিটাইটরা যে সেই অঞ্চলে ইন্ট্রুসিভ পপুলেশান বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে Guerney, WE Dunstan, J Puhvel প্রমুখ হিটাইটোলজিস্টদের বইগুলিতে (Kazanas, 2009, p-13, with previous citations, p-10-13); স্লাভসরাও স্লাভোনিক এলাকায় ইমিগ্রান্ট "The Slavs have expanded enormously at the expense of the speakers of Finno-Ugrian and Baltic languages. The Volga was Finnish, and so also the Don area and Moscow. In the north the Baltic Lithuanians held the basins of the Niemen and the Dvino. None of these wild tracts could have been included in the original habitat of the Slavs" (Ghose, 1979, 148)।

যখন সমস্ত ইন্দো-ইওরোপীয়ান এলাকায় সেইসকল মানুষদের মাইগ্রেশানের স্মৃতি দ্বিধাহীন লিপিবদ্ধ হল তাদের প্রাচীনতম টেক্সটগুলিতে, কেউ দ্বিধাহীনভাবে নিজের দূরযাত্রার বর্ণনা দিতে সংকোচ করল না, তাহলে, তাদেরই একটি শাখা ইন্দো-আরিয়ানদের এরকম আচরণের কারণ কী যে, না ঋকবেদ না পরবর্তী বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও কোনোভাবে তারা তাদের মাইগ্রেশান একবারও উল্লেখ করল না? নিশ্চয়ই সেরকম কারণের দাবি কেউ করবেন না। ফলত, এই তুলনামূলক ইতিহাস থেকে স্পষ্ট যে, তার কারণ, এখানে কোনও মাইগ্রেশান হয়নি। সমস্ত প্রাচীন আইই ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিরাট লিটেরারি ট্রেডিশান সংস্কৃতেরই, যদি মাইগ্রেশান, ইনভেশান, ইমিগ্রেশান, ইনফিল্ট্রেশান, ইন্টারর্ভেনশান, ট্রিকলিং ইন কিছুমাত্র হত, তা শত শত লেখকের সার্বিক এড়িয়ে যাওয়ার অসম্ভব পরিকল্পনা সম্ভব হত না; অন্তত একবার উল্লেখ হতই। হয়নি। উইটজেল প্রমুখের 'ভেগ রেমিনিসেন্স' খোঁজার হেভি ইন্ডাস্ট্রি, আসলে এই অভাবকেই প্রমাণ করে, প্রমাণ করে সংস্কৃতের এত বৃহৎ সাহিত্যসম্ভারে এত বড় একটি মাইগ্রেশান বা ইনভেশান সামান্যতম আভাস না থাকাটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যাহোক,

তর্ক যখন এসেছে এই ভেগ রেমিনিসেন্স-এর প্রকল্পেরও কিঞ্চিতধিক গুরুত্ব লাভ করা উচিৎ আমাদের এই পর্বের আলোচনায়।

Witzel গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক করেছেন, "It has frequently been denied that the RV contains any memory or information about the former homeland(s) of the Indo-Aryans. It is, indeed, typical for immigrant peoples to forget about their original homeland after a number of generations, and to retain only the vaguest notion about a foreign origin. Or, they construct prestigious lines of descent... However, in the RV there are quite a few vague reminiscences of former habitats, that is, of the Bactria-Margiana area, situated to the north of Iran and Afghanistan, and even from further afield." (Witzel, 2001, 15)। আরিয়ান ইনভেশান বা ইমিগ্রেশান বা ট্রিকলিং ইন তত্ত্বের সমর্থক ঐতিহাসিকদের আত্মবিশ্বাস সত্যিই শ্রদ্ধা জাগায়। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত প্রমাণ অস্বীকার করে উইটজেল বলছেন, এটা টিপিক্যাল যে, মাইগ্রেটিং পপুলেশান সাধারণত তাদের পূর্ববাসভূমির কথা অস্বীকারই করে থাকে। এবং এই নতুন তত্ত্বের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করছেন, কোনও প্রাচীন টেক্সট বা ঐতিহাসিকের রচনা নয়, কিছু ইওরোপীয়ান জিপসির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা "the European Gypsies claim to have come, not from India, but from Egypt and Biblical Ur in S. Iraq" (2005, 15)। কে সেই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সাক্ষী, অবশ্য তার উল্লেখ তিনি করেননি। এবং ঋকবেদের পূর্বতন হোমল্যান্ডের স্মৃতির কোনও উল্লেখ না পেয়ে নিয়ে আসছেন নতুন শব্দবন্ধ 'ভেগ রেমিনিসেন্স'। এবার এই ভেগ রেমিনিসেন্স হিসেবে তিনি যথেচ্ছ তুলে আনবেন ঋকবেদের কোনো একটি শব্দের আধখানা অংশের সঙ্গে মধ্য এশিয়া বা ইওরোপের কোনো একটি এলাকার আর একটি শব্দের আধখানা, দুটিকে জবরদস্তি মিলিয়ে প্রমাণ করে দেবেন আরিয়ান ইমিগ্রেশানের ঋকবেদ থেকে প্রমাণ!

ঋকবেদের জিওগ্র্যাফি বিস্তৃত পূর্ব আফগানিস্তান থেকে গঙ্গার পশ্চিম পাড় ওদিকে যমুনার পূর্বদিক। আজকের ম্যাপ অনুযায়ী, দক্ষিণপূর্ব

আফগানিস্তান, পাকিস্তানের নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিনস এবং পাক পাঞ্জাব, ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব প্রদেশ, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশের লাগোয়া অঞ্চলগুলি। Witzel লিখছেন "Indirect references to the migration of Indo-Aryan speakers include reminiscences of Iran, Afghanistan and Central Asia... Vedic Rasa < Iranian Ranha... Rgvedic rip- with the Rhipaean mountains, the modern Urals. (Bongard-Levin 1980)" (Witzel, 1995b, 321)। একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি দেখাচ্ছেন Vedic Sindhu < Greek Sindoi, Vd Panis < Iranian *Parna, Vd Dasa < Dahae, Sarasvati < Haraquity of Arachosia in South Afghanistan ইত্যাদি। এরকম বহু নদী পাহাড় ব্যক্তির নাম যেখানেই সামান্যতম মিল পেয়েছেন, কোনোরকম ক্রনোলজি বা শব্দগুলির সোর্স কি রেফারেন্স ছাড়াই তুলে এনেছেন ঋকবেদের এক্সটার্নাল ভেগ রেমিনিসেন্স হিসেবে। কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্সের আলোচনায় এরকম কগনেটস দেখানো মোটেই রীতিবিরুদ্ধ কিছু না। কিন্তু, এই সমস্ত কগনেট কোনোভাবেই কীকরে প্রমাণ করবে যে, Sarasvati থেকে Haraquity নয়, উলটোটাই হতে হবে? ভাষাতত্ত্বের লেনিশানের নিয়ম অনুযায়ী স থেকে হ-এ পরিবর্তন ঘটে একে বলে ডিবাকালাইসেশান সেক্ষেত্রে সরস্বতী আদিশব্দ, হারাকুইটি ল্যাটার ইনোভেশান; রাসা থেকেই রানহা হওয়া সম্ভব। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত সাহিত্যের প্রফেসর মাইকেল উইটজেল এগুলি জানেন না, এমন তো নয়। সরস্বতী সরয়ূ, রাসা ইত্যাদি নদীগুলির ক্ষেত্রে যে আর একটি বিষয় একজন সংস্কৃতের অধ্যাপকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না, তা হল সরঃ সংস্কৃত শব্দটি গতি, জল, তারল্যের সঙ্গে সংযুক্ত; সরস্বতী শব্দটি 'সরস্বান্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, সরস্বান্ শব্দটি তৈরি হয়েছে "সর+অস্ (বহুপ) + ন্' হয়ে, মানে প্রচুর জলযুক্ত; স্বতী হয়েছে 'স্বৎ + স্ত্রী ঈ (ঙীপ) দ্বারা, মানে 'সরোযুক্তা' (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৩২, "বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ")। এই রুটকে চিহ্নিত করা যায় কেবল সংস্কৃতে। বহির্ভারতীয় ভাষাগুলি থেকে প্রত্যেকটা উদাহরণ যা যা তিনি এনেছেন, সবগুলিই ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পরবর্তী ইনোভেশান স > হ, ধ > দ ইত্যাদি। এরপর, রিপ থেকে রিপারিয়ান মাউন্টেইন! এবং ঋকবেদের কোথায় তিনি সেই 'রিপ' পেলেন, তার কোনো উল্লেখ নেই। তিনি কোট করছেন আর একজনের, কিন্তু ঋকবেদের কোন মণ্ডলের কত নং সুক্তে এটা আছে

তিনি দেখাতে পারছেন না। আর্কিওলজিস্ট B.B. Lal এই rip < Rhipaean mountains প্রসঙ্গে বলেছেন "The identification of 'rip'-with the Ural Mountains is indeed a good example of the heights to which flights of imagination can take us." (Lal, 2005, 65)। Witzel নিজেও যে খুব আত্মবিশ্বাসী এ ব্যাপারে, তাও না। একত্র তিনি rip < Rhipaean mountains সিদ্ধান্তের পক্ষে জোরালো সওয়াল করছেন, অন্যত্র বলছেন, "perhaps, a very faint recollection of the Rhipaean (Ural) mountains, if we want to believe the Russian author G. Bongard-Levin (1980)" (1995a, 110)। তিনি নিজেই নিশ্চিত নয় যে, রাশিয়ান অথারের রিপ-তত্ত্ব নেবেন কিনা, জানেন না ঋকবেদের কোথায় এরকম শব্দ আছে, কেননা, অন্তত দুটি প্রবন্ধে, যতদূর চোখে পড়ছে, এই একই প্রসঙ্গ আনছেন, দুবারই উল্লেখ ছাড়া, কিন্তু, তাঁর ভেগ রেমিনিসেন্সের তালিকা থেকে একে বাদ দিতে পারছেন না। যা হোক, এই তালিকা বিশেষ দীর্ঘ নয়, তাই এ বিষয়ে বেশি বাকবিস্তারের অবকাশ নেই।

পাঞ্জাব হরিয়ানায় রাজস্থানের পূর্বোল্লিখিত ঋকবৈদিক এলাকায় এমন একটিও হাইড্রোনিম টপোনিম চিহ্নিত করা যায় না যা, সংস্কৃত ভিন্ন অন্যভাষা থেকে আসা। উক্ত অধ্যায়ে আমরা ফের দেখব যেখানে Witzel নিজে স্বীকার করছেন এই পরিস্থিতির কথা, "in Northern India rivers in general have early Sanskrit names from Vedic period, and names derived from the daughter languages of Sanskrit later on." (Witzel, 1995a, p-105)। অন্যদিকে Haraquity যে অঞ্চলের নদী, যেই অঞ্চলে অন্যান্য অসংখ্য নন-ইন্দোইরাণিয়ান নদীর নাম যেমন Pasitigris (Karun), Coprates (Dez), Eulæus, Choaspes, Ulai (Karkheh), Gyndes, Diyala, (Sirwan) অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায় (www.iranicaonline.org)। এবার নদীনামের এই ভৌগলিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিস্থিতি কি ইঙ্গিত করে যে Haraquity > Sarasvati ? নাকি উলটোটা। যে অঞ্চলে প্রতিবেশী সবকটি নদীর ইটিমোলজিকাল রুট স্পষ্টত চিহ্নিত করা যায় সংস্কৃতজাত, সেখানে আর একটি সংস্কৃত নামধারী নদী হল বিদেশের অপর একটি নদীর অনুকরণে, সেই নদীটি যে অঞ্চলের, সেখানকার অন্য

নদীগুলির প্রাচীন নাম Basque, Geloi, Tapyroi, Hyrcanoi প্রভৃতি নন-ইন্দো-ইরাণিয়ান ভাষায় চিহ্নিত করা যায়— এই যুক্তি কতটা বিজ্ঞানসম্মত?

মনে হয় না এই প্রশ্নটিরই দরকার আছে। কেননা, যখন সব ইন্দো-ইওরোপিয়ান-ইরাণিয়ান গোষ্ঠিগুলি তাদের প্রাচীনতম সাহিত্যে তাদের মাইগ্রেশানের বর্ণনা সরাসরি লিপিবদ্ধ করেছে, সংস্কৃতের ক্ষেত্রে ভেগ রেমিনিসেন্স খুঁজতে হচ্ছে— এই পরিস্থিতিটাই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ।

আর্য-আক্রমণপূর্ব ভারতের অনার্যজাতিসমূহের উল্লেখ

ঋকবেদের এরকম কারও উল্লেখ নেই যে, ইন্দো-ইওরোপিয়ান ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলে। কিন্তু, ক্লাসিক্যাল আর্যতত্ত্ব যদি সত্যি হয় তো, আর্য আগমণ-পূর্ব ভারতের আদিবাসীদের উল্লেখ কম সংখ্যায় হলেও দেখানো প্রয়োজন। "The name Pani does not seem to be Aryan, but the word left important derivatives in Sanskrit and through Sanskrit in later Indian languages. Trader, modern bania, comes from the Sanskrit vanik, which in turn has no known origin in Sanskrit except in Pani. Coin is pana in Sanskrit; trade goods and commodities in general are panya." (Kosambi, 1975, 80)। ঐতিহাসিক কোসাম্বির কাছে ঋকবেদের 'Pani' শব্দটি মনে হচ্ছে না যে আর্য। আর্য না হলে দ্রাবিড়? না অস্ট্রো-এশিয়াটিক? সেটা অবশ্য স্পষ্ট করেননি লেখক। যেহেতু, পণি শব্দটি পরবর্তী সংস্কৃতে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন পণ্য, বণিক ইত্যাদি শব্দে, তাই তাঁর সিদ্ধান্ত এরা নিশ্চয়ই ছিল হরপ্পান বণিক, "It would seem that some Indus people survived Aryan rapacity to continue the old traditions of trade and manufacture" (p-80)। পণিরা ঋকবেদে বর্ণিত একটি গোষ্ঠী যারা অশ্ব ও গোসম্পদের অধিকারী। ইন্দ্রের অনুচরদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত। ফলে তাদের অশ্ব ও গোসম্পদ অপহৃত। কিন্তু পানি কোসাম্বির মনে হচ্ছে না যে, ইন্দো-আরিয়ান। কারণ, ঋকবেদে তারা পরাজিত পক্ষ। ঋকবেদে

বিজয়ী পক্ষ আর্যরা, তো পরাজিতের দলে যারা তারা অনার্য— সরল সমাধান। কিন্তু, বৈদিক মিথলজির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে এই পণি। ইন্দো-ইওরোপিয়ান রুটের অন্য ভাষাগুলির মিথলজিতেও কিন্তু এই চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি। পণি যেমন গ্রীক মিথলজির Pan, সেও একইভাবে অন্ধকারের ডেমন। টিউটনিক মিথলজির Vanir। টিউটনিক মিথলজিতে ঋকবেদিক কগনেট ভানির হলেন একজন সেকেন্ড গ্রেড গড যিনি ক্রমাগত লড়ে চলেছেন Aesir-এর সঙ্গে, প্রতিবারই Aesir এখানে জিতে যান। তাঁরা লড়াই করেন পবিত্র পানীয় mead-এর দখল পাওয়ার জন্য। ঋকবেদের প্রথমদিকের মণ্ডলগুলিতে পণি এমনকি ভানির বলেও বর্ণিত হয়েছে (Rigveda I.112.11; V.45.6; Yāska, Nirukta II.17)। সেখানে দেব সরমা ও অসুর একত্রে লড়ছে পণির বিরুদ্ধে, পরবর্তীতে যদিও পণি ফেড আউট হয়ে যায়, দেবতারা ক্ষমতায় আসে, অসুর হয়ে ওঠে ইভিল পাওয়ার। গ্রীক মিথলজিতে সরমার এক্সাক্ট কগনেট হার্মেস, কিন্তু, হার্মেস নিজেই সেখানে একজন গড অফ প্রফিট, ইন্ডিয়ান মিথলজিতে পণি সেই কাজটা করে। খুব পরিস্কার যে, কোসাম্বীর মত স্কলারও নন-আরিয়ান নেটিভ রেফারেন্স খুঁজতে গিয়ে ইন্দো-আরিয়ান ভাষার বাকি করেসপন্ডেন্টগুলি খুঁজতে ভুলে গেছেন। সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগুলিতে যে শব্দের কগনেট আছে, একই প্রসঙ্গে, তারা আরিয়ান ইনভেশান সিনারিও মানলে অন্তত অনার্য স্টেটাস পায় না। বরং কেউ যদি এই কগনেটগুলি দেখিয়ে আউট অফ ইন্ডিয়া দাবি করেন, তা বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। মূল বিষয়, পৌরাণিক চরিত্রদের ঐতিহাসিক মনে করার প্রমাদ।

এরকম আরও কিছু মনে হওয়ার নমুনা পরীক্ষা করা যাক, বৈদিক 'দাস' শব্দ কারও কারও মনে হয়েছে তারা নেটিভ ইন্ডিয়ান (Shendge, 1977, 57-58), কিন্তু এই শব্দেরও ইন্দোইরাণিয়ান 'Dah', স্লাভনিক 'Daz' পাওয়া যায়। বৈদিক 'অসুর'কে কারও আদিবাসীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে (Shendge, 1977, 306)। কিন্তু, ইরাণিয়ান 'Ahura', আমরা জানি; জানি অলরেডি টিউটনিক 'Aesir'কেও। যে শব্দগুলি ইওরোপিয়ান ইরাণিয়ান ইনকর্পোরেট পাওয়া যায়, তাঁরা আর যাই হোক ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে নেটিভ অ্যাবওরিজিন্যাল ইন্ডিয়ান হওয়া সম্ভব নয়। ঋকবৈদিক দেবতা বরুণকে চিহ্নিত করা হয়েছে অনার্য হিসেবে (Shendge, 1977,

295), কিন্তু, বরুণের কগনেট গ্রীক দেবতা Ouranos এবং Teutonic দেবতা Woden। ঋকবেদের আরও দুজন ব্যক্তিকে তাদের নন-আরিয়ান মনে হয়েছে তাঁরা হলেন, কণ্ব পরিবারের ঋষি অশ্বসুক্তিন ও গোসুক্তিন। এখন আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না যে, 'সুক্তিন' মানে যারা সুক্ত রচনা করেন। আর 'অশ্ব গো' ইত্যাদিও যদি কেউ নন-ইন্দো-আরিয়ান বলে উল্লেখ করে, কী কথা হয়!

তাছাড়া যাদের যাদের ইন্দ্র পরাজিত করেছেন, বৃত্ত শুষ্ণ শম্বর বালা ধুনী বাচীন অর্বুদ সবাইকেই নানা সময়ে অনার্য বলে দাবি করেছেন। এরপর সব শ্রেণির সুপারন্যাচেরাল বিইংস দানব দৈত্য রাক্ষস যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর পিশাচ সকলকেই দাবি করা হয়েছে অনার্য বলে। অনেকগুলি বৈদিক ট্রাইবদের উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদে। যেমন, ইক্ষ্বাকু, পুরু, অনু, দ্রুহ্য, জাদু, তুর্বাশা— বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে একে একে এদের সকলেই অনার্য বলে দাবি করে বসেছেন নানান রচনায়। কয়েকজন বৈদিক দেবতা, যেমন, বরুণ, মিত্র, উষা, রুদ্র, পুষাণ, সুর্য, সাবিত্রী, বিষ্ণু, এমনকি ইন্দ্রকেও প্যাটার্নাল সাইড থেকে অনার্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈদিক ঋষি যেমন, কণ্ব, অগস্ত্য, বশিষ্ট, ভৃগু, বিশ্বামিত্র বাদে প্রায় সব ঋষিকেই অনার্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইন্দ্রের বৃত্রসংহারকেও দেখানো হয়েছে যে, এক অনার্য রাজা বাঁধ দিয়ে জল আটকে রেখেছিল, যাকে হত্যা করে ইন্দ্র সেই নদীজল মুক্ত করেন। ইন্দ্রকে মূল তত্ত্বে প্রায় প্রত্যেকেই আর্য আইকন হিসেবে ধরেন, এবং তিনি প্রায় একজন ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। আর বৃত্রসংহার স্পষ্টত রূপ নিয়েছে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের (Kosambi, 1975, 84)। অথচ, হিটাইট মিথলজিতে ইন্দ্রের প্রায় অনুরূপ গল্প আছে, যেখানে হিটাইট দেবতা Inar, তিনিও একজন থান্ডার-গড, হত্যা করছেন বৃত্রের অনুরূপ আর একজন সার্পেন্টকে। ইনার এখানে নিমন্ত্রণ করে আনছেন সার্পেন্টকে তাঁর পরিবারসুদ্ধু, তারপর তার জন্য প্রচুর পানাহারের ব্যবস্থা করছেন, শেষে অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে, সে আর গর্তে ফিরে যেতে পারছে না, ফলে, ইনার তাকে সহজে হত্যা করছে। ইনার একই ভাবে হিটাইট মিথলজিতেও বৃষ্টির দেবতা (Larousse Encyclopaedia of Mythology, 1959, p-85)। আমরা ঘোড়া বিষয়ক অধ্যায়ে দেখেছি, সেখানে যাদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের লড়াই, তাদের হাতে অশ্ব ও গোসম্পদের অধিকার। ঋকবেদ, দশম মন্ডল, একশ আট সংখ্যক

সূক্তের সাত সংখ্যক শ্লোকে পণিরা বলছেন,

"অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগন্থ॥"

"হে সরমা! আমাদের এ ধন পর্বত দ্বারা রক্ষিত, এ গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। যারা উত্তমরূপে রক্ষা করতে পারে সেরূপ পণিগণ সে ধন রক্ষা করছে। তুমি গাভীর শব্দ শুনে এ স্থানে এসেছ, কিন্তু তোমার বৃথাই আসা হয়েছে।"

সেই পুরাতন প্রশ্ন, যদি পণিরা হয় অনার্য আর আর্যরা ঘোড়া ইন্ট্রোডিউস করে থাকে এই উপমহাদেশে, যদি আর্যরা হয় যাযাবর পশুপালক ও অ্যাবরিজিনাল ইন্ডিয়ানরা কৃষিজীবী, পণিদের হাতে এত ঘোড়াটোরা এল কোত্থেকে? মানে, আর্যতত্ত্ব যা বলছে, ঋকবেদ দেখাচ্ছে তাঁর উলটো। আর ঋকবেদেই যদি না প্রমাণ করা যায় আর্য-অনার্যের তথাকথিত লড়াই, এ লড়াই তত্ত্বের প্রপোনেন্টরা পেলেন কোথায়?

ঋকবেদ থেকে এরকম উদাহরণ ইনভেসনিস্ট স্কুলের ঐতিহাসিকগণ ক্রমাগত এনেছেন। এরকম অসংখ্য বৈদিক নামকে অসংখ্য লেখক, নানা সময়ে অনার্য বলে চিহ্নিত করেছেন। Srikant G. Talageri তাঁর ২০০০ -এ প্রকাশিত "Rigveda, A Historical Analysis" নামক বইয়ের Appendix 1, "Misinterpretations of Rigvedic History"-তে "Aryan and Non-Aryan" নামক একটি সাব-প্যারাগ্রাফে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে কেবলমাত্র একটি কেসস্টাডি আমরা তুলে আনলাম। তবে, এই ছদ্মভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাপদ্ধতি কয়েকজন অত্যুৎসাহী ভারতীয় লেখক ছাড়া কেউই বিশেষ গুরুত্ব দেন না আর বর্তমানে। অন্যান্য সব দিকগুলি দেখার পর আমাদেরও মনে হয় না, ঋকবেদে অনার্য-হান্টিং স্তরের আলোচনা আর খুব বেশি দরকার আছে। এধরণের স্কলারলি ফ্যান্টাসি সাময়িকপত্র, গুপসাহিত্য ও জনপ্রিয় ঐতিহাসিক সাহিত্যে সারা পৃথিবীতেই সাধারণের মাঝে চিরকাল সমাদৃত হয়েছে, হতে থাকবে। বাংলা ফোকলোরগুলির মামদো ভূত, একানরে কিংবা শেওড়া গাছের পেত্নিদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব খোঁজার গবেষণা যদি কেউ করেন, তা সুখপাঠ্য হবে, বলাই

বাহুল্য। Talageri তাঁর রচনায় এব্যাপারে এক কৌতুককর মন্তব্য করেছেন, ঋকবেদের সব অলৌকিক অস্তিত্বকে যদি ধরে নিতে হয় অনার্য আদিবাসী বলে তাহলে ব্রিটিশ ফেয়ারি টেলসের সব ফেয়ারি, পিক্সি, নোম, এলফদের ধরে নিতে হবে সেখানে আর্যগমনের আগেকার আদিবাসী, যা কার্যত হাস্যকর, "The scholars accept all the classes of supernatural beings (Asuras, Dāsas, Dasyus, Paṇis, Daityas, Dānavas, Rākṣasas, Yakṣas, Gandharvas, Kinnaras, Piśācas, etc.) as non-Aryan races, and the individual demons (Vṛtra, SuśNa, Sambara, Vala, Pipru, Namūci, Cumuri, Dhuni, Varcin, Aurṇavābha, Ahīśuva, Arbuda, Ilībiśa, Kuyava, Mṛgaya, Uraṇa, Padgṛbhi, Sṛbinda, Dṛbhīka, Rauhiṇa, Rudhikrās, SvaSna, etc.) as non-Aryan chieftains or heroes, defeated, conquered or killed by Indra. This is basically like identifying the fairies, pixies, gnomes, elves, trolls, ogres, giants, goblins, hobgoblins, leprechauns, and the like, in the fairy tales and myths of Britain as the original non-Indo-European inhabitants of the British Isles."। প্রশ্ন, যদি এমনটা হয় যে, ঋকবেদের কিছু শব্দ বা রেফারেন্স ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভিন্ন অন্যভাষা থেকে এসেছে, বস্তুত যা সত্যি, তাতে কী করে প্রমাণ হয় যে আর্যরা বিদেশাগত? সংস্কৃত তো অন্যসব আইই ভাষাদের কেবলমাত্র একটা 'সিস্টার ল্যাঙ্গুয়েজ'। আলোচনাটা শুধু ঋকবেদ কেন্দ্রিক, কিংবা সংস্কৃত ধরে কীভাবে সম্পূর্ণ হয়? এমনকি, আর্যতত্ত্ব অনুযায়ী সংস্কৃত তো গড়ে উঠেছে ভারতীয় জলহাওয়ায়, যা বাইরে থেকে আসার কথা বলা হচ্ছে তা ইন্দো-ইরাণিয়ানদের একটা শাখা। বৈদিক সংস্কৃত তো তৈরি হচ্ছে পরবর্তীতে। যদি, পিকচারটা আউট অফ ইন্ডিয়া হয়, তবে এই লোকাল ইনফ্লুয়েন্স ঘটেছে অন্য শাখাগুলি মাইগ্রেট করার পর, যদি ইনটু ইন্ডিয়া হয়, তো ইনভেশান বা ইমিগ্রেশানের পর। এই পরিস্থিতিতে লোকাল ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ কী করে হয়! আর্যরা ভারত থেকে বাইরে যাক, অথবা বাইরে থেকে ভারতে আসুক, বেদ তো রচিত হচ্ছে ভারতেই, সেখানে দ্রাবিড়-অস্ট্রিক শব্দ আছে, তাতে কীভাবে কী প্রমাণ হয়! তর্কটাই তো অপ্রয়োজনীয়। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ভারত ছাড়া অন্য যে সমস্ত অঞ্চলে উরহেইম্যাটের

দাবি এসেছে, সেই সমস্ত অঞ্চলেও ইন্দো-ইওরোপিয়ান ছাড়া অন্যভাষাগুলি রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে একে বিশেষ বিশেষ নানান নতুন নতুন পরীক্ষার মুখে কেন পড়তে হবে? ভারতকেই কল্পিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানের বিশুদ্ধতারক্ষার অগ্নিপরীক্ষায় যেতে হবে বারবার, যখন কিনা, সংস্কৃতভাষায় সাবস্ট্রাটাম ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ক পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব, প্রতিটি হোমল্যান্ড-দাবিদার এলাকাগুলিতে অন্য সব ভাষাগুলিতে নানান সাবস্ট্রাটাম ভাষাদের একটা উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে?

বস্তুত, আরিয়ান ইনভেশান থিওরির ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসেবে যা রাখা হয়েছে তা এতটাই এলোমেলো ও প্রবলভাবে পূর্বপরিকল্পনাপ্রসূত যে, খুঁটিয়ে দেখলেই এই 'প্রমাণ'গুলির দুর্বলতা চোখে ধরা দেয়। এই তত্ত্বের সমর্থনে করা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় সর্বদাই একটা দিক ধরলে অন্য দিকটা স্বেচ্ছায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা প্রমাণ সংগ্রহের তাড়াহুড়ায়, 'প্রমাণ' মিলে যাওয়ার আনন্দে উলটো দিকগুলি চোখে পড়েনি। ভাষাতাত্ত্বিক Hans H. Hock এই ধরণের আলোচনা প্রসঙ্গেই বলেছেন, "it is not based on 'hard-core' linguistic evidence, such as sound changes, which can be subjected to critical and definitive analysis. Its cogency can be assessed only in terms of circumstantial arguments, especially arguments based on plausibility and simplicity" (Hock, 1999, 12)। সিমপ্লিসিটি অর সিমপ্লিস্টিক চাইল্ডিশনেস?

স্বরবর্ণের প্যালাটালাইজেশান a, e, o > Skt a নাকি Skt a > a, e, o; ś > k কিংবা k > ś; কিংবা হিটাইট ল্যারিঙ্গাল ধ্বনি একটি আদিআর্য বা পিআইই ধ্বনি নাকি আশপাশের সেমিটিক ভাষার ল্যারিঙ্গাল কিংবা সেমিটিক স্ক্রিপট থেকে ল্যারিঙ্গাল হিটাইট ভাষায় এসেছিল– এগুলি নিয়ে তর্ক মেটার আপাত সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তবু, হিটাইটকে প্রাচীনতম পিআইই ভাষার স্টেটাস দেওয়া হয়। কারণ আদিআর্যভাষা বা প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানে নাকি ল্যারিঙ্গাল ছিল, যা হিটাইট ভাষার আমাদের হাতে পাওয়া নমুনায় পাওয়া গেছে। ল্যারিঙ্গাল প্রকৃতই আদিআর্যভাষায় ছিল কিনা পরীক্ষা করার উপায় নেই। আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি, প্রাচীন গ্রীক ল্যাটিনে দুএকটা ল্যারিঙ্গাল চিহ্ন কেউ কেউ খুঁজে দেখিয়েছেন। সংস্কৃতেও এরকম দুএকটা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যাহোক, সব মিলিয়ে ঠিক কটা ল্যারিঙ্গাল ধ্বনি খুঁজে পাওয়া গেছে আদিআর্য ভাষায়? আমরা দেখেছি, প্রথমদুটি $e\bar{h}_1$ ও $e\bar{h}_2$ কনফার্মড, আর তৃতীয়টি নিয়ে ঘোর সন্দেহ আছে, চতুর্থ আর একটি ধ্বনির কল্পনা করেছেন কেউ কেউ। আমাদের আলোচনায় দেখেছি, এই ধ্বনি গ্রীক, ইরাণিয়ান ও সংস্কৃতেও চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। কারও কারও তর্ক, হিটাইট ভাষায় বেশি চিহ্নিত করা যায়। এ হেন ল্যারিঙ্গাল ধ্বনির ভিত্তিতে হিটাইটকে ধরা হয়, প্রাচীনতম ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষা।

ঊনিশ ও বিশ শতক জুড়ে ইন্দো-ইওরোপিয়ান তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রধান উদ্যম ছিল সংস্কৃতকে কল্পিত আদিআর্যভাষা থেকে ক্রমে আরও দূরবর্তী প্রমাণ করা। এবং সবকিছুর শেষেও গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে এসে ভাষাতাত্ত্বিক Robert Stephen Paul Beekes-এর "Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction"-এ দেখাচ্ছেন, "The distribution [of the two stems as/s for 'to be'] in Sanskrit is the oldest one" (Beekes 1990: 37); "PIE had 8 cases, which Sanskrit still has" (p-122); "PIE had no definite article. That is also true for Sanskrit and Latin, and still for Russian. Other languages developed one" (p-125); "[For the declensions] we ought to

reconstruct the Proto-Indo-Iranian first, . . . But we will do with the Sanskrit because we know that it has preserved the essential information of the Proto-Indo-Iranian" (p 148); "While the accentuation systems of the other languages indicate a total rupture, Sanskrit, and to a lesser extent Greek, seem to continue the original IE situation" (p-187); "The root aorist . . . is still frequent in Indo-Iranian, appears sporadically in Greek and Armenian, and has disappeared elsewhere" (p-279, cit. Elst, 2005, 240)। ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাতত্ত্বে ল্যারিঙ্গাল থিওরি পূর্বাপর একটি বিতর্কিত তত্ত্ব। আমরা আগেই দেখেছি, Décsy একে নাম দিয়েছেন, "the infamous laryngeal theory" (1991: 17)। যা হোক, আমরা যদি মেনেও নিই যে ল্যারিঙ্গাল ধনি আদিআর্যভাষা বা পিআইইর একটি প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্য, তাহলে তার পাল্টা Beekes-এর পূর্বোল্লিখিত উদাহরণগুলি, যেমন আদিআর্যভাষার অনুরূপ সংস্কৃত কারক, ডেফিনিট আর্টিকেলের অনুপস্থিতি, ডিক্লেনশান বা পদপরিবর্তনের নিয়ম, অ্যাক্সেনচুয়েশান বা স্বরাঘাত নির্ভরতা, সংস্কৃত টেনস ইত্যাদির বিচারে সংস্কৃতকেও প্রাচীনতম বলা যায়।

যদিও কথা হল, কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য কোন ভাষায় থাকা বা না-থাকা আমাদের মূল তর্ক নয়। আমাদের মূল তর্ক আদিআর্য উরহেইমাট খোঁজাও নয়। আমাদের মূল তর্ক দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে আর্যতত্ত্ব, যেভাবে মূল তত্ত্বে আর্য জাতির লোকজনদের অনুপ্রবেশের গল্প বলা হয়, তার ভিত্তিগুলি খতিয়ে দেখা, দেখে যদি মনে হয়, জাতিভিত্তিক এই তত্ত্ব গ্রাহ্য– তবে তাই, না হলে এই ইতিহাস পুনর্বিবেচনা করতে হবে। বর্তমানে ককেশাস পার্বত্য এলাকাকে আর্য-উরহেইম্যাট প্রমাণের একটা ইন্টারন্যাশেনাল কনসেনসাস তৈরির চেষ্টা এর্দসি উইটজেল প্রমুখ পণ্ডিতদের লেখাপত্রে লক্ষ করা যায়, যে কারণে হিটাইট ভাষাকে প্রাচীনতম আর্যভাষা দেখানোর প্রবণতা আছে। হিটাইটকে প্রাচীনতম দেখানোর মূল ভিত্তি বিতর্কিত ল্যারিঙ্গাল থিওরি। যদি ল্যারিঙ্গাল থিওরি মেনে নেওয়া হয় অন্তত তর্কের খাতিরে, যদি প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান বা যাকে আদিআর্য বলছি সেই কল্পিত ভাষাকেও তর্কের খাতিরে

আলোচনার স্বার্থে স্ট্যান্ডার্ড বলে মেনে নিই (কতটা মানা যায়, একটু পরেই বিচার করব), তাহলে এই আদিআর্য ভাষার লেক্সিকন ও হিটাইট লেক্সিকন তুলনা করা যায়। কত শতাংশ শব্দ সংরক্ষণ করেছে হিটাইট ভাষা? সত্যিটা এতই করুণ এক্ষেত্রে যে, হিটাইটকে প্রাচীনতম বললে, হাস্যকর লাগে। আমরা দেখেছি যেখানে এমনকি 'বাবা' 'মা' 'ভাই' 'বোন' 'পুত্র' 'কন্যা' ইত্যাদি অতি ঘনিষ্ট পারিবারিক শব্দ যা যেকোনো ভাষার যেকোনো দীর্ঘ বিবর্তনকে চিরকাল সার্ভাইভ করে যায়, সেগুলিও রক্ষিত নয়। রক্ষিত নয় সর্বত্র টিকে যাওয়া হিউম্যান বডিপার্টস বা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় জল বা ওয়াটার জাতীয় শব্দগুলিও, যা বাকি সব ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষায় কমন। বলাই বাহুল্য, সংস্কৃত ফ্যামিলি কিনশিপ ওয়ার্ড হোক, লোকসমাজ সংক্রান্ত শব্দ হোক, আর বডি পার্টস, নিউমেরালস, পশুনাম, কৃষি, শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়া, মানসিক ক্রিয়া, প্রাকৃতিক শব্দ, দিকবাচক শব্দ, বিশেষণগুলি, অলংকারবাচক শব্দাবলী, গতি, সময় ইত্যাদি সমস্ত ধরণের শব্দ যা কল্পিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ভোকাবুলারিতে কমন দেখান হয় প্রত্যেকটার সবচেয়ে বড় অংশীদার। সামান্যকিছু আর্কেইক ফোনিমস থেকে যেতেই পারে কোনো একটি উপভাষায়, তার মানে এই হয় না যে, উক্ত উপভাষাটিই প্রাচীনতম। হিটাইট ভাষার ব্যাকরণে জিনাস কমিউন, মানে সংস্কৃত বা অন্য আইই ভাষাগুলির স্ত্রী-পুং চিহ্নাবলীর অনুপস্থিতির কারণ হতে পারে মেল-মাইগ্রেশান, অর্থাৎ ভাষাটি প্রসারিত হয়েছে পুরুষ অভিযাত্রী যোদ্ধাদের দ্বারা, যারা কিনা গিয়ে ওখানে জয়যুক্ত হবার পর, ডমিনেন্ট এলিট ক্লাস হিসেবে তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল সাবসট্রাটাম সোসাইটির ওপর। যখন কোনো জেনেটিক রিসার্চ ভারতীয় mtDNA-তে কোনো ফরেন এলিমেন্ট দেখাতে অক্ষম হয়, এই চেষ্টা হয়েছে যে Y-chromosome দিয়ে প্যাটার্নাল সাইড থেকে মেইল ইনভেশান ইনটু ইন্ডিয়া প্রমাণ করে অন্তত আর্য আগমন- আক্রমণ তত্ত্বকে কোনভাবে রক্ষা করা যাবে, যায়নি— সে আলাদা প্রসঙ্গ, আমরা জেনেটিক্সের অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখব। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতভাষা ভারতে এরকম কোনো মেল-ইনভেশান বা এলিট-ডমিনেন্স তত্ত্বের বিপরীতে অনেক বড় প্রমাণ। সংস্কৃতই আইই ল্যাঙ্গুয়েজগুলির মধ্যে সবচেয়ে কমপ্লিট, যা একটি এযাবৎ জনপ্রিয় মাইগ্রেটিং সিনারিওয় অসম্ভব।

এবার যদি হোমল্যান্ড সংক্রান্ত তর্কে ফের প্রবেশ করি, যদি এমনকি জনপ্রিয় মেইনস্ট্রিম থিওরি মেনে নিয়ে হিটাইট ভাষার কিছু ফিচারকে সবচেয়ে প্রাচীনতম আইই চিহ্ন বলে চিহ্নিত করাও যায়, তাতে অ্যানাতোলিয়া কী হিসেবে পিআইই হোমল্যান্ড হতে হবে— তার কোনো যুক্তি নেই। ভাষার কিছু আর্কেইক ফিচারস জিওগ্রাফির সঙ্গে জড়িত হতে কেন হবে! অন্য যেকোনো হোমল্যান্ড, সে পন্টিক স্টিফ কিংবা সাউথ রাশিয়া বা ইন্ডিয়া অথবা প্রাচীন সগডিয়ানা হোক না কেন, সেখান থেকে সরার আগে হিটাইটরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে অ্যানাতলিয়ায় যেতে পারে। আর যেহেতু সে সেই অঞ্চলে অন্য ভাষার সংস্পর্শে আসছে, আইই কমন ফিচারগুলি হারিয়ে ফেলছে— এই অস্বাভাবিক পরিবেশে কিছু ফিচারস অবিবর্তীত থাকছে, কেননা, এক্ষেত্রে ভাষাবিবর্তন রদ হয়ে গেছে। অন্যদিকে যে অঞ্চলে ভাষাটি অধিকাংশ মানুষ বলে, সেখানে স্বাভাবিক পরিবেশে সেই ভাষার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমাগত বিবর্তীত। হিটাইট তো অবলুপ্ত ভাষা, সে যদি ডমিনেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হত, তবে হারিয়ে যেত না। বরং হিটাইটের যে সময়কে আমরা মিটানি-হিটাইট ট্রিটিতে পাচ্ছি, তখনই সে ক্ষয়প্রাপ্ত। “It is perfectly possible for the most conservative language to be spoken by a group of emigrants rather than by those who stayed behind in the homeland. Indeed, according to the so-called Lateral Theory, it is precisely in outlying settlement areas that the most conservative forms will be found, while in the metropolis the language evolves faster.” (Elst, 2005, 240-241)। যেকোনো অঞ্চলে সংখ্যালঘু মানুষ সাধারণত হন সংরক্ষণশীল, গোঁড়া। তাঁরা প্রাচীনত্ব ধরে রাখতে প্রয়াসী হন। এই সূত্র সংস্কৃতিগতক্ষেত্রে যেমন, ভাষাতেও নয় কেন? আর একটা ব্যাপারও ঘটে, নতুন করে শেখা ভাষার ক্ষেত্রে। আধুনিক একটি উদাহরণ হল, ভারতীয় ইংরেজি। আজকের টেলিভিশান ইন্টারনেট সোসাল মিডিয়াগুলির উপস্থিতি সত্ত্বেও ভারতের ইন্টেলিজেন্সিয়া ইংরেজি বলে বার্নাড শ-এর ভাষায়! কারণ এখানে ইংরেজি ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়, যেমনটি সম্ভব যেকোনো ইংরেজি ভাষাভাষী দেশে। অবশ্যই বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে ভারতীয় ইংরেজিও খুব দ্রুত আপডেট করে নিচ্ছে, কিন্তু বেশি না, সামান্য এই নেটযুগের একটু আগের আর কে নারায়ণ বা খুশবন্ত সিং-এর ইংরেজি

পড়লেই বোঝা যায় একটি ভাষার মূল অঞ্চল থেকে দূরে ভাষাবিবর্তন রদ হয়ে যায় কীভাবে। যদিও এক্ষেত্রে আজকের যুগের ইংরেজির উদাহরণ কখনোই তত ভাল উদাহরণ নয়। আমরা আলোচনা করছি প্রাগৈতিহাসিক ভাষা নিয়ে। তবে সমমিলিয়ে বলাই যায়, ভাষাবিবর্তন রদ হয়ে আর্কেইজম ধরে রাখে ভাষাটির অরিজিন্যাল হোমল্যান্ডে কখনোই নয়, তার বাইরে, দূরে।

Norman Bird-এর "The Distribution of Indo-Europena Root Morphems (A Checklist for philologists)"(1982)-তে সর্বমোট প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ওয়ার্ডস সংখ্যা ২০৪৪টি। শব্দভাণ্ডারের হিসেবে পিআইই থেকে ফার্দেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজগুলি হল Phrygian এবং Dacian, Hittite, Illyrian, Albainan এবং Tocharian। যেখানে Baltic, Hellenic, Italic, Slavonic and Indic পিআইইর ক্লোজেস্ট। বলা হয়, অ্যানাতোলিয়া বা মর্ডান টার্কি প্রায় সমস্ত মাইগ্রেশানের রুট হবার কারণে, বিভিন্ন কালচারকে অ্যাসিমিলেট করে এগুলি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু, যতরকম ভাষার কাছেই এক্সপোসড হোক একটি কমিউনিটি, tongue, jaw, cheek, chin, tooth, ear, eye, nose-এর মত ওয়ার্ডস কেন কেউ হারিয়ে ফেলবে সে যদি মাইগ্রেটিং না হয়? যদি তার ফ্যামিলি সঙ্গে থাকে, Mother, father, brother, daughter, son, nephew, grandson জাতীয় শব্দ হারিয়ে যায় না কখনোই। মুশকিল হল, কয়েকজন আন্তর্জাতিক মানের স্কলার হিটাইট ভাষার একটি বিতর্কিত বৈশিষ্ট্যকে বড় করে দেখিয়ে অপর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে এড়িয়ে গিয়ে হিটাইটকেই প্রাচীনতম ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষা বলে চিহ্নিত করে চলেছেন গত কয়েক দশক। কারণ, ককেশাস পার্বত্য এলাকাই হল সেই কয়েকজন স্কলারের মতে 'সাইট অফ আরিয়ান প্যারাডাইস', সেই ককেশাস মাউনটেইন, সেই নোয়ার তিন ছেলে...

সুতরাং, এখানে পদ্ধতির সমালোচনা করা, ডিসিপ্লিন হিসেবে লিঙ্গুইস্টিক্সের নয়, ওয়ার্ড-স্টেম ধরে, প্রোটো-অমুক, প্রোটো-তমুকের ভিত্তিতে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার বিরোধিতা। সব ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগুলির আদিরূপ প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান, ভাষাতত্ত্বের ডাইভার্জেন্ট মডেলকে স্বীকার করলে, মেনে নিতে আপত্তি নেই। ক্ল্যাসিক্যাল থিওরি

অনুযায়ী একটি ভাষা থেকে বাকি সব ভাষার উৎপত্তি, সেই জন্য এই ভাষাগুলির মধ্যে এত মিল। কিন্তু এই মিল ব্যাখ্যা করার জন্য যদি মডেলটা হয় কনভার্জেন্ট? অর্থাৎ একটি থেকে অনেকগুলি না হয়ে অনেকগুলি পরস্পর মিলবার মত পরিস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে, না আর্যআগমণ, না আর্যবহির্গমণ, বরং একটা ইন্টারঅ্যাকশান পিরিওড চিহ্নিত করার দরকার। এরকম টাইম কি ভাবার অবকাশ সভ্যতাগুলি দেয়? আর্কিওলজিক্যালি তা দেখার চেষ্টা করা যাবে সিদ্ধান্তের অধ্যায়ে। আপাতত যদি ফের তর্কের খাতিরে মডেলটা ডাইভার্জেন্ট মেনে নিই, তো একটি ভাষা ছিল এবং তার নাম আজ নাহয় হল প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান। কোনো ভাষার যে ফর্ম আমাদের হাতে আছে, তার আগে তা কেমন ছিল, ভাষাপরিবর্তনের সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মগুলির ভিত্তিতে অনুমান করলে আলোচনার সুবিধাই হয়। এতে আর কিছু না হোক, বিভিন্নভাষার অনেকগুলি ওয়ার্ড সামনে রেখে আলোচনার বদলে, একটি ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু, যত যুক্তিপূর্ণই হোক, অনুমান অনুমানই। আমরা দেখেছি Witzel নিজে Misra-র সমালোচনা করতে গিয়ে অনুমান V. I. Abayev, J. Harmatta প্রমুখ ইউরেলিক ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমানের সমালোচনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানের যে যে রূপগুলি বিভিন্ন তাত্ত্বিক উপস্থিত করেছেন, তাদের অভিধান, ব্যকরণ ইত্যাদি তৈরি করেছেন, তা আসলে কী? কেউ কি পিআইই শুনেছে? কোনও ইনস্ক্রিপশান পাওয়া গেছে? কোনও টেক্সট বা সামান্য কোনও নমুনা? উত্তর হল না। তাহলে তা কত নির্ভরযোগ্য? যত প্ররিশ্রমসাধ্যই হোক, কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপাদানগুলি যদি হয় কল্পিত, তার ফলাফল যা হাতে আসবে, তা কী বাস্তব হতে পারে? তাকে কি বিজ্ঞান বলা যায়? একটি ভাষায় আমাদের জানা সময়ের পরিবর্তনের নিয়মগুলি চিহ্নিত করে, প্রাচীন কোনো এক অজানা সময়কে পুনর্নির্মাণ রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট করার মত, তাকে বিজ্ঞান বলে, তাই দিয়ে তত্ত্ব নির্মাণ করলে, খুব স্বাভাবিক যে তাতে অসংখ্য ফ্যালাসি থাকবে। কেননা, "Linguistic changes (vocabulary, accidence, spelling etc) are not subject to universal laws" (Kazanas, 2009, 294)। ভাষার কোন বৈশিষ্ট্য কখন বদল হবে, কতটা বদল হবে, বদলে কী রূপ নেবে, কত সময় নেবে সেই বদল হতে, তা কখনই ভাষাটির পরবর্তী রূপ দেখে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং, প্রোটো-ল্যাঙ্গুয়েজের

কল্পিত শব্দাবলী একটা স্কলারলি স্পোর্ট হতে পারে, বিজ্ঞান নয়। মজার
কথা যে, ইন্দো-ইওরোপিয়ান কম্পারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্সের আলোচনা এই
প্রোটো-অমুক-তমুকের ওপরেই সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল। ব্রাগম্যানের
থিওরি মেনে প্রোটো-শব্দ চিন্তা করলে, একরকম রেজাল্ট দেখাবে, গ্রিমস'
ল মানলে আরেক রকম। ল্যাটিন ভাওয়েল শিফটকে আদি মনে করলে
একরকম, সংস্কৃত ভাওয়েল শিফটকে আদি মানলে, উলটো রেজাল্ট
আসবে। যার যেটা পছন্দ সে সেটা ধরে তত্ত্বনির্মাণে প্রয়াসী হবেন। পুরাতন
হাইপোথেসিস নির্ভর আরও নতুন নতুন হাইপোথেসিস উঠে আসবে–
বিজ্ঞান কেন এত ইনকন্সিস্টেন্ট এত ভ্যারিয়েবল, এত দোদুল্যমান হবে?
ডাইল্যুট সালফিউরিক এসিড ও জিঙ্ক একত্র হলে ফ্লোরেন্টাইন এথেন্সেও
যা রেজাল্ট হবে, ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের আমলে বার্লিনেও কিছু আলাদা
হবে না। কিন্তু, একজন গ্রীক ভাষাবিদ যখন প্রোটো-আর্য ওয়ার্ড লিস্ট
দিচ্ছেন, তা একটা রেজাল্ট দেখাচ্ছে, একজন জার্মান ভাষাবিদের
হাইপোথেসিস রেজাল্ট দিচ্ছে, আর একটি। এবং সব রেজাল্টের পিছনে
আপাত যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে। যদি ধরেও নিই, একটি কমন প্রোটো-
ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষায়, একটি কমন উরহেইম্যাটে, একটি গোষ্ঠীভুক্ত
মানুষরা কথা বলত ইতিহাসের নির্দিষ্ট একটি সময়ে, আজকের ভাষা
দেখে, বা যে সময় থেকে ভাষার রূপ আমাদের হাতে আসছে, সেই
ঋকবেদ (১৪০০-৩৫০০বিসিই ?), আবেস্তা (৫২২-১৭০০বিসিই ?), মিটানি
-হিটাইট ট্রিটি (১৩৮০বিসিই), হোমারিক লিটারেচার (৮০০বিসিই) থেকে
কোন উপায়ে ৭০০০-৬০০০বিসিইর (?) কোনো অজানা কোনো একদেশে
একদল অজানা মানুষ কী কী শব্দ ব্যবহার করত, কেমন ছিল সে ভাষার
বাক্যরীতি, কতটুকু জানা যাবে? যদি সবচেয়ে বেশি ৫০% আন্দাজ মিলে
যায় তো, পুরো ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাবিজ্ঞানের পঞ্চাশ শতাংশ হতে
পারে ভুলে ভরা সিদ্ধান্তের সমাহার। কিন্তু কে দাবি করবেন যে, তাঁর করা
পঞ্চাশ শতাংশ অনুমাণ একশ শতাংশ সত্যি? আমাদের জানা সময়ে ভিন্ন
ভিন্ন ভাষাগুলি তো বিভিন্ন রূপ দেখায়— যেমন, "the various forms
of 'be/become' as in Skt √bhū (>bhava-), Gk phuomai, L
fui, C buith, Gmc be- etc. Then again, Gk plosive ph be-
came a fricative f as is the Italic f. How or why did the
original initial consonant – whatever it was – change into
these sounds? Linguists don't know. One comes across

various hypotheses but there is no sure knowledge - because there is no documentation."(Kazanas, 2009, 295)। এবার এই bhava-, phuomai, fui, buith, ph, b, f থেকে একটি শব্দে পৌঁছতে চাইলে কোথায় পৌঁছবে 'বিজ্ঞান'? Norman Bird-এর "The Distribution of Indo-Europena Root Morphems (A Checklist for philologists)" (1982) তে সর্বমোট প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ওয়ার্ডস সংখ্যা ২০৪৪টি। J.P Mallory and D. Q. Adams-এর "The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world"-এ ২০০৬ সংস্করণে মোট শব্দসংখ্যা ১৪৭৪টি। অর্থাৎ Mallory প্রমুখ Norman Bird-এর গবেষণার মোটামুটি অর্ধেক বাতিল করে দিচ্ছেন। শুধু সংখ্যাই বাতিল করছেন তা নয়, বেশিরভাগ রিকনস্ট্রাকশানও নানান যুক্তিতে বাতিল করেছেন পরস্পর! আর সাফল্য? খুবই দুঃখজনক! ইন্দো-ইওরোপিয়ান ইউনিফর্মিটি দেখাতে, তার সব ব্রাঞ্চের প্রতিটিতে পাওয়া যায় কটি এরকম কমন শব্দ দেখানো গেছে এযাবৎ? মোট ১১টি, Bird-এর লিস্ট মোতাবেক। তার চেয়ে বড়কথা, যে যে শব্দগুলি রিকনস্ট্রাকট করা হচ্ছে, তা কি আদৌ কোনোদিন কোনো মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব? এক-একটি রিকনস্ট্রাকনস্ট্রাকটেড শব্দের মধ্যে তাঁরা জবরদস্তি ঢুকিয়ে দিয়েছেন guttural সাউন্ড ও alveolar বা labial সাউন্ড— যা একই সঙ্গে উচ্চারণ করার ক্ষমতা হিউম্যান স্পিচ-সিস্টেমেই নেই। ২০০৯-এর বইয়ের ২৯৭ পাতায়, Kazanas এরকম উদাহরণ দিয়েছেন, নিজে চেষ্টা করুন, *dhg^{w}hec, যার মানে ধ্বংস বা demolish! চেষ্টা করলেও আপনি dh ও g^{w}hec সাউন্ড একই শব্দের মধ্যে উচ্চারণই করতে পারবেন না। যা উচ্চারণই করা যায় না, সেই ভাষায় মানুষ কখনও কথা বলত, এরকম অদ্ভুত কল্পনাশ্রয়ী ভাবনাকে 'বিজ্ঞান' বলবেন? যে কেউ যেকোনো ভাষায় এরকম শব্দ কল্পনা করে লিপিবদ্ধ করলেন, অপর লেখক কয়েকদশক পর সেখান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অনায়াসে প্রমাণ করে দিলেন যেকোনো তত্ত্ব। বলছি, 'ভাষাবিজ্ঞান'! অথচ তার সার্বিক নির্ভরশীলতা যদি হয় হাজারটা হাইপোথিসিস, তাহলে, যিনি যেমন দেখাতে চান, অনায়াসে দেখিয়ে দিতে পারবেন, এব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। এখানে সব সত্য নির্ভর করবে, কত ভালভাবে বলা হবে, আর কত লোক তা মেনে নেবে, তার ওপর। Kazanas খুব সঠিক মন্তব্য

করেছেন, "Fact is that once you start postulating Pre-This-language and Proto-that-language, you can prove almost anything you like in this field." (Kazanas, 2009, p-51)। ইন্দো-আরিয়ান কম্পারেটিভ স্টাডিতে ভাষাতাত্ত্বিক 'প্রমাণ'গুলির বিরোধিতা এই দিক থেকে— এই সিমপ্লিস্টিক, হাইপোথেটিক্যাল পদ্ধতির বিরোধিতা।

তবে পুনরায় বলতে হবে, প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান বা পিআইই শব্দগুলির রিকনস্ট্রাকশান নির্ভরযোগ্য না হলেও, এরকমটা ভাবার কারণ নেই যে, একদা কমন পিআইই ভাষা থাকাটা অসম্ভব; যদিও এই আলোচনার শেষে আমরা এর বিরোধিতাই করব, কেননা, ফ্যামিলি স্ট্রাকচার মানতে গেলে, হয় আরিয়ান ইনভেশান থিওরি (এআইটি) বা আউট অফ ইন্ডিয়া থিওরি (ওআইটি) কোনো একটা মানতেই হবে— যে দুটোরই কোনো আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রপলজিক্যাল প্রমাণ নেই। অবশ্য এআইটি সমর্থকরা যেভাবে আর্কিওলজিক্যাল প্রমাণ দেখাতে চান, সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে, ওআইটির সমর্থনেও খুব স্ট্রং আর্কিওলজিক্যাল ডেটা দেখিয়ে দেওয়া যায়। আমরা চাইব অন্য ব্যাখ্যা সামনে আনতে। Nicholas Kazanas (২০০৯) যদিও তাঁর বইয়ের ২৮০ থেকে ২৮৮ পাতায় খুব স্ট্রংলি ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের পক্ষেই জোরালো কিছু প্রমাণ এনে, আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতই কনভিন্সিং সেই প্রমাণাদি, যা এই আলোচনায় উল্লেখ করলে, তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা আমার হবে না। একই কাজটি Michael Witzel (২০০১) করেছেন তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইটিতে, K. Elst (২০০৫) ও Nicholas Kazanas (২০০২) যদিও Witzel-এর প্রতিটি পয়েন্ট রিফিউট করেছেন, তবু Michael Witzel-এর তর্কও যথেষ্ট কনভিন্সিং, এবং তাদের বিরোধিতা করার মানে Kazanas-এর পুরো বইটাই তুলে আনতে হবে, যা সম্ভব নয়, কেননা, কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্বভিত্তিক ইতিহাস রচনা-পদ্ধতির বিরোধিতা করাই এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য।

ল্যারিঞ্জাল ধ্বনি একটি পিআইই বৈশিষ্ট্য ও হিটাইট ভাষায় এই ধ্বনি চিহ্নিত করে হিটাইটকেই সবচেয়ে প্রাচীন আইই ভাষা ও ককেশাস পর্বতকে হোমল্যান্ড যদি বলা যায়, অপরপক্ষে সংস্কৃত তাহলে কোনও অংশে কম যায় না। কেননা, সংস্কৃত ভাষাতেই আদিআর্য বা পিআইই

ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত। এই অধ্যায়ের সূচনায় আমরা Beeks-এর উদাহরণগুলি দেখেছি। এছাড়াও এরকম অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন গ্রিক ভাষাতাত্ত্বিক Nicholas Kazanas তাঁর ২০০৯-এ প্রকাশিত "Indo-Aryan Origins and Other Vedic Issues" নামক বইতে। এক্ষেত্রে তাঁর তর্ক হল, পিআইই যদি স্ট্যান্ডার্ড হয়, তার বৈশিষ্ট্যগুলি সবচেয়ে বেশি যে ভাষা ধরে রেখেছে, সেই ভাষাভাষী মানুষেরা নিশ্চিত করেই মাইগ্রেটিং পিপল হতে পারে না। কারণ, মাইগ্রেটিং মানুষদের নানান ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে মিশিতে হবে, ফলে তারা তাদের ভাষার আদিরূপ এত বেশি নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে না। তাঁরা এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পেরেছে কারণ, তারা সেটলড, তারা তাদের অঞ্চলে ইন্ডিজেনিয়াস, পুর্বাপর স্থায়ী বাসিন্দা।

লিঙ্গুইস্টিক্সে Indo-European ablaut হল একপ্রকার apophony মানে একরকম রেগুলার ভাওয়েল ভ্যারিয়েশান, সবকটি মডার্ন ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাতেই এই ভাওয়েল ভ্যারিয়েশান বা ablaut লক্ষ করে কিছু কমন সূত্র আবিস্কার করা যায়। যা থেকে ধরে নেওয়া হয় ablaut পিআইই কমন ফিচার। Jacob Grimm প্রথম ablaut চিহ্নিত করেন, যদিও তার ২০০০ বছর আগে পানিনি 'গুণ' ও 'বৃদ্ধি' শব্দের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। Grimm's Law অনুয়ারী, পিআইইতে এই ablaut রেগুলারই ছিল। এব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই যে, ablaut বা রেগুলার ভাওয়েল ভ্যারিয়েশান সবকটি ইন্দো-ইওরোপিয়ান গোষ্ঠীর ভাষায় আদিতে রক্ষিত হত (see, "Indo-European Accent and Ablaut", ed. Götz Keydana et al 2013)। যা হোক, বাংলা ওড়িয়া যেমন ইংরেজি বা জার্মান কোনো মডার্ন ভাষাতেই ভাওয়েল ভ্যারিয়েশান রেগুলার নয়। রেগুলার ছিল প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানে। পরবর্তী ভাষাগুলিতে ক্রমশ এই বৈশিষ্ট্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ক্লাসিক্যাল ভাষাগুলি যেমন সংস্কৃত, গ্রীক, আবেস্তান, ল্যাটিন, জার্মানিক ইত্যাদিতে কি ভ্যারিয়েশানস রেগুলার? পরিস্কার 'না'! বলা যেত, যদি না সংস্কৃতের উদাহরণ সামনে থাকত আমাদের। অর্থাৎ, সংস্কৃত ছাড়া আর কোনও জানা ভাষাতেই ablaut রেগুলার নয়। কী এই ablaut? একটা ভাল উদাহরণ ইংলিশ স্ট্রং ভার্ব sing দিয়ে দেখানো যায়। এর তিনটি রূপ sing, sang, sung এবং রিলেটেড নাউন হল song। আরও

উদাহরণ যেমন ধরুণ, photograph ['fəutəgra:f]
এবং photography (fə'tɒgrəfi)। খেয়াল করুন, একই শব্দের প্রথম
রূপটির ক্ষেত্রে উচ্চারণে যেমন স্ট্রেস আসছে প্রথম সিলেবলে, তেমনই
ভাওয়েলটাও এক্ষেত্রে যৌগিক স্বর 'অউ', বানান বদল হচ্ছে না, কিন্তু
দ্বিতীয় রূপটি অ (যদিও বাংলায় এই উচ্চারণগুলি লেখা যাবে না।অ দিয়ে
যা বোঝাতে চাইছি, তা ইংরেজিতে বলে নিউট্রাল সাউন্ড, আমাদের বাঙালি
জিভে আনা কঠিন)। আরও উদাহরণ man ('man), wom-
an ('womən), goose geese, long length, foot feet, ring
rang rung ইত্যাদি। কিন্তু মুশকিল হল, যদিও বলা হচ্ছে পিআইইতে
এই ভ্যারিয়েশান রেগুলার ছিল, আধুনিক ভাষাগুলিতে তা কোনোভাবেই
দেখানো যাবে না।এখানে এইসব চেঞ্জ এলোমেলো— ring rang rung
কিন্তু bring brought brought। ভার্বের ক্ষেত্রে এই কারণে প্রায়
২০৪টির মত ইরেগুলার ভার্ব মনে রাখতে হয় একজন ইংরেজি
শিক্ষার্থীকে। কিন্তু কীভাবে এদের এই রূপ এলো, কেন এরা কোনো
নিয়মে বাঁধা নয়, কোনও লিঙ্গুইস্টিক ব্যাখ্যা নেই। এ তো গেল
ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে। নামপদের ক্ষেত্রে কি কোনো নিয়ম আছে?
একেবারেই নেই। কখন কোন ওয়ার্ড প্লোর্যাল মার্কার হিসেবে এস বা
ইএস নেবে, কখন ভাওয়েল চেঞ্জ হবে, কেন হবে— কোনও লিঙ্গুইস্টিক
ব্যাখ্যা নেই। ক্ল্যাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজগুলির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গ্রীক ভাষায়
দুএকটা শব্দের ablaut মার্ক করা গেলেও অধিকাংশের হয় না। ইংরেজি
যাহোক, মডার্ন ভাষা, সেখানে রেগুলার ablaut না থাকাই স্বাভাবিক,
কোনও বাংলা ডায়লেক্টে নেই, করিয়া > কইর‍্যা > করে ধরিয়া > ধইর‍্যা >
ধরে— যেমনটি দেখানো হয়, তা থিওরেটিক্যালি ভাল ব্যাখ্যা; কিন্তু,
প্রাকটিক্যাল নয়, কেউ কখনও ধরিয়া করিয়া দিয়ে কথা বলেনি; কথা হল,
গ্রীক ল্যাটিন জার্মানিক ভাষাগুলি তারমানে এই ইউনিভার্সাল রেগুলার
পিআইই ablaut প্রিসার্ভ করেনি, যা কিনা সংস্কৃত নিখুঁতভাবে করেছে।
একমাত্র সংস্কৃত ablaut সম্পূর্ণরূপে নিয়মমাফিক। ঋকবেদের ভাষাতেই
সেই নিয়ম রক্ষিত, পানিনির ভাষাসংস্কারের পর নয় যে, কেউ তর্ক
করবেন, এটা আর্টিফিসিয়াল। তা নয়— সংস্কৃতের এটা মূলগত গুণ। যে
কারণে সংস্কৃত শিখতে এসে কেবল ২০০টা ইরেগুলার ভার্বফর্ম জেনে
নিলে চলে না। সমরূপ শব্দ ও ধাতুর জন্য নির্দিষ্ট শব্দরূপ ও ধাতুরূপ
অনুসরণ করতে হয়। যেকোনো একটি জাতের শব্দের ৬টি কারক বা

case, ষষ্ঠীবিভক্তি ও সম্বোধনের রূপগুলি নির্দিষ্ট। যেমন, 'নর' শব্দের প্রথমা, অর্থাৎ কর্তৃকারক একবচনের রূপ 'নরঃ' মানে একটি মানুষ, 'নরৌ' মানে দুটি মানুষ, 'নরাঃ' মানে অনেকজন মানুষ; তৃতীয়া মানে করণকারকে একবচনের রূপ 'নরেণ' মানে একটি নরের দ্বারা। দ্বিবচন 'নরাভ্যাম্' মানে দুজন নরের দ্বারা, 'নরৈঃ' মানে অনেকজন নরের দ্বারা। এই রীতি মেনে এই ভাষায় যতগুলো অকারান্ত পুং লিঙ্গ বাচক শব্দ থাকবে, তারা সবাই একই ফর্ম মেনটেইন করবে। যেমন ধরুন, যেকোনো একটি শব্দ 'শিব'— অকারান্ত পুংলিঙ্গবাচক শব্দ, তাই 'অনেকজন শিবের দ্বারা' এরকমটা বোঝাবে 'শিবৈঃ' দিয়ে। অনেকজন পালকের দ্বারা বোঝাতে 'পালকৈঃ', বালক হলে 'বালকৈঃ' হতে হবে অন্য কিছুই হবে না। মানে একটি অকারান্ত পুংলিঙ্গবাচক শব্দ যা যা ফর্ম দেখাচ্ছে, সমস্ত অকারান্ত পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ সর্বত্রই সেই সেই রূপ মেনে চলবে। কিন্তু অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ বাচক শব্দ কিন্তু অন্য নিয়মে যাবে। ধাতুরূপের ক্ষেত্রেও ধরুন 'ভব' শব্দের অনুরূপ সব শব্দই এক। ধাতু বা ক্রিয়ামূলও এরকম নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই সর্বত্র পরিবর্তিত হবে। সংস্কৃত ধাতুগুলি ধ্বনির ভিত্তিতে ভ্বাদি, অদ্যাদি, হ্বাদি, দিবাদি, স্বাদি ইত্যাদি মোট ১০টি গণে বিভক্ত। কোনো একটি গণের যেকোনো ধাতু লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্, লৃট্ প্রভৃতি ল-কারে অর্থাৎ বর্তমান, অতীত, উচিৎ অর্থে বা ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার কালে একই নিয়মে বদলাতে থাকবে। কোনও ব্যতিক্রম নেই। যেমন, 'ভূ' ধাতু। লট্ বা বর্তমান কালে প্রথমপুরুষ বা থার্ড পার্সন একবচনে 'ভবতি', মানে, (একজন) হয়, দ্বিবচনে 'ভবতঃ' (দুজন) হয়, (অনেকজন) হয় 'ভবন্তি'; একই গণের আর একটি ধাতু ধরুন, 'গম্' মানে যাওয়া ধাতু, হবে 'গচ্ছতি গচ্ছতঃ গচ্ছন্তি'; মধ্যম পুরুষ বা সেকেন্ড পার্সনে: (তুমি) হও— 'ভবসি'; (তুমি) যাও 'গচ্ছসি'; (তোমরা দুজন) হও 'ভবথঃ', (তোমরা দুজন) যাও— 'গচ্ছথঃ': এই নিয়ম ইউনিভার্সাল। কোনো ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব ছিল প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানে, যে প্রস্তাবনা ও রিকনস্ট্রাকশান রচনা করেননি কোনও ওআইটি স্কলার। করেছেন, ব্যবহার করেছেন, পিআইইকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন সকল মেনস্ট্রিম স্কলাররাই। এবং একমাত্র প্রোটো ইন্দোইওরোপিয়ানেই ablaut ইউনিটারি। আর আদিভাষার সেই ফিচার রক্ষা করেছে একমাত্র ভারত মানে সপ্তসিন্ধু এলাকায় কথিত বৈদিক সংস্কৃত বা সংস্কৃতের আদিরূপ ছান্দস ভাষায়— এই মাত্রায় সংরক্ষণ

কেবলমাত্র কোনো একটি অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের পক্ষেই সম্ভব, মাইগ্রেটিং জনগোষ্ঠীর নয়।

কেবলমাত্র ablaut নয়। সংস্কৃতের apophony পুরোমাত্রায় ইউনিটারি। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সবচেয়ে প্রাচীন বর্ণনামূলক ব্যাকরণবিদ পানিনি আজ থেকে ২,০০০ বছরেরও আগে 'গুণ' আর 'বৃদ্ধি'র নিয়মে শব্দপরিবর্তনের এই রীতিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ফের মনে করা প্রয়োজন যে, পানিনিই প্রথম বর্ণনামূলক ব্যাকরণের ধারণা দিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, নিয়ম বেঁধে ভাষাকে পরিচালনা নয়। বরং একটি ভাষায় অলরেডি প্রচলিত রীতিগুলিকে খুঁজে বের করে লিপিবদ্ধ করা। সংস্কৃতর ক্ষেত্রে ঋকবেদ বা তারও আগের কোনো অজানা সময় থেকে প্রচলিত নিয়মগুলি খুঁজে লিপিবদ্ধ করেছিলেন পানিনি বা পাণিনি-সম্প্রদায়। গুণের নিয়মটা প্রযুক্ত হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূলের ক্ষেত্রে; নিয়মটা খুব ইন্টারেস্টিং

ই ঈ → এ

উ ঊ → ও

ঋ ৠ → অর্

ঌ → অল্

ধরুন স্মৃ ধাতু, ঋ হবে অর্, সুতরাং স্মৃ(স্মর)+তুমুন্ = স্মর্তুম্, কৃ একইভাবে হবে কর্তুম্। কিন্তু, ই ঈ হয়ে যায় এ: এই নিয়মে চি+তুমুন্ = চেতুম্। এখানে খুব স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া যাবে যে ই বা ঈ বিভক্তিযুক্ত হলে 'এ'-ই হবে, অন্য কিচ্ছু না। এরকমভাবে, কৃ+তব্য= কর্তব্য; স্মৃ+তব্য= স্মর্তব্য; স্মৃ+অনীয় =স্মরণীয়; কৃ+অনীয়= করণীয়— কোথাও কোনোভাবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

গুণের নিয়ম যেমন ধাতুর ক্ষেত্রে, বৃদ্ধির নিয়মটি প্রযুক্ত হয় শব্দের ক্ষেত্রে। বৃদ্ধির নিয়মটি এরকম,

অ→ আ

ই ঈ এ→ ঐ

উ ঊ ও→ ঔ

ঋ ৠ→ আর্

ঌ→ আল্

বৃদ্ধির নিয়মে অ→ আ হয়, তার মানে একটি শুরুতে আ যুক্ত শব্দ পেলে, খুঁজে নেওয়া যাবে, এখানে বৃদ্ধি ঘটছে। যেমন, 'মানস্' শব্দটি, নিশ্চিত করেই এর রুট মনস্, সঙ্গে প্রত্যয় অন্, প্রত্যয়গুলির শেষাংশ শব্দে থাকে না। সুতরাং, মনস্+অণ্= মানস্। একইভাবে দশরথ+ইঞ্= দাশরথি, ইঞ্ অপত্য অর্থে ব্যবহার হয়, দাশরথি মানে দশরথের পুত্র। সেই নিয়মেই, অর্জুন+ইঞ্= আর্জুনি। একইরকম ভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে শব্দটির, একইরকম অর্থও হবে। কোনও ব্যতিক্রম নেই। উ ঊ ও→ ঔ আমরা জানি, সুতরাং ভূমি+অণ্= ভৌম। কিন্তু যেহেতু, ঋ ৠ→ আর্, ভৃগু+অণ্= ভার্গব।

এবং আর কোনো ভাষায় ইন্দো-ইওরোপিয়ান এই আদি নিয়মটি রক্ষিত নয়। Vowel gradation, Prosodic apophony বা Consonant apophony কোনোটাই সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় রক্ষিত হয়নি। বস্তুত, গ্রীক বা ল্যাটিন লিঙ্গুইস্টিক্স আলোচনায় ব্যবহৃত রুট-ওয়ার্ডস আর সংস্কৃত ধাতু কোনোমতেই এক জিনিস না। Kazanas-এর ভাষায়, "the word 'root' does not strictly translate the Sanskrit dhātu 'layer, element, constituent, seed-form'; nor can a "root" exist as an independent and generative element of a plant as a seed can. But putting this aside, only Sanskrit has roots and a proper vowel gradation. All other IE branches have stems, not roots as such. Like every other modern IE branch English has no actual working concept of root." (2009, 298)। এই একই অধ্যায়ে লেখক গ্রীক ও সংস্কৃতের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, মূল আলোচনাটি পুরো পড়া জরুরি, একটু বড় উদ্ধৃতি হলেও অন্তত দুটি প্যারাগ্রাফ এখানে দিলে হয়তো বাড়াবাড়ি হবে না:

Greek had verbs, and scholars say that nouns derive from the verb-stem: e.g. che-ō > che-u-ma 'a flow/stream'; cho-ē 'pouring, libation', cho-a-nē 'melting pot'; chu-ma 'the fluid', chu-s-is 'shedding', chu-tra 'earthen pot'; etc. Even if we took che- as the root, it is difficult to see how this develops into cheu-, cho- and then chu-! One realizes how inconsistent Greek is when one considers two similar verbs: deō 'bind' > de-ma 'band, rope', de-s-is 'the binding together', de-s-mos 'bond', (dia-) dē-ma 'ribbon round hair' – but no deu-, do- and du- ; pne-ō 'blow, breathe' > pne-u-ma 'blast of air' (later 'spirit'), pne-u-s-/ pno-ē/ pnoi-a 'blast, breeze, breath' – showing unexpected pnoi- but not pnu-! If one examined other similar verbs (bdeō, zeō, keō, xeō, neō etc) one would find even more bizarre changes in the stem. There is no regularity; moreover the vowels change from palatal e to labial u/o etc without rhyme or reason. (p-298)।

সংস্কৃতের ক্ষেত্রে তিনি পানিনির গুণ ও বৃদ্ধি শব্দ দুটির উদাহরণ এনেছেন ঠিক পরের পাতায়, তার আগে √চিৎ ধাতুর পরিবর্তন দেখিয়েছেন:

Sanskrit has three gradations in the development of the root-stem: e.g. √cit 'being conscious of' > cet-as 'mind, intelligence' or cet-a-ti 'he/she realizes', a-cait

'realized' (aor), caitanya 'consciousness' etc. ī always changes to e and ai, never to a or u/o. Similarly radical u → →o →→ au and ṛ →→ ar →→ ār. Now, ṛ sometimes will give ra/ri/ru but will never become i/e or u/o. Thus there is the basic grade of the simple vowels a, i, u, ṛ, ḷ (though some roots have a 'developed' vowel), the strong (guṇa) grade a (same), e, o, ar, al and the fully developed one (vṛddhi) ā, ai, au, ār, āl. This triple gradation has its equivalent in Vedic cosmology and philosophy where we find three main world-levels – heaven, midair and earth (svar, antarikṣa and pṛthivī) – and causal or natural, subtle or mental and gross or material. As nouns and verbs are generated from the root , the radical vowel changes according to constant regulations (except, as was said, in the case of ṛ which is somewhat unstable). This process is absent from other IE branches. (And, as we see in Greek, it is utterly confused." (p -299) ।

আলোচনার পরবর্তী অংশে তিনি আরও অনেক উদাহরণ এনে প্রমাণ করেছেন সংস্কৃত ভাষায় সংরক্ষিত apophony: Vowel gradation, Prosodic apophony ও Consonant apophony পুরোমাত্রায় নিয়মানুবর্তী। এবার যদি Kazanas একজন লিঙ্গুইস্ট হিসেবে প্রশ্ন করেন, একমাত্র যে অঞ্চলের ভাষায় একটি কমন ফিচার নিখুঁতভাবে রক্ষিত, সেই সপ্তসিন্ধু অঞ্চলই কেন কমন হোমল্যান্ড বা উরহেম্যাট নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আর্কিওলজিক্যালি অ্যাটেস্টেড নয়, আরিয়ান

ইনভেশানের মত আউট অফ ইন্ডিয়া থিওরিও আমরা অস্বীকার করছি— কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এই প্রিসার্ভেশান কিন্তু অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আর একটি ভাষায় এই সংরক্ষণ তখনই সম্ভব, যখন সেই কমিউনিটি যারা সেই ভাষায় কথা বলে তারা কোনো বড়মাত্রায় দূরগামী ইমিগ্রেশান ছাড়া, কোনো অঞ্চলে আইসোলেটেড হয়ে আছে দীর্ঘকাল। ভারতে বিদেশী অনুপ্রবেশ প্রথম হান আক্রমণের সময়। ঋকবেদ যখনই কম্পোজড হোক, সে তার অনেক আগের। আউট অফ ইন্ডিয়ার প্রতি সন্দেহ আমরা তত্ত্বগত অবস্থান থেকে পূর্বাপর বজায় রাখব, কিন্তু ইন্ডিজেনিয়াস আরিয়ানিজম খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত— মিথলজিক্যাল ও লিঙ্গুইস্টিক প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপল দ্বারা। ২০০১ থেকে এই মেথড ও ডেটা সামনে এনেছেন Kazanas। Mallorey-র বিরোধিতা আমরা দেখব কম্পারেটিভ মিথলজির চ্যাপ্টারে, লেখক তার উত্তরও দিয়েছেন। কিন্তু এই বিষয়ে সবচেয়ে উচ্চকিত লেখক Witzel, যিনি তাঁর নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত ইলেক্ট্রনিক জার্নাল অফ বেদিক স্টাডিজ-এ এই সংক্রান্ত যেকোনো তর্কের উত্তর দেন এমনকি দিন চারেকের মধ্যে (ref. Talageri episode), একবারের জন্যও Kazanas-এর নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। এই থিওরি কোনও হাইপোথেটিক্যাল প্রোটো-অমুক প্রোটো-তমুক নির্ভর নয়, নির্ভর বিভিন্ন ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষার প্রাচীনতম টেক্সটগুলির ওপর, যা সকলের হাতে আছে।

১৮৫৯ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত Adolphe Pictet-এর ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা বই Les Origmes Indo-Europeennes থেকে লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টোলজির শুরু। এই বইতে তিনি ইওরোপিয়ান ভাষাগুলিতে কমন ফাইটোনিমস ও জুওনিমস থেকে 'প্রমাণ' করেন, প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান হোমল্যান্ড ছিল এশিয়ার উত্তপ্ত এলাকা নয় বরং ইওরোপের কোনো শীতপ্রধান অঞ্চলে। Pictet-এর আলোচনা থেকে সেসময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বীচ ও স্যালমন এভিডেন্স। beech গাছের কগনেটস যেহেতু ইরানিয়ান ও ইওরোপিয়ান উভয় এলাকার ইন্দো-ইওরোপিয়ান গোষ্ঠীগুলির ভাষাতেই কমন এবং বীচ গাছ বর্তমানে জার্মানি কেন্দ্রীক ইওরোপেই মূলত জন্মায়, জার্মান হোমল্যান্ডের সমর্থকরা এই তর্ককে মান্যতা দিয়েছেন মাত্রাতিরিক্ত। যদিও প্রথমাবধি এই তত্ত্বেরও কিছু গুরুতর দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন অন্যান্য স্কলাররা। যেমন, বীচ জন্মায় এরকম এলাকা অ্যানাতোলিয়ার ভাষাগুলিতে বীচের উল্লেখ নেই, "It has been noted that the beech is linguistically unattested in Anatolian, but this language was spoken in the very area where scholars believe the beech was native." (Bryant, 2001, 110)। গাছটি যে এলাকায় নেই, যেমন দক্ষিণ এশিয়ার ভাষায় যদি একে চিহ্নিত না করা যায়, তো ধরে নেওয়া যায় যে, গাছটির অনুপস্থিতিতে শব্দটি হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু, যেখানে গাছটি জন্মায়, সেই অঞ্চলের ভাষায় একে না খুঁজে পাওয়ার অর্থ, প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান হোমল্যান্ড আর যেখানেই হোক কোনো বীচ জন্মানো এলাকায় হতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা আর থাকছে না। আরও নানারকম তর্ক ও হাইপোথেসিস এই তত্ত্বের বিরোধীতায় উঠে এসেছে, যেসব বিস্তারিত দেখানোর খুব বেশি প্রাসঙ্গিকতা আমাদের আলোচনায় নেই, কেউ এই তত্ত্বকে কাউন্টার করতে দেখিয়েছেন যে, হতেই পারে দক্ষিণ এশিয়ার উত্তপ্ত এলাকা ছেড়ে যাবার পর আর্য ট্রাইবরা মধ্য এশিয়ার শীতল পরিবেশে কিছুদিন বসবাস করবে, সেখান থেকে তারা তাদের ভোকাবুলারিতে বীচ গাছের অস্তিত্ব নিয়ে ইওরোপে যাত্রা করেছিল। এইদিক থেকেও তর্ক হয়েছে যে, আজকের দিনে কোনো গাছ

যে অঞ্চলে দেখা যায়, সেই একই গাছ সেই অঞ্চলে সাত হাজার বছর আগেও জন্মাত এমন নয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টোলজি নয়, পেলিও-বটানিস্টদের সাহায্য নিতে হবে, যেমনটি কিনা হয়নি এখনও। Pictet-এর আলোচনা থেকে আরও একটি 'প্রমাণ' একই রকম জনপ্রিয় হয়েছিল, তা হল স্যালমন মাছ। Salmon-এর জনপ্রিয়তা কিছু কেমন আজও আছে। সবচেয়ে বড়কথা, বীচ তর্কের বিপরীতে এক্ষেত্রে সংস্কৃতেও স্যালমনের কগনেট ওয়ার্ড চিহ্নিত করা যায়। স্যালমনের ওয়ার্ড স্টেমটি হবে Yiddish laks, Middle High German lahs 'salmon', Proto-Germanic *lakhs-, PIE *laks-fish. Lithuanian laszisza, Russian losos, Polish łosoś 'salmon'। মিডল হাই জার্মান lahs মানে স্যালমন, পোলিশ শব্দ łosoś মানেও স্যালমন, বাকি ভাষাগুলিতে laks, *lakhs-, losos, laszisza, এমনকি প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানেও *laks- মানে fish। এমনকি ইরাণিয়ান Ossetic ভাষায় trout হল läsäg । মুশকিল যাহোক, এর সংস্কৃত কগনেট ওয়ার্ডটি 'লক্ষ', তা কোনো মাছকে বোঝায় না, বোঝায় বিরাট একটা সংখ্যাকে। কিন্তু শব্দটি, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ধ্বনিটি এই ভাষায় যেভাবেই হোক চিহ্নিত করা যায়। বাকি সব ভাষায় একটি শব্দের দ্বারা মাছ বোঝানো হয়, সংস্কৃতে হয় একটা বড় সংখ্যাকে। মানে, মাছ থেকে সংখ্যা হল কীভাবে? স্যালমন মাছ একসঙ্গে অনেক ঝাঁক বেঁধে থাকে বলে? লক্ষ মানে ঝাঁক বুঝত আর্যরা ভারতে আসার আগে? নাকি ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ দেখে আর্যরা মাছদের 'লক্ষ' শব্দের নানান কগনেট দিয়ে ডাকতে শুরু করল, এখন এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। Elst চাইনিজ শব্দ wan-এর উদাহরণ এনেছেন, wan মানে দশহাজার, আবার পোকাদের বোঝাতেও একই শব্দ ব্যবহার হয় (Bryant, 2001, 111)। অনেক স্কলার স্যালমন অধ্যুষিত এলাকা কাস্পিয়ান হোমল্যান্ডের পক্ষে বলেছেন এই একই সূত্রে। আমাদের মনে হয় না যে, কখনোই সব স্কলার এই ধরণের তত্ত্ব নিয়ে কখনও একমত হতে পারবেন। ফলে, এই তত্ত্বের আলোচনায় কোনও নির্দিষ্ট সমাধান পাওয়া যাবে না। বীচ স্যালমন ছাড়াও আরও কিছু প্রাণি ও গাছের নাম এই তত্ত্বে এসেছে। সবকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা নেহাতই অতিবিস্তার। শীতপ্রধান ফ্লোরা ও ফনা যা ভারতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইওরোপের শীতল এলাকায় পাওয়া যায়, ভারতীয় ভাষায় তাদের চিহ্নিত

করার মানে যদি হয় আর্য আগমণের পক্ষে প্রমাণ, আমাদের বরং দেখা উচিৎ দক্ষিণ এশিয়ার উত্তপ্ত এলাকার গাছ ও প্রাণি, যাদের ইওরোপিয় শীতল এলাকায় পাওয়া যায় না, তাদের ইওরোপিয় ভাষাগুলিতে চিহ্নিত করা যায় কিনা। Dr. P. Priyadarshi ২০১০-এর "The Origin of the Indoeuropeans" নামক লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যান্সিয়েন্ট হিস্টরি বিভাগ আয়োজিত "Recent Achievements of Indian Archaeology" শীর্ষক সেমিনারে পঠিত একটি পেপারে এই যুক্তি বিস্তারিত করেছেন। সেখান থেকে মাত্র কয়েকটি উজ্জ্বল উদাহরণ উপস্থিত করলাম আমাদের আলোচনায়। এবার তথ্য ও পালটা তথ্য নিয়ে কোন সমাধানে কে পৌঁছল, তাই নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। আর একটা কথা, যদিও এই বইয়ের মূল তর্ক কখনই আউট অফ ইন্ডিয়া আর্য মাইগ্রেশান প্রমাণ করা নয়, কিন্তু, যেহেতু আমরা এখানে ইনটু ইন্ডিয়া মাইগ্রেশানে ব্যবহৃত পেলিওলিঙ্গুইস্টিক ডেটার পালটা ডেটা উপস্থিত করছি, এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত তর্কের খাতিরে আলোচনার অভিমুখ আউট অফ ইন্ডিয়া থিওরির পক্ষে এগোবে। তর্কের খাতিরে আমরা অনেক কিছুই আপাতত স্বীকার করেছি ইতিপূর্বে, আশা করা যায়, এক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি খুব অস্বাভাবিক হবে না।

> "If the indigenous theory of an emigration out of India would apply, these tree names should have taken one or two typical "Indian" PIE (dialect) forms and spread westwards, such as is the case with the two loans from Chinese, chai or tea...
>
> Original IE tree names of the temperate zone exported southwards. Some of them therefore exhibit a change in meaning; others are an application of an old, temperate zone name to newly encountered plants. Again, this change in meaning indicates the path of the migration, from the temperate zone into India...

If we carry out the countercheck, and search for Indian plant names in the west, such as lotus, bamboo, Indian trees (aśvattha, bilva, jambu, etc.), we come up with nothing." (Witzel, 2001, 51-52)

কেবলমাত্র ভারত-পাকিস্তান অঞ্চলে পাওয়া যায় অশ্বত্থ গাছ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম, ঋকবেদের বিভিন্ন শ্লোক যেমন ১,৩৫,৮; ১০,৯৭,৫ কিংবা ৩,৫৩,১৯, শতপথ ব্রাহ্মণ, আবেস্তা ইত্যাদিতেও এই গাছের উল্লেখ পাওয়া যায় বার বার, উল্লেখ পাওয়া যায় প্রায় সমস্ত ইন্দাস আর্টিফ্যাক্টসগুলিতে। বস্তুত, অশ্বত্থ পাতার চিহ্ন দেখেই হরপ্পান আর্টিফ্যাক্ট চিহ্নিত করা যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম Ficus Religiosa সেই গুরুত্বকেই চিহ্নিত করে। এহেন গাছ আউট অফ ইন্ডিয়া ইন্দো-ইওরোপিয়ান মাইগ্রেশানের সময় যদি হারিয়ে যায়, পশ্চিমী ফ্লোরায় যদি কোনও একবারও এর উল্লেখ, অন্তত, উইটজেল যেমনটি বলেছেন, কোনো নিউলি এনকাউন্টার্ড প্ল্যান্টের জন্যও যদি না ঘটে, তো আউট অফ ইন্ডিয়া থিওরিও ভেঙে পড়ে। তথ্য কী বলে? পাওয়া যায়? উত্তর হল, যায়, এবং স্পষ্টভাবেই যায়।

ইওরোপের কোল্ড ক্লাইমেটে অশ্বত্থ গাছ কোনভাবেই পাওয়া যায় না। কিন্তু, এই নামটি aśvattha ও এর আর এক নাম pipal কিন্তু ইওরোপিয় শব্দভাণ্ডারে গাছের নাম হিসেবেই রয়ে গেছে। এবং যে যে গাছের নামে এই শব্দগুলি রয়ে গেছে, তার সঙ্গে অশ্বত্থের প্রজাতিগত মিল না থাকলেও এদের পাতা অশ্বত্থের মত ত্রিকোনাকৃতি হার্টশেপড। কোনো ভারতীয় যারা ইওরোপিয় ওই গাছগুলি চেনেন না, এদের পাতা দেখলে অশ্বত্থ পাতা বলেই ভুল করবেন।
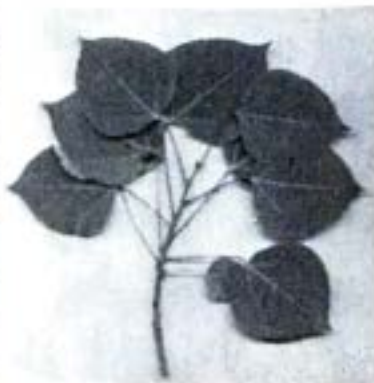
প্রথম পাতাটি aspen, দ্বিতীয়টি popler।

Skt pipal > Anglo-Norm popler, Old Fr poplier, Lat populus, Grk pelea-elm, Grm pappel।

Skt asvattha > Eng aspen, Old Eng æspe, Old Norse ösp, Dutch espe, Old High German aspa, Grm espe, Proto-Germanic *aspo, Lith opuse, PIE *aspa বা *aqwa, Persian aqwaq। কেবল এআইটি প্রেজুডিস কাউকে বাধা দিতে পারে এই লিঙ্গুইস্টিক প্রমাণ স্বীকার করার ক্ষেত্রে।

লক্ষণীয় বিষয়, দক্ষিণ এশিয়া থেকে দক্ষিণ ইওরোপিয়ান মাইগ্রেশান pipal ধরে রেখেছে popler populous ইত্যাদি নামে, পার্সিয়া ইরাণ সহ নর্থ ইওরোপিয়ান মাইগ্রেশান aśvattha শব্দটিকে বজায় রেখেছে aspen aspa aqwaq ইত্যাদি নামে— অর্থাৎ আউট অফ ইন্ডিয়া আর্য মাইগ্রেশানের সময় দুটো আলাদা ট্রাইব আলাদাভাবে হয়তো এগিয়েছিল।

পরবর্তী প্যারাগ্রাফগুলিতে আমরা এরকম আরও অনেক কোল্ড ক্লাইমেটে না মেলা ভারতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণির ইওরোপযাত্রার বর্ণনা দেব, যা খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করবে, ইনটু ইন্ডিয়া আরিয়ান ইমিগ্রেশান তর্কের অসারতা, অন্তত পেলিওলিঙ্গুইস্টিক্যালি।

Mesa: Witzel দাবি করেছেন Burushaki meś মানে স্কিনব্যাগ থেকে সংস্কৃত শব্দ mesa একটি লোন ওয়ার্ড। তিনি দাবি করেছেন Skt masur এবং masurika এসেছে ইন্ডিয়ান সাবস্ট্রাটাম প্যারা-মুন্ডারি থেকে (1999, 51-52), এই দাবি যদি সত্য হয় তো, masur ও masurika হল বাকি আইই ভাষাগুলিতে শুদ্ধ ইন্ডিয়ান ওয়ার্ডের উদাহরণ, যেমন হাতির সংস্কৃত প্রতিশব্দ ibhaḥ-কে তিনি দাবি করেছেন তামিল রুট থেকে। এই উদাহরণগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষকরে যখন তা তুলে আনেন উইটজেলের মত সামনের সারির এআইটি স্কুলের ঐতিহাসিকগণ, কেননা, এই সুনিশ্চিতভাবে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতীয় প্রাণিদের নাম যদি তামিল বা প্যারা-মুন্ডারি থেকে সমস্ত আইই ভাষায় বজায় থাকছে বলে দেখান, তা আউট অফ ইন্ডিয়া সিনারিওকেই শক্ত ভূমির ওপর দাঁড় করায়। কেননা, একটি তামিল বা মুন্ডারি শব্দ আউট অফ ইন্ডিয়া আরিয়ান মাইগ্রেশান ছাড়া ইওরোপে পৌঁছনোর আর কোনও রাস্তা নেই।

এবার দেখুন, অন্যান্য আইই ল্যাঙ্গুয়েজগুলিতে এই শব্দের ডিস্ট্রিবুশান: Old Eng mete "food, item of food" (paired with drink), Proto-Germanic *mati, Old Frisian mete, Old Saxon meti, Old Norse matr, Old High German maz, Gothic mats "food," Middle Dutch, Dutch metworst, German Mettwurst "type of sausage", PIE *mad-i-, root *mad -"moist, wet," Skt medas- "fat" (n.), Old Irish mat "pig" (www.etymonline.com)।

আরও দেখুন, Skt miṣti 'sweet', mās 'a pulse', Hindi raj-ma 'a bean-seed', masūrikā ও masūra 'a pulse', amiśa 'meat', māmsa 'meat', Eng measure এবং meter'ও একই রুট থেকে আসা, Skt mātrā, এমনকি Proto-Japanese *màsù মানেও a measure (for grain), Rus мера (зерна) 'a measure'; Mongolian: *malu, Korean: *már (http://starling.rinet.ru)। সুতরাং, Burushaki meś 'skinbag' প্রাথমিকভাবে মাংসের একটি মিসারমেন্টই ছিল। উইটজেলের উল্লেখ বরং আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্বের পক্ষেই যাচ্ছে।

Lion: skt keshari> Lt Cæsar Gm kaisar, skt keshari, Rus C-zar 'king', Toch çiçäk 'hair' ও šečake 'lion' শব্দটি আসছে PIE *kaisha 'hair' > Skt kasha 'hair' > Pr geshu 'grass' Hindi/ Beng ghas 'grass'। এব্যাপারে ব্যাখ্যার কিছু নেই, AIT ফ্রেমওয়ার্কে যে যুক্তিতে তর্ক হয় যে, শীতপ্রধান অঞ্চলের গাছ birch > বৃক্ষ হয়েছে, কেননা, বার্চ ট্রি ভারতে নেই, একইভাবে সিংহ নামক প্রাণীটির সঙ্গে কেশের সম্পর্ক, সেখান থেকে সংস্কৃত শব্দ কেশরী মানে সিংহ, সিংহের শক্তি, সেখান থেকে কেশরী মানে রাজা, জার্মানিতে কাইজার, ল্যাটিনে সিজার, তোখারিয়ানে সিংহ বজায় থাকছে, হিন্দি বাংলা পার্শিয়ানে হয়ে যাচ্ছে ঘাস।

Leopard: হিমালয়ান লেপার্ড বা ইন্ডিয়ান লেপার্ড চিরকালই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে উপস্থিত, শব্দটি Skt pṛdaku > Gk pardus> Lt leopard। কেবল ইন্ডিয়া আর সাউদার্ন ইওরোপ ছাড়া, উত্তরের আইই ভাষা Germanic, Balto-Slavic ইত্যাদিতে এর উপস্থিতি নেই, কাস্পিয়ান

হোমল্যান্ডেও না। উইটজেল (১৯৯৯) দাবি করেছেন, prdaku এসেছে পারা-মুডারি ka-pard-in 'with hair knots' থেকে, কেননা, তাঁর মতে ka মানে পারা-মুডারি। ka-pard-in শব্দটি তিনি ভাল দেখিয়েছেন, কিন্তু তা-ই leopard এর ডেরিভেটিভ— তিনি উল্লেখ এড়িয়ে গেছেন। সংস্কৃত kapard+in 'one who has kaparda'; kaparda মানে 'hair knots' বা কড়ি, লেপার্ড মানে যার 'hair knots' আছে গায়ে বা কড়ির মত চিহ্ন আছে।

Otter: Otter-কে শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রাণি দাবি করাটা দুর্ভাগ্যজনক তর্ক। Otter ইন্ডিয়ায় অবশ্যই পাওয়া যায়, এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে স্বমহিমায় উপস্থিত। সংস্কৃত udra 'water animal', Hindi/Beng ud খুব স্পষ্ট উদাহরণ। ইওরোপিয় ভাষাগুলিতে Swed utter, Dan odder, Gr otter, Lith udra, Rus vedra, Avestan udra। গ্রীক hydra 'water serpent' এবং ল্যাটিন lutra 'otter' হতে পারে জার্মানিক লোনওয়ার্ড।

Camel/ūṣṭra and Ostrich: আজকের ক্যামেলদের পূর্বপুরুষরা বাস করত নর্থ-আমেরিকায়, সেখান থেকে তারা মাইগ্রেট করে ইন্ডিয়া ও পশ্চিম এশিয়ায়। এরা ভারতের এসেছিল তিব্বত দিয়ে, আরবে পৌঁছনোর আগে। (http://zipcodezoo.com/Animals/C/Camelus_sivalensis/; http://www.biolib.cz/en/taxon/id133584/; http://www.ecoindia.com/animals/mammals/indian-camel.html)। ক্যামেলের সংস্কৃত প্রতিশব্দ ūṣṭra। ūṭ মানে লম্বা, মূল শব্দটি *ṣṭra। এই রুট থেকে দেখানো যেতে পারে sthūra বা sthūla শব্দটি। অন্য ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগুলিতে এর কগনেটস: Skt sthūra 'bull', Eng stor, steed, stallion, Gk taurus ইত্যাদি।

Eng Ostrich, Old Eng oustridge, Old French ostruce, Late Lat struthio, Gk strouthio-kamilos, Basque ostruka, Span avestruz (ave মানে পাখি struz—উট) , Hung struck, Tamil oṭṭaka-patci (ক্যামেলের প্রতিশব্দ তামিলে oṭṭaka ও oṭṭakam, patci মানে পাখি), Farsi shutur-murg (shutur মানে ক্যামেল, murg মানে পাখি), Turkish devekusu (deve ক্যামেল kushu পাখি)।

তাহলে খুব স্পষ্টভাবে আমরা দেখছি তামিল গ্রীক তার্কিশ ইত্যাদি সব সভ্যতাই অস্ট্রিচকে দেখছে উটপাখি হিসেবে। অস্ট্রিচ বর্তমান ভারতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র আফ্রিকা ছাড়া অস্ট্রিচ কোথাও নেই আর। কিন্তু একদা অস্ট্রিচ এশিয়া তথা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশাল এই পাখি ছুটে বেড়াত তা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। ১৮৬০-এ উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার কেন নদীর তীরে প্রথম অস্ট্রিচের এগশেল পাওয়া যায়। এরপর মহারাষ্ট্র, রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৫০টির মত অস্ট্রিচের এগশেল পাওয়া গেছে (Singh, 2008, 79)। ভীমবেটকা সাইট III.A28-এ অসংখ্য খোদিত অস্ট্রিচ শেল পাওয়া গেছে (Chakrabarty, 1999, 89)।

এই সমস্ত তথ্য থেকে আমরা এককথায় বলতে পারি যে, যখন উষ্ট্র শব্দটি ভারতের বাইরে তার যাত্রাপথে ইরাণ পর্যন্ত shutur মানে ক্যামেল ধরে রাখছে, পরে শব্দটি হারিয়ে যাচ্ছে, কেননা, কোল্ড ক্লাইমেটে ক্যামেল নেই, কিন্তু অস্ট্রিচের প্রতিশব্দে প্রায় সব ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষায় উষ্ট্র শব্দটির কগনেট থেকে যাচ্ছে অন্য প্রাণিদের নামের সঙ্গে খুব স্পষ্টভাবে।

Mice: "Generally, the PIE plants and animals are those of the temperate climate: animals include the otter, beaver, wolf, bear, lynx, elk, red deer, hare, hedgehog, and mouse, and plants include birch, willow, elm, ash, oak, (by and large, also the beech) juniper, poplar, apple, maple, alder, hazel, nut, linden, hornbeam, and cherry... most of them are not found in India and their designations have either been adapted (as is the case with the beaver > mongoose babhru), or they have simply not been used any longer" (Witzel, 2001, 54)। মাউস টেম্পারেট ক্লাইমেটের প্রাণি এবং ইন্ডিয়ায় পাওয়া যায় না— উইটজেলের এই দাবি নিয়ে সম্ভবত কোন তর্কই হওয়া উচিৎ না। খুব পরিষ্কার যে, এ একটি তথ্যবিকৃতির উদাহরণ। কেননা, আমরা জানি, "The Muridae family of rodents, which includes both "true" mice and rats, originated in the area across present-day India and Southeast Asia. Phy-

logenetic and palaeontological data suggest that mice and rats diverged apart from a common ancestor 10-15 myr BP ... At the beginning of the Neolithic transition some 10,000 years ago, the progenitors to the house mouse (collectively known as Mus musculus) had already undergone divergence into four separate populations that must have occupied non-overlapping ranges in and around the Indian subcontinent" (http://www.informatics.jax.org/silver/chapters/2-2.shtml)। এবং মাউস নিয়ে তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। মূষিক বা মাউসের ওয়ার্ড স্টেম খুব স্পষ্টতই সর্বত্র উপস্থিত, বায়োলজিকালি যে প্রাণিটি চিরকাল ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে রয়েছে তথৈবচ, তার যাতায়াত নিয়ে কোনও থিওরিই দিতে পারে না, Proto-Germanic *mus, Old Norse, Old Frisian, Middle Dutch, Danish, Swedish mus, Dutch muis, German Maus, PIE *mus-, Sanskrit mus, Old Persian mush, Old Church Slavonic mysu, Latin mus, Lithuanian muse, Greek mys।

Ape/kapi: সংস্কৃত ওয়ার্ড kapi, গ্রীক kepos, জার্মানিক, কেল্টিক ওয়ার্ড ape, ল্যাটিন ওয়ার্ড aper, ডাচ ওয়ার্ড ever। প্রায় ১৫ মিলিওন বছর ইওরোপ এশিয়া অ্যাফ্রিকা সর্বত্র এদের বসবাস। এ নিয়ে তর্ক নেই।

Elephant: ইংলিশ এলিফ্যান্ট শব্দের রুট Old French olifant, Lat elephantus, Gk elephas "elephant; ivory," Skt ibhaḥ "elephant", Tocharic *alpi 'camel', Anglo-French ivorie। এই তালিকায় একমাত্র সংস্কৃত-স্পিকিং এলাকা ছাড়া এলিফ্যান্টের আদি বাসস্থান অন্য কোনও এলাকায় কেউ এটেস্ট করতে পারেনি। ইওরোপে এলিফ্যান্ট ইন্ট্রডিউস হচ্ছে অ্যালেক্সান্ডারের ভারতীয় এলাকায় প্রবেশের সঙ্গে (Robin, 1973, 339)। তার অনেক আগে বাকি ইওরোপিয় ভাষায় এলিফ্যান্টের কগনেটগুলি সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে একটি আউট অফ ইন্ডিয়া সিনারিও। Witzel তর্ক করেছেন, "the combination with Grk. ele-pha(nt-), Lat. ebur, Gothic ulbandus 'camel' suffers from lack of proper sound corre-

spondences." (2001, 54)। গ্রীক ভাষার ele-pha(nt-), ল্যাটিনের Ebur < Skt ibha তাঁর মনে হয়নি, প্রপার সাউন্ড করেসপন্ডেন্স, কিন্তু তিনি কোনো অজানা কারণে ivory উল্লেখ করেননি, সে প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে নেই। উক্ত প্রবন্ধের ৩৪, ৬১, ৬২ ও ১০৭ পাতায় ঘুরে ফিরে এলিফ্যান্ট যে ইভা নয়, তার যুক্তি সাজিয়েছেন, কিন্তু তিনি আইভরি < ইভা কগনেট তিনি একবারও উল্লেখ করেননি।

Beaver/Mongoose: Witzel লিখছেন, "...the beaver is not found inside South Asia nowadays. It occurs, however, even now in Central Asia, its bones have been found in areas as far south as Northern Syria and in mummified form in Egypt, and it is attested in the Avesta (baßri),178

Mongoose and Beaver

which is related to the descriptive term, IE *bhebhru 'brown, beaver.' This is widely attested: O. Engl. bebr, beofor, Lat. fiber, Lith. bebrus, Russ. bobr, bebr- (Pokorny 1959: 136). The respective word in Vedic, babhru(-ka), however, means 'brown, mongoose' (Nenninger 1993) as there is no Indian beaver. While the mongoose is not a water animal, some Indian types of mongooses vaguely look like a "beaver", and clearly, the IE/IIr term for "beaver" has been used, inside South Asia, to designate

the newly encountered brown animal, the mongoose." (2005, 374)।

তাঁর কথা মতো, এখনকার দিনে সাউথ এশিয়ায় আর বিভার পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে ইজিপ্টে, ইরাণে পাওয়া যেত, আবেস্তায় শব্দটি হল baßri ঋকবেদে শব্দটি babhru মানে 'brown, mongoose' আর রিকন্সট্রাকটেড পিআইইতে *bhebhru 'brown, beaver। মঙ্গুজ একটি ওয়াটার অ্যানিম্যাল নয়, মঙ্গুজকে হালকা beaver-এর মত দেখতে! ব্যস, যুক্তি শেষ, এবার সিদ্ধান্ত, ক্লিয়ারলি আইই beaver শব্দটি নিয়ে আর্যরা যখন ভারতে ঢুকল, তারা মঙ্গুজকে beaver ডাকল। এই যুক্তি গ্রহণ করলে, আর্যরা ভারত থেকে beaver ফর মঙ্গুজ নিয়ে যখন প্রথম আজকের beaver ফেস করল তখন তাকে এই নামটা দিতে পারে, এরকমটাই বা হতে বাধা কী? বাধা, যে তাহলে সংস্কৃতবাদে সব ভাষাগুলিতেই beaver বলতে ওই একই জাতের প্রাণিকে বুঝত না। সংগত যুক্তি, যখন তর্কটা এআইটি সিনারিওয় করা হবে; ওআইটি ফ্রেমওয়ার্ক ধরে, আর একটি নতুন হাইপোথেসিস ভাবলেই, বলা যায়, কোনো ইন্দো-আরিয়ান গোষ্ঠী একত্রে প্রথম beaver শব্দটি (মানে মঙ্গুজ) নিয়ে কোনো কোল্ড এরিয়ায় কিছু সময় বসবাস করাকালে তারা beaver মানে আজ যে প্রাণিকে বোঝানো হয় তাকে এনকাউন্টার করল, যেহেতু তাকে ভেগলি লুকস লাইক মঙ্গুজ, beaver বলে ডাকল, পরে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে শব্দটি নিয়ে ছড়িয়ে গেল। ওই একত্রে বসবাস করার এলাকাটি ইরাণ-আফগানিস্তানের কোনো শীতল এলাকা হতে পারে, আবেস্তায় baßri-র উল্লেখ বরং এই সম্ভাবনাকে জোরালো করে, কেননা, ইউটজেলের মতানুয়ারী আবেস্তান baßri মানে beaver; ভারত থেকে কোনো এক ইন্দো-আরিয়ান গোষ্ঠী একত্রে বসবাসের এই এলাকাটি এমনকি কাস্পিয়ান এলাকাও হতে বাধা নেই। বরং ওআইটি ফ্রেমওয়ার্ক ধরে এগোলে কাস্পিয়ান এরিয়াকে আর্কিওলজিক্যালিও প্রমাণ করে দেওয়া যায়, ইউটজেলের বই থেকেই আমরা তা করে দেখাব পরবর্তীতে। যাহোক, অন্যভাবেও তর্কটি করা যায়, hedgehogs কমবেশি beaver-এর মতো দেখতে যাকে শিকার করার ইতিহাস অতিপ্রাচীন; শিকার করা হয়, ওর কাঁটাগুলির জন্য, যা মেয়েরা সিঁদুর ব্যবহারের জন্য, আরও অন্যভাবে করে থাকে, এবার দেখুন ইংলিশ ওয়ার্ড স্টেম brush— fiber

ইত্যাদি, এটা পিআইই কগনেট ডিকশনারি খুঁজলে অনায়াসেই ইংলিশ ছাড়া বেশ কিছু ভাষায় দেখানো যাবে এর কগনেটস। এবং সবশেষে উল্লেখ করা দরকার যে, প্রাচীন ভারতে জম্মু-কাশ্মীরের Gufkral এলাকার আর্কিওলজিকাল এক্সকাভেশানে ২০০০বিসিই নাগাদ পাওয়া মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত beaver-এর হাড় পাওয়া গেছে (Singh, 2008, 114); Chakrabarty A.K. Sharma-র Gufkral period-IC এক্সকাভেশান রিপোর্ট (1980-82) থেকে beaver-এর হাড়ের নমুনা লিপিবদ্ধ করছেন (1999, 213)। এবং এই আর্কিওলজিক্যাল প্রমাণ উইটজেল কিন্তু ঘুরপথে স্বীকার করছেন, ক্লোজলি লক্ষ করুন তাঁর বক্তব্য, "the beaver is not found inside South Asia nowadays"।নাও -আ-ডেইজ পাওয়া যায় না, মানে আগে পাওয়া যেত? তাহলে তর্ক কীসের? দেখুন, ঠিক এই একই বইয়ের একই পাতায় ঠিক এর আগের লাইনে কী লিখছেন, "While some of them such as the wolf or bear occur in South Asia as well, albeit in slightly different species (such as the South Asian black bear), others are found, just as some of the tree names, only in new, adapted meanings."। অর্থাৎ উনি স্লাইটলি ডিফারেন্ট স্পিসিস নিয়ে খুশি নন, কিন্তু সংস্কৃত 'বৃক্ষ' শব্দের কগনেট খুঁজছেন কোল্ড ক্লাইমেটে অ্যাভেইলেবল বার্চ গাছের সঙ্গে। এআইটি সিনারিও মেনে আর্যরা ভারতে বার্চ গাছ না পাওয়ায় সমস্ত গাছকে বৃক্ষ বলে চিনছে, ওআইটি সিনারিও মানলে, আর্যরা ভারত থেকে গিয়ে সমস্ত গাছের জন্য ব্যবহৃত শব্দকে একটি বিশেষ গাছের জন্য স্পেসিফাই করছে, এরকম ঘটনা ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষায় নতুন নয়।বৈদিক মৃগ মানে যেকোনো প্রাণি, পরে তা একটি বিশেষ প্রাণিকে বোঝায়, অন্ন মানে যেকোনো খাবার, পরে তা কেবল সিদ্ধ করা চাউলকে বোঝায়, আইই ভাষাগুলিতে এরকম হাজার উদাহরণ আছে, সেক্ষেত্রে ভারত থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর্যরা একত্রে বসবাসকালে বৃক্ষকে বিশেষ একটি গাছে স্পেসিফাই করলে দোষটা কোথায়? যাহোক, সবমিলিয়ে এবার আমাদের বুঝে নিতে হবে, লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টোলজিকাল ডেটা ব্যবহার করে Pictet থেকে Witzel প্রমুখ তাত্ত্বিকদের কাস্পিয়ান কিংবা ককেশাস উরহেইমাটের পক্ষে তর্কের ভার কতটা।

দ্রাবিড়িয়ান হরপ্পা ও পুশড ব্যাক বাই আরিয়ান— এসময়কার একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব, যার সমর্থনে ঋকবৈদিক সংস্কৃতে দ্রাবিড় ও অস্ট্রোএশিয়াটিক শব্দের প্রভাব নিয়ে আলোচনা এই তর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যা আমাদের এড়িয়ে গেলে চলবে না। দ্রাবিড় ভাষাগুলিকে নন-ইন্দোইওরোপিয়ান হিসেবে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন Reverend Robert Caldwell তাঁর "Comparative Grammar of the Dravidian Languages" বইতে ১৮৫৬ সালে। যদিও দ্রাবিড় ভাষা নিয়ে এটাই প্রথম কাজ, এমন না। একেবারে ১৮১৬তে এর উল্লেখ পাওয়া যায় Francis Whyte Ellis-এর লেখায়। যা হোক, ধর্মগুরু Caldwellকেই দ্রাবিড় তত্ত্বের জনক বলা হয়। দ্রাবিড় ভাষা নিয়ে অনেকগুলি মতামত রয়েছে, এলামো-দ্রাবিড়িয়ান থিওরি, হরপ্পান দ্রাবিড়িয়ান থিওরি, এবং R. Swaminathan Aiyar-এর কমন আর্য-দ্রাবিড়িয়ান থিওরি। Edwin F. Bryant (2001) তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইতে এই দ্রাবিড় মুন্ডা সাবস্ট্রাটাম থিওরি বিশ্লেষণ করেছেন শুরু থেকে। Koenraad Elst (2005) ও H. H. Hock (2000)-এর গবেষণাও আমাদের এই আলোচনায় তথ্যাদি দেবেন।

Rev. Stevenson ১৮৪৪-এ লিখতে শুরু করেন যে, যদি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের মধ্যেই সংস্কৃত ছাড়া অন্য প্রাচীন ভাষার নমুনা পাওয়া যায় তাহলে সেইসব ভাষাগুলিকেই মনে করতে হবে প্রি-সাংস্কৃটিক ভাষাবলী। কেন তা করতে হবে অবশ্য স্পষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে যেসময় দ্রাবিড় ভাষা নজরে আসছে ইওরোপিয়ান স্কলারদের, এটা সেই একই সময় যখন সংস্কৃত ভাষাকে মাদার অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন্ডিয়াকে ক্রেডেল অফ সিভিলাইজেশান ইত্যাদি ঘোষণা ইতিহাসের আলোচনায় ইওরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্সিয়ায় এযাবৎ গৃহীত জেনেসিসের গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। রেভারেন্ড স্টিভেনসন বা রেভারেন্ড ক্লাডওয়েল প্রত্যেকেই আসছেন চার্চ থেকে; স্টিভেনসনের নিজের ভাষা থেকে এই মানসিকতা আরও স্পষ্ট হবে,

> If we can trace a language wholly different from the Sanscrit in all the modern

> dialects, ...it will seem to follow, that the whole region previous to the arrival of the Brahmans was peopled by the members of one great family of a different origin. ...I call the Brahmans a foreign tribe in accordance with indications derivable from the cast of their features, and the colour of their skin, as well as their possessing a language which none of the natives of India but themselves can even so much as pronounce; and the constant current of their own traditions making them foreign to the whole of India (Stevenson, 1844, 104)।

১৮৪০-এর দশকেই মোটামুটি এই ব্যাপারে তত্ত্ব রচিত হয়ে গেছে যে, নিশ্চয়ই আর্যরা সাউথ পর্যন্ত তাদের বিজয়'রথ' চালিয়ে যেতে পারেননি, তাই সাউথে দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন হারিয়ে যায়নি, "That the Arian population of India descended into it about 3000 years ago from the north-west, as conquerors, and that they completely subdued all the open and cultivated parts of Hindustan, Bengal and the most adjacent tracts of the Deccan but failed to extend their effective sway and colonization further south, are quasi historical deductions confirmed daily more and more" (Hodgson, 1848, 551)। এবং এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়ার ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস উনিশ শতকে চর্চিত সেই একই আর্যবিজয়ের গল্পই আজও বলে থাকে। উত্তর ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ব্রাহুই ল্যাঙ্গুয়েজকে সেসময় প্রমাণ হিসেবে আনা হয়েছিল যে, ওরা লেফট ওভার দ্রাবিড়িয়ান। যা হোক, পরে ব্রাহুইকে আর উদ্বৃত্ত মনে করা হয় না, ব্রাহুইভাষী জনগোষ্ঠী খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী নাগাদ ওই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে, "In support of the Dravidian theory one usually pointed to the remnant North Dravidian Brahui

language, spoken in Baluchistan; however, its presence has now been explained by a late immigration that took place within this millennium" (Witzel, 2000, 1)। ব্রাহুই ওই অঞ্চলে ইন্ডিজেনিয়াস হলে ওদের ভাষায় পার্সিয়ান তথা আবেস্তান প্রভাব থাকার কথা ছিল, কিন্তু নেই। কেননা, ওরা যে সময় থেকে ওখানে, তখন আবেস্তান ধর্ম স্থানচ্যুত হয়েছে। দ্রাবিরিয়ান স্পিকিং মাল, কুরুখ, মাল্টো এবং ওঁরাও উপজাতিও ছোটনাগপুর মালভূমির উত্তরে মাইগ্রেট করে ঐতিহাসিক সময়ে, "Kurukh, Malto languages are latecomers in their present habitat in S. Bihar as well, as is seen by the strong Munda influence they have undergone" (Witzel, 2000, 1)। যা হোক, ব্রাহুই, মাল, কুরুখ, মাল্টো এবং ওঁরাওদের মাইগ্রেশান নিয়ে সর্বাধুনিক তথ্য সামনে এলেও 'পুশড-ব্যাক-তত্ত্ব' কিন্তু পিছনে চলে যায়নি। বরং, ফিরে এসেছে নতুন নাম নিয়ে। ঋকবেদ থেকে নন-ইন্দোইওরোপিয়ান ওয়ার্ডগুলিকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দ্রাবিড় অস্ট্রোএশিয়াটিক ল্যাঙ্গুয়েজদের সাবস্ট্রাটাম ল্যাঙ্গুয়েজেস বলে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এই তত্ত্বের পুনঃনির্মাণ। 'সাবস্ট্রাটাম' কথাটিও সেই একই ভাবনাজাত যে, এই অঞ্চলের পূর্বেকার ভাষাগুলি সাবডিউড।

২০০০-এ Witzel "The Languages of Harappa" নামক প্রবন্ধে মুন্ডাকে সাবস্ট্রাটাম ল্যাঙ্গুয়েজের অন্তর্ভুক্ত করেন। Franklin C. Southworth, বলেছিলেন, দ্রাবিড়িয়ান মুন্ডা দুটোই সাবস্ট্রাটাম (Southworth, 1974, 201-223.)। একটা পূর্বসিদ্ধান্ত এই তত্ত্বের বনিয়াদ যে, যেহেতু সংস্কৃতজাত ইন্ডিক ল্যাঙ্গুয়েজগুলি এই অঞ্চলে বহুল প্রচলিত, সুতরাং আর যে ভাষারই নমুনা এখানে মিলুক, তারা সবাই সাবডিউড— মোটকথা, কঙ্কোয়েস্ট ও ডিফিট ছাড়া দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক থাকা সম্ভব না। C. Masica, ১৯৭৬-এ নিয়ে আসেন 'ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স'-এর অস্তিত্বের ধারণা (Masica, 1976, 55-151)। ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স মানে, এমন ভাষা যাদের কোনো অস্তিত্ব আজ আর নেই, কিন্তু ছিল, তার প্রমাণ আজকের ভাষায় আছে। ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স নিয়ে অনেক ইন্ডোজেনিস্টের আপত্তি আছে, কিন্তু, একটি এক্সটিংক্ট ভাষা না থাকার কোনও কারণ নেই। আজকে চিহ্নিত করা না গেলেও, প্রাচীন সময়ে অন্যান্য বিভিন্ন ভাষা যে

সর্বত্রই ছিল, আর তাদের প্রভাব আজকের ভাষাগুলির ওপর, খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও, ছিল কিংবা থাকা সম্ভব, এটা অস্বীকার করার কিছু নেই।

অন্য ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষায় পাওয়া যায় না, কিন্তু ঋকবেদের সংস্কৃতে মেলে এরকম তিনটি চিহ্ন এই পদ্ধতির মোট ফলাফল, ১) ফোনোলজিক্যালি, রিট্রোফ্লেক্স; ২) মর্ফলজিক্যালি জিরান্ড ও ভার্বাল পার্টিসিপলের ব্যবহার; ও ৩) সিন্ট্যাক্টিক্যালি 'ইতি' 'অপি' শব্দের ব্যবহার। পরবর্তী ইন্ডিক ভাষাগুলিতে অন্য আরও কয়েকটি ইনোভেশান চিহ্নিত করা হয়, কিন্তু যেহেতু তারা ঋকবেদে নেই তাই, তাদের আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। যা হোক, এই সবকটি চিহ্নকেই প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন H. H. Hock তাঁর ১৯৭৫, ১৯৮৪, ১৯৯৬, ২০০০ সালে লেখা Studies in the Linguistic Sciences নামক আন্তর্জাতিক অনলাইন জার্নালে ও পুস্তকে। আমরা তাঁর গবেষণার প্রতি আলোকপাত করব। দ্রাবিড়িয়ান ভাষার প্রভাব বলে চিহ্নিত ঋকবেদিক সংস্কৃতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষা থেকে উল্লেখ করে Hock লেখান যে, “alleged Dravidian loans in early Vedic are similarly questionable, since in every case a different explanation is possible" (Hock, 2000, 54)।

ইন্ডিয়ান রিট্রোফ্লেক্স একটা ভাষাতাত্ত্বিক বিস্ময়। ট ঠ ড ঢ ণ ইত্যাদি ধ্বনি উচ্চারণের জন্য জিভকে গুটিয়ে নিম্নটাগরার সঙ্গে ধরে হঠাৎ হাওয়া ছাড়লে রিট্রোফ্লেক্স ধ্বনি আসে। ভারতের বাইরে অন্য ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগুলিতে রিট্রোফ্লেক্স প্রায় নেই বললেই হয়। সব ইওরোপিয়ান ভাষায় অনুপস্থিত, কিন্তু, দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণ ও ভারতের সমস্ত ভাষাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য রিট্রোফ্লেক্সন, যা ইন্দো-আরিয়ান ভাষাগুলিতে ভীষণ শক্তিশালী, দ্রাবিড়িয়ান ভাষায় শক্তিশালী কিন্তু ডিফেক্টিভ ও কখনোই শব্দের প্রারম্ভে না আসা, ও মুন্ডারি, বুরুশাকি ভাষায় দুর্বলভাবে উপস্থিত। ভারতীয়রা যখন table বা time ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, ভারতীয় রিট্রোফ্লেক্সের প্রভাবে তা হয়ে যায় time বা table; কিন্তু, সেটা বিকৃতি। ইরাণিয়ান ভাষায় রিট্রোফ্লেক্স কিছু পরিমাণ উপস্থিত, তাও ইরাণের পূর্বাংশে, অর্থাৎ কিনা তা হতে পারে ভারতীয় প্রভাব। যাই হোক, প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী

এই রিট্রোফ্লেক্স দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা হয় যে, দ্রাবিড়, কারও কারও মতে মুন্ডারি ভাষা থেকে রিট্রোফ্লেক্স সংস্কৃতে এসেছে, আর যেহেতু অন্য কোনোই ভাষায় রিট্রোফ্লেক্স নেই, সুতরাং, ইন্ডিয়ান পিআইই হোমল্যান্ড হতে পারে না, কেননা, তাহলে অন্যত্র রিট্রোফ্লেক্স ধ্বনি থাকত। সব স্কলার যদিও এই একই মত পোষণ করেন না, যারা করেন না, সকলেই কোনো আউট ইন্ডিয়া তত্ত্বের সমর্থক, বিষয়টা এমন নয়। আর্যতত্ত্বের পক্ষে ও বিপক্ষের সব স্কলারদের কাছেই রিট্রোফ্লেক্সের উদ্ভব একটা পাজলিং কোয়েশ্চন। যদিও দুর্বল, যদিও শব্দের প্রারম্ভে অনুপস্থিত, রিট্রোফ্লেক্স দ্রাবিড়িয়ান ভাষা থেকে আসা, এরকম একটা হাইপোথেসিস খুব শক্তিশালী, কেননা, একটু পরেই দেখব, মহারাষ্ট্র গুজরাত সিন্ধের কিছু হরপ্পান এলাকা দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব নিয়ে Asko Parpola-র বক্তব্য। এখন সেই প্রভাবের সময়টা কত প্রাচীন, কত আধুনিক, তার উত্তর বর্তমানে এই তত্ত্বের প্রধান অ্যাডভোকেড Parpola দেননি; যদি ধরে নিই, সিন্ধু সভ্যতার সময়কালেই দ্রাবিড়রাও সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহলে ইন্দো-আরিয়ান ভাষায় রিট্রোফ্লেক্সের আগমন দ্রাবিড় থেকে, এটা চিন্তা করা যায়। কিন্তু মুশকিল হল, দ্রাবিড় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে রিট্রোফ্লেক্স সামনে আসে না (Subrahmanyam, 1983, 334)। মুন্ডারি ভাষায় এই ফোনিম নিজেই দুর্বল, ফলে তার পক্ষে অনেক বেশি বিস্তৃত ও শক্তিশালী আরিয়ান ভাষার একেবারে প্রাচীনতম নিদর্শন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এত বিরাট একটা ভাষার উচ্চারণরীতিকে এত ভীষণভাবে প্রভাবিত করে দেওয়ার তত্ত্ব টেকা মুশকিল। যদিও, রিট্রোফ্লেক্সের ব্যাখ্যায় মুন্ডাপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলে, আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্বের সমর্থকদের সুবিধাই হবার কথা; কারণ, আমরা এই অধ্যায়েই দেখব যে, মুণ্ডা বা অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাও ভারতীয় উপমহাদেশে অভ্যাগত। সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা আসবে, যেহেতু, বাকি ইন্দো-ইওরোপিয়ান ব্রাঞ্চগুলি আগে মাইগ্রেট করবে, মুন্ডা-স্পিকিং কমিউনিটি পরে ঢুকছে এই অঞ্চলে, তাই মুন্ডারি থেকে আসা রিট্রোফ্লেক্স ধ্বনি ইওরোপিয় শাখাগুলির ভাষায় নেই। কিন্তু, মুন্ডা-স্পিকিং পপুলেশান নিজেই তো এখনও কনসেন্ট্রেটেড নর্থ-ইস্টার্ন এলাকায়, সে গিয়ে একেবারে ঋকবৈদিক ভাষাকে প্রভাবিত করল কী উপায়ে? ভিয়েতনাম এলাকা থেকে মাইগ্রেটেড হয়ে একেবারে সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটা প্রিবৈদিক যুগে মুন্ডা উপস্থিতির কল্পনা ভীষণ

ফারফেচড! দ্রাবিড় প্রভাবে বৈদিক সংস্কৃতে রিট্রোফ্লেক্স আসা সম্ভব হলেও, মুন্ডাপ্রভাব কখনোই নয়। তাহলে, হাতে থাকল কি-বোর্ড– সেই ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স, যার প্রভাবে ভারতীয় মুন্ডা, দ্রাবিড়িয়ান ও আরিয়ান ভাষাগুলি সকলেই প্রভাবিত হবে। টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান রিট্রোফ্লেক্স তাহলে অধুনা হারিয়ে যাওয়া ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স থেকে আসা? এটাও ভাল হাইপোথেসিস। কিন্তু, প্রশ্ন হল, যার এত শক্তি যে সারা দেশের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সমস্ত ভাষাগুলিকে যে প্রভাবিত করে দিতে পারে, সে নিজে কী করে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়? ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স মানে, একটি বা অনেকগুলি ভাষা, যা আধুনিক ভারতীয় ভাষা মানে আরিয়ান, দ্রাবিড়িয়ান, মুন্ডারি আসার আগে ছিল স্পোকেন, পরে এদের প্রভাবে মিলিয়ে গেছে। যখন আরিয়ান ভাষার প্রবল প্রতাপ প্রতিহত করে মুন্ডারি ভাষা টিকে থাকতে পারল, দ্রাবিড়িয়ান থেকে গেল সমান্তরাল প্রতিপত্তি নিয়ে, সেই ভাষাটি থাকল না কেন? কেননা, নিশ্চয়ই সে ছিল দুর্বল। একটি দুর্বল ভাষা কী করে অন্যসব সবল ভাষাগুলিকে এত প্রভাবিত করবে? দু-এক শতাংশ লেক্সিকাল চেঞ্জ নয়, গুরুত্বপূর্ণ ইউনিক ফোনিমিক চেঞ্জ! বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তাহলে, রিট্রোফ্লেক্সিভ বা প্রতিবেষ্টিত ধ্বনির উদ্ভবের ব্যাখ্যা কী হবে? ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে এটা এখনও একটা পুরাতন ধাঁধা। শোনা যায়, "Magadhan king Shishunaga (fifth century BC?) ...prohibited the use of the retroflex sounds ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṣ, ṣh in his harem. But this seems to indicate that retroflexion was an intrusive new trend in Magadha, not at all a native tendency which was so strong and in-grained that it could impose itself on

the liturgical language" (Elst, 2005, 259)। এর মানে দাঁড়ায় এই ধ্বনির 'উপদ্রব' সেসময় নতুন। তা যদি হয় তো, ঋকবেদে এই ধ্বনির আসে কীভাবে? নাকি ঋকবেদের উচ্চারণে এই ধ্বনি একটি নতুন ফোনিম?

ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি, উইটজেল প্রমুখ ইন্ডোলজিস্ট, দেখাতে চান ঋকবেদ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অবিকৃত উইটজেলের ভাষায় একেবারে টেপরেকর্ডিং-এর মত রক্ষিত আছে। তিনি বিভিন্ন আলোচনায় বারংবার

টেপ রেকর্ডিং'— এই নির্দিষ্ট শব্দবন্ধটিই ব্যবহার করেছেন; শুধু উইটজেল নন, তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই তাঁর এই টেপ-রেকর্ডিং তত্ত্ব পুনরুল্লেখ করেছেন, Michael Wood "The Story of India" (2014)-র দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, "listening to present-day recitation is rather like hearing a tape recording of what was first composed between 3000 and 4000 years ago."; "Time, Tense and Aspect in Early Vedic Grammar: Exploring Inflectional Semantics in the Rigveda" (2010) বইয়ের ইন্ট্রোডাকশান যেমন Eystein Dahl আর একটি উদাহরণ (p-2); Bernhard Lang তাঁর "International Review of Biblical Studies", Volume 54 (2009)-এর ৫০৭ পাতায় এনেছেন সেই একই টেপ-রেকর্ডিং তত্ত্বের অবতারণা, Jack Goody "Myth, Ritual and the Oral" (2010) নামক বইয়ের ৬৩ পাতায়, Federico Squarcin সম্পাদিত "Boundaries, Dynamics and Construction of Traditions in South Asia" নামক বইটির ৬৬ পাতায় Johannes Bronkhorst উল্লেখ করছেন সেই একই তত্ত্ব যে, ঋকবেদ হচ্ছে তিন চার হাজার বছর ধরে একটা টেপ-রেকর্ডেড ইন্সক্রিপশান। Anthony Grafton ও Glenn W. Most সম্পাদিত "Canonical Texts and Scholarly Practices" (2016) নামক বইয়ের ৭৫ পাতায় Paolo Visigalli ঋকবেদের সুক্তগুলি বিষয়ে লিখছেন, "These hymns, with a simile that does not age as well as its referent, have been described as "tape recordings" from the Late Bronze Age." প্রশ্ন হল, কেন এভাবে সকলকে বারংবার বলতে হচ্ছে যে ঋকবেদ বর্তমানরূপে আমরা যা দেখছি, শুরুতেও তা-ই ছিল? ১০২৮টি সুক্ত প্রায় ১০,৬০০টি শ্লোক ১,৪২০০০ শব্দের একটি বিশাল মৌখিক সাহিত্য, যা কম্পোজিশানের বহুদিন পর ব্যাসদেবের মত একজন পৌরাণিক চরিত্রের দ্বারা সংকলিত হয়েছে বলে কথিত, কথিত যে প্রায় চার হাজারের ওপর শ্লোক ছিল শুরুতে, ব্যাসদেবের সময় পর্যন্ত এসে, তাঁর মধ্যে মাত্র একহাজার টিকে আছে, একটি মৌখিক সাহিত্য যার প্রথম ম্যানাস্ক্রিপ্ট এই সেদিন ১৪৬৪-র আগে নেই, এরকম একটি ট্রেডিশান সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে টেপ-রেকর্ডেড হয়ে আছে— এই তত্ত্ব কতটা বাস্তবসম্মত, যখন কিনা দেখা যাচ্ছে, এই ট্রেডিশানের

অধিকাংশটিই খুঁজে পাওয়া যায় না? বৈদিক সাহিত্যের রক্ষাকর্তারা যদি সত্যিই এতটা সংরক্ষণশীল হতেন তো, প্রথমত তাঁরা এর বাকি প্রায় তিন হাজার শ্লোক হারিয়ে ফেলতেন না। টেক্সটটাই হারিয়ে গেল, আর চূড়ান্ত সতর্কতার সঙ্গে ঋকবেদের উচ্চারণ হাজার হাজার বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখা হল উত্তর থেকে দক্ষিণে সর্বত্র একই রকম, এদিকে যখন কথ্যভাষার উচ্চারণরীতি বদলে গেছে— কমন সেন্স বলে, এটা সম্ভব না। আর বারবার প্রত্যেকেই এই টেপ-রেকর্ডিং থিওরি আনা থেকেই স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে আর্য-আগমন তত্ত্বের প্রপোনেন্টদের একটা দায় আছে। যদি নিরপেক্ষ পাঠকের সেই দায় না থাকে তো, ভাবা যায়, সম্ভবত ঋকবেদের রিট্রোফ্লেক্সিভ সাউন্ড কম্পোজিশানের অনেক পরে ধীরে ধীরে এসে জায়গা করে নিয়েছে, যখন মৌখিক ভাষায় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি ইন্ডিয়ান জলহাওয়ায় ভারতীয় ভাষাগুলিতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। অন্তত, একটা পরীক্ষা যেকোনো ভারতীয় পাঠক নিজেই করে নিতে পারেন, তাঁর রিট্রোফ্লেক্স-অভ্যস্ত জিহ্বায় যখন নন-রিট্রোফ্লেক্সড ইংরেজির ওই টেবিল টাইম উচ্চারণের চেষ্টা করে, তা কেমন কৌতুককরভাবে ṭable বা ṭime হয়ে যায়। সব ভারতীয়দের ভাষায় রিট্রোফ্লেক্স যখন সম্পূর্ণ অভ্যস্ত, পাঁচশ হাজার বছরের পরিবর্তন সার্ভাইভ ঋকবৈদিক উচ্চারণ একেবারে করে ব্রোঞ্জযুগের মত বিশুদ্ধ থেকে যাবে, এরকমটা প্রচারের পিছনে নিশ্চিত কোনো দায় আছে। শব্দাবলী ছন্দের কারণে, বিশুদ্ধতা রক্ষার দায় থেকে এক থাকতে পারে, কিন্তু যজ্ঞস্থলে উচ্চকিত উচ্চারণে ব্যবহৃত বৈদিক ঋকগুলির উচ্চারণ অবশ্যই বদল হবে।

বদল হবে, ততদিন পর্যন্ত যখন থেকে তার ভাষ্যলেখা শুরু হয়েছে, যখন থেকে ঋকবেদ লিপিবদ্ধ। এবং এভাবেই ঋকবেদে রিট্রোফ্লেক্স ধ্বনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এরপর যখন তা লিখিত হচ্ছে, সেভাবেই লেখা হয়েছে, যেমনটি লিপিকার শুনেছেন। যেমন ভার্জিলের ভার্সগুলি মধ্যযুগ পর্যন্ত আবৃত্তি করা হত— ভার্জিলের সময়ের নয়, মধ্যযুগীয় উচ্চারণেই, যেমন আজকের চাইনিজ শিশু কনফুসিয়ান টেক্সটস আবৃত্তি করে— কনফুসিয়াস কেমন বলতেন না জেনে, আজকের চিনা উচ্চারণে, যেভাবে একজন বাঙালি ছাত্র অবাঙালি-দেশ থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা উচ্চারণ করে— এই সব উদাহরণগুলিও একইভাবে বদলে যেত যদি না, এরা সকলেই হত আগেভাগেই লিখিত।

Hock যদিও ইন্ডিয়ান রিট্রোফ্লেক্সকে একমেবদ্বিতীয়ম্ মনে করছেন না; তিনি সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষা থেকেও রিট্রোফ্লেক্সের উদাহরণ এনেছেন, তাঁর আর্গুমেন্ট, "retroflex can be explained language-internally, or perhaps as a convergent innovation in Dravidian and Indo-Aryan (and partly also in East Iranian)" (Hock, 2000, 54)। ইস্ট ইরাণিয়ান ভাষায় রিট্রোফ্লেক্সের উদাহরণ আমাদের আর কিছুক্ষণ পরই কাজে দেবে। Hock এমনকি Swedish এবং Norwegian ভাষা থেকেও রিট্রোফ্লেক্সের উদাহরণ দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় কোটেটিভ মার্কার 'ইতি' বা 'অপি' শব্দের পালটা তিনি ইংরেজি থেকে, also, even, totality, (so)ever ইত্যাদি বা আবেস্তান শব্দ 'ūiti' উল্লেখ করেছেন। Hock যা দেখাচ্ছেন, দ্রাবিড়িয়ান রিট্রোফ্লেক্স ও আরিয়ান রিট্রোফ্লেক্স সম্পূর্ণ আলাদা রকমের ইনোভেশান, সেখানে সাবভার্জেন্স নয় কনভার্জেন্স ঘটে থাকতে পারে। তিনি পছন্দ করছেন নতুন টার্ম 'অ্যাডস্ট্রাটাম'। সাম্প্রতিক সময়ে আরিয়ান ও দ্রাবিড়িয়ান ভাষাগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সুসম্পর্কের ফলে উভয়েই প্রভাবিত হচ্ছে, সেইসব উদাহরণ এনে Hock বলতে চান যে, এই একই ঘটনা আগেও ঘটবে না কেন? অ্যাডস্ট্রাটাম হল, যখন পাশাপাশি দুটি ভাষা পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে পরস্পরকে প্রভাবিত করে। এখানে বিজয় পরাজয়ের দরকার নেই। "Subversion or Convergence? The Issue of Pre-Vedic Retroflexion Reexamined." নামে ১৯৯৩-তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে Hock বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, প্রচলিত যুদ্ধজয় ও ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার থিওরির বদলে তিনি সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিতে চান। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করছেন যে, প্রি-ঋকবৈদিক সময়ে দ্রাবিড় ভাষাগুলি সংস্কৃতের ওপর প্রভাব-বিস্তার করেছেন, যেমনটি ইন্ডিক রিট্রোফ্লেক্সের ব্যাখ্যায় আমরা প্রচলিত ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখি, তা প্রমাণসাপেক্ষ নয়। লেখকের ভাষায়, "the claim that Dravidian influence on Sanskrit began in pre-Rig-Vedic times must be considered not supported by sufficient evidence" (Hock, 1993, 104)। তিনি দেখাতে চাইছেন, আসলে সংস্কৃতের নেটিভ ইনোভেশানগুলি দ্রাবিড় ভাষাগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, "the possibility cannot be

excluded that the convergence took place in the opposite direction, that Indo-Aryan innovations penetrated Proto-Dravidian" (Hock, 1975, 85)। রিট্রোফ্লেক্সের ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যেহেতু, ওল্ড-ইন্দোআরিয়ান ও প্রোটো-দ্রাবিড়িয়ান রিট্রোফ্লেক্সের ডিস্ট্রিবিউশান এক নয়, এক্ষেত্রে দুই ভাষাগোষ্ঠীতেই এই ফিনোমিনান নেটিভ ইনোভেশান হতে পারে, "the distributional patterns of Dravidian and (Old) Indo-Aryan retroflexion are quite different, and this discrepancy does not seem to be well accounted for by a theory postulating convergence—in either direction. It may therefore well be that retroflexion is native both to Dravidian and to Indo-Aryan" (Hock, 1975, 114)। M. Deshpande মনে করেন অরিজিন্যাল ঋকবেদে রিট্রোফ্লেক্স ছিল না, এটি একটি পরবর্তী সময়ের প্রভাব। F.B.J. Kuiper-এর মত, "retroflexion can be explained purely as the result of spontaneous linguistic sound processes inherent in Indo-Aryan itself: it need not be seen as the result of a linguistic imposition from a foreign language" (Bryant, Commenting on Kuiper, 2001, 82)। B. Tikkanen ঠিক Kuiper-এর মতোই মনে করেন, সংস্কৃত জিরান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টার্ন্যাল ইনোভেশান হতে পারে, "since one less committed to the substrate explanation can easily see mechanisms whereby the gerund could have independently acquired the value it has when it enters history" (Tikkanen, 1987, 461)।

অস্ট্রিয়ান ইন্দো-ইওরোপিয়ানিস্ট Manfred Mayrhofer ১৯৮৬ লেখেন তিনখণ্ডে সমাপ্ত "Etymologisches Worterbuch des Altindoarisclien", যেখানে তিনি সংস্কৃত টেক্সটে দ্রাবিড় শব্দের একটি বড় তালিকা দেন। ১৯৯৪-তে "On M. Mayrhofer's "Erymologisch.es Worterbuch des Altindoarischen" নামে Bulletin of the School of Oriental and African Studies 57-তে P. Thieme প্রমাণ করেন, Mayrhofer প্রস্তাবিত দ্রাবিড় শব্দের একটা বড় অংশ আসলে দ্রাবিড় শব্দই নয়। বরং তারা সংস্কৃত ওয়ার্ডস। তিনি খুব

স্পষ্টভাষায় লেখেন, "it is . . . quite legitimate to consider the possibility of Sanskrit borrowing from any non-Aryan Indian language. Yet, if a word can be explained easily from material extant in Sanskrit itself, there is little chance for such a hypothesis" (p-327, mentioned in Bryant, 2001, 86)। ঋকবেদের প্রায় দশ হাজার শ্লোক থেকে সবমিলিয়ে মোটামুটি ৩৮৩টি শব্দের তালিকা দিয়েছেন F.J.B. Kuiper ১৯৯১তে প্রকাশিত তাঁর "Aryans in Rigveda" নামক বইতে, যে শব্দগুলি সংস্কৃতে এসেছে অন্য ভাষা দ্রাবিড়িয়ান, প্যারামুন্ডা ও কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স থেকে (p-90-93)। Kuiper আলোচনা শুরু করেছেন, ১৯৭৪-এ Polomé-র দেওয়া ২০০ শব্দের তালিকা থেকে, তিনি পৌঁছেছেন ৩৮৩তে, ঋকবেদে নন-সংস্কৃতিক শব্দের এটাই এযাবৎ সবচেয়ে বড় লিস্ট। যাহোক, ৩৮৩ শব্দের লিস্ট থেকে F.J.B. Kuiper যেগুলি দ্রাবিড় শব্দ বলে দাবি করেছেন, K. Elst পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, অনেকগুলিই কোনও দ্রাবিড়িয়ান ভাষায় নেই (Elst, 2005, 252)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে Elst-এর অভিযোগ যে, ঋকবেদে Kuiper যে যে শব্দগুলি কিছুটা অস্বাভাবিক মনে করেছেন, সেগুলিকেই দ্রাবিড় শব্দ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাতে কিছু যায় আসে না, দ্রাবিড়ে না হলে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ এক্স-এ থাকতে পারে। যদি ৩৮৩ শব্দের সবগুলি দ্রাবিড়ই হয়, সেই সংখ্যাটা তত গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। কেননা, ঋকবেদে মোট কবিতা ১,০২৮টি, সেখানে শ্লোক সংখ্যা ১০,৫৮০টি, আর শব্দ সংখ্যা ১,৫৩,৮২৬টি (Joshi, 1991, 89)। ঋকবেদের মোট এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশ ছাব্বিশটি শব্দের তুলনায় ৩৮৩টি অস্বাভাবিক শব্দ খুবই নগন্য । Polomé-র মন্তব্য, "However, loans are still very few in Ṛgveda" (cit. Kuiper, 1991, 89)। ঋকবেদে দ্রাবিড় ও মুন্ডা শব্দ সংখ্যার অপ্রতুলতা নিয়ে Bryant-এর মন্তব্যও একই, "Munda languages could not have been present in the Northwest of India in prehistoric times. Had they been a principal component in any pre-Aryan linguistic substratum, the number should have been far greater. The same would apply to Dravidian's poor Showing" (Bryant, 2001, 91)। তুলনায় আর যে সমস্ত অঞ্চলে আইই ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, একদা বিশুদ্ধ আর্যরক্তের নাৎসি-প্রপাগান্ডায়

কুখ্যাত ও বার্গম্যান প্রমুখের তত্ত্ব যে ভাষার আর্কেইজম দেখানোর জন্য প্রস্তুত সেই জার্মান ভোকাবুলারির ৩০% শব্দ প্রি-ইন্দোইওরোপিয়ান সাবস্ট্রাটাম থেকে আসা, আর সেই ৩০% শব্দের মধ্যে এমনকি drink বা sheep ইত্যাদি কোর লেক্সিক্যাল আইটেমসও রয়েছে; গ্রীকভাষার ক্ষেত্রে এই পার্সেন্টেজটা আরও বড় প্রায় ৪০% শব্দ এসেছে প্রি-ইনডেশান নন-আইই ভাষাগুলি থেকে (Elst, 2005, 252)। বৈদিক সংস্কৃতের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি শতাংশের হিসেবে দ্রাবিড়িয়ান শব্দের সংখ্যা কখনোই এত বেশি না যে, তা দিয়ে দ্রাবিড়িয়ান হরপ্পার দাবি আনা যায়। তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়, যদি ধরে নিই এই অল্পকিছু শব্দের কারণেই দ্রাবিড়িয়ান হরপ্পার তত্ত্ব মেনে নেব, সেক্ষেত্রে বড় বাধা কিছু কমনসেন্সের প্রশ্ন। যেমন, ঋকবেদের বেশ কিছু শ্লোকে দুর্গ ইত্যাদির উল্লেখ থেকে এটা প্রমাণ করা যায় না যে, ঋকবেদ হরপ্পার উন্নত নগরসভ্যতার চিহ্ন বহন করে, সেভাবেই কোনও দ্রাবিরিয়ান প্রাচীন সাহিত্যে লোককথায় কি এই প্রমাণ রয়েছে যে, সেই সভ্যতা ছিল এক নগর সভ্যতা, যেমনটি কিনা আমরা জানি হরপ্পার ক্ষেত্রে? একেবারেই তা নয়। বরং প্রাচীন দ্রাবিড়িয়ানরাও "were almost certainly transhumants practising both herding and agriculture, with herding the more unbroken tradition." (McAlpin, 1979 181-2)। David W. McAlpin দেখাচ্ছেন, ৩,০০০বিসিই নাগাদ বোলান পাস দিয়ে দ্রাবিড়িয়ানদের ভারতীয় অঞ্চলে আগমনের সম্ভাবনা। সিন্ধ, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের কিছু প্লেসনেম বিচার করলে আমরা একটা ধারণা করতেই পারি যে, এই সব অঞ্চলে একদা দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষের বাস ছিল। A. Parpola-র Deciphering the Indus Script বইয়ের ১৭০ পাতায় তিনি এরকম কিছু প্লেসনেমের উল্লখ করেছেন:

> "palli, 'village' (when valli and modern -oli, -ol in Gujarat), corresponding to South -Dravidian paḷḷi; and pâṭa(ka) or pâṭi (when vâṭa, vâṭi, etc., modern -vâḍâ, vâḍ etc. in Gujarat) as well as paṭṭana (Gujarati paṭṭan), all originally 'pastoral village' from the Dravidian root paṭu, 'to lie down

> to sleep'.In addition to place-names, other linguistic evidence suggests that Dravidian was formerly spoken in Maharashtra, Gujarat and, less evidently, Sind, all of which belonged to the Harappan realm. It includes Dravidian structural features in the local Indo-Aryan languages Marathi, Gujarati, and Sindhi, such as the distinction between two forms of the personal pronoun of the first person plural, indicating whether the speaker includes the addressee(s) in the concept "we" or not. Dravidian loanwords are conspicuously numerous in the lower-class dialects of Marathi." (cit. Elst, 2005, 254)।

এখন মারাঠি লোয়ার ক্লাস ডায়লেক্টে যে দ্রাবিড় প্রভাব, তা কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত পাঞ্জাবি বা হিন্দি ডায়লেক্টগুলিতে। এমনকি mina মানে মাছ-এর ক্ষেত্রে যে দ্রাবিড়িয়ান প্রভাব বৈদিক সংস্কৃতে পাওয়া যাচ্ছে, তাও হিন্দি ভাষায় অনুপস্থিত। সুতরাং কোস্টলাইন বরাবর দ্রাবিড়িয়ান ইন-মাইগ্রেশানের একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু, আবার ঋকবেদের প্রাচীনতম অংশে দ্রাবিড় শব্দ নেই: "It is important to note that RV level I has no Dravidian loan words at all; they begin to appear only in RV level II and III" (Witzel, 1999, 6)। সুতরাং যদি ইন্দাস সভ্যতা দ্রাবিড়িয়ান সভ্যতা হয়, তাহলে আরিয়ান-দ্রাবিড়িয়ান এনকাউন্টার ঘটবে ঋকবেদ কম্পোজিশানের একেবারে শুরুতেই। বদলে ঋকবেদের পরবর্তী পর্যায়ে দ্রাবিড়িয়ান লোন-ওয়ার্ড প্রমাণ করে, আরিয়ান-দ্রাবিড়িয়ান কনট্যাক্ট ঘটেছিল ঋকবেদের প্রথম অংশগুলি রচনা হয়ে যাবার পর। D. McAlpin -এর ৩,০০০বিসিই নাগাদ বোলান পাস দিয়ে দ্রাবিড়িয়ানদের ভারতীয় অঞ্চলে আগমনের তত্ত্ব মানলে, ঋকবেদের প্রথম অংশের রচনা ৩০০০বিসিইর আগে। N. Achar-এর সাম্প্রতিক পেলিওঅ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল

গবেষণা, Kazanas-এর কম্পারেটিভ মিথলজি নিয়ে গবেষণা ও লিঙ্গুইস্টিক প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপ্যাল কিন্তু ঋকবেদের সময় হিসেবে দেখায় ৩,৫০০বিসিই, এই বিষয়গুলিতে সংক্ষেপে আলোকপাত করব পরবর্তীতে, লিঙ্গুইস্টিক আর্কেইজম নিয়ে ইউরেলিক এভিডেন্স থেকেও আমরা কাছাকাছি একটা সময় চিহ্নিত করেছি আগেই।

Cladwell দ্রাবিরিয়ান তত্ত্বের একেবারে প্রথমেই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তা হল একেবারে ঋকবেদ থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলিতে সংরক্ষিত দ্রাবিড়িয়ান লেক্সিকন। কী কী ধরণের শব্দ আছে সেখানে? আছে কৃষি সংক্রান্ত শব্দাবলী, বাজার ও পণ্যের নাম ইত্যাদি। কোনো এক প্রি-ইনভেশান সময়ে দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী উত্তর ভারতে বসবাস করত, পরে তারা আর্যভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে– এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে যে ধরণের শব্দ থাকা উচিৎ, যেমন, প্রোনাউনগুলি, প্রতিদিনের জীবনের দরকারি শব্দাবলী, হিউম্যান বডি পার্টস, যেমন ফ্যামিলি কিনশিপ ওয়ার্ডস, কিন্তু নেই । Bryant-এর নিজের ভাষায়, “If these Dravidian speakers then adopted the language of the intruders, adjusting it with some of their own structural traits, then surely a few primary Dravidian words, particularly pronoun forms, also would have survived in some Indo-Aryan tongue. This was not what Caldwell found: the vocabulary borrowed consisted of words “remote from ordinary use.” (Bryant, 2001, 80)। কেউ যখন অপরের ভাষা অ্যাডাপ্ট করে, সে যা রক্ষা করে, তা হল, বিশেষ করে প্রোনাউনগুলি, প্রত্যহ ব্যবহৃত শব্দাবলী যেমন জল, আগুন, খাদ্য ও রান্নাঘরের দরকারি বস্তুসামগ্রী, হিউম্যান বডিপার্টস হাত পা মাথা বুক পেট, কিনশিপ বাবা মা ভাই বোন ইত্যাদি– এইসব ক্ষেত্রে দ্রাবিড়িয়ান শব্দ যদি উত্তর ভারতের কোনও ভাষায় সংরক্ষিত থাকত, তো উত্তর পশ্চিম ভারতের দ্রাবিড়ভাষী মানুষের ওপর আর্য প্রভাব ও নিজেদের ভাষা হারিয়ে ফেলার তত্ত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যেত। যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ডস, মিলিটারি নাগরিক শব্দাবলী দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে থাকত, তো একটা কলোনিয়াল সিনারিও কল্পনা করা যেত, যেমনটি খুব স্পষ্ট করে চেনা যায়

আমাদের বাংলাভাষার ক্ষেত্রে যে, যে ভাষাভাষী মানুষরা একদিন আরবি-ফারসি ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রজা ছিল। কেননা, জমিজমা জরিপ, আইন আদালত সংক্রান্ত সব শব্দই এখানে আরবি-ফারসি, পুলিশ-প্রশাসন সংসদ ও আর্মিতে ব্যবহৃত সব শব্দই এখানে ব্রিটিশ। বদলে পণ্য সংক্রান্ত ওয়ার্ডস থাকার মানে, সম্পর্কটি সেইদিক থেকে বিচার্য।

ফ্রেঞ্চ ভাষাতাত্ত্বিক J. Bloch ১৯২৯-এ স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের বুলেটিন(5)-এ লেখেন, "Some Problems of Indo-Aryan Philology" নামক একটি প্রবন্ধ, যেখানে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, দ্রাবিড়িয়ান ভাষাগুলিতে সংস্কৃত থেকে যে সমস্ত লোনওয়ার্ডস রয়েছে, তাদের দ্রাবিড় ইকুইভালেন্ট ওয়ার্ডটিও পূর্বাপর রয়ে গেছে। অর্থাৎ সেইসব শব্দের জন্য সংস্কৃত দ্রাবিড় দুটি করে শব্দই ব্যবহৃত হয়। আর্যরা বহির্ভারত থেকে এসে দ্রাবিড় এলাকায় প্রবেশ করেছিল কিনা একটা আলাদা ইস্যু, কিন্তু দক্ষিণের বিশুদ্ধ দ্রাবিড় এলাকায় আর্য শব্দ কীভাবে যায়? এক্ষেত্রে Bloch-এর প্রস্তাব, "either the Dravidian languages themselves could have been intruders into India, in which case it could have been the Aryans who borrowed words from the Dravidian speakers who were en route to the subcontinent, rather than vice versa, or the words were increasingly borrowed into the written language from the vernaculars where they were in circulation. Since the Dravidian speakers are also generally considered immigrants into the subcontinent, this suggestion that loanwords could have been borrowed by Indo-Aryans from invading Dravidians, as opposed to by Dravidians from invading Indo-Aryans, is another possibility that has yet to receive scholarly attention" (cit. Bryant, 2001, 85)। এই পরিস্থিতিতে যা দরকার তা দুই ভাষার লোনওয়ার্ডের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা। এই কাজটি করেছেন ১৯৭৪-এ Franklin C. Southworth ।তিনি দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃতে দ্রাবিড় শব্দের দুটি তালিকা তৈরি করে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, এই গবেষণা থেকে তাঁর অবসার্ভেশান হল, "these two lists

both seem to suggest a rather wide range of cultural contacts, and that they do not show the typical (or perhaps stereotypical) onesided borrowing relationship expected in a 'colonial' situation, with words for technology and high culture mostly going in one direction and words for local flora and fauna mostly in the other (cf. English and Hindi, for example) (1979a, 196). No picture of technological, cultural, or military dominance by either side emerges from an examination of these words" (1979b, 204)। সুতরাং, উত্তর-দক্ষিণ কারও ওপর কারও কোনো প্রযুক্তিগত, সংস্কৃতিগত, বা সামরিক কর্তৃত্বের প্রমাণ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণ করা যায় না।

তাহলে, হতেই পারে দ্রাবিড়ভাষীরা অনুপ্রবেশ করছে, যেমনটি McAlpin ও Bloch দেখাচ্ছেন; সেই সঙ্গে এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, উত্তর থেকে দক্ষিণে পরিজনহীন ব্রাহ্মণ ধর্মপ্রচারকরা বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কৃত শব্দাবলী নিয়ে গিয়েছিল কোনো একসময়, কেননা ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও উত্তর দক্ষিণে সাংস্কৃতিক মিল কারও দৃষ্টি এড়ানোর নয়। বৈদিক সংস্কৃতি গোটা সাবকন্টিনেন্টে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে? হতে পারে এমনকি কয়েকজন দক্ষিণী বৈদিক স্কলার উত্তরে আসার ঘটনাও, যাতে আমরা ঋকবেদের দ্বিতীয় অংশ থেকে যত অল্পই হোক, দ্রাবিড় শব্দের উল্লেখ পাচ্ছি। ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সায়ন বা রামানুজের মত দক্ষিণী স্কলারদের বিরাট ভূমিকার কথা জানি বৈদিক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে; পরে যদি হতে পারে তো তার পূর্ববর্তী সময়ে সেই একই ঘটনা ঘটতে বাধা কোথায়? আর দক্ষিণ থেকে ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিতদের উত্তরে এসে সংস্কৃত টেক্সটে তাদের দ্রাবিড়িয়ান ওয়ার্ডস রাখার তত্ত্ব আর একটি বিষয় থেকেও সমর্থন পায়, তা হল, "many of the Dravidian loans did not survive to be inherited by the later Indo-Aryan vernaculars. The fact that later Pali and Hindi often maintained the Sanskrit forms rather than the Dravidian ones" (Bryant, 2001, 86)। সংস্কৃতের যা কিছু নমুনা আমাদের কাছে, তাঁর সবটাই আসে সংস্কৃত টেক্সট থেকে; মজার ব্যাপার যেখানে সংস্কৃত

বেঁচে আছে, সেই আধুনিক ইন্ডিক ভাষাগুলিতে কিন্তু সংস্কৃত টেক্সটে পাওয়া দ্রাবিড় শব্দগুলো টিকে থাকছে না। বলাই যায়, দ্রাবিড় পন্ডিতরা উত্তরে এসে তাদের শব্দাবলী সংস্কৃত টেক্সটগুলিতে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু তা মুখের ভাষায় গৃহীত হয়নি।

যাইহোক, সংখ্যায় কম হলেও নন-আইই শব্দ সংস্কৃত টেক্সটে পাওয়া যায় এবং দেখা দরকার যে কী জাতীয় শব্দ সেগুলি। Franklin C. Southworth তাঁর গবেষণায় দেখাচ্ছেন, বার্লি ও বিনস ছাড়া আর প্রায় কোনও শস্যের উল্লেখ ঋকবেদের কৃষিতালিকায় নেই। ধান, গম, কার্পাস, তিল, খেজুর কিচ্ছু নেই, যা হরপ্পা খননকার্যে মেলে। এক্ষেত্রে লেখকের সিদ্ধান্ত "These facts support the view that the earliest Vedic texts were associated with a mountain-dwelling, primarily herding people who were unacquainted with the type of floodplain agriculture practiced by the Harappans" (Southworth, 1988, 663)। হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় প্রায় ৮০ শতাংশ কৃষিসংক্রান্ত শব্দাবলী নন-আইই, সেই ৮০ শতাংশ নন-আইই শব্দের মাত্র ৪.৫ থেকে ৭ শতাংশ দ্রাবিড়। এবং আরও প্রায় ৪.৫ শতাংশ অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা মুন্ডা (Bryant, 2001, 91)। তাহলে এই ১০-১২ শতাংশ দ্রাবিড় ও মুন্ডা শব্দের বাইরে কৃষিসংক্রান্ত যে ৮০ শতাংশ নন-আইই শব্দ বর্তমান ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে, তাদের ব্যাখ্যা কী হবে। এরা না দ্রাবিড়, না অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা থেকে আসা। সুতরাং, এখান থেকে আমাদের ধারণা করতে হবে যে, নিশ্চয়ই তাহলে তৃতীয় একটি ভাষা ছিল, যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। C. Masica এই অজানা ভাষাটিকে নাম দিচ্ছেন 'ল্যাঙ্গুয়েজ-এক্স'। Southworth বরং সংগ্রহ করেছেন গাছ, শস্য, সব্জি, মশলা, বিনস ইত্যাদি ৫৪টি বটানিক্যাল নাম, যারা দ্রাবিড় ও ইন্দো-আরিয়ান দুই ভাষাতেই কমন, যার মধ্যে মাত্র ৫টি অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে একটি অজানা ভাষাকে এখানে ভাবতেই হয় যা এই কমন ভারতীয় বটানিক্যাল শব্দগুলি দিয়ে গেছে।

তবে এই তত্ত্বেরও বিরোধিতা হয়নি, এমনটা নয়। Gy. Wojtilla ১৯৮৬-তে "Notes on Indo-Aryan Terms for 'Ploughing' and the

'Plough" নামে একটি আর্টিকেলে দেখান যে, "the agricultural vocabulary so collected mostly consists of tatsama and tadbhava words already known in Sanskrit and Prakrits" (Wojtilla, 1986, 28)। লেখক এখানে C. Masica-র অধিকাংশ শব্দের সংস্কৃত ও প্রাকৃত রুট খুঁজে দেখান, সংস্কৃতে সেগুলি চিহ্নিত করতে না পারাটা C. Masica-র ঘাটতি, সংস্কৃতের না। S. G. Talageri-ও এই একই উদ্যোগ নিয়েছেন, তিনি অবশ্য Masica-র দেওয়া লিস্ট উল্লেখ করেননি; করেছেন অনেক আগের একজন বাঙালি লেখক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ১৯২৬-এ Rupa, Calcutta থেকে প্রকাশিত "The Origin and Development of the Bengali Language" নামক বইতে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ করা ৪০টি সম্ভাব্য ননসাংস্কৃটিক ওয়ার্ডস নিয়ে কাজ। যাদের ২০টি শব্দের তিনি ইন্দো-ইওরোপিয়ান রুটস দেখিয়েছেন, Carl Darling Buck-এর "A Dictionary of the Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages"(1949), থেকে। আর কিছু শব্দের ক্ষেত্রে তিনি নিজে সংস্কৃত রুট খুঁজে দেখিয়েছেন (Talageri, 1993, 42)। আর একটা দিক থেকেও এর সমালোচনা হয়েছে: মিলেট জোয়ার ইত্যাদি অনেকগুলি শস্যই আসলে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে ইম্পোর্টেড শস্য। অনেক শস্যের সংস্কৃত দ্রাবিড় বা মুন্ডা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই তিন ভাষাগোষ্ঠীর বাইরে তাদের রুট পাওয়া যায়। Bryant একটি সন্দেহ উল্লেখ করেছেন, "In many cases, these non-Indo-Aryan designations could be traceable to other language families, and the linguistic history of such words could tell us much about the origin of their referents. In this category of words, then, it is the plant, not the Aryans, that would be the intruders to the subcontinent." (2001, 93)।

অনেক অস্ট্রো-এশিয়াটিক শব্দ ঋকবেদের পরবর্তী অংশে রয়েছে। F.J.B. Kuiper-এর ৩৮৩টি শব্দের তালিকায় একটি ভাল অংশের শেয়ার আছে অস্ট্রো-এশিয়াটিক গ্রুপের ভাষায়, যাকে ইন্দো-আরিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্স আলোচনায় প্যারা-মুন্ডা বলা হয়। যেমন একটি প্যারা-মুন্ডা শব্দ *mara যা থেকে সংস্কৃত mayûra, সংস্কৃত থেকে শব্দটি যাত্রা করছে তামিলে mayil।

প্যারা-মুন্ডা ইনফ্লুয়েন্স গঙ্গা বেসিন থেকে একেবারে উত্তর-পশ্চিম এমনকি আর্য এলাকা ছাড়িয়ে আরও উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত। গঙ্গা শব্দটিকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ওয়ার্ড মনে করেন অনেকে। সাউদার্ন চাইনিজ শব্দ kang/ kiang/ jiangকেও প্যারা-মুন্ডা ইনফ্লুয়েন্স ধরা হয়। অস্ট্রো-এশিয়াটিক শব্দটি হতে পারে *krang। আবার মুন্ডা শব্দ গঙ্ মানেও নদী। কিংবা সংস্কৃত শব্দনির্মাণ প্রবণতায় গম্ মানে গমন, রিডুপ্লিকেশান গম্+গম্= গঙ্গা হতে পারে। rice-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ vrīhi-কে অনেকে দাবি করেন অস্ট্রো-এশিয়াটিক শব্দ *vari থেকে আসা। যদিও রাইস শব্দটির জার্নি অনেক দূর। ভারতে যে রাইস আমরা পাই তা Oryza sativa এশিয়ান রাইস Oryza glaberrima বা অ্যাফ্রিকান রাইস নয়। শব্দটির স্টেম তাহলে এইরকম হবে Sanskrit vrīhí-, Old Iranian *vrīz- বা *vrinj-, Para-Munda *vari, Proto-Dravidian *wariñci, Tamil அரிசி (arisi), Greek ὄρυζα (oruza) ও Latin oriza, Italian riso, Old French ris, English rice; Welsh reis, German Reis, Lithuanian ryžiai, Serbo-Croatian riža, Polish ryż, Dutch rijst, Hungarian rizs, Romanian orez ইত্যাদি (www.etymonline.com)।

এই সমস্ত বরোইং একটা জিনিস স্পষ্ট করে যে, জনপ্রিয় বিশ্বাস, অস্ট্রো-এশিয়াটিক পপুলেশান ইন্ডিয়ায় অ্যাবরিজিন্যাল, তারা আদিবাসী, বাকিরা ইমিগ্রান্ট, লিঙ্গুইস্টিক্যালি প্রমাণিত যে, তা এক জনপ্রিয় কল্পনামাত্র, বরং মুন্ডা পপুলেশান সাউথ-ইস্ট এশিয়ান কালচার ভারতে নিয়ে আসার কাজটি করেছে— এটা স্পষ্ট হয় মুন্ডা লোন যা কিছু দেখানো হয়, তার বেশিরভাগটাই কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত শব্দাবলীর ক্ষেত্রে। Witzel-ও বিষয়টা উল্লেখ করেছেন যে, "Mundas... with the rest of the Austro-Asiatic languages indicate some immigration of speakers of these languages from the East" (1999b, p-337-404)। মুন্ডা শব্দগুলির সাউথ-ইস্ট এশিয়ান কগনেটস বস্তুত যৎকিঞ্চিত খুঁজে পাওয়াই যায়। যেমন সংস্কৃত kapâsa শব্দটি, মুন্ডা কগনেট ka-pas, সুমেরিয়ান kapazum, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ইটিমন *pas 'কটন ক্লথ', চাইনিজ bu মানেও 'কটন ক্লথ'। প্যারা-মুন্ডা ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে আলোচনা শেষ করা যায় K. Elst-এর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়:

> "Given the location of the different language groups in India, it is entirely reasonable that Munda influence should appear in the easternmost branch of IE, namely, Indo-Aryan. If both IE and Munda were native to India, we might expect Munda influence in the whole IE family (though India is a big place with room for nonneighboring languages), but since Munda is an immigrant language, we should not be surprised to find it influencing only the stay-behind IA branch of IE. This merely indicates a relative chronology: first Indo-Aryan separated from the other branches of IE when these left India, and then it came in contact with para-Munda. So, if we accept the presence of para-Munda loans in Vedic Sanskrit, we still need not accept that this is a native substratum influence in a superimposed invaders' language." (2005, 257)।

Elst তর্ক করেছেন একটি আউট অফ ইন্ডিয়া সিনারিওর পক্ষে। তাঁর মতে, প্যারা-মুন্ডা ইনফ্লুয়েন্স যা আমরা ঋকবেদে ও পরবর্তী ভারতীয় ভাষাগুলিতে পাই, তা অন্য ইন্দো-ইওরোপিয়ান গোষ্ঠীগুলির ডিস্পার্সালের পরে আসা, সুতরাং ইওরোপিয় ভাষাগুলিতে মুন্ডা প্রভাব না থাকাটা আশ্চর্যের কিছু না। প্যারা-মুন্ডা প্রভাব ভারতে আসার আগেই ইরানিয়ান ব্রাঞ্চগুলি ভারত থেকে বেরিয়ে গেছে, যেখান থেকে ইওরোপিয় ব্রাঞ্চ পরবর্তীতে বিচ্ছিন্ন হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, সত্যি অস্ট্রো-এশিয়াটিক স্পিকাররা ভারতে ইমিগ্রান্ট? Witzel ঠিক বলছেন? 'আদিবাসী-মূলবাসীরা', Elst জানেন সঠিক, ভারতের আদিবাসিন্দা নয়?

অস্ট্রো-এশিয়াটিক স্পিকারদের আদি বাসভূমি সাউথ-ইস্ট এশিয়া। কোন প্রাগৈতিহাসিক সময়ে সাউথ-ইস্ট এশিয়া থেকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক স্পিকাররা মাইগ্রেট করে সাউথ এশিয়া— ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে। ভারতীয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগুলিকে একত্রে বলা হয় মুন্ডা বা মুন্ডারি। সাউথ-ইস্ট এশিয়ায় রয়ে যাওয়া অংশের মানুষদের ভাষা Mon-Khmer। যদিও এই দুই গোষ্ঠীর লেক্সিকন কমন, এদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর; কারণ, যেখানে Mon-Khmer গোষ্ঠী এযাবৎ আইসোলেটেড, মুন্ডারি গোষ্ঠী ভীষণভাবেই অন্য ভারতীয় ভাষাগুলির দ্বারা প্রভাবিত। বেশিরভাগ অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির কোনও স্ক্রিপ্ট ডেভলপ করেনি, কিন্তু, Mon, Khmer ও Vietnamese ভাষাদের লিপি উদ্ভবের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। কোন প্রাগৈতিহাসিক সময়ে সাউথ-ইস্ট এশিয়া থেকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক স্পিকাররা মাইগ্রেট করে সাউথ এশিয়া— ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে, ঠিক কোন সময়ে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিল জানা যায় না, ইন্দো-ইওরোপিয়ান স্কলাররা তাঁদের লেখায় নিজেদের সুবিধা মতন নানা সময় দেখান, তবে, Mon-Khmer গোষ্ঠীর ১২টি ভাষার বিচ্ছেদের সময় মোটামুটি ধরা হয় ২৫০০ থেকে ২০০০বিসিই (Gérard Diffloth), সেই হিসেব সঠিক হলে, Munda ও Mon-Khmer গোষ্ঠীর বিচ্ছেদের সময়টা আরও পিছনে। ইন্দো-আরিয়ান ভাষায় এর প্রভাবের কথা মাথায় রাখলে, অস্ট্রো-এশিয়াটিক, যাকে ইন্ডোলজিতে ডাকা হয়, প্যারা-মুন্ডারি বলে, এদের আগমন অনেকটাই পিছনে।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা-ফ্যামিলি দুইভাগে বিভক্ত: ১) Munda ও ২) Mon-khmer। Mon-Khmer গোষ্ঠীর ভারতীয় ভাষাগুলি Khasi, Synteng, Lyng-ngam, Amwi ইত্যাদির বসবাস ভারতের মেঘালয় অঞ্চলে। বাকি ভাষাগুলির স্পিকাররা থাকেন সাউথ-ওয়েস্ট চায়না, নর্থ-ইস্ট মায়ানমার, লাওস, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে। মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুষেরা থাকেন মধ্যপ্রদেশ, যেখানকার ভাষা Korku, বিহার বাংলা ওড়িশায় Kherwari, Santhali, Mundari, Ho, Bhumij, Kharia, Juang; ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে থাকেন Gutob, Remo, Sora (Savara), Juray, Gorum ইত্যাদি।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলিই সম্ভবত সবচেয়ে দুর্ভাগা গোষ্ঠী যারা তাদের মূল ভোকাবুলারি হারিয়ে ফেলেছে অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার করে। ভিয়েতনামিজ ভাষাগুলি অসংখ্য শব্দ নিয়েছে চাইনিজ ভাষা থেকে, যেখানে মুন্ডা ভাষাগুলি নিয়েছে সংস্কৃত ও পালি ভাষা থেকে। কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চলে আইসোলেটেড গোষ্ঠীগুলির ভাষায় তাদের অরিজিনাল ভোকাবুলারি কিছুটা রক্ষিত। কিন্তু সেখানেও কাজ করেছে অন্যরকম একটি শক্তি, যা ভোকাবুলারি হাজার হাজার বছর রক্ষা করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন কিছু কিছু প্রাণি, যারা একদলের টোটেম, অন্যদলের কাছে তা উচ্চারণ করাই নিষেধ, যখন সেইসব প্রাণি শিকার করা বা রান্না করা হয়, তখন কোনো নিকনেম দিয়ে তাদের ডাকা হয়, ফলে মূল শব্দটি এখানেও হারিয়ে যাচ্ছে; এরপর আছে জাদুবিশ্বাস ও ভীতি! কোনো মানুষের মৃত্যুর পর তার নাম ও নামের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা যেকোনো সাউন্ড এড়িয়ে চলাই এইসমস্ত গোষ্ঠীগুলির রীতি, ফলে সেখানেও আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নিকনেম। এই প্রক্রিয়া কয়েক হাজার বছর চালু থাকলে, যতটুকু বেঁচে থাকা সম্ভব ভাষাগুলির লেক্সিকন তার বেশি নেই।

দুটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী দুরকম অর্থগ্র্যাফিক সিস্টেম তৈরি করে নিয়েছে দুই ভিন্ন অঞ্চলে। ভারতের অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর স্ক্রিপ্ট বলতে আসলে ভারতীয় লেখার পদ্ধতি যা দক্ষিণ ভারতের পল্লব রাজবংশের রাজত্বকালে ওই অঞ্চলে লেখার পদ্ধতি ছিল। Old Mon ও Old Khmer সবচেয়ে প্রাচীন ইন্সক্রিপশান পাওয়া যায় মায়ানমারের পার্বত্য অঞ্চলে ও থাইল্যান্ড ও কাম্বোডিয়ায়; থাই স্পিকাররা লেখে Khmer হরফে, বার্মিজরা লেখে Mon হরফে। থেরবাদ-বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে এই দুই অ্যালফাবেটস ভীষণ গুরুতর রোল প্লে করেছিল। ভিয়েতনাম অঞ্চলের চৈনিক শাসনে একধরণের সরল চাইনিজ স্ক্রিপ্ট ডেভলপ করেছিল যাকে বলা হয় Chunom, ১৬৫০ নাগাদ পর্তুগিজ মিশনারিদের কার্যকলাপে ডেভলপ করেছিল রোমান স্ক্রিপ্ট ইউস করে ভিয়েতনামিজ লেখার প্রচলন, ১৯১০ সাল নাগাদ ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান এই লেখার পদ্ধতিকেই সব ভিয়েতনামীদের জন্য অফিসিয়াল পদ্ধতি বলে ঘোষণা করে, বর্তমানে এই পদ্ধতিই ভিয়েতনামের লেখার পদ্ধতি। বলেছি, পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভাগা

ভাষাগোষ্ঠী এই অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অধিকাংশ ভাষাগুলির না আছে কোনও ডিকশনারি, না আছে লিখিত গ্রামার; ভারতের একমাত্র খাসিভাষার মানুষদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার লক্ষণীয়; হো, মুন্ডা, সান্থালি, করকু ইত্যাদি প্রতিটি ভাষাই অবহেলিত ও কোনও স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম ডেভলপ করার ব্যাপারে ভাল কাজ হয়নি। শুধু তাই নয়, যেটুকু হয়েছে, তাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিসগাইডিং। (Gérard Diffloth, Britannica Encyclopedia, 2008; http://www.languagesgulper.com/eng/Austroasiatic.html; http://aboutworldlanguages.com/austro-asiatic-language-family) ।

যা হোক, আমাদের আলোচ্য ছিল সংস্কৃত ভাষার তথাকথিত সাবস্ট্রাটাম ওয়ার্ডস। ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাতাত্ত্বের আলোচনায় একটা সাধারণ প্রবণতা হল, যখনই সংস্কৃত লেক্সিকনে না-সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দ চিহ্নিত করা গেছে, তাকে আর্যতত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে খাড়া করা। বিশেষকরে, বৃক্ষনাম, শস্যনাম, প্রাণি বা পণ্যের নামে কেন অন্যভাষার শব্দ মাইগ্রেশান ছাড়া অনুপ্রবেশ করতে পারে না, এই মূল বিষয়টা এই ধরণের তর্কে স্পষ্ট নয়। Edwin Bryant ২০০১-এ Southworth গবেষণা থেকে বিষয়টা আলোচনা করেছেন বিস্তারিত। তিনি finger millet, sesame, bulrush millet, sorghum, cowpea, এবং okra প্রভৃতি আফ্রিকান প্লান্টস কীভাবে এই সাবকন্টিনেন্টে এসেছে, ও তাদের বিদেশী নাম রয়ে গেছে, সেই ইতিহাস খুঁজে এনেছেন। karpasa 'cotton'; kanguni 'foxtail millet'; kadala 'banana'; tdmbula 'betel'; nimbu 'lemon'; marlca, 'pepper'; এবং sarkard 'sugarcane' প্রভৃতি প্লান্টগুলি দেখিয়েছেন আসলে সাউথ-ইস্ট এশিয়া থেকে আসা, মানে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা মুন্ডাদের সঙ্গে এই প্ল্যান্টনেমস এখানে এসেছে,

> "the importation of foreign plants need not denote the foreignness of Indo-Aryan speakers. Indo-Aryan speakers in India still to this day import and cultivate new crops and retain their foreign names, as

they have done throughout history. One need only go to one's local supermarket to experience this principle: exotic fruits from exotic countries are imported into our societies (and sometimes even trans-planted and grown locally) while nonetheless retaining their original foreign names, which soon become part of our own vocabularies." (Bryant, 2001, 94)।

সুতরাং, কিছু ফরেন প্ল্যান্টনেমস প্রমাণ করতে পারে না যে, আর্যরা ফরেন। সবচেয়ে বড়কথা যে গাছ ও শস্যরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের ইন্ডিজেনিয়াস, অর্থাৎ যারা শুরু থেকে এই অঞ্চলেরই গাছ ও শস্য, সেসব সবকটি প্রজাতিরই নাম কিন্তু, সংস্কৃত। এবং তাদের ইটিমোলজিক্যাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

"Only the etymologies of terms for plants indigenous to the Northwest of the sub-continent have the potential to be conclusive. If the Indo-Aryans were native to the Northwest, one would expect Indo-Aryan terms for plants native to the Northwest. If such plants could be demonstrated as having non-Indo-Aryan etymologies, then the case for substratum becomes compelling. However, Southworth's lists show no instance of plants native to the Northwest that have non-Indo-Aryan etymologies." (Bryant, 2001, 94)।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমের এলাকাগুলিতে ইন্ডিজেনিয়াস এমন কোনও প্ল্যান্ট নেই, যার ইন্দো-আরিয়ান ইটিমোলজিক্যাল ব্যাখ্যা নেই— এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, এইসব গবেষণার পরও, এই প্রশ্নটি থেকে যায়,

কেন একটি প্রাচীন না-ব্যবহৃত ভাষার যাবতীয় শব্দাবলীর ইটিমোলজিক্যাল ব্যাখ্যা থাকতেই হবে। কেন কেবল ভারতের সব ফাইটোনিমস, জুওনিমস, টপোনিমস, হাইড্রোনিমসের ইটিমোলজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশান থাকতে হবে? C. Masica-র উত্তর, "It is not a requirement that the word be connected with a root, of course: there are many native words in Sanskrit as in all languages that cannot be analyzed" (Masica, 1979, 61)। বাকি সব ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষায় সব ফাইটোনিমস, জুওনিমস, টপোনিমস, হাইড্রোনিমসের ইটিমোলজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশান আছে নাকি? মোটেই নেই। ঋকবেদের ওই ২ থেকে ৩ শতাংশ শব্দের ইটিমোলজিক্যাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, বাকি আইই ভাষাগুলির পাওয়া যায় না আরও বেশি শতাংশের শব্দ। আমরা আগেই দেখেছি, সেই শতাংশের হিসেবটা জার্মান ও গ্রীক ভাষার ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। বিভিন্ন ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষা থেকে কমন ওয়ার্ডস কয়েন করে প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষা বলে যাকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা হয়েছে, সেখানেও কি সব কমন শব্দের ইটিমোলজিক্যাল রুট পাওয়া যায়? যায় না। কয়েকটি শব্দের ইটিমোলজিক্যাল ব্যাখ্যা না মেলার কারণে যদি সেই ভাষাভাষী মানুষদের বিদেশী বলে চিহ্নিত করতে হয় তো, প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানরাও তাদের হোমল্যান্ডে অনুপ্রবেশকারী ছিলেন, কেননা, কল্পিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান শব্দাবলীর বেশিরভাগ নামপদের ইটিমোলজিক্যাল ব্যাখ্যা মেলে না, প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানে এটা প্রায় সাধারণ নিয়ম যে, অধিকাংশ নামপদের কোনও ইটিমোলজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশান নেই, "obscure etymological pedigrees would appear to be the norm for most plant and animal terms in Proto-Indo-European in general, this could, of course, be explained by postulating that the Proto-Indo-Europeans were themselves intrusive into whatever area was their homeland prior to their dispersal and borrowed terms for fauna and flora from the preexisting substratum in that area" (Bryant, 2001, 96)। এটা খুব সংগত প্রশ্ন এখন, তাহলে একেবারে আদিতে সব শাখাগুলি বিভক্ত হবার আগে যে অঞ্চলে (কোনও অঞ্চল, এখনও কোন সহমত তৈরি হয়নি) পিআইই

পিপলরা বসবাস করত, সেই অঞ্চলেও তারা আদিবাসী ছিল না। সেখানেও তারা বাইরে থেকে এসেছিল? এই পদ্ধতির ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা কতদূর কল্পনা নির্ভর— কিংবা স্কলারদের কল্পনার ফ্লাইট কত উঁচুতে উড়তে পারে, তা-ই প্রমাণ করে কেবল মাত্র। কিন্তু, ইতিহাস ও ইতিহাস নির্ভর উপন্যাসের পার্থক্যটি আমাদের মনে রাখলেই আর অসুবিধা হবে না।

ভাষার ইতিহাসে এরকম কত ঘটনা ঘটে যে, একটি প্রাণি বা প্ল্যান্টের লোকাল নাম থাকা সত্ত্বেও সেই ভাষাভাষী মানুষরা অন্যভাষা থেকে শব্দ ধার করে নিজের শব্দটিকে ভুলে যান। Masica ঠিক এরকমই উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ের ৬১ পাতায়, উনি দেখাচ্ছেন, জার্মান ভাষা থেকে আসা ওয়ার্ড dove পরবর্তী ইংলিশে বাতিল হয়ে যাচ্ছে, যখন তাঁরা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড pigeon ব্যবহার করছেন। সংস্কৃত শব্দ 'ইভা' বদল করে জনপ্রিয় 'হাতি' 'হস্তিন্' শব্দটি ঋকবেদ পরবর্তী সংস্কৃতে জায়গা করে নিয়েছিল। নানান সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণে একটি দেশের মানুষ কোনও লিঙ্গুইস্টিক কারণ ছাড়াই অনেকসময় বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে, আজকের বাংলা ভাষাই হয়তো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, যখন বাঙালি সাধের ভাতকেও রাইস বলতে শুরু করেছে; অনেক সময় মানুষ হঠাৎ পুরাতন শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে, রেনেসাঁর ইংল্যান্ডে এরকম অনেক প্রচলিত শব্দ সাংস্কৃতিক কারণে বাতিল করে পুরাতন ল্যাটিন বা গ্রীক শব্দ ফিরিয়ে আনার উদাহরণ আছে। Kuiper আর একটা জিনিসও বলতে চেয়েছেন যে, কৃষি পশুপালন সংক্রান্ত শব্দাবলী ঋকবেদের স্তোত্রগুলিতে না থাকার কারণ হতে পারে, স্তোত্র কম্পোজারদের সঙ্গে সমাজের কৃষিজীবী মানুষদের যোগাযোগের অভাব। স্তোত্রগুলি নিশ্চয়ই লিখে থাকবেন কৃষিজীবী মানুষরা নয়। ঋকবেদ একটা এগ্রিকালচার-হ্যান্ডবুকও নয় যে, কৃষিকাজ ও পশুপালন সংক্রান্ত যাবতীয় শব্দাবলী সেখানে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীতে যদি মদ্যপানের বর্ণনা না থাকে, এর মানে এই নয় যে, মদ্যপান ছিল না বিংশশতকের বাংলায়। সেইসঙ্গে এটাও আমরা দেখেছি যে, একজন স্কলার যে যে শব্দগুলিকে ফরেন ওয়ার্ড বা নন-আরিয়ান বলে চিহ্নিত করেছেন, পঞ্চাশ বছর পর অপর একজন স্কলার, তাঁর নিজের অন্য আইই ভাষাজ্ঞান দিয়ে, পুরাতন তালিকার অধিকাংশকে প্রমাণ করেছেন ইন্দো-ইওরোপিয়ান বলে। অর্থাৎ,

অনেকসময় এটাও বলা চলে যে, একটি শব্দ একজন স্কলার খুঁজে পাচ্ছেন না, কারণ তাঁর নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। মনে রাখতে হবে সময়টাও। এত দীর্ঘ সময়ের ব্যাবধানে কিছু শব্দ অন্ধকারে চলে যাবে, এটা আশ্চর্য কী! সেগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য, চাই আরও গভীর শ্রমসাধ্য গবেষণা। এবং সব গবেষণার শেষেও কিছু শব্দের ব্যাখ্যা মিলবে না। আর মিলবে না মানে, আর্য-আগমণ বা আক্রমণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে না।

তবে, দক্ষিণ এশিয়ার ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষার ফার্স্ট লিটেরারি ট্রেডিশান ঋকবেদে কোনো সাবসট্রাটাম বা অ্যাডস্ট্রাটাম ইনফ্লুয়েন্স খোঁজার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তর্কটি এনেছেন Edwin Bryant তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইতে। এবং এই তর্কের পরে এই সাবসট্রাটাম অ্যাডস্ট্রাটাম তত্ত্বের মূল বনিয়াদটাই ভেঙে পড়ে। দুটি ভাষার মধ্যে তুলনা হচ্ছে, একটি ঋকবেদের সংস্কৃত অপরটি দ্রাবিড়িয়ান ও মুন্ডারি। ধরুন, কেউ যদি অনেক দুরূহ শ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করতে চান আধুনিক বাংলা ভাষার প্রভাব আছে চর্চাপদের 'বাংলায়'! ঋকবেদের রচনাকাল যদি ১৪০০ এমনকি ১০০০ বিসিইও হয়, তো সমসাময়িক দ্রাবিড়িয়ান ও মুন্ডারি টেক্সট কোথায়? কিছু নেই। প্রথম ডেটেবল পাঠযোগ্য তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ব্যবহারের উপযুক্ত দ্রাবিড়িয়ান টেক্সট হল পল্লভ ডাইন্যাস্টির তামিল ইন্সক্রিপশান; তার মোটামুটি দুশোবছর আগে ব্রাহ্মী লিপিতে সামান্য কিছু লাইন পাওয়া যায়, যাকে নিয়ে লিঙ্গুইস্টিক আলোচনা হয় না (Kamil V. Zvelebil, "Dravidian Linguistics: An Introduction", Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, 1990)। সুতরাং এক্ষেত্রে মর্ডার্ন বাংলার সঙ্গে চর্চাপদের তুলনাও নয়, এক্ষেত্রে তুলনাটি হল ধরুন, আজ থেকে প্রায় ২,০০০বছর আগে পৈশাচী ভাষায় গুণাঢ্যের "বৃহৎকথা"য় বাংলা ভাষার প্রভাব খুঁজতে যাওয়ার মত ঘটনা। এতো গেল দ্রাবিড় ভাষার কথা। মুণ্ডা ভাষার লিটেরারি ট্রেডিশান তো এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত না। সেই ভাষায় একটা অভিধান পর্যন্ত নেই একেবারে বর্তমান সময় পর্যন্ত। ঋকবেদের সংস্কৃতের ওপর মুন্ডা ভাষার প্রভাব খুঁজতে তুলনাটি করা হয়, বর্তমানে মুন্ডাভাষী মানুষের থেকে স্যাম্পেল নিয়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দ্রাবিরের মত ২০০০ বছরের গ্যাপ নয়, তা প্রায় ৩৫০০ বছররের। মুন্ডা জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলি যেমন ভিল কোল মুন্ডা সাঁওতাল হো উপজাতির সঙ্গে

পরিচিতিহীন ওয়েস্টার্ন স্কলাররা এক্ষেত্রে যার ওপর নির্ভর করে তা হল কাম্বোডিয়ার অঙ্গোরভাট মন্দিরে পাওয়া ৬১২ খ্রিষ্টাব্দের অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষার অপর শাখা Khmer ভাষার ইন্সক্রিপশানের ওপর নির্ভর করে তৈরি কল্পিত 'প্রোটোমুন্ডা'র সঙ্গে। এরপর মজার কথা, প্রোটো-মুন্ডা ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি কোন গবেষণামূলক কাজ কী পাওয়া যায় বা প্রকাশিত হয়েছে? কিচ্ছু না। প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়ে যে যে রকম বই জার্নাল আপনি যেকোনো মাধ্যমে চাইবেন সব পেয়ে যাবে অনায়াসে। কেননা, তা ইওরোপিয় ভাষাগুলির মূল। উলটোদিকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাই পৃথিবীতে এমন একটি ভাষা যাকে ওয়েস্টার্ন ইস্টার্ন কোনও স্কলাররাই কোনও গুরুত্ব দেননি। এবং এই ভাষাগোষ্ঠীর ওপর প্রায় কোনও ভাল গবেষণাই নেই। যেটুকু হয়েছে ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ার Mon Khmer ভাষাগুলির ওপর। প্রোটো-মুন্ডা আসলে ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষার গবেষক, যাদের এককথায় ইন্দোলজিস্ট বলা হয়, তাঁরা তাদের দরকারে যখন যেমন দরকার, নিজেরা শব্দ তৈরি করে নেন। অবশ্যই কল্পিত শব্দ না— তাঁরা Khmer বা Mon ভিয়েতনামিজ ইত্যাদি ভাষা থেকে ডেটা সংগ্রহ করেন। কী বলা যায় এই গোটা প্রক্রিয়াটিকে? সুন্দর এক স্কলারলি গেম? লিঙ্গুইস্টরা ক্রমাগত এরকম গেম খেলে গেছেন গত দুশো বছর। খেলুন; কিন্তু, এইসব গেম কেন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হবে!

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় একটি নতুন পদ্ধতি এবার আমরা পরীক্ষা করব। আমরা দেখেছি, ঋকবেদের প্রায় দেড়লক্ষ শব্দের মধ্যে ২ থেকে ৩ শতাংশ শব্দ যাদের ইটিমোলজিক্যালি ব্যাখ্যা করতে পারেননি স্কলাররা, তাদের নিয়ে তৈরি তত্ত্ব ও সেই তত্ত্বের নানা দিক থেকে সমালোচনা। এবার দেখব, যে শব্দগুলির ইটিমোলজিক্যাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাদের নিয়ে প্রস্তুত তত্ত্ব। আমরা জানি যে, 'একটি ভাষার সবচেয়ে কনসার্ভেটিভ এরিয়া হল, হাইড্রোনিমস ও টপোনিমস অর্থাৎ নদী ও স্থাননাম'; জুওনিমস ও ফাইটোনিমস মানে প্ল্যান্ট অ্যানিম্যাল শস্য সব ইম্পোর্টেড হতে পারে। কিন্তু যা ইম্পোর্ট করা যায় না, তা হল একটি এলাকার নদী পাহাড় জমি। সারা পৃথিবীতে যখন প্রচলিত একটি ভাষায় অন্তঃলীন সাবস্ট্রাটা নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হন কোনো গবেষক, তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার হয় এই নদী পাহাড় ও এলাকার নামগুলি। যখন

একটি জনগোষ্ঠী মাইগ্রেট করে, সে সঙ্গে নিয়ে যায় তার ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম সামাজিক কাঠামো সংস্কার লোকাচার ও আরও নানাবিধ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি। শক্তিশালী হলে নেটিভ জনগোষ্ঠীগুলি মাইগ্রেটিং কালচার অ্যাকসেপ্টও করতে পারে। কিন্তু, রিভার নেমস ও প্লেস নেমস রয়ে যায় আদিম। উদাহরণ, আমেরিকান হাইড্রোনিমস মিসিসিপি, মিসৌরি, ওহিও, ব্রাজোস, কলোরাডো, ইয়ুকন—প্রত্যেকটা নদী নেটিভ নেমস ধরে রেখেছে; স্টেট নেমস দেখুন, আলবামা, অ্যারিজনা, আলাস্কা, ক্যানসাস এরকম অসংখ্য। আমেরিকার কথা ছেড়ে দিন। আমরা জানি, এখানে ইওরোপিয়ানরা এসেছে মোটে তিনশ চারশ বছর আগে। কিন্তু, ইওরোপিয় রিভার নেমস এখনও প্রি-ইন্দোআরিয়ান। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় Isar (Bavaria), Isère (river) (France), Oise (river) (France), Yzeron (Rhône), Jizera (Czech Republic), Aire (Yorkshire), Yser (Belgium), Ézaro (Spain), Ésera (Spain), Iseran (Savoy), Esaro (Italy), Eisack (Italy), Isières (Belgium)। এই নামগুলি নন-ইন্দোইওরোপিয়ান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ফ্রেঞ্চ ভাষাবিদ Xavier Delamarre তাঁর ২০০৩-এ প্রকাশিত "Dictionnaire de la Langue Gauloise" (2001) নামক বইতে। Isar একটি প্রি-ইন্দোইওরোপিয়ান শব্দ ইন্ডিকেটিং 'রিভার'। শব্দটি উক্ত তালিকায় প্রত্যেকটি নদীনামের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে রয়ে গেছে। এরকম শব্দ আরও আছে যেমন, Francisco Villar Liébana দেখিয়েছেন 'Uba' শব্দটির উপস্থিতি Ubia, Ove, Fonte dos Ovos, Danube, Córdoba ইত্যাদি নদীনামে (2000, "Indoeuropeos y No Indoeuropeos en la Hispania Perromana", ISBN 84-7800-968-X) । এমনকি ইংল্যান্ডেও সব নামগুলিই এন্ডিং উইথ 'ডন,' 'চেস্টার,' 'টন,' 'হ্যাম' ইত্যাদি সবই প্রিইংলিশ নেমস। ৪৫০০ বছর ধরে ইওরোপের অসংখ্য নদী তাদের রুটনেমস ধরে রেখেছে। ঘরের কাছের বাংলাদেশ, তাদের সংস্কৃতির বদল ঘটেছে, কিন্তু রয়ে গেছে পুরাতন নামগুলি, রাজশাহী, নাটোর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ময়ূরাক্ষী, ইছামতী। এটাই রীতি। আমরা উল্লেখ করতে পারি ভারতের দক্ষিণপূর্বে মুন্ডা নেমস, যেমন, নেপালের গণ্ডকী, বিহারের বুড়ি গন্ডক নদী, ও উত্তরপূর্বে সিনোটিবেটান

নেমস। "In Europe, river names were found to reflect the languages spoken before the influx of Indo-European speaking population. They are thus older than c. 4500-2500 B.C. It would be fascinating to gain a similar vantage point for the prehistory of South Asia but apart from a few proposals such attempt is yet to be made." (Witzel, 1995a, 104-105)। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সবকটি নদীনামই আসলে সংস্কৃত বা সংস্কৃতজাত আধুনিক ভাষায়। "in Northern India rivers in general have early Sanskrit names from Vedic period, and names derived from the daughter languages of Sanskrit later on." (Witzel, 1995a, p-105)। একটি ইনভেশানিস্ট সিনারিওয় এটা আশা করাই যাচ্ছিল যে, কিছু নদীনাম থাকবে প্রি-আরিয়ান ইনভেশান ভাষাগুলিতে। কিন্তু ঘটনা তা নয়। সারা পৃথিবীর আর যেখানে আর্যরা গেছে তারা সেই অঞ্চলের নদী পর্বতের নাম পূর্বেকার ভাষাগুলি থেকে অবলীলায় গ্রহণ করেছে। উত্তর ভারতে তা অন্যথা হতে গেল কেন? সংস্কৃত যদি এই অঞ্চলে ইন্ডিজেনিয়াস না হত তো, ইওরোপের মত কিছু প্রি-আরিয়ান নেমস রয়ে যেত। আর্যতত্ত্ব অনুযায়ী যে অঞ্চলে একদা ছিল হরপ্পা সভ্যতা, সেখানেই পরবর্তীতে গড়ে উঠবে বৈদিক সভ্যতা, হরপ্পার উন্নত নগর সভ্যতায় সুসভ্য মানুষজন কোথায় গেল? কেন তারা আর্যদের মত লিপিজ্ঞানহীন বর্বর যাযাবরদের ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি এমনভাবে মেনে নিল যে তার লেশমাত্র থাকল না, তাও আবার কোনও যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া? Witzel বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, "This is especially surprising in the area once occupied by the Indus Civilization where one would have expected the survival of older names, as has been the case in Europe and Near East. At the least, one would expect a palimpsest, as found in New England with the name of the state of Massachusetts next to the Charles River, formerly called the Massachusetts River, and such new adaptions as Stony Brook, Muddy Creek, Red River, ect. Next to the adaptions of Indian names such as the Mississippi and the Missouri." (Witzel, 1995a, p-107)। এটা সার্প্রাইজিং নাকি

ডিসঅ্যাপয়েন্টিং? যদি Witzel অন্তত একটা নদীনামের সামান্য ক্ষয়ে যাওয়া অংশও (palimpsest)-ও পেতেন, তো তত্ত্ব অন্যরকম হত। কিন্তু পাননি। Bryant-এর মন্তব্য,

> "it is difficult to exclude the possibility that the foreign personal and material names in the Rgveda were intrusive into a preexisting Indo-Aryan area as opposed to vice versa. This argument of lexical transiency can much less readily be used in the matter of foreign place-names. Placenames tend to be among the most conservative elements in a language. Moreover, it is a widely attested fact that intruders into a geographic region often adopt the names of rivers and places that are current among the peoples that preceded them. Even if some such names are changed by the immigrants, some of the previous names are invariably retained (e.g., the Mississippi river compared with the Hudson, Missouri state compared with New England)." (2001, 98)।

তাহলে, আর্যরা অলরেডি ইন্দো-আরিয়ান স্পিকিং এরিয়ায় অনুপ্রবেশ করছে? নাহলে, এই অঞ্চলে পূর্বেকার ভাষার অধিকাংশ রিভারনেমস রয়ে যেত, একদুটোর বদল হলেও। যেমনটি আমরা গ্রীক ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য হোমারের রচনাবলীর ক্ষেত্রে দেখি, সেখানে উল্লিখিত মোট ১৪০টি স্থান ও নদীনামের মধ্যে কেবল ৪০টি ইন্দো-ইওরোপিয়ান, বাকিগুলি আইই-পূর্ব কোন ভাষা থেকে আসা (Hainsworth, 1972, 40)। যদি গ্রীকদের মত আরিয়ান পিপল এই অঞ্চলে ইন্ট্রুসিভ হত, ঋকবেদ যা কিনা ইন্দো-আরিয়ান ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন টেক্সট, একইভাবে বহন করত এই অঞ্চলের পূর্বেকার ভাষা থেকে আসা নদীনামগুলি।

যাইহোক, ঠিক এই পরিস্থিতিতে নতুন তত্ত্ব হাজির করেছেন Witzel
প্রমুখ কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক। যে তত্ত্বের মুখোমুখি হলে সত্যিই খুব
স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কেন Edmund Leach ১৯৯০-তে বলেছিলেন,
এই সমস্ত স্কলারদের গবেষণার পিছনে 'Vested interests and aca-
demic posts were involved' আর্যতত্ত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য
ইনভেশানিস্ট ঐতিহাসিকদের কি অদ্ভুত মরিয়া চেষ্টা!

> "During the Vedic period, there has been
> an almost complete Indo-Aryanization of
> the North Indian hydronomy. . . . Indo-
> Aryan influence, whether due to actual
> settlement, cultural expansion, or. ... the
> substitution of indigenous names by San-
> skrit ones, was from early on powerful
> enough to replace the local names, in
> spite of the well-known conservatism of
> river names. The development is especial-
> ly surprising in the area of the Indus civi-
> lization. One would expect, just as in the
> Near East or in Europe, a survival of older
> river names and adoption of them by the
> IA newcomers upon entering the territo-
> ries of the people(s) of the Indus civiliza-
> tion and its successor cultures. (Michael
> Witzel, 1999b, 388-389)

অর্থাৎ কিনা, আর্যরা এই অঞ্চলে এসে এখানকার নদী ইত্যাদির
নামগুলির আগে আরিয়ানাইজেশান করেছিল, তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং
তারা ঋকবেদ রচনায় হাত দিয়েছিল। সবমিলিয়ে এই সাবস্ট্রাটা খুঁজবার
সামগ্রিক পদ্ধতিটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে তাহলে? 'ঋকবেদে যে শব্দগুলি
ইন্দো-আরিয়ান বলে ইটিমোলজিক্যালি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেগুলি
প্রমাণ যে এই অঞ্চলে আর্যরা বিদেশী, আবার যে যে শব্দগুলি ইন্দো-

আরিয়ান ভাষায় ইটিমোলজিক্যালি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, সেগুলিও প্রমাণ করে যে এই অঞ্চলে আর্যরা বিদেশী'। মানে আর্য বেচারাদের অবস্থাটা যেন শাঁখের করাত, সামনে গেলেও কাটবে, পেছনে গেলেও কাটবে! প্রশ্ন করা যেতেই পারে যে, পাহাড় পর্বত নদীনালা দেশ দুনিয়া সব যারা আরিয়ানাইজ করে নিল, তারা মাত্র কটা গাছপালা শস্য ও পশুপাখির নাম ছেড়ে রাখল কেন? সেগুলিও ঋকবেদে ইনক্লুশানের তাদের মত সংস্কৃত নাম দিয়ে নিলেই হত! এই Witzel-কেই আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি এরকম বলতে যে, আর্য আক্রমণ নয়, এমনকি লার্জ স্কেল ইমিগ্রেশানও না, বেশ কয়েকশ বছর ধরে একটা 'ট্রান্সহিউম্যান্স ট্রিকলিং ইন' ঘটেছিল। Witzel এই একই প্রবন্ধে এই প্রবেশকালের সূচনা হিসেবে ১৫০০বিসিই নয়, বরং আরও ৪০০ বছর এক্সট্রা দিয়েছেন, এখানে তাঁর মত আর্যরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে ১৯০০বিসিই নাগাদ, এবং এই আসা কন্টিনিউ করে ১২০০ বিসিই পর্যন্ত (p-374)। প্রশ্ন হল, এরকম স্বল্প সংখ্যক আর্য, যারা দীর্ঘদিন একে একে একটি অঞ্চলে প্রবেশ করছে প্রায় ৭০০ বছর ধরে, তারা কী করে একটি অঞ্চলে স্থাননাম এমনকি নদীনামগুলিরও 'আরিয়ানাইজেশান' ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে? এখানকার অধিবাসীরা হঠাৎ কেন এরকম গাজোয়ারি মানতে গেল? তিনি বলেছেন, এই অঞ্চলে পূর্বেকার অধিবাসীরা 'must have had a fairly low social position as they were not even able to maintain their local place and river names, almost all of which were supplanted by new Sanskrit ones' (cit. Bryant, 2001, 100)। কূটযুক্তি কতদূর যেতে পারে তার চূড়ান্ত সীমা প্রদর্শন করে এইরকম স্কলারশিপ। কিন্তু, আমরা ভুলে যাব না, উইটজেল যাদের পজিশান দেখাতে চাইছেন, সামাজিক ভাবে ভীষণ নীচে অবস্থানকারী দুর্বল কমিউনিটি হিসেবে, তারাই আবার এর ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই অক্সাস-ইন্দাস-সরস্বতী ভ্যালির আট হাজার স্কয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে তুলেছিল সেসময় পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম, সবচেয়ে সফিস্টিকেটেড ওয়েল-অর্গানাইজড নগর-সভ্যতা, যেখানে নাগরিক জীবনের যাবতীয় সুখসুবিধা সুনিশ্চিত ছিল, ছিল আরব-ওমান-মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত বাণিজ্যযাত্রা! হাজারো হাইপোথেসিসের ওপর যখন কোনো তত্ত্ব টিকে থাকে, তার ফাঁকফোকরগুলি স্কলাররা নিজেরাই তৈরি করে দেন। এই প্রসঙ্গে J. P. Mallory-র বক্তব্য এই আলোচনার

পরিসমাপ্তিতে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য, "the reliance on simple a posteriori appeals to unknown (and perhaps non-existent) substrates to explain linguistic change should be dismissed from any solution to the IE homeland problem" (Mallory, 1975, 160)। প্রাচীন সভ্যতাগুলির মানুষদের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় হারিয়ে যাওয়া ভাষাদের চিহ্ন আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করে, কিন্তু, সেই গবেষবণা শুরু করা উচিৎ কোনও প্রি-কনসিভড নোশানস না রেখে। নাহলে, সব শ্রম জলে যাবে। কিছুদিন কিছু মানুষকে ভুল বোঝানো যায়, কিন্তু চিরকাল নয়, সকলকেও না।

একটি এরকম, ঋকবেদে উল্লিখিত ভৌগলিক এলাকাগুলি ক্রমে পশ্চিম, থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছে। এবং তথ্য হিসেবে এটা ভুলও নয়। সুতরাং, এ একটা পশ্চিম থেকে পূর্ব যাত্রা সুনিশ্চিত করে। ঋকবেদের নদীগুলি হল:

1. The Northwestern Rivers (i.e. western tributaries of the Indus, flowing through Afghanistan and the north):

Tṛṣṭāmā (Gilgit), Susartu, Anitabhā, Rasā,Svetī, Kubhā (Kabul), Krumu (Kurrum), Gomatī (Gomal), Sarayu (Siritoi), Mehatnu, Svetyāvarī, Prayiyu (Bara), Vayiyu, Suvāstu (Swat), Gaurī (Panjkora), Kuśavā(Kunar),

2. The Indus and its minor eastern tributaries:

Sindhu (Indus), Suśomā (Sohan), Arjīkīyā (Haro)

3. The Central Rivers (i.e. rivers of the Punjab):

Vitastā (Jhelum), Asiknī (Chenab), Paruṣṇī (Ravi), Vipāś (Beas), Suturī (Satlaj), Marudvṛdhā (Maruvardhvan)

4. The East-central Rivers (i.e. rivers of Haryana):

Sarasvatī, Dṛśadvatī/Hariyūpīyā/Yavyāvatī, Apayā

5. The Eastern Rivers:

Aśmanvatī (Assan, a tributary of the Yamunā), Yamunā/ Aṃśumatī, Gaṇgā/Jahnāvī (Talageri, 2000, chap. 4)

সুতরাং ঋকবেদে পূর্বের নদী বলতে কেবল Sarasvatī, Dṛśadvatī, Apayā, Aśmanvatī, Yamunā, Jahnāvī। যখন কিনা পশ্চিমের সমস্ত

নদী সিন্ধু নদের পনেরটি উপনদী সব উল্লিখিত হয়েছে পরিষ্কারভাবে, অর্থাৎ কিনা বৈদিক জ্ঞান সীমাবদ্ধ পশ্চিমে। অথর্ববেদের সময়ে দেখা যাচ্ছে এমনকি আজকের পশ্চিমবঙ্গ এলাকারও উল্লেখ। তো এখানে অন্য কোনও প্রমাণব্যতিরেকে বলা যায়, ওয়েস্ট টু ইস্ট এক্সপ্যানশান।

ঋগবেদের এলাকাগুলিকেও তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১) ওয়েস্টার্ন রিজিওন: সিন্ধুনদের পশ্চিম এলাকা যা কিনা আজকের পাকিস্তানের নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স ও পূর্ব আফগানিস্তান।

২) সেন্ট্রাল রিজিওন: সিন্ধুনদ ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানসমূহ যা কিনা আজকে গ্রেটার পঞ্জাব, উত্তর পাকিস্তান বা তৎকালীন সপ্তসিন্ধু এলাকা

৩) ইস্টার্ন রিজিওন: সরস্বতী নদীর পূর্বপার, আজকের হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের উত্তর দিক।

আসুন ফের মনে করে নিই, ঋকবেদের ক্রনোলজিটা:

প্রাচীনতম মণ্ডলগুলি: ৬-৩-৭

কিঞ্চিদাধুনিক মণ্ডলগুলি: ৪-২

আধুনিকতর মণ্ডল: ৫

আধুনিকতম মণ্ডলগুলি: ১-৮-৯-১০।

এখন আমরা জানি, ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন নদীদের বিভাগ, সেসঙ্গে আমাদের হাতে আছে ঋকবেদের ক্রনোলজি। খুব সহজেই এখন আমরা দেখতে পারি যে, বেদের প্রাচীনতর অংশে কোন রিভারগুলি উল্লিখিত হয়েছে ও আধুনিক অংশে কোনগুলি। তাহলেই বৈদিক মানুষের জিওগ্রাফিক এক্সপ্যানশানের গতিবিধির দিকনির্দেশ করা যাবে। কী দেখা যায় সেখানে? ইস্টার্ন রিভারগুলি অর্থাৎ Sarasvatī, Dṛśadvatī, Apayā, Aśmanvatī, Yamunā, Jahnāvī কোথায় কতবার উল্লিখিত

হয়েছে? Talageri-র ২০০০এ প্রকাশিত বই "The Rigveda, a historical analysis"-এর চতুর্থ অধ্যায়ে এব্যাপারে প্রতিটি শ্লোক উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এখানে আমরা তাঁর গবেষণা থেকে কেবল শ্লোকসংখ্যাগুলি রাখলাম।

প্রাচীনতম মণ্ডলগুলি: ৬-৩-৭:

৬ষ্ঠ মণ্ডল— স্তোত্র ২৭, শ্লোক ৫ ও ৬; স্তোত্র ৪৯, শ্লোক ৭; স্তোত্র ৫০, শ্লোক ১২; স্তোত্র ৫২, শ্লোক ৬; স্তোত্র ৬১, শ্লোক ১ ও ৭, ১০ ও ১১, ১৩ ও ১৪। ঋকবেদের সবচেয়ে প্রাচীনতম অংশে পূর্বপ্রান্তের নদীগুলি ১১ বার উল্লিখিত হয়েছে। এবার দেখা যাক অন্য বইগুলি।

৩য় মণ্ডল— 4.8; 23.4; 54.13; 58.6= ৪ বার

৭ম মণ্ডল— 2.8; 9.5; 18.19; 35.11; 36.6; 39.5; 40.3; 95.1-2,4-6; 96.1,3-6= ১৩ বার

কিঞ্চিদাধুনিক মণ্ডলগুলি:

২য় মণ্ডল— 1.11; 3.8; 30.8; 32.8; 41.16-18= ৬ বার

৪র্থ মণ্ডল— নেই

আধুনিকতর মণ্ডল:

৫ম মণ্ডল— 5.8; 42.12; 43.11; 46.2; 52.17= ৫ বার

আধুনিকতম মণ্ডলগুলি:

১ম মণ্ডল— 3.10-12; 13.9; 89.3; 116.19; 142.9; 164.49,52; 188.8 = ৯ বার

৮ম মণ্ডল— 21.17,18; 38.10; 54.4; 96.13 = ৫ বার

৯ম মণ্ডল— 5.8; 67.32; 81.4 =৩ বার

১০ম মণ্ডল— 17.7-9; 30.12; 53.8; 64.9; 65.1,13; 66.5; 75.5; 110.8; 131.5; 141.5; 184.2 = ১৩ বার

আসুন দেখি, পশ্চিমের রিভারগুলির ডিস্ট্রিবিউশান কেমন:

প্রাচীনতম মণ্ডলগুলি:

৬ষ্ঠ মণ্ডল— নেই

৩য় মণ্ডল— নেই

৭ম মণ্ডল— নেই

কিঞ্চিদাধুনিক মণ্ডলগুলি:

২য় মণ্ডল— নেই

৪র্থ মণ্ডল— 30.12,18; 43.6; 54.6; 55.3= ৫ বার

আধুনিকতর মণ্ডল:

৫ম মণ্ডল— 41.15; 53.9= ২ বার

আধুনিকতম মণ্ডলগুলি:

১ম মণ্ডল— 44.12; 83.1; 112.12; 122.6; 126.1; 164.4; 186.5= ৭ বার + ইন্দাস রিভারের স্তুতি করতে গিয়ে ১৯ নং সুক্তে আরও ৪বার= মোট ১১বার

৮ম মণ্ডল— 7.29; 12.3; 19.37; 20.24-25; 24.30; 25.14; 26.18; 64.11; 72.7,13= ১০ বার

৯ম মণ্ডল— 41.6; 65.23; 97.58= ৩ বার

১০ম মণ্ডল— 64.9; 65.13; 66.11; 75.1,3-9; 108.1-2; 121.4= ৮ বার

কী দেখছেন? প্রাচীনতম তিনটি বইতে পশ্চিমের নদীগুলির উল্লেখ একেবারেও নেই। কিন্তু ঋকবেদের আধুনিকতম অংশে পশ্চিমের নদীগুলি বহু একবার উল্লিখিত হয়েছে। কী দাঁড়াচ্ছে শেষমেশ? ঋকবেদের নদীনাম থেকে যদি আর্যদের যাত্রাপথ নির্ধারণ করতে হয় তো স্পষ্টতই তা পূর্ব থেকে পশ্চিম। কারণ, ঋকবেদের ১০টি মণ্ডলের এই সময়ানুযায়ী এই ক্রম আর্যতত্ত্বের নির্মাতাদেরই দান, আর নদীগুলি কোনো তত্ত্বকথা নয়; ভৌগলিক বিষয়, নদীগুলি আজও সেখানেই আছে, এবং ঋকবেদও আছে অবিকৃত। যে কেউ দুটি বিষয়কে এক জায়গায় মিলিয়ে দেখতে পারেন, Srikant G. Talageri-র গবেষণা থেকে এখানে প্রতিটি মণ্ডলের সূক্ত ও শ্লোক নাম্বার নিখুঁতভাবে উল্লেখ করা হল।

এবার নদী থেকে আমাদের যেতে হবে প্লেসনেমস মাউন্টেনস লেকস ও পশুনাম ইত্যাদির দিকে।

ঋকবেদের স্থাননামগুলি

পশ্চিমে- Gandhari যা থেকে একটা প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া চলে যে ঋকবেদে উল্লিখিত গান্ধর্ব জাতি এখান থেকে আসা।

পূর্বে- Kikata, Ilaspada/Ilayaspada, (indirect=) nabha+prthivya, vara-a-prthivya ।

ঋকবেদের পর্বত

পশ্চিমে- Sushom, Arjik, Mujavat ।

পূর্বের কোন মাউন্টেইন উল্লিখিত হয়নি।

ঋকবেদের হ্রদগুলি

পশ্চিমে- Sharyanavat(i)

পূর্বে- Manusha

ঋকবেদের পশুকুল

পশ্চিমে-Ushtra, Mathra (যা অধুনাঅবলুপ্ত ঘোড়ার একটি প্রজাতি), Chaga, Mesha, Vrshni, Ura, (সবগুলিই বিভিন্ন প্রজাতির ছাগল, যাদের পাওয়া যায় কাশ্মীর ও আফগানিস্তান এলাকায়, বাকি ভারতে পাওয়া যায় না) Varaha ।

পূর্বে- ibha/varana/hastin/srni, (বিভিন্ন প্রজাতির হাতি), mahisha, gaura,(একপ্রজাতির ইন্ডিয়ান বাইসন), mayura, prshati (স্পটেড ডিয়ার)। এখন পূর্বের এই প্রাণিগুলির আবার দেখা মেলে পুরো ইন্ডিয়ান পেনিন্সুলায়, কিন্তু আফগানিস্তান বা সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে পাওয়া যায় না।

এখন যে কেউ ঋকবেদ পড়লেই সহজে চিহ্নিত করতে পারবেন, ইস্টার্ন প্লেসনেমস মাউন্টেইনস লেকস ও অ্যানিম্যালদের ঋকবেদের আধুনিক ও প্রাচীন অংশের কোথায় কতবার পাওয়া গেছে। এখন এই তথ্যাদি নিয়ে কল্পনা বা গল্পরচনার কোন অবকাশ নেই। কারণ, কথা হচ্ছে একটি বই নিয়ে যা সকলেরই হাতে আছে। তর্ক নয়। একটু 'নন আরিয়ান অ্যাপিয়ারেন্স' নয়।

ঋকবেদের প্রাচীনতম অংশ ষষ্ঠ মণ্ডলে পূর্ব প্রান্তের এই সমস্ত ভৌগলিক বিষয়গুলি উল্লেখ আছে 1.2; 4.5; 8.4; 17.11; 20.8= ৫ বার। তৃতীয় মণ্ডলে 5.9; 23.4; 26.4,6; 29.4; 45.1; 46.2; 53.11,14= ৯ বার। সপ্তম মণ্ডলে 40.3; 44.5; 69.6; 98.1= 8 বার। এ হল প্রাচীন অংশে পাওয়া উল্লেখ। মধ্যবর্তী অংশ মানে চতুর্থ মণ্ডলে 4.1; 16.14; 18.11; 21.8; 58.2 ও দ্বিতীয় মণ্ডলে 3.7; 10.1; 34.3,4; 36.2, মোট ১০বার। কিঞ্চিতাধুনিক পঞ্চম মণ্ডলে 29.7,8; 42.15; 55.6; 57.3; 58.6; 60.2= ৭বার। ঋকবেদের আধুনিকতম অংশের প্রথম মণ্ডলে 16.5; 37.2; 39.6; 64.7-8; 85.4-5; 87.4; 89.7; 95.9; 121.2; 128.1,7; 140.2; 141.3; 143.4; 162.21; 186.8; 191.14= ১৯বার। অষ্টম মণ্ডলে 1.25; 4.3; 7.28; 12.8; 33.8; 35.7-9; 45.24; 69.15; 77.10= ১০বার। নবম মণ্ডলে 57.3; 69.3; 72.7; 73.2; 79.4; 82.3; 86.8,40; 87.7; 92.6; 95.4; 96.6,18-19; 97.41; 113.3= ১৫বার। দশম মণ্ডলে 1.6; 8.1;

28.10; 40.4; 45.3; 51.6; 60.3; 65.8; 66.10; 70.1; 91.1; 100.2; 106.2,6; 123.4; 128.8; 140.6; 189.2; 191.1= ১৮বার।

পূর্বাঞ্চলীয় জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াগুলি ঋকবেদে উল্লিখিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষাবধি। অর্থাৎ কিনা, বেদরচনাকারদের এইসব এলাকাগুলি সম্বন্ধে ধারণা পূর্বাপর ছিল। এখন দেখতে হবে পশ্চিমের এলাকাগুলির উল্লেখ কীরকম। তিনটি প্রাচীনতম মণ্ডলের মধ্যে পশ্চিমের এলাকাগুলি সবমিলিয়ে একবার উল্লিখিত হয়েছে তৃতীয় মণ্ডলের সুক্ত ৩৮এর ৬নং শ্লোক। এখন এই স্তোত্রটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে পরবর্তীসময়ে ইন্টারপোলেটেড একটি স্তোত্র হিসেবে। পঞ্চম মণ্ডলে পশ্চিমের এলাকাগুলির উল্লেখ একেবারেই নেই। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? ঋকবেদের প্রাচীনতম অংশে পশ্চিমের এলাকাগুলির উল্লেখই নেই। কিন্তু, ঋকবেদের আধুনিকতর অংশে কিন্তু পশ্চিমের এলাকাগুলি বারবার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম সপ্তম নবম দশম মণ্ডলে পশ্চিমের এলাকাগুলি উল্লিখিত হয়েছে,

প্রথম মণ্ডলে: 10.2; 22.14; 43.6; 52.1; 61.7; 84.14; 88.5; 114.5; 116.16; 117.17-18; 121.11; 126.7; 138.2; 162.3; 163.2

অষ্টম মণ্ডলে: 1.11; 2.40; 5.37; 6.39,48; 7.29; 34.3; 46.22-23,31; 64.11; 66.8; 77.5,10; 97.12.

নবম মণ্ডলে: 8.5; 65.22-23; 83.4; 85.12; 86.36,47; 97.7; 107.11; 113.1-3.

দশম মণ্ডলে: 10.4; 11.2; 27.17; 28.4; 34.1; 35.2; 67.7; 80.6; 85.40-41; 86.4; 91.14; 95.3; 99.6; 106.5; 123.4,7; 136.6; 139.4-6; 177.2.

প্রায় ৫৫বারের বেশি। অর্থাৎ সেসময় বৈদিক মানুষেরা পূর্বের সীমা ছেড়ে পশ্চিমে এগিয়ে গেছে? (Talageri, 2000, chap. 4)।

ঋকবেদের প্রাচীনতম অংশে পূর্বপ্রান্তের নদী স্থাননাম পর্বত ও পশুদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু পশ্চিমের অংশগুলির উল্লেখ নেই। অন্যদিকে

এর আধুনিকতম অংশে মিলছে পূর্ব পশ্চিম উভয় অঞ্চলেরই উল্লেখ, পশ্চিম বেশি। সুতরাং, হাইড্রোনিম, টপোনিম জুওনিম যদি আর্য এক্সপ্যানশানের প্রমাণ হিসেবে ধরা যায় তো ক্রনোলজিক্যালি তা পূর্ব থেকে পশ্চিম এক্সপ্যানশান প্রমাণ করে। আর্যতত্ত্বের প্রপোনেন্টরা এই পদ্ধতি প্রথমাবধি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ঋকবেদের ভাষাতত্ত্বে তাঁদেরই ব্যবহৃত ক্রনোলজি তাঁরা এক্ষেত্রে বেমালুম অনুল্লিখিত রেখেছেন। ঋকবেদের দশটি মণ্ডলের কোন কোনটি প্রাচীন ও কোনটি আধুনিক, তারমধ্যে কোন শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত— এই ক্রনোলজি ১৮৯৭-তে জার্মান ইন্ডোলজিস্ট Hermann Oldenberg নির্দিষ্ট করে গেছেন, তাঁর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত "Vedic Hymns" নামক বইতে, ম্যাক্স মুলার তার ট্রান্সলেশান করেছেন। ১৯৯৬-এ লাস্ট এই বইয়ের রিপ্রিন্ট হয়েছে। মাইকেল উইটজেল প্রমুখের সাবস্ট্রাটাম ল্যাঙ্গুয়েজের নিদর্শন খুঁজে আর্য ইমিগ্রেশান প্রতিষ্ঠার নতুন তত্ত্ব এই বইয়ের ক্রনলজি ব্যবহার করেছে পুনঃপুনঃ। সেক্ষেত্রে এই জিওগ্রাফিক্যাল এক্সপ্যানশান তত্ত্বের ক্ষেত্রে সেই ক্ল্যাসিফিকেশানকে না উল্লেখ করার যুক্তি কী! তবে, পশ্চিম থেকে পূর্ব সংস্কৃত ও বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু তা ঋকবেদে নয়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য ও পোস্ট-বৈদিক সাহিত্যে পাঞ্জাব হরিয়ানা ছেড়ে বৈদিক সংস্কৃতি ক্রমে পূর্বে ও দক্ষিণপূর্বে প্রসারণ অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায়— এ নিয়ে কোনও তর্ক নেই। এইবইয়ের শেষ অধ্যায়ে বাংলা, ওড়িশা ও দাক্ষিণাত্যে আর্যসংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

এতক্ষণ আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের জিওগ্রাফিক্যাল ডেটা নিয়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের কথাও। যে অঞ্চলকে ঋকবেদে উল্লেখ করা হয়েছে 'সপ্তসিন্ধবঃ' বলে। এখানকার পাঁচটি নদী হল, Shutudri (Sutlej), Vipash (Beas), Parushni (Ravi), Asikni (Chenab), Vitasta (Jhelum)। এখন মজার ব্যাপার হল যে, এমনকি এই সেন্ট্রাল এরিয়াগুলিও ঋগ্বেদের প্রাচীনতম তিনটি মণ্ডলে পাওয়া যায় না। এমনকি সপ্তসিন্ধু এলাকার কথাও ঋকবেদের প্রথম তিনটি মণ্ডলে কোথাও উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে অবশ্যই এদের সকলের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

নদীনামের উল্লেখগুলি গ্রাফিক্সের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা যায়:

এবার দেখুন স্থাননামগুলির ক্রনোলজিক্যাল ডেটা:
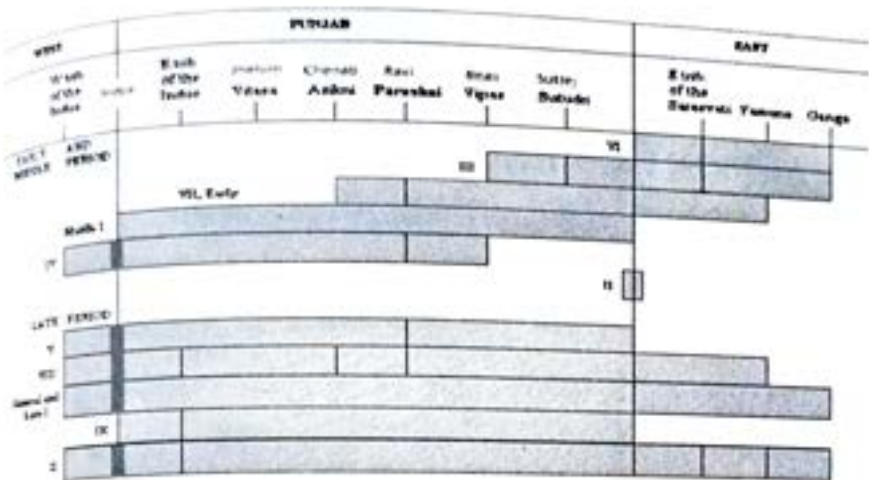
W ———————————————— E

	Afghanistan	Punjab	Haryana	Eastern Regions
Early Period (VI, III, VII, Early I)			Iḷāyāspada	Kīkaṭa
Middle Period (IV, II)		Saptasindhu	Iḷāyāspada	
Late Period (V, VIII, Late I, IX, X)	Gandhāri and Gandharvas	Saptasindhu	Iḷāyāspada	

"Rig-Veda: A Historical Analysis" Shrikant Talageri.

আর্যতত্ত্ব অনুয়ারী আশা করা যায় ঋকবেদে পশ্চিম থেকে পূর্বে আর্যযাত্রার প্রমাণ দেখা যাবে, কিন্তু দেখা যায় ঠিক তার উলটোটা— পূর্ব থেকে পশ্চিম। তাহলে আউট অফ ইন্ডিয়া প্রমাণিত? এটা Talageri'র বক্তব্য, যিনি আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি সাজিয়েছেন। আমাদের তর্ক না ইনটু ইন্ডিয়া, না আউট অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে, তাই, এখনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবার কোনও দরকার নেই।

এত বড় এত এত আলোচিত বহুবিতর্কিত একটি তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রায় অনুপস্থিতি তত্ত্বের সমর্থকদের মধ্যে একপ্রকার হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছে। অসহিষ্ণুতাও খুব স্পষ্ট তাদের আচরণে। ভিন্ন দিক উন্মোচনের চেষ্টা হলেই তাকে চিহ্নিত করার প্রবণতাও গোপন থাকে না। প্রতিক্ষেত্রেই এই ঐতিহাসিকগণ যখন এই তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন, সে মাইকেল উইটজেল হোন, জর্জ এর্দসি হোন বা রোমিলা থাপার, তাদের লেখাপত্রে এই আর্কিওলজিক্যাল এভিডেনসের দুর্বলতার কারণে একটা হীনমন্যতা বেশ প্রকট। নিউ ইয়র্কে "The Indo -Aryans of Ancient South Asia: Language, Material Culture and Ethnicity" শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন হয় ১৯৯৫ সালে। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল আর কিছু না, এই তত্ত্বকে আরও কঠিন ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর দাঁড় করিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল কনসেনসাস তৈরি করা। বলাই বাহুল্য যে, আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন এর্দসি ও উইটজেল। ওই বছরই অংশগ্রহণকারী সমস্ত ঐতিহাসিক ও লিঙ্গুইস্টদের প্রদত্ত ভাষণগুলির একটি কালেকশান বার হয় উক্ত নামে যা এডিট করেছেন George Erdosy। হীনমন্যতার কথা বলছিলাম, বইটির এই আর্কিওলজিক্যাল এভিডেনসের দুর্বলতার দিকটি উল্লেখ করে প্রফেসে এর্দসি লিখছেন "However, archaeology offers only one perspective, that of material culture, which is in direct conflict with the findings of the other discipline claiming a key to the solution of the "Aryan problem", linguistics" (p-10)। তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে আদার ডিসিপ্লিন মানে আর্কিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস হচ্ছে ইন ডাইরেক্ট কনফ্লিক্ট উইথ লিঙ্গুইস্টিকস ফাইন্ডিংস। এবার লিঙ্গুইস্টিকস ফাইন্ডিংস কী কী রকম, কতটা র‍্যাশনাল, কতটা অ্যাজাম্পটিভ, কতটা হাইপোথেটিক্যাল, কতটা মিসইন্টার্প্রিটেটিভ তা সম্পূর্ণরূপে আমরা দেখলাম। আর্কিওলজি, জেনেটিকস, বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রপলজি ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের অন্য আধুনিক শাখাগুলি প্রকৃতই এই 'মনে-হচ্ছে-নন-আরিয়ান'-টাইপ তত্ত্বের সঙ্গে ইনকর্পোরেট করছে না। কিন্তু, দুশো বছরের আরামদায়ক আবাস

ছেড়ে বেরতেও পারছেন না ঐতিহাসিক লেখকরা। গ্রন্থের মুখবন্ধে Erdosy উল্লেখ করছেন, K.A.R. Kennedy-র বক্তব্য, "while discontinuities in physical types have certainly been found in South Asia, they are dated to the 5th-4th, and to the 1st millennium B.C. respectively, too early and too late to have any connection with 'Aryans'" (p-12)। অর্থাৎ, কেনেডি বায়োলজিক্যাল বা ফিজিক্যাল-অ্যানথ্রপলজিক্যাল রিসার্চের মাধ্যমে যা পাচ্ছেন তা আরিয়ান ইনভেশানের কোনও প্রমাণ রাখে না। তাঁর গবেষণায় চতুর্থ পঞ্চম মিলেনিয়াম বিসিই থেকে ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিই পর্যন্ত এই অঞ্চলে কোনও ডেমোগ্র্যাফিক চেঞ্জ মার্ক করা যাচ্ছে না। আরিয়ান ইনভেশান হওয়ার কথা ১৫০০বিসি। আর ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিই বলতে উনি দেখাচ্ছেন ৬০০বিসিই। ওনার কথাতেই যে চেঞ্জ মার্ক করা যাচ্ছে তা হয় খুবই পুরাতন নয় খুব আধুনিক যার সঙ্গে আরিয়ান থিওরির মিল দেখানো যায় না। এত বিতর্ক এই তত্ত্ব নিয়ে, এত দুর্বল সমস্ত যুক্তির ওপর নির্মিত, এত এত বিরোধিতা ও পাল্টা তত্ত্ব ও যুক্তি এই তত্ত্বের উল্লেখমাত্রেই আসে যে, অ্যাকাডেমিয়ায় একে নির্দিধায় মেনে নেওয়ার আত্মবিশ্বাস কার্যত কেউই রাখেন না। কিন্তু তার বাইরে যারা, সংস্কৃতি অর্থনীতি বা অন্য শাখার লেখক, তাঁদের কাছে এই তত্ত্ব, তাঁদের নিজস্ব তত্ত্ব নির্মাণে সহায়তা করে চলেছে। "A Concise History of Indian Art" নামে New York থেকে ১৯৭৬ C. Craven Roy-এর লেখা বই, বইটির একেবারে প্রথম অধ্যায় "Harappan culture: beginnings on the Indus", প্রথম প্যারাগ্রাফ শুরু হচ্ছে, "Under the banner of their God, Indra, lord of the heavens and 'Hurler of the Thunderbolt', fierce Aryan warriors stormed the ancient 'cities' of the hated 'broadnosed' Dasas, the dark-skinned worshippers of the phallus, and subdued them. In the great Rigveda, the first of the four sacred books of the Aryans, the praises of Indra are sung for rending the Dasas' fortresses 'as age consumes a garment" (Roy, 1976, 9)। কোথায় পাচ্ছেন এই লেখক এরকম বর্ণনা? ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর অভিযানে কীভাবে মহেঞ্জদরো নগরে দুর্গের পর দুর্গের পতন হচ্ছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকছে মৃতদেহ, কোথায় পাওয়া যায় এই বর্ণনা? হরপ্পার

এক্সকাভেশানে না ঋকবেদে? বেদব্যাস সংগৃহীত ঋকবেদের সঙ্গে হরপ্পান এক্সকাভেশানে পাওয়া তথ্য ইনকর্পোরেট করা যায় না, এ হল মর্টিমার হুইলারের কল্পিত ঋকবেদ। ওটাই সারা বিশ্ব চেনে! কেবল অন্য স্কুলের লেখকরাই নন, এমনকি জনপ্রিয় ঐতিহাসিকরাও সেই একই থ্রিলার প্রচার করে চলেছেন গত প্রায় এক শতাব্দীকাল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Basham-এর থ্রিলার, "After the Barbarians had conquered the outlying villages the ancient laws and rigid organization of the Indus cities must have suffered great strain... When the end came it would seem that most of the citizens of Mohenjo Daro had fled; but a group og huddled skeletons in one of the houses and one skeleton of a woman lying on the steps of a well suggest that few stragglers were overtaken by the invaders." (Basham, 1954, 27, quote from 1968 ed.)। যদিও Basham-এর বইটির প্রকাশ কাল ১৯৫৪, বইটি রিপ্রিন্ট হচ্ছে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত প্রতি বছর। এত জনপ্রিয় এইসব ঐতিহাসিক থ্রিলার।

১৯৫৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত "দ্য ইন্দাস সিভিলাইজেশান" নামক বইতে হুইলার সেই একই লেট মহেঞ্জদরো সাইটে পাওয়া স্কেলিটন রিমেনসকে ঋকবেদের যুদ্ধের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে রচনা করছেন, "On circumstantial evidence such as this (skeletons at Mohenjo-Daro), considered in light of chronology as now inferred, Indra stands accused." (1968 edition, p-99, Bracket mine)। যদিও হরপ্পার পতন (১৯০০ বিসিই) ও আর্য আক্রমণের তাদেরই দেওয়া টাইম লাইন (১৫০০ বিসিই) মোটেই ম্যাচ করছে না, তিনি যাহোক একটু এদিক ওদিক করে সামান্য কয়েকশ বছরের গ্যাপ পুরণ করে দিচ্ছেন। কত আর মাত্র ৪০০ বছরের বেশি তো না! লিখছেন, "If we reject the identification of the fortified citadels of the Harappans with those which he (Indra) and Vedic Aryans following destroyed, we have to assume that, in the short interval which can, at the most, have intervened between the end of the Indus civilization

and the first Aryan invasions, an unidentified but formidable civilization arose in the same region and presented an extensive fortified front to the invaders." (1968 edition, p-132, Bracket mine)। হুইলারকে অভিযুক্ত করার কিছু নেই, তিনি তো লিখছেন এইসবই 'অ্যাজাম্পশান', কল্পনা। এবং যে কেউ কল্পনা করতেই পারেন। কিন্তু, সেকেন্ডারি অথররা, টেক্সটবুক রাইটাররা যখন হুইলারদের বই ফলো করেন, তখন কল্পনা হয়ে যায় স্বতঃপ্রমাণিত সত্য। ফ্যাকটয়েডের এটা আর একটা উদাহরণ। ১৯৫৯ সালে নিউ ইয়র্কের Frederick A. Praeger থেকে প্রকাশিত তাঁর "Early India and Pakistan to Ashoka" বইতে হুইলার নিজেই তাঁর পুরাতন মত বাতিল করে হরপ্পা পতনের কারণ হিসেবে লিখছেন, "How did the Civilisation end? ...It is to anticipated that so-far-flung a society decayed differently and found death or reincarnation in varying forms from region to region." (p-111)। অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি নিজেই বলছেন যে, হরপ্পার পতন বিভিন্ন রিজিওনে বিভিন্ন কারণে হয়েছে। কিন্তু, কে দেখবে সেসব! ১৯৫৩ সালে তাঁর ওই থ্রিলিং বর্ণনাই এদেশের সিলেবাস মেকারস, পপুলার রাইটারস, প্রেস ও পাবলিকের পছন্দ। আমরা দেখলাম শুধু এদেশেই নয়, মর্টিমার হুইলারের পপুলার স্টোরি বিদেশেও একইভাবে প্রচারিত।

আর্কিওলজিস্ট George F. Dales, ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়ার স্কলার, যিনি ইজিপ্টে, ইরাকে, ইরাণে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাকরাণ উপকূলে নিজে এক্সক্যাভেশানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বর্তমানে যিনি মহেঞ্জদরোতে খননকার্যে যুক্ত আছেন, তিনি মহেঞ্জদরোর প্রত্যেকটা স্কেলিটন পরীক্ষা করেছেন, যার রিপোর্ট উইনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়ার আর্কিওলজি ও অ্যানথ্রোপলজি ডিপার্টমেন্টের এক্সপিডিশান ম্যাগাজিনে "The Mythical Massacre at Mohenjo-Daro" নামক আর্টিকেলে প্রকাশিত হয়; Dales পরীক্ষা করেছেন মহেঞ্জদরো এক্সক্যাভেশানে পাওয়া সবকটি স্কেলিটন, ঘরের মধ্যে, রাস্তায়, পাতকুয়ার ধারে এরকম প্রতিটা কঙ্কাল যাদের ছবি Wheeler থেকে Basham হয়ে রোমিলা থাপার পর্যন্ত জনপ্রিয় ইতিহাস লেখকদের থ্রিলারগুলির রসদ হয়েছে এযাবৎকাল। সব মিলিয়ে কতগুলি কঙ্কাল?

কমবেশি ৩৭টি, যারা একই সময়ের নয়, যাদের পাওয়া যায়নি কোনো সিটাডেলের মধ্যে যে বলা যাবে নগরধ্বংস,

"What of these skeletal remains that have taken on such undeserved importance? Nine years of extensive excavations at Mohenjo-daro (1922-31)- a city about three miles in circuit-yielded the total of some 37 skeletons, or parts thereof, that can be attributed with some certainty to the period of the Indus civilization. Some of these were found in contorted positions and groupings that suggest anything but orderly burials. Many are either disarticulated or incomplete. They were all found in the area of the Lower Town-probably the residential district. Not a single body was found within the area of the fortified citadel where one could reasonably expect the final defense of this thriving capital city to have been made.

It would be foolish to assert that the scattered skeletal remains represent an orderly state of affairs. But since there is no conclusive proof that they all even belong to the same period of time, they cannot justifiably be used as proof of a single tragedy. Part of this uncertainty results from the unsatisfactory methods used by the excavators to record and publish their finds. (Dales, 1964, 38, https://

www.penn.museum/sites/expedition/the-mythical-massacre-at-mohenjo-daro/)।

আর্কিওলজিস্ট Jonathan Mark Kenoyer বলছেন, "...the skeletons did not belong to one single period and there is no archeological evidence for destruction, burning or looting of the city that would normally accompany a massacre" (2006, 44)। যে কঙ্কালগুলো পাওয়া গেছে একই পিরিওডের নয়, আর আর্কিওলজি কোনও আক্রমণেরই চিহ্ন খুঁজে পায়নি। কেনোয়ার পূর্বোক্ত প্রবন্ধের ৪৪ পাতায় লিখছেন, "The archeological and skeletal evidence clearly do not support any model of invasion or sudden collapse of Mohenjo-Daro, let alone the Indus urban culture as a whole. The decline of Mohenjo-Daro is no longer attributed to Indo-Aryan invasion or migrations,... but rather to a combination of factors that include the changing river system, the disruption of the subsistence base, and a breakdown in the important integrative factors of trade and religion."। কেনেডি ১৯৯৫-এর বইয়ের ৫৪ পাতায় স্পষ্ট করেই তাঁর পূর্বসুরি Childe ও Wheeler-এর বিরোধিতা করেছেন, ভাষাটি খেয়াল করুন, "Nor could Aryans have brought about the decline of Harappan culture, as preached by Childe and Wheeler, an especially unlikely thesis now that Dales has advanced other theories which do not depend upon the so-called massacre at Moenjodaro."। কোনো স্কলার আজ আর গত শতাব্দীতে প্রচারিত হরপ্পান থ্রিলার মানেন না। কিন্তু, আমাদের দেশে টেক্সট বইগুলিতে আমাদের শিশুদের পড়ানো হচ্ছে সেই অষ্টাদশ শতকের ম্যাক্স মুলার মর্টিমার হুইলারের আক্রমণ, ম্যাসাকার এবং মহেঞ্জদরোর গণকবর! J M Kenoyer-এর বক্তব্য, "the cultural history of South Asia in the 2nd millennium B.C. may be explained without reference to external agents". (1995, 225)। J G Shaffer লিখছেন, "The diffusion or migration of a culturally complex 'Indo-Aryan'

people into South Asia is not described by the archaeological record". (Shaffer, 1999, 245)। এমনকি Witzel যিনি কিনা বর্তমানে আরিয়ান ইনভেশান তত্ত্বের সবচেয়ে এনার্জেটিক ব্রিগেডিয়ার তিনিও স্বীকার করছেন, "So far, clear archaeological evidence has just not been found. Yet, any archaeologist should know from experience that the unexpected occurs and that one has to look at the right place" (Witzel, 2000, p35)। Witzel-এর এই মন্তব্যের ভাষাটি লক্ষণীয়। তিনি বলছেন 'সো ফার' মানে এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, কিন্তু যেকোনো সময় পাওয়া যাবে, তাঁর চূড়ান্ত আশা যে কোনো 'আনএক্সপেক্টেড অকারস', তখন সেই আনএক্সপেক্টেড সবাইকে মেনে নিতে হবে, তাঁর এটা কাছে খুব এক্সপেক্টেড! কিন্তু যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে, Witzel-রা যা বলবেন, আমাদের বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে যতগুলি বই, আলোচনা, প্রবন্ধ, কেউ লিখেছেন, সর্বত্রই টোনটা একই যে, আকাডেমিয়ার অন্য কোন ডিসিপ্লিনস বা শাখাগুলি আর্কিওলজি, অ্যানথ্রপলজি, জেনেটিক্স বা নতুন উঠে আসা ডিসিপ্লিন যেমন ফিজিক্যাল-অ্যানথ্রপলজি কোনোটাই এই থিওরিকে সমর্থন না করলেও লিঙ্গুইস্টিক্স আছে। সুতরাং, কিচ্ছু করার নেই মানতে হবে।

আরিয়ান ইনভেশান বা ইমিগ্রেশান তত্ত্বের পক্ষে সেই যে ম্যাজিক মন্ত্র লিঙ্গুইস্টিক্স— আমরা সেকারণেই কিঞ্চিতধিক খতিয়ে দেখলাম, নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারে না যে, আর্য আগমন তত্ত্ব সত্যি। আউট অফ ইন্ডিয়া কি প্রমাণিত? আর্য আগমন তত্ত্ব যে পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়েছিল, সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে, হ্যাঁ, অনেক প্রমাণ আছে! কিন্তু, ইতিহাস কখনোই কেবলমাত্র লিঙ্গুইস্টিক্সের ওপর নির্ভরশীল নয়। লিঙ্গুইস্টিক্স যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, তাকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে, যাচাই করে নিতেই হয়, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দিয়ে, প্রমাণ দেখাতে হয় পুরাণ ও লোককথায়, সাহায্য নিতে হয় তৎকালীন সাহিত্যের, আর কেন কোন যুক্তিতে জেনেটিক সার্ভে-রিপোর্টগুলো অস্বীকার করা হবে? আর্য আগমন তত্ত্ব মোটেই কেবলমাত্র একটি ভাষাবিস্তারের কাহিনি নয়, যেভাবে কয়েক শতাব্দীর ছোট সময়ে ভাষাবিস্তার দেখানো হয়েছে, তা সম্ভব ছিল না, যদি না মানুষ, যারা সেই ভাষায় কথা বলে, নিজেরা যেত; আর্যতত্ত্বের সমর্থক

ঐতিহাসিকরা ক্রমাগত বর্ণনা করে গেছেন কোনো এক প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান হোমল্যান্ড থেকে প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান মানুষের যাত্রা, তাঁরা ক্রমাগত আর্কিওলজিক্যাল সাইটগুলিতে আর্যসভ্যতার চিহ্ন দেখাতে সচেষ্ট থেকেছেন, আক্রমণের গল্প ফেঁদেছেন, ওয়ান-ওয়েভ, টু-ওয়েভ, হাজার ওয়েভ দেখিয়েছেন; তারপর সাম্প্রতিক আর্কিওলজিক্যাল আবিষ্কারগুলি যখন সব কিছুর বিপক্ষে গেছে, যখন জেনেটিক্স, আর্কিওবায়োলজি, আর্কিও-অ্যাস্ট্রোনমি বিপরীত প্রমাণগুলি উপস্থিত করেছে, তখন তারা বলছেন, এ কেবল ভাষাতত্ত্ব! সেকথা কেন কেউ মানবে? আর্যতত্ত্ব কখনই শুরু থেকে একটা ভাষাতাত্ত্বিক থিওরি হয়ে থাকেনি। বরং বেশি করে একটা রেসিয়াল থিওরি, যার কুফল যেমন নাৎসি জার্মানি দেখেছে, তেমনই দেখছে আজকের ভারতীয় উপমহাদেশ। আর্যতত্ত্ব নির্ভর নানা রঙ নানা প্রজাতির উপতত্ত্ব ভারতের রেসিয়াল রাজনীতিগুলির দার্শনিক ভিত্তি আজও। অথচ, মূলতত্ত্বটিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রীতিমত চ্যালেঞ্জের মুখে। এই চ্যালেঞ্জকে প্রতিহত করতে, তাত্ত্বিকরা এখন আর্কিওলজি থেকে বায়োলজি সব পরিসংখ্যান অস্বীকার করে, একে ভাষাতাত্ত্ব বলে কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন। সবচেয়ে বড় কথা, সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় এই আধুনিক গবেষণাগুলি অস্বীকারের সময় তারা জোর গলায় বলছেন, এ কেবল ভাষাতত্ত্ব। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেদের লেখায় পুনরায় ইঙ্গিত রাখছেন এর মাইগ্রেশনাল রেসিয়াল ইমপ্লিকেশানের দিকে। এটা করতে বাধ্য তাঁরা। কারণ, ভাষাবিস্তারের যে মডেল তাঁরা অনুসরণ করছেন, তা শুরু থেকেই জাতিগত ধর্মগত আক্রমণ বা অনুপ্রবেশ নির্ভর। তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না যে, একটা বড় সংখ্যক মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এলে, তার ছাপ থাকতেই হবে পরবর্তী জিনপুলে, ছাপ থাকবে প্রত্নতত্ত্বেও। তবু যাহোক, আমরা আর্যতত্ত্বের মূল ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তিগুলি পরীক্ষা করলাম। সেখানে পদ্ধতিগত ত্রুটি আছে। যে ফলাফলই তাঁরা দেখাতে চান, তাদের আর্গুমেন্টের মানদণ্ডেই ভুল আছে। এককথায় সেই ভুলগুলিকে উপস্থাপন করা যায়। কোনো একটি ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষার সংস্কৃতের চেয়ে কিছু আর্কেইক ফিচারস, কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক নেই। কোনো ভাষায় কিছু প্রাচীন চিহ্ন রয়ে যেতেই পারে, সেই ভাষাভাষী এলাকাটি হোমল্যান্ড হতে হবে না। সাবস্ট্রাটাম বলি, অ্যাডস্ট্রাটাম বলি, কিংবা সুপারস্ট্রাটাম— সেই চিহ্নগুলো মাইগ্রেশান

ছাড়াও আসতে পারে। তাদের পেলিওলিঙ্গুইস্টিক ডেটার বিপরীত ডেটা আমরা উপস্থিত করেছি। সুতরাং, তাদের ডেটা থেকে ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্টে ইন-মাইগ্রেশান প্রমাণ হলে, পালটা ডেটা দিয়ে আউট অফ ইন্ডিয়াও প্রমাণিত। ঋকবেদে কৌতুককর অনার্য-হান্টিং আমরা খানিকটা পরীক্ষা করেছি, ভেগ-রেমিনিসেন্স তত্ত্বের ভেগ প্রমাণাদিও দেখেছি। পরিস্কার যে, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান ম্যানিপুলেট করা যায়, যে যার নিজের মত ব্যবহার করা যায়। কেননা, লিঙ্গুইস্টিক ডেটা মোটেই পদার্থবিজ্ঞানের মত ল্যাবরেটরিতে প্রামণসাপেক্ষ নয়। জেনেটিক্স বা আর্কিওবায়োলজি যতটা পদার্থবিজ্ঞান-নির্ভর, এমনকি আর্কিও-অ্যাস্ট্রোনমি যতটা গণিত নির্ভর, ভাষাবিজ্ঞান মোটেই তা নয়। একে প্রয়োজন মত উপস্থাপনের সুযোগ অনন্ত; আর তারই পূর্ণ সদব্যবহার করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকরা এই ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়। এব্যাপারে একটা খুব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন Nicholas Kazanas,

> "The unreliability of the linguistic data and theories based thereon can be amply demonstrated by the very case we are investigating. The same philological data with minor variations and differences in emphasis have been examined and interpreted differently by different scholars who reach thereby different conclusions. Thus T Burrow on purely philological considerations takes central Europe as the urheimat and the date of the dispersal from middle to late 3rd millennium. Gamkrelidze and Ivanov posit as the PIE urheimat the region south of Caucasus and the date of the dispersal or migrations in the early 3rd millennium. From the same data S.S. Misra derives dates ranging in the 5th and 6th millennium

> and prefers N-W India. I. Diakonov favours the Balkans and G. Owens takes Minoan to be the first IE language, the Greeks indigenous and the Aegean the cradle of PIE culture. Others again have other views. (Kazanas, 2009, 7-8)

আমরাও আমাদের আলোচনায় দেখেছি, T. Burrow-র ডেটা ব্যবহার করে S.S. Misra কীভাবে ঋকবেদের রচনাকাল হিসেবে ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দকে প্রমাণ করেছিলেন। এবং প্রমাণ করেছিলেন, ভারতই হচ্ছে, পিআইই অরিজিন্যাল হোমল্যান্ড বা উরহেইম্যাট। মজার কথা হল T. Burrow নিজেও কি ভারতীয় হোমল্যান্ড প্রমাণের জন্য ডেটা সংগ্রহ করেছিলেন? মোটেই না। তিনি দেখাচ্ছেন এক মধ্যইওরোপিয় হোমল্যান্ড। আবার সেই একই ডেটা ইউস করে I. Diakonov প্রমাণ করছেন বালকান হোমল্যান্ড, G. Owens ফেভার করছেন Minoan হোমল্যান্ড, মানে, গ্রীকরা হচ্ছে ইন্ডিজেনিয়াস, Aegean হল গিয়ে পিআইই সংস্কৃতির পীঠস্থান। Kazanas উল্লেখ করছেন J.P. Mallory-র বক্তব্য, "Will the 'real' linguist please stand up"— 'খাঁটি লিঙ্গুইস্ট কে আছেন, উঠে দাঁড়ান'। তিনি খুব সঠিকভাবেই বলেছেন যে, এই খাঁটি লিঙ্গুইস্ট এই আলোচনায় কাউকেই পাওয়া যাবে না— "No linguist is saved simply because he/she claims to have "correct" data and method. The "when" and "how" are concerns of experts other than linguists." (Kazanas, 2009, 7-8)।

আর একটা উদাহরণ আমাদের এই আলোচনা থেকেই আনা যায়, মনে করুন এই বইয়ের একেবারে শুরুর পাতা, যেখানে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, কীভাবে ইটিমোলজিক্যালি আর্য শব্দের মানে হতে পারে কৃষিজীবী; আশাকরি যারা সেই পাতাটি পড়েছেন এবং অন্যদিকগুলি খতিয়ে দেখেননি, সকলের দেখার কথাও না, খুব কনভিন্সড যে, আর্য শব্দটির মানে কৃষিজীবী না হয়ে যায় না; মূলতত্ত্ব আর্যদের যাযাবর হিসেবে দেখায়, তাই আমাদের দায় ছিল, ওদের কৃষিজীবি হিসেবে উপস্থিত করে, প্রথমেই তাদের সেটলড দেখানোর। কিন্তু, ওটা একটি

ব্যাখ্যা মাত্র, অপর ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করা হয়নি। এবার আসুন অন্য ব্যাখ্যাগুলি দেখে নেওয়া যাক,

১) "...the most likely and most popular one is from a root*ar-, "to fit; orderly, correct", cf. Greek artios, "fitting, perfect"; and hence "skilled, able", cf. Latin ars, "art, dexterity"; Greek aretè, "virtue", aristos, "best". This may in turn be the same root as in the central Vedic concept rta, Avestan arta, "order, regularity", whence rtu, "season", cf. Greek hamartè, "at the same time".

২) "A more surprising hypothesis derives Ārya as a lengthened form of Arya from a root *al-, "'other" (cfr. Greek allos and Latin alius, "other"), hence "inclined towards the other/stranger", hence "hospitable". This could be similar in meaning to the name of the god Aryaman, "other-minded", whose attribute is hospitality. From this sense, an ethnic meaning is tentatively derived: "we, the hospitable ones", "we, your hosts", hence "we, the lords of this country". This too, admittedly, sounds rather contrived."

৩) Also surprising is a meaning suggested in attempts to establish a deep historic connection (which the present author too considers very likely) between Indo-

European and Semitic. Summarizing such attempts, Sūrya Kānta Śāstrī[n.d.:3] links Proto-Indo-European *$h_2$er- (> ar, ārya) with "Arabic, Hebrewhrr, 'to be free'". This is the root of words like hurriyat, "freedom", and tahrīr, "liberation". (Elst, 2015)।

তাহলে, কী দেখছি, লিঙ্গুইস্টিক্যালি, আর্য শব্দের মানে হতে পারে, একজন কৃষক, একজন পার্ফেক্ট মানুষ, একজন আদার-মাইন্ডেড মানুষ কিংবা এমনকি হুরিয়ত শব্দের সঙ্গেও আর্য শব্দের মিল দেখিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু, আলোচনার শুরুতেই, এই সবগুলি কেন সামনে আনা হল না? কারণ, আমরা বিচার করতে বসেছি আর্য আগমন তত্ত্বের সারবত্তা, সেখানে 'আর্য' মানে কৃষিজীবী দেখাতে পারলে সুবিধা। অন্যগুলি দেখালে, আর আলোচনাটি যথেষ্ট কনভিন্সিং হত না। তার মানে, যখন আমি নিজেই একজন স্কলারের একদেশদর্শীতার বিরুদ্ধে বলছি, সেই মুহূর্তে আমি নিজেও সেই একই বায়াস থেকে মুক্ত না। যেমন, ভারতীয় ভাষাগুলির রিট্রোফ্লেক্সের ব্যাখ্যায় Witzel-এর পছন্দ মুন্ডারি সাবস্ট্রাটাম, তাই তিনি উল্লেখ করছেন না যে, মুন্ডারি ভাষায় রিট্রোফ্লেক্স খুবই হাম্বল রিট্রোফ্লেক্স, অন্যদিকে Parpola-র পছন্দ দ্রাবিড়িয়ান সাবস্ট্রাটাম, উনি উল্লেখ করেননি, প্রোটো-দ্রাবিড়িয়ানে রিট্রোফ্লেক্স শব্দের আদিতে আসে না। আমাদের আলোচনাতেও আমরা যেকোনোভাবে দ্রাবিড়িয়ান বা মুন্ডারি প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম, তাতে মূল তর্কটির কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। এটা জাস্ট স্বীকার করা বা না করার ওপর নির্ভরশীল। এবং কোনটা কোন লেখকের পছন্দ, তার সমর্থনে যুক্তি সাজানো, বিপরীত যুক্তিগুলি এড়িয়ে যাওয়া। আমি নিজের আলোচনায় বোঝাতে চাইলাম যে, ঋকবেদ ওরাল ট্রেডিশান হওয়ার কারণে পরিবর্তীত হতেই পারে, আর একদল বার বার বলছেন, না কিচ্ছু বদলায়নি, শ্রুতি নির্ভর বিশালাকৃতি একটি সাহিত্য কিনা একেবারে টেপ-রেকর্ডিং, যদিও আমরা দেখি যে একটি লোকছড়া এলাকাভেদে সময় ভেদে কেমন সম্পূর্ণ বদলে যায়, কেমন বদলে যায় লোকগান। এবার মজার কথা দেখুন, Witzel-এর টেপ-রেকর্ডিং ভার্সন আমাদের এই

আলোচনায় যখন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, তা কিন্তু ছিল একটা পজিটিভ স্টেপ, সমালোচনা নয়। এরকম বহু উদাহরণ আনা যায়।

Witzel ইলেকট্রনিক জার্নাল অফ বৈদিক স্টাডিজে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে Misra-র ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার বিরোধিতা করেছেন। ৩৫ পাতায় উইটজেলের একটি চাপ্টারের নাম, 'দা মিশ্রা কেস'। তাঁর আলোচনার একেবারে প্রথম লাইন হচ্ছে "Worse, the recent book of an Indian linguist, S.S. Misra...", তারপর কী? উইটজেল পুনরায় সেই সেই তত্ত্বগুলি এনেছেন, যা মিশ্রা রিফিউট করেছেন, এবং বলেছেন মিশ্রার আলোচনা ব্যাকডেটেড, লিঙ্গুইস্টক্সের এসময়ের ডেভলপমেন্টগুলি স্বীকার করেননি; মজার তর্ক এটা, যে ডেভলপমেন্ট উইটজেল হ্যান্স হক পরপোলা প্রমুখ ইনভেশনিস্ট লিঙ্গুইস্টগণ দেখাচ্ছেন, তা যদি স্বীকার করেই নেওয়া হয়, তাহলে আর বিরোধিতাটা আসবে কেন? S.S. Misra আমরা দেখেছি, V. I. Abayev, J. Harmatta প্রমুখ ইউরেলিক লিঙ্গুইস্টদের প্রদত্ত ডেটা ব্যবহার করে তাঁর আলোচনা এগিয়েছেন, উইটজেল লিখছেন, "...he accepts the guess of Uralic linguists... Misra's whole system rests on guesswork..." (2001, 35). এই তর্কের মানে কী? ইউরেলিক লিঙ্গুইস্টদের আলোচনা আনা চলবে না, কেবল জার্মান লিঙ্গুইস্টদের আলোচনা নিতে হবে, তাদের আলোচনা পুরোপুরি গেস-ওয়ার্ক। আর্কিও-লিঙ্গুইস্টিক্স বিষয়টাই তো এরকম আরও হাজারকম গেস-ওয়ার্ক নির্ভর। উইটজেল যখন ঋকবেদের 'রিপ' > 'রিপারিয়ান' দেখান, সেটা প্রমাণ? শুধু তাই নয়, এখানে তিনি ঋকবেদের সময় নিয়ে অন্য সকলের যুক্তি ও তর্কগুলি কোনও পালটা যুক্তি ছাড়াই অস্বীকার করলেন, কী বলছেন? না এই গেসটা অন্যগুলোর থেকে ভাল নয়। এরপর তিনি সমালোচনা করেছেন, শ্রী মিশ্রের বই পাতলা বই, তাতে তিনি অধুনা প্রচলিত centum না লিখে kentum লিখেছেন ইত্যাদি। Talageri-র দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার সমালোচনা করেছেন, "Luckily for us, the author names his two main sources: the Puraṇas and the Ṛgveda"(p-38)। অথচ, তিন খণ্ডে সমাপ্ত Talageri-র পুরো গবেষণাটাই ঋকবেদের ব্যক্তিনাম, নদীনাম ও স্থাননাম নিয়ে। মজার কথা ১৮০ পাতার আলোচনায় তিনি প্রায় প্রতি পাতায় Talageri-র সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কখনোই নদীনাম নিয়ে

Talageri-র গবেষণা নিয়ে টু-শব্দটি করেননি। ঋকবেদ ও আবেস্তার নদীনাম, স্থাননাম, ব্যক্তিনাম নিয়ে Talageri-র অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে বস্তুত কিছুই বলার নেই। যেমনভাবে অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন Nicholas Kazans বৈদিক দেবতাদের ইণ্ডরোপিয় কগনেট নিয়ে তাঁর গবেষণায়। Talageri-র গবেষণায় এটা খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, ঋকবেদিক ট্রাইবদের পূর্ব থেকে পশ্চিম মুভমেন্ট সত্যি এবং মিটানি ইন্সক্রিপশান, কিক্কুলি হর্স ট্রিটি ও আবেস্তার রচনাকাল ঋকবেদের প্রথম অংশ রচনার অনেক পরে। সবচেয়ে বড়কথা, ঋকবেদের রচনাকাল নিয়ে উইটজেল শ্রী মিশ্রের সমালোচনা করলেও, যেখানে শ্রী মিশ্রের নিজের গবেষণায় প্রমাণ করছেন আবেস্তা, মিটানি ইন্সক্রিপশান প্রভৃতি ঋকবেদ রচনার বহু পরের ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন দেখায়, তার বিরুদ্ধে উইটজেলের কোনো যুক্তিই নেই। সম্ভবত এব্যাপারে তাঁর কোনও যুক্তি নেই; Talageri-র নদীনাম, স্থাননাম, ব্যক্তিনাম নিয়ে গবেষণার বিরুদ্ধে শুধু Witzel নয়, কারও কিছু বলার নেই। তিনি তাঁর তিন খণ্ডে সমাপ্ত গবেষণা গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ ডেটা দিয়েছেন। কোথাও কোন ফাঁক নেই। সেজন্য Witzel পুরাণ বা ঋকবেদের টেক্সচুয়াল গুরুত্বকেই পুরোপুরি অস্বীকার করতে চান। অর্থাৎ, ঋকবেদের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা স্বীকৃত, কিন্তু তাতে উল্লিখিত ঘটনাবলী, স্থাননাম, নদীনাম, ব্যক্তিনাম, পশুপ্রাণি বা অন্যসব ভৌগলিক বিষয়গুলির কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই! কিন্তু, এটা ইতিহাস আলোচনার আধুনিক অ্যাপ্রোচ নয়। বরং, লোককথা পুরাণ ইতিহাস রচনায় এমনকি প্রত্নতত্ত্বের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় আধুনিক ঐতিহাসিকদের নিকট। আর যেমন প্রত্নতত্ত্ব, তেমনই ভারতীয় পুরাণ, ঋকবেদের পৌরাণিক রেফারেন্সগুলি কখনোই কোনোভাবে কোথাও আর্য আগমনের সামান্যতম ইঙ্গিতও করে না। আউট অফ ইন্ডিয়া প্রমাণ করা এই বইয়ের লক্ষ্য নয়, কিন্তু, আর্যতত্ত্বের এযাবৎ কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ আমরা পাইনি। আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দেখেছি, সেখানে আর্য আগমণের কোনও প্রমাণ নেই। আগেও বলেছি যে, লিঙ্গুইস্টিক ডেটা হিসেবে ওয়ার্ড স্টেম ধরে যে আলোচনা পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতে, আরিয়ান ইনভেশানের চেয়ে আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্ব অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, ইনভেশনিস্ট স্কুলের পদ্ধতি অনুসরণ করলে আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্বও দাঁড় করানো যায়। কিন্তু, যেহেতু আরিয়ান ইনভেশন তত্ত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা তাদের

একদেশদর্শী পদ্ধতিরই সমালোচনা করছি, সেই একই পদ্ধতিতে আমাদের উপস্থাপিত সামগ্র ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাটিরও সমালোচনা করা যায়। লিঙ্গুইস্টিক্যালি প্রমাণ করা যায় যে, আউট অফ ইন্ডিয়া মাইগ্রেশান নিশ্চিতভাবে হয়েছে। কিন্তু, একটি জনগোষ্ঠীর মাইগ্রেশানের ইতিহাস নিশ্চিতভাবে বুঝতে গেলে কেবল লিঙ্গুইস্টিক 'প্রমাণ-অপ্রমাণ' নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী তর্ক করে জ্ঞানের চর্চাকে অবরুদ্ধ করে লাভ নেই। বরং, আমাদের ইতিহাস আলোচনার আধুনিক পদ্ধতি মেনে আমাদের উচিৎ আর্কিওলজি, মিথলজি, বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রপলজি ও জেনেটিক প্রমাণগুলি আলোচনা করা। আরিয়ান ইনভেশান যেমন মেনে নেবার মত আর্কিওলজিক্যাল, লিঙ্গুইস্টিক, জেনেটিক ও মিথলজিক্যাল কোনও প্রমাণ নেই, আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্ব মানার মত আর্কিওলজিক্যাল ডেটাও এই তত্ত্বের সমর্থকরা এখনও উপস্থিত করতে পারেননি। কিন্তু, সংস্কৃতি বিস্তার নিশ্চয়ই হয়েছিল, এবং তা মাইগ্রেশান ছাড়াও হতে পারে। কীভাবে? এই বইয়ের একেবারে শেষ অধ্যায়ে এটা স্পষ্ট করব।

সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি অপবিজ্ঞানেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল উনিশ শতকের নানান সময়ে— অ্যানথ্রোপমেট্রি ও ক্রানিওমেট্রি বা ফ্রেনোলজি। নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় জাতিভিত্তিক বিভাজনকে পূর্বেই স্বীকার করে নিয়ে এগোনোর ফলেই এই কান্ড ঘটে থাকবে। ভারতে এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় Sir Herbert Hope Risley'র নাম। ব্রিটিশ আডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে তিনিই প্রথম ইন্ডিয়ান কাস্ট-সিস্টেমকে সরকারি সেনসাসে রেকর্ড করান। মজার ব্যাপার, তিনি ইন্ডিয়ানদের নাকের সাইজ ও উচ্চতা দেখে তাদের আর্য-অনার্যে বিভক্ত করেন। সাদা

Fig. 31. — Types de nez, de profil.

Types européens : 1, nez droit, plan de la base regardant en bas ; 2, nez aquilin, plan de la base regardant en arrière ; 3, nez concave, retroussé, plan de la base regardant en avant ; 4, nez busqué ; 5, nez sinueux. 6, Type ordinaire, fin des races jaunes. 7, Type ordinaire des races nègres d'Afrique. 8, Type australoïde ou des races noires de Mélanésie.

মানুষের উন্নাসিকতার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই ফ্রেনোলজি। ফ্রেনোলজি হল মানুষের মাথার স্কালের সাইজ বিচার করে তার চরিত্র তথা জাতি বিচারের সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যে বিচারে সাদারা পেয়েছিল সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাতির সম্মান, সাদাদের মধ্যে সেরা হল জার্মানরা, সুতরাং 'ডেস্টিন্ড টু রুল দা আর্থ'।

১৮৯১ সালের পর পর, হার্বার্ট এইচ. রিজলি খুব গুরুত্বের সঙ্গে ভারতের ৪৩টি জাতির অংশ ২,৩৭৮টি কাস্ট চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর 'ন্যাজাল ইন্ডেক্স' অনুযায়ি। বিহার অঞ্চলের জন্য সেখানে তিনি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করছেন, বাভন, চামার, দোশাধ, গোয়ালা, কহার, কুড়মি, মগধ্য ডোম, কায়স্থ প্রভৃতি জাতি— অর্থাৎ জাতপাতের সামাজিক অন্যায়কে বিজ্ঞানের নামে মান্যতা দান (Risley, 1891, the content page)। দুঃখের কথা হল সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক হলেও ভারতীয় অ্যানথ্রপলজির চর্চার ক্ষেত্রে এই বিচারই খুব সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত অনুসৃত ও প্রভাবশীল। ১৯৩০ সালে প্রখ্যাত ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক B.S. Guha মহেঞ্জোদরো সাইটে পাওয়া স্কালগুলির ফ্রেনোলজিক্যাল বিচারের মাধ্যমে Indo-Aryan, Turko- Iranian, Scytho-Dravidian, Aryo-Dravidian, Mongol-oid ও Mongolo-Dravidian ইত্যাদি নানা কল্পনাপ্রসূত 'জাতির' উল্লেখ লিপিবদ্ধ করেন। এখনও পর্যন্ত এইসব কল্পবিজ্ঞানের গল্পই পঞ্চাশ ষাট এমনকি আশির দশক পর্যন্ত লেখা পাঠকের প্রতিদিনের সঙ্গী। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বইগুলির জনতত্ত্ব বিষয়ক অধ্যায়গুলির তথ্যভাণ্ডার Risley-র ১৮৯১-এর বই (দেখুন, নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব", বইটির প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে, কিন্তু রিপ্রিন্ট চলছে ১৪২০ পর্যন্ত, যেখানে ৭৫১ পাতায় দেখুন বিবলিওগ্র্যাফিতে Risley-র ১৮৯১-এর বইয়ের উল্লেখ। শ্রী রায়ের বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় "ইতিহাসের গোড়ার কথা" ২৩-৬৬ পাতা, তিনি মানুষের বাহ্যিক রূপের ভিত্তিতে নানান জাতিবিভাজন আলোচনা করছেন বিস্তারিত ভাবে। অবশ্যই এখানে শ্রী রায়ের সমালোচনা করা হচ্ছে, এমনটা নয়। কিন্তু, যদিও Risley-র পদ্ধতি মোতাবেক নৃতত্ত্বের আলোচনা বহুদিন পরিত্যক্ত, আমাদের ইন্টেলিজেন্সিয়া এখন দুই শতাব্দীর অপবিজ্ঞানের ভূত ঘাড়ে করে বয়ে চলেছে, বলার এটুকুই।) ইওরোপে যদিও এই জাতিগত ইনফিরিওরিটি-সুপিরিওরিটির ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই।

মার্কিন আর্কিও-বায়োলজিস্ট Kenneth Kennedy, গবেষণার সঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই পরিচিত, যেখানে উনি দেখাচ্ছেন, ৪৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত কোনও ডেমগ্র্যাফিক ডিসরাপশান এই অঞ্চলে প্রাপ্ত স্কেলিটাল এভিডেন্সে খুঁজে পাওয়া যায় না (Kennedy, 1995, 32-66)। মজা হল যেহেতু এই তথ্যকে ঋকবেদের একটি দুটি শব্দ মিসইন্টারপ্রেট করে ম্যানেজ করে দেওয়া যায় না, আর্যতত্ত্ব ইনভেশান থেকে মাইগ্রেশান হয়ে এখন নেমে এসেছে ইনফিল্ট্রেশান তত্ত্বে, এমনকি 'transhumance trickling in' হলেও আপত্তি নেই (Witzel, 2001, 13)। ও সেই ট্রিকল বা ফোঁটা ফোঁটা অনুপ্রবেশ এতটাই লিমিটেড ছিল যে, কোনও ফিজিক্যাল ট্রেস রেখে যেতে সক্ষম হয়নি। এ প্রশ্নও আমরা রেখেছি, ফিজিক্যালি এত অক্ষম আর্যরা আর্যপূর্ব ভারতের ভাষা ধর্ম সমাজ সব এত র‍্যাডিক্যালি চেঞ্জ করে দিল কীভাবে, যখন কিনা পরবর্তী ভারতে "Arabs, Turks, Tartars, Moguls, who had successively overrun India, soon became Hinduized, the barbarian conquerors being, by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subjects."? (Marx and Engels, 1853, 84)।

১৯৮০র দশক থেকে মানব দেহের তিন বিলিওন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার রহস্য যখন থেকে ধরতে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞানীরা, চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে ক্রাইম ডিটেকশান অথবা জিনিওলজি সর্বত্রই গবেষণার সংজ্ঞা বদলে গেছে। ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড বা ডিএনএ হল একটি মলিক্যুল যা ক্রোমোজমের প্রধান ধারক হিসেবে প্রায় প্রতিটি জীবন্ত কোষের মধ্যে গ্রোথ ডেভলেপমেন্ট ফাংশনিং ও রিপ্রোডাকশানের সমস্ত তথ্য বহন করে। কোনও ব্যক্তির মূলগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রায় অপরিবর্তীতরূপে সংরক্ষিত থাকে এই ডিএনএর মধ্যে। বংশগতি পুনঃনির্মান করতে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন দুরকম ডিএনএ, প্রথমটি হল Y-DNA, যা পাওয়া যায় Y-ক্রোমোজমের মধ্যে (Y-ক্রোমোজম হল দুটি সেক্স ক্রোমোজমের একটি), একে পাওয়া যায় একটি কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে, এবং এই ক্রোমোজমটিই বাবার থেকে ছেলের মধ্যে বাহিত হয়। পরেরটি হল mtDNA বা মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ। এটি পাওয়া যায় মাইটোকন্ড্রিয়ায়, মাইটকন্ড্রিয়া আমরা জানি কোষের একটি পাওয়ার জেনরেটর, কিন্তু এর

অবস্থান নিউক্লিয়াসের বাইরে। এই mtDNA কিন্তু Y-DNAর থেকে স্বাধীন, গঠনে আরও সরল ও বাহিত হয় কেবলমাত্র মায়ের দ্বারা। মজার ব্যাপার হল এই সবধরণের জেনেটিক মেটিরিয়াল দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে খুব সামান্য সামান্য বদলে যেতে থাকে, বদলের এই প্রক্রিয়াটিই হল জেনেটিক মিউটেশান। এবং এই মিউটেশানটিই তখন উত্তরপুরুষের জিনগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়ে যায়। ধরুন, যদি মাদাগাসকার দ্বীপের আম্বাজ্জা শহরের সম্পূর্ণ অপরিচিত নৌকাচালকের mtDNAর সঙ্গে আপনার mtDNA ম্যাচ করে যায়, তো কোনও সন্দেহ ছাড়াই আপনাকে মেনে নিতে হবে যে, ম্যাটারনাল সাইড মানে মায়ের দিক থেকে সেই বুড়ো বোটম্যান আপনার আত্মীয়, আপনারা দুজনেই নিশ্চিতরূপে মায়ের দিক থেকে একটি কমন অ্যান্সেস্ট্রি বহন করেন। তার মানে এই অ্যান্সেস্ট্রি একটা সিঙ্গল প্যারেন্ট থেকে আসা। এরকম সিঙ্গল প্যারেন্টের থেকে ইনহেরিট করা একটি জিন-গ্রুপকে বলা হয় একটি haplotype। শব্দটি এসেছে haploid ও genotype শব্দদুটির সংযোগে, haploid মানে একটি সেট অফ ক্রোমোজমওয়ালা কোষ, genotype হল একটি লিভিং অর্গানিজমের জেনেটিক গঠন। সমপ্রকৃতির হ্যাপলোটাইপদের চিহ্নিত করা যায় একটি হ্যাপলোগ্রুপে, এবং এই গ্রুপের প্রত্যেকের জিনের গঠন চিহ্নিত করবে কোনো একটি বিশেষ এথনিক গ্রুপকে। এবার এইরকম জেনেটিক মার্কার দিয়ে দুটি জনগোষ্ঠীর জেনেটিক ডিসট্যান্স প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

সাধারণ অবস্থায়, Y-DNAর একটি মার্কার একটিমাত্র মিউটেসন ঘটাতে পারে প্রায় পাঁচশটি প্রজন্ম পরে। তবে কোনো বিশেষ প্রাকৃতিক ঘটনার ফলে বা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশানের ফলে জিন মিউটেসন ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না; সেক্ষেত্রে প্যালিওন্টলজি এবং আর্কিওলজি সমাজবিজ্ঞানের এইসব শাখারও সাহায্য প্রয়োজন পড়ে যখন কিনা একে ইতিহাস রচনার প্রকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১৯৯০এর দশক থেকে ভারতেও কয়েকটি জেনেটিক সার্ভে করেছেন বিভিন্ন গ্রুপ। প্রথমত, ভারতের মত বৈচিত্রময় জনগোষ্ঠীর দেশে এইরকম পরীক্ষানিরীক্ষা কঠিন। দ্বিতীয়ত, প্রথমদিককার স্টাডিগুলিতে খুব বেশি স্যাম্পেল সার্ভে করা হয়নি। তৃতীয়ত, সার্ভে করার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই

ভাষাগোষ্ঠীগুলিকে এথনিক গোষ্ঠী হিসেবে ধরে নিয়ে স্যাম্পেল সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে, বিভিন্নরকম ফলাফল সামনে এসেছে।

খুব সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সারা পৃথিবীর নানা ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গ্রুপস সেই সঙ্গে অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মিলে আরও বেশি স্যাম্পেল সার্ভে করে যে ফলাফল হাতে এসেছে, তা এক কথায় ক্লাসিকাল ভাবনার অনেকের ক্ষেত্রেই খুব হতাশাব্যাঞ্জক। ৯টি এরকম লার্জ স্কেল সার্ভের কথা জানা যাচ্ছে Michel Danino-র "Genetics and Aryan Debate" (2005) নামক অত্যন্ত সুলিখিত একটি প্রবন্ধে। আমরা এখানে প্রতিটি সার্ভের ফলাফল যতটা সরলভাবে পারা যায় উপস্থিত করব।

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা আরও ১৪জন সহযোগী বিজ্ঞানীদের নিয়ে ১৯৯৯ সালে প্রথম সার্ভেটি করেছিলেন Estonian বায়োলজিস্ট Toomas Kivisild। তাঁরা সার্ভে করেছিলেন ৫৫০টি mtDNA-র স্যাম্পেল নিয়ে এবং একটি হ্যাপলোগ্রুপ চিহ্নিত করেছিলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল "U" যা ইন্ডিকেট করে ইন্ডিয়ান ও ওয়েস্টার্ন-ইউরেশিয়ান পপুলেশানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক। এই সার্ভে খুব আশ্চর্যজনকভাবে ফার্স্ট হিউম্যান মাইগ্রেশান নিয়ে পূর্বেকার ধারণার বিপরীত চিত্র সামনে আনে। আমরা জানি, আফ্রিকা থেকে ফার্স্ট হিউম্যান মাইগ্রেশান ঘটেছিল প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ হাজার বছর আগে। ধারণা ছিল যে, সে সময়েই সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে একটি গ্রুপ গিয়েছিল ইওরোপ, অন্যটি সোজা উত্তরে আর্টিক এরিয়ায়, আর একটি গ্রুপ নেমে এসেছিল ইন্ডিয়ান পেনিনসুলায়, যারা কোস্টাল এরিয়া বরাবর গিয়ে পৌঁছবে অস্ট্রেলিয়ায়, এমন একটি সময়ে যখন সুমাত্রা জাভা দ্বীপের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দূরত্ব ছিল কয়েক কিলোমিটার, যা কিনা পার হওয়া ততটা অসম্ভব নয়। ১৯৯৯ সালের এই সার্ভে এই ধারণার বিপরীত চিত্র দিল যে, প্রথম হিউম্যান মাইগ্রেশান, এটা ঠিক যে, অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছবে আগের বলা পথে— ভারতের উপকূলবর্তী এলাকাগুলি বরাবর; কিন্তু, ইওরোপ বা আর্কটিক এবং ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার উত্তরাংশ জনবহুল হতে সময় নেবে আরও ৩৫ হাজার বছর পর, আজ থেকে প্রায় ৪০,০০০ বছর আগে। এটা হিউম্যান মাইগ্রেশানের দ্বিতীয় ধারা। আফ্রিকা থেকে এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি লোহিতসাগর ও গালফ

আদেনের মধ্যবর্তী চ্যানেল দিয়ে প্রথমে আসবে আরব, সেখান থেকে পার্শিয়ান গালফের তীর দিয়ে সেন্ট্রাল এশিয়ায়, সেখান থেকে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্ব ধারণা মোতাবেক তিন দিকে যাবে: আর্কটিক, ইওরোপ ও ইন্ডিয়া। আর্কটিক থেকে উলটো পথে একদল চায়না, অন্যদল আমেরিকা। ভারতের ক্ষেত্রে লেখক দেখাচ্ছেন, রিসেন্ট পপুলেশান মুভমেন্টের বদলে, ইন্ডিয়া ছিল একটা 'পাথওয়ে ফর ইস্টওয়ার্ড মাইগ্রেশান অফ মর্ডান হিউম্যান', ইন্ডিয়ান ও ওয়েস্টার্ন-ইউরেশিয়ান জনগোষ্ঠীদের বিভাজন ঘটার ৪০ হাজার বছর আগে: "the subcontinent served as a pathway for eastward migration of modern humans from Africa, some 40,000 years ago"। রিপোর্ট আরও বলছে, "We found an extensive deep late Pleistocene genetic link between contemporary Europeans and Indians, provided by the mtDNA haplogroup U, which encompasses roughly a fifth of mtDNA lineages of both populations. Our estimate for this split [between Europeans and Indians] is close to the suggested time for the peopling of Asia and the first expansion of anatomically modern humans in Eurasia and likely pre-dates their spread to Europe." সুতরাং দেখা যাচ্ছে আজ থেকে তিন বা চার হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে নতুন কোন mtDNA ট্রেস করা যাচ্ছে না। "...the genetic affinity between the Indian subcontinent and Europe —should not be interpreted in terms of a recent admixture of western Caucasoids with Indians caused by a putative Indo-Aryan invasion 3,000–4,000 years BP." এই স্টাডি প্রকাশিত হয়েছিল Current Biology, 18 November 1999 সংখ্যায় (https://pdfs.semanticscholar.org/0601/e7b4e7d9f40cac93848594f280849108e0ca.pdf), টাইটেল ছিল "Deep common ancestry of Indian and western-Eurasian mitochondrial DNA lineages"।

পরের স্টাডি প্রকাশিত হয়েছিল ওই বছরই 'কারেন্ট বায়োলজি'র ১৬ই ডিসেম্বর ইস্যুতে (http://www.cell.com/current-biology/pdf/

S0960-9822(00)80106-2.pdf)। তার টাইটেল ছিল, "Human evolution: the southern route to Asia" এই সার্ভেটি পরিচালনা করেছিলেন মার্কিন বায়োলজিকাল অ্যান্থ্রোপলজিস্ট Todd R. Disotell; এখানেও রিপোর্ট, ঠিক এর আগের অবজার্ভেশানের বিপরীত নয়। তিনি লিখছেন, "The supposed Aryan invasion of India 3,000-4,000 years before present therefore did not make a major splash in the Indian gene pool. This is especially counter-indicated by the presence of equal, though very low, frequencies of the western Eurasian mtDNA types in both southern and northern India. Thus, the 'Caucasoid' features of south Asians may best be considered 'pre-Caucasoid' – that is, part of a diverse north or north-east African gene pool that yielded separate origins for western Eurasian and southern Asian populations over 50,000 years ago." এখানে মনে হয় 'Caucasoid' কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন এটি একটি নাইন্টিন সেঞ্চুরি টার্ম, যা কয়েন করা হয়েছিল সেই সময়ে যখন ককেশাস পর্বতের পাদদেশকে ধরা হত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান কমন হোমল্যান্ড। এই টার্মটির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু বায়োলজিস্টরা এখনও ইওরোপিয় সাদাদের বোঝাতে এটা ব্যবহার করে থাকেন, তবে তাঁরা টার্মটি সব সময় উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে ব্যবহার করেন। প্রি-ককেসয়েড কথাটির দ্বারা ৫০ হাজার বছর আগের অ্যাফ্রিকান জিনপুলকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে। যাহোক, এই সার্ভে রিপোর্টটিতেও খুব স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, "...the supposed Aryan invasion of India 3000-4000 years ago was much less significant than is generally believed"।

একবছর পর ভারতীয় বিজ্ঞানী সুশান্ত রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৩ জন বিজ্ঞানী ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণের মোট ১০টি এথনিক সম্প্রদায়ের ৬৪৪টি mtDNA স্টাডি করেন। "Fundamental genomic unity of ethnic India is revealed by analysis of mitochondrial DNA" শীর্ষক রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় "Current Science", vol. 79, No. 9, 10 November 2000, p-1182-1192-তে

http://www.iisc.ernet.in/currsci/nov102000/1182.pdf)। তাঁরা দেখতে পান যে, "a fundamental unity of mtDNA lineages in India, in spite of the extensive cultural and linguistic diversity" যা ইঙ্গিত করে একটা "relatively small founding group of females in India"। আমরা জানি, mtDNA ম্যাটার্নাল সাইড অর্থাৎ মায়ের দিককার জেনেটিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। ভারতের বহুব্যপ্ত ভাষা ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য থাকলেও মায়ের দিক থেকে ভারতীয়রা প্রায় সকলেই মোটামুটি (অস্ট্রো-এশিয়াটিকরা নয়) একই লাইনেজ থেকে আসা। আর যেটুকু পার্থক্য চোখে পড়ে তা একই কমিউনিটির মধ্যেকার মানুষদের মধ্যে। ধরা যাক প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, উত্তর ভারতের ইন্দো-ইওরোপিয়ান স্পিকিং মানুষজন নিশ্চিতভাবে জেনেটিক্যালি ডিফারেন্ট হবে দক্ষিণের দ্রাবিড়িয়ান স্পিকিং মানুষদের সঙ্গে। কিন্তু, ঘটনা হল, তা নয়। বরং মায়ের লাইনেজে যে পার্থক্য চোখে পড়েছে তা দুজন তামিল মানুষের মধ্যেই। রিপোর্টটি থেকে সরাসরি কোট করলে, "most of the mtDNA diversity observed in Indian populations is between individuals within populations; there is no significant structuring of haplotype diversity by socio-religious affiliation, geographical location of habitat or linguistic affiliation"। ভারতের ভাষা-ধর্ম ও সামাজিক যে ভেদাভেদ, তা সত্য, জিনগতভাবে এই বিভাগ চিহ্নিত করা যায় না। ধর্ম মানুষ রোজ বদলাতে পারে। ভাষাও বদলে যায় প্রতিনিয়ত, কিন্তু, জিন-স্ট্রাকচার রয়ে যায় এক, সেটাই আসল। জীবনের সেই মূলাধারে না কেউ হিন্দু না মুসলিম, না কেউ উঁচু জাত না নীচু, না দক্ষিণ না উত্তর। সুশান্ত রায়চৌধুরী পরিচালিত এই টিমের সার্ভে পূর্বেকার Kivisild-এর খুঁজে পাওয়া হ্যাপলোগ্রুপ-Uকেও কনফার্ম করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ককেসয়েড জিন যাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তারা হল এদেশের লোধা সাঁওতাল ইত্যাদি জনজাতির মধ্যে। প্রথম দিককার ছোট রিসার্চ যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সেখানে অনেকে হ্যাপলোগ্রুপ M দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, সেন্ট্রাল এশিয়ার সঙ্গে উত্তর ভারতীয়দের জিনগত এফিনিটি। কিন্তু, এই গবেষণায় যা দেখা গেল তা সম্পূর্ণই বিপরীত, "we have now shown that indeed haplogroup M occurs with a high frequency, averaging

about 60%, across most Indian population groups, irrespective of geographical location of habitat. We have also shown that the tribal populations have higher frequencies of haplogroup M than caste populations" অর্থাৎ বর্ণহিন্দুর থেকে আদিবাসীরা অধিক পরিমাণে হ্যাপলোগ্রু M শেয়ার করে। এটা স্বাভাবিক ছিল। কেননা, যতরকম হ্যাপলোগ্রুপ এযাবৎ চিহ্নিত করা যায় তাঁর মধ্যে হ্যাপগ্রুপ M হচ্ছে সবচেয়ে বিস্তৃত। একে বলা হয় 'দ্য ম্যাক্রো হ্যাপলোগ্রুপ'। অ্যাফ্রিকা থেকে যতগুলি mtDNA নেমে এসেছে তা হয় হ্যাপলোগ্রুপ M নতুবা হ্যাপলোগ্রুপ N থেকে আসা। Nকে যে কারণে বলা হয় Mএর সিবলিং। এই ম্যাপটি পরীক্ষা করলে আমরা হ্যাপলোগ্রুপ Mএর বিস্তৃতি জানতে পারব। রিসার্চ আর্টিকেলটি ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, এই ঠিকানায়, www.iisc.ernet.in/currsci/nov102000/1182.pdf।

২০০০ সালে Cambridgeএর McDonald Institute for Archaeological Research থেকে প্রকাশিত "Archaeogenetics: DNA and the population prehistory of Europe" নামক একটি বইতে আমাদের পূর্বপরিচিত Toomas Kivisild একটি প্রবন্ধ লেখেন আরও ২০জন লেখকের সঙ্গে, যার নাম An Indian Ancestry: a Key for Understanding Human Diversity in Europe and Beyond। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, mtDNA haplogroup M ৬০% ফ্রিকোয়েন্সিতে পাওয়া যায়, সেন্ট্রাল এশিয়ায় ৪০%, যেখানে ইওরোপে এই রেট ড্রপ করে যাচ্ছে ০.৬%-এ। এবার আমরা দেখেছি, এই mtDNA haplogroup M এর বিস্তারের সময়। লেখক বলছেন, ভারতীয়দের ম্যাটার্নাল জিনপুল বিপুলভাবে আসছে মূলনিবাসী ইতিহাসের ধারায়। আমরা মূলনিবাসী বলতে আজ আদিবাসীদের বুঝি। কিন্তু, মূলনিবাসী আসলে সব ভারতীয়রাই। লেখকদের নিজেদের ভাষায়, "the Indian maternal gene pool has come largely through an autochthonous history since the Late Pleistocene"। Pleistocene ('plʌistəsiːn) একটি জিওলজিক্যাল যুগ যা ২,৫৮৮,০০০ থেকে ১১,৭০০ বছর আগে পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্লেইস্টসিন্ যুগের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয় যাকে আর্কিওলজির ভাষায় বলা হয় পেলিওলিথিক যুগ ও শেষ হিমযুগ (the last glacial period)। লেখক এরপর দেখছেন

হ্যাপলোগ্রুপ U-কে। এই mtDNA ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় ১৩% মানুষের মধ্যে, প্রায় ১৪% সেন্ট্রাল ও পূর্ব এশিয়ায় এবং প্রায় ২৪% ইওরোপ থেকে আনাতোলিয়ায়। কিন্তু ইন্ডিয়া ও ওয়েস্টার্ন ইউরেশিয়ার হ্যাপলোগ্রুপ এর ভ্যারাইটি গভীরভাবে পার্থক্য নির্দেশ করছে, সুতরাং এদের বিচ্ছেদ ঘটে থাকবে অনেক আগে, যখন কিনা পূর্ব এশিয়া ও ইন্ডিয়ার হ্যাপলোগ্রুপ M বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, "Indian and western Eurasian haplogroup U varieties differ profoundly; the split has occurred about as early as the split between the Indian and eastern Asian haplogroup M varieties. The data show that both M and U exhibited an expansion phase some 50,000 years ago, which should have happened after the corresponding splits"। ডেটা দেখায় যে, এই বিচ্ছেদের সময় আজ থেকে ৫০,০০০ বছর আগে। সুতরাং, ইন্ডিয়া ও ইওরোপের মধ্যে জিনগত সংযোগ অনেক বেশি প্রাচীন। তাঁদের অবসার্ভেশানের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল, "even the high castes share more than 80 per cent of their maternal lineages with the lower castes and tribals"। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই প্রবন্ধের শেষে লেখকগণ পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ করছেন, "We believe that there are now enough reasons not only to question a 'recent Indo-Aryan invasion' into India some 4000 BP, but alternatively to consider India as a part of the common gene pool ancestral to the diversity of human maternal lineages in Europe"। খেয়াল করুন 'অ্যানসেস্ট্রাল' শব্দটি (idid. P-267-275)।

তিন বছর পর, Kivisild আরও দুটি নতুন সার্ভে চালিয়েছিলেন, প্রথমটিতে তাঁর সহযোগী ছিলেন আরও নজন বিজ্ঞানী, বিষয় ছিল "The Genetics of Language and Farming Spread in India" (McDonald Institute for Archaeological Research, 2003, http://evolutsioon.ut.ee/publications/Kivisild2003a.pdf)। তাঁরা দেখান যে, প্রায় ৯০% ভারতীয় হচ্ছেন আপার পেলিওলিথিক মেটারনাল লাইনেজ থেকে আসা, "present-day

Indians [possess] at least 90 per cent of what we think of as autochthonous Upper Palaeolithic maternal lineages"। তাঁদের গবেষণায় এটাও উঠে আসে যে, ভারতীয় mtDNA ইন্দো-ইওরোপিয়ান, দ্রাবিড়িয়ান আদিবাসী ও মূলবাসী, উচ্চ বা নিম্নবর্ণ বিভেদকে সমর্থন করে না, "the Indian mtDNA tree in general [is] not subdivided according to linguistic (Indo-European, Dravidian) or caste affiliations"। আমাদের পূর্ব ধারণা মোতাবেক এই বিভেদগুলি চিহ্নিত হওয়ার কথা। কিন্তু হয়নি। এই গবেষণায় Y-DNA, মানে প্যাটারনাল সাইড, চিহ্নিত করে আরিয়ান ইনভেশান প্রমাণ করতে চেষ্টা ছিল। কিন্তু, তাঁদের অবসার্ভেশান বলেছে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। তাঁরা দেখিয়েছেন, "the straightforward suggestion would be that both Neolithic (agriculture) and Indo-European languages arose in India and from there, spread to Europe"।

২০০৩এর দ্বিতীয় স্টাডিটি Kivisild সম্পন্ন করেন আরও ১৭জন সহযোগী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নিয়ে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন L. Cavalli-Sforza এবং P.A. Underhill। এঁরা সংগ্রহ করেন সর্বমোট ১০০০টি স্যাম্পেল, যার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে দুটি দ্রাবিড়িয়ান স্পিকিং আদিবাসী উপজাতিও ছিল। অন্যান্য অবসার্ভেশানের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল, খুব গুরুত্বপূর্ণ Y-DNA হ্যাপলোগ্রুপ M17, যা এতদিন পর্যন্ত আরিয়ান ইনভেশানের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, কেননা এটা সত্যি যে এই Y-DNA হ্যাপলোগ্রুপ M17 সেন্ট্রাল এশিয়াতেও বেশ ফ্রিকোয়েন্ট, এবারের স্টাডিতে এই দুটি দ্রাবিড়িয়ান উপজাতির মধ্যেও খুঁজে পাওয়া গেছে। বিশেষ করে চেঞ্চুস (Chenchus) উপজাতির DNA বর্ণহিন্দুর অনেক নিকটবর্তী। এই চেঞ্চুস উপজাতির উপস্থিতি পাওয়া যায় অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা কর্নাটক ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে, তাঁদের ভাষা দ্রাবিড়িয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলির। সুতরাং তথাকথিত তথাপ্রচারিত কাস্ট পিপল ও ট্রাইবদের পার্থক্য বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন। American Journal of Human Genetics-এর 2003 Feb; 72(2): 313–332 ইস্যু থেকে Kivisildএর "The Genetic Heritage of the Earliest Settlers Persists Both in Indian Tribal and Caste Populations"

রিসার্চ আর্টিকেলটি থেকে একটি ডায়াগ্রাম দেখুন (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC379225/)
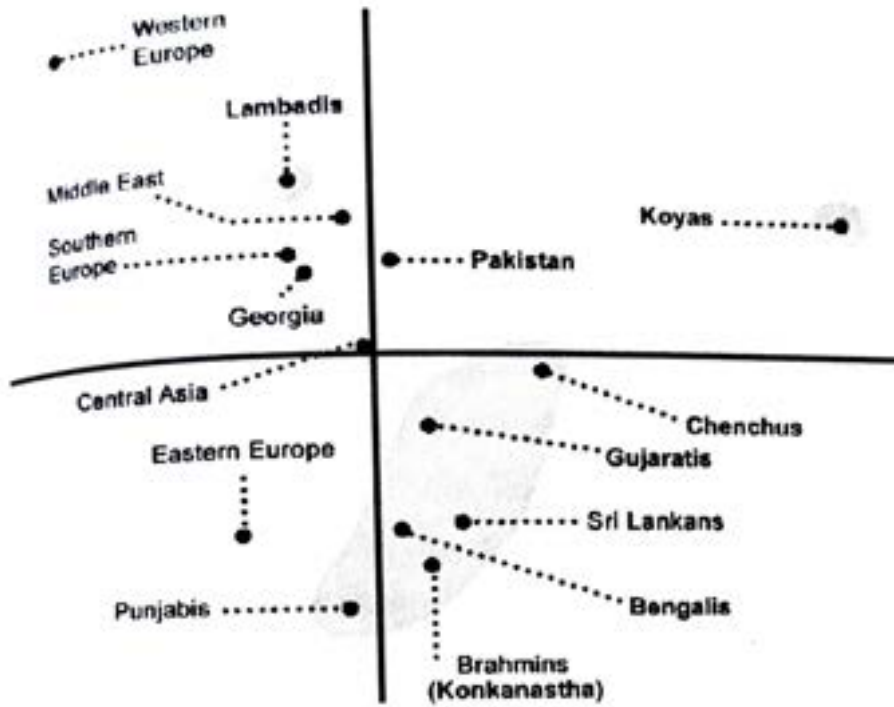
Fig 1. Genetic distances between eight Indian and seven western Eurasian populations, calculated for 16 Y-DNA haplogroups (adapted from T. Kivisild et al., "The Genetic Heritage of the Earliest Settlers Persists Both in Indian Tribal and Caste Populations").

ডায়াগ্রামটিতে আটটি ইন্ডিয়ান ও সাতটি ইউরেশিয়ান পপুলেশান জেনেটিক দূরত্ব দেখানো হয়েছে। দূরত্ব পরিমাপক এক্ষেত্রে 16Y-DNA haplogroup। এখানে দেখুন যখন ভারতের পাঁচটি উল্লেযোগ্য কাস্ট অবস্থান করছে দ্রাবিড়িয়ান ট্রাইব চেঞ্চুসের অতি নিকটে, তখন রাজস্থানী ট্রাইব লাম্বাডি ওয়েস্টার্ন ইওরোপ ও মিডল ইস্টের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছে। আরিয়ান ইনভেশান মাইগ্রেশান তত্ত্বের প্রচলিত ফ্রেমওয়ার্ক অনুযারী ট্রাইবদের থাকার কথা সবচেয়ে দূরে, বাঙালি জাতির সবচেয়ে নিকটে আছে মুম্বাইয়ের ব্রাহ্মণরা, আবার পাঞ্জাবি জাতি যাঁদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে সেই মিথিক্যাল আর্য হিসেবে, তাঁরা অবস্থান করছে সেন্ট্রাল এশিয়ার পপুলেশান থেকে যতদূরে সম্ভব। পরিস্কার যে,

চালু মডেলগুলি টিকছে না কোনোমতেই। না ইনভেশান, না মাইগ্রেশান।

পরের বছর Mait Metspalu এবং পনেরজন সহযোগী বিজ্ঞানী ট্রাইব-কাস্ট নির্বিশেষে ৭৯৬টি ভারতীয় ও ৪৩৬ ইরাণিয়ান mtDNA অ্যানালাইজ করেন। তাদের রিসার্চ আর্টিকেলটির টাইটেল, "Most of the extant mtDNA boundaries in South and Southwest Asia were likely shaped during the initial settlement of Eurasia by anatomically modern humans", প্রকাশিত হয় ইউএস -গভর্নমেন্ট সংস্থা National Library of Medicine, National Institute of Health-এর অধীন National Center for Biotechnology Information-এর জার্নাল "American Journal of Human Genetics"-এ(অনলাইন লিংক নীচে দেওয়া হল)। এখানে শুধু আমরা তাঁদের অবসার্ভেশানটি তুলে আনলাম, "Language families present today in India, such as Indo-European, Dravidic and Austro-Asiatic, are all much younger than the majority of indigenous mtDNA lineages found among their present-day speakers at high frequencies. It would make it highly speculative to infer, from the extant mtDNA pools of their speakers, whether one of the listed above linguistically defined group in India should be considered more 'autochthonous' than any other in respect of its presence in the subcontinent." (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15339343)। রিপোর্ট পরিস্কার দেখাচ্ছে যে, দ্রাবিড়িয়ান কিংবা ইন্দো-ইওরোপিয়ান, ভাষা যা-ই হোক, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ যারা একই mtDNA লাইনেজ শেয়ার করে তারা অবশ্যই 'autochthonous', মানে মূলবাসী।

এবার আমরা চলে আসব একেবারে ২০০৬এর দুটি স্টাডিতে। প্রথমটি পরিচালনা করেছিলেন একজন বাঙালি বায়োলজিস্ট সংঘমিত্রা সেনগুপ্ত, সঙ্গে ছিলেন Lev A. Zhivotovsky, Roy King, S. Q. Mehdi, Christopher A. Edmonds, Cheryl-Emiliane T. Chow, Alice A. Lin, মিতশ্রী মিত্র, সমীর কুমার শিল, A. Ramesh, M. V. Usha

Rani, Chitra M. Thakur, L. Luca, Cavalli-Sforza, পার্থপ্রতীম মজুমদার ও Peter A. Underhill প্রমুখ বিশ্বমানের বায়োলজিস্টরা। "American Journal of Human Genetics"-এ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের সার্ভে রিপোর্ট। ৭২৮টি স্যাম্পেল স্টাডি করেছিলেন তাঁরা ৩৬টি বিভিন্ন ভারতীয় পপুলেশান থেকে। আমরা এখানে শুধু মুখবন্ধটি তুলে আনলাম,

"Although considerable cultural impact on social hierarchy and language in South Asia is attributable to the arrival of nomadic Central Asian pastoralists, genetic data (mitochondrial and Y chromosomal) have yielded dramatically conflicting inferences on the genetic origins of tribes and castes of South Asia. We sought to resolve this conflict, using high-resolution data on 69 informative Y-chromosome binary markers and 10 microsatellite markers from a large set of geographically, socially, and linguistically representative ethnic groups of South Asia. We found that the influence of Central Asia on the pre-existing gene pool was minor. The ages of accumulated microsatellite variation in the majority of Indian haplogroups exceed 10,000–15,000 years, which attests to the antiquity of regional differentiation. Therefore, our data do not support models that invoke a pronounced recent genetic input from Central Asia to explain the observed genetic variation in South Asia. R1a1 and R2 haplogroups indi-

cate demographic complexity that is inconsistent with a recent single history. Associated microsatellite analyses of the high-frequency R1a1 haplogroup chromosomes indicate independent recent histories of the Indus Valley and the peninsular Indian region. Our data are also more consistent with a peninsular origin of Dravidian speakers than a source with proximity to the Indus and with significant genetic input resulting from demic diffusion associated with agriculture. Our results underscore the importance of marker ascertainment for distinguishing phylogenetic terminal branches from basal nodes when attributing ancestral composition and temporality to either indigenous or exogenous sources. Our reappraisal indicates that pre-Holocene and Holocene-era—not Indo-European—expansions have shaped the distinctive South Asian Y-chromosome landscape." (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1380230/)

রিসার্চ পেপারটির টাইটেল "Polarity and Temporality of High-Resolution Y-Chromosome Distributions in India Identify Both Indigenous and Exogenous Expansions and Reveal Minor Genetic Influence of Central Asian Pastoralists", নাম থেকেই স্পষ্ট মাইনর জেনেটিক ইনফ্লুয়েন্স অফ সেন্ট্রাল এশিয়া, এখন সেন্ট্রাল এশিয়ার ইনফ্লুয়েন্স যদি মাইনর হয় তো ভারতীয় সংস্কৃতির নির্মাণে সেই ইনফ্লুয়েন্স কোনও মেজর রোল প্লে করতে পারে না। কোনো

কোনো ঐতিহাসিক তাঁদের সাম্প্রতিক লেখায় কিছু আর্য Y-DNA চিহ্নিত করা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, যা সংঘমিত্রা ও সহযোগী বায়োলজিস্ট উল্লেখ করেছেন, "convenient but incorrect ...overly simplistic" বলে। খুব স্পষ্টভাবেই তাঁরা দেখিয়েছেন, "The influence of Central Asia on the pre-existing gene pool was minor. ...There is no evidence whatsoever to conclude that Central Asia has been necessarily the recent donor and not the receptor of the R1a lineages"। আমরা জানি যে R1a lineages অন্যভাবে হ্যাপলোগ্রুপ M17কে ডিনোট করে। এবং শুধু উত্তর ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীগুলিই নয় দ্রাবিড়িয়ান ভাষাগোষ্ঠীগুলিও ভারতের অটোকথনাস, এদেশেরই মূলবাসী, "Our data are also more consistent with a peninsular origin of Dravidian speakers than a source with proximity to the Indus..."। অর্থাৎ আরিয়ান ইনভেশান মাইগ্রেশানের পাশাপাশি দাবি বা তত্ত্ব (নামতঃ Parpola) যে, ইন্দাস সিভিলাইজেশান ছিল কেবল দ্রাবিড়িয়ান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের বসস্থান, সেটাও প্রমাণ করা যাচ্ছে না। দ্রাবিড়িয়ান জনগোষ্ঠীর উদ্ভব পেনিনসুলার ইন্ডিয়াতেই, যেখানে তাঁরা আছেন, তার চেয়ে খুব বেশি অপর রিজিওনে না।

অপর একজন বায়োলজিস্ট সংঘমিত্রা সাহু T. Kivisild ও ভি. কে. কশ্যপের মত ১১জন সহযোগী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নিয়ে একটি সার্ভে পরিচালনা করেছিলেন, এটাই ভারতের জেনেটিক রিসার্চের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সার্ভে। তাঁরা স্টাডি করেছিলেন ৯৩৬টি স্যাম্পেল ভারতীয় উপমহাদেশের মোট ৭৭টি জনগোষ্ঠীর থেকে, যার মধ্যে ৩২টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী। রিসার্চ আর্টিকেলটি "A prehistory of Indian Y chromosomes: Evaluating demic diffusion scenarios" প্রকাশিত হয় আমেরিকার National Academy of Sciences-এর জার্নাল 24 January 2006, vol. 103, No. 4 ইস্যুতে ৮৪৩ থেকে ৮৪৮ পাতায় (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1347984/)। লেখকগণ কোনও সন্দেহ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন, "The sharing of some Y-chromosomal haplogroups between Indian and Central Asian populations is most parsi-

moniously explained by a deep, common ancestry between the two regions, with diffusion of some Indian-specific lineages northward." সুতরাং এতদিন ভেবে আসা সাউথওয়ার্ড সেন্ট্রাল এশিয়ান ইনফ্লাক্স দানা বাঁধেনি ইন্ডিয়ান জিনে। ফ্লো ছিল অবশ্যই কিন্তু সেটা আউট অফ, নট ইনটু, ইন্ডিয়া। সেন্ট্রাল এশিয়া নয়, বরং সাউথ এশিয়াই হল সেই ক্রেডেল অফ সিভিলাইজেশান। সার্ভে রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, "The Y-chromosomal data consistently suggest a largely South Asian origin for Indian caste communities and therefore argue against any major influx, from regions north and west of India, of people associated either with the development of agriculture or the spread of the Indo-Aryan language family."।

সংঘমিত্রা সাহুর ডেটা এর আগের সার্ভেগুলিতে পাওয়া রিপোর্টকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে যে, "the caste populations of 'north' and 'south' India are not particularly more closely related to each other (average Fst value = 0.07) than they are to the tribal groups (average Fst value = 0.06)"। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, "Southern castes and tribals are very similar to each other in their Y-chromosomal haplogroup compositions."। এই রিপোর্ট আমাদের এযাবৎ কল্পনা যে, ট্রাইবরা 'আদি'বাসী, অন্যেরা ইনভেশান বা মাইগ্রেশানের ফল... ইত্যাদি— ধারণার বিপরীত। বস্তুত আজকের ভারতেকে আদিবাসী আর কে একটু পর থেকে, এটা বলা অসম্ভব।

ভারতীয় ডেমোগ্রাফিক কম্পোজিশান নিয়ে যে কটি মেজর সার্ভে এযাবৎ করা হয়েছে, আমরা সবকটি খতিয়ে দেখলাম। কোনও সার্ভেই উত্তর-দক্ষিণ দ্রাবিড়-আর্য কোনও ডিফারেন্স দেখায়নি, দেখায়নি কোনো ককেসয়েড বা সেন্ট্রাল এশিয়ান জিনপুল। যেমন কল্পনাপ্রণোদিত আরিয়ান ইনভেশান বা মাইগ্রেশান বা ট্রিকলডাউন কোনো লিঙ্গুইস্টিক, লিটেরারি, আর্কিওলজিক্যাল বা অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রেকর্ড রেখে যায়নি, জেনেটিক লেভেলেও এই তত্ত্ব অদৃশ্য।

কিন্তু, দুটো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বাকি আছে: ১) চেঞ্চুস উপজাতি দ্রাবিড়-স্পিকিং উপজাতি। সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি অস্ট্রো-এশিয়াটিক উপজাতিদের বিষয়ে আলাদা কোনও সার্ভে কি হয়েছে? ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়, তাদের সম্বন্ধে আমরা যা জানা যায় আলোচনা করেছি। কিন্তু, ডিএনএ রিপোর্ট কী? কোন অ্যান্সেস্ট্রি তারা ইনহেরিট করে? ২) ডিএনএ যদি প্রমাণ করে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ, দ্রাবিড় ও তথাকথিত আর্যদের মধ্যে জিনগত পার্থক্য নেই, তাহলে তাদের মধ্যে চেহারাগত পার্থক্যের ব্যাখ্যা কী? চেহারাগত পার্থক্য যে আছে, সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক

অস্ট্রো-এশিয়াটিক মানুষদের ব্যাপারে একটি মত আমরা পেয়েছি যা মূলত ভাষাতাত্ত্বিক ও আর্কিওলজিক্যাল ডেটার ওপর নির্ভরশীল। তা হল, "the Austrics had their origin in China, entered India through northeast corridor and then passed onto islands beyond. A strong support for this theory comes from the fact that almost all the Austro-Asiatic tribes are located in eastern and north-eastern-central India." (Kumar and Reddy, 2003, 509)— এই মতটি আমরা ভাষাতত্ত্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত লেখেছি। অপর মতটি হল, "the Austro-Asiatic speakers were another wave of migration from Africa to India and then to southeast Asia" (Kumar and Reddy, 2003, 509)। গুজরাতের Langhnaj-এর পাঁচমারি গ্রামে পাওয়া ফসিল স্পেসিমেন ২০০০ সালে উত্তরপূর্ব আফ্রিকায় Kennedy-র পাওয়া ফসিল তুলনা করে দেখা যায়, তারা একই প্রকার। এই একই প্রকার অ্যাস্ট্রালয়েড-টাইপ স্কাল পেয়েছেন Sergent ১৯৯৭-তে ইরাণ ও মেসোপটেমিয়ায় (Kumar and Reddy, 2003, 509)। শুধু আর্কিওলজিক্যালি এই যে এই মাইগ্রেশান চিহ্নিত করা হয়েছে তা-ই নয়। জেনেটিক সার্ভেও এব্যাপারে একই তথ্য দিয়েছে, "An early wave of migration into India, actually from Africa through India, to southeast Asia has also been proposed using nuclear DNA microsatellite markers and Y

-chromosomal DNA markers. This view is reinforced by the fact that the 9bp deletion, which was hypothesized to have arisen in Central China and radiated out from this region to southeast Asia, is absent in most Indian populations and present in low frequency in southeast Asia." (Kumar and Reddy, 2003, 509)। এবং এই তথ্য মোতাবেক অস্ট্রো-এশিয়াটিক ট্রাইবদের মাইগ্রেশানের দক্ষিণ-পশ্চিম চিন থেকে ভারত ইত্যাদি যে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, তা আর গ্রহণযোগ্য থাকছে না। বদলে ভাবতে হচ্ছে ঠিক উলটোটাই সত্যি। মনে হয়, ইতিহাস রচনায় ভাষাতাত্ত্বিকদের গত দুই শতাব্দীর একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান হতে চলেছে এই শতাব্দীতেই, আর তা করবে জেনেটিক্স-ই।

দক্ষিণীদের ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স

মানুষের ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ক্র্যানিওমেট্রি কিংবা ফ্রেনোলজি এর ব্যাখ্যা দিয়ে ফেলেছিল দেড় শতাব্দী আগে। আজ ফ্রেনোলজি যখন বিজ্ঞান বলে অস্বীকৃত, ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স-এর ব্যাখ্যা কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর বায়োলজির যেকোনো ছাত্রের কাছে অনায়াসসাধ্য, কিন্তু সাধারণ একজন পাঠকের জন্য এক দুলাইন বলা প্রয়োজন। আমরা জানি, ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড, ডিএনএ ক্রোমজমের প্রধান ধারক হিসেবে প্রায় প্রতিটি জীবন্ত কোষের মধ্যে গ্রোথ ডেভেলেপমেন্ট ফাংশনিং ও রিপ্রোডাকশানের সমস্ত তথ্য বহন করে। এবং সাধারণ অবস্থায় একটি gene mutation ঘটতে প্রায় ৫০০টি প্রজন্ম চলে যায়। কিন্তু, জিন মিউটেশান ব্যতিরেকে প্যারেন্টদের অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা বাহিত হতে পারে। যে পদ্ধতিতে এটা সম্পন্ন হয়, তাকে বলে epigenetic inheritance । অর্থাৎ, "a parent's experiences, in the form of epigenetic tags, can be passed down to future generations"[7]। genome পরিবর্তন হয় র‍্যানডম মিউটেশান ও ন্যাচেরাল সিলেকশানের মাধ্যমে অত্যন্ত ধীর গতিতে, বহু প্রজন্ম লেগে যায় একটা জেনেটিক ট্রেইটকে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণ হয়ে উঠতে, "The epigenome, on the other hand, can change rapidly in response to signals from the environ-

ment."[8]। এবং এই এপিজিনোম কিন্তু ফ্লেক্সিবল, অর্থাৎ যদি সে প্রাকৃতিক কারণে একজন মানুষের চেহারায় পরিবর্তন আসছে ও সেই পরিবর্তন পরবর্তী প্রজন্ম বহনও করছে; কিন্তু, সেই প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন হলে, চারটি প্রজন্ম পর, চেহারা আগের মত হয়ে উঠবে। মানে, "Epigenetic inheritance may allow an organism to continually adjust its gene expression to fit its environment—without changing its DNA code."[9]। ডিএনএ কোড না বদলেই এপিজিনোম মানুষের বহিঃরঙ্গে পরিবর্তন দেখাতে পারে। বহিঃরঙ্গে পরিবর্তন দেখার জন্য মোটামুটি কত সময় লাগে? যখন "three generations are directly exposed to the same environmental conditions at the same time. An epigenetic effect that continues into the 4th generation could be inherited and not due to direct exposure "[10]। ভাষাতত্ত্ব তথা আর্কিওলজিক্যালি প্রমাণিত একদা দ্রাবিড়ভাষী জনগণ বসবাস করত উত্তর ভারতের সিন্ধ, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে। হরপ্পান টাইমেও তারা ছিল। David McAlpin-এর বিতর্কিত এলামো-দ্রাবিড়িয়ান থিওরি, যাতে দেখানো হচ্ছে, দক্ষিন-পশ্চিম ইরাণের এলাম প্রদেশের অধুনা অবলুপ্ত এলামাইট ভাষাভাষী লোকজন ও ভারতের দ্রাবিড়গণ একই পরিবারভুক্ত, যদি সত্যি না হয়, জেনেটিক্যালি দ্রাবিড়-আর্য বিভাজন প্রতিষ্ঠা করতে না পারার প্রেক্ষিতে, আমাদের ভাবতে হবে উত্তর দক্ষিণ যে স্থানেই এরা যখনই বসবাস করুক, কোনও এক সুদূর অজানা সময়ে এরা ভিন্ন ছিল না। পরে প্রকৃতি বদলে দিয়েছে চেহারা, দূরত্ব বদলেছে ভাষা। Kamil Zvelebil, Georgiy Starostin, Bhadriraju Krishnamurti প্রমুখ স্কলার David McAlpin-এর এলামো-দ্রাবিড়িয়ান থিওরি অপ্রমাণ করেছেন। Georgiy Starostin অস্বীকার করেছেন জেনেটিক রিসার্চের দ্বারা (Starostin, 2002, 147–170)। Bhadriraju Krishnamurti দেখিয়েছেন, "Many of the rules formulated by McAlpin lack intrinsic phonetic/phonological motivation and appear ad hoc, invented to fit the proposed correspondences" (Krishnamurti, 2003, 44)। অর্থাৎ, Krishnamurti-র অভিযোগ মোতাবেক, স্বকপোলকল্পিত আপাত অ্যালোফোনিক শব্দের কাকতালীয় মিলকে McAlpin তত্ত্ব আকারে পেশ করেছেন। এটা ঠিক যে, Caldwell

-এর তত্ত্ব মোতাবেক দ্রাবিড়িয়ান ভাষাগুলিকে অন্য ভাষাপরিবারের সদস্য বলেই আমরা ভাবতে শিখেছি, এবং সেই ভাবার গুরুতর কারণও আছে। কিন্তু, জাপানি ভাষার সঙ্গে, কিংবা এলামাইট ভাষার সঙ্গে কয়েকটি মাত্র আপাত মিল খুঁজে পেয়ে যেরকম নতুন নতুন থিওরি উঠে এসেছে গত এক শতাব্দী জুড়ে, সেরকমভাবে দ্রাবিড় ভাষাগুলির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার মিল খোঁজার চেষ্টা হলে, সংস্কৃতকে দ্রাবিড়িয়ানের অপত্য— এরকমও দেখান যায়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক R. Swaminatha Aiyar ১৯৭৫-এ প্রকাশিত বই "Dravidian Theories"-এ দেখিয়েছেন, বর্তমানে অধিক প্রচলিত শব্দটির বদলে যদি তামিল ও সংস্কৃত ভাষা থেকেই অন্য একটি শব্দকে বিকল্প হিসেবে খোঁজা হয় তো সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষার মধ্যেও McAlpin-টাইপ কিছু মিল খুঁজে পাওয়াই যায়:

Object	Sanskrit	Tamil	Proposed Sanskrit forms of Aiyar
hair	keśa	mayir	śmaśru (Skt)
Mouth	mukha	vāya	vāc (Skt)
Ear	karṇa	śevi	śrava śravika (Skt)
Hear	śru	kēḷ keṇ (Tuḷu)	(ā) karṇ (Skt)
Eat	bhakṣ	tiṉ tu	tṛṇu, tṛ (skt)
Walk	car	ēg-u, śel	yā, car (Skt)
Night	nak	ira, irabu	rā-tri (Skt)
Mother	matṛ	āyi	yāy (Paiśācī)
Tiger	vyāghra	puli	vēṅgai (Tamil)
Fire	agni	tī	tējas, tij (Skt)

Village	grā	ūr	pura (Skt)
Hill	parvata	malai	poruppu (Tamil)

(Aiyar, 1975, 18-19)

আইয়ারের তালিকায় দেখছি, পর্বতের প্রচলিত তামিল প্রতিশব্দ 'মালাই'-এর পরিবর্তে 'পরুপ্পু' হলেও হতে পারে পর্বতের ওয়ার্ড-স্টেম, কিংবা সংস্কৃত 'গ্রাম' শব্দটির বদলে 'পুর' শব্দটিকে ধরলে তামিল শব্দ 'উর' সঙ্গে এর সম্পর্কের নিদান দেওয়া যায়। এব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা যদি কখনও হয় তো, যে ফলাফল হাতে আসবে, হয়তো কখনও দেখব, সুদূর অজানা কোনো অতীতে দ্রাবিড় ও সংস্কৃত কোনো একটাই শিকড় থেকে আসা; কিংবা এদের সম্পর্ক বহুদিনের, যতদিনের খবর আমাদের হাতে নেই। এক ছিল না, পাশাপাশি ছিল দুই পরিবার? জানা হয়তো সম্ভব হবে না।

আশা করতে পারি যে, ভবিষ্যতে জেনেটিক্স, ক্লাইমেটলজি, এগ্রিকালচার ও লিঙ্গুইস্টিকস একত্রে আলোচনা করার স্কলারদের দেখা আমরা পাব। যাঁরা তাঁদের সৎ পরিশ্রমের মাধ্যমে অতীতের প্রেজুডিসগুলি কাটিয়ে উঠে ইতিহাসের চর্চায় নতুন আলো দেখাবেন। এবং এটা কোনো দুরাশা নয় কেননা, Lluis Quintana-Murci, Vincent Macaulay, Stephen Oppenheimer, Michael Petraglia'র মত বিশ্বমানের এক্সপার্টরা সাজেস্ট করছেন যখন হোমো-স্যাপিয়েনস আফ্রিকা থেকে ফার্স্ট টাইম মাইগ্রেট করেছিল, তারা পৌঁছেছিল সাউথ-ওয়েস্ট এশিয়ায় আজ থেকে ৭৫০০০ বছর আগে। আর পরবর্তী মাইগ্রেশান আজ থেকে ৫০০০০ বছর আগে পপুলেট করেছিল মিডল-ইস্ট ও ইওরোপ। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতের জ্বালাপুরমে ২০০৭ সালের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে এই অনুমানকে কনফার্ম করে। 'দ্য হিন্দু' ৯ জুলাই, ২০০৭এ প্রকাশিত রিপোর্ট: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/modern-humans-reached-india-early/article1869260.ece.। অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল জেলার জ্বালাপুরমে খননকার্যে উঠে আসা তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে টোবা সুপার ভলক্যানিক ইরাপশানের আগেই মানুষ বসতি ছিল দক্ষিণ ভারতে। আমরা জানি আজ থেকে ৭৪,০০০ বছর আগে

সুমাত্রার টোবা অগ্ন্যুৎপাত ছিল গত কুড়ি লক্ষ বছরের সবচেয়ে বড় অগ্ন্যুৎপাত। রবি করিসাত্তার, ধারবাদের কর্ণাটক ইউনিভার্সিটি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক, যিনি দীর্ঘ পাঁচবছর এই খননকার্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, উল্লেখ করছেন যে, সুমাত্রার সেই অগ্ন্যুৎপাতের ছাই এসে পৌঁছেছিল এমনকি ভারতেও। এই খননকার্যে পাওয়া স্টোন টুলস পাওয়া গেছে এই ছাইয়ের স্তরের নীচে। অর্থাৎ এখানে মনুষ্যবসতি তারও আগে। দ্য হিন্দুতে প্রকাশিত খবরে জানানো হচ্ছে যে, এই অঞ্চলে পাওয়া স্টোন টুলসের সঙ্গে অ্যাফ্রিকার মিডল স্টোন টুলসের যে মিল তা ইউরেশিয়ায় পাওয়া স্টোন টুলসের থেকে অনেক বেশি। খবর অনুযায়ী, Dr. Petraglia, যিনি ছিলেন এই খননকার্যে রবি করিসাত্তারের অন্যতম সহযোগী, উল্লেখ করছেন, "So what we are saying is that modern humans probably dispersed from Africa into India at a very early date, earlier than anyone has suggested before"। K. Thangaraj, অন্যতম প্রত্নতত্ত্ববিদ, যিনি এই খননকার্যে যুক্ত ছিলেন, মনে করেন, "India has a played a key role in the migration of modern humans out of Africa"। অপর দিকে তাঁরই লেখা 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য একটি নিবন্ধে কে থাঙ্গরাজ উল্লেখ করেছেন, আন্দামানের একটি উপজাতির জিন ৫০ থেকে ৭০ হাজার বছর আগের মাইগ্রেশানকে কনফার্ম করে।

William F. Allman, ডিসকভারি চ্যানেলের ওয়েবসাইট ২১ অগাস্ট ২০০৪-এ "Eve Explained: How Ancient Humans Spread Across the Earth" নামক একটি রচনায় বলছেন, "indeed, nearly all Europeans — and by extension, many Americans — can trace their ancestors to only four mtDNA lines, which appeared between 10,000 and 50,000 years ago and originated from South Asia"। ২০০৩ সালে "Out of Eden: The Peopling of the World" নামক বইতে Stephen Oppenheimer আউট অফ অ্যাফ্রিকা হিউম্যান মাইগ্রেশানগুলির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর গবেষণা অনুয়ারি, "For me and for Toomas Kivisild, South Asia is logically the ultimate origin of M17 and his ancestors; and sure enough we find the highest rates and

greatest diversity of the M17 line in Pakistan, India, and eastern Iran, and low rates in the Caucasus. M17 is not only more diverse in South Asia than in Central Asia, but diversity characterizes its presence in isolated tribal groups in the south, thus undermining any theory of M17 as a marker of a 'male Aryan invasion' of India. One estimate for the age of this line in India is as much as 36,000 years while the European age is only 23,000. All this suggests that M17 could have found his way initially from India or Pakistan, through Kashmir, then via Central Asia and Russia, before finally coming into Europe" (Oppenheimer, 2003 page 152)। ইওরোপ মধ্য এশিয়া ও ভারতের ভাষাগত সম্পর্কের ভিত্তি হয়তো লুকিয়ে আছে এই একই সূত্রে। হয়তো, এখানেই আছে ইন্দো-ইওরোপিয়ান সমস্যার মূল সমাধান, হয়তো ভাষাগত মিল সেই অ্যাফ্রিকান কমিউনিটির মানুষদের থেকেই আসা।

১৬ই জুন ২০১৭ ভারতের বহুল প্রচারিত ডেইলি দ্য হিন্দুতে বিজনেসওয়ার্ল্ডের প্রাক্তন এডিটর টনি জোসেফের লেখা একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। আর্টিকেলটির শিরোনাম, "How genetics is settling the Aryan migration debate", যেখানে তিনি দাবি করেন, "did Indo-European language speakers, who called themselves Aryans, stream into India sometime around 2,000 BC – 1,500 BC when the Indus Valley civilization came to an end, bringing with them Sanskrit and a distinctive set of cultural practices? Genetic research based on an avalanche of new DNA evidence is making scientists around the world converge on an unambiguous answer: yes, they did." টনি জোসেফের আর্টিকেলটির সবচেয়ে বড় গুণ বা দোষ হল, তিনি খুব জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, এযাবৎ mt-DNA বেসড সমস্ত জেনেটিক রিসার্চ ভারতীয় উপমহাদেশের জিনপুল নিয়ে যে তথ্য দেয় 'New Y-DNA data has turned that conclusion upside down, with strong evidence of external infusion of genes

into the Indian male lineage during the period in question'। প্রথম কথা Y-DNA ডেটা এই ফিল্ডে নতুন নয়, আমরা তার পরিচয় এই অধ্যায়েই ইতিপূর্বে পেয়েছি। বোঝা যায়, লেখকের কাছে সেই সমস্ত রিসার্চের ডেটা এভেইলেবল নয়। যাইহোক, আরও গুরুতর কিছু বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, বর্তমানে আইআইটি গান্ধীনগরের অধ্যাপক, আর্কিওলজিকাল সায়েন্স সেন্টার ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিকাল রিসার্চের সদস্য Michel Danino। (লেখকদ্বয়ের পরিচয় এভাবেই দেওয়া আছে কাগজে)। ২৯শে জুন ২০১৭ দ্য হিন্দুতেই সেই আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৯শে জুন ২০১৭ স্বরাজ্য পত্রিকায় টনি জোসেফের রচনাপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করেন অনীল কুমার সুরি । আর একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা লিখেছেন Koenraad Elst (http://www.pragyata.com/mag/genetics-and-the-aryan-invasion-debate-367), অপর উল্লেখযোগ্য সমালোচনাটি লিখেছেন A.L. Chavda (http://indiafacts.org/propagandizing-aryan-invasion-debate-rebuttal-tony-joseph/)। স্বরাজ্য পত্রিকাটি পাঠকের জ্ঞাতার্থে জানাই একটি রাইট-উইং ম্যাগাজিন। অন্যদিকে দ্য হিন্দুও একটি লেফট-উইং কাগজ। দ্য হিন্দু Kasturi & Sons Limited-এর দ্বারা পরিচালিত একটি কাগজ, N. Ram, the current chairman of Kasturi & Sons Limited, and the publisher of The Hindu, was the vice-president of the Students' Federation of India, the students wing of the CPI(M) (Wikipedia)। ফলে আর লেফট রাইট না ভেবে আমরা বরং জোসেফের আর্টিকেল ও তার সমালোচনাগুলির দিকে দৃকপাত করতে পারি।

জোসেফ যাকে 'New Y-DNA data' বলছেন, যার ভিত্তিতে এই উপমহাদেশে একটি সম্ভাব্য মেল-মাইগ্রেশান ঘটতে পারে বলে খুব জোরের সঙ্গে জানাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা প্রকাশিত হয়েছিল 'Genome Rearch' নামক ম্যাগাজিনে 'Genetic Evidence on the Origins of Indian Caste Populations' নামক একটি পেপারে ২০০১-এর ৮ই মে। এই গবেষণাটি যাঁরা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন Toomas Kivisild ও Richard Villems। ২০০১-এর পেপারে, তাঁরা অনুমান করেছিলেন যে, R1a haplogroup (M17) হতে পারে আলোচ্য

মেল-মাইগ্রেশানের প্রধান চিহ্ন। কিন্তু Richard Villems, Toomas Kivisild, Mait Metspalu, Estonian Biocentre প্রমুখ বিজ্ঞানী ২০০৬-এ আর একটি বিস্তৃত গবেষণায় এই অনুমান ভুল প্রমাণ করেন। সেই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল A prehistory of Indian Y chromosomes: Evaluating demic diffusion scenarios নামক একটি পেপারে, যা প্রকাশ করেছিল PNAS বা Proceedings of the national Academy of Science of the United States of America, ২৪শে জানুয়ারি ২০০৬। সেই গবেষণায় তাঁরা জানান, বরং ওয়েস্ট এশিয়ার জিনপুল ভারতের বর্তমান কাস্ট পপুলেশানে চিহ্নিত করা যায়, কোনও মিডল এশিয়ান জিনপুল নয়, তাঁদের গবেষণার কনক্লুশানে তাঁরা বর্তমানে বিতর্কিত R1a হ্যাপলোগ্রুপের অরিজিন নিয়েও স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন,

It is not necessary, based on the current evidence, to look beyond South Asia for the origins of the paternal heritage of the majority of Indians at the time of the onset of settled agriculture. The perennial concept of people, language, and agriculture arriving to India together through the northwest corridor does not hold up to close scrutiny. Recent claims for a linkage of haplogroups J2, L, R1a, and R2 with a contemporaneous origin for the majority of the Indian castes' paternal lineages from outside the subcontinent are rejected, although our findings do support a local origin of haplogroups F* and H. Of the others, only J2 indicates an unambiguous recent external contribution, from West Asia rather than Central Asia. The current distributions of haplogroup fre-

> quencies are, with the exception of the O lineages, predominantly driven by geographical, rather than cultural determinants. Ironically, it is in the northeast of India, among the TB groups that there is clear-cut evidence for large-scale demic diffusion traceable by genes, culture, and language, but apparently not by agriculture.

সুতরাং টনি জোসেফ যাকে নতুন ডেটা বলছেন, তা একটি অলরেডি রিফিউটেড অনুমান। Martin Richards-এর যে 'টাইট' পেপারটি জোসেফ উল্লেখ করছেন, তা কিন্তু জেনেটিক্সের কোনো স্ট্যান্ডার্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে একটি অনলাইন ওপেন-অ্যাকসেস জার্নালে। আর জোসেফের নিজের পেপারটি তো প্রকাশিত হয়েছে একটি নিউজ ডেইলিতে।

এবার R1a হ্যাপলোগ্রুপ সম্বন্ধে, একটি ইন্টারেস্টিং তথ্য হল, ভারতে দ্রাবিড়িয়ান স্পিকিং উপজাতি চেঞ্চু, অস্ট্রিক স্পিকিং সাহারিয়া উপজাতির মধ্যে বহুলপরিমাণে এই জিন পাওয়া যায়। এই তথ্য আমরা পাচ্ছি, PNAS-এ ২০০৬-এ প্রকাশিত Richard Villems, Toomas Kivisild, Mait Metspalu, Estonian Biocentreদের গবেষণাপত্রে। জোসেফের নিজের আর্টিকেলই দেখাচ্ছে ভারতে উপস্থিত R1a হ্যাপলোগ্রুপের যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায়, তারা Z93 সাব-হ্যাপলোগ্রুপের অন্তর্ভুক্ত, যাকে বলা যায় ইওরোপিয়ান R1a হ্যাপলোগ্রুপের সাব-হ্যাপলোগ্রুপ Z282-এর একটি কাজিন। এদের কমন অ্যান্সেস্ট্রি মিউটেট করেছে জোসেফের আর্টিকেল থেকে কোট করলে ৫,৮০০ বছর আগে, মানে ৩,৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আশেপাশে। জোসেফের নিজের রচনা থেকে কোট করলে, "The study found "the most striking expansions within Z93 occurring approximately 4,000 to 4,500 years ago"। মানে ২,৫০০ থেকে ২,০০০ বিসিই, জোসেফ জানাচ্ছেন, সে সময় 'হরপ্পান সিভিলাইজেশান ওয়জ ফলিং অ্যাপার্ট'। ঘটনা মোটেই তা নয়, এই সময়টাই হরপ্পান সিভিলাইজেশানের ম্যাচিওর ফেজ, যা শুরু হয়

১,৫০০ বিসিই নাগাদ। অর্থাৎ জোসেফ ভাল বিজনেস এক্সপার্ট, কিন্তু ইতিহাসে তাঁর হোমওয়ার্ক যথেষ্ট নয়। দা হিন্দু কেন একজন বিজনেস-এক্সপার্টকে দিয়ে এই বিষয়ে লেখাল, এবং ফ্যাক্ট-চেকিং না করেই, সেই প্রবন্ধ প্রকাশ করল, তা অবশ্যই প্রশ্নের উদ্রেক করে। এবার ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে R1a সাব-হ্যাপলোগ্রুপের Z93-এর উপস্থিতি কী করে প্রমাণ করে যে, এই জিনের অনুপ্রবেশ ইন্ডিয়াতে হয়েছিল ১,৫০০ বিসিই নাগাদ, যখন এই জিন উপস্থিত ভারতের নন-ইন্দো-ইওরোপিয়ান স্পিকিং জাতি যেমন চেঞ্চু বা সাহারিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে? জোসেফ Marina Silva-এর যে গবেষণাপত্রের ওপর নির্ভর করে তাঁর সিদ্ধান্ত করেছেন, সেখানে ভারতের কাস্ট পপুলেশানের জিন-স্যাম্পলিং হওয়ার উল্লেখ থাকলেও, উপজাতিগুলি তাঁদের স্যাম্পলিং-এর বাইরে থেকে গেছে। উক্ত গবেষণাটির আর একটি গুরুতর দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মিচেল ড্যানিনু তাঁর ২৯শে জুন ২০১৭-এ দ্য হিন্দুতে প্রকাশিত আর্টিকেলে, "Silva et al.'s study sequenced very few new genomes of the Subcontinent's populations; rather, it revisited older samples with new techniques (about 1,500 for their mtDNA study and 850 for their genome-wide study"। অর্থাৎ, তাঁদের নতুন গবেষণার জন্য জিন সামপ্লিং করেননি নিজেরা, পূর্বেকার সংগৃহীত স্যাম্পলগুলি, তাঁরা নতুন টেকনলজিতে পরীক্ষা করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা যা করেছেন, তা আরও মজার। দ্য হিন্দুতে প্রকাশিত ড্যানিনুর সমালোচনা থেকে কোট করলে, "the paper (see its Fig. 2) inherits from earlier studies serious inconsistencies in categorising the samples, grouped sometimes regionally ("Sindhi", "Bengali from Bangladesh", "Gujarati from Houston", "Indian Telugu from UK", with no further details), sometimes caste-wise ("Kshatriya", "Low-caste South" and "Central", "Brahmin South" and "Central", again without further details), and sometimes religion-wise ("Muslim", with no geographical precision)."। সামপ্লিং-এর ব্যাপারে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, "the study had no samples whatsoever from several major Indian States (Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Bihar, West Bengal,

Odisha, Maharashtra, Tamil Nadu and a few Northeastern States), while other States (Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Kerala) were represented by a single population."। অর্থাৎ খুব পরিষ্কারভাবেই, এরকম কাজচলাগোছের স্যামপ্লিং-এর ভিত্তিতে পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে খুব র‍্যাডিক্যাল কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা সম্ভবও নয়। জেনেটিক্সের গবেষণায় R1a হ্যাপলোগ্রুপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের সাফল্য এখনও পর্যন্ত যতদূর, তার ভিত্তিতেই বস্তুত এই মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসেনি। Peter A Underhill-এর ২০১৪তে European Journal of Human Genetics-এর ২০১৪ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত "The phylogenetic and geographic structure of Y-chromosome haplogroup R1a" শীর্ষক যে গবেষণাপত্র থেকে টনি জোসেফ তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, সেই পত্রের কনক্লুশানে লেখকগণ তাঁদের গবেষণা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে যে সতর্কতা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন, লেখক টনি জোসেফ তাকে বেমালুম বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, এত জোরের সঙ্গে আর্য আগমন সংক্রান্ত প্রশ্নে ঘোষণা করেছেন, 'yes, they did'। দে ডিড অর নট, জোসেফ সেটা বলার অথরিটি নন। কারণ, গবেষণা তাঁর নিজের নয়। আর গবেষকরা যখন জানাচ্ছেন, তাঁদের গবেষণা থেকে এরকম কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না, তো জোসেফের মত একজন সেকেন্ডারি লেখক ডেইলি নিউজপত্রের আর্টিকেলে এরকম ঘোষণা করতে পারেন না। কনক্লুশানে Peter A Underhill-এর সতর্কতা, "However, our data do not enable us to directly ascribe the patterns of R1a geographic spread to specific prehistoric cultures or more recent demographic events. High-throughput sequencing studies of more R1a lineages will lead to further insight into the structure of the underlying tree, and ancient DNA specimens will help adjudicate the molecular clock calibration. Together these advancements will yield more refined inferences about pre-historic dispersals of peoples, their material cultures, and languages."।

জোসেফ দাবি করেছেন, জেনেটিক্স আর্যতর্কের পরিসমাপ্তির পথে সহায়ক হবে। বিষয়টা যেটুকু খতিয়ে দেখলাম, তাতে করে বলা যায়, পরিসমাপ্তি নয়, বরং নতুন করে তর্ক উসকে দেবে এই আর্টিকেল। দিয়েছেও ইতিমধ্যে। অবশ্য, এক হিসেবে এটা ভাল। কারণ, খুব শুরুর অংশটা ছেড়ে দিলে, আর্য-প্রপোনেন্টরা মূলত জেনেটিক রিসার্চের ফলাফলগুলি এবং নানান অজুহাতে অস্বীকার করে এসেছিলেন। এখন তাঁরাই জেনেটিক্সের ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছেন, এটা ইতিবাচক। ২০০১-এর পর ২০০৬-এর গবেষণা Y-DNA ডেটার ভিত্তিতে নেওয়া পূর্বেকার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছিল। এবং এযাবৎ কেউ ২০০৬-এর সেই গবেষণার ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করেননি। ২০১৪-র গবেষণার পর ২০১৫তে আর একটি গবেষণা হয়েছিল, আমরা এই অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করব। এপর্যন্ত এই তর্ক থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, লিঙ্গুইস্টিক্সের মতই, জেনেটিক্সও এক্সপার্ট লেখকদের সাহিত্য রচনার অবকাশ দেয়। পূর্বেকার সাম্পল ব্যবহার করে, সম্পূর্ণ বিপরীত রেজাল্ট দেখানোর দাবি এখানেও করা যায়। টনি জোসেফ তো মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা উপভোগ করেছেন। তিনি পূর্বেকার বিভিন্ন গবেষকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ইমেল-এক্সচেঞ্জের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনও লেখকেরই বক্তব্য কোট করেননি। যাঁদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন, ও আর্টিকেলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন বিজ্ঞানী Gyaneshwer Chaubey, যিনি ছিলেন পূর্বোল্লিখিত ২০০৬-এর গবেষণার ক্রিটিক্যাল অ্যাডভাইজার, অনীল কুমার সুরিকে জানিয়েছেন যে, তাঁর বক্তব্য জোসেফ মিসকোট করেছেন, যাতে অর্থবিকৃতি ঘটেছে। জোসেফ নিউ ইয়র্ক টাইমসের লেখক রাজীব খানের বক্তব্যকে তাঁর তর্কের সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন। রাজীব খান নিজেই এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য নন। কারণ ২০১৫-র ১৯শে মার্চ নিউ ইয়র্ক টাইমসের New York Times drops Razib Khan শীর্ষক একটি রিপোর্টিং থেকে আমরা জানতে পারছি, "The New York Times has terminated its contract with one of its new online opinion writers after a Gawker article highlighted the writer's previous association with racist publications, according to that writer's Twitter account." ।

বিজনেস ওয়ার্ল্ডের প্রাক্তন সম্পাদক টনি জোসেফ কিছু গবেষণা থেকে চেরি-পিকিং করে ডেইলি নিউজ পেপারে একটি আর্টিকেল লিখলেও, সেই আর্টিকেল নেটিজেন পাঠকের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও, তিনি যে আসলে অন্তত যে জেনেটিক্সের মত এরকম হার্ড-সায়েন্টিফিক ডিসিপ্লিন নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর যোগ্যতা রাখেন না, জেনেটিক্সে তাঁর যে এমনকি সাধারণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তা তাঁর একটি লাইন থেকেই স্পষ্ট হবে। R1a হ্যাপলোগ্রুপ নিয়ে তাঁর মজাদার একটি লাইন এরকম, "So far, we have only looked at the migrations of Indo-European language speakers because that has been the most debated and argued about historical event. But one must not lose the bigger picture: R1a lineages form only about 17.5 % of Indian male lineage, and an even smaller percentage of the female lineage." । বায়োলজির একজন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্ররও জানার কথা যে, R1a একটি Y-chromosomal, patrilineal (male-only) হ্যাপলোগ্রুপ, আর ফিমেলদের, যাদের কিনা দুটি X-chromosome আছে, তাদের Y-chromosome অনুপস্থিত।

সুতরাং, জোসেফের রচনা নিয়ে আর একটাও বাক্য খরচ করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু, তাঁর আলোচনায় তথ্যের সোর্স অপর একটি পেপার সামান্য আলোচনার দাবি রাখে। Marina Silva প্রমুখ বিজ্ঞানীর "A genetic chronology for the Indian Subcontinent points to heavily sex-biased dispersals", BMC Evolutionary Biology নামক একটি পিয়ার-রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত ২৩শে মার্চ ২০১৭-এ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পিয়ার-রিভিউইং-এর কার্যকরিতা নিয়ে অলরেডি প্রশ্ন আছে। পিয়ার-রিভিউইং সিস্টেম সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকগণ ইন্টারনেটে খানিক স্টাডি করে নিন। দেখুন, এমনকি কিছু নোবেল-উইনিং পেপারও পিয়ার-রিভিউইং-এ গ্র্যান্ট পায়নি, যখন বহু ভুলে ভরা অনুল্লেখনীয় গবেষণাপত্র পিয়ার-রিভিউইং-এ জনপ্রিয় হয়েছে। এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নেও যদি কেউ গণতান্ত্রিকতার দাবি তোলেন, তাহলে, জ্ঞানচর্চা সেখানেই শেষ। যাইহোক, আমরা জানি যে, কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশের পর তাকে স্বীকৃতির জন্য, ফ্যাক্ট-চেকিং-এর টাইমটুকু দিতে হয়। এমনকি এত যে

বিখ্যাত আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিয়েলিটিভিটি, তাকেও স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল অন্তত চার বছর। ১৯১৫ সালে এই সংক্রান্ত গবেষণা প্রকাশিত হবার পর, এই থিওরি জনসমক্ষে আলোচিত হয়েছিল ১৯১৯-এ। সেখানে চলতি বছরে মার্চ মাসের শেষে প্রকাশিত একটি গবেষণার ওপর নির্ভর করে জোসেফ জুন মাসে গত দুশো বছর ধরে চলা আর্যতর্কের সমাধান করছেন। প্রশ্ন হল এত তাড়া কীসের, যদি উদ্দেশ্য হয় জ্ঞানচর্চা বা ইতিহাস? নাকি পুরোটাই রাজনৈতিক?

Marina Silva'র স্যাম্পলিং-এর দুর্বলতা আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। একরম কাজচলাগোছের স্যামপ্লিং-এর দ্বারা Marina Silva R1a হ্যাপলোগ্রুপের অরিজিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কিন্তু তার অব্যবহিত পূর্বের এই একই সংক্রান্ত মেজর গবেষণাগুলির নুন্যতম উল্লেখও করছেন না। এ সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় গবেষণাটি করেছিলেন মাত্র ২০১৫ সালে, প্যারিসের ইন্সটিট্যুট অফ মলিকুলার অ্যান্থ্রোপলজির অধ্যাপক Gérard Lucotte। "The Major Y-Chromosome Haplotype XI – Haplogroup R1a in Eurasia" নামক এই পেপারটি প্রকাশিত হয়েছে Hereditary Genetics। মোট ৬৬৪৩টি male DNA স্যাম্পলিং ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিল এই রিসার্চ। উদ্দেশ্য ছিল 'to construct a complete genetic map of the haplotype XI-R1a-M420 haplogroup'। হ্যাপলোটাইপ XI হল R1a-M420-এর ইকুইভালেন্ট। এবার তাদের গবেষণার যে ফলাফল, তা R1a হ্যাপলোগ্রুপ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারে, ম্যাপটি পরের পাতায়।

> On the map... each point represents the approximate geographic locations of the populations studied. Maximal haplotype XI values reported ...correspond to peaks in the landscape of haplotype XI frequencies; four of such peaks are visible on the map: three in Europe (Kew, 44%; Moscow, 43.9%; Hungary, 40.7%) and one-the highest-in

Punjab (61.3%). Around these peak 'areas, there are apparent clines of decreasing haplotype XI frequencies. Between the two blocks (Punjab, and the other three peaks in Europe) of higher frequencies, the intermediate geographic region (Caucase, East of Turkey, some part of the Balkans, Iraq, Iran, Afghanistan, Syria and the Near-East, Alexandria, and until Libya) shows relatively low haplotype XI frequency values. It is in the occidental part of Europe and in the rest of North-Africa that the haplotype XI frequencies are the lowest.

এই হল এই হ্যাপলোগ্রুপের বর্তমান ডেনসিটি। এর অতীত কী? গবেষক এখানে এই হ্যাপলোগ্রুপের মিউটেশান নিয়ে এককথায় যা বলেছেন, তা বুঝতে কারও অসুবিধা থাকতে পারে না, "The haplogroup R1a arose in Central Asia (apparently in South Siberia and/or neighboring regions) around 20 Kyears; not later than 12 Kyears bearers of R1a1 already was in the Hindustan, then went across Anatolia and the rest of Asia Minor apparently between 10 and 9 Kyears, and around 9-8 Kyears they arrived to the Balkans and spread over Eastern Europe to the British Isles."। Silva যাকে ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষা বা সোজা করে বললে, আর্যজাতির বিস্তারের সঙ্গে এক করে দেখাতে চাইছেন, তার শুরু ২০,০০০ বছর আগে সেন্ট্রাল এশিয়ায়। গত ১২,০০০ বছর ধরে তা ভারতে উপস্থিত। তারপর অ্যানাতলিয়া ও বাকি এশিয়া মাইনর, ১০,০০০ থেকে ৯,০০০ হাজার বছর আগে, তারপর ৯-৮ হাজার বছর আগে বালকানস এবং সেখান থেকে পূর্ব ইওরোপ ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। R1a ও R1b-এর কমন অ্যান্সেস্ট্রি R1-এর মিউটেশান? "According to recent estimations based on whole Y-chromosome sequences and using a rate of one SNP per

122 years [22], it was estimated that the bifurcation of R1 into R1b and R1a had occurred ≈ 25,100 years ago."।

অবশ্যই আর্য সমস্যার সমাধানে জেনেটিক রিসার্চগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু, একমাত্র ভূমিকা নয়। মালটি-ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের পক্ষে সওয়াল এই অধ্যায়ের শেষেও আমাদের করতে হবে। কারণ, আর্য সমস্যা এতদিন ধরে এত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। সমাজবিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক শাখায় যেভাবে এর পদক্ষেপ চিহ্নিত করা যাচ্ছে, তাকে প্রমাণ বা অপ্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো একটি শাখাকে একমাত্র ধরে নিলে, প্রমাদ ঘটবে সমূহ।
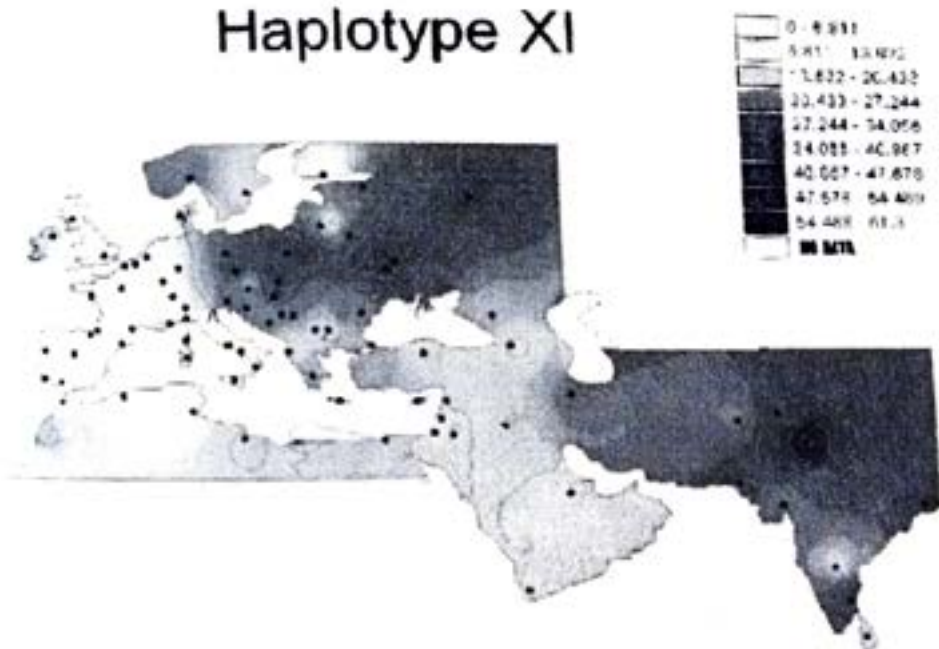
Genetic map of haplotype XI/R1a haplogroup in Eurasia. The various nuances of purple correspond to artificial discontinuities, with density percentages as indicated (arrow points indicate the geographical limit between haplotypes XVI-XI).

নদী সরস্বতী

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পুরুষ্ণ্যা।

অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥

তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।

ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎস্বা সরথং যাভিরীয়সে॥"

(ঋকবেদ: ১০, ৭৫, ৫-৬)

মোট ৪৫টি সুক্তে ঋকবেদ জুড়ে সরস্বতী নদীর স্তুতি করা হয়েছে। সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে ঋকবেদে মোট ৭২ বার। সরস্বতীর জলপ্রবাহকে বলা হয়েছে 'বন্যার মত' (ঋকবেদ ১, ৩, ১২)। বলা হয়েছে সব 'বড় নদীর চেয়ে বড় এবং চওড়া' (ঋকবেদ ৬, ৬১, ১৩)। বলা হয়েছে 'সীমাহীন, অবিচ্ছিন্ন, তীব্রগতিসম্পন্ন' যা 'বাকি সব নদীদের ছাপিয়ে যায়' (ঋকবেদ ৭,৯৫,১)। 'ঝড়ের মত গর্জন করে এগিয়ে যায়' (ঋকবেদ ৬, ৬১, ৪)। 'সরস্বতী হল সব নদীর মাতা' (ঋকবেদ ৭, ৩৬, ৬)। বৈদিক ট্রাইবস যেমন পুরু ইত্যাদিরা 'বসবাস করে সরস্বতীর তৃণাচ্ছাদিত তীরে' (ঋকবেদ ৭, ৯৬, ২)। ঋকবেদের কবিরা বসবাস করতেন সরস্বতীর তীরে, তাঁর নদীজল ছিল তাদের প্রেরণাস্বরূপ। কয়েক শতাব্দী পর, যজুর্বেদে এই নদীই হয়ে উঠছে বাক বা কথার বাগদেবী। কথাই জ্ঞানের বাহক, সেজন্য তিনি জ্ঞানদেবীও বটে। এই পথেই তিনি হয়ে উঠেছেন বেদেরও দেবী, বেদ কথার অর্থ 'জানা', জ্ঞান। পরবর্তীতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উন্মেষ যখন ঘটেছে, সেখানেও সরস্বতী জ্ঞানদেবী হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন, বৌদ্ধদের হাত ধরে চিন জাপান কোরিয়া থাইল্যান্ডে ছড়িয়ে গেছে তাঁর খ্যাতি ও পূজা। মায়ানমারে তার নাম হয়ে Thuyathadi, জাপানে Benzaiten (Ludvik, 2001), Yasovarman যুগের Khmer সাহিত্যে কাম্বোডিয়ায় তার নাম Vagisvari and Bharati (Wolters, 1989, 87-89), থাইল্যান্ডে สุรัสวดี; Suratsawadi (Kinsley, 1988, 95), ইন্দোনেশিয়ায় Balinese Hinduism-এ সরস্বতী স্বনামেই অধিষ্ঠিতা।

ঋকবেদে ১০ম মণ্ডলের ৭৫ নং সুক্তের ৫ ও ৬ সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের সব নদীগুলির বন্দনা করা হয়েছে একত্রে। শুরু হয়েছে গঙ্গা থেকে, শেষ হয়েছে সিন্ধু ও আফগানিস্তান থেকে আসা তার তিনটি ট্রিবিউটারির বন্দনা দিয়ে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ নং সুক্তের ১০ ও ১২ নং শ্লোকে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে আরও কয়েকটি ট্রিবিউটারির সঙ্গে একত্রে 'প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা'— সপ্তভগিনীসম্পন্না হিসেবে। ঋকবেদ ৭, ৩৬, ৬-এ তাকে বলা হয়েছে সপ্তম ভগিনী। ঋকবেদ ৩, ২৩, ৪-এ দৃশংবতীর সঙ্গে একত্রে যুক্ত হচ্ছে। ঋকবেদ ৬, ৬১, ২-এ সে বর্ণিত 'শুষ্মেভিবির্সখা ইবারুজৎ সানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ' সরস্বতী মৃণালখননকারীর ন্যায় প্রবল ও বেগবান তরঙ্গসহকারে পর্বতসানু সকল ভগ্ন করছে। ঋকবেদ ৭ম মণ্ডল, ৯৫ম সুক্ত, ২ নং শ্লোকে বর্ণিত 'একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ', অর্থাৎ নদীদের মধ্যে শুদ্ধতমা সরস্বতী বয়ে যায় গিরি হতে সমুদ্র পর্যন্ত।

ঋকবেদ ছাড়া অন্য তিনটি বেদ কিন্তু সরস্বতী নিয়ে আর সেই উচ্ছ্বাস দেখায়নি। বরং আশ্চর্যরকম নীরব! কেবল শুক্ল যজুর্বেদের ৩৪, ১১ শ্লোকে একবার উল্লিখিত এই যে সরস্বতীর পাঁচটি ট্রিবিউটারি আছে, এ যেন ঋকবেদের সেই 'সপ্তস্বসা'র একটা স্মৃতিমাত্র। ব্যস! আর কিছু নয়।

কিছু একটা ঘটে গেছে। পরের প্রজন্মের বৈদিক টেক্সট 'ব্রাহ্মণ'গুলি উন্মেষের আগে নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু ঘটেছে। এই ব্রাহ্মণ টেক্সটেই প্রথম আমরা দেখতে পাই, সরস্বতী 'গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ' আর নেই, বরং সে হারিয়ে যাচ্ছে একটি স্থানে, যার নাম 'বিনাশন' (Pañcavimśa Brāhmana, 25, 10, 6; Jaiminiya UpaniShad Brāhmana, 4, 26)। বিরতিহীন 'গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ' সরস্বতী বিনাশের দিকে। Pañcavimśa Brāhmana-য় আসলে লৌকিক সরস্বতী হয়ে উঠছে পৌরাণিক নদী। কেননা, এখানে তার শুরু হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে একটি স্থান প্লক্ষপ্রসবণ, যেখান থেকে ঘোড়ার পিঠে বিনাশন পৌঁছতে সময় লাগবে ৪৪টি আশ্বিন। শিবালিক পাহাড় থেকে আরব সাগর দিনে ৪০ কিলোমিটার বেগে হেঁটে গেলেও, অত সময় লাগে না। মিথ তৈরি হচ্ছে, এখানেই আছে 'এই একই দূরত্ব, যতটা পৃথিবী থেকে স্বর্গ' (Pañcavimśa Brāhmana, 25, 10, 16)। 'বিনাশন' বা যার অপর নাম পাওয়া যাচ্ছে 'অদর্শন', হয়ে

উঠছে একটা পবিত্র স্থান, তীর্থযাত্রার আগে এখানে উৎসর্গ ব্রত পালন হচ্ছে। তারপর মজার কথা, ধীরে ধীরে এই 'বিনাশন' ক্রমে পূর্বে সরে যাচ্ছে, একেবারে 'ভাগবৎ পুরাণে' গিয়ে পৌঁছচ্ছে কুরুক্ষেত্রে (Bharadwaj, 1983, 70)। এ থেকে বোঝা যায় যে বিশালাকার নদীটি একদিনে হঠাৎ শুকিয়ে যায়নি। গেছে ধীরে ধীরে— আর্কিওলজিক্যাল আলোচনায় পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখব, এর প্রমাণ। তবে মহাভারত সরস্বতীর হারিয়ে যাওয়ার ছবি, যা ব্রাহ্মণ-টেক্সটগুলিতে উল্লিখিত হতে শুরু করে, চিত্রিত করে সবচেয়ে স্পষ্ট। যদিও মহাভারতের যুগে প্রধান নদী গঙ্গা, ঋকবেদে যার উল্লেখ মাত্র ২বার। যা হোক, মহাভারতে সরস্বতীও যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাসদেব, যিনি বেদগুলির পৌরাণিক সম্পাদক, ও ঐতিহ্য মোতাবেক মহাভারতের কবি, বাস করতেন সরস্বতীর তীরে; যখন পান্ডবরা নির্বাসনে যাচ্ছেন, তাঁরা আচমন করবেন সরস্বতী, দৃশংবতী ও যমুনার জলে; তাঁরা হেঁটে যাবেন পশ্চিমপানে ও অবশেষে আশ্রয় নেবেন, সরস্বতীর নিকট এক বনে (বনপর্ব ৩, ৫)। ঋষি বশিষ্টর আশ্রম সরস্বতীর পূর্বতীরে, অন্যদিকে মানে পশ্চিম তীরে থাকেন তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ বিশ্বামিত্র (শল্যপর্ব ৯, ৪২)। একটা বৈপরীত্য কারও চোখ এড়ায় না যে, মহাভারতের কিছু অংশে সরস্বতী একেবারে যেমন কিনা আমরা পাই ঋকবেদে, হিমবৎ বা হিমালয়ের নিকট হতে আসা ও বেগবতী, সেখানে নদীকে বলা হয়েছে সপ্ত-সরস্বতী, যেন ঋকবেদের 'সপ্তস্বসা'র পুনরুল্লেখ, দৃশংবতী এখানেও ফের সরস্বতীর সঙ্গে একত্র-বর্ণিত, যারা সরস্বতীর দক্ষিণ ও দৃশংবতীর উত্তরে কুরুক্ষেত্রে বসবাস করে, তারা আসলে স্বর্গে বাস করে (বনপর্ব ৩, ৮৩)। অনুশাসনপর্বে (১৩, ১৪৬) পাওয়া যাচ্ছে, সরস্বতী সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে দূরগামী নদী, সে বয়ে যায় সমুদ্রের দিকে, সে সব নদীদের শ্রেষ্ঠতমা। বনপর্বেও (৩, ৮২) তার বলা হচ্ছে আসমুদ্র গতিপথ। আবার কিছু অংশে নদী অদৃশ্য ও খণ্ড! ভীষ্মপর্বে (৬,৬) বর্ণনা অনুয়ারী, এ নদী কখনও দেখা দেয়, কখনও হারিয়ে যায়। বনপর্বের ৩, ১৩০ ও ৩, ৮২-তে, শল্যপর্বের ৯, ৩৭-তে সে হারিয়ে গেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে, ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে।

সারাবিশ্বের যাবতীয় পুরাণগুলির যা নিয়ম— যেকোনো প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অতিরঞ্জিত অতিলৌকিক ব্যাখান

লেজেন্ডস: মহাভারতও তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে এমন না। সরস্বতীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়েও তৈরি করেছে গল্প। এরকমই একটি গল্পে, উতথ্য (Utathya) ঋষির সুন্দরী স্ত্রী মমতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে বরুণদেব, যিনি জলে থাকেন, মমতা সেসময় ছিলেন যমুনায় স্নানরতা, বরুণদেবকে জব্দ করার জন্য ঋষি ৬০০,০০০ পুষ্করিণী তৈরি করছেন, ও সরস্বতীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'অদৃশ্য হও! চলে যাও এই স্থান হতে, মরুভূমিতে আশ্রয় নাও!'। পুষ্করিণী সংখ্যার হাইপারবোলি নিয়ে নিশ্চয়ই মহাকাব্যের পরিণত পাঠক মাথা ঘামাবে না। কিন্তু, একটা সময়কে এই লেজেন্ড নিশ্চয়ই নির্দেশ করে, তা হল যখন সরস্বতী ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছে অসংখ্য ছোট বড় পুষ্করিণী বা হ্রদে। সরস্বতী প্রকৃতই হারিয়ে গেছে মরুভূমিতে। সবচেয়ে মজার কথা পশ্চিম রাজস্থানে অসংখ্য স্থাননাম এখনও আছে যাদের শেষ সিলেবল 'সর', সংস্কৃত শব্দ 'সরঃ' অর্থ 'জল', যেমন, Lunkaransar, Kenasar, Madasar, Nagrasar, Girajsar ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশটি এরকম স্থাননাম খুঁজে পেয়েছেন Michael Danino, যা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর ২০১০-এ Penguin থেকে প্রকাশিত বই "The Lost River, on the Trail of the Saraswatī" নামক বইয়ের ৪২-৪৩ পাতায়; এই অধ্যায়ের, বেশিরভাগ তথ্যসূত্র এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে নেওয়া, অন্যান্য যে সমস্ত জার্নাল ও বই অনুসরণ করা হয়েছে, তা স্বস্থানে

উল্লিখিত। রাজস্থানের যে এলাকাটির উল্লেখ Danino করছেন, বর্তমানে এলাকাটি একটি মরু এলাকা, অথচ, স্থাননাম দেখে মনে হবে যেন এ এক লেক ডিস্ট্রিক্ট! লেখক প্রশ্ন করছেন, "Why should all those places be named after non-existent lakes? An unwary tourist reading a map of western Rajasthan might as well

assume that the region is some kind of a Lake District." (p-43)।

মহাভারতে বলরাম যাত্রা শুরু করেছেন প্রভাস থেকে, যা আজকের ভারতের গুজরাত রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে সৌরাষ্ট্র জেলায় সোমনাথের কাছে। এখান থেকে তিনি সরস্বতীর আপস্ট্রিম ধরে পূর্বদিকে যাত্রা করেছেন, এবং তাঁর যাত্রাপথে মহাভারতকারগণ বর্ণনা করে গেছেন অসংখ্য তীর্থের। এবং প্রতি তীর্থে গিয়ে তিনি স্নান করেন সরস্বতীর জলে ও সরস্বতীকে বর্ণনা করেছেন শুদ্ধতমা, নদীশ্রেষ্ঠা বলে। শুরু প্রভাস থেকে। এই প্রভাসেই সরস্বতীর স্নিগ্ধ জলে স্নান করে দক্ষের কোপে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হতে মুক্তি হয়েছিল। এরপর বলরাম, অন্যনাম বলদেব অগ্রসর হলেন। "অনন্তর মহাবল বলদেব চমষোদ্ভেদ-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রভূতদান, বিধিপূর্ব্বক স্নান ও এক রজনী যাপন করিয়া অত্বর উদপান-তীর্থে গমন করিলেন।... সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা অবলোকন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে বিদিত হইয়া থাকেন।" (ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়, শল্যপর্ব, মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, ১৯৭৫, p-48-49)। অর্থাৎ সরস্বতী এই অংশে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মাটি সরস, ওষধি ও বৃক্ষরাজির প্রাচুর্য তার উপস্থিতি মনে করায়। দধীচের অস্থিদানের পর এই শল্যপর্বের দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়ে ১২ বছর দীর্ঘ অনাবৃষ্টি খরার উল্লেখ আছে, "অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। তখন মহর্ষিগণ একান্ত ক্ষুধার্ত হইয়া জীবিকালাভার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন।"(ibid, p-67)। অনাবৃষ্টি খরা ইত্যাদির মধ্যে একটা বড় মাপের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিষ্কার চিত্র মহাভারতের এই পর্বে লিপিবদ্ধ। এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সরস্বতীর ইতিহাসও। কেননা, মহাভারতের এই শল্যপর্ব জুড়ে আমরা দেখি, নদী কোথাও অন্তঃসলীলা, কোথাও পূর্বগামী, কোথাও অসংখ্য শাখায় বিভক্ত ও নানা স্থানে উপস্থিত। যথারীতি ভারতীয় পুরাণের নিয়ম মেনে, তার এই অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে ছোট ছোট অসংখ্য অ্যানেকডোটস দিয়ে। যেমন, অষ্টত্রিংশতম অধ্যায় "বিনাশনাদি তীর্থকথা"য় পাচ্ছি, "তথায় সরস্বতী শুদ্র ও আভীরদিগের (গোয়ালা) প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিনিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন নামে নির্দ্দেশ করিয়া

থাকেন"(p-50)। একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় "সপ্তসারস্বত-তীর্থ বর্ণন"-এ দেখছি, নদী সাত শাখায় বিভক্ত: "তেজস্বিগণ সরস্বতীকে যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূত হয়েন। তন্নিবন্ধন তাঁহার সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষা, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে" (p-51)। এই সপ্ত বা দ্বাদশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি অবশ্যই ফিগারেটিভ, কিন্তু একটা জিনিস পরিস্কার যে নদী এই সময়ে শক্তিহীন, ফলে যা হয়, নানান শাখায় বিভক্ত– লেজেন্ডস তাকে নিজের মত ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু, ঋকবেদের সে অবিচ্ছিন্ন 'গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ সরিদ্বরা মহাশক্তিশালী সরস্বতী' আর নেই। বদলে দুর্বল ও গতিহারা 'বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত'(p-56)।

ঋকবেদ বহু উচ্ছাসের সঙ্গে বর্ণনা করে সরস্বতীর বহুবিস্তৃত জলরাশির লাবণ্য। অন্য তিনটি বেদ সরস্বতীর ব্যাপারে নীরব। কিন্তু বেদপরবর্তী লিটারেচার বৈদিক সংস্কৃতি বিস্তারের যে ভূগোল নির্দিষ্ট করে, সেখানে 'বিনাশন' একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। বিনাশন নামক স্থানটি 'ন্যাচেরাল ওয়েস্টার্নমোস্ট ফ্রন্টিয়ার অফ বেদিক ওয়ার্ল্ড'। বৌধায়ন, বশিষ্ট (বেদ সূক্তিন বশিষ্ট নন), পতঞ্জলীর মত দার্শনিক যাদের সময়কাল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতক, আরিয়ানল্যান্ড বা আর্যাবর্তের লোকেশান দেখাতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, "the region east of Adarshana, west of a certain 'black forest' (Located near Haridwar), south of the Himalayas and north of the Pāriyatrā mountains, which were a part of the Vindhyas." (Baudhāyana Dharmasūtra 1, 2, 9; Vasishtha Dharmasūtra 1, 8; Patañjail's Mahābhāshya 2, 4, 10 & 6, 3, 109, cit. Vedic Index-2, 1912, 125) । এরকম আর একটি স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায় Vedic Index, Vol. 2 ১২৫-১২৬ পাতায়, সেখানে 'মধ্যদেশ'-এর বর্ণনা এরকম, "Madhya-deśa, the 'Middle Country', is, according to the Manava Dharma Sastra, the land between the Himalaya in the north, the Vindhya in the south, Vinaiśana in the west, and Prayaga (now Allahabad) in the east that is, between the place where the Sarasvati disappears in the desert, and the point of the confluence

of the Yamuna (Jumna) and the Ganga (Ganges). The same authority defines Brahmarsi-deśa as denoting the land of Kurukṣetra, the Matsyas, Pañcālas, and Śurasenakas, and Brahmāvarta as meaning the particularly holy land between the Sarasvati and the Dṛṣadvati."। বৌধায়নের ধর্মসূত্র অনুযায়ী, আর্যাবর্ত হল বিনাশনের পূর্বে, কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণ, পারিযাত্র অথবা পরিপাত্র পর্বতের উত্তরে, "Āryavārta, the land east of Vinasana ; west of the Kālaka-vana, 'Black Forest', or rather Kanakhala, near Hardvār; south of the Himalaya; and north of the Pāriyātra or the Pāripātra Mountains ; adding that, in the opinion of others, it was confined to the country between the Yamuna and the Ganga, while the Bhallavins took it as the country between the boundary-river (or perhaps the Sarasvati) and the region where the sun rises... The term Madhyadeśa is not Vedic, but it is represented in the Aitareya Brāhmana by the expression 'madhyamā pratiṣṭhādiś', the middle fixed region, the inhabitants of which are stated to be the Kurus, the Pañcālas, the Vaśas, and the Uśīnaras. (Vedic Index-2, 1912, 125-126)। এই সমস্ত এলাকাগুলির বর্ণনাতেই নদী সরস্বতী ও তার অদর্শন বা বিনাশ-স্থানকে পশ্চিমপ্রান্ত হিসেবে নির্দেশ করে।

পুরাণগুলিতেও কিন্তু সরস্বতী তার জায়গা করে নিয়েছে পূর্বাপর। যদিও কোথাও কোথাও সে তার কৌলিন্য ধরে রাখতে পারেনি। কোথাও খুব গুরুত্বহীনভাবে উল্লিখিত, বেশ কিছু পুরাণে একেবারেই অনুল্লিখিত। 'বিষ্ণুপুরাণ' যেমন নদী হিসেবে সরস্বতীকে উল্লেখ করেনি একবারও— যা থেকে বোঝা যায়, নদী তার গুরুত্ব হারিয়েছে সম্পূর্ণভাবেই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যদিও এর উল্লেখ আছে, ঋকবেদের ক্রমাণুসারে গঙ্গা-সরস্বতী-সিন্ধু, মানে পূর্ব থেকে পশ্চিম। পদ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে পিতা ব্রহ্মার নির্দেশে অনিচ্ছুক সরস্বতীর ভয়ঙ্কর অগ্নিকে বুকে নিয়ে পশ্চিম-সমুদ্রযাত্রার গল্প। সেই অগ্নি নাকি সর্বগ্রাসী ভীতিসঞ্চারী এমন যে সে

জ্বালসে দিতে পারে গোটা পৃথিবী? অগ্নির এই বর্ণনা কি মহাভারতের যুগে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দীর্ঘ খরার রূপক? (Danino, 2010, 44)।

সরস্বতীর এই শুকিয়ে যাওয়া এই দেশের পরবর্তী সাহিত্যে একটা সুগভীর ছাপ রেখে গেছে। কালিদাসের সবচেয়ে সেলিব্রেটেড কাব্যগ্রন্থ "মেঘদূতম্"-এ যক্ষ মেঘের কাছে অনুরোধ করছেন, তার যাত্রাপথে মেঘ যেন নানান বিখ্যাত স্থানগুলি পরিদর্শন করে, এবং যখন কুরুক্ষেত্রে পৌঁছবে, যেন সরস্বতীর পবিত্র জলে যেন সে উপভোগ করে। কিন্তু, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"-এ রাজা দুষ্মন্তের বেদনাহত মন্তব্য, তাঁর জীবন যেন দুর্লঙ্ঘ বালুকায় সরস্বতীর হারানো স্রোতধারার মত ফলহীন অপচয়:

"This dynasty of Puru, pure from its roots,

Descending in one uninterrupted succession,

Will now have its setting in my life, unfruitful,

Like Saraswati's stream lost in barbarous sandy wastes"

(Act Six, "Abhijana Sakultalam", "The Complete Works of Kālidāsa", Vol. 2, Plays, trans. Chandra Rajan Sahitya Academy, New Delhi, first pub 2002, reprint 2007, p- 325)। কালিদাসের সম্ভাব্য সময়কাল হতে পারে প্রথম শতাব্দী। তার অনেক পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তাঁর "বৃহত সংহিতা'য়, যেখানে তিনি সেসময় ভারতের জিওগ্রাফি বর্ণনা করেছেন কিঞ্চিৎ, লিখছেন, যমুনা ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী দেশের কথা (বৃহতসংহিতা ১৪, ২)। এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, সেই সিক্সথ সেঞ্চুরি পর্যন্ত নদী আপার স্ট্রিমের দিকে ক্ষীণভাবে হলেও বয়ে চলেছে। ৭ম শতাব্দীতে উত্তরভারতের রাজা হর্ষবর্ধনের জীবনকাব্য বানভট্টের 'হর্ষচরিত' এই পর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য, যেখানে বর্ণিত স্থানবিশ্বর বা আজকের থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর, হর্ষবর্ধন পিতার পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করছেন সরস্বতীর তীরে।

শুধু পুরাণ বা ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যই নয়, এমনকি শিলালিপিতেও সরস্বতীর উল্লেখ আছে। হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র জেলায় মহাভারতযুদ্ধেরও আগেকার Pehoya একটি সুপ্রাচীন শহর। আজকের জিওগ্রাফি অনুযারি যা দেখি, এখানে মার্কণ্ড নদী এসে পতিত হচ্ছে সার্সুতি নদীর বেডে। পেহয়া কথাটি প্রাচীন 'পৃথুদক' নামের অপভ্রংশ, শহরটির এরূপ নামকরণের কারণ, এখানকার প্রাচীন রাজা পৃথু। মহাভারতে উল্লিখিত এই অঞ্চলের পবিত্রস্থান তীর্থ এখানেই অবস্থিত সরস্বতী ও অরুণা নদীর মোহনায়। অরুণা হতে পারে আসলে আজকের মার্কণ্ড অথবা তার কোনো শাখানদী। এখন এই পেহয়া পাওয়া গিয়েছিল গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশের বিখ্যাত রাজা মিহিরভোজের শিলালিপি, যার বর্ণনা অনুয়ারি পৃথুদকের অবস্থান ছিল 'প্রাচী সরস্বতী'র তীরে। এই ইনক্রিপশান কার্বনডেটিং করে জানা যায় নবম শতাব্দীর— এই আবিষ্কার একটি বড় প্রমাণ যে সরস্বতীর ধারা তখনও অন্তত Pehoya পর্যন্ত পৌঁছত। 'প্রাচী' মানে পূর্ব। Danino'র মত, "the addition of the qualifier 'eastern' suggests a western Saraswati, which I assume, refers to the dry part of the bed, beyond Vinashana."(p-46)। পঞ্চদশ শতাব্দীর Yahya-bin-Ahmad Sirhindi-র লেখা দিল্লির সুলতান মুবারক শাহর (১৪২১-১৪৩৪) জীবনী "Tarikh-i -Mubarak Shahi"তেও পর্বত হতে উৎপন্ন সরস্বতীর সতলদর বা আজকের সুলেজ নদে শেষ হওয়া সরস্বতীর বর্ণনা পাওয়া যায়। ঋকবেদ থেকে তারিখ-ই-মুবারক, যে সরস্বতীর বর্ণনা পাওয়া যায়, বাস্তবে সে নদী কোথায়?

১৮১৮ সালের মারাঠা রাজশক্তির পতনের অন্যতম চক্রী ছিলেন লেফটেনেন্ট কর্নেল James Tod, যিনি ১৮১২ থেকে রাজপুতানা বা আজকের রাজস্থান এলাকার কোম্পানি নিয়োজিত পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। রাজপুত শক্তির পতনের পর, এই পোস্ট তাঁর হাতে এনে দিল প্রচুর সময় যা তিনি ব্যয় করলেন ব্রিটিশদের কাছে এযাবৎ অজানা এই অঞ্চলটির ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য জানার কাজে। তিনি মারা যাচ্ছেন ১৮৩৫ সালে তাঁর দুই ভল্যুমে প্রকাশিত "Annals and Antiquity of Rajasthan" নামে একটি প্রকাশনার পর। আমাদের আগ্রহের অংশটি হল এই বইয়ের একটি অধ্যায় "স্কেচেস অফ ইন্ডিয়ান

ডেসার্ট" যেখানে তিনি মরুস্থলির বর্ণনা লিখেছেন, "extensive belts of sand, elevated upon a plain only less sandy, over whose surface numerous thinly peopled towns and hamlets are scattered". তিনি আরও বলেছেন, "the tradition of the absorption of the Caggar river, as one of the causes of the comparative depopulation of the northern desert" (P-239 & 242)। এই ট্রেডিশান বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন দুলাইনের একটি রাজস্থানি প্রবাদ যেখানে এই নদী শুকিয়ে যাওয়ার ইতিহাস ধরা হয়, না তিনি এক্সাক্টলি এই দুই লাইন মনে করতে পারেননি। কিন্তু ইতিহাস রচনায় এই ধরণের লোক উপাদানের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। এবং অনুসন্ধাণ করেছেন যে, এই দুই লাইন 'ডেটস ব্যাক টু দা ড্রাইং আপ অফ হাকরা'।

কী এই কগর বা ঘাগর ও হাকরা? ১৭৮৮ তে James Rennel "Memoir of a Map of Hindoostan" প্রকাশ করছেন সেখানে তিনি উল্লেখ করছেন, ঘাগর একটি মূলত সিজিওন্যাল রিভার শিবালিক পাহাড়ের কাছে শুরু হয়ে সমভূমিতে নামছে পিঞ্জরের কাছে, এরপর আম্বালা, হরিয়ানা হনুমানগড়, ও রাজস্থানের সুরাতগড় হয়ে, ঢুকে পড়ছে আজকের পাকিস্তানের অনুপগড় অঞ্চলে যেখানে এই নদীর নাম হাকরা, পরে চিহ্নিত হচ্ছে ওয়াহিন্দ নামে এবং অবশেষে হারিয়ে যাচ্ছে চলিস্তান মরুভূমির বালিতে। Tod সন্দেহ করছেন যে, এই নদী একদা স্রোতস্বিনী ছিল, রাজস্থানের ফোক ট্রেডিশান তা-ই বলে।

ঘগর বা গর্গ বা গরগরা এই সব নামের নদী ভারতে আরও আছে। 'গরগরা' শব্দটি অথর্ব বেদে পাওয়া যায় 'স্রোত' অর্থে (৪/১৫/১২). মহাভারতে গর্গস্রোতা নামের একটি তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায় সরস্বতীর তীরে। আবার ইংরেজি জলস্রোতের ধ্বনি বোঝাতে ব্যবহার হয় শব্দটি gurgle ।

এরপরের সাক্ষি Major Colvin যিনি ১৮৩৩ সালে কোম্পানির সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ কেনালস পদে কাজ করার সময় দিল্লি অঞ্চলের একটি পুরাতন খাল সংস্কারের জন্য সুপারিশ করছেন। তিনি উল্লেখ

করছেন চিতাং বা চিত্রাং নামের একটি নদী যা যমুনা নদীর পাশাপাশি
কিছুদূর গিয়ে পশ্চিমে রাজস্থানের সুরাতগড়ের কাছে ঘাগরে মিশছে।
এবার ঘাগর সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করছেন, এই নদীর প্রাচীন কোনো
ফ্যাবুলাস টাইমে এর উপত্যকায় ডেন্স পপুলেশান থাকার কথা। তিনি
খুঁজে পাচ্ছেন ইঁট নির্মিত নগরের ধ্বংসাবশেষ। কতদিন আগের? বলা যায়
না। বহুদিন। কেননা, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে "মাটির ওপরে তিনি একটিও
ইঁট খুঁজে পাচ্ছেন না যা অপর ইঁটের ওপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু গভীরে খুঁড়লেই
মিলছে দৃঢ় কন্সট্রাকশান। ইঁটগুলি ১৬ ইঞ্চি লম্বা, ১০ ইঞ্চি চওড়া, ৩ ইঞ্চি
পুরু।" এই পপুলেশান সরে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করছেন,
ঘাগর নদীতে কোনো এক সময় গভীর জলসংকট। এবার আসছেন, Ma-
jor F. Mackenson আজকের হরিয়ানার সিরসা এলাকা থেকে
আজকের পাকিস্তানের ভাগলপুর পর্যন্ত একটি যুদ্ধের প্রয়োজনে অথবা
বাণিজ্যিক, একটি রাস্তা তৈরির জন্য সার্ভে করতে ১৮৪৪ সালে। তিনি
নোট করছেন, "one remarkable in the country traversed to
Bahawalpore, which is the traces that exist in it of the
course of some former river". তিনি এই প্রাচীন নদীর সঙ্গে সঙ্গে
চলতে থাকা প্রাচীন শহরের চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছেন, যেসব জনবসতি "have
elapsed since this river ceased to flow..." (Mackenson,
1844, 302) । টোড কোলভিন ম্যাকিসনদের বর্ণনার সঙ্গে এরপর যোগ
দিচ্ছেন একজন ফ্রেঞ্চ ভৌগলিক Louis Vivien de Saint-Martin
যিনি, হলেন একজন ফাউন্ডার মেম্বার অফ বিখ্যাত Société de
Géographie ১৮২১। ১৮৪৯ সালে তিনি একটা কাজ হাতে নিচ্ছেন
"the reconstruction of India's ancient geography from the
most primitive times to the epoch the Muslim invasion"।
দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি ১৮৬০ সালে প্রকাশ করছেন তাঁর
কাজ, নাম "A study on Geography and the Primitive People
of India's North-West, According to Vedic Hymns", এখানে
তিনি ভারতের জিওগ্রাফি নিয়ে গ্রীক ও হিউএন সাং-এর বর্ণনা সংযুক্ত
করছেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি উল্লেখ করবেন যে, ঋকবেদে
কীভাবে সরস্বতী নদী একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রক্ষা করে চলেছে,
কীভাবে সরস্বতীকে বর্ণনা করা হয়েছে একটি বৃহৎ নদী হিসেবে, কীভাবে
শুরু থেকে শেষ সরস্বতী নদী দখল করে আছে একটি শ্রদ্ধার ক্ষেত্র,

তিনি নোট করছেন, কীভাবে এই সরস্বতীর তীরেই অনেক পরে ব্যাস বৈদিক সূক্তগুলি সংগ্রহ ও একত্রিত করে চারটি ভাগ করবেন। একই সঙ্গে তিনি লক্ষ করবেন, কীভাবে আজকের হরিয়ানার সিরসা জেলার একটি নেহাতই গুরুত্বহীন নদী শিবালিক পাহাড় থেকে নেমে যমুনা ও সাতলেজ নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় কেবল একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে বয়ে যায়, যার নাম 'Sarsuti'। তিনি ভুল বলেননি। ১৭৮৮তে Rennel প্রস্তুত 'Map of Hindoostan'-এও উল্লেখ রয়েছে এই নদীর নাম 'Sarsooty or Sereswatty', যা শিবালিক পর্বতের Sirmur hills থেকে আদি বদরি, থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র হয়ে আমাদের আগেই বর্ণিত Pehowa-র কাছে মার্কণ্ড নদে পতিত হচ্ছে ও Rasula গ্রামের কাছে এদের যৌথ স্রোত গিয়ে যুক্ত হচ্ছে আজকের পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্তের কাছে ঘাগর নদীর সঙ্গে। Louis Vivien de Saint-Martin-এর বর্ণনা অনুয়ারী, "it's course then extended through the now arid waterless plains extending between Satlej and the golf of Kotch (কচ্ছের রান, পুরাতন বানান). The study of the region fully confirms the Vedic piece of information. The trace of ancient riverbed was recently found, still quite recognizable, and was followed far to west." (Danino, 2010, 21)। ১৮৮৫-র "Imperial Gazetteer of India"-র বর্ণনা অনুয়ারী, "in ancient times the united streams below the point of junction appears to have brone the name of Sarsuti", গেজেটিয়ার এরপর বর্ণনা করছে 'সরস্বতীর তীরে আর্লিয়েস্ট আরিয়ান সেটেলমেন্টে'র এবং এলাকাটির টপোগ্রাফিক্যাল বৈশিষ্ট্য যে কারণে নদীটি শুকিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

উক্ত এলাকায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়াকেই নদী শুকিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক কারণ হিসেবে ধরা হয়েছিল। Richard Dixon Oldham, যিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ geologist ও seismologist ১৮৮৬ সালের 'Journal of Asiatic Society of Bengal' (p-322-43) তাঁর আর্টিকেলে এই ধারণা বাতিল করেন, তাঁর যুক্তি, 'যদি বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া এর কারণ হত, তো বাকি নদীগুলিও শুকিয়ে যেত। তিনি সরস্বতী শুকিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন সাতলেজ নদীর হঠাৎ পশ্চিমে বাঁক

বদলাকে, সাতলেজ এই সময়ে গিয়ে মেশে বিয়াস নদীতে। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে পঞ্জাবের রোপার বা রূপনগরের কাছে সাতলেজ নদী হঠাৎ পশ্চিমদিকে বেঁকে যাওয়া ও একটি পরিত্যক্ত নদীর পেলিওবেড খুঁজে দেখান যা গিয়ে মিশেছে ঘাগর নদীতে, ফলে, তাঁর এই বক্তব্য সেই সময় ব্যাপক সাড়া ফেলে। তিনি দেখেন যে, এমনকি যমুনার একটি ধারাও সেসময় মিসত ঘাগর নদীতে, এবং এই তিন ধারা একত্রে রূপ নিয়েছিল বেদে বর্ণিত বিশাল নদী সরস্বতীর। Richard Dixon Oldham ছিলেন একজন seismologist, যিনি উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভূকম্পনের ফলে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তনের উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, সেই একই কারণ ঘটে থাকবে এক্ষেত্রে সাতলেজ ও যমুনার গতিপথ পরিবর্তনের জন্য (Journal of Asiatic Society of Bengal, vol. 55, 1886, p-340, 342, 341)।

যা হোক, Oldham-এর হাতে ছিল না Strabo-র রচনা, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত হবার পর যে গ্রীক লেখকের 'Geography' শতাব্দীর পর শতাব্দী পঠিত হয়েছে। এই বইতে ইন্ডিয়ার বর্ণনা লিখতে Strabo সাহায্য নিয়েছিলেন Aristobulus-এর বর্ণনা, যিনি অ্যালেক্সান্ডারের সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন। Strabo বর্ণনা করছেন, 'যখন অ্যারিস্টোবুলাস কোনো কাজে এসেছিলেন এই নর্থ ইন্ডিয়ান অঞ্চলগুলিতে, তিনি দেখেছিলেন, 'a tract of land deserted which contained more than a thousand cities with their villages'...। তিনি ধারণা করছেন, 'India is liable to earthquakes as it porous from the excess of moisture and opens into fissures, whence even the course of rives altered.' (Strabo, "Geography", book XV, 1.19, tr. John W. McCrindle, "Ancient India as Described in Classical Literature, 1901, p-25)। যেমনটি আমরা দেখতে পাই, ঘাগর, সার্সুতি, চৌতাং মার্কন্ড সব শিবালিক পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে চন্ডিগড় ও যমুনানগরের মধ্যবর্তী মোটামুটি ৮০ কিলোমিটার সরু এলাকার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে, একটু এগিয়ে আমরা দেখতে পাব, সাতলেজ এগিয়ে গেছে ইন্ডাসের দিকে, যমুনা গঙ্গার দিকে। উল্লেখযোগ্য এখানকার ভূতাত্ত্বিক গঠন, এলাকাটি সামগ্রিকভাবে সমতল, ফলে ভূকম্পে এর সামান্য পরিবর্তনও নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট। ঠিক এই

কাজটাই ঘটে থাকবে সেসময়, যখন সাতলেজ ও যমুনা আজকের ঘাগর-হাকরা, সেদিনকার সরস্বতীকে ছেড়ে যথাক্রমে ইন্দাস ও গঙ্গায় গিয়ে পতিত হয়েছিল।

Henry George Raverty ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মির একজন ব্রিটিশ মেজর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে পাঞ্জাবের যুদ্ধের সময় যিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন এই অঞ্চলকে, ১৮৪৯-এ প্রকাশ করেন পেশোয়ারের ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার। তাঁর একটা স্কলারলি সাইডও ছিল। পাশতো ভাষা শিখে তিনি আফগান কবিতার অনুবাদও করেছিলেন ইংরেজিতে। অষ্টম শতাব্দীর একজন আরব ইনভেডাররের বর্ণনা থেকে তিনি একটি নদীর উল্লেখ পান 'মিরহান অফ সিন্ধ', যা ইন্দাস নদের পূর্ব দিক বরাবর গিয়ে পড়ত কচ্ছের রানে, তিনি মিরহানকে চিহ্নিত না করতে পেরে অনুসন্ধান শুরু করেন। এবং খুঁজে পান, "Sursuti is the name of a river, the ancient Saraswati... Sutlaj was a tributary of the Hakra or Wahindah, which was nothing but the bygone Mirhān, and flowed down to the vast salty expanse of the Rann of Kachchh through the eastern Nara." ("Journal of Royal Asiatic Society", vol. 61, no.1 1892, p-155-206)। ব্রিটিশ লেখকদের হাতে 'কচ্ছের রানে'র নানান বানান এখানে কৌতুক উদ্রেককারী, যাহোক, আজ যাকে সার্সুতিনালা বলা হচ্ছে, যা শিবালিক পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে একটি সিজিওন্যাল রিভার হিসেবে ঘাগরে নিঃশেষ হচ্ছে একদা যমুনা ও সাতলেজের জলে পুষ্ট হয়ে তাই-ই পৌঁছত গিয়ে কচ্ছের রানে। Raverty 'হাকরা' কথাটির ইটিমোলজিক্যাল ব্যাখ্যা করেছেন hakra>sagra>sagaraḥ বা সাগর, ওয়াহিন্দ> ওয়াহ্ (জল) + হিন্দ।

১৮৯৩তে C.F. Oldham রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি'র ভল্যুম-৩৪, ৪৯-৭৬ পাতায়, "The Saraswati and the Lost River of the Indian Desert" শীর্ষক একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন। ঘাগর নদী সম্বন্ধে তিনি লেখেন,

> "it was formerly Saraswatī,; the name is still known amongst the people"... Its ancient course is contiguous with the dry

> bed of a great river which as local legends asserts, once flowed through the desert to the sea.
>
> In confirmation to thises traditions, the channel referred to, which is called Hakra or Sotra, can be traced through Bikanir and Bhawulpur Staes into Sind, and thence to the Rann of kach...
>
> Throughout this tract are scattered mounds, marking the sites of cities and towns..."

যখন Oldham ওই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঢিবির বর্ণনা দিচ্ছেন ১৮৯৩তে, তখনও কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে, এগুলি আসলে আরও কয়েকহাজার বছরের পুরাতন পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্তৃত সুউন্নত নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ, যাদের স্বমহিমায় চিহ্নিত হতে এখনও অর্ধশতাব্দীকাল বাকি যতদিন না ১৯২০ নাগাদ দয়ারাম সাহানি ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পৌঁছচ্ছেন। Oldham আরও লিখছেন,

> "The course of the 'lost river' has now been traced from the Himalaya to Rann of Kach... We have also seen that the Vedic description of the Saraswatī flowing onward to the ocean, and that given the Mahabharata, of the Sacred river losing itself in the sands, were probably both of them correct at the periods to which they referred."

ঋকবেদের বর্ণনা অনুযায়ী 'গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ' সরস্বতীর পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি, পেয়েছি মহাভারতের কালে এর শুকিয়ে যাবার গল্প।

কিন্তু, গল্প এখানে শেষ নয়। প্রায় প্রত্যেক ইনডেশনিস্ট ঐতিহাসিক যাঁরা এই বিষয়ে লিখেছেন, এমনকি যাঁরা লেখেননি, হয়তো তাঁদের ফিল্ড আলাদা, যেমন ভারতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক Irfan Habib, যাঁর গবেষণা ও বইপত্র মূলত মধ্যযুগ নিয়ে, তাঁরাও সময়ে সময়ে অস্বীকার করেছেন বাস্তবে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব।

"The Rigveda in its River Hymn (X. 75.5) puts Saraswati without any adjectives between the Yamuna and Shutudri (Sutlej). This suits the present Sarsuti. The Panchavimsha Brahmana and other early texts speak of the Saraswati's disappearance at Vinashana, which means that it did not then join the Ghaghar, but ran in a more southerly direction, probably running past Sirsa (medieval name: Sarsati), the place obviously named after the river itself. Vinashana lay presumably further south within Haryana. The Manusmriti, 2.17, proclaimed the zone of Saraswati and Drishadvati (Chautang?) as the holy land of Brahmavarta; and so the course of Saraswati, as described above, would make Brahmavarta correspond exactly to Haryana. (Irfan Habib, "The Hindu" April 17, 2015, http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/searching-for-saraswati/article7110925.ece)।

Habib এখানে যা বোঝাতে চাইছেন, আসলে ঋকবেদের সরস্বতী কেবলমাত্র ওই সার্সুতি নালা, আর ব্রহ্মাবর্ত বলতে হরিয়ানাকেই বোঝানো হত। Witzel (২০০১) ইলেকট্রনিক জার্নাল অফ বেদিক স্টাডিজে

প্রকাশিত আমাদের পূর্বপঠিত প্রবন্ধের ৭৯ থেকে ৮২ পাতায় আরও বিস্তারিতভাবে মোটামুটি একই কথা বলতে চেয়েছেন, এমনকি তিনি এও ইঙ্গিত করেছেন যে, সরস্বতী জাস্ট একটা মিথিক্যাল নদী। The Hindu, April 21, 2015-তে Michel Danino প্রফেসর Habib-এর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন যে, সার্সুতি ও সরস্বতীকে এক করে দেখানোর প্রচেষ্টা প্রমাণ করা যায় না, অসংখ্য বিশ্বখ্যাত আর্কিওলজিস্টরা ঘাগর-হাকরা-নারা চ্যানেলকে প্রাচীন সরস্বতী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, "The first to show that Harappan settlements dotted the course of the Ghaggar river was the famous British archaeologist, Marc Aurel Stein, during his 1941-42 exploration in the then Bahawalpur State, as reported in his Survey of Ancient Sites along the 'Lost' Sarasvati River . Stein, also a fine Sanskritist, had long accepted the Ghaggar's identification with the Saraswati of Vedic lore, as had before him (since 1855, to be precise) generations of French, British and German Indologists, geographers and geologists. After Partition, with many more Harappan sites identified in the region (including Kalibangan, Banawali, Rakhigarhi, Bhirrana...), Western archaeologists such as Mortimer Wheeler, Raymond Allchin, J.M. Kenoyer, G.L. Possehl or Jane McIntosh endorsed this identification, all of whom Prof. Habib carefully avoids mentioning, reserving his barbs for Indian archaeologists alone. This is academically unfair." (http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/misinterpretations-in-searching-for-saraswati/article7123888.ece)। শুধু Michel Danino নয়, Habib-এর এই আর্টিকেলের বহু সমালোচনা হয়েছে নানান সাইট ও ব্লগে; সেসব উল্লেখ করে আমাদের কিছু লাভ নেই। প্রশ্ন হল, একটি বৃষ্টিজলে ধৌত নদী সার্সুতিকে নিয়ে ঋকবেদ থেকে মহাভারত, মহাভারত থেকে পুরাণ, পুরাণ থেকে পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে এত যে রচনা এগুলো যাঁরা করেছেন, তাঁরা কি আর কোনো বড় নদী খুঁজে পাননি ভারতে? আর্লি ব্রিটিশ

পিরিওড থেকে আজ অবধি যত আর্কিওলজিস্ট সরস্বতী নদী চিহ্নিত করেছেন, তারা সকলেই ভুল?

নিকোলাস কাজানাসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কুমায়ন ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ভাইস চান্সেলর, প্রখ্যাত জিওলজিস্ট, ২০০৭-এ জিওডায়নামিক্সে বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী ও ১৯১৫-তে পদ্মভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত প্রফেসর K.S. Valdiya সম্প্রতি প্রকাশিত "Saraswati was a Major River" নামক একটি প্রবন্ধে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন:

১) কমসেকম ২,০০০-এর বেশি সেটলমেন্টে উন্নত উচ্চরুচি উচ্চ সংস্কৃতির মানুষ, সুউন্নত ইঁটনির্মিত বাড়ি, বাঁধানো রাস্তা, স্ট্যান্ডার্ড মিসার্মেন্ট সিস্টেম, সুপরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থাসহ যে নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল মানুষরা, তারা একটা ছোট বৃষ্টিজলেধৌত সিজিওন্যাল নদীকে বেছেনিয়েছিল? অন্য নদী ছিল না?

২) Aravali orogenic belt হল এমন একটা ভূপ্রাকৃতিক এলাকা যা তৈরি হয়েছে কতকগুলি লম্বা ও গভীর ফল্টসের ওপর, যার কয়েকটি সরস্বতী ভ্যালি পর্যন্ত বিস্তৃত। গত ২৫০ বছরে এই টেকটনিক্যালি রিসার্জেন্ট এই এলাকাটি অনেক সিসমোটেকটনিক উত্থান-পতন দেখেছে (Bakliwal and Ramasamy, 1987, 54-65; Sinha-Roy et al., 1998, 278; Valdiya, 2002, 116; 2010, 549-561; Bakliwal and Wadhwan, 2003, 151-165, জার্নালগুলির ইন্টারনেট লিংক বিবলিওগ্রাফিতে)। এখানকার ফল্টসগুলির strike-slip (sideway), dip -slip (up-and-down) এবং lateral left-right ইত্যাদি নানানরকম মুভমেন্ট দেখা গেছে, জমির এরকম টেকটোনো ফিজিওগ্রাফিক উত্থানের ফলে আরাবল্লী যত উত্থিত হয়েছে, এখানকার নদীগুলি তাদের পুরাতন কোর্স ছেড়ে ক্রমে আরও পশ্চিমে বাহিত হয়েছে। কোনোটি আবার পূর্বে বাহিত হয়েছে, ওই একই উত্থানের ফলে যেখানে ফল্টিং ডাউন মুভমেন্ট ঘটেছে। pyramidal tracing process on high-resolution satellite pictures and radar imagery পদ্ধতি ইত্যাদির প্রয়োগে জিওলজিস্ট ও সিসমোলজিস্টরা সরস্বতীর বারবার কোর্স পরিবর্তনের পরিষ্কার চিত্র তুলে এনেছেন, মহাভারতের শল্যপর্বে যা আমরা আগেই

দেখেছি (Ramasamy et al., 1991, 2397-2609; Kar, 1999, 229-235; Sahai, 1999, 121-141; Nair et al., 1999, 315-319; Rajawat, 1999, 259-272; Gupta et al., 2004, 259-272, 2008, 46-64)। প্রশ্ন, তাহলে এই সমস্ত গবেষক ও বিজ্ঞানীরা আকাশগঙ্গা খুঁজছেন?

৩) সরস্বতী ভ্যালিতে পলিস্তরের উচ্চতা ৫ থেকে ৩০ মিটার, কোথাও কোথাও এমনকি ৯০ মিটার উঁচু পলিগঠিত সমভূমি এখানে (Singhvi and Kar, 1992, 186; Courty, 1995, 106-126; Raghav, 1999, 175-185)। K. S. Valdiya, ২০০২ এ Universities Press, Hyderabad থেকে প্রকাশিত "Saraswati: The River That Disappeared"-এর ১৬৬ পাতায় দেখাচ্ছেন, ৩৯০০ থেকে ৩৭০০ বিপি এই নদীর জলস্তর নেমে যাচ্ছে, জায়গায় জায়গায় নিম্নভূমি ও ছোট ছোট পুষ্করিণী তৈরি হচ্ছে, ও অবশেষে রাজস্থানের মরুস্থলীর বালিয়াড়ির শুষ্কতায় তা হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলো কোনো বৃষ্টিবিধৌত নদীর ক্রিয়াকলাপ হতে পারে?

৪) সরস্বতীর মধ্যবর্তী অংশ, যা এখন ঘাগর নামে পরিচিত, পাঞ্জাবের পাতিয়ালা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত Shatrana-র কাছে ৬ থেকে ৮ কিলোমিটার চওড়া, উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানের অনুপগড়ের কাছে এমনকি ১০ কিলোমিটার চওড়া এবং পুরো গতিপথে যেকোনো জায়গাতেই হোক নদী কখনও ৩ কিলোমিটারের কম নয় (NRSC/ISRO, Dept. of Space, Govt. of India, Jodhpur report, https://www.academia.edu/9339359/River_Saraswati_in_Northwest_India_CHAPTER_-1)। এহেন বিস্তৃত উপত্যকা আর কোন সিজিওন্যাল নদীর আছে এযাবৎ?

৫) A.R. Nair, S.V. Navada, ও S.M. Rao-এর "Isotope study to invest igate the or igin and age of groundwater along palaeochannels in Jaisalmer and Ganganagar districts of Rajasthan" নামক রিসার্চ আর্টিকেল থেকে জানা যাচ্ছে, রাজস্থানের জয়সলমীর জেলায় বিভিন্ন এলাকায় ভূত্বক থেকে ৬০-২৫০ মিটার গভীরতায় সংগৃহীত ফসিল-ওয়াটার ২২,০০০ থেকে ৬,০০০ বছরের

পুরাতন; ৩০ থেকে ৫০ মিটার গভীরতায় ফসিল-ওয়াটার ৫,০০০ থেকে ১,৮০০ বছর আগেকার (p-315-319)। M.A. Geyh ও D. Ploethner-এর ১৯৯৫তে Hydrological Sciences, Vienna-র সহযোগিতায় সম্পাদিত গবেষণার "An applied palaeohydeological study of Cholistan, Thar Desert, Pakistan," রিপোর্টে গবেষকগণ উল্লেখ করছেন, সরস্বতীর বর্তমান পাকিস্তানের চোলিস্তান মরুভূমিতে সংরক্ষিত ফসিল-ওয়াটারের বয়স ১২,৯০০ থেকে ৪,৭০০ বছর। রাজস্থানের ওই জয়সলমীর জেলারই কিছু ভূমি থেকে ৪৫০-৫০০মিটার গভীরে সংরক্ষিত জলের বয়স আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় ৪০,০০০ বছর, কিছু কিছু এলাকায় ২০০ মিটার গভীরে সংরক্ষিত মিস্টজলের ১৭,০০০ থেকে ৯,০০০ বছর (Reddy etl al. 2011, 239-242.) । এখন ভূতলে সংরক্ষিত এই জল বৃষ্টির চুঁইয়ে যাওয়া জল নয়, কারণ বৃষ্টির চুঁইয়ে যাওয়া জলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ Tritium-এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে Tritium নেই, কোনো কোনো জায়গায় প্রায় নেই। নিশ্চিত করেই এই পরিমাণ জলসংরক্ষণ কোনো বৃহত নদীর উপস্থিতি জানান দেয়। A. K. Shighvi and Amal Kar ১৯৯২-তে একটি গবেষণায় রাজস্থান মরুস্থলীর বালির Thermoluminescence ডেটিং করে দেখেন, এই অঞ্চল এরকমই শুষ্ক ও উত্তপ্ত গত প্রায় ২০০,০০০ বছর ধরে (1992, 186)। ২০০৯-এ Shighvi সহযোগী V. S. Kale-কে সঙ্গে নিয়ে Indian National Science Academy, New Delhi-র তত্ত্বাবধানে আর একটি গবেষণা চালান। যেখানে তাঁরা দেখেন, এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল '40,000 to 20,000 yr BP, 9500 to 6500 yr BP and 2600 to 2000 yr BP' এইরকম কতকগুলি সময়ে (2009, 34)।

Ely Y. Enzel, L.L. Mishra, S. Ramesh, , R. Amit, B. Lazar, S.N. Rajaguru, V.R. Baker এবং A. Sandler ১৯৯৯-তে রাজস্থানের বিকানির জেলায় Lunkaransar হ্রদ থেকে সংগৃহীত সেডিমেন্ট স্যাম্পেলের হাই রিজল্যুশান অক্সিজেন আইসোটোপ ডেটিং-এ দেখতে পান, এই অঞ্চলের আবহাওয়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গত ৫,০০০বছরে বিশেষ কোনো হেরফের হয়নি (https://www.prl.res.in/~library/Mishra_S_125_99_abst.pdf)। Lunkaransar হ্রদে বর্তমানে জল থাকতে কেবল বৃষ্টির সময়ে, বাকি সারা বছর শুকনো, বালিয়াড়ি ঘেরা এই

হ্রদে কোন নদীর যোগ নেই, জল এখানে Na, Ca, Mg, Cl, SO4, and HCO3 ইত্যাদির উপস্থিতির কারণে নোনতা। পুরু শক্ত কার্বোনেট লেয়ার ভেদ করে তিন মিটার পর্যন্ত খননকার্য চালিয়ে তাঁরা স্পেসিমেন সংগ্রহ করেন, ও ১৪টি কার্বন ডেটিং-এর রেজাল্ট পান। তাঁদের পরীক্ষা প্রমাণ করে, ১০,০০০ বছর থেকে ৪,৮০০বছর এই হ্রদ কখনও শুকিয়ে যায়নি, সংবৎসর পরিপূর্ণ ছিল। ৪,৮০০ বছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই হ্রদের জলস্তর সার্ফেস লেভেলের ২.৪ মিটার নীচে অবস্থান করছে। তাঁদের ডেটা ইন্ডিকেট করছে যে, বিগত ৫,০০০বছর এই অঞ্চলে ক্লাইমেটে বিশেষ কিছু বদল ঘটেনি। The record implies that Lunkaransar lake rose abruptly around 6300 14C yr B.P. (5000 B.C.), persisted with minor fluctuations for the following 1000 calendar years, fell abruptly to the range of 10 to 40 cm of water at about 5500 14C yr B.P. (4200 B.C.), and dried completely by 4800 14C yr B.P. (3500 B.C.) ৩,৫০০ বিসিই মানে হরপ্পান ম্যাচ্যুর ফেজের প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০বছর আগেই এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আজকের যেরকম সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছে। পূর্বে যেমনটি মনে করা হত যে, হরপ্পান টাইমে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জলবায়ু এই অঞ্চলে এখনকার অবস্থার থেকে ভাল ছিল, দেখা যাচ্ছে যে, তা নয়। গবেষণাপত্র এই পর্বে দেখাচ্ছে, "The collapse of the Indus culture in 3400 to 3300 14C yr B.P. (1700 to 1900 B.C.) has been attributed to a change to a more arid climate at the end of the middle Holocene wet period (4, 8, 9). Our chronology indicates that there is no relation between the proposed drought that caused the desiccation of the lakes and the collapse of the Indus culture, as the lakes dried out .1500 years earlier... The Indus civilizations flourished mainly along rivers (20) during times when northwestern India experienced semiarid climatic conditions that are similar to those at present." (Enzel, 1999)। অর্থাৎ, বেটার জলবায়ুর কারণে এই অঞ্চলে ম্যাচ্যুর হরপ্পান ফেজের প্রায় ২,০০০-এর ওপর সাইটসে উন্নত নাগরিক সেটলমেন্ট গড়ে উঠেছিল বলে যে ধারণা, তা ঠিক নয়। বরং জলহাওয়া

আজকে যা সেদিনও কিছুমাত্র ভাল ছিল না। এবং সাইটগুলি সবকটিই গড়ে উঠেছিল সরস্বতী নদীর তীর বরাবর, তা আমরা প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি। সেই সরস্বতী একটা বৃষ্টিবিধৌত নদীর ক্ষুদ্রতর ট্রিবিউটারি মাত্র?

তা নয়, এবং ঋকবেদ থেকে একেবারে মিহিরভোজের ইন্সক্রিপশান হয়ে Yahya-bin-Ahmad Sirhindi-র লেখা দিল্লির সুলতান মুবারক শাহর (১৪২১-১৪৩৪) জীবনী "Tarikh-i-Mubarak Shahi" পর্যন্ত যে নদীর বর্ণনা পাই, তা-ই আজকের শুকিয়ে যাওয়া ঘাগর-হাকরা-নারা নদী। ঋকবেদের বর্ণনা মোতাবেক সরস্বতী 'গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ' এক বিরাট নদী। তার শুকিয়ে যাবার পুরো ইতিহাস এখন আমাদের জানা। ঋকবেদের সময়ে এর শুকিয়ে যাবার কোনও চিহ্নমাত্র নেই, যেমনটি ধরা দিয়েছে পরবর্তী সাহিত্যে। সুতরাং, ঋকবেদ সেদিনকার রচনা, যখন এই নদী বয়ে যেত তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে— যেমন বর্ণিত হয়েছে ঋকবেদে— এ নিয়ে
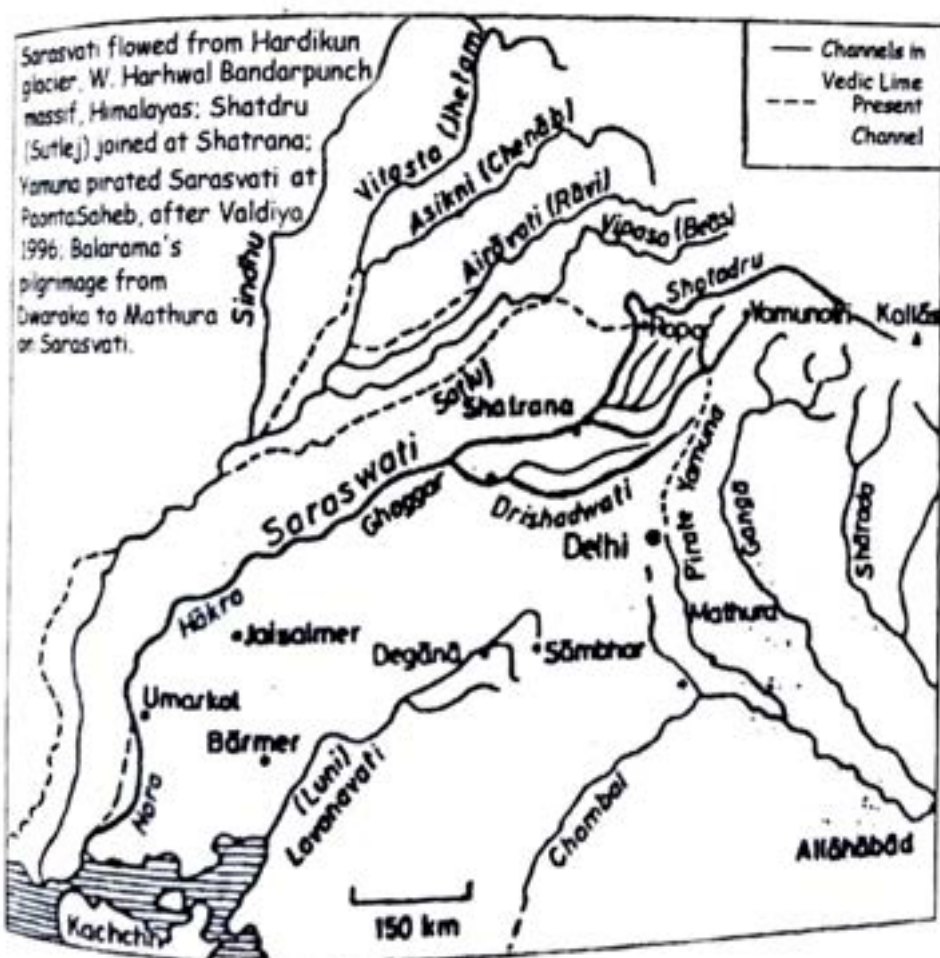
কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। হরপ্পান নগর সভ্যতার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না ঋকবেদে। হরপ্পা ও পরবর্তী একেবারে ৮০০বিসিই পর্যন্ত ইতিহাস আমাদের এখন আর অজানা নয়, এই ইতিহাসের সঙ্গে ঋকবেদের তুলনামূলক আলোচনাই ঋকবেদের কাল নির্ণয়ের সবচেয়ে সঠিক দিশা দেখাবে।

ইন্দোইওরোপিয়ানিস্ট J.P. Mallory সম্পাদিত "Journal of Indo-European Studies"-এর ভল্যুম ২৯, ডিসেম্বর ২০০২-এ Nicholas Kazanas-এর "Indigenous Indoaryans and the Ṛgveda" নামক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি প্রকাশের অবশ্য একটি ছোট ইতিহাস আছে। ২০০১-এ Kazanas "Indo-European Deities and the Ṛgveda" নামক একটি পেপার সাবমিট করেন, যেখানে তিনি দেখান যে, কুড়িজন ঋকবৈদিক গডনেম সরাসরি অন্য বিভিন্ন ইন্দো-ইওরোপিয়ান শাখার গডদের কগনেটস, যার ব্যাখ্যায় তিনি দাবি করেন, 'Ṛgveda should be dated very much earlier than 1200BCE'। যথারীতি সম্পাদক তাঁকে প্রবন্ধের ওই অংশটি বাদ দিতে বলেন, কেননা, 'for those days it was unthinkable to mention such a thing in mainstream publications' (Kazanas, 2009, Introduction-ix)। তবে, Mallory প্রতিশ্রুতি দেন, এখন তিনি এই অংশটি বাদ দিলে পরে এব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র প্রকাশের ব্যাপারে বিবেচনা করবেন। Kazanas রাজি হয়ে যান। তাঁর ২০০২-এর পেপারটি সেই পূর্ণাঙ্গ পেপার, যা "Journal of Indo-European Studies"-এ বার হয়, তিনি ২০০৯-এ "Indo-Aryan Origins and Other Vedic Issues" নামক বইতে সংকলিত করেছেন। এই বইয়ের ২৯ পাতায় Kazanas ইন্দো-ইওরোপিয়ান সবকটি ভাষাগোষ্ঠীর সমস্ত গডনেমস বা থিওনিমস যাদের মধ্যে মিল আছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি রেখেছেন: বৈদিক, আবেস্তান, হিটাইট, গ্রীক, রোমান, স্লাভোনিক, বালটিক, জার্মানিক ও কেলটিক থিওনিমস, সেই সঙ্গে মিটানি ক্যাসাইট ও নিয়ার ইস্টের গডনেমসের এই কগনেটস আমাদের ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিটি শাখার আন্তঃসম্পর্ক বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করবে। এই গবেষণায় তিনি যে পদ্ধতির প্রয়োগে করেছেন, তাকে তিনি বলছেন 'প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপল'; মনে রাখব যে, ভাষা মানুষের একটি সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নয়। মানুষ, তার সংস্কৃতি, তার বিশ্বাসের বনিয়াদ, জীবনধারণ ও তদুদ্দেশ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ভাষা, তাই সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা কখনোই পূর্ণাঙ্গ নয়। আর সেই অর্ধসমাপ্ত ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তবলী ইতিহাস রচনায় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হলে, তা সত্যের সমীপবর্তী হতে পারবে না কোনো মতেই। এই প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপ্যাল দিয়ে কাজানাস পৌঁছতে চেয়েছেন ইন্দো-ইওরোপিয়ান সংস্কৃতির শিকড়ে, যেখান থেকে এই গোষ্ঠীর সব শাখায় পৌঁছনো যায়। আবেস্তা বা ঋকবেদ আসলে কোনো ভাষাতত্ত্বের হ্যান্ডবুক নয়, তা হল আবেস্তান বা বৈদিক ভাষায় কথা বলা মানুষের একটা সময়ের সংস্কৃতির আকর। যদি সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা হয়, যেমনটি এযাবৎ হয়েছে, তাহলে সেইসব গ্রন্থ থেকে ভুল বা অপ্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে অযথা সময় নষ্ট হবে, ইতিহাস ক্রমাগত হয়ে উঠবে বিতর্কিত দুর্বোধ্য স্কলার ও একাডেমিসিয়ানদের স্বেচ্ছাচারিতার মুক্তাঞ্চল। এবং ইন্দো-আরিয়ান ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটাই হয়েছে পূর্বাপর।

কাজানাসের প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপ্যাল এই ঘাটতি পুরণ করার ক্ষেত্রে আগামীর ঐতিহাসিকদের জন্য বড় সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে ভাবনা পদ্ধতিটা এইরকম: ধরা যাক, ১০টি থিওনিমস, যেগুলি ১টি একটি ভাষাপরিবারের ১০টি গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে প্রচলিত, তাদের নিয়ে ১০টি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে, একটি গোষ্ঠী বা সংস্কৃতি এর মধ্যে ৫টি থিওনিমস প্রিসার্ভ করেছে, অপরটি রক্ষা করেছে ২টি, কেউ রক্ষা করেছে ১০টি, আবার হয়তো কোনো একটি রাখতে পেরেছে কেবল একটি থিওনিম। ওই একটি নাম দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক সময়ে মূল যে সংস্কৃতি থেকে দশটি নাম এল, তাদের সঙ্গে হয় সরাসরি, নতুবা অন্য কারও মাধ্যমে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছিল, যে ৫টি নাম বজায় রেখেছে, সে নিশ্চিত করেই সেই মূল সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত ছিল, বা এ হল তাদেরই সরাসরি একটি শাখা, কিংবা বিচ্ছিন্ন হবার পর এরা খুব বেশি মাইগ্রেট করেনি, যেখানেই থাকুক, ফার্স্ট মাইগ্রেশানের পর আর স্থান পরিবর্তন করেনি; কিন্তু এদের মধ্যে কাকে বলা যাবে সেই মূল গোষ্ঠী যে হয়তো কখনই স্থান বদলায়নি? নিশ্চিতভাবে যে ১০টি নামই ধরে রাখতে পেরেছে। বাকি যারা ৬টি বা ৫টি বা ৩টি নাম ধরে রেখেছে, তারা হয় সেই মূল গোষ্ঠীটির শাখা বা তার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে

যুক্ত ছিল। কিন্তু যারা সেই ১০টি নাম যারা ধরে রেখেছে তাদের যদি অন্য কারও শাখা হিসেবে চিহ্নিত করতে হয় তো, তাদের পুরাণ থেকে, বা তাদের বসবাসের এলাকা থেকে এমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখাতে হবে, যা কম্পারেটিভ মিথলজির এই জোরালো প্রমাণকে রিফিউট করতে পারে। কিন্তু যদি একটি বা দুটি থিওনিমসের উদাহরণ নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা হয় যে, ভাষাবিবর্তনের সূত্রে এই নামটি ধ্বনিগতভাবে প্রাচীনতার চিহ্ন বহন করে, তাহলে সেই দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু না। কেউ কেউ সেই গভীর পাণ্ডিত্য দেখে বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস রচনায় সেই পাণ্ডিত্য ও তৎপ্রসূত তর্ক বা দীর্ঘ আলোচনা ও থিওরি নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে একটি নাম প্রাচীনতার চিহ্ন বহন করলেও, যে গোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে বেশিরভাগ কগনেটগুলি রক্ষিত, যাদের মাঝখানে না পেলে, বাকি কগনেটগুলি খুঁজেই পাওয়া যেত না, তরাই মূল গোষ্ঠী, বরং যারা রুট থেকে দূরে মাইগ্রেট করে গেছে, তাদের ভাষাবিবর্তন কম হচ্ছে, তাই সে যেটুকু রক্ষা করছে, করছে শুদ্ধভাবে। এটাই কাজানাসের প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপল। একটা কথা মনে রাখা যায়, প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপ্যাল মেথড কাজানাসই প্রথম প্রয়োগ করেছেন এমনটি নয়। ইতিপূর্বেও এই মেথড ব্যবহার হয়েছিল। তিনি একে কম্পারেটিভ মিথলজিতে এনেছেন।

যেহেতু, আরিয়ান ইনভেশানের পক্ষে কোথাও কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নেই, নেই কোনো টেক্সচুয়াল রেফারেন্স; বদলে এর বিরুদ্ধে প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জেনেটিক্স উলটোটাই প্রমাণ করে, এবং টেক্সচুয়াল এভিডেন্সও আমরা দেখেছি, বিপরীতমুখী, এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে একমাত্র রক্ষাকবচ ভাষাতত্ত্ব। কিন্তু, যাবতীয় ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনারও একটাই অভিমুখ: ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর সমস্ত ভাষাগুলি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা এটা দেখাতে যে তারা ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনে সংস্কৃতের চেয়ে পুরাতন। এবং দাবি করা যে, তাহলে সেই ভাষাটিই ইন্দোইওরোপিয় ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন, এবং সেইভাষাভাষী এলাকা হল কমন ইন্দো-ইওরোপিয়ান হোমল্যান্ড, জার্মান ভাষায় যাকে বলা হয় উরহেইম্যাট। আবার তার পালটা যে তর্ক, আমরা মূলত S.S. Misra-র আলোচনা

থেকে দেখলাম, এটা দেখানোর প্রচেষ্টা যে, না, সংস্কৃতই প্রাচীন। উভয়পক্ষই বহু পরিশ্রমসাধ্য ডেটা তৈরি উপস্থিত করছেন— পুরনো ডেটা অস্বীকার করে নতুন ডেটা, তাকে অস্বীকার করতে আবার সেই পুরাতন ডেটা... এবং এই ইন্ডাস্ট্রি চালু থাকছে দশকের পর দশক। Nicholas Kazanas বলছেন, আরিয়ান ইনভেশানের পক্ষে ও বিরুদ্ধে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার অভিমুখটাই ভুল। তাঁর মতে, হতেই পারে কোনো একটি জনগোষ্ঠী তাদের ভাষায় কোনো একটি বা কোনো কোনো আর্কেইক ফিচারস রক্ষা করেছে, যেমন হিটাইট রক্ষা করেছে ল্যারিঙ্গাল, গ্রীক-ল্যাটিন রক্ষা করেছে a e o > a, জার্মানিক রক্ষা করছে k > ś ইত্যাদি, কিন্তু তার সঙ্গে জিওগ্রাফির সম্পর্ক কী? প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান কমন হোমল্যান্ডে ইন্ডিজেনিয়াস মূল শাখা হবার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন খুঁজে বার করা যে, এই সমস্ত ইন্দো-ইওরোপিয়ান শাখাগুলির মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কমন ফিচারস শেয়ার করছে, দেখতে হবে কোন শাখা রক্ষা করেছে সবচেয়ে বেশি লিঙ্গুইস্টিক, লিটেরারি, কালচারাল কগনেটস। Dr. Christine Pellech সম্পাদিত 'Migration and Diffusion' (http://www.migration-diffusion.info/article.php?authorid=64) নামক জার্নালে ২০০৫-এ Nicholas Kazanas-এর আর একটি পেপার প্রকাশিত হয়, যার নাম ছিল "Diffusion of Indo-European Theonyms : what they show us" (http://www.migration-diffusion.info/article.php?id=156), যে পেপারে Kazanas সবকটি থিওনিমস ও সমস্ত ভাষায় তাদের কগনেটদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে Kazanas-এর এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে J.P. Mallory-র সমালোচনা ও তার প্রেক্ষিতে Kazanas-এর উত্তর সমস্ত পাওয়া যায়। উক্ত পেপার থেকে এখন আমরা কমন ইন্দো-ইওরোপিয়ান থিওনিমসের তালিকা দেখব:

Kazanas এই থিওনিমস সংগ্রহ করেছেন Alb (আলবানিয়ান) ; Arm (আর্মেনিয়ান) ; Av (আবেস্তান) ; B (বালটিক) Lth, Ltt, OPr) ; C (কেলটিক) (=OIr, Gallic, Welsh, etc); Gk (গ্রীক) ; Gmc (জার্মানিক) (=Gth, OE, OHG etc) ; Gth (গথিক) ; HG (হাই জার্মান) ; Ht (হিটাইট) ; Ir (আইরিশ) ; Ks (ক্যাসাইট) ; L (ল্যাটিন) ;

Lth (লিথুয়ানিয়ান) ; Ltt (লেটিস, লাটভিয়ান) ; OPr (ওল্ড পার্সিয়ান); Mcn (মাইসিনিয়ান); Mt (মিটানি) ; N (নর্স) ; R (রোমান) ; Rs (রুশিয়ান) ; RV (ঋকবেদ) ; S (সাংস্কৃটিক ও বৈদিক) ; Sc (স্ক্যান্ডিনেভিয়ান) ; Sl (স্লাভিক) (= O Bulgarian, Serbo-Croatian, Russian, etc); T (টোখারিয়ান A এবং B; V = Vedic. মিগলজি থেকে। প্রতিটি ওয়ার্ড-স্টেমের শুরুর শব্দটি ঋকবেদ থেকে নেওয়া; একে সামনে রাখার কারণ, অন্য কোনো সিঙ্গল ভাষায় সবগুলি থিওনিমসের কগনেটস নেই, ওনার নিজের ভাষায়, "I examined the various deities starting with the Vedic ones then moving westward. If I were to start with any other branch, I would soon need to shift to a different one and then another, because very few names of non-Vedic gods have correspondences in the other branches."(p-29)।

1. Agni : Ht Agnis; Sl Ogon. L ignis, Lth ugnis, Ltt uguns (লক্ষণীয় বিষয় হল, ইরাণিয়ান মানে এমনকি যারা ফায়ার-ওয়ার্শিপিয়ার্স-কাল্ট, তারাও এই নাম রক্ষা করতে পারেনি, এমনকি ইন্দ্র বা সূর্যের ক্ষেত্রে যেমন দৈত্যের নাম হিসেবে আছে, তাও নেই, যদিও তাদের ভাষায় ব্যক্তিনাম daštayni রয়ে গেছে), হিটাইট ভাষা, মেনস্ট্রিম লিঙ্গুইস্টদের মতে যা কিনা প্রাচীনতম আইই ল্যাঙ্গুয়েজ সেখানেও 'fire'-এর প্রতিশব্দ paḫḫur।

2. Aryaman : Mcn Are-mene ; Gk A rē-s ; C Ariomanus (Gaul) / Eremon (Ir); Sc Irmin.

3. Aśvin : Mcn Iqeja (horse-deity); C Epona (Gaul); Gk hippos, (Mcn iqo, dialect ikkos), L equus, OE and Ir eoh, B ešva, all 'horse'.

4. Bhaga: Ks Bugas; Phrygian Bagaios (Zeus, Gk); Gk Phoibos ; Sl Bogu .

5. Bṛhaddivā : C Briganti(a), later St Brighid (Ir).

6. Dyaus : Hittite DSiu-s ; Gk Zeus/Dia-; L Ju[s]piter; Gmc Tiwaz; Rs Divu(?). Lth dievas (usually 'god' cognate with S deva, dīv).

7. Indra : Ht Inar(a); Mt Indara; Ks Indaš ; C Andrasta/ Andarta. Gk anēr/andr-; Av indra (a demon).

8. Marut-as : Ks Maruttaš ; L Mars ; C Morrighan (Ir). The stem mar/mor/mer- 'shine' etc is common in all IE branches.

9. Manu : Gmc Mannus (in Tacitus Germania 2), father of the Gmc people, like the V semi-divine figure who was regarded as the father of mankind.

10. Mitra : Av Miθra ; Mt Mitrasil . Gk mitra 'band for chest or, mainly, hair' (> E mitre 'bishop's pointed head-gear').

11. Apāṃ-Napāt : Roman Neptunus ; C Nech-tan (Ir); Gmc (ON) sævar nidr 'kin of water (=fire)'! Gk a-nep-sios, L - nep-; OHG nevo, OE nefa, OLth nep- etc 'nephew, cousin'.

12. Parjanya : Sl Perunŭ ; B Perkunas (and variants); Sc Fjörgyn (-n, Thor's mother). L spargo 'throw about, besprinkle', C eira 'snow'.

13. Ṛbhu : Gk Orpheus; Gmc Elf (and variants). Gth arb-aits; Sl rabŭ , Rs rabota 'work' ; L orbu (S arbha, Gk ὀρφανός) 'deprived' etc.

14. Saranyu : Mcn & Gk Erinus, Helenē . L salio 'leap', salax 'fond of leaping'; TB salate 'leaps'.

15. Sūrya : Ks Śuriaś ; Gk Hēlios ; L Sol ; B Saule. Gth savil. ON sol. W haul, Sl slunice, Rs solnce .

16. Tvaṣṭr : Gmc Twisto (Sc).

17. Uṣas : Gk Ēōs ; L Au[s]rora ; Gmc Eostre. Lth auśra, Ltt ausma. C gwawr, etc.

18. Varuṇa : Mt Uruwna ; Gk Ouranos ; B Vēlinas (–and cf jur- = sea). L ūrina , ON ver (=sea).

19. Vāstoṣ-pati : Gk Hestia ; L Vesta. Gth wisan 'to stay'; OHG wist 'inhabiting'; T A/B waṣt/ost 'house'.

20. Yama : Sc Ymir . L gemi-nus 'twin'; Gk zēmia 'damage', Av yam, Yima . (p-2)।

এখানে আমরা Kazanas-এর তালিকা থেকে দেখলাম— ২০টি প্রধান ঋগ্বৈদিক থিওনিমসের মধ্যে গ্রীক শেয়ার করে ৯টি, জার্মানিক শেয়ার করে ৮টি, ল্যাটিন ও কেলটিক ৬টি, মাইসিনিয়ান, বালটিক ও স্লাভিক ৩টি করে, হিটাইট ২টি ও অন্যেরা তারচেয়ে কম। ঋকবেদের মোট ডিইটি ৫৪টির মত। Indra, Agni, Soma, The Asvins, Varuna, the Maruts, Mitra, Ushas, Vayu, Savitr , the Rbhus , Pushan, the Apris, Brhaspati, Surya, Dyaus and Prithivi, Apas, Adityas, Vishnu, Brahmanaspati, Rudra, Dadhikras, the Sarasvati River, Yama, Parjanya, Vāc, Vastospati, Vish-vakarman, Manyu, Kapinjala, Manas, Dakshina, Jnanam, Purusha, Aditi, Bhaga, Vasukra, Atri, Apam Napat, Ksetrapati, Ghrta, Nirrti, Asamati, Urvasi, Pururavas, Vena, Aranyani, Mayabheda, Tarksya, Tvastar, Saranyu। গুরুত্বপূর্ণ

ডিইটি, যাদের জন্য অন্তত ৫টির বেশি ঋকবৈদিক সুক্ত ডেডিকেট করা হয়েছে তাদের সংখ্যা Griffith (1888) অনুযায়ী ২১ জন। ঋকবৈদিক গড রুদ্রের ইওরোপিয়ান কাউন্টার পার্ট আমরা যেমন পেলাম না, তবে একটি জার্মান ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ফোক-লোরে Huldra নামে একটি নারী চরিত্র পাওয়া যায়, নারী চরিত্র হওয়ার কারণে Kazanas কি তাকে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেননি? বা এদের চারিত্রিক মিল নেই। Huldraকে না ধরলেও ২০জন ঋকবৈদিক গডের উল্লেখ বাকি সমস্ত ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষায় পাওয়ার মানে এদের সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতির যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এদের পারস্পরিক যোগাযোগ সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেকোনো দুটি ইন্দোইওরোপিয়ান সংস্কৃতির মধ্যে মিল পাওয়া মুশকিল যদি না মাঝখানে সংস্কৃত কগনেটগুলি থাকে। Kazanas-এর এই লিস্ট খুব স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ঋকবেদকে মাঝ থেকে সরিয়ে নিলে অন্য যেকোনো দুটি ইন্দোইওরোপিয়ান ব্রাঞ্চ নিজেদের মধ্যে কোনও এফিনিটি খুঁজে পাবে না। অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, কেল্টিক, জার্মানিক, বালটিক ভাষাগুলি কয়েকটি থিওনিমস নিয়েছে গ্রীক বা রোমান থেকে যেমন মার্স, মার্কারি ইত্যাদি, সেগুলি বাদ দিলে, সত্যিই ঋকবেদ একমাত্র লিংক যার মাধ্যমে কমন প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান কালচার খুঁজে পাওয়া যায়।

এই সর্বাধিক সংরক্ষিত উপাদানের ভিত্তিতে Kazanas- দুটি সম্ভাবনার কথা বলছেন, ১) হয় এই কমন কালচার ছিল সপ্তসিন্ধু এলাকার ইন্ডিজেনিয়াস, এবং এখান থেকেই প্রভাব বিস্তার করেছিল অন্যত্র, অথবা ২) সপ্তসিন্ধু থেকে উত্তরে একেবারে ইস্টার্ন পন্টিক স্টেপ পর্যন্ত বিস্তৃত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সভ্যতা।

উনিশশতকীয় ভাবনাপ্রক্রিয়ায় আমরা শিখেছি, একটি ফ্যামিলি-ট্রি-মেথডলজি– একটিই টাওয়ার অফ ব্যাবেল, নোয়ার তিন ছেলে, একটিই পরিবার ভেঙে নানাদিকে ছড়িয়ে যাবার গল্প। কিন্তু ঠিক এর উল্টোটাও ভাবা যায় কি? কোনটা বেশি বৈজ্ঞানিক ভাবনা? ধরা যাক, দূরতম প্রিমিটিভ সময়ে প্রথমে গড়ে উঠল অনেকগুলি ছোট ছোট পকেটে ছোট ছোট নানারঙের সংস্কৃতি, যেইসব সংস্কৃতির লোকজন কথাও বলে নানান ভাষায়, সময় যত এগোল, পপুলেশান বাড়ল। চাহিদা বাড়ল, ছোট ছোট

গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠল, পরস্পরের ভাষা সংস্কৃতি বিশ্বাস, লোকাচার ইত্যাদি পরস্পরকে প্রভাবিত করল। এবং এই ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি কয়েক হাজার বছরের সম্পর্কের ফলে তৈরি করল একটা কমন কালচার। ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠী প্রতিটি ভাষার মধ্যে মিল বিস্তর। কিন্তু অমিলও কি কম? আজ একজন ত্রিপুরার বাঙালিকে জার্মান ভাষা শিখতে হলে সে যদি ইংরেজি না জানে তো কতদিন লাগবে? আজকের কথা ছেড়ে দিন গ্রীক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার হিসেব মতন বয়েসের পার্থক্য এক হাজার বছরের বেশি না, চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে যেমন আজকের বাংলাভাষার যে অমিল: ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীক ও সংস্কৃতের অমিল কি সেটুকুই? মোটেও তা নয়। বরং অনেক অনেক বেশি। ভাষাগুলির মধ্যেকার মিল থেকে যদি একটি পরিবারের কল্পনা করা যায়, অনায়াসে অমিলগুলি থেকে একইভাবে সেই পরিবার ভেঙেও যাবে সত্বর।

পরিবর্তে আমরা জানি, আজকের উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-হরিয়ানা থেকে ইরাণের মাকরাণ উপকূল পর্যন্ত সেন্ট্রাল এশিয়া প্রায় ছুঁয়ে ৮০০,০০০ স্কয়ার কিলোমিটার বিস্তৃত ইন্দাস সভ্যতার কথা। আমরা জানি যে সভ্যতার আর্লি ফেজ শুরু হচ্ছে ১০,০০০ বছর আগে। Kazanas-এর এই দ্বিতীয় প্রস্তাবনাই অনেকবেশি সম্ভাবনাপূর্ণ মনে হয়, Kazanas-এর বৈদিক থিওনিম নিয়ে ২০০২এর এই গবেষণার সমালোচনা করেছেন James P. Mallory, তিনি এই প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপলকে বলেছেন 'অবৈজ্ঞানিক'। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ইওরোপিয় থিওনিমগুলি হারিয়ে গেছে কারণ, সেখানে প্রবল শক্তিশালী খ্রিশ্চানিটি ও অন্যান্য সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করেছে। তাছাড়া, তাঁর মতে ফায়ার-গড, হর্স-ডিইটি কমিউনিটিগুলি নিজেরাও প্রস্তুত করে নিতে পারে। তাদের বৈদিক সংস্কৃতি থেকেই নিতে হবে কেন? Kazanas উত্তরে জানিয়েছেন যে, গ্রীক বা অন্য যাবতীয় থিওনিম খ্রিষ্টপূর্ব লিটারেচার থেকে সংগ্রহ, কেননা, খ্রিষ্টান ধর্ম আসার পর তো সেইসকল সংস্কৃতি বেঁচে থাকেনি। তাই, খ্রিশ্চানিটির ইমপোভারিশমেন্ট এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এছাড়া, যেকোনো সভ্যতা যেকোনো সময় তাদের ফায়ার-গড হর্স-ডিইটি বানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তারা একই ওয়ার্ড-স্টেম দেখাবে কীভাবে! তাদের মধ্যে শব্দগত মিল তো আর অ্যাড হক হতে পারে না, একই ফায়ার-গডের শব্দগত মিল গড়ে

উঠতে দুটি কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগ বিনা কোনও উপায় নেই। Kazanas তাঁর ২০০৯-এর বইয়েও Mallory-র সঙ্গে তাঁর এই তর্কের উল্লেখ করেছেন ১২৮ পাতায়।

কিন্তু মজার বিষয়টি অপেক্ষা করছে, James P. Mallory ২০০৬-এ Douglas Q. Adams-কে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ করেন একটি বই যার নাম "Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World"। এখানে লেখকদ্বয় পুনর্নির্মাণ করেছেন প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ডিইটিদের তালিকা, বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সমস্ত ডিইটিদের নিয়ে। তিনি এখানে দিয়েছেন, ১৫টি প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান থিওনিমস, যাদের প্রতিটিরই ঋকবৈদিক কগনেট নিশ্চিত করে আছে, কিন্তু যথারীতি অন্যান্য ব্রাঞ্চগুলিতে কমন কগনেটস লক্ষণীয়ভাবে কম। অর্থাৎ kazanas-এর ২০০2এর গবেষণার রেজাল্ট আর Mallory-র ২০০৬-এর রেজাল্ট একই। তাঁর রেজাল্ট অনুযায়ি প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান প্যান্থিওন অফ গডস আসলে প্রোটো-ঋকবেদিক গডনেমস। আমরা এখন Mallory-র গবেষণা থেকে তাঁর দেওয়া 18টি পিআইই থিওনিমস পরীক্ষা করব। Mallory এখানে Kazanas-এর মত তালিকা দেননি, তিনি আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (আশাকরি, সকলেই জানেন যে, প্রোটো কোনো কিছুর অর্থ হল বাকি সব কগনেটদের দেখে কমন কালচারে কী ছিল, তা নির্ধারণ চেষ্টা, ও প্রোটো-যেকোনো-কিছু লিখবার সময় অ্যাস্টেরিক্স ইউস করা হয়)।

প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান গডবাচক শব্দ *deiwos, যার কগনেট Hittite, sius; Latin deus, divus; Sanskrit deva; Avestan, daeva (Persian, divs); Welsh, duw; Irish, dia; Old Norse, tívurr; Lithuanian, Dievas; Latvian, Dievs. (p-408)

1. *Dyēus Ph₂tēr ("sky father"): Greek Zeus, Zeu pater, Latin Jūpiter (archaic Latin Iovis pater; Diēspiter), Sanskrit Dyáus Pitā, Illyrian Dei-pátrous. (409-31)

2. *plth₂wih₂ ("the broad one"): Hittite Lelwani, Sanskrit Prithvi. (p-267)
3. *perkwunos, ("the striker"): Sanskrit Parjanya, Prussian Perkuns, Lithuanian Perkūnas, Latvian Pērkons, Slavic Perun, Norse Fjörgyn. (p-410-33)
4. *H₂eus(os), ("the goddess of dawn"): Greek Eos, Rome Aurora, Vedic Ushas, Lithuanian Aušra Auštaras, Latvian Auseklis, Lithuanian Aušrinė, 'morning star', Gallic Esus, Slavic Iaro, (p– 409-10,432)
5. *PriHeh₂, ("beloved, friend") Sanskrit priya, Polish przyjaźń, Old Norse Freyjaand Frigg, Slavic priye, and Hittite puru. (p-208)
6. *Deh₂nu- ("River goddess"): Sanskrit Danu, Irish Danu; Welsh Dôn, Ossetic Donbettys. এই নামটির সম্পর্ক থাকতে পারে Dan নদীর সঙ্গে যা গিয়ে পড়ে Black Seaতে, Dnieper, Dniester, Don, and Danube ইত্যাদি কেলটিক এরিয়ার অন্য নদীগুলির সঙ্গেও এর সম্পর্ক থাকা সম্ভব। (p-434)
7. *Welnos, ("protector of flocks"): Slavic Veles, and Lithuanian Velnias (archaic Lithuanian vėlės), Latvian Velns; Old Norse Ullr, Old English Wuldor, Sanskrit Varuna, Greek Ouranos, (The Journal of Indo-European Studies, publ. by JIES, Washington, DC., 1973)
8. *Manu- ("Man"): Indic Manu; Germanic Mannus (p-140)
9. *Yemo- ("Twin"): Indic Yama; Germanic Ymir (p-140)

বিভিন্ন ইন্দোইওরোপিয়ান মিথলজি থেকে যেরকমটি পাওয়া যায়

হতে পারে কমন কালচারে দুজন প্রজেনিটর ছিল, একজন *Manu-, অপরজন *Yemo- যম হলেন প্রথম ইন্দো-ইওরোপিয়ান ফার্স্ট মর্টাল গড, যিনি মারা যাবেন, পরে তিনি কোথাও হয়েছেন সকলের পিতা, যেমন, আবেস্তা; কোথাও মৃত্যুর দেবতা, যেমন, ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়া।

10. Horse Twins: Sanskrit Ashvins, Lithuanian Ašvieniai, এই দুই জোড়াগডদের নাম সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, যদিও যে যে ওয়ার্ডগুলি এসেছে তাদের মানে 'horse' *ekwa-, কিন্তু বেশ কতকগুলি মিল তাদের মধ্যে লক্ষণীয়।, যেমন তাঁরা সর্বত্র পুরুষ, কখনও দুজনেই হর্স, কখনও একজন হর্স একজন মানুষবাচ্চা, কখনও তাঁরা সুর্যপুত্র, কখনও ঊষার সন্তান, কখনও স্কাইগডের পুত্র, অন্য নামগুলি Latvian Dieva deli, Greek Dioskouroi (Polydeukes ও Kastor); Latin Castor and Pollux, Old English Hengist ও Horsa, Old Norse Sleipnir, Slavic Lel ও Polel; সম্ভবত আলবানিয়ান Sts. Flori ও Lori হলেন এদের খ্রিশ্চানাইজড ফর্ম। (p-432,)

11. *H_2epom ("A water or sea god"): Avestan Nepots, Vedic Apam Napat, Celtic *neptonos > Nechtan, Etruscan Nethuns, Latin Neptune. Germanic Nix, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমস্ত লিথুয়ানিয়ান নদীর নাম শুরু হয় ne- যেমন, Nemunas, Neris, Nevėžis ইত্যাদি । (p-438)

12. *Seh$_2$ul বা *Sh$_2$-en-s (Sun): Sanskrit Surya, Avestan Hvara, Greek Helios, Latin Sol, Germanic *Sowilo (Old Norse Sól; Old English Sigel and Sunna, modern English Sun), Slavic Solntse, Lithuanian Saulė, Latvian Saule, Albanian Diell. অরিজিন্যাল আইই সানগডকে Mallory ও Adams-এর মতে দেখা যায় ফিমেল গডেস হিসেবে। তাঁরা Étaín, Grían, Aimend, Áine ও Catha ইত্যাদি ফিমেল গডেসদের উলটোদিকে দেখিয়েছেন ম্যাস্কুলাইন Helios,

Surya, Savitr, Usil and Sol; Hvare-khshaeta যদিও নিউটর জেন্ডার। যা হোক, তাঁরা উল্লেখ করেননি সবিতা যাতে মিন করা হয় সূর্যকে কিন্তু শব্দটি সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক। (Encyclopedia of IE Culture, p- 556)

13. *Meh₁not (Moon): Sanskrit masah 'moon, month', Avestan, Mah; Greek এর কগনেট রক্ষা করেনি, গ্রীক ভাষায় মুন হল Selene, Latin প্রাথমিকভাবে Luna, পরে শব্দটি নেই, হয়ে গেছে Diana, Old English Mona; Slavic Myesyats; Lithuanian, *Meno, or Mėnuo (Mėnulis); Latvian Meness; Roman Minerva, Albanian নামটিও মুন শব্দের সঙ্গে যায় না, তা হল Hane। মজার ব্যাপার অরিজিন্যাল প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান মুন কিন্তু ফিমেল গডেস নয়, একজন মেল গড যেমন সংস্কৃতেও (Miriam Robbins Dexter, Proto-Indo-European Sun Maidens and Gods of the Moon. Mankind Quarterly 25:1 & 2 (Fall/Winter, 1984), p- 137-144)।

14. *Peh₂uson ("pastoral god") Greek Pan, Roman Faunus ও Fauns, Vedic Pashupati, and Pushan. (p-434)

যা হোক, Mallory আসলে যা করেছেন, তিনি বাদ দিয়েছেন সেই সেই থিওনিমস যেগুলির কগনেটস তিনি অধিকাংশ ভাষায় পাননি। কিন্তু, যে যেগুলির পেয়েছেন, তার মধ্যে একটিও নেই, যা ইন্ডিক থিওনিমস প্রিসার্ভ করেনি। এখানে আমাদের আলোচ্য ছিল কেবলমাত্র ইন্দো-আরিয়ান থিওনিমগুলি, যাকে বলা যায় 'মিথলজির বেসিক ইউনিটস'; কী দেখায় এই 'বেসিক ইউনিটস অফ মিথলজি'? সপ্তসিন্ধু না অ্যানাতোলিয়া না সাউথ রাশিয়া না কাস্পিয়ান না ককেশাস নাকি হেলেনিক ওয়ার্ল্ড? Mallory-র গবেষণা যা দেখায়, তা হল সংস্কৃতিগতভাবে সপ্তসিন্ধু এলাকাতেই তথাকথিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান সংস্কৃতির চিহ্নগুলি সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত আছে। কারণ কী? বলা যায় যে, কারণ, সপ্তসিন্ধু এলাকাতেই

সবচেয়ে বেশি প্রাচীন সাহিত্য রচিত হয়েছে? অন্যদিকে আবেস্তা বা গ্রীক সাহিত্য অনেক পরে, এবং অনেক অনেক কম। সুতরাং, সপ্তসিন্ধু এলাকাতে বেশি সংরক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কথাটা ঠিক। কিন্তু, বেশি সাহিত্য রচনা করবে কারা? মাইগ্রেটিং পিপল? নাকি যারা শুরু থেকে সেটলড? ইন্দো-আরিয়ান সমস্যার সমাধান ভাষাতাত্ত্বিক উপায়ে কোনোদিনও সম্ভব নয়। বদলে মিথলজি ও কালচারাল, জেনেটিক্স ও আর্কিওলজি, আনবায়াসড জাজমেন্ট ও কমনসেন্স দিয়েই সিদ্ধান্তের দিকে যেতে হবে আমাদের।

J. P. Mallory এবং D. Q. Adams ২০০৬-এ প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত বই "The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World"-এ লেখকদ্বয় ১২টি ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর যাবতীয় মিথলজিক্যাল ডিসকোর্সগুলি স্টাডি করে ইন্দো-ইওরোপিয়ান গোষ্ঠীগুলির মিথলজির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ সূত্র নির্দিষ্ট করার চেষ্টা নিয়েছেন। সবকটি মিথলজি যদি তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তো দেখা যায়, এদের সবকটিরই একটি সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, একজন গড বা হিরো সর্পরূপ এক রাক্ষসকে হত্যা করছে, মৃত্যু ও অন্যজগত নিয়ে কোনো না কোনো একরকম ধারণা আছে, একজন রাজা বা দেবতা, তার সঙ্গে কুমারী এক দেবীর সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে, অশ্বমেধ বা হর্স-স্যাক্রিফাইস আছে, জল ও আগুনের এক রহস্যময় ইমেজারি আছে, একটি বড় শেষযুদ্ধের ইঙ্গিত আছে, যা দিয়ে সব দ্বন্দ্বের আপাত অবসানের ধারণা ইত্যাদি আছে। এই প্রত্যেকটি সাধারণসূত্র ধরে যদি সমস্ত ইন্দো-ইওরোপিয়ান মিথলজিগুলি পড়া যায় তো দেখা যায়, অনেকগুলি করে গোষ্ঠীর পুরাণ বা পবিত্রসাহিত্যে এইরকম কয়েকটি সূত্র উপস্থিত। ফলে, সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান সমাজের পুরাণেও এইরকম সব গল্পের আভাস ছিল; এবং এক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সংস্কৃত বা ইন্ডিক-মিথলজি কোনও ব্যতিক্রম ছাড়া সবকটি রক্ষা করেছে। গ্রীক, ল্যাটিন, কেলটিক, স্লাভিক, ইরাণিয়ান ইত্যাদি প্রত্যেকেই কয়েকটি করে সূত্র রয়েছে, যখন কিনা ইন্ডিক-মিথলজি আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা করেছে সবকটি। অর্থাৎ, Kazanas ও J. P. Mallory ধরে পিআইই থিওনিমসের আলোচনায় যেমন ঋকবেদের থিওনিমস

দেখা গেছে বাকি সকলের লিংক, সেই গডদের বিষয়ে পৌরাণিক গল্পগুলিও একই ট্রেন্ড ইন্ডিকেট করে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

সংস্কৃত, কেল্টিক, জার্মান, স্লাভিক ও ইরানিয়ান পুরাণগুলিতে পৃথিবী সৃষ্টির মূলে এক প্রাইমিভ্যাল জায়েন্টের উপস্থিতি পাওয়া যায়— যেমন বৈদিক Puruṣa, তিনি একজন বিরাট মানুষ, যার আত্মত্যাগের পর তার শরীরের মাংসপিন্ড পরিণত হয়েছে পৃথিবীর মাটিতে, তার মাথার চুল হয়েছে সেই পৃথিবীর ঘাস, হাড় হয়েছে পাথর, রক্ত থেকে জল, চোখ থেকে সূর্য, মন থেকে চাঁদ, মস্তিষ্ক থেকে মেঘ, শ্বাস থেকে বাতাস, মাথা থেকে স্বর্গ— শুধু তাই নয়, তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে জন্ম হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির, মাথা থেকে হয়েছে রুলিং ক্লাস, হাতগুলি থেকে যোদ্ধা, যৌনপ্রত্যঙ্গগুলি থেকে কৃষক, পদযুগল থেকে কর্মীশ্রেণি। নর্সদের পুরাণে Ymir, তিনি একজন হোলি কাউ। জার্মান মিথলজিগুলিতে দুই যমজের সন্ধান মেলে, যেমন Mannus ও Twisto, twisto কথাটির মানে যমজ, সংস্কৃতে যেমন মেলে মনু ও তার ভাই যম, মজার ব্যাপার 'যম' কথাটিরও অর্থ হল যমজ। রোমান মিথলজিতে Remus ও Romulus। সর্বত্র এই বিরাট পুরুষ নিজে আত্মত্যাগ করেছেন, এমন না, বরং সৃষ্টির স্বার্থে ভাইকে বলি দিয়েছেন, এবং সেই ভাই গিয়ে হয়ে উঠেছেন মৃত্যু-পরবর্তী জগতের প্রধান। যেমন সংস্কৃত মিথলজির যম, ইরাণিয়ান মিথলজিতে যম যদিও মৃত্যু না, তিনিই জগত সৃষ্টির মূল আদিপিতা।

স্থিতিযুদ্ধ

সৃষ্টি আর ধ্বংস, ঊষা আর নিশা— জগতের দুটি মূল শক্তি। কিন্তু একটি তৃতীয় অস্তিত্ব এর মাঝে যদি না থাকে, দুই মূল শক্তির কোনও কারণ পাওয়া যায় না। সে হল দিবাভাগ উর্বরতার প্রতীক। ইন্দোইওরোপিয়ান মিথলজিতে এই শক্তির স্বীকৃতি সর্বদাই ঘটেছে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে। সূর্য ও সরণ্যুর পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্ডিক মিথলজিতে এই তৃতীয় অস্তিত্বের ভূমিকা রেখেছে। ইন্দ্র তাদের স্বীকৃতির পথে বাধা, তাকে প্রতারণা করে অন্য দেবতাদের সমাজে এদের অনুপ্রবেশ। দুই শক্তির যুদ্ধের মধ্যে

একটা উপশমের স্পর্শরূপে। জার্মান পুরাণে Dumézil-এর অনুপ্রবেশ অনুরূপ তৃতীয় অস্তিত্বের ভূমিকায় দেখা যায়। নর্স পুরাণে Æsir-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে উর্বরতার দেবী Freyr-এর হয়ে Vanir-রা, এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের পর Freyr-এর স্বীকৃতি ঘটছে Æsir-দের মধ্যে। রোমান মিথলজিতে Romulus ও Rome লড়ছে Sabines-এর সঙ্গে, শেষে শান্তিস্থাপিত হচ্ছে ও তৃতীয় শক্তি এখানে নারী Sabines জায়গা পাচ্ছে সমাজে।

যুদ্ধের দেবতা ও সর্পাসুর

'সর্পাসুর' নামক কোনো অসুরের কথা বলা হচ্ছে না এখানে। অনেকগুলি ইন্দোইওরোপিয়ান মিথলজির প্রধান গল্প এই একই দেবতার সর্পরূপী ভেমন হত্যা। ঋকবেদের ইন্দ্র সর্পরূপী বৃত্তকে হত্যা করে মুক্ত করছে জল। একই গল্প পাওয়া যায়, হিটাইট, গ্রীক, নর্স ও ইরাণিয়ান মিথলজিগুলিতেও। হিটাইট পুরাণে Tarhunt হত্যা করছে সার্পেন্ট ড্রাগন Illuyanka-কে; গ্রীক মিথলজিতে শতমস্তক Typhon-কে হত্যা করছেন Zeus; নর্স মিথলজিতে দেবতা Thor হত্যা করছেন Jörmungandr-কে; ইরাণিয়ান মিথলজিতে Zahhāk হলেন সেই সার্পেন্ট, যার সংস্কৃত কগনেট 'অহি', পার্সিয়ান ভাষায় তাঁর আর এক নাম Bivar Asp, মানে 'যার হাজার ঘোড়া আছে', এক্ষেত্রে ঋকবেদের সরমা ও পনিদের লড়াইয়ের কাহিনিরও মিল পাওয়া যায়, সরমা ইন্দ্রের সহায়তায় হাজার হাজার গাভী ও অশ্ব পনিদের কাছ থেকে হরণ করে এনে মানুষের মাঝে বিলি করছেন। যা হোক, এই Zahhāk কিন্তু আবেস্তান গল্পে তাঁর বাকি কগনেটদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, এঁকে মারা হয় না। Fereydun এঁকে পরাজিত করেন ও বন্দী করে রাখেন Damāvand, পর্বতের নীচে পৃথিবীর শেষদিন অবধি। দমাবঁদ পর্বতের নীচে তিনি তার মানে এখনও বন্দী আছেন।

অশ্বমেধ

এটি মূলত মিথলজি নয়, বরং রিচুয়াল হিসেবে বেঁচে আছে ইন্দোইওরোপিয়ান ওয়ার্ল্ডে। ঋকবেদের অশ্বমেধ যজ্ঞ, যেখানে ঘোড়াকে তার বহুপ্রকার আচারবিচারে চারদিন ধরে পূজা করে শেষদিনে, বিশেষ

চুপায়ে নির্মিত মৃতবেদিকার ওপর তার প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা আলাদা করে কেটে, আগুনে নিক্ষেপ করে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পনের বিস্তারিত বিবরণ আছে; রোমান Equus October-ও একই প্রকার রিচুয়াল, যেখানে যোদ্ধাশ্রেণি ঘোড়া বলি দেয়, ঘোড়ার এখানেও বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। প্রাচীন আইরিশ ধর্মেও এরূপ রিচুয়ালের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজা ও কুমারীমাতা

মহাভারতের আদিপর্ব ও ভগবৎ পুরাণের ঊনবিংশতি অধ্যায়ে পাওয়া যায় রাজা যযাতির গল্প। যেখানে শর্মিষ্ঠা, যযাতির স্ত্রী দেবযানীর দাসী, যযাতিকে বিবাহের অনুমতি পায় এই শর্তে যে সে কখনও সন্তানধারণ করতে পারবে না, কুমারি থাকবে। কিন্তু, সে শর্ত রক্ষা করে না। যযাতি অকালবার্ধক্যে অভিশপ্ত হয়, এবং 'কুমারী' শর্মিষ্ঠার কনিষ্টপুত্র পুরু তাকে রক্ষা করে, যাদু, তুর্বাসু, দ্রুহ্যু, অনু বাকি সকল পুত্রেরা যযাতিকে উদ্ধারে অসম্মত হয়; উপহার স্বরূপ পুরু পায় যযাতির সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার, প্রতিষ্ঠিত হয় কুরু বংশ, যার পরবর্তী উত্তরাধিকার ভারতের নামে এই দেশের নামকরণ। রোমান মিথলজিতে শর্মিষ্ঠার অনুরূপ চিরকুমারিত্বে শর্তাধীন। Rhea Silvia শর্ত ভেঙে গড Mars-এর সঙ্গে মিলিত হয়, ও Romulus and Remus নামক দুই পুত্রের জন্ম দেয়, যারা Rhea Silvia-র পিতা রাজা Numitor-কে উদ্ধার করে তার সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেবে, এদেরই নামে রোমান সাম্রাজ্য, এরাই প্রতিষ্ঠা করবে রোম। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও কেলটিক মিথলজিতেও এরূপ 'কুমারী' মাতার সন্তান ধারণ ও তাদের দ্বারা রাজোদ্ধারের গল্প আছে।

জল আগুনের গল্প

ঋকবেদের Apām Napāt, আবেস্তার Apąm Napāt, প্রাচীন ইতালির ইট্রাস্কন মিথলজির Nethuns, কেল্টিক Nechtan, রোমান Neptune, ল্যাটিন Neptūnus কগনেট গডস। Mallory এর প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান দেখিয়েছেন *$h_2$epōm nepōts যার অর্থ 'নিফিউ অফ ওয়াটার' বা 'গ্র্যান্ডসন অফ ওয়াটার', আবেস্তায় 'সন অফ ওয়াটার',

সংস্কৃতে napat মানে গ্রান্ডসন। এই গড সর্বত্রই খুব উজ্জ্বল আগুনের মত, কখনোবা আগুন নিজেই, অথবা আগুন তার অস্ত্র, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে থাকে জলের মধ্যে। ঋকবেদ ২য় মণ্ডল সুক্ত ৩৫-এর ২, ৩ ও ৪ নং শ্লোকে আছে,

ইমং স্বস্মৈ হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম কুবিদস্য বেদৎ।

অপাং নপাদসূর্যস্য মহ্না বিশ্বান্যর্যো ভুবনা জজান॥২

সমন্যা যন্ত্যুপ যন্ত্যন্যাঃ সমানমূর্বং নদ্য পৃণন্তি।

তমু শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপাং নপাতং পরি তস্থুরাপঃ॥৩

তমস্মেরা যুবতয়ো যুবানাং মমর্জ্যমানাঃ পরি যন্ত্যাপঃ।

স শুক্রেভিঃ শিক্কভী রেবদস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃত্নির্ণিগপ্সু॥৪

এখানে অপাং নপাৎ সূর্যের মত উজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি পবিত্র জলসমূহ তাঁর চারিদিক ঘিরে রাখে, আমাদের ধনযুক্ত অন্নের উৎপত্তির জন্য জল মধ্যে উজ্জ্বল তেজবলে দীপ্ত আছেন; আবেস্তার ১৯ নং ইয়াস্তে তিনি জগতের সৃষ্টি করেন, xvarənah তার অগ্নিনিব শক্তি, থাকেন Vourusaka হ্রদে; কেল্টিক পুরাণে তিনি থাকেন এক পবিত্র কূপে, যে তার কাছে যায় দ্যুতিতে ঝলসে যায় তার চোখ; জার্মান মিথলজিতে সরাসরি কারও এই ভূমিকা না থাকলেও, sævar niðr, মানে সমুদ্রের অত্যুজ্জ্বল এক পুত্রের উল্লেখ আছে।

মৃত্যু ও পরলোক

ইহলোকের ভবলীলা সাঙ্গ হলে কোথায় যাবে, এই নিয়ে বিভিন্ন ইন্দোইওরোপিয়ান গোষ্ঠীগুলির ভাবনার সমরূপতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি Mallory। কোথাও তা এক সুন্দর সবুজ ঘাসের প্রান্তর, কোথাও এক অন্ধকার জগত, কোথাও একটি দ্বীপ, কোথাও একটা বাড়ি, কোথাওবা চারিদিক পাঁচিল ঘেরা ক্যাম্পাস। তবে, যাবার পদ্ধতিগুলির মধ্যে বেশ মিল আছে। ইন্ডিক, জার্মানিক, কেল্টিক, এবং কিছু কেমন

গ্রীক মিথলজিতেও মৃত্যু একটা অভিযাত্রা। মৃত্যুপুরীর দ্বার আগলে থাকে এক কুকুর, যমের কুকুরের নাম Sharvara, গ্রীক মৃত্যুপুরীর রক্ষী Kérberos, এদের নামের লিঙ্গুইস্টিক মিলটিও লক্ষণীয়। Kérberos-এর অবশ্য তিনটি মাথা, যে Heracles-এর দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। গ্রীক ও ইন্ডিক মিথলজিতে, স্বর্গযাত্রার পদ্ধতিটিও এক। গ্রীক পুরাণে রিভার Styx, তিনি এক দেবীও বটে, তাকে পার হয়েই পৌঁছতে হয় মৃত্যুর জগতে। Charon or Kharon নামে এক বুড়ো বোটম্যান তাকে নিয়ে যাবে অন্যজগতে। ইন্ডিক মিথলজিতে বৈতরণী পার হতে হলে ধরতে হবে গুরুর হাত। অবশ্য সেটা কোনো মারাত্মক পাপীদের জন্য নয়। তাদের ক্ষেত্রে যম নিজে এসে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে। আর মহাপুণ্যবান যারা তাদের রিভার বৈতরণী পার হতেই হবে না। গরুড় পুরাণ, দেবী ভাগবৎ পুরাণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বেও এই নদীর বর্ণনা আছে। জার্মানিক ও কেল্টিক পুরাণে নদী নেই। কিন্তু মৃত্যুর জগতে প্রবেশের পূর্বে মিমিরের কূপে উইজডম-ইমপার্টিং ওয়াটার আছে। ইহজগতের সব স্মৃতি মুছে যাবে এই জল পান করলে।

একটা শেষ যুদ্ধ

ঋগবেদের ব্যাটেল অফ টেন কিংস, অনেক স্কলার মনে করেন ঋগবেদের দ্য ব্যাটেল অফ টেন কিংস-এই আসলে মহাভারত যুদ্ধের বীজ পাওয়া যায়, সেই গল্পই দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে বিস্তৃত জটিল আকার ধারণ করে মহাভারতে। যাই হোক, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র, আইরিশ ট্রেডিশানে Mag Tuired-এর দ্বিতীয় যুদ্ধ, নর্স ট্রেডিশানে Ragnarök, রোমান ট্রেডিশানে Battle of Lake Regillus, গ্রিক মিথলজির Titanomachy, আর্মেনিয়ার Plain of Ervandavan সব কুখ্যাত পৌরাণিক ক্লাইম্যাক্স। কারণ ও ফলাফল হয়তো ভিন্ন, কিন্তু বেশ অনেকগুলি ইন্দো-ইওরোপিয়ান মিথলজি ক্লাইম্যাক্স একটি শেষ যুদ্ধ, যেখানে যুদ্ধরত গডস (গ্রিক ও নর্স), ডেমি-গডস (আইরিশ), বড় যোদ্ধা (রোমান, ইন্ডিক, আর্মেনিয়ান), তারা প্রায় সবাই মারা যায়; প্রায় সবক্ষেত্রেই পেছনে থাকে একজন গড, যে যোদ্ধাদের শক্তির সদ্ব্যবহার করে; একটা নতুন ওয়ার্ল্ড-অর্ডার ফিরে আসে, ও বহুশতাব্দীর শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।

"The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World", ৪৩১ থেকে ৪৪০ পাতায় ইন্দোইওরোপিয়ান কম্পারেটিভ মিথলজির আলোচনায় যতগুলি ক্যাটেগরি J. P. Mallory এবং D. Q. Adams উল্লেখ করেছেন, তার প্রত্যেকটির সঙ্গে ইন্ডিক মিথলজির একটি চরিত্রগত যোগসূত্র খুব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। ইরাণিয়ান মিথলজি তুলনায় নেহাতই গরিব। যখন তত্ত্ব অনুয়ারী ইন্দো-আরিয়ান গোষ্ঠী ইরাণিয়ান গোষ্ঠীর কেবল একটি শাখা মাত্র। ইন্দো-ইওরোপিয়ান কমন ট্রেডিশান ইন্ডিক মিথলজির চেয়ে ইরাণিয়ান মিথলজির বেশি সংরক্ষণ করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তার উলটোটাই সত্যি। এই প্রিসার্ভেশান দেখানোর জন্য সবচেয়ে যোগ্য ক্যান্ডিডেট হওয়া উচিৎ, সেই সেই ভাষা ও সংস্কৃতি, যাদের লোকেশানকে উরহেইম্যাট দাবী করা হয়েছে, যেমন রাশিয়ান মানে স্লাভিক ভাষাগুলি; অ্যানাতোলিয়ান মানে হিটাইট বা হেলেনিক মানে গ্রীক, বা ল্যাটিন বা রোমান ভাষাগুলি। ইন্দো-ইওরোপিয়ান কমন হোমল্যান্ড যেখানে, সেখানকার মানুষ মাইগ্রেটেড নয়, মানে তাদের প্রিসার্ভেশান বেশি হবে। মাইগ্রেটেড পিপল ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু আর্কেইক ফিচারস ধরে রাখতে পারে, যেমন হিটাইট ল্যারিঙ্গাল ধরে রেখেছে, যেমন ল্যাটিন গ্রীক a e o > a, যেমন সব ইওরোপিয়ান ভাষাগুলির কেন্টুম সাউন্ড, কিন্তু, মানুষ তো শুধু ভাষা নিয়ে মাইগ্রেট করে না, করে কালচার নিয়েও, এবং তাদের মাইগ্রেশানের সময় অন্য অন্য অ্যাডসট্রাটাম তাকে প্রভাবিত করে, সে অন্য অন্য কালচারের সঙ্গে অ্যাসিমিলেট করে ও প্রিভেইলিং কালচার হারাতে হারাতে যায়; যেখানে যায় সেখানকার সাবস্ট্রাটাম কালচার তাকে ফের প্রভাবিত করে, শেষমেশ মূল সংস্কৃতির খুব সামান্য অংশই পরবর্তী হাজার বছরে সে ধরে রাখতে পারে। বদলে মূল লেফট ব্যাক শাখা যেহেতু সেটল্ড, সে তার কালচার ধরে রাখে অনেক অনেক বেশি। মাইগ্রেশনাল মডেল যদি মানতেই হয়, তবে, আউট অফ ইন্ডিয়া মাইগ্রেশান অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত ও প্রমাণসাপেক্ষ।

বৈদিক ও মেসোপটেমিয়ান মিথ

সাধারণভাবে প্রচলিত একটি ধারণা হল, ভারতীয় সভ্যতা ও বৈদিক রীতিনীতির সবকিছুই প্রায় মেসোপটেমিয়া থেকে আগত, তা সে ইঁটের

ব্যবহারই হোক, বা গণিত কিংবা অ্যাস্ট্রোনমি, এমনকি অশ্বমেধ যজ্ঞকেও কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন মেসোপটেমিয়ার দান। যদিও এই ধারণার পিছনে ঐতিহাসিক যুক্তি ভীষণই দুর্বল, কিন্তু ভারত শুধু না প্রাচ্যের যা কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান, সবই আসলে পশ্চিমের দান, এই ধারণা প্রসারের পিছনে একটি সুনির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক রাজনীতি ছিল। বর্তমানেও ভারতীয় লেখকদের মধ্যে এইসব ঔপনিবেশিক চিন্তার ধারাবাহিকতার ব্যাখ্যা একটি ঔপনিবেশিক হ্যাংওভার ছাড়া আর কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব না। Nicholas Kazanas তাঁর "Indo-Aryan Origins and Other Vedic Issues" (2009) নামক বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে বিষয়টিকে নির্দিষ্ট কিছু অনস্বীকার্য যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক মোটিফ, লেজেন্ড ও মিথলজিক্যাল গল্পের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ান মিথলজির যে মিল, Kazanas প্রতিটাই আলাদা আলাদা করে আলোচনা করেছেন। "Vedic &: Mesopotamian interadions" নামে এই পেপারটি, Omilos Meleton, Athens-এ প্রকাশ করেন অক্টোবর ২০০৪-এ। এই অধ্যায়ে পূর্বোল্লিখিত জার্নাল মাইগ্রেশান এন্ড ডিফুশান-এ পেপারটি পুনঃপ্রকাশিত হয়, ঠিকানা, http://www.migration-diffusion.info/article.php?id=118 ।৩৪ পাতার এই দীর্ঘ আলোচনা সবটুকু এখানে পুনরুত্থাপন সম্ভব নয়। আমরা কেবল দুই মিথলজির মিলগুলি আলোচনা করব।

হর্স-স্যাক্রিফাইস

মেসোপটেমিয়ান লিটার্জিক্যাল টেক্সটে গড মাদ্রুক ও ব্যাবিলনিয়ান রিচুয়াল অনুযায়ী গড শামাশ ও আদাদের উদ্দেশ্যে হর্স-স্যাক্রিফাইসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রিচুয়ালের একটা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, বলিদানের পূর্বে পুরোহিত এখানে ঘোড়ার বামকানে একটি মন্ত্রোচ্চারণ করে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এই স্যাক্রিফিসিয়াল হর্সটির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিকার (Pleiades) সাতটি নক্ষত্রের উপস্থিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। মেসোপটেমিয়ায় ঘোড়া আসে ২,০০০বিসিই নাগাদ; এবং এই টেক্সট তারপরেই লেখা। এর আগে মেসোপটেমিয়ান টেক্সটে গাধার দ্বারা গাড়ি টানার উল্লেখ পাওয়া যায় (Kazanas, 2009, p-192-93)। বৈদিক

টেক্সটে ঘোড়ার ডান কানে মন্ত্রোচ্চারণ করেন পুরোহিত, শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩, ৪, ২, ১-৪) অনুযায়ী এখানেও ঘোড়াটির গলায় সাতটি তারার উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬২ ও ১৬৩ নং সূক্তে অশ্বমেধের ঘোড়ার স্তুতি রয়েছে। আর তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ নং সূক্তের ১১ নং শ্লোকে আছে, রাজা সুদাসের অশ্বমেধের ঘোড়া ৪০০জন যোদ্ধার দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে, যে বাধা দেবে, যুদ্ধ করে নিজের এলাকা রক্ষা করতে হবে ওই ৪০০ জন যোদ্ধার সঙ্গে। একই প্রকার রিচুয়ালস অন্যান্য ইন্দো-ইওরোপিয়ান কমিউনিটির মধ্যে আমরা Mallory-র বই থেকে ইন্দো-ইওরোপিয়ান কম্প্যারেটিভ মিথলজির আলোচনায় পেয়েছি। Kazanas-এর আলোচনায় এই গ্রিক রোমান কেল্টিক নর্ডিক পিপলদের মধ্যে হর্স স্যাক্রিফাইসের বর্ণনা আরও ডিটেইল পাওয়া যায়।

স্বর্গের দিকে উড়ে যাওয়া ঈগল

মেসোপটেমিয়ান মিথলজিতে আমরা স্বর্গের দিকে উড়ে যাওয়া এক ঈগলের বর্ণনা পাই। রাখাল রাজা এটনা এই গল্পে এক ঈগলকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়, তারপর সেই পাখির সহায়তায় উড়ে যায় স্বর্গপানে পুত্রলাভের জন্য এক জীবনদায়ী বৃক্ষের সন্ধানে। এই গল্পটির কোন সুমেরিয়ান ভার্সন পাওয়া যায় না, ২৩৯০-২২৪৯ বিসিইর একটি আক্কাডিয়ান শীল পাওয়া যায়, যেখানে পাখির পিঠে চড়ে এক ব্যক্তি উড়ে যাচ্ছে। পরবর্তী আক্কা টেক্সটে এর বর্ণনা মেলে। ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের তৃতীয় কাণ্ডের ৩৫তম অধ্যায়ে বর্ণিত হয় গড়ুরের স্বর্গে উড়ে যাওয়ার বর্ণনা, সেখানে অবশ্য গড়ুর কোনো মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, তবে, সেও যাচ্ছে স্বর্গ থেকে অমৃত আনার উদ্দেশ্যে। শতপথ ব্রাহ্মণ (3, ২, ৪ ও ৬, ২), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (3, ২৫-৬), তৈত্তিরীয় সংহিতা (4, ১, ৬)-এ কদ্রু ও সুপর্ণী একে অপরের রূপ নিয়ে দ্বন্দ্বে উপনীত হয়, কদ্রু জিতলে সুপর্ণীকে তার দাসীত্ব গ্রহণ করতে হয়, মুক্তির একমাত্র উপায়, তৃতীয় স্বর্গ হতে সোম-চারা নিয়ে আসা, সুপর্ণীর ফেরার পথে অবশ্য কৃষাণু একটি তীর নিক্ষেপ করে সুপর্ণীর নোখচ্ছেদন করে। ঋকবেদের ৪র্থ মণ্ডলের ২৬ ও ২৭ নং সূক্তে এই ঘটনার অনুরণন পাওয়া যায়। সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট পাখী উজ্জ্বল তৃতীয় আকাশ থেকে সোম-চারা আনবার

উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। ঋকবেদেও কৃষাণুর তীর নিক্ষেপের রেফারেন্স আছে। এই একই গল্প পাওয়া যায় ইরাণিয়ান মিথলজিতে, Saēna পাখি স্বর্গ থেকে haoma নিয়ে নেমে আসার গল্প শোনা যায়। গ্রিক মিথলজিতে জিউস একটি পাখির রূপ ধরে নেকটার বা অমৃত পান করার উদ্দেশ্যে তরুণ গ্যানুমিডকে অপহরণ করে নিয়ে যায় অলিম্পাস পাহাড়ে, গ্যানুমিড হয় জিউসের কাপ-বিয়ারার, বিনিময়ে অমর। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় ওডিন পাখির রূপ ধরে পাহাড়ে উড়ে যায় mead (বৈদিক মধু) পান করার জন্য। আইরিশ মিথলজিতে ঈগলের রূপ ধরে জীবন পুনরুদ্ধারের জন্য স্বর্গের দিকে উড়ে যায়, Lleu।

সপ্তর্ষী

ঋকবেদের কোথাও সপ্ত ঋষির নাম বলা না হলেও, বহু শ্লোকে তাদের একত্রে উজ্জ্বল উপস্থিতি। চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ নং সুক্ত, ৮নং শ্লোকে তাদের বলা হয়েছে 'অস্মাকম্ পিতরঃ', আমাদের পিতাগণ; দশম মণ্ডলের ৮১ নং সুক্ত, ৪র্থ শ্লোক, ৮২নং সুক্তের ২ থেকে ৪ নং শ্লোকে সপ্তর্ষি বিশ্বকর্মাকে উৎসর্গের মাধ্যমে বিশ্বসৃষ্টির কাজে সাহায্য করছেন; দশম মণ্ডলের ১০৯নং শ্লোক, ৪ নং শ্লোকে তারা দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তপঃকর্ম সম্পাদন করছেন; দশম মণ্ডলের ১৩০নং সুক্ত ৫ থেকে ৭ নং শ্লোকে তারা রিচুয়াল চর্চার মাধ্যমে দৈব্যে উপনীত হচ্ছেন। এই ঋষিদের নাম প্রথম পাওয়া যায়, শতপথ ব্রাহ্মণ (15, ২, ৬) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ (2, ২, ৬)-এ: গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অত্রি। শতপথ ব্রাহ্মণেই (2, ১, ২, ৪) তাদের বলা হচ্ছে ৭টি তারা, সঙ্গে তাদের বা বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী। একত্রে না হলেও এই সব ঋষিরাই ঋকবেদ ও পরবর্তী সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে নানান উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করছেন। যা হোক, বেদের এই সপ্তর্ষি গ্রিক মিথলজির সেভেন সফিস্টাই (sophistai) বা wise men (Herodotos I, 29; Isocrates 15, 235); স্লাভিক ট্রেডিশানে তাঁরা হয়ে উঠেছেন সাতজন জাজেস, সানগড যখন আকাশ পরিক্রমা করেন তাঁরা মানুষের সুকর্ম ও দুস্কর্মের হিসেব নেন। গ্রিক ট্রেডিশানে সাতজন আর্জাইব রাজার কথা পাওয়া যায়; আর্লি খ্রিশ্চান মিথ অনুযায়ী সাতজন স্লিপারস অফ এফেউস মনে করা

যায়। সব মিলিয়ে স্পষ্ট যে এই সাতজন ওয়াইজ ঋষি খুব শুরু থেকে রয়েছে ইন্দো-ইওরোপিয়ান মিথগুলিতে। মেসোপটেমিয়ান মিথলজিতে এই সাতজন উপস্থিত হয় সাতজন ummiānu, ক্র্যাফটসমেন বা mutalkū, সাজেলস অথবা apkallu, দৈব্য ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু হিসেবে। Erra ও Ishum-এর মিথ অনুযায়ী, তাদের জন্ম হয়েছিল স্কাইগড Anu ও পৃথিবীর মিলনে। মিস্টিজল ও জ্ঞানের দেবতা Ea (সুমেরিয়ান Enki) তাদের purādu বা মাছ রূপে মানুষের মাঝে পাঠান, মানুষকে আর্টস ও ক্র্যাফটস শেখাতে। শেষমেশ যদিও তাঁরা Ea-কে খুশি করতে পারেননি, ফলে তাদের ফেরত পাঠানো হয় Apsu, আন্ডারওয়াটারে। কিছু কিছু মেসোপটেমিয়ান টেক্সটস এই সাতজন Sebitti ও তাদের বোন Narun-di-র বর্ণনা করে, যেমন ঠিক সাতজন বৈদিক ঋষির স্ত্রী অরুন্ধতী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এখানেও এই সাতজন Sebitti কৃত্তিকা বা Pleia-des-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। এদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা পাওয়া যায় ১৪০০ থেকে ৩০০বিসিই পর্যন্ত খোদিত বিভিন্ন মেসোপটেমিয়ান টেক্সটে।

বন্যা, দ্য গ্রেট ফ্লাড

শতপথ ব্রাহ্মণ (1, ৮, ১, ১-১০)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, একটা ক্ষুদ্র মাছ ঋষি বৈবস্বত মনুর কাছে নিরাপত্তা চাইবে, তাঁকে সর্তক করবে গ্রেট ফ্লাড অথা আসার ব্যাপারে। পরে এই ক্ষুদ্র মাছটিই বড় হয়ে মনুর নৌকা টেনে নিয়ে যাবে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত, ভাগবৎ পুরাণ ও মৎস পুরাণ অনুসারে মলয় পর্বতের শিখরে। বন্যা চলে যাবার পর মনু এক যজ্ঞের আয়োজন করবেন, যেখানে সৃষ্টি হবেন ইলা, যার মাধ্যমে পুনরায় মানবের উত্থান হবে পৃথিবীতে। প্রচলিত একটা কথা আছে যে, বেদে সবই আছে। ঋকবেদ সম্পর্কে একথা অধিকাংশে ঠিক। ঋকবেদে পুরাণের মত গল্প নেই। যা আছে, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সোম দেবতাদের জন্য স্তুতি, আর সেইসব স্তুতিপ্রসঙ্গে, প্রচলিত নানান গল্পের রেফারেন্স। যেমন, আমরা কথায় কথায় ঈশপের গল্পের রেফারেন্স দিই; ব্যর্থমনোরথ ব্যক্তি উদ্দিষ্ট বস্তুটির নিন্দা করলে, "আঙুরফল টক"। ধরে নিই শ্রোতারা নিশ্চয়, আঙুরফল টক বললেই বিষয়টা বুঝে নিতে পারবে। কারণ, এই গল্পগুলি

এত পরিচিত যে, কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না। ঋকবেদে এই একই ভাবে ভারতীয় পুরাণের প্রায় সব গল্পের রেফারেন্স আছে। পরবর্তী পুরাণে, মহাকাব্যে পুনরায় গল্পগুলি বিস্তারিত লেখা হয়েছে। আন্দাজ করা যায়, বহু শতাব্দীর ব্যবধানে, কোনো এক সময়ে যখন পুরাতন মূল্যবোধ হারিয়ে যেতে বসেছিল, যখন মানুষ ভুলে যেতে বসেছিল, ঋকবেদের ওই অ্যালুসানগুলির পিছনে থাকা গল্পটি কী, তখন পুরাণকাররা সেগুলি বলতে শুরু করেছিলেন ফের। তবে তাও খুব সংগঠিত সচেতন প্রয়াস ছিল না। কেননা, মহাকাব্যের, পুরাণের প্রত্যেকটা গল্পের রেফারেন্স ঋকবেদে থেকলেও, ঋকবেদের সবকটি রেফারেন্স কিন্তু পুরাণে আসেনি। অর্থাৎ আরও অনেক গল্প বা ঘটনাবলীর অ্যালুশান ঋকবেদে থাকলেও পরবর্তী সহিতো কোথাও আসেনি, ফলে, ঋকবেদ কম্পোজিশানের বহুহাজার বছর পর, সেই সমাজব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়েছে, সেসময় প্রচলিত গল্পগুলিও হারিয়ে গেছে চিরতরে। বাকি সব প্রসঙ্গের মত মনুর গল্পটিও ঋকবেদে সরাসরি নেই। কিন্তু বহুবার তার রেফারেন্স আছে। মনে করা যায় যে, ঋকবেদ কম্পোজিশানের সময়ে এগল্প সকলেই জানত। প্রথম মণ্ডলের ৮০ নং সুক্তের ১৬ নং শ্লোকে মনুকে বলা হয়েছে 'মনুষ্পিতা', দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৩ নং সুক্তের ১৩ নং শ্লোকে মনু সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'যানি মনুরবৃণীতা পিতা...' ইত্যাদি। মনুর যজ্ঞের রেফারেন্স পাওয়া যায় ঋকবেদ প্রথম মণ্ডলের ৪৪ নং সুক্তের ১১ নং শ্লোকে, ৭৬ নং সুক্তের ৫ম শ্লোকে, পঞ্চম মণ্ডলের ২১ নং সুক্তের ১ নং শ্লোকে, দশম মণ্ডলের ৬৩ নং সুক্তের ৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে মনুই সপ্তর্ষিকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমবারের মত যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন: "যেভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নি র্মনসা সপ্ত হোতৃভিঃ"। অথর্ববেদ (20, ৩৯, ৮)-এ বর্ণিত মনু তাঁর নৌকা হিমবন্ত-শিখরে নিয়ে যাবার ঘটনা। এই সবকিছু একত্রে মহাভারতের তৃতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। স্পষ্টতই বোঝা যায় বৈবস্বত মনুর নৌকা বহু পুরাতন ইন্ডিক মিথ। ওল্ড টেস্টামেন্ট, জেনেসিস ৬-৮ নোয়ার আর্ক, এর পুরাতন ব্যাবিলনিয়ান ভার্সন পাওয়া যায় ট্যাবলেট-xi-এ (১৭০০বিসিই), গিলগামেশ মহাকাব্যের আট-নেইশ-টিম ফ্লাড (Utnapishtim)। দুটি গল্পের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও, মোটামুটি একই। বৈদিক ফ্লাড অবশ্য এই গল্পগুলির থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাদা। বৈদিক ফ্লাড ন্যাচেরাল, কোনো দেবতার অভিশাপ নয়। নর্থ-

ইস্টে কিন্তু এটি মানুষের উইকেডনেস ও ইনজাস্টিসের প্রেক্ষিতে দেবতার অভিশাপ রূপে আসে। দেবতা Ea তার সার্ভেন্ট আটনেইশটিমকে একটি মেসেজ পাঠান এই ক্যাটাক্লিজমের খবর দিয়ে, এবং তাকে নির্দেশ দেন একটি বিরাট আর্ক প্রস্তুত করতে, যেখানে সব পশুপ্রাণিদের বীজ সংগ্রহ করতে হবে, গোল্ড ও সিলভার, সবরকম ক্র্যাফটসম্যানদের নিতে হবে ইত্যাদি। এখানে আর্ক নির্মানের নিখুঁত বর্ণনা আছে, ১১০টি পোল, ৬টি ডেক ইত্যাদি। সাত দিন সাত রাত্রি ধরে চলবে ডিল্যুজ, আর্কের বাইরে যত ব্যাভিচারি মানুষ সবাই কাদায় রূপান্তরিত হবে; এরপর, সপ্তম দিন আটনাইশটিম আর্ক নিয়ে যাবেন নিমাশ পর্বতের ওপর, এবার তিনি প্রথমে একটি ঘুঘু পাখি ওড়াবেন, সে ফিরে আসবে, একটি সোয়ালো ওড়াবেন, তাও ফিরে আসবে, একটি দাঁড়কাক ওড়াবেন, সে আর আসবে না। বৈদিক গল্পে যেমন যজ্ঞের বর্ণনা আছে, এখানেও আছে Ea-র উদ্দেশ্যে আটনেইশটিমের স্যাক্রিফাইস। তারপর তিনি ছড়িয়ে দিতে থাকবেন তার সংগৃহীত লাইভস্টক। জুদাইক লেজেন্ড (জেনেসিস- ৬৮), নোয়ার আর্ক সম্ভব যে মেসোপটেমিয়ান গল্পেরই অনুরণন, এমনকি নোয়ার নামটিও আট-নেইশ-টিম-এর 'নেইশ' থেকে আসতে পারে; তবে এটি একটি মোনথেইস্টিক ভার্সন। নোয়ার আর্কের মাপজোক আলাদা ৩০০×৫০×৩০ কিউবিট এবং ৩টি ডেক। বন্যাও এখানে অনেক ভয়ানক! ৪০ দিন ও রাতের বান। ১৫০ দিন পর জল নামবে, কিন্তু নোয়া এখানেও স্যাক্রিফাইস দেবে গডের উদ্দেশ্যে। খাদ্যের সুগন্ধে গড সিদ্ধান্ত নেবেন পুনরায় এরকম ধ্বংস না চালাতে, পরের অধ্যায়ে নোয়াকে নির্দেশ দেবেন, শুধু মাংস না খেয়ে গ্রিন হার্বসও খাওয়া যেতে পারে।

গ্রীক পুরাণের দ্যুকেলিয়ান লেজেন্ড (Deucalion) মোটামুটি মনু, গিলগামেশের মতই। টাইটান প্রমেথিউস তার পুত্র দ্যুকেলিয়ানকে একটা চেস্ট তৈরির নির্দেশ দেবেন, দ্যুকেলিয়ান ও তার স্ত্রী ফাইরা ন'দিন ন'রাত সেই চেস্টের মধ্যে ভেসে থাকার পর মাউন্ট ওথ্রিসে ল্যান্ড করবে ও জিউসের উদ্দেশ্যে স্যাক্রিফাইস দেবে। আইরিশ গল্পটি একটু আলাদা। আয়ারল্যান্ডে প্রথম জনসমাগম হয় কেসাইরের নেতৃত্বে, তারা জানতে পারে এক ভয়ানক বন্যা আসার খবর। তিনটে জাহাজে তারা ভেসে যায়, বন্যার ৪০দিন আগেই দুটো জাহাজ হারিয়ে যায়, ফিন্টান, বিথ ও লাড্রা–

তিনজন পুরুষ, কেইসার নিজে ও উনপঞ্চাশজন নারী বেঁচে যায়। নারীরা বিভক্ত হয় পুরুষদের মধ্যে। এবং তাদের সন্তানাদি ভরে তোলে আয়ারল্যান্ড। ফিন্টান পরিণত হয় একটি স্যালমন মাছে, সেখান থেকে হয়ে যায় একটি ঈগল, তারপর একটি বাজপাখি। বন্যার পাঁচ হাজার পাঁচশ বছর পর, সে পুনরায় মানুষের রূপ পায়, এবং তারই জবানিতে শোনা যায় আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস। ওয়েলস স্টোরিটা ড্বাইফ্যান ও ড্বাইফ্যাচের গল্প (Dwyfan and Dwyfach)। আফন্যাক এক ভয়ানক মনস্টার, যে বাস করে Llyn Llion হ্রদে, বন্যাটা এখানে তারই কুকর্ম। সব মানুষ মরে যায়, কেবল বেঁচে যায় ড্বাইফ্যান ও ড্বাইফ্যাচ। বিরাট এক আর্ক বা জাহাজ নির্মাণ করেছিল তারাও। আর সংগ্রহ করেছিল সব জীবন্ত জিনিসের দুটি দুটি নমুনা। এবং Prydain দ্বীপকে পুনরায় মানুষে ভরে দেয়। আফন্যাকের গল্প ব্রিটিশ ও কেল্টিক ফোকলোরেও খুঁজে পাওয়া যায়, কখনও একটা কুমীরের বেশে, কখনও বামন, কখনও এক জায়েন্ট বিভার রূপে। ওল্ড নর্স ট্রেডিশানের Prose Edda-ও একটি একই প্রকার গ্রেট ফ্লাড স্টোরি, যেখানে Bergelmir ও তার স্ত্রী বন্যা থেকে বেঁচে যায় একটা চেস্টের ওপর ভেসে, এরা ছিলেন লাস্ট সার্ভাইভার অফ ফ্রস্ট জায়েন্ট ফ্যামিলি, বন্যা শেষে এরাই ফের ফ্রস্ট ফ্যামিলি পুনঃস্থাপন করে।

প্রশ্ন এখন, এইসমস্ত মিলগুলি সম্ভব হল কীভাবে? মেসোপটেমিয়া টু ইন্ডিয়া? ইন্ডিয়া টু মেসোপটেমিয়া? সবচেয়ে আধুনিক ভাবনাপদ্ধতি, এরকম বিচারকে গ্রহণ করে না। কিন্তু, ইন্দোইওরোপিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্স পূর্বাপর এসবের প্রাচীনপন্থী বিচারধারার ওপর নির্ভরশীল। এবং সেই প্রাচীনপন্থী মত, পরিষ্কার, পূর্বের সবকিছু পশ্চিম থেকে আসা। মানে এইসব পৌরাণিক গল্পগুলি মেসোপটেমিয়া থেকে ইনহেরিটেড। প্রশ্ন এই যে, মেসোপটেমিয়া থেকে ইন্ডিয়ায় এসব স্টোরিলাইন এল কবে? ঐতিহাসিক সময়ে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের প্রথম যোগাযোগ গ্রীক ইনভেশানের সময়। কিন্তু, তা এতই সাম্প্রতিক যে, সে সময়কে আর ঋকবেদ কম্পোজিশানের সময় হিসেবে চিহ্নিত করার উপায় নেই। তার আগে মেসপটেমিয়া ও ভারতের যোগাযোগ হরপ্পান টাইমে। আমরা দেখেছি, হরপ্পান টাইমে ইন্ডিয়া টু মেসোপটেমিয়া ট্রেডরুট, ইন্ডিয়া টু ইরাণ কিংবা আরবের ওমান বন্দর পর্যন্ত ভারতীয় পণ্যের যাতায়াত। এবং

এইসব অঞ্চলগুলিতে এখনও প্রতিবছর নতুন নতুন জায়গায় হরপ্পান আর্টিফ্যাক্টস পাওয়া যাচ্ছে, নতুন নতুন আর্কিওলজিক্যাল সাইটস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু, তা কোন লার্জস্কেল মাইগ্রেশান নয়। হরপ্পান ম্যাচুর ফেজে 'long carnelian beads, steatite seals, stoneware bangles, compact frit or faience, bronze objects, copper ও tin objects, marine shell, lapis Lazuli, grey-brown chert' ইত্যাদির ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছিল, গড়ে উঠেছিল ফাঁয়াস, সেরামিক, টিন, ব্রোঞ্জ ও তামার ইন্ডাস্ট্রি, ফলে আমরা ট্রেডরুটে যুক্ত এলাকাগুলিতে আজ সেইসব আর্টিফ্যাক্টস খুঁজে পেয়ে, এই যাতায়াত চিহ্নিত করতে পারছি। এবং যেহেতু মেসোপটেমিয়ান আর্টিফ্যাক্টস আমরা হরপ্পান এলাকায় পাচ্ছি না, ধরে নিতে পারি। ওইসব এলাকা থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ও টিন ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কার্পাস ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য বহন করে আনত। ফলে, ট্রেডরুটে এই পুরো অঞ্চলটিতে মানুষের মধ্যে যোগাযোগ যে ছিল, এটা পরিস্কার। হরপ্পান টাইমের আগে, মানে যখন এই ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠেনি, সেসময়েও এরকম যোগাযোগ যদি থেকে থাকে, তো আজ আর তা চিহ্নিত করার উপায় নেই। মেসোপটেমিয়ান কিং Sargon the Great (2334-2279 BC) অহংকার করে জানাচ্ছেন যে, তাঁর বন্দরে মাগান, দিলমান ও মেলুহা থেকে জাহাজ আসে। মাগানকে চিহ্নিত করা গেছে প্রাচীন মিশর বলে, অ্যাসিরিয়ান টেক্সটেও এর একই উল্লেখ আছে; পরেরটি হল দিলমান যা পার্সিয়ান গালফ সভ্যতার বাহারিন ও ফৈলাক দ্বীপের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন আর্কিওলজিস্টগণ; মেলুহা হল ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশান (Possehl, 2016, 41)। মেসোপটেমিয়ান ইন্সক্রিপশানে উল্লেখ অনুয়ারী এই অঞ্চল হল পূর্ব দিকের এক দেশ যেখান থেকে সিসেম তেল যেত মেসোপটেমিয়ার রাজ পরিবারে। প্রচুর সংখ্যায় হরপ্পান শীলস, পটারি, হরপ্পার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিউবিকাল বাটখারা পাওয়া যায়, মেসোপটেমিয়ার আর্বান সাইটগুলিতে। হরপ্পান কলোনি ছিল Shortugai-তে, যা আজকের আফগানিস্তানের বাদাখশান এলাকায়, যেখান থেকে পুঁতি তৈরির জন্য গুজরাতের হরপ্পান পোর্ট লোথালে আসত লেপিজ লাজুলি (Possehl, 1991, 1-14;। শুধু লোথাল নয়, যেত এমনকি ওমান, বাহারিন, সুমের প্রদেশেও (McIntosh, 2008, 354)। মেসোপটেমিয়ায় এমনকি, হরপ্পান কলোনিও ছিল (Karlovsky,

1989, 264)। "The most prominent of the Indus Valley's trade partners was Mesopotamia. Evidence of this relationship is exhibited on seals, beads, and ceramics also mentioned in Mesopotamian historical record. Obviously the Indus Valley Civilization was not referred to as the "Indus Civilization" during the third millennium B.C.E. But, it has been strongly suggested that the land of "Meluhha" referenced in Early Dynastic Period Mesopotamian texts was in fact the Indus Valley" (Javonillo, 2010, 70)। মহাভারত যুদ্ধের সময় যা-ই হোক, এর রচনাকাল যদি ৮০০ বিসিই হয়, তার প্রায় প্রতিটি অ্যানেকডোটের রেফারেন্স আছে ঋকবেদ ও পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে। অর্থাৎ এই গ্রেট ভারত-যুদ্ধের পিছনে যাই থাক, তার তারিখ রচনাকালের সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব তৈরি করে না। মহাভারত তৎকালীন ভারতে প্রচলিত প্রায় সবরকম আখ্যানগুলির একটা বিরাট কালেকশান। গল্পগুলি কবে থেকে প্রচলিত, তা গভীর গবেষণার বিষয়, রচনাকাল থেকে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত টানা উচিৎ হবে না। রচনাকাল যে সময়েই হোক, আর গল্পগুলি যখন থেকেই প্রচলিত হোক, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগের আর একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মহাভারতের ষষ্ঠ কাণ্ডের ভীষ্মপর্ব, অষ্টম কাণ্ডের কর্ণপর্বে, যেখানে অরট্ট প্রদেশের দস্যুদের কথা আছে। এখানে কর্ণ শল্যকে বলছেন, "In former days a chaste woman was abducted by robbers (hailing) from Aratta. Sinfully was she violated by them, upon which she cursed them, saying, 'Since ye have sinfully violated a helpless girl who am not without a husband, therefore, the women of your families shall all become unchaste. Ye lowest of men, never shall ye escape from the consequences of this dreadful sin.' It is for this, O Shalya, that the sisters' sons of the Arattas, and not their own sons, become their heirs." (Mahabharata, book 8, section 45, K. M. Ganguli Translation, 1883-96) । মজার ব্যাপার, এই অরট্টের উল্লেখ পাওয়া যায় মেসোপটেমিয়ান ইন্সক্রিপশানেও,

যেখানে বলা হয়েছে, পূর্বের অরট্ট নামক সমৃদ্ধ দেশ থেকে লেপিজ লাজুলির পুঁতি নিয়ে আসার কথা (Witzel, 1999b.)। Witzel লিখেছেন, "This could, otherwise, be understood as Praktism for *a-rāṣṭra*, the Avestan *a-sāra*" (p-345) অরট্ট আসলে সংস্কৃত 'অরাষ্ট্র'-এর প্রাকৃত 'অরট্ট'; শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যা-ই হোক, একটি প্রদেশের নাম হিসেবে এই অরট্ট মহাভারতে বহুবার উল্লিখিত, এর সঙ্গে মেসোপটেমিয়ান উল্লেখ ইন্দাস-মেসোপটেমিয়ান ক্রস কালচারের ফল, এ নিয়ে সন্দেহের যুক্তি কী?

ইন্ডিক ও মেসোপটেমিয়ান মিথলজির যে যে মিলগুলি আমরা খুঁজে পেলাম, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া, তার প্রত্যকটা অন্য অনেক অনেক ইন্দো-ইওরোপিয়ান মিথলজিক্যাল ট্রেডিশানে ওয়েল-অ্যাটেস্টেড। অর্থাৎ এর প্রত্যেকটিই স্পষ্টভাবে ইন্দোইওরোপিয়ান থিম। যদি এরকমটি ভাবা হয় যে, তথাকথিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানদের একত্র বসবাসকালে মেসোপটেমিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, যদিও ক্রনোলজিক্যালি এটা অপ্রমাণিত, কেননা, মেসপটেমিয়ার যে যে ইন্সক্রিপশানে এই গল্পগুলি পাওয়া গেছে, তা ইন্দো-ইওরপিয়ান ডিস্পার্সালের কয়েক সহস্রাব্দ পর, তবু যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই যে, আর্য আগমণ কালে, তা সে যে পথেই হোক, আর্যদের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ানদের যোগাযোগ হয়েছিল, তো শুধু পৌরাণিক কাহিনির মিল নয়, মেসোপটেমিয়ান ভাষা, সুমেরিয়ান, আক্কাডিয়ান, প্রভাব রাখবে ঋকবেদের ভাষায়। কিন্তু, ঋকবেদের ভাষায় এরকম কোনও সুমেরিয়ান ইনফ্লুয়েন্স কেউ খুঁজে পাননি। ফলে, এই প্রকল্প বাতিল। আর্যরা যেখান থেকেই আসুক, কিংবা তারা ভারতে ইন্ডিজেনিয়াস হোক, তাদের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগ সেই হরপ্পান ট্রেড। এখন হরপ্পান টাইমে ইন্দো-মেসোপটেমিয়ান সংযোগ যদি বৈদিক মিথলজি ছড়াতে ভূমিকা নেয়, অথবা বৈদিক মিথলজি নিজে প্রভাবিত হতে ভূমিকা নেয় তো, হরপ্পা ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশান নো ডাউট ইন্দো-ইওরোপিয়ান কালচার শেয়ার করে। আমরা জানি ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশান ছিল একটি মাল্টি-লিঙ্গুয়াল কালচার। এবং বৈদিক মিথলজি যদি মেসোপটেমিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, অথবা মেসোপটেমিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়, আর তার

টাইমটা হয় হরপ্পান টাইম, হরপ্পান ট্রেডিশানের অন্যতম ভাষা যে ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষা এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইতিপূর্বেই দেখেছি Colin Renfrew বা J.M. Kenoyer[৪]-এর মত স্কলাররা ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশান এরিয়ায় ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষারও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান নন। Renfrew স্পষ্টতই বলছেন, "It is difficult to see what is particularly non-Aryan about the Indus Valley civilization" (Renfrew, 1989, 190)। একই সংস্কৃতি কিন্তু ভাষা ভিন্ন, যেমনটি বলা যায় আজকের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ অংশদুটি বিষয়ে, হতে পারে ইন্দাসভ্যালি সিভিলাইজেসানও সেরকমই কিছু ছিল। যতদিন না ইন্দাস স্ক্রিপটস কোনো গ্রহণযোগ্য ডিসাইফারমেন্টের আলো দেখছে, মেসোপটেমিয়া-বৈদিক মিথলজিক্যাল ট্রেক্য একটা বড় প্রমাণ যে, হরপ্পান মানুষের মধ্যে এইসব থিমগুলি উপস্থিত ছিল। তা নাহলে, শুধু যে এই মিলগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না তা-ই নয়, ঋকবেদের সময় নিয়েও কোনও যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় না। কোনও আর্কিওলজিস্ট আজ পর্যন্ত একথা বলেননি যে, হরপ্পান টাইম আর ঋকবেদের সময় এক। এক নয়। লেট হরপ্পান ফেজ, ১৯০০ থেকে একেবারে ১০০০-৭০০বিসিই, পেইন্টেড গ্রে-অয়ার ফেজ পর্যন্ত শত শত নাগরিক সাইটের উত্থান-পতনে কোনো সময়কেই ঋকবেদের পশুছালকে পোশাক হিসেবে নেওয়া, যব ও বার্লিভোজী, বণিক বর্বর, ভীষণ প্রিমিটিভ অর্ধযাযাবর, অংশত কৃষিভিত্তিক

No 1 & 3 famous Harappan seals, in the middle The Hindu deity Durga killing the buffalo demon 900 - 1000 India; Mathura region, Uttar Pradesh state, sandstone, Asian Art Museum of San Francisco, the Avery Brundage Collection.

সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মেলানো যায় না। অথচ, ঋকবেদের ভূগোল কখনোই সিন্ধু নদের পশ্চিমে বেশিদূর বিস্তৃত নয়, ফলে সময় যদি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে চিহ্নিত করতেই হয়, তো তা আর্লি হরপ্পান ফেজ ৩,৩০০ আগে। ঠিক কখন? জানি না। ইন্দাস-মেসোপটেমিয়া ট্রেড রিলেশান যেমন আর্টিফ্যাক্টস যখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তার আগেও থেকে থাকতে পারে, কিন্তু জানা সম্ভব নয়, বৈদিক-মেসোপটেমিয়া কালচারাল রিলেশান হরপ্পান টাইমের আগে কিনা, আর কে কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তা সম্ভবত প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু সমগ্র আলোচনা থেকে একটা লাইনের সিদ্ধান্তে যদি আসতেই হয় তো, বলা যায়, ইন্দাস সিভিলাইজেশানে ইণ্ডিক মিথলজিক্যাল থিমগুলি ছিল, সুতরাং ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাও না থাকার কিছু নেই।

এই চাপ্টারে আমরা দেখব, ভারতে অনুপ্রবেশ বা আক্রমণের আগে আর্য বা প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানরা যে যে এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত-না-নিতে-পারা-স্থান থেকে এদেশে এসেছে বলে প্রস্তাব, সেই সেই অঞ্চলে কী কী আর্কিওলজিক্যাল প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, যা দিয়ে সেই সেই সভ্যতার লোকজনকে আর্য বলে চিহ্নিত করা গেল ও কীসের ভিত্তিতে কোন কোন পথ দিয়ে তারা এদেশে এসেছিল বলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্কলার সাজেস্ট করেছেন। পিআইই বা প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান বা যেমন আমরা ভারতীয়রা বলি আর্য, তাদের চিনবার উপায় হোমারের ইলিয়াড বা ওদিসিতে নেই। ইওরোপে হোমারের লেখাই ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষায় পাওয়া প্রথম টেক্সট। ফলে যতদিন না ইওরোপিয়ানরা ঋকবেদের সন্ধান পেয়েছে, ততদিন জানাই যায়নি যে, ইওরোপিয়ান সাদারা এদেশের কালো নিগারদের এমনতর জ্ঞাতিভাই! তার ওপর আবার ভলতেয়ারের মত স্কলাররা বলতে লাগলেন, ভারত থেকেই ইওরোপিয় সভ্যতার যাবতীয় রসদ গিয়ে পৌঁছেছিল কোনো এক ইতিহাসের প্রাক্কালে, এবং এই জ্ঞান কেমনরকম ধাক্কা দিয়েছিল ইওরোপিয় বুদ্ধিজীবিমহলে, ফলে কী রিএকশান হয়েছিল, আমরা দেখেছি। যাহোক, ইওরোপিয়ানদের বিরক্তি যে পর্যায়েই পৌঁছক, তাদের অস্বীকার করার উপায় ছিল না, এবং এখনও নেই যে, ঋকবেদই আর্যতত্ত্বের প্রামাণ্য টেক্সট। তাকে যত আধুনিক করেই দেখানো যাক, তা অন্তত ১৪০০ বিসিইর পর দেখানো যাবে না, কেননা, হোমারের রচনাবলী ৮০০বিসিইর পর। সুতরাং, ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষা নিয়ে একটাও কথা বলার আগে, সংস্কৃত শিখতেই হবে, ঋকবেদ পড়তেই হবে, কিচ্ছু করার নেই। আর আর্যদের ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম মেটিরিয়াল কালচার সম্বন্ধে যা জানার জানতে হবে ঋকবেদ থেকে। ঋকবেদ ছিল একদা ভারতের ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত স্তোত্ররাশি, এখন তা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তক। পরে এই তালিকায় আর একটি টেক্সট যুক্ত হয়েছে, তা আবেস্তা। কিন্তু ঋকবেদ না পড়ে, শুধু আবেস্তা দিয়ে ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যাবার কোনও উপায় নেই। উলটোটা যথেষ্টই আছে। যাই হোক, এখন আর্যদের চেনার উপায় তাহলে ঋকবেদ

ও আবেস্তা থেকে তাদের জীবন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা। কেননা, আর্কিওলজি কারও কোনো ভাষা প্রমাণ করতে পারে না, যতক্ষণ না সেই ভাষার ইনস্ক্রিপশান সামনে আসে। আজ পর্যন্ত কোনও পিআইই ইনস্ক্রিপশান পাওয়া যায়নি। কালকেও যাবে না। কেননা, প্রথম আর্যটেক্সট ঋকবেদ ছিল ওরাল ট্রেডিশান। মানে আর্যরা ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। মানে এরপরেও কেউ কোনো ইন্সক্রিপশান দেখিয়ে দাবি করতে পারবে না যে, এই পাওয়া গেছে আদিআর্য টেক্সট! ঋকবেদে কোথাও মূর্তিপূজার উল্লেখ নেই, পূজা দূরস্থান মূর্তি শব্দটিরই কোনও প্রতিশব্দ নেই ঋকবেদে। তার মানে কোথাও কোনো মূর্তি খুঁজে এনে তাদের অরুণ বরুণ রুদ্র ঊষা নিশা ইন্দ্র ইত্যাদি আর্য দেবতা বলে দাবি করার উপায় নেই। কিন্তু ঋকবেদে ফায়ার-রিচুয়াল ছিল। কিন্তু, কোনো ফিক্সড ফায়ার অল্টারের উল্লেখ নেই। তা মাটি দিয়ে বানানো হত যজ্ঞের কয়েকদিন আগে, ঋকবেদের সপ্তম মণ্ডলে স্পষ্ট তার বর্ণনা আছে। সুতরাং কোনো ফিক্সড ফায়ার অল্টার দেখিয়ে দাবি করার জায়গা নেই যে, এরা আর্য। কেননা, ফায়ার-প্র্যাক্টিস ইন্দোইওরোপিয়ান ছাড়াও অন্য অনেক প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচরণে ছিল। আর্যরা পশুবলি দিত। পশু মানে যদিও শুধু ঘোড়া নয়, ঘোড়াবলি খুব রেয়ার কিন্তু খুব মূল্যবান। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের যে অশ্বমেধযজ্ঞ তা ঠিক সেইভাবে ঋকবেদের বর্ণনায় নেই। সপ্তম মণ্ডলের যে হর্স-স্যাক্রিফাইস, তা লাগামহীন সাম্রাজ্যবাদী ডমিনেন্সের অনুরূপ নয়। আর পাওয়া যায় সোমপানের পক্ষে ঋকবেদে, ও বিপক্ষে আবেস্তার মনোভাব। পাওয়া যায়, তারা মৃতদেহ সৎকার করছে আগুন দিয়ে; তবে অন্যরকম সৎকার, যেমন কবর, কিংবা মৃতদেহ পোড়ানো ছাইয়ের কবরও ছিল। এই মৃতদেহ পুড়িয়ে ছাইয়ের কবর, কেবল কবর, ও মৃতদেহ পোড়ানোর রিচুয়াল— সবকটিই হরপ্পায় মেলে। যাই হোক, ঋকবেদে কোথাও আর্যদের ইন্ট্রুডার্স হিসেবে না পাওয়া গেলেও, প্রথম থেকেই স্বতঃসিদ্ধ ধরা হয়েছে, তারা যাযাবর ও অন্য দেশ থেকে আসা। এটা আর্যতত্ত্বের সামগ্রিক ফ্যাক্টয়েড। ইন্দ্রের বৃত্রসংহারের গল্প থেকে আর্যরা পাহাড়ি অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করে বসবাসকারী, পণি বা দস্যু নামক তথাকথিত অ্যাবরিজিন্যাল ট্রাইবদের সঙ্গে যুদ্ধ করত, এরকমটাও আর্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হয়েছে।

যা হোক, সব মিলিয়ে কয়েকটা বিষয় যা যা ঋকবেদ ও আবেস্তা থেকে সত্যি পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে

১) তারা সোমপান করত বা বিরোধিতা করত

২) তারা ঘোড়ার ব্যবহার জানত

৩) তারা ফায়ার রিচুয়াল প্র্যাকটিস করত

৪) তারা মৃতদেহ পোড়াত ও কবর দিত, বা পুড়িয়ে ছাইয়ের কবর দিত

৫) মূলত পশুপালন, সেই সঙ্গে কৃষি ছিল তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি

৬) এলিট ক্লাস ছিল, যাদের উন্নত কোনো জীবনযাপন বাড়িঘরদোর উল্লেখ না পেলেও ঘোড়ায় টানা রথ ব্যবহার করত

৭) রিলিজিয়াস এক্সপার্ট বা রিচুয়াল এক্সপার্টদের গুরুত্ব ছিল

৮) যব ও বার্লি ছিল তাদের প্রধান শস্য

৯) লিপি ব্যবহারের কোনও চিহ্নমাত্র ছিল না

১০) মূর্তিপূজা, মূর্তিনির্মান, মন্দির ইত্যাদির সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না সমাজে

১১) পোষাক ছিল অজিন বা পশুচামড়া

১২) কার্পাসের ব্যবহার ছিল না

১৩) ইস্টক বা ইঁট শব্দটিও জানা ছিল না

১৪) গৃহনির্মাণে পাথর মাটি কাঠ লতাপাতা ছিল

১৫) নদীর অপরিসীম গুরুত্ব ছিল, অর্থাৎ কোনো শুষ্ক বৃষ্টিপাতহীন এলাকায় তারা থাকত

১৬) পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী ট্রাইবদের থেকে গরু ও ঘোড়া হরণ করা ছিল উৎসবের মত

১৭) স্বর্ণ, রজত বা রৌপ্য ও আয়াস বা তামার ব্যবহার ছিল, শ্যামা আয়াস বা কালো ধাতুও ছিল

যা হোক, সব শেষে ফের এটা মনে রাখতে হবে, এই সবকটি বৈশিষ্ট্য একটা সময় পর্যন্ত প্রায় সব প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সাধারণ চিহ্নবলী। তা সে প্রাচীন চিন হোক কিংবা জাপান, যাদের সঙ্গে ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষার কোনও যোগাযোগ ছিল না। তার ফলে, কোনো সভ্যতাকে হঠাৎ করে আর্যসভ্যতা বলা কঠিন। এবার দেখতে হবে, কোন কোন আর্কিওলজিস্ট কোথায় কোথায় কোন কোন সভ্যতাকে আর্যতত্ত্বের সঙ্গে কীসের কীসের ভিত্তিতে মেলাতে চেয়েছেন। এবং সেই আর্কিওলজিক্যাল সাইটগুলি আর্যসভ্যতা হিসেবে বা আর্যআগমণের পথ হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য। দুটি রুটে আর্যআগমণ দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, "a northern route from the northeast of the Caspian Sea through the steppes of central Asia and down through Afghanistan and into India; and a southern route from the southeast of the Caspian Sea through the deserts and plains of northern Iran and into Afghanistan." (Bryant, 2001, 202)। Bryant যেমন করেছেন, এই অধ্যায়ে তাঁকে অনুসরণ করে আমরা এই দুই রুট আলাদা করে আলোচনা করব না। বদলে, কোন কোন আর্কিওলজিক্যাল সাইটদের কোন কোন লেখক আর্যসভ্যতা বলে চিহ্নিত করেছেন কিসের ভিত্তিতে— কেবলমাত্র সেগুলি সংক্ষেপে পরীক্ষা করব; তবে, তাঁর উল্লেখগুলি আমাদের আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দেবে।

Gimbutas-এর কুরগান হাইপোথেসিস সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি। এবং জেনেছি এর সমালোচনাও। কুরগান কালচারের সঙ্গে আর্যতত্ত্বের প্রথম সম্পর্ক যদিও সাজেস্ট করেছিলেন Vere Gordon Childe ১৯২৬-এ। রাশিয়ান কুরগান শব্দটির মানে ঢিবি, যার মধ্যে ৩৫০০ থেকে ২৮০০ বিসিই পর্যন্ত মৃতদেহ কবর দিত সেই সভ্যতার মানুষজন। এই পদ্ধতি পরে বদলে যায় Hut Grave culture-এ, শব্দটি সেলফ-এক্সপ্লেইনেটরি, এর টাইম ২৮০০ বিসিই থেকে ২০০০ বিসিই। পরে এই কালচার বিবর্তিত হয় Timber Grave বা Srubnaya culture-এ ২০০০ থেকে ৮০০বিসিই। এই কালচারের সঙ্গে সম্পর্কিত ১৮০০ থেকে ৯০০ বিসিই Andronovo culture, যার বিস্তৃতি ছিল ইউরাল পর্বত থেকে কাজাখাস্তান হয়ে দক্ষিণ সাইবেরিয়া পর্যন্ত। এই সংস্কৃতিকে আর্যসভ্যতা মনে করার কারণ, এখানে ঘোড়ায় টানা কার্ট পাওয়া গেছে, এটি পাওয়া গেছে Sintashta cemetery-তে, কার্বন ডেটিং বয়স ১৭০০-১৫০০বিসিই (Kuzmina, 1993)। David W. Anthony ১৯৯৫-তে "Birth of the Chariot" নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন একটি কবর যেখানে মৃতদেহে নিজের মাথাটির বদলে একটি ঘোড়ার মাথা লাগানো আছে। তিনি একে মিলিয়েছেন ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ নং সুক্ত ১২নং শ্লোকের দধীচির গল্পের সঙ্গে (in Archaeology 48, no. 2: p-36-41)। গল্পটি এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে আছে, 'দধ্যঙ্‌ হ যন্মধ্বাথবর্ণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ'। সায়ণভাষ্য অনুযায়ী এই শ্লোকে আধারিত গল্পটি এরকম, 'ইন্দ্র দধীচিকে প্রবগ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়ে বলে দিয়েছিলেন, 'যদি এ বিদ্যা অন্য কাকেও বল, তবে তোমার শিরচ্ছেদন করব'। অশ্বিদ্বয় এই বিদ্যা জানার জন্য দশীচির মস্তক আগেই ছেদন করে, তা অন্যস্থানে রেখে, একটি অশ্বের মস্তক পরিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে, অশ্বিদ্বয় প্রবগ্য বিষয়, অর্থাৎ ঋক সাম যজুঃ এবং মধুবিদ্যা প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেছিলেন। ইন্দ্র এবিষয়ে জানতে পেরে, বজ্রের দ্বারা দধীচির অশ্বমস্তক ছেদন করলে অশ্বিদ্বয় তার নিজের মাথা পুনঃস্থাপন করেন।' যা হোক, এই গল্পের কোথাও দধীচির অশ্বমাথাসহ কবরে যাবার প্রসঙ্গ নেই। ঋকবেদের এই সুক্তটিকে এখানে এই কবরে পাওয়া ঘোড়ার মাথার সঙ্গে

মিলিয়ে আসলে Anthony কল্পনার অপরিসীম উড়ান ও প্রমাণের অভাবকেই প্রকট করেন। Michael Witzel যাই হোক, এই প্রমাণ পেয়ে, তাকে হালকা বিকৃত করে, খুব গুরুতর প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন.

> "Most tellingly, perhaps, at the site of Potapovka (N. Krasnoyarsk Dst., near Kuybyshev on the N. Volga steppe), a unique burial has been found.6 It contains a human skeleton whose head has been replaced by a horse head; a human head lies near his feet, along with a bone pipe, and a cow's head is placed near his knees. This looks like an archaeological illustration of the Rigvedic myth of Dadhyanc, whose head was cut off by Indra and replaced by that of a horse." (Michael Witzel, "The Home of Aryans", Harvard University, 1998, p-3)।

সামান্য বিকৃতিটি এই যে, ঋকবেদে ইন্দ্র দধীচির ঘোড়াশির কেটে ফেলছেন, এবং তা এরকম নয় যে, 'whose head was cut off by Indra and replaced by that of a horse', রিপ্লেসড বাই দ্যাট অফ হর্স আসলে অশ্বিদ্বয় করেছিলেন, ইন্দ্র মাথা কাটার আগেই। শুধু তা-ই নয়, যথারীতি এখানে তিনি উল্লেখ করছেন না যে, দধীচি তার ফলে মারা যাচ্ছেন না। তার হঠাৎ কবরে চলে যাওয়া দূরস্থান, বরং ইন্দ্র দধীচির হর্সহেড কেটে ফেললে অশ্বিদ্বয় তার নিজের মাথা ফিরিয়ে দিচ্ছে। এরকম 'সামান্য' বিকৃতি অবশ্য নতুন নয়। এই তত্ত্বে এরকম অনেক গোঁজামিল আছে, যার সব সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুঁজে বের করা বেশ কঠিন কাজ।

কুরগান অ্যান্ড্রোনোভো সাইটগুলিতে বৈদিক সংস্কৃতি খুঁজতে কার্যত কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়েছেন V. F. Gening-এর মত আর্কিওলজিস্টরা। কবরে লাগামছাড়া ঘোড়াকে অশ্বমেধের লাগামহীন ঘোড়ার নানাদেশে

ভ্রমণের সঙ্গে মেলানো হয়েছে, যেখানে Gening ভুলে গেছেন, ঋকবেদে অশ্বমেধের ঘোড়াকে কবর দেবার ব্যাপারই নেই, তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে নিক্ষেপ করার কথা; কবরে কুকুর পেয়ে তাকে মেলানো হয়েছে অনেক পরবর্তী সময়ে লেখা মহাভারতে সরমার কুকুরের সঙ্গে; পাথরের কুড়ুলকে বলা হয়েছে ইন্দ্রের বজ্র (Gening, 1979, 1-29)। Bryant এই প্রবণতার সমালোচনা করেছেন, "Clearly, if one is so inclined, any innocuous grave detail can be connected with something from the gamut of Sanskrit literature and interpreted as proof of the Indo-Aryans" (Edwin Bryant, 2001, p-206), কেউ যদি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েই বসে যে, যেকোনো মূল্যে প্রমাণ করেই ছাড়বেন যে, কোনো একটি আর্কিওলজিক্যাল সাইট বৈদিক সংস্কৃতির পীঠস্থান, সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার থেকে তিনি পৃথিবীর যেকোনো সাইটকেই বৈদিক বলে প্রমাণ করে দিতে পারবেন। তার চেয়েও বড় কথা ক্রনোলজি। যেখানে কিনা Y. Y. Kuzmina এই অঞ্চলে ইন্দো-ইরাণিয়ান জয়েন্ট কালচার খুঁজতে চাইছেন, সেই আন্ড্রোনোভো কালচারের সময়কাল হল ১৮০০ থেকে ৯০০ বিসিই, অত পরে এই অঞ্চলে এটা সম্ভব না। কেননা, Witzel প্রমুখের বর্তমান দাবি অনুয়ারী আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশে অলরেডি উপস্থিৎ।

Beshkent ও Vakhsh Culture

দক্ষিণ তাজিকিস্তানের Beshkent ও Vakhsh Culture এই পর্বে উল্লেখ করা হয়ে থাকে আর একটি ইন্দোইরাণিয়ান সাইট হিসেবে। এখানেও একই ভাবে বৈদিক-আবেস্তান চিহ্নাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, "In the Beshkent cemeteries we have cremation rites; ritual hearths were built in the graves; and swastikas were used in marking the site. In the Vakhsh cemeteries funeral pyres were lit around the grave of a leader. Thus the hypothesis can be advanced that, ...Bactrian Bronze Age culture was predominantly Proto-Iranian" (Litvinsky, and P'yankova, 1996, 386)। এখানে স্বস্তিকাকে বৈদিক সংস্কৃতির চিহ্ন হিসেবে দাখিল করা হয়েছে। প্রশ্ন যে, তাজিকিস্তানে পাওয়া স্বস্তিকা যদি

বৈদিক সংস্কৃতির চিহ্ন হয় তো হরপ্পায় পাওয়া স্বস্তিকা নয় কেন? Jonathan Mark Kenoyer-এর স্বস্তিকা বিষয়ে এই মন্তব্য আমরা আগেই দেখেছি, "Another example is the use of symbols such as the swastika. This is a symbol that has been found distributed throughout the world beginning in the Palaeolithic period. It is found on pottery in Mesopotamia dating to around 4000 BC, at Harappa beginning around 3300 BC and widely used in the Indus cities from 2600-1900 BCE. The presence of the swastika in Mesopotamia and the Indus valley is not necessarily connected in any cultural or religious way, but is evidence of independent invention of a symbol that probably had very different ideological meanings." (2006, 49)। ৩৩০০বিসিইতে হরপ্পায় স্বস্তিকা চিহ্নের উপস্থিতি যদি বৈদিক সংস্কৃতির প্রমাণ না হয় তো Beshkent ও Vakhsh Culture যার বিকাশ হয়েছিল ১০০০-৮০০বিসিই নাগাদ (Mallory and Adams, 1997, 20-21)। কী করে প্রমাণ হয় যে তা বৈদিক কালচার? আর যদি মানতেই হয় যে এই স্বস্তিকা বৈদিক, তো এর ক্রনোলজি স্পষ্টত প্রমাণ করে একটি আউট অফ ইন্ডিয়া সিনারিও। আর এখানে কবরের চারিদিকে সার্কুলার আগুন জ্বালানোর যে পদ্ধতিকে বৈদিক রীতি হিসেবে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে বৈদিক রীতির কোনোদিন কোনও মিল নেই। মিল আছে বৈদিক রীতিতে সার্কুলার আগুন জ্বালিয়ে শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত গার্হপত্য ও দক্ষিণা যজ্ঞের, তাতে কবর বা মৃতদেহ সংকারের কোনোমতেই কোনও প্রসঙ্গ আসে না। সবকিছুর পর ভারতের বাইরে কোনো সভ্যতাকে আর্যসভ্যতা বলে প্রমাণ করতে হলে, সেই একই প্রকার নিদর্শন ১৫০০বিসিই পরবর্তী ভারতেও খুঁজে দেখাতে হবে। কেননা, ভারতে প্রবেশের আগে আর্যদের সংস্কৃতি একরকম ছিল, আর এখানে প্রবেশের মুহূর্তে তা বদলে গেল হঠাৎ এরকমটা বলার কি কোনো যুক্তি আছে? তা যেহেতু হয়নি, এইসব নিদর্শন 'প্রমাণ' সবকিছুকেই শ্রদ্ধা করা যায় একপ্রকার স্কলারলি এন্টার্টেইনমেন্ট হিসেবে, তার বেশি না। ইতিহাস তো নয়ই।

বরং আর্কিওলজিস্টদের এগুলির মধ্যে মিল দেখানোর প্রচেষ্টাই প্রমাণ করে যে, আসলে এই মিল দেখানো কত কঠিন। এবং এরূপ মিল

পৃথিবীর প্রায় সব প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যেই দেখানো যায়। তাছাড়া এই একই পথে কুশানরা পরবর্তী ঐতিহাসিক ভারতে প্রবেশ করেছে। হুনরাও এসেছে এই একই পথে। তারা সকলেই কুরগান বা ঢিবির মধ্যে তাদের মৃতদেহ কবর দিত। তাদের কেউ উত্তর পশ্চিম ভারতে বৈদিক সংস্কৃতি উন্মেষ বা সংস্কৃত ভাষাবিস্তারের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়। বরং এরা বিরাট মিলিটারি শক্তিসহ ভারতে এসেও, শেষমেষ ভারতের ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে, আর তাদের আলাদা অস্তিত্ব চিহ্নিতই করা যায় না।

দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ইরাণের গোরগান

দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ইরাণের গোরগান (Gorgan) সমভূমিতে Tepe Hissar III, Tureng Tepe III Cl, Mundigak IV, Shahr-i Sokhta IV, Altyn, এবং Namazga V প্রভৃতি আর্কিওলজিক্যাল সাইটকেও Philip Kohl, Homer L. Thomas প্রমুখ আর্কিওলজিস্ট ইন্দো-ইরাণিয়ান সভ্যতা হিসেবে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। এখানে আর্কিওলজিস্টগণ নর্দার্ন ইরাণের Marlik নামক স্থানে রয়াল সেমিট্রিতে একটি অবলং মর্টার টাইপ বস্তু পেয়ে একে শিবলিঙ্গ হিসেবে দেখিয়েছেন (Bryant, 2001, 210)। এটা যদি শিবলিঙ্গও হয়, মনে করা উচিৎ শিবলিঙ্গ কিন্তু হরপ্পান সাইটে পাওয়া গিয়েছিল তার অনেক আগে, আমরা হরপ্পান সিভিলাইজেশান চ্যাপ্টারে তার ছবি দেখেছি। শিবলিঙ্গকে আর্য নয়, বরং এই তত্ত্বের প্রপোনেন্টরা আর্য-পূর্ব সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করেন। কেননা, শিবলিঙ্গ সারা ভারতের অসংখ্য সাইটে হরপ্পা সভ্যতা বিকাশের পূর্বেই বহু জায়গায় পাওয়া গেছে। থার্ড মিলেনিয়াম বিসিইর মহারাষ্ট্রে Savalda Culture এক্সক্যাভেশান সাইটে যেমন একটি বাড়িতে অসংখ্য শাঁখ ও শিবলিঙ্গ, ভক্তদের বসার বিস্তৃত জায়গা লাল সাদা পুঁথির মালা ইত্যাদি চিহ্নিত করে D.K. Chakravarty এই বাড়িকে 'priest's house' হিসেবে উল্লেখ করেছেন (1999, 225)। এরকম অসংখ্য শিবলিঙ্গের উদাহরণ সারা ভারত জুড়ে অসংখ্যবার পাওয়া গেছে, সব উল্লেখ করলে শুধু শিবলিঙ্গ নিয়ে একটা চ্যাপ্টার লিখতে হবে। ইরাণের শিবলিঙ্গ যদি আর্যসংস্কৃতির প্রমাণ হয়, তো তা-ও আউট অফ ইন্ডিয়া সিনারিওই স্ট্রংলি সাজেস্ট করে। Y. Y. Kuzmina আবার

এখানকার সাইটগুলিতে কোনও ঘোড়া ব্যবহারের চিহ্ন পাননি বলে একে আর্যসভ্যতা বলে মানতে রাজি না (1981, 101 -125)। এছাড়া তত্ত্ব অনুযায়ী আর্যরা হবার কথা নোমাড প্যাস্টোরালিস্ট, তাদের এখানকার উন্নত কৃষি সভ্যতার সঙ্গে মেলানো যাবে কীভাবে? এরকম সমালোচনার মুখে নর্দার্ন ইরাণের এই সাইটগুলি সৃষ্টি নয়, বরং ধ্বংসের কারণ হিসেবেও দেখানো হয়েছে ককেসাস স্টেপস থেকে ইন্দো-ইরাণিয়ান নোমাডদের আক্রমণে, "whether or not the collapses were due to the cessation of overland longdistance trade or, say, to the incursions of steppe nomads from the north or to some other unspecified cause" (Kohl, 1984, 226-227)। যা হোক, আক্রান্ত এলাকায় যে রকম আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স থাকার কথা তার কিছুই কিন্তু এখানকার সাইটগুলিতে পাওয়া যায়নি, "there is no documentary evidence of steppe cultures invading agricultural oases. ...Archaeological data was found but failed to convince. More or less intensive contacts were an established fact, but ...archaeological diggings testify to the fact that various influences, including mass migrations, moved only from south-west to north-east" (Khlopin, 1989, 75-76)। তবে Roman Ghirshman-এর মত আর্কিওলজিস্টগণ মনে করেছেন, ইন্দো-ইরাণিয়ানদের দ্বারা ধ্বংস নয়, বরং সেকেন্ড মিলেনিয়াম বিসিইর এই সমভূমিতে সবকটি আর্কিওলজিক্যাল সাইটই আসলে ছিল ইতিপূর্বেই ইন্দো-ইরাণিয়ান সভ্যতা।

তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, নর্দার্ন ইরাণির সমস্ত পটারি ও আর্টিফ্যাকটস যা যা বৈদিক আর্যসংস্কৃতির চিহ্ন হিসেবে বিভিন্ন আর্কিওলজিস্ট বিভিন্ন সময়ে তুলে ধরেছেন, একটা জিনিস তারা কেউই মাথায় রাখেননি যে, ভারতের বাইরে যেকোনো কিছুকেই বৈদিক সংস্কৃতির চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরা হোক সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ থেকে তাদের বর্ণনা করার চেষ্টা করা হোক, থিওরেটিক্যালি এটা কিছুটা সাফল্য আনবে, কেননা বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের পরিমাণ। আর কোনও প্রাচীন ভাষায় এত এত সাহিত্যকর্ম নেই। ফলে সেই সাহিত্যের খুঁটিনাটি

বর্ণনার সঙ্গে প্রায় যেকোনো সভ্যতার সাধারণ দিকগুলি মোটামুটি মিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু, তাকে প্রকৃতই বৈদিকসংস্কৃতি হিসেবে প্রমাণ করতে চাইলে, আগে ভারতের অভ্যন্তরে অনুরূপ আর্টিফ্যাক্টস পটারি ইত্যাদি দেখাতে হবে। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪,৫,৪) নির্দেশ দিচ্ছে, 'যেকোনো চাকায় তৈরি পাত্র হল আসুরিক, দেবতার জন্য নিবেদিত অর্ঘ্য তাই হাতে তৈরি পাত্রে অর্পণ করতে হবে'। এবার পৃথিবীর যেখানে যেখানে হাতে তৈরি পাত্র পাওয়া যাবে, সেখানেই বৈদিক সংস্কৃতি ছিল, এরকমটা বলা হলে, তা কত যুক্তিপূর্ণ? সেই জিনিসটাই হয়েছে প্রস্তাবিত আর্যরুট ধরে যখন এরকম আর্টিফাকটস মিলেছে আর্কিওলজিক্যাল এক্সক্যাভেশানে। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যে যে সাইটগুলি নানান আর্কিওলজিস্ট দেখাচ্ছেন বৈদিক সংস্কৃতি হিসেবে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিল নেই। ক্রনোলজির কথা না হয় বাদই দিলাম। ১৮০০-৯০০ বিসিইর আন্দ্রোনোভো সভ্যতাকে এমনকি আজও অনেকে বৈদিকসংস্কৃতি হিসেবে তুলে ধরে আর্যরুট দেখান। এবং বিভিন্ন আর্কিওলজিস্টদের 'প্রমাণাদি' পাশাপাশি রাখলেই একে অপরকে রিফ্যুট করে দেয় নিজেরা। এখানে আমরা একটি তত্ত্বের বিরোধিতা করার জন্য অন্য তত্ত্বের প্রপোনেন্টের বক্তব্য তুলে ধরছি মাত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সবাই একটা ব্যাপারে সহমত যে, ভারতে আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে। তাদের নিজেদের তথ্যাদি পরস্পর বিরোধি হলেও, কেবল এই ব্যাপারটায় কোনো তর্ক নেই। Y. Y. Kuzmina অ্যান্ড্রোনোভো সভ্যতার বৈদিক কানেকশান রিফ্যুট করতে গিয়ে ওখানকার পটারির সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে পাওয়া পটারির পার্থক্য আলোচনা করেছেন। টেরাকোটা পটারি যখন তৈরি হয়, যিনি করছেন, তাঁর হাতের ছাপ রয়ে যায় আর্টিফ্যাক্টসের ওপর, যা দিয়ে বোঝা যায় সেটি মহিলাদের হাতে না পুরুষের হাতে তৈরি। Kuzmina অ্যান্ড্রোনোভো সভ্যতার পটারিতে দেখছেন মহিলা হাতের ছাপ, যখন কিনা ভারতের অভ্যন্তরে পাওয়া তথাকথিত বৈদিকযুগের পটারিতে পাচ্ছেন পুরুষ হাতের ছাপ, এদুটি বিষয়কে এক করা যায় না। দ্বিতীয়ত উক্ত অঞ্চলের আর্টিফ্যাক্টস ভীষণভাবে ডেকোরেটিভ, যখন কিনা ভারতীয় আর্কিওলজিক্যাল সাইটগুলিতে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টস খুব সাদামাটা,

> "all... evidence as to the character of the pottery produced in Asia Minor and

Central Asia in the third and second millennium B.C. categorically rules out searching for the proto-home of the Vedic Aryans throughout this entire stretch... in the Andronovo culture it was mainly the womenfolk who engaged in the making of pottery... in the case of the Vedic Aryans it was the male paterfamilias... The second major distinction is the richness of the impressed decoration of the Andronovo pottery, whose geometrical designs include triangle, meander, swastika, lozenge and herringbone.' Vedic pottery is supposed to be plain." (1983. 23)।

ব্যাক্ট্রো-মার্জিয়ানা কালচার

ব্যাক্ট্রো-মার্জিয়ানা কালচারকেও বৈদিক আর্যসংস্কৃতির আর একটি কেন্দ্র হিসেবে সোভিয়েট আর্কিওলজিস্ট Viktor Sarianidi, Fredrik Hiebert প্রমুখ ১৯৭৬ সালে এই অঞ্চলে এক্সক্যাভেশান শুরু হওয়ার সময় থেকেই দাবি করে আসছেন। উত্তর আফগানিস্তান, পূর্ব তুর্কমেনিস্তান, দক্ষিণ উজবেকিস্তান এবং পশ্চিম তাজিকিস্তানের আমু দরিয়া বা অক্সাস নদীর উজানে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ২১০০ থেকে ১৭৫০বিসিই মতান্তরে ২৩০০ থেকে ১৭০০বিসিই নাগাদ। ব্যাক্ট্রিয়া-মার্জিয়ানা আর্কিওলজিক্যাল সাইটকে ইন্দো-আরিয়ান সাইট হিসেবে চিহ্নিত করার প্রাথমিক কারণ ভারতের অভ্যন্তরের পাওয়া কোনো আর্কিওলজিক্যাল আর্টিফ্যাক্টসের সঙ্গে এই অঞ্চলে পাওয়া আর্টিফ্যাক্টসের মিল নয়, বরং নর্দার্ন সিরিয়ার মিটানি রাজাদের ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রি, যেমন ঘোড়ার মাথাওয়ালা পাথরের কুড়ুল, কিছু ধরণের রিচুয়াল পটারি ইত্যাদি। যা হোক, এটা শুরুতেই ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে উত্তর সিরিয়ায় সেসময় কেবল আর্যভাষীরা ছিল এমন নয়, Lullubu, Guti, ও Hurrians ইত্যাদি ভাষাভাষী মানুষেরাও এই একই ধরণের জিনিসপত্র ব্যবহার

করত। সবচেয়ে নাটকীয় আবিষ্কার এখানকার Dashly-3 নামক সাইটে একটি মন্দির, "we should note the occurrence of isolated large monumental structures which, beyond any doubt, performed specific functions common to a cluster of sites or even for northern Afghanistan as a whole. Two such structures were excavated at Dashly 3. A circular fortress was situated in the centre of a square structure, each side of which was 130–150 m long. the occurrence of a shrine inside the fortress with an altar against the wall [which] validates a suggestion that this was a ceremonial centre, probably a temple with numerous services, repositories, granaries, dwelling-houses for priests and auxiliary personnel" (Tosi, Shahmirzadi and Joyenda, 1996, p-213-214)। এখানে তিনি এমনকি বৈদিক পানীয় সোমরস ব্যবহারেরও চিহ্ন পেয়েছেন। তাঁর দাবি মোতাবেক এই সাইটে পাওয়া পাত্রে Ephedra ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া যায়, যাকে তিনি সোমপ্ল্যান্ট বলে মনে করেছেন। যদিও তার দাবি অনুয়ারি এই মৃতপাত্রে Ephedra পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন Harri Nyberg, যিনি এই স্পেসিমেনের pollen analysis করেছিলেন University of Helsinki ল্যাবরেটরিতে (Nyberg, 1995, 382–406)। Ephedra অবশ্য ইন্ডিয়াতেও পাওয়া যায়। Dr. R. N. Chopra-র Academic Publisher, Kolkata থেকে ১৯৩৩-এ প্রকাশিত "Indigenious Drugs of India" বই থেকে জানতে পারা যাচ্ছে, "E. gerardiana and E. nebrodensis,... the Indian species are quite as rich in ephedrine content, if in cases richer, as the Chinese species. (p-148)। অবশ্য সোমপ্ল্যান্টের অন্যান্য অনেকগুলি ক্যান্ডিডেট রয়েছে। যেমন, Robert Gordon Wasson ১৯৬৮-তে দাবি করেছিলেন বৈদিক সোম আসলে fly-agaric mushroom (Mallory and Adams, 1997, 538)। Terence McKenna তাঁর ১৯৯৩-তে Rider, London থেকে প্রকাশিত "The Food Of Gods" নামক বইতে Psilocybe cubensis mushroom-কে আর একটি সোম-ক্যান্ডিডেট হিসেবে দাবি করেছেন। David Stophlet Flattery ও Martin Schwartz সোম হিসেবে চিহ্নিত করেন Peganum

harmala নামক প্ল্যান্টকে। সোমের পার্শি প্রতিশব্দ Haoma ও Harmaline-এর মধ্যে ফোনেটিক এফিনিটি এই দাবিকে অনেকটা শক্ত জমি দেয় (Flattery and Schwartz, 1989)। Gerardo Eastburn তাঁর "The Esoteric Codex: Zoroastrianism" (2011) নামক বইয়ের ১১৬ পাতায় লিখছেন, "The Tibetan word for Dekkan hemp Hibiscus cannabinus, is So. Ma.Ra. Dza., apparently a borrowing from the Sanskrit soma-raja 'king Soma' or possibly 'soma rasa' / 'soma juice' which could be the same as 'bhang'. Additionally, the Chinese word for cannabis hemp is Huo Ma or literally 'fire hemp'। Cannabis sativa-র হিন্দি নাম 'ভাঙ কা পৌধা', যা এখনও ভারতে হ্যালুসিনোজেনিক পোশান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যা হোক, ঋকবেদের ঋষিরা আসলে ভাঙকে দেবতা হিসেবে এত কাব্য কবিতা লিখে গেছেন, বিষয়টা এরকম হলে বেশ উপাদেয় ও হাস্যরসাত্মক মানতে হবে। তবে, Gerardo Eastburn-ই নয়, বেজিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্সের Shao Hong এবং Robert C. Clarke "Taxonomic studies of Cannabis in China" শীর্ষক একটি গবেষণায় Cannabis sativa নিয়ে যাবতীয় তথ্য সহযোগে একই বিষয় কনফার্ম করছেন (Journal of the International Hemp Association 3(2): p-55-60 , 1996)। A. McDonald, যদিও Nelumbo nucifera-কে দাবি করেছেন সোম হিসেবে, তাঁর গবেষণার শুরুতেই তিনি জানাচ্ছেন,

> "An examination of the mythic and artistic records of India and Southeast Asia indicates that the famous psychotropic of the ancient Aryans was the eastern lotus, Nelumbo nucifera. Vedic epithets, metaphors, and myths that describe the physical and behavioral characteristics of the 'soma' plant as a sun, serpent, golden eagle, arrow, lightning bolt, cloud, phallic pillar, womb,

chariot, and immortal navel, relate individually or as a whole to the eastern lotus. Since most Hindu and Buddhist gods and goddesses trace their origins from the Vedas and have always shared close symbolic associations with Nelumbo, there is reason to believe the divine status of this symbolic plant derives from India's prehistoric past" ("A botanical perspective on the identity of soma (Nelumbo nucifera Gaertn.) based on scriptural and iconographic records" in Economic Botany, 2004; p-58)।

সুতরাং ঋকবেদের সোমরসের ভাগ পেতে অনেকেই উপস্থিত। এই মুহূর্তে সকলকে বঞ্চিত করে Sarianidi-র কেবলমাত্র Ephedra-কে মেনে নেবার কোন যুক্তি নেই। তার ওপর Harri Nyberg-এর পরীক্ষায় Sarianidi-র খুঁজে পাওয়া পাত্রে Ephedra পাওয়াই যায়নি।

আমরা জানি, হরপ্পান সিভিলাইজেশানকে ঋকবেদের সঙ্গে কোনোভাবেই এক করা যায় না, কারণ, ঋকবেদে নগরসভ্যতার চিহ্নাবলী তার জন্য উপযুক্তমাত্রায় নেই। ঠিক একই যুক্তিতে প্রশ্ন করা চলে ব্যাক্ট্রিয়া-মার্জিয়ানা আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্সকেও। কেননা, এই সাইট কেবল একটি উন্নত নগরসভ্যতাই নয়, বরং একটি নগররাষ্ট্র। Victor Sarianidi-র নিজের বর্ণনাতেই এখানকার মন্দিরের আকার 'মনুমেন্টাল', "The temple structures just noted were monumental; the Gonur temple occupies an area of two hectares (from a total area of twenty-two hectares) and was surrounded by walls up to four meters thick" (Sarianidi, 1993, 8)। এখন ব্যাক্ট্রিয়া-মার্জিয়ানা আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স যদি একটি আরিয়ান সাইট হয়, তো হরপ্পা কেন নয়? Bryant-এর এ প্রসঙ্গে মন্তব্য,

"Anyone accepting the Indo-Aryan identity of the BMAC (or any of the sites on the

> southern routes) cannot then deny the possibility of the Indus Valley Civilization possibly being an Indo-Aryan civilization on these particular grounds, namely, the apparent lack of urban references in the Rgveda. Even if it is argued that the Indo-Aryans were not the founders of this civilization, but arrived toward the end of the Bactria and Margiana cultural complex (they were initially held to have destroyed it until it was realized that no traces of destruction have been found), they nonetheless must surely have passed through this whole area on their way to India and so must have been aware of, and interacted with, such towns."(2001, p-214)।

এইসব সুউন্নত নগরসভ্যতার সঙ্গে আগেই পরিচিত আর্যরা ভারতে যখন এল, ঋকবেদ রচনা করল, সেখানে তারা নগরসভ্যতার রেফারেন্স যথেষ্ট পরিমাণে লিপিবদ্ধ করল না কেন? হরপ্পায় যথেষ্ট পরিমাণ হর্সবোন পাওয়া যায়নি। এখানে পাওয়া পশুহাড়ের মাত্র ২% ঘোড়ার। মজার কথা ব্যাক্ট্রিয়া-মার্জিয়ানা আর্কিওলজিক্যাল সাইটে হর্সবোন পাওয়াই যায়নি। তারচেয়েও বড়কথা, এই সাইটে ২ হেক্টর জুড়ে বিশালাকৃতি যে মন্দিরের উপস্থিতি, তা ঋকবেদে কোথায়? ঋকবেদে কোনোরকম মন্দিরের কোনও উল্লেখ কোথাও নেই।

জার্মান-ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট Augustus Frederic Rudolf Hoernlé ১৮৮০-তে তাঁর "A Comparative Grammar of the Gaudian Languages" নামক বইতে দেখিয়েছেন, নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি মাগধী ও শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে আগত। তাঁর মতে ভারতে আর্য আগমণ দুটি স্রোতে ঘটেছে। মাগধী পূর্বে ও শৌরসেনী পরবর্তীতে। Hoernlé-এর এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈশাখ, ১৩০৫ লিখিত "বঙ্গভাষা"

নামক প্রবন্ধে খুব সুন্দরভাষায় বর্ণনা করেছেন,

"হ্যর্নলে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে কথিত প্রাকৃত ভাষা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। শৌরসেনী ও মাগধী। ...প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষীয় অনার্যদের মুখে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া যে-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল পৈশাচী।

...প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ এক দিকে মাগধী ও অন্য দিকে শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী এই দুই মূল প্রাকৃত ছিল। অদ্য ভারতবর্ষে যত আর্যভাষা আছে তাহা এই দুই প্রাকৃতের শাখাপ্রশাখা।

এই দুই প্রাকৃতের মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। এমন-কি হ্যর্নলে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। তাহা পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্বাভিমুখে পরিব্যাপ্ত হয়। শৌরসেনী আর একটি দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদেশ অধিকার করে। হ্যর্নলে সাহেব অনুমান করেন, ভারতবর্ষে পরে পরে দুইবার আর্য ঔপনিবেশিকগণ প্রবেশ করে। তাহাদের উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকিলেও কতকটা প্রভেদ ছিল।

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে মাগধী প্রাকৃতের শাখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন— মাগধী, অর্ধমাগধী, দাক্ষিণাত্যা, উৎকলী এবং শাবরী। বেহার এবং বাংলার ভাষাকে মাগধীরূপে গণ্য করা যায়। মাগধীর সহিত শৌরসেনী বা মহারাষ্ট্রী মিশ্রিত হইয়া অর্ধমাগধীরূপ ধারণ করিয়াছে —ইহা যে মগধের পশ্চিমের ভাষা অর্থাৎ ভোজপুরী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশের ভাষা দাক্ষিণাত্যা নামে অভিহিত। অতএব ইহাই

বর্তমান মরাঠীস্থানীয়। উৎকলী উড়িষ্যার ভাষা, এবং এক দিকে দাক্ষিণাত্য ও অন্য দিকে মাগধী ও উৎকলীর মাঝখানে শাবরী।”

এই ভাষাগত অবসার্ভেশানের নানান ব্যাখ্যা হতে পারে। আর্য-আগমণকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে যে ব্যাখ্যা, Hoernlé-কে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তা করেছেন। যদি আর্যআগমণ নিজেকে প্রমাণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে পুরো বিষয়টা পুনরায় পর্যালোচনা করতে হবে। যাই হোক, তা ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য। কিন্তু, Asko Parpola এই ভাষাতাত্ত্বিক ‘দুইবার আর্য ঔপনিবেশিকগণ প্রবেশ’ করার ‘টু ওয়েভ থিওরিকে’ আর্কিওলজিক্যালি প্রমাণ করার চেষ্টায় ক্রমাগত লিখে চলেছেন ১৯৮০ দশক থেকে। আমরা দেখেছি, যে বিভিন্ন সাইটগুলিকে আক্রমণ বা অনুপ্রবেশ-পূর্ব আর্যসভ্যতা হিসেবে দেখানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব। Asko Parpola মজার ব্যাপার, সেই অভাবকেই পুঁজি করে Hoernlé ও তাঁর তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন যে Grierson, তাদের থিওরি প্রমাণ করতে প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, যে দুটি স্রোতে আর্যরা ভারতে আসছে, তার একটি উত্তরের অ্যান্ড্রোনোভো ট্রাইবস। অন্যটি দক্ষিণের ব্যাক্ট্রিয়া-মার্জিয়ানা। অ্যান্ড্রোনোভো ট্রাইবস হল, যাদের ভাষা মাগধী, পরে আসছে ব্যাক্ট্রিয়া-মার্জিয়ানা ট্রাইবস, অর্থাৎ কিনা শৌরসেনী। ঋকবেদ রচিত হচ্ছে শৌরসেনী ট্রাইবসদের হাতে। আর ঋকবেদের ‘দাস’ ‘পণি’ প্রভৃতি পরাজিত ট্রাইবসরাও আর্যই, কিছু আগে আসা। তিনি Mortimer Wheeler বর্ণিত হরপ্পায় ইন্দ্র কর্তৃক ‘পুর’, মানে দুর্গ (Parpola-র গৃহীত অর্থ, Wheeler-এর গৃহীত অর্থ ছিল ‘নগর’; ঋকবেদে ‘পুর’ কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত, তা অন্যত্র আলোচিত হবে) ধ্বংসের বর্ণনাকে হরপ্পা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন ব্যাক্ট্রিয়ান সাইটে। ব্যাটল অফ টেন কিংস খ্যাত ঋকবেদের রাজা সুদাসকে তিনি সেট করেছেন পাঞ্জাবে, কিন্তু তার বাবাকে, যার প্রধান শত্রু শম্বরের ৯৯টি দুর্গ ছিল, পাঠিয়েছেন ব্যাক্ট্রিয়ার Dashly-3 সাইটে। কেন করলেন হঠাৎ তিনি এরকম মারাত্মক কাজ? কারণ, উক্ত Dashly-3 সাইটে অন্যান্য অনেকগুলি বিল্ডিংয়ের মধ্যে ২০০০বিসিইর একটি বিল্ডিংয়ে তিনটি মুখোমুখি দেওয়াল ছিল, যাকে তিনি তাঁর অসম্ভব প্রশংসনীয় কল্পনাশক্তির ব্যবহারে মিলিয়ে দিয়েছেন ঋকবেদ নয়, তার অনেক পরের সংস্কৃত টেক্সট শতপথ ব্রাহ্মণের (৬, ৩,

পৃ. ২৪-২৫) 'ত্রিপুরা'-র সঙ্গে। সেইসঙ্গে তিনি ব্যাক্ট্রিয়া ও বালুচিস্তান এলাকায় কিছু পানপাত্র পেয়েছেন, যাকে মিলিয়েছেন বাংলার কালীপুজোয় মদ্যপানের সংস্কৃতির সঙ্গে, তারপর অবশ্য কালী-দুর্গাকে একটু এদিকওদিক করে কালীর খড়্গ তুলে দিয়েছেন সিংহবাহিনী দুর্গার হাতে, শেষমেশ সবাইকে নিয়ে ফেলেছেন ব্যাক্ট্রিয়ান সিলে পাওয়া একও ফিমেল ফিগারিন, যেখানে একটি সিংহ বা বাঘের প্রতিরূপ আছে। এ পর্যন্ত সমস্ত খোঁড়াখুঁড়ির পর যদিও এরকম একটির বেশি তিনদিক ঘেরা দেওয়াল পাওয়া যায়নি, নিরানব্বই দূরস্থান। Parpola-র নিজের ভাষায়,

> People worshiping gods called asura, related to the Dāsas encountered many centuries earlier in Bactria, were once again rivals of the Vedic Aryans. Ancient and modern tribal names derived from Dāsa are, in fact, known from the Indus Valley.
>
> There seems to exist an ancient India tradition that has preserved information relating to the Dāsas independently of Ṛgvedic tradition. One example is the Sanskrit word Tripura, unknown to the Ṛgveda but used in the Brāhmana texts for the strongholds of the Asuras.
>
> The word tripura has important religious implications... There is widespread evidence for the worship a goddess connected with lions, ultimately going to the traditions of the ancient Near East. Connections with the later Indian worship of Durgā, the goddess of victory and fertility escorted by a lion or tiger, the protectress of the stronghold (durga), are suggested

by several things. The ground plan for Dashly-3 palace is strikingly similar to the Tantric maṇḍala, the ritual "palace" of the god or goddess in the Hindu cult... Wine is associated with the cult of the goddess, and may have been enjoyed from the fabulous drinking cups made of silver and gold found in Bactria and Baluchistan, for viticulture is an integral part of BMAC. Durgā is worshiped in eastern India as Tripurā, a name which connects her with the strongholds of the Dāsas.

Of course, the Śākta tradition of the eastern India is far removed from Bactria and the Dāsas both temporarily and geographically. But the distance between these two traditions can be bridged by by means of Vedic and Epic evidence relating to Vrātya religion and archaeology by the strong resemblance between the antennae-hilted swords from BMAC sites in Bactria and the Gangetic Copper Hoards (c. 1700-1500BC). The linguistic data associated with the Dāsas also link them with the easternmost branch of Moddle Indo-aryan, the Māgadhi Prakrit. The age-and-are principle of anthropology suggests that the earliest wave of Indo-Aryan was the first to reach the other end of the Subcontinent. (Parpola, 1995, 369-370)।

১৯৯৩-তেও আর একটি প্রবন্ধে তিনি দেবী দুর্গার খড়্গ দেখিয়েছেন, "A newly found antennae-hilted sword from Bactria parallel-ing those from Fatehgarh suggests that this same wave of immigrants may also have introduced the Gangetic Cop-per Hoards into India." (1993, 47)। যদিও দুঃখের কথা, তা পাওয়া গেছে পাঞ্জাবের Sahib জেলার ফতেগড়ে, ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় যেখানে এই দেবী ত্রিপুরা নামে পূজা পান, তার থেকে অনেক দূরে; আসার পথে ফেলে এসেছেন? সত্য হল, Parpola কথিত 'Gangetic Copper Hoards', সম্ভাব্য ১৭০০ বিসিই নয়, তার পূর্বে ১৯০০বিসিই থেকে পোস্ট হরপ্পান পাঞ্জাব হরিয়ানা এমনকি হরপ্পান পোর্টসিটি গুজরাতের লোথাল, উত্তর প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ দক্ষিণ বিহার উত্তর ওড়িশা প্রভৃতি এলাকায় এই Copper Hoards কালচার গড়ে উঠেছিল। এবং নানান প্রকৃতির অসংখ্য কপার আর্টিফ্যাক্টস পাওয়া গেছে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। অসংখ্য এরকম Copper Hoards আর্টিফ্যাক্টসের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেকটর প্রফেসর B. B. Lal (1951, 20-39)। তার একটির সঙ্গে ব্যাক্ট্রিয়ার একটি কপার সোর্ডের মিল যদি থাকে, তা কীভাবে প্রমাণ করে যে, ওই সোর্ডটি ব্যাক্ট্রিয়া থেকে আসা বা যিনি ওই সোর্ডটি ব্যবহার করেছিলেন তিনি এসেছিলেন ওখান থেকে! Parpola-র অ্যান্টেনা-হিল্টেড ব্যাক্ট্রিয়ান 'তলোয়ার' উল্লেখের প্রেক্ষিতে প্রফেসর B. B. Lal-এর মন্তব্য,

> I am sure Parpola is aware of the fact that the Copper Hoards of the Gangetic Valley, as would be seen from the illustration that follows (Fig. 17), include many other very distinctive types, such as anthropo-morphic figures, harpoons, shouldered axes, etc. which have never been found in Bactria. Further, the overall cultural ethos, including the distinctive pottery, of the

Gangetic Copper Hoards is totally different from that of the Bactria-Margiana Archaeological Complex and that the former cannot be derived from the latter. But more strange is the argument that the occurrence of a single antennae-hilted sword in Bactria would entitle that region to be the 'motherland' of the Gangetic Copper Hoard people who produced these copper weapons and other associated objects in hundreds, if not thousands.

If this logic is stretched further, I will not be surprised if one day Parpola comes out with the thesis that the Harappan Civilization too originated in Margiana, because in that region (at Gonur) has been found one steatite seal bearing typical Harappan inscription and motif, unmindful of the fact that such seals constitute an integral part of the Harappan Civilization.

If, following the footsteps of Parpola, I were to say that the find of the well known seal of the 'Persian Gulf' style at Lothal in Gujarat establishes that the Persian Gulf Culture (which abounds in such seals) originated in Gujarat or, again, if I said that the occurrence of a cylinder seal at Kalibangan in Rajasthan entitles Rajasthan to be the 'motherland' of the Mesopotamian Culture (wherein cylinder seals are found in large

numbers), I am sure my learned colleagues present here would at once get me admitted to the nearest lunatic asylum. ("To Revert to the Theory of 'Aryan Invasion", 2014, p-17, http://archaeologyonline.net/artifacts/19th-century-paradigms.html)।

প্রকৃতপক্ষেই কোনো একপ্রকার আর্টিফ্যাক্টস যে অঞ্চলে হাজার হাজার পাওয়া যায়, সংস্কৃতিটা সেই অঞ্চলকেই রিপ্রেজেন্ট করে। যেখানে তা কম সংখ্যায় মেলে, যেমন এক্ষেত্রে মাত্র একটি (!), সেখানেই নিশ্চিত করে তা বহিরাগত। Dashly-3-এ Parpola উল্লিখিত তান্ত্রিক মণ্ডলের ছবিও B. B. Lal তাঁর প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে ৪০০০ বছরের পুরাতন ৪০০০ কিলোমিটার দূরত্বের দুটি ভিন্ন বস্তু, ব্যাক্ট্রিয়ায় ওটি একটি দুর্গ আর 'মহাকালীযন্ত্র' একটি মধ্যযুগীয় তান্ত্রিক স্কেচ, যার অর্থ না Parpola না B. B. Lal কিংবা আমরা কেউ জানি, যা ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার কোথাও কেউ নির্মাণ করার চেষ্টাও করেননি, করার কথাও না-- B. B. Lal এই নিয়ে মন্তব্যই করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি কেবল ১৯৯৩-এ Parpola-র উক্ত বই থেকে দুটি বস্তুর ছবি উল্লেখ করে বলেছেন, "For the sake of unambiguity, I reproduce now the drawings of the Dashly-3 Palace and the Mahakali yantra, as published by Parpola himself, and leave it to the learned scholars to decide whether they too would like to accompany Parpola in crossing this 4000-year-old and 4000-kilometre-long bridge along with Parpola."(p-17)।

Parpola-র বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে তিনি মহাকালীযন্ত্রের রেফারেন্স পাচ্ছেন মহাকাব্যের যুগে। বামাচারী তন্ত্রসাধনায় এরকম হাজার রকম যন্ত্র সারা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে পুর্বাপর পাওয়া যায়। বজ্রযান বৌদ্ধ, জৈন্য, শাক্ত, শৈব নানান প্রকারের তান্ত্রিক প্র্যাক্টিস পাওয়া যায় এই দেশের প্রায় সব প্রান্তে। ঋকবেদের ১০ম মণ্ডলের ১৩৬ নং শ্লোক; বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪, ২); ছান্দোগ্য উপনিষদ (৮, ৬); শ্বেতশ্বতর উপনিষদ; পতঞ্জলীর যোগসূত্রের কুলকুণ্ডলিনী নাদ চক্র হঠযোগ; হরিবংশ পুরাণ, যাকে মহাভারতের একটি সাপ্লিমেন্ট মনে করা হয়; মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম; বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'; দণ্ডির 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি সর্বত্র নানান প্রকার তন্ত্রসাধনার ধারণা পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের দাক্ষিণাত্যের শতবাহন রাজবংশের ১৭ম রাজা হাল সংগৃহীত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা 'গাথা সপ্তশতী' বা 'গাহা সত্তসঈ'তে তো কাপালিকদেরও উল্লেখ আছে— এই সবই প্রমাণ করে তন্ত্রসাধনা, যাকে Parpola 'Vrātya religion' বলে ভারতের ইস্টার্ন এরিয়ায় প্লেস করতে চেয়েছেন, তা আসলে সারা ভারতে বৈদিক সংস্কৃতির পাশাপাশি একটি লোকধর্ম, যা খুব শুরু থেকেই চলে এসেছে। ইউনিভার্সিটি অফ চিকাগো প্রেস থেকে ২০০৩-এ প্রকাশিত "Kiss of the Yogini: "Tantric Sex" in its South Asian Contexts" একটি ইন্টারেস্টিং বইয়ে David Gordon White তান্ত্রিক যোগিনী কাল্টের প্রতিরূপ দেখিয়েছেন সংস্কৃত 'সৌত্র' টেক্সটের রাকা, সিনীবালী, কুহু প্রভৃতি দেবীর উল্লেখে (p-28-29)। Frederick Smith আয়ুর্বেদের মতই তন্ত্রচর্চার রুট দেখিয়েছেন অথর্ববেদ থেকে (Smith, 2012, 363–364)। রহস্যময় এই নানান প্রকৃতির তন্ত্রচর্চার সঙ্গে সঙ্গেই হাজাররকম যন্ত্রেরও ছবি পাওয়া যায় উপমহাদেশ জুড়ে, যাদের কোনো কনংক্রিট বা প্রস্তর নির্মিত দুর্গের ফাউন্ডেশান বলে এযাবৎ কারও মনে হয়নি। এগুলি জ্যামিতিক স্কেচমাত্র, তার নিগুঢ় অর্থ তান্ত্রিকরাই জানে। জ্যামিতিক হওয়ার কারণেই যেকোনো একটি বিল্ডিং-এর ফাউন্ডেশানের সঙ্গে তার দৃশ্যগত মিল থাকা অসম্ভব নয়। অসম্ভব কল্পনাশক্তির পরিচয় বহন করে Parpola-র ঋকবেদ থেকে দশরাজার যুদ্ধের গল্প, শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে একটি শব্দ ত্রিপুরা, তান্ত্রিক মহাকালীযন্ত্রের ছবি, পাঞ্জাবের ফতেগড় আর্কিওলজিক্যাল সাইটের কপার উইপন, বাংলার দুর্গা, ও কালীপুজোর মদ্যপান ইত্যাদি সব গুছিয়ে ব্যাক্ট্রিয়ার Dashly-3তে নিয়ে ফেলে ভাষাতাত্ত্বিক থিওরিকে

আর্কিওলজিক্যালি প্রমাণ করতে চাওয়ার প্রচেষ্টায়। যা হোক, শুধু কপার হেড বা মহাকালী যন্ত্র নয়, প্রফেসর B.B. Lal পূর্বোক্ত প্রবন্ধে অত্যন্ত মূর্তির সঙ্গে হর্সহেড কুঠার, পানপাত্র, সিংহ বা বাঘ ইত্যাদি অ্যানিম্যাল ফিগারস ও সঙ্গের টেরাকোটা মাদার গড, রিলিফ ওয়ার্ক সিলস ইত্যাদি সমস্তরকম ব্যাক্ট্রিয়ান আর্টিফ্যাক্টসের সচিত্র বর্ণনায় স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, তার কোনো একটি কোনোদিনও ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে পাওয়া যায়নি, দুটি সভ্যতার মিল দেখাতে গেলে, কিংবা কোনো জনগোষ্ঠীর মাইগ্রেশান প্রমাণ করতে গেলে যে মিলগুলি স্বভাবত না দেখালে কিছুই প্রমাণ হয় না।

এখন দেখতে হবে Parpola-র ত্রিপুরা বা থ্রিফোল্ড স্ট্রংহোল্ডের রেফারেন্স তিনি কোথায় পেলেন। 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র ষষ্ঠকাণ্ডের তৃতীয় ব্রাহ্মণের ২৪ ও ২৫ নম্বর শ্লোক, যার ওপর Parpola-র এই পরিশ্রমসাধ্য স্কলারলি ফিকশান রচিত, সেখানে কী আছে:

> 24. And, again, why he draws a line around it;--the gods now were afraid, thinking, 'We hope the Rakshas, the fiends, will not smite here this (Agni) of ours!' They drew that rampart round it; and in like manner does this one now draw that rampart round it,--with the spade, for the spade is the thunderbolt, and he thus makes the thunderbolt its (or his, Agni's) protector. He draws it all round: on every side he thus makes that thunderbolt to be its (or his) protector. Three times he draws a line: that three-fold thunderbolt he thus makes to be a protector for him.
>
> 25. 'Around the wise lord of strength--,' 'Around (us) we (place) thee, O Agni, as a

> rampart--,' 'With the days, thou Agni--,' in thus praising Agni he makes a fence for him by means of (verses) containing the word 'pari' (around), for all round, as it were, (run) the ramparts;--(he does so by verses) relating to Agni: a stronghold of fire he thus makes for him, and this stronghold of fire keeps blazing;--(he does so) by three (verses): a threefold strong-hold he thus makes for him; and hence that threefold stronghold is the highest form of strongholds. Each following (circular) line he makes wider, and with a larger metre: hence each following line of strongholds is wider, for strongholds (ramparts) are lines. (Satapatha Brahmana, 6:3:3: 24-25, Julius Eggeling tr. vol. 3, 1894, p-212-213)।

Julius Eggeling-এর ১৮৯৪ ট্রানস্লেশান থেকে একটিও শব্দ না পরিবর্তন করে মূল টেক্সটটি এখানে উদ্ধৃত করা হল। কী পেলাম মূল এই টেক্সটে? 'রাক্ষসের ভয় থেকে বাঁচতে, তাদের প্রিয় অগ্নিকে ঘিরে তারা থ্রিফোল্ড স্ট্রংহোল্ড নির্মাণ করছে, থ্রিফোল্ড স্ট্রংহোল্ড সংস্কৃতে ত্রিপুরা', কী উপাদানে নির্মিত তা? বাই মিন্স অফ ভার্সের রিলেইটিং টু অগ্নি কন্টেইনিং দ্য ওয়ার্ড 'পরি' মানে 'ঘের'। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, এই থ্রিফোল্ড স্ট্রংহোল্ড বা ত্রিপুরা বিলংস টু গডস, যারা তাদের প্রিয় অগ্নির নিরাপত্তার ব্যাপারে রাক্ষসের ভয়ে ভীত। Parpola এই ত্রিপুরার মালিকানা বদলে, তাকে করে দিয়েছেন মাগধী প্রাকৃত-স্পিকিং দাসদের দুর্গ। কোনও যুক্তিতে নয়, জাস্ট ত্রিপুরা শব্দটি নিয়ে নিয়েছেন এখান থেকে। তারপর ঋকবেদের সপ্তম মণ্ডলের ১৮, ৩৩ ও ৮৩ নং সুক্তের দশরাজার যুদ্ধের বর্ণনার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন; এবং সবকিছু নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন ব্যাক্ট্রিয়ার Dashly-3 সাইটে! কেন? না, সেখানে তিনি একটিমাত্র ত্রিকোণ

দেওয়াল পেয়েছেন, আর সপ্তম মণ্ডলের বর্ণনা অনুযায়ী দিবোদাস ৯৯টি দুর্গ ভাঙছেন। তবে, এই আর্য-দাস বাইপোলার ডাইলেক্টিসমের সবচেয়ে মারাত্মক দুর্বলতা ঋকবেদের সপ্তম মণ্ডলে দশরাজার যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষে ইন্দ্রের অনুচর রাজা সুদাস ও তার পিতা দিবোদাস। এদের নাম থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা নিজেরাই তথাকথিত 'দাস'। ক্লাসিক্যাল আরিয়ান ইনভেশান থিওরি অনুযায়ী দাসদের হবার কথা ইন্ডিয়ান আবরিজিন্যাল অথবা Parpola-র নতুন টু-ওয়েভ থিওরি অনুযায়ী ব্যাক্ট্রিয়ান আবরিজিন্যাল। তো তারা কী করে হঠাৎ ইন্দ্রের দলে ভিড়ে গেল, আর লড়ছেই বা তবে কাদের বিরুদ্ধে? আসলে, ঋকবেদ থেকে আর্য-দাস— আর্য-অনার্য ডাইকোটমি কোনোমতেই দাঁড় করানো যায় না। সবচেয়ে দুঃখের কথা, Victor Sarianidi, ব্যাক্ট্রিয়া-মার্জিয়ানায় যাঁর এক্সকাভেশান-রিপোর্টের ওপর Parpola-র তত্ত্ব নির্মিত তিনিও এই তত্ত্ব মেনে নেননি। যদিও তিনি প্রশংসা করেছেন তাঁর অগাধ পরিশ্রমের, "you can only admire A. Parpola having taken on gigantic effort and his having made an attempt to logically unify archaeological and linguistic data. . . . no archaeologist has dared to undertake such a thankless and titanic work" (1993, 18)। এই প্রশংসাটুকু পাওয়ার যোগ্যতা এই তত্ত্বের আছে। সেইসঙ্গে Parpola-র ধৈর্য ও কল্পনাশক্তিরও প্রশংসা করতে হয়।

যতগুলি আর্কিওলজিক্যাল সাইটকে আর্যরুট হিসেবে দেখানো হয়েছে, মজার কথা, তারা কোনো একটি মিটিরিয়াল কালচারের প্রতিনিধিত্ব করে না। যদি আর্যতত্ত্ব মানতেই হয়, তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ভারতে প্রবেশের পূর্বে তাদের কোনও নির্দিষ্ট মিটিরিয়াল কালচার ছিলই না; তাই, তাদের আসার সমগ্র পথে তারা নানান সময়ে নানানরকম আর্টিফ্যাক্টস পিছনে ফেলে এসেছে— এরকম যুক্তি কেউ কিনবে না। ঐতিহাসিক B. K. Thapar ঠিক এই মন্তব্যই করেছেন, "The archaeological and the anthropological evidences, represented by the various culturegroups of the second millennium B.C., are inconsistent with the philological evidence. Even the archaeological and anthropological evidences have been found to vary from region to region—Anatolia, northern Iraq,

northern Iran, Soviet Central Russia, Swat valley and Gandhara region or Pakistan and Ganga-Yamuna doab. ...It is obvious, therefore, that there was no single culture associated with the Aryans in all these regions. ...Are we to assume that the Aryans were migrants with no defined culture but with adherence to a linguistic equipment?" (1970, 160)।

ঋকবেদকে ইতিহাসের সঙ্গে গুলিয়ে, তার বস্তুসংস্কৃতিকে প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে যে ইতিহাস চর্চা— ভ্রান্তি পূর্বাপর সেখানেই। ঋকবেদ কোনো ইতিহাস বই নয়। সেখানে কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়। ফলে যেকোনো সময়ের, যেকোনো স্থানের, যেকোনো সংস্কৃতির সঙ্গে তাকে অল্প চেষ্টাতেই মিলিয়ে দেওয়া যায়। Edmund Leach ঋকবেদকেন্দ্রিক ইতিহাস আলোচনার এই প্রক্রিয়াটিকেই বাতিল করেছেন এই বলে যে, তা একটি ইতিহাস বই হিসেবে রচিত হয়নি, তিনি অভিযোগ করেছেন যে, একটি ওরাল ট্রেডিশানকে এমনভাবে দেখা হয়েছে যেন তা ডেটেবল ইতিহাস বই, "an oral tradition has been treated as if it were a datable written record and myth has been confused with history as if it actually happened"(p-230)। তিনি এমনকি ভারতীয় স্কলারদেরও সমালোচনা করেছেন, তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, "If only their scholarly associates would stop thinking of the Rig Veda as a garbled history book" (p-244)। কেননা, "The Vedas add up to a miscellany of undatable documents of unknown origin. Although the texts are preoccupied with the correct performance of sacrificial rituals of great complexity, especially the horse sacrifice, archaeologists have so far failed to locate any site"(p-244)। প্রবন্ধ শেষ করছেন এই বলে যে, "The Aryan invasions never happened at all, of course no one is going to believe that." (Leach, 1990, p-245)। তিনি বুঝছেন, আর্য আগমণ ঘটেইনি কখনও, কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না।

Michael Witzel, Madhab Deshpande, Asko Parpola প্রমুখের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ইলেকট্রনিক জার্নাল অফ বেদিক স্টাডিস'-এর Vol. 5 (1999), issue 2 (December) ইস্যুতে (https://drive.google.com/file/d/083e7PXBFTdl9MkNqWV9ZWmpFU0U/view), আমেরিকার University of Memphis-এ ফিজিক্সের অধ্যাপক, B.N.N. Achar-এর লেখা "On Exploring the Vedic Sky with Modern Computer Software" নামক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়; যেখানে লেখক শতপথ ব্রাহ্মণে এর রচনাকালে আকাশের নক্ষত্রদের যে যে অবস্থান বর্ণিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে এর সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। তিনি ব্যবহার করেছেন C. Marriott-এর, SkyMap pro, সেই সঙ্গে M. Yano, ও M. Fushimi-র Pancang2। সফট-অয়ার নির্মাতাদের দাবি অনুযায়ী, "SkyMap Pro 12 is a sophisticated star charting and planetarium program. It can display the sky as seen from any location on earth for any date between 4000BC and 8000AD, showing fields of view ranging from the entire visible sky down to a detailed telescopic "finder chart" for a faint galaxy. The program also provides a powerful set of tools for observation planning and recording." (http://www.skymap.com/smp_info.htm)। দ্বিতীয় সফট-অয়ারটির কাজ অন্য, "Pancāng2, developed by M. Yano and M. Fushimi can calculate the tithi and nakśatra for any date from 3100 BC onwards and is based on the sūrya siddhānta" (Achar, 1999)।

যা হোক, এইসব প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার আবিষ্কারের অনেক আগে প্রাচীন আকাশের স্টার পজিশান নিয়ে ১৮৯৫তে S B Dixit "The Age of the Śatapatha Brahmana"-এ একই প্রকার গবেষণা করেছিলেন। সেই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন বম্বে থেকে প্রকাশিত Richard Carnac Temple সম্পাদিত "Indian Antiquity, A Journal

of Oriental Research" Vol. xxiv—1895-তে। আমেরিকার Oklahoma State University-র কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসর ইন্ডোলজিস্ট Subhash Kak ২০১১-তে প্রকাশ করেন "Astronomical Code of Rigveda" (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.695.536&rep=rep1&type=pdf)। তবে B.N.N. Achar-এর পদ্ধতি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, কারণ এখানে প্রমাদের সম্ভাবনা কম। যদিও ঋকবেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষবেদাঙ্গ ও মহাভারত যুদ্ধের সময়কাল নিয়ে Dikshit থেকে Achar আস্ট্রোনমিক্যাল রিসার্চগুলি প্রতিটাই মোটামুটি একদুশো বছরের পার্থক্য সমেত একই রেজাল্ট দিয়েছে।

১৯৯৯তে Achar প্রকাশিত পেপারে তিনি শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে যে শ্লোকগুলির রচনাকাল উক্ত সফট-অয়ারের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ:

"কৃত্তিকাস্ব অগ্নি আদধীত
এতা বা অগ্নিনক্ষত্রম্ যাৎ কৃত্তিকাঃ

তদ বৈ সলোম যো অগ্নিনক্ষত্রে অগ্নি আদধাতৈ তস্মাৎ কৃত্তিকাস্ব আদধীতা।" (Śatapatha Brahmana II. 1. 2.1)।

অর্থাৎ, "He may set up the two fires under kṛttikās; for they, the kRttikAs are doubtless Agni's asterism, so that if he sets up his fires under Agni's asterism, (he will bring about) a correspondence (between his fires and the asterism): for this reason he may set up his fires under the kṛttikās"।

"একম্ দ্বে ত্রীণি চত্বারীতি বা অন্যানি নক্ষত্রাণি
অথৈতা এব ভূয়িষ্ঠাঃ যৎ কৃত্তিকাঃ তদ্ ভূমানাম্ এবৈতদ্ উপৈতি
তস্মাৎ কৃত্তিকাস্ব অদধীত।" Śatapatha Brahmana (II. 1. 2.2)।

মানে, "Moreover, the other lunar asterisms (consist of) one, two, three or four (stars), so that kRttikAs are the

most numerous (of asterisms): hence he there by obtains an abundance. For this reason he may set up his fires under the kṛttikās"।

"এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে
সর্বাণী হ বা অন্যানি নক্ষত্রাণী প্রাচ্যৈ দিশ চ্যবন্তে
তৎ প্রাচ্যাম্ এবাস্যৈতাদ্ দিশ্য আহিতৌ ভবতঃ
তস্মাৎ কৃত্তিকাস্ব আদাধীত।" Śatapatha Brahmana (II. 1. 2.3)।

অর্থাৎ "And again they do not move away from the eastern quarter, whilst the other asterisms do move from the eastern quarter. Thus his (two fires) are established in the eastern quarter: for this reason he may set up his fires under the kṛttikās." (translated by Julius Eggeling, The Satapatha Brahmana, Part II, Sacred Books of the East, Vol. 26)।

এই শ্লোকত্রয়ের প্রসঙ্গ হল, সঠিক তিথি ও নক্ষত্র যার অধীনে অগ্ন্যাধান যজ্ঞ শুরু করা গৃহস্থের পক্ষে সবচেয়ে শুভ। কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রভাব যতক্ষণ থাকবে গার্হপত্য ও আহবানীয় যজ্ঞ শুরুর সেটাই সেরা সময়। কেননা, কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা হলেন অগ্নি, কৃত্তিকার সঙ্গেই রয়েছে আরও অনেক নক্ষত্র ও তারা কখনও পূর্ব থেকে সরে যায় না।

S B Dixit তাঁর মারাঠি ভাষায় লিখিত বই "ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র"-এও তাঁর অবসার্ভেশান লিপিবদ্ধ করেন। বইটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে Metrological Department, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Government of India ১৯৮১-তে। এই বইয়ের ১২৮-২৯ পাতায় তাঁর ব্যাখ্যা, "The statement that kṛttikās never deviate from the east implies that these stars always rise in the east, i.e., they are situated on the [celestial] equator or that their declination is zero. At present they do not appear to rise exactly in the east, but at a point north of east; this happens because of the precessional motion of

the equinox. Assuming 50" as annual motion, the time when the junction star of the kṛttikās had zero declination, comes to be 3068 years before Śaka"। অর্থাৎ শতপথ ব্রাহ্মণ যখন রচিত হচ্ছিল কৃত্তিকা পূর্ব থেকে কখনও সরে যেত না। কিন্তু, আজ আমরা কৃত্তিকা বা Pleiadesকে পূর্বে দেখি না। দেখি উত্তরপূর্ব কোণে। এই পরিবর্তনের কারণ পৃথিবীর axial precession । প্রাচীন ভারতের 'জ্যোতিষ বেদাঙ্গে' এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে গ্রীক জ্যোতির্বিদ Hipparchus ইওরোপে পৃথিবীর এই axial precession আবিষ্কার করেছিলেন। আমরা জানি, এই অ্যাক্সাল প্রিসিশান কমপ্লিট করতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৬,০০০ বছর, প্রাচীন ভারতীয় 'সূর্যসিদ্ধান্ত' অবশ্য হিসেব দেখিয়েছে ২৫,৪৬১ বছর, যা আজকের ক্যালেন্ডার ধরে হিসেব করলে ২৫৭৭১ বছর। সুর্যসিদ্ধান্ত অনুয়ারী ±27° হারে প্রতিবছর পৃথিবীর অক্ষের সরণ 54" (E. Burgess, "Suryasiddhanta, commentary", 1860, ch.iii, verses 9-12)। শতপথ ব্রাহ্মণের ওই শ্লোকত্রয়ে ব্যবহার হয়েছে বর্তমান কাল যা করা সম্ভব তখনই যখন তৎকালীন জ্যোতির্বিদরা কৃত্তিকাকে পূর্বে উদিত হতে দেখবেন, কেননা, তা না হলে axial precession কিন্তু সব সময়েই গতিশীল। S. Kak হিসেব করেছেন ২৯৫০ বিসিই। B.N. Achar তাঁর কম্পিউটার অ্যাপারেটাস ব্যবহার করে হিসেব করেছেন August 16, 2927 BC, facing east and separated by six hours in time interval so that the entire sky for right ascension from 0-23 hours near the equator region... With kṛttikās rising in the east, the Vedic people watching the sky would declare, "etā ha vai prācyai diśo na cyavante." "এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে..." ।

BNN Achar-এর উক্ত আর্টিকেল থেকে উল্লেখ পাচ্ছি, D. Pingree পরবর্তীতে Dixit-এর সমালোচনা করেছেন, "never swerve from the east'... Whether (or not) that phrase can bear the meaning attributed to it by Dikshit.(1989, 439-445)"। অর্থাৎ, 'never swerve from the east' কথাটির মানে তা নাও হতে পারে যেমনটি Dixit মনে করেছেন, kṛttikās পূর্বে উদিত হয়। Witzel তাঁর

সম্পাদিত জার্নালে তিনি একই মন্তব্য করেছেন যে, "'never swerve from the east' means something else" (EJVS: Vol. 5, 1999, issue 2)। এর সমালোচনায় Kazanas-এর বক্তব্য, "If the Brāhmaṇa wanted to say something else, it would have done so." (2009, 25) খুবই সত্যি কথা! যদি অন্য কিছু বোঝাতে চাওয়া হত এই শ্লোকে তো সেটাই লেখা হত, যখন আমরা অন্য কোনো মানে, সেটা কী হতে পারে, তার কোনো লিটেরাল এভিডেন্স যতক্ষণ না দেখাতে পারছি, 'অন্য কিছু মানে হতে পারে' এরকমটা বললে কিছু পরিষ্কার হয় না। D. Pingree অন্য কারণ কিছু দেখাননি। তবে Witzel দেখিয়েছেন। তাঁর আপত্তি অন্যত্র। "iron" is mentioned in Śatapatha Brahmana and the iron age does not begin in India, say, 1200, the text cannot originate at c 2950." (EJVS: Vol. 5, 1999, issue 2)। শতপথ ব্রাহ্মণে আয়রন উল্লিখিত হয়নি, হয়েছে 'শ্যামা ইয়াসা' ও 'কৃষ্ণ ইয়াসা'। অর্থাৎ একটি কালো ধাতু। যাকে ধরা হয় লোহা হিসেবে। কিন্তু কালো ধাতু মানে লোহাই হতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। বস্তুত, কালো ধাতু বরং লোহা না হওয়ারই কথা। কারণ, লোহা হল লোহিতবর্ণ, মানে লাল। সুতরাং কালো ধাতুর অন্যকিছু হওয়ারই সম্ভাবনা প্রবল। যদি কালো ধাতুটি লোহা হবার বাধ্যবাধকতা না থাকে, যদি, অন্য কোনো ধাতু হয় ওই শতপথ ব্রাহ্মণের 'শ্যামা ইয়াসা' ও 'কৃষ্ণ ইয়াসা'। তাহলে, Dixit বা Achar-এর হিসেব মেনে শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকাল তাদের বলা সময়েই সঠিক, এর বিরুদ্ধে আর কোনও জোরালো সমালোচনা নেই। Kazanas দেখাচ্ছেন, "This "swarthy metal" could be blackened copper: to harden copper, the metal is heated up (but below melting point), then left to cool down without use of water and this blackens the copper, not with soot that can be wiped off; a similar effect is produced by oxidation with various sulfides. Thus the verse Atharba Veda XI 3, 7 speaks of flesh māṃsa being śyāma 'swarthy metal' and blood lohita being lohita 'red copper'; since the Ṛṣis probably knew that flesh is produced from and maintained by blood, the correspondence is quite apt-

reddish copper for blood and (processed) black copper for flesh." (2009, 25); এটা লক্ষণীয় যে অথর্ব বেদ জানাচ্ছে মাংসের রঙ শ্যামা, আর রক্ত লোহিত, অথর্বদের ঋষিরা বিশ্বাস করতেন, আমাদের দেহে রক্ত থেকেই মাংসের উৎপত্তি, হয়তো সেসময় মেটালার্জি হার্ডেন্ড ব্ল্যাক কপার হার্ডস প্রস্তুত করত। অর্থাৎ কালো ধাতু মানে আয়রন হতেই হবে এমনটা নয়। তা হতে পারে ব্ল্যাকেনড কপার। কেননা, কালো ধাতুর উল্লেখ থাকলেও "শতপথ ব্রাহ্মণে" বা পোস্ট-ঋকবেদিক কোনও টেক্সটে লোহাগলন বা মেটালার্জির অন্য কোনো ডিটেলিং বর্ণিত হয়নি। এমনকি, যদি ধরেও নিই যে কালো ধাতু লোহাও, যেহেতু লৌহপ্রক্রিয়াকরণের কোনো উল্লেখ নেই কোথাও, তো সেই লোহা খনিজ লোহা নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আয়রণ এজের অনেক আগেই লোহার উল্লেখ না থাকার কিছু নেই।

মিটিওরিক আয়রন বা ধুমকেতু থেকে পাওয়া আয়রনের ব্যবহার প্রাচীন মিশরে উল্লেখ পাওয়া যায় ৪০০০বিসিই থেকে। পুঁতি ও অন্যান্য গহনা স্পিয়ারহেড ইত্যাদিতে আয়রনের ব্যবহার ইরাণে প্রায় ফিফথ মিলেনিয়াম বিসিই থেকে (Tylecote, 1992)। ভারতেও হরপ্পান টাইমে আয়রন ইউস অলরেডি রিপোর্টেড। "In the Indus region ferruginous or possible iron objects have been reported, but where analyses have been conducted there is no evidence for actual manufactured iron objects. On the Other hand, the Indus artisans were quite familiar with the properties of iron (limonite, hematite, magnetite etc.), using them in pgments and slips for ceramics and steatite and perhaps for coloring faience glazes as well" (Pigott, 1999, 121)। বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট Jane McIntosh ২০০৮-এ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত "The Ancient Indus Valley: New Perspectives"-বইতে লিখছেন, "objects of iron (are) being reported from Lothal and Chanhu-daro, as well as from Ahar in Rajasthan and Mundigak and a few other sites in the borderlands. It is possible that these objects were made from meteoric iron or were hammered from

iron in slag produced either as a by-product of smelting iron rich copper sulphide ore or when iron oxide was used as a flux in copper smelting. As in the contemporary Near East, iron would at this time have been a curiosity rather than a metal in regular use." (p-320)। অর্থাৎ শতপথ ব্রাহ্মণে আয়রনই যদি উল্লিখিত হয় তো, তাকে ১২০০ বিসিইর পর হতে হবে এই বাধ্যবাধকতা কোনও দিক থেকেই নেই। সেক্ষেত্রে, S.B. Dixit, S. Kak অথবা B.N.N. Achar-এর গবেষণা বাতিল করার কোনও যুক্তি নেই। কারণ, তাহলে অ্যাস্ট্রোনমিকে আগে পৃথিবীর অ্যাক্সাল প্রিসিশান, তারাদের আপিয়ারেন্সের স্থানপরিবর্তনের সম্ভাবনাও বাতিল করতে হয়।

BNN Achar-এর দ্বিতীয় পেপার "A Case for Revising the Date of Vedanga Jyotisha" ২০০০-এ প্রকাশিত হয় Idinan Journal of History of Sciences Vol. 35.3 2000-এ (http://www.insa.nic.in/writereaddata/UpLoadedFiles/IJHS/Vol35_3_1_BNNAchar.pdf)। 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' হল 'ঋকজ্যোতিষ' যজুঃজ্যোতিষ' ও 'অথর্বজ্যোতিষ'-এর সাধারণ নাম। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের লেখার স্টাইল বিবেচনা করে একে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ নাগাদ কম্পোজড মনে করা হত। এই স্টাইলের ব্যাপারটা মজাদার। প্রথমত, ঋকবেদকে ১২০০ থেকে ১৪০০বিসিই নাগাদ সেট করে তার প্রেক্ষিতে ভাষার বিবর্তন দেখানোর প্রক্রিয়া। এখন যদি শতপথ ব্রাহ্মণই খ্রিষ্টপূর্ব ২৯০০-এর আগে পরে কোনো এক সময় হয়, ঋকবেদ ট্রান্সমিশানের সময়টা আরও খানিক পিছনে হবে। সেক্ষেত্রে স্টাইল নিয়ে আলোচনায় ক্রনোলজিটা রিভাইজ করা দরকার। দ্বিতীয় যে প্রমাদ তা Dhaniṣṭha নক্ষত্রকে βDelphini হিসেবে ট্রান্সলেট করার জন্য ঘটেছিল। Dhaniṣṭha নক্ষত্রকে βDelphini ধরলে winter solstice বা দক্ষিণায়নের সময় চাঁদ ও সূর্যকে βDelphini-র ক্ষেত্রে একত্রে (যেরকমটা ঋকজ্যোতিষের ৫ ও ৬ নং ভার্স বর্ণনা করে) পাওয়া সম্ভব ১৩০০ বিসিইতে। কিন্তু Dhaniṣṭha নক্ষত্রকে βDelphini নয়, পরে এই প্রমাদ সংশোধন করা হয়েছে Dhaniṣṭha নক্ষত্র আসলে δCapricorn। ঋকজ্যোতিষের ৫ ও ৬ নং ভার্স:

স্বরাক্রমেকে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাত্তদাদিযুগং মাঘস্তপঃশুক্লো দিনংত্যজঃ॥ ৫॥

"When the Sun and the Moon come to vāsava (Dhaniṣṭha) star together, then the yuga, the Māgha, and the Tapas, the bright fortnight and the winter solstice all commence together."

প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্টাদৌ সূর্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
সার্পর্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণযোঃ সদা॥৬॥

"The Sun and the Moon turn towards north in the beginning of Dhaniṣṭha and towards the south in the middle of Āśleṣa. The Sun always does this in the months of Māgha and Śravaṇa respectively." (Translation SB Dixit)

প্রফেসর BNN Achar তাঁর গবেষণায় Skymap pro-3 ব্যবহারে দেখছেন এই, সূর্য ও চন্দ্র দক্ষিণায়নের সময় δCapricorn-এর ক্ষেত্রে আসছে এক্সাক্টলি ১৮২০বিসিই। তার আগে ও পরে তা সামান্য বিচ্যুত, যে বিচ্যুতি জ্যোতিষ বেদাঙ্গের কম্পোজারদের চোখে আসার কথা নয়, কেননা, যে প্রযুক্তি BNN Achar ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন, তা তাদের ছিল না। সেক্ষেত্রে জ্যোতির্লোকে এই ঘটনা ১৮০০বিসিইর আশেপাশে যেকোনো সময় ঘটে থাকবে। Witzel-এর তোলা স্টাইলের প্রশ্ন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কেননা, জ্যোতিষ বেদাঙ্গ কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়, ঋকবেদের মত তার রিচুয়ালিস্টিক চর্চা নেই, গুরুগৃহে সদলে আবৃত্তি নেই, তাই তার ভাষাবিন্যাস শ্রুতিমাধ্যমে বদলেও যেতে পারে। সংস্কৃত টেক্সটগুলি সবই অনেক পরে লিখিত, এদের যা রূপ আমরা পাই, সবই শ্রুতিমাধ্যমে হাজার হাজার বছর সংরক্ষিত। সেইসব টেক্সটের ভাষার স্টাইল নিয়ে তোলা আপত্তি বা স্টাইল দেখে নেওয়া সিদ্ধান্ত— কোনোটাই বৈজ্ঞানিক নয়। বস্তুত, Witzel, Parpola ইত্যাদি স্কলারগণ যেকোনো বিরুদ্ধ প্রমাণ বিবাচনায় রাখবেন না, তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

যা হোক, মনে হয় না যে, কেবলমাত্র আর্কিওঅ্যাস্ট্রোনমিকাল রিসার্চগুলিতে পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে ঋকবেদের তারিখ নিয়ে এখনই

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা সঠিক হবে। S.B. Dixit, S. Kak অথবা B.N.N. Achar-এর গবেষণাগুলি এব্যাপারে একটি ক্লু মাত্র, তার বেশি নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ সবদিক খতিয়ে দেখেই। আর্কিওলজি অবশ্যই এই সিদ্ধান্তের পিছনে বড় সহায়ক হওয়া উচিৎ। এটা ঠিক যে, ইন্দাস স্ক্রিপট (যদি তা স্ক্রিপট হয় আদৌ) যতক্ষণ আনডিসাইফার্ড, ততক্ষণ হরপ্পার মানুষদের ভাষা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। একটি সভ্যতার ইন্সক্রিপশান না পড়া গেলে, তার সাহিত্য ভাষা সমাজ ও সংস্কৃতির অধিকাংশই অজানা থাকে, এক্ষেত্রেও ঘটনা তা-ই। এইরকম পরিস্থিতিতে সাধারণত যা করা হয়, তা হল আর্টিফ্যাক্টগুলি স্টাডি করে বোঝার চেষ্টা যে সেই মেটিরিয়াল কালচারের কন্টিন্যুটি পরবর্তী সভ্যতায় আছে কিনা, কোনো বড় যুদ্ধ, ইনভেশান ইত্যাদির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে কিনা। যদি না পাওয়া যায়, তো ধরে নেওয়া হয় এই অঞ্চলে বা সেই অঞ্চল ঘিরে পুরো এলাকার পরবর্তী সময়ের ভাষাই নিশ্চিতভাবে সেই সভ্যতারও ভাষা হবে। ইন্দাস সিভিলাইজেশান ম্যাচ্যুর ফেজ হচ্ছে ২৬০০ থেকে ১৯০০ বিসিই– আর্লি ফেজ শুরু ৩৩০০ বিসিই, কিন্তু এই ট্রেডিশানের শুরু, আমাদের জে. কেনোয়ারের টাইমলাইন মনে আছে, একেবারে ১০,০০০–৭০০০ বিসিই। সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর উপত্যকায় গড়ে ওঠা ইন্দাস সভ্যতা ও ঋকবেদের ভূগোল কিছুমাত্র আলাদা নয়, যেহেতু ইন্দাস স্ক্রিপট এখনও আনডিসাইফার্ড, ইন্দাস সমাজ সম্বন্ধে—সে আর্লি বা ম্যাচ্যুর ফেজ-- আর্টিফ্যাকটসগুলি দেখে আন্দাজ চালানো ছাড়া টেক্সচুয়াল বা লিঙ্গুইস্টিক কোনও এভিডেন্স কারও হাতে নেই। ইন্সক্রিপশান কিছুই পাওয়া যায়নি ইন্দাস সভ্যতার কোথাও, যা গেছে পাওয়া, সেগুলি কিছু শীল ও সিম্বল। আদৌ এগুলি কোনো ভাষার লিখিত রূপ, নাকি লিপি আসার একেবারে গোড়ার দিককার কিছু চিহ্ন—এই সন্দেহ অমূলক নয়। অর্থাৎ ইন্দাস সভ্যতা ও ঋকবেদের জিওগ্র্যাফি একই হলেও, এই পুরো অঞ্চলটিতে ইন্দো-ইওরোপিয়ান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা পরবর্তীতে না থাকলেও, ইন্দাস পিপল কোনো প্রাচীনতর ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষায় কথা বলত, সুতরাং বেদ তাদেরই সাহিত্য, এটা মানতে এখনও কিছু ঐতিহাসিকের আপত্তি আছে। কিন্তু, আমরা আগেই দেখেছি Parpola বর্তমান সময়ের গুজরাত মহারাষ্ট্র ও সিন্ধু অঞ্চলের কিছু স্থাননামে দ্রাবিড়িয়ান চিহ্ন পেয়েছেন, অর্থাৎ, তাঁর মতে, ইন্দাস টাইমে দ্রাবিড়িয়ানদের এই এই অঞ্চলগুলিতে বসবাসের জোরালো সম্ভাবনা

আছে, এবং মেনস্ট্রিম ঐতিহাসিকদের কাছে এই সিদ্ধান্ত সর্বজনস্বীকৃত। অন্যদিকে পাঞ্জাব হরিয়ানা কাশ্মীর উত্তরপ্রদেশের অঞ্চলগুলিতে দ্রাবিড়িয়ান চিহ্ন নেই, ঋকবেদের প্রথম পর্যায়ের মণ্ডলগুলিতেও দ্রাবিড়িয়ান লোনওয়ার্ডস নেই। সুতরাং, বর্তমান সময়ে পাওয়া স্থাননামগুলি যদি গুজরাত মহারাষ্ট্র ও সিন্ধু এলাকায় হরপ্পান টাইমে দ্রাবিড়িয়ান উপস্থিতি প্রমাণ করে তো পাঞ্জাব হরিয়ানা কাশ্মীর উত্তরপ্রদেশের অঞ্চলগুলিতে সেই একই যুক্তিতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষী মানুষের উপস্থিতি নিয়েও সন্দেহ কেন?

কিন্তু, ঋকবেদকে কিছুতেই ইন্দাস নগরসভ্যতার সঙ্গে মেলানো যায় না। কিছু কিছু সুক্ত যেমন ১,৪২,৮; ১,৪২,২; ১,৪২,৭ ইত্যাদিতে দূরযাত্রার বর্ণনা ও ব্যবসাবাণিজ্যের আভাস পেয়ে কিংবা, ৭, ৮৮, ৩ কিংবা ৪, ৫৫, ৬ ইত্যাদি শ্লোকে সমুদ্রযাত্রার বিবরণ থেকে ১০, ৬১, ২৫-এ গলিপথের উল্লেখ, ৮, ৪৭, ৫; ৮, ২৭, ১৮ ইত্যাদি প্রায় ১৫টি শ্লোকে লম্বাচওড়া রাস্তার উল্লেখ, ৫, ৬২, ৬ কিংবা ২য় মণ্ডলের ৪১ নং সুক্তের ৫ নং শ্লোক বরুণদেবের হাজার-পিলারওয়ালা দুর্গ, প্রথম মণ্ডলের ৯১তম সুক্তের ২০নং শ্লোকের 'সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণ..." মানে সভা-সমিতির উল্লেখ ইত্যাদি দেখে কেউ কেউ ইন্দাস কালচারের সঙ্গে ঋকবেদের সম্পর্ক দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু হাজার পিলারওয়ালা দুর্গ একটি কাব্যিক উপমা, হতে পারে মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশজোড়া সূর্যরশ্মির অপূর্ব অধঃগমনের সুন্দর বর্ণনা, আর সভা গ্রামেও থাকতে পারে, ছিল তখনকার রীতিতে, আজকের ছবিটার সঙ্গে মেলাতে যাব কেন! সম্রাট রাজা শব্দের উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। এখানেও গোলমাল, রাজা বা সম্রাটকে আজকের হিন্দি ফিলম ইন্ডাস্ট্রির চাকচিক্যের সঙ্গে মেলাব কেন! বরং পিটার ব্রুকের মহাভারতের সঙ্গে মেলাতে পারি, আর রাস্তাঘাট গ্রামেও থাকতে পারে 'পথ' মানে বাঁধানো রাজপথ হতে হবে কেন! এবার ঋকবেদের 'পুর', মানে কি নগর বা দুর্গ? ১৪৮ থেকে ১৬০ পাতা জুড়ে তাঁর "Indo-Aryan Origin and Other Vedic Issues" (2009) নামক বইতে Nicholas Kazanas খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, ঋকবেদের 'পুর' হল কখনও দণ্ডায়মান সারিবদ্ধ মানবের প্রাচীর, কখনও বা মায়া দ্বারা নির্মিত, কখনও তা সাময়িক— কেবল শরৎকালের জন্য তৈরি, কখনও এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের

লবনার নগর বা দুর্গ মুডেবল হয় না, সারিবদ্ধ মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়েও তার নির্মাণ হয় না— লেখক দেখিয়েছেন 'পুর' কথার অর্থ ঋকবেদে স্ট্রং ডিফেন্স, যাকে ধ্বংস করে ইন্দ্র হলেন 'পুরন্দর', এথেন্সের ওমিলস মিলিটন থেকে ২০০৪-এ নিকোলাস কাজানাস 'ঋকবেদিক পুর' নিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যা এব্যাপারে যাবতীয় তত্ত্ব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছে (http://www.omilosmeleton.gr/pdf/en/indology/RigvedicPur_002.pdf)। লেখক তাঁর ২০০৯-এর বইয়ের ৩১০ পাতা থেকে ৩২৮ পাতায় হরপ্পান সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সঙ্গে ঋকবেদে বর্ণিত সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বস্তুত, হরপ্পার নগরসভ্যতার সঙ্গে ঋকবেদের কৃষি ও পশুপালক গ্রামীন সভ্যতার অমিল অনেক— যা কোনো বিশেষ সূত্র খোঁজার চেষ্টা ব্যতিরেকে পড়লে দেখতে পাবেন।

ঋকবেদের সময়ে বিল্ডিং মেটিরিয়াল হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় কাঠ কাদা পাথর ও তামার ব্যবহার, কিন্তু ইঁটের ব্যবহার নেই। ইঁটের বা ইষ্টকের ব্যবহার পাওয়া যায় অথর্ববেদে। কাদা ও কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ির উল্লেখ যেমনটা ঋকবেদে পাওয়া যায়, হরপ্পান ম্যাচ্যুর ফেজে (২৬০০-১৯০০বিসিই) পাওয়া যায় না। তা মেলে আর্লি ফেজে, "These early settlers built huts made of wood with wattle-and-daub" (K. Kenoyer, R. H. Meadow, cit. kazanas, 2009, 310)। ব্রিক-ওয়ালস আসে পরবর্তী সময়ে। ইন্দাস এলাকায় ইঁটের প্রথম লিটেরারি উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে।

একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষিসমাজের ছবি উঠে আসে ঋকবেদের অসংখ্য সুক্তে। 'ক্ষেত্রপতি'কে সমর্পিত ৪র্থ মণ্ডলের ৫৭ নং সুক্ত যেমন বিশেষভাবে উল্লেখ্য; ৮নং মণ্ডলের ৯১তম সুক্তের ৫ নং শ্লোকে বালিকা অপালা তাঁর পিতার উর্বর জমির কথা উল্লেখ করছেন; এখানে কৃষি-সামগ্রীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে khanitra 'shovel', lāṅgala/sīra 'plough', sṛṇī 'sickle' ইত্যাদির। শুধু কৃষিকাজ নয় বয়নশিল্পের উল্লেখ আছে ১, ১৩৪, ৪; ১,৩,৬ ইত্যাদি শ্লোকে। ধাতুশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় ৪, ২, ১৭; ৫,৯,৫ ইত্যাদি শ্লোকে। যা হোক, মেনস্ট্রিম লেখকরা ঋকবেদে যে

নোমাড প্যাস্টোরালিজম দেখাতে চান বারংবার এবং কৃষি বয়ন ও ধাতুশিল্পের বর্ণনাগুলি অনুল্লিখিত রাখেন, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ফিক্সড ফায়ার অল্টার যেমনটি আমরা দেখেছি ইন্দাস সাইটগুলিতে, ঋকবেদে এরকমটি নেই। ঋকবেদের ফায়ার-রিচুয়াল সম্পাদিত হত মাটির ওপর অগভীর গর্তে (ঋকবেদ ৫, ১১, ২; ৭, ৪৩, ২-৩)। পোস্ট ঋকবেদিক টেক্সটস যা হোক প্রচুর ফিক্সড ফায়ার-অল্টার উল্লেখ করে। ফিক্সড ফায়ার অল্টার বা যজ্ঞবেদী পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে (৭, ১, ১, ৩৭ বা ১০, ২, ৩, ১)।

সরস্বতী নদী পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়া, সিন্ধুর প্রবল বন্যা, এক্সটার্নাল ট্রেডরুট ধ্বংস হয়ে যাওয়া, হরপ্পান সমাজের আদর্শগত চ্যুতি ইত্যাদি নানান কারণে ইন্দাস সেটলমেন্টগুলি পরিত্যক্ত হতে শুরু করে খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ শতক থেকে। উত্তরপশ্চিমে সিন্দু উপত্যকায় কিছু সাইটস আরও কিছু শতক টিকে গেলেও, ১৮০০ শতকের পর কিঞ্চিৎ দক্ষিণপূর্বে সরস্বতীর তীরে কোনও সাইটেই আর মনুষ্যবসতির চিহ্ন পাওয়া যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক থিওরির বর্তমান ভার্সন অনুয়ারী আর্য আগমন শুরু হবার কথা এসময় থেকেই, অথবা মোটামুটি একশবছরের মধ্যে, ১৭০০বিসিই থেকে ১২০০বিসিই পর্যন্ত। কতকগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে আর্য-স্পিকিং মানুষরা ইন্দাস সভ্যতার একই জিওগ্র্যাফিক এরিয়ায় প্রবেশ করবে, প্রবেশ করে তারা কী দেখতে পাবে? কোনও সন্দেহ নেই, তাঁরা চারিদিকে দেখবে হাজার হাজার পরিত্যক্ত নগরি! কিন্তু, আশ্চর্য বিষয় এই যে, সেসব না লিখে ঋকবেদ জুড়ে তারা গিরি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত (৭, ৯৫) বিস্তৃত সরস্বতীকে তার অগাধ জলরাশি দিয়ে বৈদিক সভ্যতার মানুষদের প্রাণরক্ষার জন্য প্রশংসায় প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছে। ১৭০০ থেকে ১৫০০ বিসিই সময়কালে হরপ্পান সেটলমেন্টগুলিতে থাকার কথা কেবলই ধ্বংসের চিহ্ন। ব্যাঞ্জনাত্মক অর্থে নয়, আক্ষরিক অর্থেই হাজার হাজার পরিত্যক্ত জনমনুষ্যহীন ভূতুড়ে শহর ইঁট-কাঠ-পাথরের হাড়পাঁজর বের করে দাঁড়িয়ে থাকবে— স্বভাবতই, ঋকবেদের পাঠক আশা করবেন, একই প্রকার রুক্ষ শুষ্ক হাজার হাজার পরিত্যক্ত জনমনুষ্যহীন ভূতুড়ে শহর ইঁট-কাঠ-পাথরের হাড়পাঁজর বের করা ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের বর্ণনা সেখানে থাকবে। কিন্তু ঋকবেদে তা কোথায়? ঋকবেদে কোথায় সেরকম

ধ্বংসের বিন্দুমাত্র বর্ণনা? বদলে ঋকবেদে কী পাওয়া যায়? স্নিগ্ধ সবুজ বৃক্ষকুসুমিত গ্রামীন সভ্যতা, 'অন্নবতী, ধেনুমতী, যববিশিষ্টা' (৭, ৯৯) শ্রীমান বিস্তীর্ণা, অবিচল, সুরূপা দ্যাবাপৃথিবী' (৪, ৫৬); সেখানে অধিবাসীগণ কেমন জীবন ধারণ করেন? 'প্রসিদ্ধ, অন্নদাতা, শোভনপাণি, দানশীল ও মহান' (৬, ৪৯), সেখানে 'রুদ্র, সরস্বতী, বিষ্ণু, বায়ু, ঋভুক্ষা, বাজ ও দেব বিধাতা প্রসন্ন হয়ে তাদেরকে সুখি রাখেন, পর্জন্য ও বায়ু তাদের অন্ন বর্ধিত করেন' (৬, ৫০), 'অন্নসম্পন্না' সরস্বতী সেখানে অপরিমিত অকুটিল, দীপ্ত, অপ্রতিহতগতি, জলবর্ষীবেগ প্রচণ্ড শব্দ করে বিচরণ করে' (৬, ৬১)। উত্তরপশ্চিম ভারতের যে অঞ্চলগুলি ঋকবেদের জিওগ্রাফি ইন্দাস সভ্যতার এলাকাও তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। উত্তরে আজকের আফগানিস্তান থেকে সিন্ধু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের উত্তরপশ্চিমাংশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র— ঋকবেদ ও সিন্ধুসভ্যতার ভৌগলিক এলাকা একই। এই বইয়ের ৩য় অধ্যায়ে আমরা স্পষ্ট দেখেছি, সে সময়ে এই এলাকায় বিপর্যয়কর প্রাকৃতিক অবস্থার কথা। ১৭০০বিসিই যখন আর্যরা এখানে আসবে এখানে তো বিস্তীর্ণ ভগ্নস্তুপ ছাড়া কিছু নেই। ঋকবেদের ১০ হাজারের ওপর শ্লোকে বারংবার সেই ভগ্নস্তুপের বর্ণনা থাকা উচিৎ ছিল। উচিৎ ছিল শুকিয়ে যাওয়া সরস্বতীর এত এত না প্রশংসা করার। T Burrow ১৯৬৩-র একটি রচনায় ১ম মণ্ডলের ১৩৩ নং সুক্তের ৩ নং শ্লোকে একটি শব্দ উল্লেখ করেছেন 'অর্মক' যার মানে উনি বলতে চেয়েছেন ধ্বংসস্তুপ, Witzel সেখান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, "The RV also does not know of large cities such as that of the Indus civilization but only of ruins (armaka)" (2001, 6, 25 etc.)। ব্যাখ্যা নয়, কোনো উল্লেখ নয় যে, এই শব্দটির অর্থ আসলে ঋকবেদে কী, কিছুই না বলে, ব্র্যাকেটে শব্দটি উল্লেখ করেছেন মাত্র তিনি। ঋকবেদে শ্লোকটি এইরকম: "অবাসাং মঘবঞ্জহি শর্ধো যাতুমতীনাম্। বৈলস্থানকে অর্মকে মহাবৈলস্থে অর্মকে॥" রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদে— "হে মেঘবন! এ হিংসাবতী সেনার বল চূর্ণ কর এবং কুৎসিত শ্মশানে অথবা মহাশ্মশানে তাদের নিক্ষেপ কর।" গ্রিফিতের অনুবাদ, "Do thou, O Maghavan, beat off these sorceresses' daring strength. Cast them within the narrow pit, within the deep and narrow pit."। দত্ত অনুবাদ করেছেন 'কুৎসিত শ্মশান' গ্রিফিতের ট্রান্সলেশানে 'Narrow pit'। কোথায় হাজার

হাজার পরিত্যক্ত শহর, ভাঙা দেওয়াল, তার পাথর কাঠ ইঁট? একটি মাত্র শব্দ 'অর্মক', যার অর্থই পরিষ্কার নয়, ব্যস! ঋকবেদে এরকম বেশকিছু শব্দ পাওয়া যায়, যাদের অর্থ পরবর্তী সংস্কৃত সংরক্ষণ করতে পারেনি। ফলে, এখন আর স্পষ্ট নয় সেসব শব্দের মানে। সেরকম একটি শব্দকে মেনস্ট্রিম ঐতিহাসিকরা সামনে এনে গোটা হরপ্পার আট হাজার স্কয়ার কিলোমিটার জুড়ে ধ্বংসস্তুপের প্রতিনিধিত্ব করাতে চাইছেন। একটা শব্দ মাত্র। ঋকবেদের কবিরা হাজার হাজার পরিত্যক্ত ভগ্ন শহরে একই ভৌগলিক এলাকায় বসে, ঋকবেদে মোট ১,০২৮টি কবিতা, ১০,৫৮০টি শ্লোক, আর ১,৫৩,৮২৬টি শব্দ, ৪৩২,০০০ সিলেবল (Muller, 1859, 219), তার মধ্যে কোথাও কোনও একজন ঋষি একটা ভাঙা ইঁটের কথা লিখল না? ঋকবেদে কোথাও ইঁটের উল্লেখই নেই। আছে অথর্ববেদে। চারিদিকে ছড়ানো হাজারটা ভাঙা শহরের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে একটা ইঁটও গোটা পেল না আর্যরা যে, একবারও উল্লেখ করল না! মানে পরিষ্কার যে তারা ইঁট, ভগ্নস্তুপ, পরিত্যক্ত শহর, শুষ্ক প্রকৃতি কেউ চোখেই দেখেনি। সরস্বতী নদী বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ১৮৩৩-এ Major Colvin, ১৮৪৪-এ Major F. Mackenson, ১৮৪৯-এ Louis Vivien de Saint-Martin— প্রত্যেকে এত হাজার বছর পর এই অঞ্চলে এসে প্রাচীন নগরগুলি চোখের সামনে পাচ্ছেন, আর যারা এই অঞ্চলে এল সেই সময়ে, যখন কিনা হরপ্পার পতন চলছে, তারা এসে বিনা প্ররোচনায় 'অন্নবতী, ধেনুমতী, যববিশিষ্টা', 'ধীমান বিস্তীর্ণা, অবিচল, সুরূপা দ্যাবাপৃথিবী' ও সেখানে অধিবাসীগণের 'প্রসিদ্ধ, অন্নদাতা, শোভনপাণি, দানশীল' জীবন যাপনের বর্ণনা লিখল, 'অন্নসম্পন্না, অপরিমিত, অকুটিল, দীপ্ত, অপ্রতিহতগতি, জলবর্ষী' সরস্বতীর কথা লিখল, যখন কিনা সরস্বতী শুকিয়ে গিয়েছে? ১৭০০বিসিই নাগাদ সরস্বতী তো পুরোপুরি একটি শুকিয়ে যাওয়া নদী— অথচ ঋকবেদে কোনও ফেইন্টেস্ট হিন্ট নেই যে সরস্বতী শুকিয়ে যাচ্ছে, তারা বর্ণনা করছেন দুকূলপ্লাবী নদীশ্রেষ্ঠা গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ সরস্বতীর, যে নদীর অস্তিত্ব, ইতিপূর্বে উল্লিখিত জিওলজিক-সিসমোলজিক গবেষণা থেকে স্পষ্ট, ছিল কেবল ৩,৫০০ থেকে ৩,৭০০ বিসিই নাগাদ । ঋকবেদের কবিরা কোনোদিন জানতই না সরস্বতীর শুকনো হয়ে যাবার ইতিহাস। প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্ব অনুয়ারী কতদিন পর্যন্ত ঋকবেদ লিখিত হয়েছে? ১২০০ বিসিই পর্যন্ত। কেননা, মেনস্ট্রিম থিওরি মোতাবেক, তার ঠিক পরেই ভারতে আয়রন এজ শুরু, ঋকবেদ তার

আগেই শেষ। ঠিক এই একই সময়ে ১৯০০বিসিই থেকে ১২০০বিসিই, একই ভৌগলিক এলাকায় আর্কিওলজিক্যালি আমরা দেখছি হাজার হাজার জনবসতি স্থাপন ও তাদের পরিত্যক্ত হবার কাহিনি (Shaffer, 1992, ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ঋকবেদের সমৃদ্ধিশালী কৃষি ও পশুপালন নির্ভর স্নিগ্ধ সুন্দর জীবনযাত্রা কোথায় এসময়?

ইন্দাস এলাকায় কার্পাসের চাষ হত, তুলো থেকে কাপড় তৈরি হত, থার্ড মিলেনিয়াম বিসিইর মাঝামাঝি সময়ে যে কাপড় পাঠানো হত সুদূর ইজিপ্টে, যেখান থেকে মেসোপটেমিয়ানরা নিয়েছিল কটন, সুমেরিয়ান kapazum ওয়ার্ডটি (Elst, 2005, 267; Kazanas, 2009, 312; Agarwal , 2012, 31) । ঋকবেদ অনেক প্রিমিটিভ, তাদের বস্ত্র বলতে চামড়া, 'eta' 'ajina' (ঋকবেদ ১, ১৬৬, ১০), উল 'avi' (ঋকবেদ ৯, ৭৮, ১) śāmulya (১০, ৮৫, ২৯)– এছাড়া অনেক পোষাক চিহ্নিত করতে অন্য শব্দ আছে, কিন্তু কখনোই কার্পাস নয়। মনে রাখতে হবে 'কার্পাস' ছাড়া 'তুলো'র আর কোনও টার্ম নেই সংস্কৃতে। এই শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় গৌতমের সূত্র টেক্সটে (১, ৪; ১, ১৮) ও বৌধায়নের 'ধর্মসূত্রে' (১৪, ১৩, ১০; ১৬, ১৩, ১০)। হরপ্পার ম্যাচ্যুর ফেজ ২৫০০ নাগাদ সপ্তসিন্ধু এলাকায় কটন কাল্টিভেশান শুরু হয়। অর্থাৎ 'সূত্র' টেক্সটগুলি হতে পারে ইন্দাস-সমসাময়িক (২৬০০বিসিই)। ঋকবেদ নয়।

রৌপ্যের উল্লেখ ঋকবেদে নেই। 'রজত' শব্দটি আছে (ঋকবেদ ৮, ২৫, ২২)। কিন্তু সেখানে তা 'শ্বেত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথর্ববেদে (৫, ২৮, ১) প্রথম 'রজত' রূপো অর্থে ব্যবহৃত হয় (Vedic Index 2, 196-197)।

'Vrihi' বা রাইস ঋকবেদে নেই, "the Rgvedic people– and their gods– ate barley (yava), but not yet

rice which had already made its appearance in this region during the late Indus civilization" (Witzel, 2001, 77)। সেখানে প্রধান খাদ্য যব বা বার্লি। ইন্দাস কালচারেও রাইস আসছে, আমরা পাকিস্তানি আর্কিওলজিস্ট রফিক মুঘলের গবেষণা থেকে দেখেছি, ২৩০০বিসিই নাগাদ। ঋকবেদে 'dhana' (৪, ২৪, ৭), 'dhanā' (১, ১৬, ২), 'dhanya' (৫, ৫৩, ১৩)। কিন্তু, 'ধান' শব্দের অর্থ রাইস নয়

ঋকবেদে, ঘী ও যব মিশ্রিত একপ্রকার খাদ্যের নাম ধান, 'ধানা' বা 'ধানা' সম্ভবত যব থেকে তৈরি পানীয়। 'Vrihi'-র ইন্দাস এলাকার লিটেরারি অ্যালুশান প্রথম যেখানে তা অথর্ববেদ (৬, ১৪০, ২; ৭, ১, ২০ ইত্যাদি।

ঋকবেদের ঋষিরা ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন। D. Frawley অথর্ববেদ (১৯, ৭২) থেকে একটি শ্লোক নিয়েছেন "'From whichever receptacle kośāt we have taken the Veda, into that we put it down'. Books in ancient India consisted in collections of palm-leaves or strips of birch-bark and were kept in boxes". (Frawley, 1991, 249)। কেবলমাত্র একটি শব্দ kośāt থেকে শুরু কল্পনা যে তালপাতায় লেখা, সেই লেখার সংগ্রহ একটি বাক্সে, যথেষ্ট নয় এটা প্রমাণের জন্য যে সেসময় লেখা ছিল। এখানে kośāt হতে পারে কোনো মেটাফোরিক্যাল ইউস। বস্তুত শুধু ঋকবেদ নয়, পুরো ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের কোথাও লেখার উল্লেখ নেই। 'লিপি' শব্দটি ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম পাওয়া যাচ্ছে সূত্র টেক্সটে (Burnell, 1874, p-5)। 'বেদ' কথাটির অর্থ জ্ঞান, যা চিরকাল স্মৃতিতে ধরে রাখার কথাই বলা হয়েছে ভারতীয় মানসিকতায়। ঋকবেদে কোথাও কোনও আইকন স্ট্যাচু বা মূর্তির কোন প্রতিশব্দ নেই, "the religion of the Veda knows of no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degradation of the more primitive worship of ideal gods" (Müller, 1881, 147) । ইন্দাস কালচার কিন্তু অপরপক্ষে মূর্তিপূর্ণ।

১৯৮২তে Bridget and Allchin কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তাঁদের "The Rise of Civilization in India & Pakistan" নামক বইতে ইন্দাস ও ঋকবৈদিক সময়ের এই বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করে দেখান যে ইন্দাস সংস্কৃতির অনুরূপ কালচার "described in detail in later Vedic literature" (p-203, cit. Kazanas, 2009, 315)। এখন এরকম বৈসাদৃশ্যের উদাহরণ একটি হলে বলা যেত যে, উল্লেখ না থাকার মানে না থাকা নয়— বিশেষ করে সম্পূর্ণ ইষ্টকনির্মিত হরপ্পান নগরপরিকল্পনার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই ঋকবেদে। এমনকি ঋকবৈদিক সংস্কৃতি যদি ইন্দাস সভ্যতা পতনের পরেও হত, তো ১৯০০ বিসিই

ইন্দাস পতনের ১০০ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে আসা আর্যদের কাছে ইঁট, মূর্তি, কার্পাস, ধান, লিপি, স্থায়ী যজ্ঞবেদী, শস্যাগার, পয়প্রণালি, শুরু থেকে শেষ একেবারে সমস্তকিছুই অপরিচিত হত না। আর দশহাজারের ওপর শ্লোকে তার একবারও উল্লেখ থাকবে না, এই যুক্তি যাঁরা দেন, তাদের বোধ নিয়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন ওঠে। ইওরোপিয় স্কলাররা হাজার হাজার পাতার গবেষণাপত্র লিখেছেন মাত্র কতকগুলি বিষয়ে নুন্যতম কমন-সেন্স না দেখিয়ে— এটাই বেদনার।
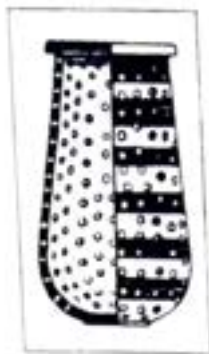
Pot with 100 perforations. Śatapatha Br 12.7.2.13

[illegible] in Atharvaveda 5.19.7 [illegible]

অন্যদিকে, শতপথ ব্রাহ্মণ, যা Dixit, Achar, Kak-এর গবেষণা মোতাবেক ২৯০০ বিসিইর আগে পরে রচিত, সেখানে উল্লিখিত তৈজসপত্রের সঙ্গেও ইন্দাস তৈজসপত্রের কিন্তু মিল রয়েছে। 'নববিতৃণ্ণা কুম্ভী' (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫, ৫, ৪, ২৭) কিংবা 'শতবিতৃণ্ণা কুম্ভী' (১২, ৭, ২, ১৩) মানে নয়ছিদ্রযুক্ত বা শতছিদ্রযুক্ত কলস। শুক্ল যজুর্বেদ (Vājasaneyī Saṃhitā ১৯, ৮৭) উল্লেখ করে একশতছিদ্রওয়ালা কলসের, যা রিচুয়াল স্প্রিংক্লিংএর জন্য বব্যহৃত হত— ইন্দাস আর্টিফ্যাক্টে এরকম তৈজসের উদাহরণ অসংখ্য (Agrawal, 2005, 10-13)। Kazanas এরকম দুটি ছবি দিয়েছেন (Kazanas, 2009, 316)। অবশ্যই এবিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা হলে, এরকম অসংখ্য ছবি উঠে আসবে।

'উপ' উপসর্গটি সংস্কৃতে নৈকট্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, 'নি' উপসর্গের মানে নীচে, সংস্কৃতে 'সদ' ধাতুর মানে 'বসা' 'উপনিষদ' কথাটির মানে দাঁড়ায় নিকটে বসা (Pânini 1, 4, 79)। উপনিষদ একটি বংশানুক্রমিক টিচিং ট্রেডিশান। মোট উপনিষদ ২৫১টি। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যা প্রিন্টে পাওয়া যায় ১০৮টি। ১২ বা আঠারোটি এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হচ্ছে 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' যেখানে তিনটি গুরুবংশের উল্লেখ আছে, প্রতিটি বংশতালিকায় ৬৫ থেকে ৭০ জন গুরুর নামের তালিকা আছে। প্রতিটি প্রজন্মের জন্য যদি কমসেকম ২৫ বছর করে ধরা হয় ৬০ × ২৫ = ১৫০০। গৌতম বুদ্ধের জন্ম ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। যদি উপনিষদিক ট্রেডিশান প্রচলিত থাকছে ধরা হয় মোটামুটি তাঁর জন্মের ২০০ বছর আগে পর্যন্ত, তাহলে, খৃষ্টপূর্ব ৮০০ + ১৫০০ = ২৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে মনে করা যেতে পারে যে উপনিষদের ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল, সূত্র টেক্সটস যদি তার ২০০ বছর নাগাদ আসে, সূত্রটেক্সটে কার্পাস বা কটনের উল্লেখ পাচ্ছি আমরা সূত্র টেক্সটগুলিতে মোটামুটি একই সময়ে ২৫০০ বিসিই নাগাদ, যে সময়ে হরপ্পা থেকে কার্পাসবস্ত্র যেত ইজিপ্টে। ঋকবেদ ট্রান্সমিশানের সূচনা যদি অন্তত তার হাজার বছর আগে হয়, তাহলে ঋকবেদ অন্তত ৩৩০০ বিসিই হবেই। Kazanas হিসেবটা কিঞ্চিৎ অন্যভাবে করেছেন, উনি ঋকবেদের সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন 'যত পরেই হোক অন্তত ৩,১০০ বিসিইর পরে না' (Kazanas, 2000, 16; http://www.omilosmeleton.gr/pdf/en/indology/rie.pdf)। এবার জানা দরকার কীসের ভিত্তিতে ম্যাক্স মুলার ঋকবেদের কাল ১৪০০বিসিই ধরেছিলেন।

ম্যাক্স মুলারের হিসেব শুরু হয় ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নয়!) রচিত সোমদেবভট্টের 'কথাসরিৎসাগর' থেকে। কথাসরিৎসাগরের একটি গল্পে বররুচি নামক একজন চরিত্র পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগরের চতুর্থ তরঙ্গে এই বররুচি উপবর্ষের দুহিতা উপকোশা নাম্নী এক অঙ্গনার দর্শন লাভ করেন, সেই অঙ্গনার 'আনন ছিল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, চক্ষু যেন নীলপদ্ম, বাহু মৃণালের ন্যায় সুললিত, সুচারু পীনোন্নত পয়োধর, কম্বুকণ্ঠা, ওষ্ঠাধরে ছিল প্রবালের রাগ'। বররুচি কামজর্জরিত হন। যা হোক, তাদের বিবাহও হয়। মাতা ও পত্নীর সঙ্গে পাটলিপুত্রে বসবাসকালে বররুচির পাণিনি নামে অতিশয় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এক ছাত্র জোটে। গুরুপত্নী তাকে বিতাড়িত করলে সে, হিমালয়ে গিয়ে তপস্যার দ্বারা চন্দ্রমৌলীর কাছ থেকে এক ব্যাকরণ বই পায় ও ফিরে এসে গুরুকে চ্যালেঞ্জ করে। গুরু প্রায় পরাজিত হয়েই যাচ্ছিল আরকি! এমন সময় দেবাদিদেব পার্বতিপতি মহাদেব এসে বররুচিকে রক্ষা করে। পাণিনির বই চলে যায় শিবের কাছে। বররুচি উপকোশাকে পরিচারিকা সমীপে গচ্ছিত করে হিমালয়ে

যায় পাণিনিগ্রন্থ উদ্ধার করতে। ইতিমধ্যে উপকোশার চারজন পাণিপ্রার্থী জোটে, যাদের জব্দ করতে উপকোশা তখনকার রাজা নন্দের সাহায্য নেয়। নন্দ উপকোশাকে ভগিনী রূপে গ্রহণ করে। বররুচি ফিরে এসে এইসব শুনে যারপরনাই খুশি হয়। ব্যাড়ি ও ইন্দ্রগুপ্ত তাদের গুরু বর্ষকে কী দক্ষিণা দেবে জানতে চাইলে, গুরু এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা চায়, সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য, নন্দরাজা যেহেতু উপকোশাকে ভগিনী বলেছেন, বররুচি যায় অর্থের দাবিতে। কিন্তু, যখন তারা পৌঁছয়, নন্দরাজা সদ্য মারা গেছে। ইন্দ্রগুপ্ত যোগবলে নন্দের দেহে প্রবেশ করে। ব্যাড়ি ইন্দ্রগুপ্তের দেহটি নিয়ে লুকিয়ে রাখে। রাজ্যের লোক তো আর এত বোঝে না, নন্দ বেঁচে উঠেছে এই আনন্দে উৎসবে মাতে। কিন্তু, নন্দ বেঁচে উঠেই মন্ত্রী শকটালকে নির্দেশ দেয় এককোটি স্বর্ণমুদ্রা বররুচিকে দিতে। মন্ত্রীর এতে সন্দেহ হয়। তিনি বুঝতে পারেন, কেসটা কী, গুপ্তচর লাগিয়ে তিনি রাজ্যের সব প্রাণহীন দেহ খুঁজে তাদের সৎকার করেন। ব্যস, ইন্দ্রগুপ্তের দেহও গেল পুড়ে! এবার, তিনি নন্দরাজের দেহে বন্দী। যেহেতু, মন্ত্রী শকটাল নকল নন্দকে চিনে ফেলেছেন, তাই নকল নন্দ তাকে তার শতপুত্রসহ বন্দী করে, বররুচিকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন। অতঃপর মাতা ও গুরুজনের আশির্বাদে উপকোশা দ্বারা সেবিত হইয়া, নকল নন্দের প্রধানমন্ত্রীরূপে বররুচি বহুকাল সুখেস্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন। ('সোমদেবভট্ট রচিত কথাসরিতসাগর', অনুবাদ, শ্রী হরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭, ১৯৫৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৩৭ থেকে ৪৭)। এই হল বররুচি, আর এই রূপকথার নন্দকে ম্যাক্স মুলার ধরে নেন মৌর্য রাজবংশের আদি রাজা নন্দ। তিনি খেয়াল করেন না যে, এরকম নন্দরাজা ভারতীয় পুরাণে অনেকজন আছে। কথাসরিৎসাগরের নন্দর রাজধানী অযোধ্যা। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পূর্বপুরুষ, নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র কোনোদিনই নন। তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় পুরাণগুলিতে। যাই হোক, এবার ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা রূপকথার চরিত্র নন্দকে যেহেতু তিনি নিয়ে চলে যান খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি, তার মন্ত্রী বররুচিও চলে যান ১৬০০ বছর পিছনে ৪৫০ বিসিই। কেননা, এর কিছু সময় পর মৌর্যবংশের ইতিহাস শুরু হবে, তবে এই তারিখ নির্ধারণেও প্রশ্ন আছে। গ্রিক আকাউন্টসে (Cyropaedia) যে Sandrocottus-কে পাওয়া যায়, তিনি মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত না হয়ে, অনেকে মনে করেন গুপ্ত সম্রাট চন্দগুপ্তও হতে পারেন।

যাকগে, ম্যাক্স মুলার Sandrocottus-কে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বলেই নাহয় মানলেন। তাঁর পরের পদক্ষেপ ছিল আরও মারাত্মক। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক পর্বের পর আসে সূত্র পর্ব, অনেকগুলি সূত্র আছে, যেমন সৌণকসূত্র, সংখ্যায়নসূত্র, কল্পসূত্র, শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি। এবং যথারীতি সেইসব সূত্র রচয়িতারাও আছেন। সেরকম একজন সূত্র রচয়িতার নাম পান ম্যাক্স মুলার, যার নাম কাত্যায়ন। সেই কাত্যায়নের সর্বাণুক্রমনীকে কেউ কেউ সর্বাণুক্রমনী অফ বররুচি বলেছেন, হেমচন্দ্রের অভিধানে কোনো রেফারেন্স ছাড়াই এই যোগাযোগের সূত্র তিনি পেয়েছেন, সুতরাং কাত্যায়নই বররুচি, "Kâtyâyana was the author of the Sarvânukramaṇî, and the same work is quoted as the Sarvânukramaṇî of Vararuchi, the compiler of the doctrines of Śaunaka... Hemachandra in his Dictionary gives Vararuchi as a synonyme of Kâtyâyana without any further comment, just as he gives Śâlâturîya as a synonyme of Pânini." (1859, 240)। সূত্র রচয়িতা বররুচি পানিনিদের অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলির ওপর কিছু সংশোধন আনতে চেয়েছিলেন, যা পতঞ্জলী তাঁর মহাভাষ্যে বাতিল করে, ফের পানিনি ট্রেডিশানকেই সঠিক বলে জানান, এখানে কথাসরিৎসাগরেও পাণিনির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র হিসেবে, তারপর চন্দ্রমৌলী, তারপর পার্বতিপতি শিব, বরদান, নন্দ, শকটাল, একের দেহে অন্যের প্রবেশ— এই গল্পের নন্দকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে নিয়ে হিসেব করলে মুলার জানতেন যে, ভুল, কিন্তু যেহেতু নন্দ রাজের উল্লেখটি আছে, সুতরাং সুত্ররচয়িতা সর্বাণুক্রমনীর লেখকও নন্দরাজের সমসাময়িক, "It would be wrong to expect in a work like that of Somadeva historical and chronological facts in the strict sense of the word ; yet the mention of King Nanda, who is an historical personage, in connection with our grammarian, may, if properly interpreted, help to fix approximately the date of Kâtyâyana" (1859, 242)। ব্যস! তিনি ধরে নেন, রূপকথার নন্দরাজার মন্ত্রী বররুচি যিনি হিমবৎ পর্বতে তপস্যার দ্বারা ভগবান শিবের কাছ থেকে পাণিনিগ্রন্থ পেয়ে ব্যাকরণ শিখেছিলেন, তিনিই সূত্ররচয়িতা বররুচি, "if Chandragupta was king in 315, Katya-

yana may be placed, according to our interpretation of Somadeva's story, in the second half of the fourth century B.C." (1859, 242)। সুতরাং, "as an experiment, therefore, though as no more than an experiment, we propose to fix the years 600 and 200 B.C. as the limits of that age during which the Brahmanic literature was carried on in the strange style of Sutras" (1859, 244-245)। সুতরাং, কেবলমাত্র একটা এক্সপেরিমেন্ট, এবং এক্সপেরিমেন্টের চেয়ে বেশি কিছু না, তিনি ধরে নিলেন ৬০০ থেকে ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হল সূত্র ব্রাহ্মণ টেক্সটস যখন সূত্র টেক্সটের দিকে যাচ্ছে। সূত্র টেক্সটগুলির ঠিক আগের পর্ব ব্রাহ্মণ টেক্সট সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ব্রাহ্মণ থেকে সূত্র ট্রান্সমিট করতে মোটামুটি ২০০ বছর লাগবে, কিসের ভিত্তিতে তিনি ২০০ বছর দিলেন? মেয়ারলি কনজেকচার, মানে কল্পনা, "it would seem impossible to bring the whole within a shorter space than 200 years. Of course this is merely conjectural" (1859, 435); তিনি কেন ২০০ বছর ধরলেন? কারণ, গোটা ব্রাহ্মণ লিটেরেচারকে ২০০ বছরের কম সময়ে রাখা 'ইমপসিবল'! পারলে উনি আরও কম দিতেন! যদিও তিনি জানেন, "it would require a greater stretch of imagination to account for the production in a smaller number of years of that mass of Brahmanic literature which still exists" (1859, 435)। ঠিক এই ৪৩৫ পাতাতেই তিনি উল্লেখ করছেন যে, যদি ব্রাহ্মণ ঐতিহ্য মেনে এই হিসেব করতে হয়, তাহলে 'টু আ ভেরি কনসিডারেবল ডিগ্রি' এই টাইম স্প্যান বেড়ে যাবে, কেননা, ঐতিহ্য অনুয়ারী এই ব্রাহ্মণ টেক্সটেই ব্রাহ্মণ টিচারদের বংশানুক্রমিক তালিকা রয়েছে, যাদের হাত থেকে পর পর এই সাহিত্য এসেছে, "Were we to follow the traditions of the Brahmanas themselves, we should have much less difficulty in accounting for the great variety of authors quoted, and of opinions stated in the Brahmanas. They contain lists of teachers through whom the Brahmanas were handed down, which would extend the limits of this age to a very considerable degree" (1859, 435-436)। এরপর তিনি ৪৩৮

পাতা থেকে ৪৪৫ পাতা পর্যন্ত টিচারদের বংশতালিকা দিয়েছেন, তিনটি বংশতালিকা দিয়েছেন, শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত ৬০জন পূর্বপুরুষের উল্লেখ করেছেন, আর একটিতে ৫৮ জন, পরেরটি ৫৯জন। যদি প্রত্যেকটি গড়ে ৬০ করে ধরা যায় আর প্রতি প্রজন্মের জন্য তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে ২৫ বছর ধরা হয়, তার কম সম্ভব নয়, কারণ, এখানে টিচার বা গুরুবংশের কথা বলা হচ্ছে, যাদের জীবন ছিল চতুরাশ্রমে বিভক্ত, ব্রহ্মচর্য শেষ হতে সময় লাগত ২৪ বছর (Walters, 1998)। তাহলে যদি এক একটি প্রজন্মের জন্য ২৫ বছর সময় দেওয়া হয়, ৬০×২৫=১৫০০বছর কেবল ব্রাহ্মণ ট্রাডিশনের জন্য দিতে হবে। এবং তা করতে গেলে মুলারের বাধা আছে, গ্রেট ফ্লাড জেনেসিস অনুযায়ী যা ১৯০০বিসিইতে হওয়ার কথা, ব্রাহ্মণ ট্রাডিশানই গ্রেট ফ্লাডকে ছাড়িয়ে যাবে, যা তিনি হতে দিতে পারেন না। তাই ব্রাহ্মণ ট্রাডিশানের জন্য দয়া করে তিনি আপাতত ২০০ বছরই দিয়ে রাখলেন, তবে এটা ঠিক যে তিনি উল্লেখ করেছেন, হেয়ার-আফটার এই স্প্যান এক্সটেন্ড করবে যতক্ষণ না মনে হয় এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, "If, therefore, we limit the age of the Brâhmaṇas to the two centuries from 600 to 800 B.C., it is more likely that hereafter these limits will have to be extended than that they will prove too wide." (1859, 445)। সুতরাং, সূত্র টেক্সটস যদি হয় ৬০০ সঙ্গে আরও ২০০, ব্রাহ্মণ টেক্সট শুরু ৮০০বিসিই, বৈদিক সাহিত্যে এর আগের পর্ব মন্ত্র, আরও ২০০, মানে ১০০০বিসিই। মন্ত্রের আগের পর্ব ছন্দ, তার জন্য আরও ২০০। ব্যস, তার আগের পর্ব আরও ২০০ বছর। সুতরাং বৈদিক সাহিত্য শেষ হচ্ছে ১২০০ নাগাদ। ঋকবেদ শুরু ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। ম্যাক্স মুলারের জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট আর মেয়ার কনজেকচার চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট করে দিল ঋকবেদ তথা ভারতের ইতিহাস। ইন্দো-ইওরোপিয়ান কম্প্যারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্সের জনক স্যার উইলিয়াম জোনস বলেছিলেন, "That the Vedas were actually written before the flood, I shall never believe" (1788, 237-238)। মুলারও একইভাবে বাইবেলের পরম বিশ্বাসভাজনই ছিলেন, "I look upon the account of Creation as given in Genesis as simply histori-cal" (1902, 481)। তিনি নিজের বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছেন, ভারতের ইতিহাস নিয়ে 'এক্সপেরিমেন্ট' করে। কিন্তু, ভারতীয় স্কলাররা আজও

তাদের পূর্বতন ব্রিটিশ প্রভুর প্রতি কোন দায়বদ্ধতা থেকে এত বিশ্বাসভাজন যে ঋকবেদের কাল হিসেবে সে-ই ১৪০০ বিসিই থেকে একবিন্দু এগতে পারলেন না, এটা বোঝা যায় না। Winternitz (1907), Goldstücker (1860), Wilson (1860), Bühler (1894), Jacobi (1884) প্রমুখ পশ্চিমের স্কলাররা খুব শুরু থেকে আপত্তি করেছেন যে, থীসের ভিত্তিতে বিরাট আকার সংস্কৃত সাহিত্যকে মুলার এরকম দুশো দুশো বছরের বন্ধনীতে বেঁধে দিলেন! প্রবল সমালোচনার মুখে মুলার ১৮৯২-তে স্বীকার করছেন, "I need hardly say that I agree with almost every word of my critics. I have repeatedly dwelt on the hypothetical character of the dates. ...All I have claimed for them has been that they are minimum dates... Like most Sanskrit scholars, I feel that 200 years... are scarcely sufficient to account for the growth of the poetry and religion ascribed to the Khandas period" (1881, 1892, xiv-xv)। তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর ওই ২০০ বছরের বন্ধনী সঠিক নয়। তিনি সঠিক বলে দাবিও করেননি। কেবল একটি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন মাত্র। কিন্তু, ঋকবেদের সেই ডেটটাই সবার জন্য খুব সুবিধেজনক হয়ে রয়ে গেছে। কেননা, সেখান থেকে পিছতে গেলেই আর্যতত্ত্ব আর টিকবে না। ম্যাক্স মুলার জীবনের শেষে এসে বলেছেন,

> "We have now finished our survey of the ancient literature of India, as it passes through three distinct stages, each marked by its own style. We saw Vedic Sanskrit at first in the metrical hymns of the Rigveda; we saw it afterwards in the diffuse prose of the Brâhmanas, and we saw it last of all in the strait jacket of the Sûtras.
>
> We also saw that the Sûtras presupposed the existence of the Brâhmaria literature,

and that the Brâhmanm literature presupposed the existence of the hymns as collected in the Rig-veda-samhitâ.

If now we ask how we can fix the date of these three periods, it is quite clear that we cannot hope to fix a terminus a quo. Whether the Vedic hymns were composed 1000, or 1500, or 2000, or 3000 years B.C., no power on earth will ever determine." (Muller 1891, 91)।

ঋকবেদের সময়কাল বিষয়ে ম্যাক্স মুলারের এই হিসেবপদ্ধতি সাধারণ ইতিহাসের পাঠকের না জানা থাকতে পারে, তারা বিশ্বাস করতেই পারে, ম্যাক্স মুলার প্রমাণ করেছিলেন, ঋকবেদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ শতক। কিন্তু, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহল নিশ্চিত করেই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁরা কোন যুক্তিতে সেই পুরাতন তারিখ ছেড়ে এক চুল নড়তে রাজি না? 'নো পাওয়ার অন আর্থ উইল এভার ডিটারমাইন'— কি কোনো বীজমন্ত্রস্বরূপ আজকের স্কলারদের জন্যও, নাকি তাঁরা মেনে নেন যে ঋকবেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং কেউ কখনও এর রচনাকাল নির্ধারণ করতে পারবে না?

কতগুলি হাপোথেসিসের ওপর মুলারের এই তারিখ নির্ভর করে? প্রথম প্রশ্ন, Sandrocottus চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য না গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত? দ্বিতীয়ত, পানিনি একজন ব্যক্তি কখনোই নন, পানিনি এক সম্প্রদায় বা ফ্যামিলি, যেমন মহাভারতকার ব্যাস কোনো একজন ব্যক্তি নন, কয়েকশ বছর ধরে চলা এক সম্প্রদায়ের কাজ মহাভারত, সেক্ষেত্রে কথাসরিৎসাগরের জড়বুদ্ধি সম্পন্ন পানিনির সঙ্গে বররুচির সম্পর্ক নেহাতই গালগল্প। তৃতীয়ত, সর্বানুক্রমনীর লেখক কাত্যায়ন কখনোই কোনো রাজার মন্ত্রী নন। চতুর্থত, কথাসরিৎসাগরের নন্দ এক গল্পকথা, যাকে মেলানো হয়েছে আর পৌরাণিক চরিত্র নন্দের সঙ্গে, দুজনেরই স্থান কাল সবকিছু আন্দাজ নির্ভর। পঞ্চমত, ২০০ বছরের হিসেবের পেছনে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ না ম্যাক্স মুলার, না অন্য কোনও স্কলার আজও পর্যন্ত কেউ দেখাতে

পেরেছেন। মুলার নিজেই বলেছেন, এটা এক্সপেরিমেন্ট, এবং এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া কিছু না। এই সবকিছু জানার পর, ম্যাক্স মুলারের নির্দেশিত তারিখ মেনে নিতে হবে, কারণ, যা অ্যাকসেপটেড তা-ই ট্রুথ? এটা আধুনিক মানসিকতা? নাকি এটাই আধুনিক মানসিকতা, কিন্তু আমাদের সময়টা সেই আধুনিকতা পরিত্যাগ করে আধুনিকোত্তর ভাবনার দিকে যাওয়ার দিকে? একের পর এক হাইপোথেসিস নির্ভর ইতিহাস নাকি কার্বোন-ডেটিং, রিমোট-সেন্সিং, হাই রেজল্যুশান অক্সিজেন আইসোটপ-ডেটিং থেকে পাওয়া জিওলজিক রিসার্চগুলির ফলাফলের ভিত্তিতে সরস্বতী এভিডেন্সকে ঋকবেদের রচনাকাল নির্ধারণে গুরুত্ব দেব? উপনিষদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া রিলিজিয়াস টিচারদের বংশতালিকার হিসেব বা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল রিসার্চগুলির ফলাফল যদি আমরা গ্রাহ্য না করি, যদিও না করার কোনো সংগত কারণ নেই; হাজারটা ধরে-নেওয়া-নির্ভর, যদি-নির্ভর ১৮৫৯ সালের ইতিহাস আমাদের কাছে সত্য, নাকি সাম্প্রতিক আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চগুলি প্রমাণ করবে যে ২৬০০ বিসিই ম্যাচ্যুর হরপ্পান টাইম থেকে ১০০০-৮০০বিসিই পেইন্টেড গ্রে-অয়ার এজ পর্যন্ত কোনও সময়কেই ঋকবেদে বর্ণিত সভ্যতার সঙ্গে মেলানো যায় না? কোন প্রমাণগুলি আমরা নেব? যদি Sandrocottus হন মৌর্য সম্রাট, যদি বররুচি হন কাত্যায়ন, যদি নন্দ হন ঐতিহাসিক চরিত্র, যদি নন্দের সঙ্গে বররুচির সত্যিই কোনও সম্পর্ক থাকে, যদি ২০০ বছরের টাইম স্প্যান সঠিক হয়— এতসব যদির কচকচি হবে আমাদের ইতিহাসের উপাদান, নাকি, Kennedy(1995)-র আর্কিও-বায়োলজিক্যাল রিসার্চের ফলাফল আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে যে, ৪৫০০বিসিই থেকে ৬০০বিসিই ভারতে কোন হিউম্যান ইনফ্লাক্স ঘটেনি, সুতরাং ১৭০০ বা ১৫০০ বিসিই নাগাদ আর্যরা এসে ঋকবেদ রচনার সম্ভাবনা নেই? পরিবর্তনকে গ্রহণ করার যোগ্যতা আমাদের আছে নিশ্চয়ই।

ইওরোপ, রাশিয়া, ইউক্রেন, আলবানিয়া, আর্মেনিয়া, ইরাণ, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কায় প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে ফোনিমিক লেক্সিক্যাল ও সিন্টাক্টিক্যাল সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য বর্তমানে প্রচলিত মডেলটি একটি মাইগ্রেশনাল ফ্যামিলি-ট্রি মডেল। কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক সময়ে, কোনও এক ভৌগলিক এলাকায় একটি পরিবার বাস করত। কোন এলাকা, কোন সময়— স্কলারদের মধ্যে এখনও কোনও সহমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেখানেই হোক, সেই পরিবারের একটি ভাষা ছিল, যার কল্পিত নাম দেওয়া হয়েছিল আর্য, এখন বলা হয় প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান। সেই পরিবারের লোকজন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শাখায় ভেঙে গোটা ইন্দো-ইওরোপিয়ান ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। যার একেবারে শেষদিকে এসেছে ভারতে ১৫০০বিসিই, আয়ারল্যান্ডে ৫০০বিসিই। কখনও তারা যুদ্ধ জয় করেছে, কখনও এলিট ডমিনেন্সের মাধ্যমে তাদের ভাষা অন্যদের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে, যেমন, অ্যানাতোলিয়া, কখনও বা অনুপ্রবেশ করেছে দীর্ঘসময় ধরে যেমন, ভারত। এবং সেই সেই এলাকার পূর্বেকার লোকজন গুটিকয় সাবস্ট্রাটাম ওয়ার্ড ছাড়া (ভারতের ক্ষেত্রে মাত্র ১-২%) তাদের নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি সব ভুলে পুরোমাত্রায় আরিয়ানাইজড হয়ে গেছে। সেই পরিবারকে পূর্বে আর্য পরিবার বলা হত, বর্তমানে বলা হয় প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান; জনপ্রিয় রচনায় বা সংবাদপত্রে বা প্রাত্যহিক কথায়বার্তায় তাদের এখনও ডাকা হয় আর্য নামেই। আর্য শব্দটি, যাহোক, আপাতত একটি রেসিয়াল অর্থই বহন করে। আর একটি পরিবার থেকে আসার মানেও তাই-ই। প্রস্তাবনাটিও শুরুতেই জাতিগত ছিল, ভাষাগত নয়। ভাষাতত্ত্ব বরং এর এক ক্যামোফ্লেজ। ভাষার আলোচনাতে 'মাদার টাং', 'মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ', 'ডটার ল্যাঙ্গুয়েজ', 'সিস্টার ল্যাঙ্গুয়েজ', 'ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলি' ইত্যাদি শব্দগুলিই কেবল তার প্রমাণ— এমনটি নয়, বরং এই তত্ত্ব রূপ পেয়েছিল যাঁদের হাতে সেই স্যর উইলিয়াম জোনস বা ম্যাক্স মুলার প্রমুখই এই তত্ত্বকে জাতিগত রূপটি দিয়েছিলেন। ১৮৮০-তে ম্যাক্স মুলার লিখছেন, "...'Aryan' language, spoken in Asia by a small tribe, nay, originally by a small family living under one and the

same roof" (cit. Leach, 1990, 234)। তারপর গত ২০০ বছরের অধিককাল যে পদ্ধতিতে এই গোটা বিষয়টার আলোচনা এগিয়েছে— একে কেউ ভাষাতাত্ত্বিক থিওরি বললে, তাঁর বিরুদ্ধে তথ্যগোপনের অভিযোগ আনা যায়। কেননা, তাত্ত্বিকরা কখন সেই পরিবার থেকে আর্যদের কোন শাখা, কোন সময়, কোথা দিয়ে, কোথায় গেছে, সেই নিয়ে পাতার পর পাতা লিখছেন। 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' টাইপ কিশোরপাঠ্য জনপ্রিয় ছোটগল্পের বই হয়েছে, এবং সেই বই হাজার হাজার পরিণত বয়সের পাঠকের কাছেও আজীবন ইতিহাস ও অ্যানথ্রোপলজির অথেনটিক পাঠ্য বইয়ের মর্যাদা পেয়েছে। স্কলাররা আর্যআক্রমণ বা আগমণের সময় নির্দেশ করতে চেয়েছেন, ভূগোল নির্দেশ করতে চেয়েছেন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখিয়ে, ঘোড়ায় টানা গাড়ি খুঁজে বিভিন্ন জায়গায় আর্য আগমণের পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন, স্কুলপাঠ্য বইতে আর্যদের ফর্সা, দীর্ঘকায়, উন্নতনাসা, ককেসয়েড, ইউরোপিড, dolicho-cephalic, চেহারার বর্ণনা লেখা হয়েছে; সেই তত্ত্ব নিয়ে জার্মানিতে বিশুদ্ধ নর্ডিক রক্তের মারাত্মক রাজনীতি, ভারতে আর্য-দ্রাবিড়, আর্য-আদিবাসী রাজনীতি হয়েছে, হচ্ছে, আর্যতত্ত্বকে সামনে রেখে এখনও রাজনৈতিক দল তৈরি হচ্ছে, সরকার গঠন হচ্ছে— এবং সবকিছুর পর সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখে বলতে চাওয়া হচ্ছে, এই তত্ত্ব কেবল ভাষাতত্ত্ব, এটা সত্যের অপলাপ! বস্তুত, রেসিয়াল থিওরি হিসেবে আর্যতত্ত্বকে যদি অস্বীকার করা হয় তো আর্যতত্ত্বই অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করার জন্য জেনেসিস থেকে যে তত্ত্বের সূচনা, নোয়ার তিন ছেলে যেখানে সমগ্র হিউম্যান কাইন্ডের প্রোজেনিটরস, একটি ফ্যামিলি লিভিং আন্ডার ওয়ান সিঙ্গল রুফ থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার যে বর্ণনা, তা জাতিতত্ত্ব— ভাষাতত্ত্ব কখনও কখনও যার একটা এসকেপ রুট। আর্যতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব হলে বিভিন্ন হোমল্যান্ড নিয়ে তর্ক করার পরিবর্তে উইলিয়াম জোনস, ম্যাক্স মুলার থেকে মাইকেল উইটজেল, অসকো পারপোলা পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বিকগণ ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপ্যানশানের বিভিন্ন মডেল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা গবেষণা চালাতেন। পরিবর্তে যা হয়েছে, সেই উনিশ শতকের লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টোলজি থেকে সাম্প্রতিক সাবস্ট্রাটাম থিওরি পর্যন্ত, তা সেই একই আর্য অ্যাগ্রেসান আর অ্যাবরিজিন্যালদের সাবডাকশানের গল্প। কতগুলি পরস্পরবিরোধী স্বতঃসিদ্ধ সরলিকরণ এই

তত্ত্বের ভিত্তি: উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলিতে কয়েকটি গাছ ও প্রাণির নাম শীতপ্রধান অঞ্চলের ফ্লোরা ও ফনার সঙ্গে মেলে, তার মানে আর্যরা শীতের দেশ থেকে এসেছে— ক্লাসিক্যাল আর্যতত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টোলজি। সেই তত্ত্ব বাতিল হলে, সংস্কৃত ভাষায় কতগুলি শস্য ও গাছ ও প্রাণির নাম অন্য ইওরোপিয়ান ভাষায় পাওয়া যায় না, সুতরাং ওই শব্দগুলি আর্য-আগমণ পূর্ব নেটিভ ইন্ডিয়ানদের ভাষা থেকে আসা— বর্তমান আর্যতত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি সাবস্ট্রাটাম থিওরি। এখন এই দুটো থিওরি, যা ব্যবহৃত হচ্ছে সেই একই আর্য-আগমণকে প্রমাণ করতে, তারা যে পরস্পর বিরোধী, সেটা এই তত্ত্বের প্রপোনেন্টদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। কিছু শব্দ শীতপ্রধান অঞ্চল চিহ্নিত করলে প্রমাণ হয়, আর্যরা শীতপ্রধান বহির্ভারত থেকে আসা, আবার কিছু শব্দ গ্রীষ্মপ্রধান ভারতকে চিহ্নিত করলেও একই জিনিস প্রমাণ হয়। আর্যতত্ত্বের পক্ষে-বিপক্ষে কোথাও সামান্যতম কোনও আর্কিওলজিকাল এভিডেন্স কখনও যে পাওয়া যায়নি, যে যে এলাকাকে ভারত-আগমণ পূর্ব ও পরবর্তী আর্য এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই যে পরস্পর বিরোধী ও স্কলাররা পরস্পর তাদের বিরোধিতা করেছেন— আমরা দেখেছি। এই বইতে উল্লিখিত যাবতীয় গবেষণাগুলির খুব কম অংশই এমন স্কলারদের থেকে নেওয়া, যাঁরা আর্যতত্ত্বের বিরোধী; আসলে, তারা প্রায় সকলেই আর্যতত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন; কিন্তু লড়েছেন নিজের নিজের মডেল নিয়ে। পরস্পর বিরোধী মডেল। আর্কিওলজিস্টরা আর্য-রুট, আর্য-লোকেশান চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, লিঙ্গুইস্টরাও সেই আর্য-রুট আর্য-লোকেশান চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, এবং তা করতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী অসংখ্য তাত্ত্বিক সাহিত্য রচনা করেছেন, যাদের একত্র করলে তারা পরস্পর ভেঙে পড়ে। তবে, সকলে একযোগে যা করতে পেরেছেন, তা হল আরিয়ান হাইপোথেসিসকে জনমনে ইতিহাস বলে গেঁথে দেওয়া; গেঁথে দেওয়া এই ফ্যাক্টয়েড যে, ভারতীয় সভ্যতা এক বহিরাগত ঐতিহ্যের ধারক, ট্রাইবরা আদিবাসী, হরপ্পা এক এলিয়েন সিভিলাইজেশান আর আর্যরা তা ধ্বংস করেছে। —ভারতের প্রাইমারি স্কুলগুলি থেকে ইউনিভার্সিটিগুলি পর্যন্ত, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাসংস্কৃতির ইতিহাস— পাঠ্যবইগুলি নির্ভরশীল আর্যতত্ত্বের একশবছর আগের এই মডেলটির ওপর। ভারতের জেনারেল ইন্টেলিজেন্সিয়া স্বভাবতই পড়ে আছে সেই যুগে, ফলে এখানে বিষয়টি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক। এটা

একটা ভয়ানক অবস্থা যে, এরকম জটিল একটা হাইপোথেসিস নিয়ে এদেশে রাজনীতি হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা, এদেশের ঐতিহাসিকরা রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্যে বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত, পরস্পরের বিরুদ্ধে কার্যত বিষোদ্গার করেন। যেকোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনার বদলে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে হালকাভাবে জেনে নিয়ে, প্রবলভাবে বিশ্বাস করায় অভ্যস্ত আজকের টেকনো-সেভি তরুণ প্রজন্ম। ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র তাদের পরিবেশনের তাই ই দিয়ে থাকে যা জনপ্রিয় ও প্রচলিত। এর সঙ্গে থাকে রাজনীতির প্ররোচনা, ফলে, আর্যতত্ত্বের মত একটা সার্বিকভাবে জটিল তাত্ত্বিক বিষয় হয়ে ওঠে ভারতে আতঙ্কজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া জাতপাতের রাজনীতির সস্তা খোরাক। অথচ খুঁটিয়ে দেখলে, আর কিছু না হোক, একটা কথা পরিষ্কার বলা যায় যে, আর্য ভাষাতত্ত্বের প্রচলিত মাইগ্রেশনাল মডেলটি নিজেই দোদুল্যমান অস্থির, ভীষণ বিতর্কিত, বিতর্কসাপেক্ষ ও এমন অসংখ্য প্রশ্ন এ নিজেই উত্থাপন করে, যার উত্তর কারও কাছে নেই।

গত দু-আড়াইশ বছরের ক্রমাগত প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট একটি এলাকাকে সেই একটি ছাদের নীচে বসবাসকারী পরিবারটির নিজের এলাকা বলে চিহ্নিত করতে পারেনি; যে যে এলাকাগুলির পক্ষে বিভিন্ন স্কলার যুক্তি সাজিয়েছেন, তাদের মাঝে এত হাজার মাইলের দূরত্ব, কথিত আর্য ইমিগ্রেশান যে ঠিক কোন সময় নাগাদ ঘটতে শুরু করেছিল কবে গিয়ে আজকের ভাষামানচিত্র হাতে এল, সেই সিদ্ধান্তগুলিতেও এত হাজার বছরের পার্থক্য; এবং ইওরোপ, রাশিয়া, ইউক্রেন, আলবানিয়া, আর্মেনিয়া, ইরাণ, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলির এতরকম এথনিক বৈচিত্র রয়েছে যে, একটি পরিবার থেকে ভাষা ছড়িয়ে পড়ার মডেলটি সাধারণ বুদ্ধিতেই সন্দেহজনক মনে হওয়ার কথা, পাঠ্য ইতিহাস যদি আমরা শুধু জেনে নেওয়ার চেষ্টা না করে, বুঝে নিতে অভ্যস্ত হই।

ভাষাসৃষ্টির সূচনার পৃথিবী আজকের পৃথিবীর থেকে ভিন্ন ছিল। তখন লোকসংখ্যা কম, বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি দূরে দূরে নিজেদের মধ্যে নিজেদের গোষ্ঠীর জন্য খাদ্যসংগ্রহ, শিকার, পরে পশুপালন ইত্যাদি নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে বাস করত। এরকম বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সেসময় ভাষা

হওয়ার কথা একরকম নয়, বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন। নেটিভ আমেরিকান ও নেটিভ অ্যাফ্রিকান জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে মাত্র কয়েক মাইল ব্যবধানে ভাষার ভিন্নতা দেখা যায়। এমনকি একই ভাষার মধ্যে মোটামুটি দশ-বারো কিলোমিটার দূরে গেলেই ভাষা বদলে যেতে থাকে সর্বত্র, অবশ্যই এই পার্থক্য আধুনিক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া নির্ভর জীবনে লিখিত ভাষায় খুঁজলে পাওয়া যাবে না। কিন্তু, একটা নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট দূরত্বের পরে ভাষার ভিন্নতা এখনও সত্য। এবং যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই পার্থক্য আরও বেশি দেখা যাবে, বলাই বাহুল্য। তথাকথিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটে থাকবে। যদি কোনো একটি এলাকা থেকে তাদের যাত্রা শুরু হয়ে থাকে তো, সেখানেও কয়েক মাইল দূরত্বের ব্যবধানে তাদের ভাষার নানান বৈচিত্র থাকাই স্বাভাবিক ছিল। ফলে এমনকি কোনো তথাকথিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান হোমল্যান্ডেও ভাষাটি কোন দীর্ঘ সময় একই ধারাবাহিকতা নিয়ে নিশ্চয়ই টিকে থাকতে পারেনি।

প্রাথমিক অবস্থায়, যখন কোনো সংগঠিত সংস্কৃতি, লেখার পদ্ধতি কিছুই তৈরি হয়নি, ভাষা নিশ্চয়ই অল্প সময়ের মধ্যে খুব দ্রুত বদলে যেতে থাকবে। একটি মাইগ্রেটিং জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই বদলটি ঘটবে আরও অনেক দ্রুত। কেননা, তারা নতুন নতুন এলাকায় যাবে, নতুন নতুন মানুষদের সঙ্গে মিশবে, নতুন পরিবেশে, নতুন গাছপালা পশুপ্রাণি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবে; তাদের শব্দভাণ্ডারে প্রতিদিন সংযোজিত হবে নতুন শব্দাবলী, প্রত্যহ নতুন মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার ফলে বৈচিত্রময় ফোনিমিক বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হবে ভাষাটির সঙ্গে— এইরকম পরিস্থিতিতে কী মন্ত্রবলে তথাকথিত পিআইই বা প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষা দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেও টিকে থাকল? ক্লাসিক্যাল আর্যতত্ত্ব অনুযায়ি ধরে নেওয়া হয়েছিল আর্যরা উন্নততর জাতি; তাদের নিজেদের আকার, তাদের নাকের আকার, তাদের ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম, যাদের বাহন ও যুদ্ধাস্ত্র সবই ছিল বাকি অঞ্চলগুলি যেখানে তারা গিয়েছিল, তাদের থেকে উন্নততর। ফলে, সহজেই বাকি সব অঞ্চলে বসবাসকারী নেটিভ অ্যাবরিজিনালরা বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়ে (১৯২০-১৯৯৫) বেশ কতকগুলি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, যাদের পরিচয় আমরা এই বইয়ের প্রথম তিনটি ও 'বহির্ভারতে আর্য বসতির প্রমাণাদি' নামক অধ্যায়ে পেয়েছি, এই ধারণা

ভুল প্রমাণ করতে যথেষ্ট। আর্কিওলজিক্যাল সাইটগুলিতে পাওয়া মেটিরিয়াল কালচার ভারতীয় এলাকায় না মেলায় এটা প্রমাণ করতে না পারুক যে তারাই তথাকথিত আর্য ছিল, একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, ভোলগা থেকে কচ্ছের রান, ইউরেশিয়ান স্টেপস থেকে আরাবল্লি রেঞ্জ এই পুরো অঞ্চলটি ঝোপজঙ্গলপূর্ণ বনমানুষদের বাস ছিল না, বরং ছিল প্রতিটি এলাকাই ছিল রীতিমতন উন্নত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা।

আজকের ইউক্রেন অঞ্চলের পন্টিক-কাস্পিয়ান স্টেপস ঘিরে কুরগান কালচার (৪৫০০ বিসিই- ২৫০০), হাট গ্রেইভ কালচার (২৮০০ থেকে ২০০০বিসিই), টিম্বার গ্রেইভ কালচার (২০০০- ৮০০ বিসিই), আন্ড্রোনোভো কালচার (১৮০০- ৯০০বিসিই) ইত্যাদি; ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে রাশিয়ার Sintashta-Petrovka culture (২১০০-১৮০০ বিসিই), দক্ষিণ তাজিকিস্তানের Beshkent and Vakhsh culture (১৭০০-১৫০০ বিসিই), দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান ও উত্তর-পূর্ব ইরাণের Tepe Hissar (৪০০০- ১০০০বিসিই), সিরিয়ার মিটানি কিংডম (১৫০০-১৩০০বিসিই), ইরাণ সীমান্ত ধরে তুর্কমেনিস্তানের Namazga-Tepe (২৫০০- ১০০০বিসিই), উত্তর আফগানিস্তান, পূর্ব তুর্কমেনিস্তান, দক্ষিণ উজবেকিস্তান, পশ্চিম তাজিকিস্তান, অর্থাৎ অক্সাস নদীর উজান ধরে অক্সাস কালচার বা ব্যাক্ট্রিয়া মার্জিয়ানা কালচার (২৩০০- ১৭০০বিসিই) (Mallory and Adams, 1997)। সেই সঙ্গে ভাল হয়, যদি পুনরায় আমরা Kenoyer-কে অনুসরণ করে ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্টের সভ্যতার টাইমলাইনটা ফের মনে করে নিই—

Mesolithic and Microlithic

Early Food Producing Era 7000 to 5500 BCE

Mehrgarh Phase

Regionalization Era 5500 to 2600 BCE

Early Harappan Phases

5000-2600 B.C.E.

Ravi, Hakra, Sheri Khan Tarakai,

Balakot, Amri, Kot Diji, Sothi,

Integration Era

Harappan Phase 2600 to 1900 BCE

Localization Era

Late Harappan Phases 1900 to 1300 BCE

Punjab, Jhukar, Rangpur

Painted Grey Ware Culture

(+1200-800B.C.E)

(Kenoyer, 2006, 52; 1997, 53)

ফলে, গত শতাব্দীর এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির আলোকে ইন্দাস থেকে পন্টিক-কাস্পিয়ান স্টেপস পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন নগর সভ্যতার ছবির বিপরীতে বরং তথাকথিত 'যাযাবর' আর্যদের অসভ্য বর্বর মনে হয়। তাদের না ছিল প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা, না স্থাপত্যবিদ্যা, না লিপি, না উন্নত প্রযুক্তি, না কৃষি, না বাণিজ্যের কোনও প্রমাণ, তাহলে তাদের ছিল কী যা নিয়ে তথাকথিত আর্যদের উন্নত বলা হবে! বরং যে যে এলাকা দিয়ে তারা এদেশে এসেছে বলে দেখানো হয়েছে, সেই সেই এলাকায় আর্য-আগমণের কথিত সময়ের অনেক আগেই থেকেই আমরা দেখছি অনেক বেশি উন্নত নগরসভ্যতার চিহ্ন। এখন সেইসব নগর সভ্যতাগুলিকে যদি আর্য সভ্যতা বলা হয়, তো তারা এদেশে এসে আবার নোম্যাডিক প্যাস্টোরালিস্ট কালচার গড়ে তুলল কী করে যেমনটি কিনা ক্ল্যাসিকাল আর্যতত্ত্বে বলা হয়েছে? আর্যরা নোম্যাডিক প্যাস্টোরালিস্ট স্কলারদের এই ধারণার কারণ ঋকবেদে গোসম্পদ অশ্বসম্পদের প্রতি আরোপিত গুরুত্ব, বেশ কয়েকটি লড়াই সংগঠিত হয়েছে গোসম্পদ হরণ করার জন্য। যদিও, আজকের ভারতেও যে অংশটিকে গোবলয় বলা হয়, গোমাতা, গোমূত্র, গোমলের গুরুত্ব বিচার করলে সেখানে, এইসময়কেও মনে হবে

কোনো প্রোটো-ঋকবেদিক সময়। কিন্তু গরু ও ঘোড়া নয়, ঋকবেদে সভ্যতার যে স্তরের ছবি আমরা পাই, তা লেট ফোর্থ মিলেনিয়াম বিসিই— আর্লি হরপ্পান টাইম থেকে একেবারে ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিই— পেইন্টেড গ্রে-অয়ার কালচার পর্যন্ত যেকোনো সময়কেই চিহ্নিত করতে গেলে হার্ড আর্কিওলজিক্যাল সব প্রমাণগুলি অস্বীকার করতে হয়। মেনস্ট্রিম ইতিহাস বস্তুত এই অস্বীকারটাই সুকৌশলে করে থাকে ১৯০০বিসিই হরপ্পার পতন ও ৬০০বিসিই বুদ্ধের জন্মের মাঝের সময়টি সম্বন্ধে অনুপম নীরবতা দিয়ে। সেসময়টি বলা হয় বৈদিক অন্ধকার যুগ, আর সে সময়ের ইতিহাস লেখা হয় ঋকবেদ অনুসরণে। ১৯০০বিসিই হরপ্পান সভ্যতার তথাকথিত পতন পর্যন্ত ইতিহাসের নির্ভরতা আর্কিওলজির ওপর, আবার ৬০০বিসিই বুদ্ধের জন্মের পরবর্তী সময়ে ফের ইতিহাসে গুরুত্ব পায় আর্কিওলজি। কিন্তু, মাঝের সময়টায় যাকিছু আর্কিওলজিক্যাল এভিডেন্সেস, তাকে না গুরুত্ব দিয়ে, সেসময়টাকে বুঝতে ঋকবেদের আশ্রয় নেয় মেনস্ট্রিম ইতিহাস। কেন? না তাদের মতে, ঋকবেদ রচিত হয়েছে সেই সময়ে। কিন্তু, গত শতাব্দীর প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে যেসমস্ত আর্কিওলজিক্যাল আবিষ্কারগুলি আমাদের সামনে আসছে, তা স্পষ্টরূপে দেখায় সেসময় কী ঘটেছিল, হরপ্পান সভ্যতার ধারাবাহিকতা কতদূর জারি ছিল এই উপমহাদেশে, "While there may be some discontinuities in the Writing system and linguistic traditions between the Indus and later historical cultures, there appear to be many continuities in material culture. Agricultural and pastoral subsistence strategies continue, pottery manufacture does not change radically, many ornaments and luxury items continue to be produced using the same technology and styles. These continuities suggest that there may also have been some continuities in socio-ritual organization." (Kenoyer 1987, 26)। বিষয়টা আমরা ইতিপূর্বে আরও বিস্তারিত দেখেছি। এবং যখন সেই সময়টা আমাদের সামনে উপস্থিত, তাহলে ঋকবেদের সময় কোনটা? হয় আরও পিছনে যেতে হবে, নইলে, ইতিহাস থেকে ঋকবেদকে নিষ্কৃতি দিতে হবে, "Research on the cultural developments of the Indus Tradition is beginning to demonstrate that there

really is no Dark Age isolating the protohistoric period from the historic period. Multidisciplinary efforts by archaeologists, anthropologists, historians, and linguists will enable us to understand the important contributions of the Indus Civilization and other indigenous cultures to the later cultural developments of South Asia (Kenoyer 1987, 26)। অর্থাৎ, ১৪০০বিসিই নাগাদ ঋকবেদকে সেট করে দেওয়ার মত গ্যাপ, কোনো ডার্ক এজ ভারতের ইতিহাসে নেই। তবে, যেসময় আর্যতত্ত্ব তৈরি হয়েছিল, তখন গ্যাপটি ছিল, হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের আগে; লেট হরপ্পান ফেজের সভ্যতাগুলির কথা নাহয় বাদই দিলাম। হরপ্পান সভ্যতার ডিস-ইন্টিগ্রেশানের ছবিটা Kenoyer, Shaffer, Mughal প্রমুখ আর্কিওলজিস্টদের গবেষণার ফলে আজ সুস্পষ্ট। হরপ্পার ক্রমান্বয় দীর্ঘ নয় শতাব্দীজোড়া ডিসইন্টিগ্রেশানের কালে ঋকবেদ রচিত হলে, ঋকবেদে এই ডিসইন্টিগ্রেশান ধরা দিত। দেয়নি। পরিবর্তে, ঋকবেদ অনেক বর্বর ও প্রিমিটিভ। সেখানে পিতাপুত্রী, ভ্রাতাভগিনীর যৌনতা আছে, যেরকম খাদ্যাভাস (যব ও বার্লি), পোষাক পরিচ্ছদ (পশুচর্ম) ও যেরকম গ্রামীন জীবনাচরণের ছবি আছে, তা থার্ড মিলেনিয়াম বিসিই, হরপ্পান টাইম থেকে একেবারে ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিই, পেইন্টেড গে-অয়ার কালচার পর্যন্ত সময়কালের নগরসভ্যতাগুলির কোনো অংশের সঙ্গেই মেলানো যায় না। ক্লাসিক্যাল আর্যতত্ত্ব এই মেলানোর কাজটা করতে চেয়েছে একমাত্র হর্সবোন, ও হুইল্ড কার্ট, ও স্পোকড হুইলের 'প্রমাণ' দিয়ে। ঘোড়াতর্ক আমাদের পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং, ব্যাপারটা শুধু এরকম নয় যে, আর্যতত্ত্বের কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই, বরং প্রমাণ আছে আর্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে। যাকে কল্পিত প্রোটো-অমুক প্রোটো-তমুক ব্যবহার করে দীর্ঘ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় অপ্রমাণ করা যায় না। ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাতত্ত্বের মূল বনিয়াদ নির্মিত এই কল্পিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষার ওপর। এ নিয়েও তর্কের মুহূর্ত আমরা পার হয়ে এসেছি: পশ্চিমে ইংল্যান্ড ফ্রান্স, উত্তরে রাশিয়া থেকে পূর্বে ব্রহ্মদেশের আরাকান কিংবা দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়ানো পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ মানুষের মোট ৪৪৫টি ভাষা নাকি একটা ছাদের নীচে বসবাস করা একটা ফ্যামিলির ভাষা থেকে এসেছে। সেই ভাষার কোনও ইন্সক্রিপশান, কোনোরকম কোনো নমুনা

কারও হাতে নেই। অথচ প্রবল পরিশ্রম আর অনন্ত কল্পশক্তি দিয়ে, তার গ্রামার তৈরি হয়েছে, তার ডিকশনারি তৈরি হয়েছে, এবং সেই ভাষায় গল্প লিখে রেকর্ড করে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, এবং শেষমেশ সামগ্রিকভাবে কল্পিত সেই ভাষার সঙ্গে আজকের ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে, আজকের ভাষাগুলির বয়স নির্ধারণ হচ্ছে, তাদের মাইগ্রেশানের রুটম্যাপ আঁকা হচ্ছে— একে নাম দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞান! তথাকথিত সেই বিজ্ঞান তবে কতটা বস্তুনিষ্ঠ? পৃথিবীর সব ভাষার মতই ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগুলিরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য শব্দার্থ পরিবর্তন, যা এরকম প্রোটো-ভাষা নির্মাণে প্রধান অন্তরায়। 'মৃগ' মানে ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতে 'হরিণ', ঋকবেদের ভাষায় 'যেকোনো প্রাণি', পার্সিয়ান ভাষায় 'পাখি', মৃগ= ✓মগ্ + অ (অচ্), শব্দটি ধাতুগত মূল অর্থ, 'সীমায়িতের আবর্তনমূলক গমন থাকে যাহাতে; কিংবা সীমায়িত জ্ঞানকর্মের আবর্তনের সাহায্যে লক্ষ্যে গমন করে যে; ব্যাধ কর্তৃক মার্গণীয়' (কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ২য় খণ্ড, ভাষাবিন্যাস, কলকাতা, পৌষ, ১৪১৭, ৫৮৫), এখন এবার এর থেকে কী প্রোটো-শব্দ কল্পনা করা সম্ভব? এবং যা কল্পনা করা যাবে, তা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রাণি হলে এক তত্ত্ব, শীতপ্রধান অঞ্চলের হলে আর এক তত্ত্বের অবতারণা হবে। এভাবে গত শতাব্দীতে উত্থাপিত হয়েছিল স্যালমন বিতর্ক বা বীচ বিতর্ক। পরে তা প্রায় সকলেই পরিত্যাগ করেছেন। লিঙ্গুইস্টিক পেলিওন্টোলজির আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগুলির কমন ওয়ার্ড বিচার করে যেমন শীতপ্রধান অঞ্চল, তেমনই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতেরও কিছু প্রাণি বা উদ্ভিদের নাম খুঁজে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ভাষাতাত্ত্বিক নিজের নিজের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো একটা দিকের শব্দাবলী বাদ দিয়ে অন্যদিকটা তুলে ধরে প্রবল তর্ক করেছেন। যাঁরা এখনও উত্তর জার্মানির হোমল্যান্ড নিয়ে লড়াই করছেন, তাঁরা স্যালমন মাছের সুগন্ধ ছেড়ে বেরতে পারেননি (Diebold, 1991, 13)। স্যালমনের প্রোটো-ইন্দো-ইওরোপিয়ান শব্দ নির্মিত হয়েছে *lóḱs, সংস্কৃত কগনেট lakṣa বা লক্ষ মানে বিরাট সংখ্যা। মানে ভারতে আসার আগে আর্যরা ঝাঁকে ঝাঁকে স্যালমন দেখে এসে, এখানে মাছের নাম দিয়ে সংখ্যা বুঝেছে; Elst-এর তর্ক, যখন ইন্দো-ইওরোপিয়ান ট্রাইবরা ভারতীয় হোমল্যান্ড ছেড়ে বেরিয়েছে এবং দেখেছে নতুন একপ্রকার মাছ, যা ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে, তারা মাছটিকে চিহ্নিত করেছে ল্যাক্স বা লক্ষ শব্দটি দিয়ে; যেমন চাইনিজ ও

তোখারিয়ান শব্দ wan, যার মানে পতঙ্গ ও বিরাট একটা সংখ্যা— এমতাবস্থায়, সত্যি কি এই জাতীয় ভাষাতাত্ত্বিক তর্ক থেকে কোনোদিন কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব, যখন, প্রত্যেকটি ভাষাতাত্ত্বিক তর্কই এইরকম নানান দিক থেকে আসলে এক সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যবর্তী অবস্থান নেয়? এবং এযাবৎ সামনে আসা অন্য সবপ্রকার ভাষাতাত্ত্বিক তর্কপদ্ধতিগুলি আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি, যাদের পিছনে পরিশ্রমের প্রশংসা করা যায়, কিন্তু মেনে নেবার কোনো কারণ নেই, কেননা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর বিপরীত তর্কেরও অবকাশ আছে।

কোনও এক প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানদের এই দেশের উত্তর অংশের ভাষা ও সমগ্র দেশের সংস্কৃতির বাহক হিসেবে ক্রেডিট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেসময় তাদের প্রবেশের কথা সেই সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল উন্নততর সভ্যতা, যেখানে সেই যাযাবর প্রাচীন গোষ্ঠী এলেও তাদের সংস্কৃতি ভাষা বাকিদের ওপর চাপিয়ে দেবার বদলে, তারা নিজেরাই মিশে যেত ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে, যেমনটি হয়েছে শক হুনদল মুঘল পাঠান এক ভারতীয় সংস্কৃতিতে লীন হয়ে গিয়ে। তারা মিলিটারি শক্তি নিয়ে এসে, এই দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দীর্ঘকাল এই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেও নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষা চাপিয়ে দেবার বদলে নিজেরাই মিশে গেছে ভারতীয় সমাজে। ভাষাবিস্তার যত না ঘটে অভিভাসনের মাধ্যমে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংস্কৃতির মাধ্যমে। অর্ধ-যাযাবর শক, হুন, আরব, তুর্কি, মুঘলদের চেয়ে আভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি ছিল নিঃসন্দেহে অনেক বেশি উন্নত। তাই, যারাই এই এলাকায় প্রবেশ করেছে, তারা নিজেদের ভাষা হারিয়ে মিশে গেছে ইন্ডিক ভাষাস্রোতে। তাহলে, সেই একই ঘটনা কেন আগে ঘটল না? মাইগ্রেশান বা এলিট ডমিনেন্সের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যত্র ভাষাবিস্তার হয়নি, তা নয়। যেমন, উত্তর সিরিয়া ও দক্ষিণ অ্যানাতলিয়া এলাকায় ১৫০০-১৩০০বিসিই মিটানি কিংডম। সেখানে শাসকরা স্পষ্টতই ইন্দো-আরিয়ান। এই শাসকরা আর্যভাষী হলেও, তাদের প্রজারা ছিল হুরেইন স্পিকিং পিপল। কিছু ব্যক্তিনাম, কিছু শব্দ, কিছু মর্ফোলজিক্যাল চেঞ্জেস ছাড়া কিছু হয়নি। পরে, ভাষাটি হারিয়ে গেছে। কোনোদিন এলিট ডমিনেন্সের মাধ্যমে একটি অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতি নদীনাম স্থাননাম পাহাড় পর্বত সবকিছু সামগ্রিকভাবে বদলে যেতে পারে না। ভারতে কোন

লার্জস্কেল মাস-মাইগ্রেশান যে হয়নি, তা আজ আর তর্কের বিষয় না। Romila Thapar-এর মত ঐতিহাসিকরাও সেটাই মনে করেন যে, খুব "Small migrations over long durations' ঘটলেও ঘটতে পারে (2006, 28)। Michael Witzel একে 'small-scale semi-annual transhumance movements'-এর মত কিছু একটা বলে মনে করেন (2001, 13)। যখন লার্জ স্কেল শক, হুন, আরব, তুর্কি, মুঘল আক্রমণের সময় ভারতীয় ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি টিকে গেল, তথাকথিত আর্যদের হাতে কী জাদুমন্ত্র ছিল যা দিয়ে তারা খুব অল্প সংখ্যায় এসেও যাবতীয় কিছু বদলে দিল?

সেই জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যায়, যাদের উন্নত কোনো সভ্যতা নেই, লিপি নেই, সাহিত্য নেই, সংস্কৃতি নেই, সামাজিক পরিকাঠামো নেই, স্থায়ীভাবে বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ ও সেটলমেন্টস নেই। টিকে যায় ও বিস্তৃত হয় সেই গোষ্ঠীগুলির ভাষা, যাদের সাংস্কৃতিকভাবে টিকে থাকার মত স্থায়ী সভ্যতার বনিয়াদ আছে, বিশেষত যাদের সাহিত্য আছে। সাহিত্যে তারাই ব্যুৎপত্তি দেখায়, যাদের অবসর আছে, অবকাশ আছে জীবনে, নিয়ম আছে জীবনধারণের, সিস্টেম আছে, সিস্টেম রান করার জন্য অথরিটি আছে, অথরিটি চালানোর জন্য হয় সামরিক ক্ষমতা বা আইডিওলজি আছে। এবং এই সবকিছুর জন্য চাই সুসংহত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। কোনো যাযাবর কালচার উন্নতির এই পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে না। বিশেষকরে, সেন্ট্রাল এশিয়ার মত ট্রান্সিশনাল এলাকায়, যা ছিল পূর্বাপর নানান ভাষাভাষী, নানান এথনিসিটির অসংখ্য জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত যাতায়াতের একটি প্যাসেজ। এরকম একটা এলাকায় প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ানের মত একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ ভাষার উন্মেষ কার্যত অসম্ভব। 'শৃঙ্খলাপরায়ণ' কথাটিই কল্পিত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাকে বিশেষিত করতে ব্যবহৃত হওয়া উচিৎ, কারণ, আমরা দেখেছি, Grimms Brothers, Bergman থেকে আজকের J. P. Mallory, Carlos Quiles, Fernando López-Menchero, Alwin Kloekhorst, পর্যন্ত প্রত্যেকেই যাঁরা প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষার ইটিমোলজিক্যাল, সিন্ট্যাক্টিক্যাল, মর্ফোলজিক্যাল ফিচারস নিয়ে আলোচনা করেছেন, দেখিয়েছেন, তা ছিল এক নিয়মাবদ্ধ সুসংহত ভাষা, যার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পরবর্তী ভাষাগুলি রক্ষা করেছে আজকের আধুনিক

ভাষাগুলি। যেমন লিঙ্গুইস্টিক অ্যাপফোনি, অ্যাব্লাউট বা রেগুলার ভাওয়েল গ্রেডেশানের নিয়ম, বৃদ্ধি, গুণ ও সম্প্রসারণের নিয়ম আলোচনায় আমরা উপলব্ধি করেছি যে, পিআইই গ্রামার কীরকম সামগ্রিকভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মের অধীনে কাজ করার কথা। (Quiles and López-Menchero, 2012; Kazanas, 2009)। সেন্ট্রাল এশিয়ায় ওই নানান ভাষাভাষী অসংখ্য জনজাতির নানাদিকের যাত্রাপথের ওপর, কীভাবে পিআইই-র মত একটি শুদ্ধ ব্যাকরণনির্ভর ভাষার উন্মেষ ঘটল, টিকে থাকল, ও সেখান থেকে বিশুদ্ধভাবে নানানদিকে ছড়িয়ে পড়ল? প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান যদি কোনোকালে সত্যি কোনো জনগোষ্ঠীর দ্বারা কথিত হয়ে থাকে তো, তা কখনোই এরকম একটি সবদিকখোলা মধ্যিখানের অংশে হবে না, হবে প্রাথমিকভাবে কোনো আইসোলেটেড কর্ণারে।

কিন্তু, যদি এরকম একটি কোণে অবস্থানের জন্যে ভারতকে ধরে নেওয়া হয় প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান হোমল্যান্ড, তো প্রশ্ন আসবে, সেরকম কোনও আর্কিওলজিক্যাল প্রমাণ কি পাওয়া যায় যে, লার্জস্কেল আউট অফ ইন্ডিয়া মাইগ্রেশান প্রমাণ করা যাবে? উত্তর হল, না, ইওরোপ বা মিডল ইস্ট আউট অফ ইন্ডিয়া ইন্দো-ইওরোপিয়ান মাইগ্রেশানের আর্কিওলজিক্যাল প্রমাণাদি কেউ খুঁজবার চেষ্টাই করেননি কোনোদিন। খুঁজলেও পাওয়া যাবে না কিছু। সেক্ষেত্রে, আউট অফ ইন্ডিয়া প্রমাণ করতে সাহায্য নিতে হবে কম্প্যারেটিভ লিঙ্গুইস্টিক্সের, যা দিয়ে কিনা এযাবৎ 'ইনটু ইন্ডিয়া ইনভেশান' বা 'ইমিগ্রেশান' বা 'ট্রান্সহিউম্যান ইনফিল্ট্রেশান' বা 'ট্রিকলিং ইন' বা 'সেমি-অ্যানুয়াল মুভমেন্টস' ও 'আউট অফ ইন্ডিয়া' ইত্যাদি সবই অনেক অনেক স্কলার 'প্রমাণ' করেই ফেলেছেন। কম্প্যারেটিভ মিথলজি, প্রিসার্ভেশান প্রিন্সিপ্যাল দিয়ে হয়তো আউট অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে খুব জোরালো তর্ক করা যায়, কিন্তু ইতিহাস কেবল পুরাণনির্ভর হতে পারে না। আর লিঙ্গুইস্টিক্স ও পুরাণনির্ভর ইতিহাসের প্রকল্প পুনরায় সেই একই প্রশ্নগুলি তুলবে, যা নিয়ে গোটা বই জুড়ে আমরা আলোচনা করছি। সুতরাং, ভাষাতাত্ত্বিক কিছু তর্ক দিয়ে না ইনমাইগ্রেশান, না আউটওয়ার্ড জার্নি কোনোটাই প্রমাণ করা যাবে।

২০০১-এ প্রকাশিত "The Rig Veda and the History of India" নামক বইতে David Frawley ভাষাবিস্তারের মাইগ্রেশনাল মডেলের বিরোধিতা করে অন্য মডেল ভাবার প্রস্তাব করেছেন। খুব বিস্তারিত

গবেষণা নয়, তিনি একটি সম্ভাবনার আভাস দিচ্ছেন, তাঁর মতে ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাবিস্তারের পিছনে কাজ করে থাকবে একটি কালচারাল ডিফ্যুশান। বস্তুত, গত দুশো বছরে ভাষাতত্ত্বের মাইগ্রেশনাল মডেল যখন ইন্দো-ইওরোপিয়ান রুট ও হোমল্যান্ড সমস্যার কোনো একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে পারেনি, ভাষাতাত্ত্বিকদের এবার সময় এসেছে, আর্য হোমল্যান্ড খোঁজার চেষ্টায় আর সময় খরচ না করে, পুরাতন মাইগ্রেশনাল মডেল ছেড়ে নতুন মডেল ভাবার। আরও দুএকজন ভাষাতাত্ত্বিক সম্প্রতি এরকম নতুন মডেল নিয়ে ভাবছেন, আমাদের এই নাতিদীর্ঘ অনুসন্ধাণের উপসংহারে আমরা সেই মডেলগুলি ছুঁয়ে যাব।

আজকের আর্য উপস্থিতির পুরো এলাকা জুড়ে খুব শুরু থেকেই ছিল নানান গোষ্ঠীর নানানরকম ভাষা: ইওরোপে Basques, Etruscans, Finns প্রভৃতি নন-ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাগুলি, সেন্ট্রাল এশিয়া তো ছিল, বলতে গেলে একটা লিঙ্গুইস্টিক হাব: ইন্দো-ইওরোপিয়ান ইরাণিয়ান ভাষাগুলির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন ছিল Mandarin Chinese ভাষা, তেমনই Ural-Altaic গোষ্ঠীর ভাষাগুলি, Turkmen, Turkey, Kazakh, Kyrgyz, Kypchak প্রভৃতি Turkic ভাষাগুলি, এছাড়া ছিল বিভিন্ন Tibetic ভাষা। মেসোপটেমিয়ায় ছিল সেমিটিক, সুমেরিয়ান ও ককেশান ভাষা। ভারতে ছিল ইন্দো-ইওরোপিয়ান, দ্রাবিড়িয়ান, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা। কিছু ভাষা হারিয়ে গেছে, এটাও দেখেছি আমরা। সুতরাং, খুব প্রাচীন সময় থেকে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে ভারত পর্যন্ত পুরো এলাকাটাই ছিল নানা ভাষাভাষী, নানান এথনিসিটি, নানারকম সংস্কৃতিপুষ্ট এলাকা। এবার যখন আর্কিওলজি থেকে জেনেটিক্স— সমাজবিজ্ঞানের কোনো শাখা আর্যতত্ত্বকে অ্যাটেস্ট করছে না, ভাষাতত্ত্ব কেন সেই একটিই ভাষা থেকে ৪৪৫টি আধুনিক ভাষা উদ্ভবের তত্ত্ব ছেড়ে অনেকগুলি ভাষার পারস্পরিক সম্পর্কের কোনো মডেল ভাবছে না?

ভাষাবিস্তারের অভিমুখ অপসারী না হয়ে অভিসারী নয় কেন? একটি কেন্দ্র ভেঙে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার, সব হিউম্যান কাইন্ড সেই আদম ইভ, ইব্রাহিমের সন্তান না হয়ে, অনেকগুলি এলাকায় অনেকগুলি কেন্দ্র— আর সেই কেন্দ্রগুলির পারস্পরিক যোগাযোগ অসম্ভব কেন? ম্যাক্স মুলার বলেছিলেন, সামহয়্যার ইন এশিয়া, সেই সামহয়্যারটা যখন আজও কেউ নির্দিষ্ট করতে পারল না। তাহলে, একই পন্ডশ্রম ছেড়ে, এটা ধরে নিতে

বাধা কোথায়, যে সামহয়ার নয়, এভরিহয়ার ইন এশিয়া? ধরা যাক, দীর্ঘ কয়েক হাজার বছরের বড় একটা ইন্টের‍্যাকশান জোন, যেখানে দূর কোনো সময়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকগুলি ভাষা ছিল, সময় এগিয়েছে, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে সামাজিক রাজনৈতিক বাণিজ্যিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক নানানরকম যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, তো ভাষাগুলি লেক্সিক্যালি ও সিনট্যাক্টিক্যালি মিলেমিশে গেছে, কোনো কোনোটি বিস্তৃত হয়েছে, কেউ স্থান পরিবর্তন করেছে, কেউ কেউ অন্যভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা পরিবৃত হয়েও টিকে থেকেছে, কেউ মিশে গেছে এই গঠনশীল বৃহৎ পরিবারে, কেউ এই ইন্টের‍্যাকশানে অংশ নেয়নি, বা কম নিয়েছে। যেমন, দ্রাবিড়িয়ান, Basques, Etruscans, Finns ইত্যাদি ভাষাগুলি এই বৃহৎ লিঙ্গুইস্টিক নেবুলা থেকে অনেক বৈশিষ্ট্যের লেনদেন -প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েও ভিন্নতা বজায় রেখেছে। উল্লিখিত সবকটি ভাষাতেই অসংখ্য ইন্দো-ইওরোপিয়ান লোন-ওয়ার্ডস আছে, কিন্তু ভাষাগুলিকে কোন ভাবেই ইন্দো-ইওরোপিয়ান বলে চিহ্নিত করা যায় না। আবার কিছু ভাষা নিশ্চয়ই বেশি অংশ নিয়েছে, ফলে সামগ্রিক প্রক্রিয়াতে তার অবদান রেখেছে অনেক বেশি, তাদেরকে আর এই বৃহত্তর পরিবারটি থেকে আলাদা করা যাবেই না। প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে নানারকম যোগাযোগ কিন্তু ছিল, আমরা তা ইতিপূর্বে দেখেছি।

প্রাগৈতিহাসিক অজানা সময় ছেড়ে যদি আমরা আমাদের চোখের সামনে ঘটা জানা সময়ের সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করি তো দেখব, ভাষাবিস্তারে মূলত সাহায্য করে একটি ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে উন্নত জীবনাদর্শ, সুগঠিত সমাজব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির প্রতুলতা, শক্তিশালী লোকসাহিত্য, সম্পদের যুক্তিপূর্ণ বন্টন, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সুনির্দিষ্ট আদর্শবোধ । এর বেশিরভাগ শর্তগুলি যদি কোনো জনগোষ্ঠীর করায়ত্ত হয়, তো পাশাপাশি অন্য জনগোষ্ঠী যারা তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পায়, সাধারণভাবে এদের সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষিত হবে। মাইগ্রেশানের চেয়ে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ, কালচারাল রেজিমেন্টেশান ভাষাবিস্তারে অধিক কার্যকারিতা দেখিয়েছে ইতিহাসে। উদাহরণ আছে, আমরা আসব সেই অংশে। প্রাথমিক অবস্থায় ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত মানুষের ভাষা থাকে বিচ্ছিন্ন, যখন জনসংখ্যা বাড়ে, গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর

প্রভাবিত হতে থাকে, বিচ্ছিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি পরস্পর মিলে মিশে গিয়ে তৈরি হয় একটি বৃহত্তর ভাষা পরিবার। আরও যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এই বৃহত্তর ভাষা পরিবার তখন চারিদিকে বিস্তৃত হয়। প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলিও এই পারস্পরিক প্রভাব এলাকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট হতে থাকে ধীর গতিতে। মনে রাখতে হবে, এই পদ্ধতিটি একদুবছর, একশ দুশো বছরের নয়। কয়েক হাজার বছর। প্রথমযুগের হিস্টরিক্যাল লিঙ্গুইস্টদের একটা তাড়না ছিল জেনেসিস মেনে, বাইবেলের মোজেইক সৃষ্টিতত্ত্বের হিসেবকে বাঁচিয়ে ভাষার ইতিহাস আলোচনা করার। কিন্তু যদি সেই তাড়না আর না থাকে এই মুহূর্তে, সেক্ষেত্রে আমরা কেন কোনো বড় সময়ের মডেল নিয়ে ভেবে দেখব না? ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপ্যানশানের সময়কে আরও পিছিয়ে ভাবার চেষ্টা দেখার চেষ্টা করেছেন Collin Renfrew 'নিওলিথিক অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ফার্মিং'-এর মাধ্যমে ভাষাবিস্তারে তাঁর থিওরির আলোচনায়। আমরা তাঁর থিওরির পরিচয় ইতিপূর্বে পেয়েছি, তিনি ইন্দো-ইওরোপিয়ান অ্যাডভান্সমেন্ট দেখাতে চেয়েছেন ৭০০০বিসিই থেকে। পেলিওলিথিক কন্টিন্যুইটি প্যারাডাইম (Mario Alinei, 1996–2010) ভাষাবিস্তারের আর একটি মডেল, যা ভাষাবিস্তারের সূচনা হিসেবে দেখছে পেলিওলিথিক যুগের শেষপর্যায় আজ থেকে ১০,০০০বছর পূর্বে। তবে, আরও পিছনের সময় থেকে ভাবা কোনো মডেলকে যে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, সেগুলি ফ্যামিলি-ট্রি ভিত্তিক মাইগ্রেশনাল মডেলের প্রধান স্তম্ভ। ঘোড়া, চাকা, লাঙল, উল, সিলভার, তামা ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক প্রযুক্তিসংক্রান্ত শব্দাবলী অনেকগুলি করে রোমান, জার্মানিক, ইরাণিয়ান, ইন্ডিক ভাষায় কমন। সুতরাং, এদের আবিস্কারের পরেই তাহলে ইন্দো-ইওরোপিয়ান ডিসপার্সাল ঘটেছিল, আর এই আবিস্কারগুলি যখন ঘটেছিল মোটামুটি ৪,০০০ বিসিই আগে পরে, সেই সময় পর্যন্ত প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান ফ্যামিলি ইনট্যাক্ট ছিল— এটা হল পুরাতন মডেলের যুক্তি। যাহোক, এই যুক্তিরও বিরোধিতা সম্ভব। মৃগ কথাটির অর্থ হরিণ না পাখি ছিল শুরুতে, তা যেমন সমাধান করা যায় না। অশ্ব কথাটি Equus ferus caballus, Equus ferus, না Equus caballus Lin? এই প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া সম্ভব না। সিলভার কথাটির ওয়ার্ড স্টেম Old English seolfor, Mercian sylfur "silver; money," from Proto-Germanic *silubra-, Old Saxon silvbar, Old Frisian selover, Old Norse silfr, Middle Dutch silver,

Dutch zilver, Old High German silabar, German silber "silver; money," Gothic silubr "silver", Old Church Slavonic s(u)rebo, Russian serebro, Polish srebro, Lithuanian sidabras; শব্দটির প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান árgn̥tom, ভারতে কয়েন রুপিয়া কথাটিও এসেছে রুপো থেকে। সুতরাং ধাতুটির ব্যবহারের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক পূর্বাপর। চাকা বা সংস্কৃত চক্র বা আবেস্তান čaxra- বা প্রাচীন গ্রীক ভাষার kúklos, গথিক *k^{w}ék^{w}los >*hweh(w)ulaz > hjōl >hvēl বা ওল্ড ইংলিশ hwēol > wheel, স্লাভিক kolo, বাল্টিক kellin, কেল্টিক cylch, প্রোটো-ইন্দোইওরোপিয়ান *k^{w}ek^{w}lo-; শব্দটি অর্থ, কোথাও চাকা, কোথাও গোলাকৃতি বস্তু, কোথায় 'এনিথিং দ্যাট রোটেটস', যা ঘোরে। এখন এই তর্ক করা যায় যে, যখন কিনা তথাকথিত পিআইই ফ্যামিলি একত্রে একটাই ছাদের নীচে থাকত, তখন চাকা আবিষ্কার নাও হতে পারে। যখন একত্রে ছিল তারা, যা কিছু ঘোরে, তাকেই *k^{w}ek^{w}lo বলেছেন; তারপর চাকা দেখে তাকে এই নামে ডেকেছে; হয়তো, 'এনিথিং দ্যাট রোটেটস' বা যা কিছু গোটানো, মানে coil থেকে wheel-এর যাবতীয় ওয়ার্ড-কগনেটদের উৎপত্তি। যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় থাকাকালীন চাকা দেখেছে, তাদের পুরাতন শব্দ, এনিথিং দ্যাট রোটেটস থেকে নতুন শব্দ কয়েন করে নিয়েছে। কিন্তু, এইধরণের যুক্তিরই দরকার নেই। কেননা, তারা কখনও এক ছাদের নীচে থাকত— এই প্রকল্পের বিরুদ্ধেই আমাদের বক্তব্য; আর চাকা হোক, ঘোড়া হোক বা সিলভার প্রতিটি বস্তুই প্রযুক্তি সংক্রান্ত শব্দ, বা ট্রেড-রিলেটেড, ফলে যখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে, প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সেই ওমান থেকে মেসোপটেমিয়া থেকে ইরাণ হয়ে হরপ্পার মানুষদের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, তো বাণিজ্য সংক্রান্ত শব্দাবলী কেন একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যেতে পারে না? চাকা যেখানেই আবিষ্কার হোক, যখনই আবিষ্কার হোক, চাকার ব্যবহার জানতে বা čaxra-, kúklos, *hweh(w)ulaz, hvēl, hwēol, wheel, kolo, kellin, cylch, *k^{w}ek^{w}lo- ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে মিল থাকার জন্যে পিআইই পপুলেশানকে এক জায়গায় থাকতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। শব্দগুলি মাইগ্রেট করেছে, বা আরও পরিষ্কার করে বললে, শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুগুলি মাইগ্রেট করেছে; মাস মাইগ্রেশানের দরকার কী? কিছু ব্যবসায়ীর

দ্বারাই তো ভাষাগুলির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হতে পারে— অন্তত, শব্দ বা বস্তুগুলি যখন প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত।

তবে, ট্রেড-রিলেটেড শব্দের বাইরে, ফ্যামিলি কিনশিপ ওয়ার্ডগুলির ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অবশ্যই কিছু নতুন প্রশ্নের উত্থাপন করে। বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে কি পরিবারের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত শব্দ যেমন, বাবা, মা, ভাই, বোন; কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রির নাম, যেমন জল, আগুন ইত্যাদি; বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম, যেমন হাত পা ইত্যাদি; বা প্রোনাউন বা সর্বনামগুলি যেমন আমি তুমি সে ইত্যাদিরও মিল তৈরি হওয়া কি সত্যি সম্ভব? সম্ভব। আমাদের সামনে এর খুব উজ্জ্বল উদাহরণ আছে, পূর্বভারত— বাংলা ভাষার ইতিহাসে। শক্তিশালী একটি সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার যুদ্ধবিগ্রহ, জয়-পরাজয়, মাস-মাইগ্রেশান ছাড়াও আকচার ঘটেছে নানান সময়ে; আমরা মনে করতে পারি, তিব্বত, চিন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, বালি, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা— সংস্কৃতিবিস্তারের জন্য সর্বদাই মাইগ্রেশান ও কলোনাইজেশানের দরকার পড়ে, তা নয়। বরং চিন-তিব্বত-দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য একটা কালচারাল ওয়েভ কাজ করেছিল। এই সমস্ত এলাকাগুলির সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের যোগাযোগ সর্বজনবিদিত। ধরে নেওয়া যেতে পারে, বণিকদের সঙ্গে ছিল ধর্মগুরুরা, যারা কিনা উক্ত অঞ্চলগুলিতে সামাজিক পরিবর্তনে ক্রীড়নকের ভূমিকা নিয়েছিল। ঠিক এই একইরকম কালচারাল ওয়েভস কিন্তু দেখা গেছে অন্যত্রও, অন্য সময়েও। শক্তিশালী রোমান সংস্কৃতির বিস্তার যেমন আমরা দেখেছি, ফার্স্ট মিলেনিয়াম সিই-র গোড়ায়, এই বিস্তার ঘটতে পেরেছিল, এমন নয় যে আদি রোমান জাতির লোকজনের এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার কারণে। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, এমনকি রোমানিয়া, যেখানে রোমান শাসন স্থায়ী হয়নি দীর্ঘ সময়, সেখানকার ভাষার ওপরেও একটা ল্যাটিনাইজেশানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইংরেজি ও জার্মান ভাষাতেও ল্যাটিনাইজেশানের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যায়। ইওরোপিয়ান ভাষাগুলিতে ল্যাটিনাইজেশান একটি নয়, বেশ কয়েকটি ওয়েভ দেখেছে। এমনকি একেবারে সাম্প্রতিক রেনেসাঁ পরবর্তী ইওরোপে ১৬৬০ থেকে ১৭৯৮ নিও ক্ল্যাসিকাল যুগে। সেসময় গ্রীক ও ল্যাটিন শিক্ষিত ইংরেজ

লেখকরা সচেতনভাবে ইংরেজি শব্দাবলীর গ্রেসিও-ল্যাতিন কাউন্টার-পার্ট খুঁজতে শুরু করেন। এইভাবে det হয়ে যায় debt ল্যাতিন debitum-এর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে, কিংবা ল্যাতিন debiture-এর সঙ্গে সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে dout হয়ে যায় doubt, sissors হয়ে যায় scissors, sithe থেকে scythe, কেননা ল্যাতিন শিক্ষিত ইংরেজ পন্ডিতেরা ভুল ভাবে চিন্তা করেছিলেন যে scythe শব্দটি ল্যাতিন scindere থেকে আসা, আসলে এর রুট প্রোটো-জার্মানিক *segithoz শব্দটিতে ছিল, iland থেকে হয় island, কেননা তাঁরা ভেবেছিলেন শব্দটি এসেছে ল্যাতিন insula থেকে, যদিও তাঁরা শব্দটি খুঁজে পেতে পারতেন Old Frisian eiland, Middle Dutch eyland, German Eiland, Danish öland শব্দগুলিতে; ake শব্দটি হয় ache, কেননা তাঁরা ভেবেছিলেন শব্দটি এসেছে akhos থেকে, কিন্তু শব্দটি আসলে ছিল চিহ্নিত করা উচিৎ ছিল প্রোটো-জার্মানিক *akiz থেকে। মজার কথা এখনও ইংরেজি ভাষার সেই ল্যাটিনাইজেশান কিন্তু বজায় রাখা হয়।

একদা অ্যাফ্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর কপটিক ও কয়নি ভাষার দেশ ইজিপ্টের বর্তমান অফিসিয়াল ভাষা ইজিপশিয়ান অ্যারাবিক। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাও ইজিপশিয়ান অ্যারাবিক এবং সাঈদি অ্যারাবিকের এই বিপুল প্রভাব সম্ভব হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে অ্যারাবিক সংস্কৃতি প্রসারের কারণে। আজকে সমগ্র মধ্য-পূর্ব ও উত্তর অ্যাফ্রিকা জুড়ে ইজিপশিয়ান অ্যারাবিক হল সেই ভাষা, যা বেশিরভাগ মানুষ শুনে বুঝতে পারে। এবং ইজিপশিয়ান অ্যারাবিকের এই প্রসার সম্ভব হয়েছে আর কিছু না ইজিপশিয়ান সিনেমার ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে। ঠিক যে ঘটনা আমরা দেখি ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দির প্রসারের কারণ হিসেবে। অবশ্য একথা মাথায় রাখতে হবে যে, ইজিপ্টে অ্যারাবিক সংস্কৃতি প্রসারের পিছনে ইসলামিক ইনভেশানগুলি দায়ি। কিন্তু ইসলামিক ইনভেশান অন্যত্রও হয়েছে, পারস্য বা ইরাণে ঘটেছে একেবারে সপ্তম শতাব্দীতেই, ভাষা বদলায়নি, আফগানিস্তানে হয়েছে, ভাষা বদলায়নি, মুলতান, সিন্ধ, বালোচিস্তান, দিল্লি, পঞ্জাব, সমগ্র ভারতে ঘটেছে, সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ধর্মীয় পরিবর্তনের কারণ হয়েছে এই ইনভেশানগুলি ৬০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত; কিন্তু, ভাষা পরিবর্তন হয়নি। আবার কালচারাল ডিফ্যুশানের কারণে, ট্রেড রিলেশানের কারণে ভারতীয়

সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে তিব্বত, চিন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বালিদ্বীপ মায়ানমারে; কিন্তু ভাষা প্রসারিত হয়নি। মাঞ্চু, ঝুয়াং, উইঘুর, হুই, মিয়াও, ইয়ি, তুজিয়া, টিবেটান, মোঙ্গল, ডং, বুয়েই, ইয়াও, বেই, কোরিয়ান, হানি, কাঝাক, দাই প্রভৃতি প্রায় ৫৬টি বিভিন্ন এথনিক গোষ্ঠীর লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হল মান্দারিন— এরকমটি হয়েছে চিনে, কখনও সাংস্কৃতিক কারণে, কখনও ধর্মীয়, কখনও সরাসরি রাজনৈতিক কারণে। নাহলে, আজকের চিন বলতে যা বোঝায় সেখানে সাইনো-টিবেটান, তাই-কাদাই, টার্কিক, মোঙ্গলিক, তাঙ্গুসিক, কোরিয়ান, ছোসন, মং-মেইন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক, ইন্দো-ইওরোপিয়ান ইত্যাদি গোষ্ঠীর প্রায় ২৯৭টি অন্যান্য ভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

শুধু যে একটি সংস্কৃতি যখন শক্তিশালী, সে পার্শ্ববর্তী ভাষাগুলিকে প্রভাবিত করেছে, তা-ই নয়, সেই শক্তিশালী সংস্কৃতির অ্যান্টিকুইটির প্রতি ব্যক্তিসমষ্টির আবেগও ভাষা সংস্কারে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। ঠিক যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই বাংলা ভাষার সানস্কৃটাইজেশানের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়েছে। বাংলা লিখিত ভাষার সংস্কৃতায়ণ ঘটেছে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সহায়তায় Nathaniel Brassey Halhed যখন ১৭৭৮-এ প্রকাশ করছেন "A Grammar of the Bengal Languages"। বইটির নেমপেজের শীর্ষে কৌতুকোদ্রেককারী ঘোষণা, "বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদংরেজী"। ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে বাংলাভাষার সংস্কৃতায়ণ লক্ষণ সেনের সময়েও ঘটেছে (রায়, ১৩৫৬, ৩৩৮-৩৪৪), প্রথমে জৈন ও পরে বৌদ্ধধর্মের প্রসারকালেই যদিও বাংলায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সূচিত হয় (p-358), আরও পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে এই সংস্কৃত ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার সম্পূর্ণ হয়। এযুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার প্রসঙ্গে, নীহাররঞ্জন রায় লিখছেন,

> "ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি সমাজের অন্তত একটা অংশের— এবং এই অংশই সমাজের প্রতিষ্ঠাবান অংশ— সবিশেষ শ্রদ্ধা ও পোষকতা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়... ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই যে পোষকতা ইহার রাষ্ট্রীয় ইঙ্গিত লক্ষণীয়; এই

> পোষকতার ফলেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য-সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে এবং তাঁহারাই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আদর্শ নির্দেশের নিয়ামক হইয়া উঠেন। উত্তর-ভারতে এই শ্রেণী ও শ্রেণীগত সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন আগেই দেখা দিয়েছিল। গুপ্তাধিপত্যকে আশ্রয় করিয়া বাঙলাদেশে সেই বিবর্তন এই যুগেই, অর্থাৎ চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা দিল।" (p-363-364)।

বাংলা ভাষার সান্সকৃটাইজেশান পঞ্চদশ শতকে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে বৈষ্ণব আন্দোলনের সময়েও ঘটেছে। সব মিলিয়ে ইন্দো-ইওরোপিয়ান গোষ্ঠীর একটি শাখা হিসেবে নির্দিষ্ট আজকের যে বাংলাভাষা, তাকে সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন করা কার্যত অসম্ভব। বর্তমান বাংলা শব্দভাণ্ডারের অধিকাংশ সংস্কৃত (তৎসম) ও সংস্কৃতজাত (তদ্ভব) শব্দ হলেও বাংলা শব্দভাণ্ডারে দ্রাবিড়, ভোট-চিনিয় ভাষা, বিশেষ করে অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীজাত কোল (মুন্ডা) ভাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মুন্ডারী, সাঁওতালি, কুরকি, জুয়াং প্রভৃতি ভাষাসমূহের থেকে অসংখ্য সাবস্ট্রাটাম শব্দ প্রমাণ করে, বাংলা উক্ত জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের আগের যুগে কাদের দ্বারা পপুলেটেড ছিল। বস্তুত, ঋকবেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ নেই, ঋকবেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ নং সুক্তের ১৪ নং শ্লোকে কীকট নামক স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়, অনেকে মনে করেন কীকট মগধের দক্ষিণ অংশের প্রাচীন নাম। এই অঞ্চলগুলি স্পষ্টভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম দেখা দেয় অথর্ববেদে। অথর্ববেদসংহিতা (৫, ২১, ১৪)-এ পাই, "গন্ধারিভ্যো সুতবেভ্যোহঙ্গেভো মগধেভ্যঃ"। অর্থাৎ, এখানে অঙ্গ ও মগধের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। বঙ্গ শব্দটি সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যক ২, ১, ১-এ। সেখানে রয়েছে "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ", বঙ্গের পর বগধ নামে যে স্থানটি, তার হওয়া সম্ভব মগধ, সম্ভবত লিপিকারদের ত্রুটির কারণে 'মগধ' ভুল করে 'বগধ' হয়ে গেছে, 'চের' নামে যে দেশ বা জাতির নাম পাওয়া যাচ্ছে, তা হল আজকের কেরল, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে কেরলের এই নাম পাওয়া যায় (V.A Smith "Early History of India", p-456-

57, cit. বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬০, ১৪)। চেরজাতির সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত হওয়ার ঘটনা থেকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন, "ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধবাসিগণের সহিত চেরদেশবাসিগণের অথবা চেরাজাতির উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, ...তাহারা একই বংশসম্ভূত জাতি।" (p-14)। মজার কথা, বৈদিক সংস্কৃতির লোকদের কাছে এইসব অঞ্চলের মানুষ ছিল অপবিত্র। বৌধায়নের ধর্মসূত্র (১, ১, ২)-এ অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ ও সৌরাষ্ট্রে কেউ এলেপর ফিরে গিয়ে কোনো যজ্ঞের দ্বারা তার শুদ্ধিকরণ সম্ভব, তার বর্ণনা আছে (p-18)। বাংলার ডেমোগ্রাফি নিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, "বঙ্গবাসিগণকে জাতিধর্মনির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয়জাতির সংমিশ্রনের ফল বলা যাইতে পারে।" (p-17)। পূর্বোক্ত বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পরিশিষ্টাংশে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাম্রলিপ্ত বন্দর অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যোগাযোগের দ্বার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, "তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতে যে তাম্র রপ্তানি হইত, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ উহা দামল জাতির একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়" (মানসী, বৈশাখ ১৩২১, পৃঃ ৩৫৬-৫৮)। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "বাঙ্গালীর ইতিহাস", প্রবাসী— ১৩২৮, পৃঃ ৬৩২-৩৩ থেকে আর একটি উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, "বাঙ্গালার বর্তমান অধিবাসীগণের সহিত দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসীগণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। ইহার প্রমাণ প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্যে পাওয়া যায়। নাগপূজক কয়েকটি জাতি বাঙ্গালা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকম্‌ দেশে যায়। ইহাদের মধ্যে মরণ, চের ও পাঙ্গালাথির-ইয়র উল্লেখ্য। চেরগণ উত্তর পশ্চিমপাঙ্গালা হইতে দক্ষিণ ভারতে যায়। সেখানে গিয়া তাহারা চেররাজ্য স্থাপন করে। পাঙ্গালা যে বাঙ্গালা, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়"। তবে, বাংলা কেবল দ্রাবিড়-ভাষাভাষী মানুষের বাস যে ছিল না, এখানে বহু প্রাচীনকাল থেকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক বা মুন্ডারি-ভাষাভাষী লোকজনেরও বাস ছিল। নীহাররঞ্জন রায়-এর মতে, "বর্তমান বাঙলা দেশের, বিশেষভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, ভূমিজ মুণ্ডা, বাঁশকোর,

মালপাহাড়ী প্রভৃতিরা ...আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে পূর্বতন নিগ্রোবটদের কোথায় কতখানি রক্তমিশ্রণ ঘটয়াছিল তাহা বলা কঠিন, তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু যে ঘটয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য" (p-31-32)। আদি-অস্ট্রেলীয় ও অস্ট্রো-এশিয়াটিকদের সম্পর্ক আমরা আলোচনা করেছি পূর্বে। কিন্তু একটা বিষয় সব কিছু থেকে পরিস্কার যে একদা বাংলার ভাষা ছিল দ্রাবিড়, সাইনো-টিবেটান ও অস্ট্রো-এশিয়াটিক। এবং জৈন সংস্কৃতির আগমন মানে, মাগধী-প্রাকৃতের দ্বারাই এই অঞ্চলের ভাষার সংস্কৃতায়ণের কাজটি শুরু করেছিল, যা বৌদ্ধযুগে ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যুগে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। এই রূপান্তরের সময়টিকে খুব সহজ উদাহরণ সহযোগে অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন সুহৃদকুমার ভৌমিক, তাঁর "বাংলা ভাষার গঠন" নামক বইতে, যেরকমভাবে "কোন রিকশওয়ালা বলতে পারে— লোকাল ট্রেন লেটে রান করছে। এটাও বাংলা বাক্য, তবে অধিকাংশ শব্দ ইংরেজি। এ রকমই কোল্ল জাতি অধ্যুষিত (Austric) বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্লাবনের সময় সে যুগের কোল গোষ্ঠীর নানা শাখা (তখনও সাঁওতাল শব্দের জন্ম হয়নি) ছোট-বড় দলে বৃহৎ ভারতীয় সমাজে যুক্ত হয় এবং সেযুগে তাঁদের ভাষার কিছু কিছু শব্দকে ঘষে-মেজে সংস্কৃতে মানানসই করে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অক্ষম অনুসরণ করে বা আদৌ না-করে, তৎকালীন তাঁদের ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা তথা দেকুদের ভাষা সৃষ্টি করেছিল মনের ভাব প্রকাশের জন্য। সম্ভবত এ ঘটনা ঘটে গুপ্ত ও পালদের মধ্যবর্তী সময়ে... এক কথায় মানুষ পরিবর্তিত হয়নি, ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত হয়েছিল" (ভৌমিক, ২০১৩, ২৭)। সমাজ ধর্ম সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতিটি ক্ষেত্রে আজকের বাংলা যা, তার কোনোটাই শুরুতে ছিল না। এবং শুরুতে যা ছিল, তার আমূল বদলের পিছনে কোনও মাস মাইগ্রেশান বা ইনভেশানও দায়ি নয়। আজকের বাংলাভাষা থেকে সংস্কৃতকে বিচ্ছিন্ন করা কার্যত অসম্ভব। শুধু যে এই ভাষার পঞ্চাশ শতাংশের ওপর শব্দ সংস্কৃত থেকে আসা— তা-ই নয়, সর্বনামগুলি, ফ্যামিলি-কিনশিপ ওয়ার্ডস, মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবাচক শব্দাবলী, সংখ্যাবাচক শব্দাবলী, জল আগুন ধানের মত প্রতিদিন ব্যবহার্য শব্দসহ যে যে ক্যাটেগরি অফ ওয়ার্ডস দিয়ে যাবতীয় ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষাগুলিকে বলা হয় একই ছাদের নীচে বসবাসকারী একই পরিবার ভেঙে তৈরি— সেরকম সব বৈশিষ্টসহ বাংলাকে ক্লাসিফাই

করা হয়েছে আর একটি ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষা হিসেবেই। অথচ, বাংলার ইতিহাস বলছে এসবই হয়েছে কালচারাল ডিফ্যুসান দিয়ে। যদি সাংস্কৃতিক মিলন দিয়ে বঙ্গদেশের ভাষা এতদূর সানস্কৃটাজড হয়ে যেতে পারে, তাহলে ভাষাবিস্তারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মাইগ্রেশনাল ফ্যামিলি-ট্রি মডেল নয়, আমরা কালচারাল ডিফ্যুসানকেও একইরকম গুরুত্ব দিতে পারি। মাইগ্রেশান ছাড়াও কোনো অঞ্চলের ভাষার আমূল বদলে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষি আমাদের পূর্বভারত। শুধু বাংলা নয়, উড়িষ্যার ক্ষেত্রেও গল্পটা একই। "উড়িষ্যা আদিতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকে পূর্ণ ছিল। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 'উরু— শব্দের অর্থ 'জনপদ'। সেই উরু-র অধিবাসী উরাওঁ উপজাতি।" (ভৌমিক, ২০১৩, ১৯)। কোনও একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা যখন বদলে যায়, সেখানে শব্দ বদলায়, বদলায় এমনকি বাক্যগঠনও। কিন্তু যা বদলায় না, তা হল ভাষার ছন্দ বা ইন্টোনেশান। ইন্টোনেশান হল কথার মধ্যে অর্থযুক্ত ছন্দময় আপ্স এন্ড ডাউন্স। এই ইন্টোনেশানের ওপরেই নির্ভর করে ছন্দ। এইকারণেই, সংস্কৃত কাব্যের ত্রিষ্টুপ অনুষ্টুপ বাংলাভাষায় চলেনি। অস্ট্রিক ভাষার উচ্চারণরীতি কীভাবে বাংলা ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বিস্তারিত দেখিয়েছেন শ্রী ভৌমিক তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ের ২০ থেকে ২৫ পাতায়। উড়িয়া ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যেও তিনি দ্রাবিড় চিহ্ন দেখিয়েছেন খুব সহজভাবে। দ্রাবিড় ভাষাগুলির উচ্চারণরীতি বেশিরভাগ শব্দের ক্ষেত্রে ব্যাঞ্জনান্ত, যখন দ্রাবিড়ভাষী কেউ স্বরান্ত সংস্কৃত শব্দকে নিজেদের ভাষায় গ্রহণ করছেন, তিনি শেষে একটি 'ণ্' বা 'ম্' দিয়ে ব্যাঞ্জনান্ত করে নিচ্ছেন। মণ্ডপঃ— মণ্ডপম্, রাধাকৃষ্ণঃ— রাধাকৃষ্ণণ্ ইত্যাদি। ঠিক একই বৈশিষ্ট্য ওড়িয়া ভাষাতেও। যেহেতু ওড়িয়ারা বাঙালির মতই একদা দ্রাবিড়ভাষী ছিল, "ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষা বাঙলা ছাড়িয়ে উড়িষ্যাতে পৌঁছলে সে দেশের মানুষ আধুনিক ইন্দো-ইওরোপিয় ভাষা গ্রহণ করল বটে, তাদের উচ্চারণে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য থেকেই গেল। তাই তারা জল-অ, ঘর-অ ইত্যাদি উচ্চারণ করে থাকে" (p-19)। বাংলা-ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সব লক্ষণীয় মিল কিন্তু এই 'অ' ধ্বনির উচ্চারণে। সুহৃদকুমার ভৌমিক তাঁর প্রাগুক্ত বইয়ের ২০পাতায় দেখিয়েছেন, কীভাবে এই শুদ্ধ 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে ওড়িয়া বাংলা ও দ্রাবিড় ভাষাগুলির সুপ্রাচীন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরেজি, হিন্দি ও সংস্কৃতেও 'অ' হল ইন্দো-ইওরোপিয়ান 'অ', ফোনেটিক্সে যাকে বলা হয় নিউট্রাল ভাওয়েল, কোনও রকম মুখব্যাদান না করে যে শব্দ, কিছুটা 'অ'

ও 'আ'-এর মাঝামাঝি উচ্চারণ। বাংলা 'অ' কিন্তু মুখব্যাদান করে উচ্চারিত। হিন্দি-ইংরেজি-সংস্কৃতভাষী কেউ 'রবীন্দ্রনাথ' উচ্চারণ করবেন খানিকটা 'রাবীন্দ্রনাথ', 'লক্ষ্মী' উচ্চারণ করবেন 'লাক্ষ্মী', পুরো 'আ' নয় যদিও। বাংলা 'অ' ধ্বনির এরকম নিউট্রাল 'আ' হয়ে যাওয়ার এই ঘটনা দ্রাবিড় বা ওড়িয়া-ভাষী মানুষের মধ্যে ঘটে না। বাঙালি যখন ইংরেজি বা হিন্দি বলে, তাকে অন্যদের থেকে অনায়াসে আলাদা করা যায় এই 'অ' ধ্বনি দিয়ে। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর যেকোনো ভাষা থেকে আসা মানুষজন যখন ইংরেজি বলেন, তাঁকে বাঙালির থেকে আলাদা করা মুশকিল হয়। তবে, 'র'-এর উচ্চারণ খেয়াল করলে আলাদা করা যায়। 'র'-এর উচ্চারণ দিয়ে গুজরাতি ও তামিলভাষীকে অবশ্য আলাদা করা যায় না। বাংলায় 'গেল' উচ্চারিত হয় 'গ্যালো', 'দেখ' 'দ্যাখো'— সুহৃদকুমার ভৌমিকের মতে, এই 'অ্যা' ধ্বনি মুন্ডারি বা অস্ট্রিক ভাষাগুলির রয়ে যাওয়া চিহ্ন। শব্দ, বাক্যরীতি— সব বদলে গেলেও উচ্চারণরীতি হাজার হাজার বছর ধরে, ভারতের এই অংশের বাসিন্দাদের আদি-ভাষার লক্ষণ বজায় রেখেছে। শ্রী ভৌমিক বাংলা ও সাঁওতালি লোকছড়া ও গানের ছন্দরীতি তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য আজও বাংলাভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে (p-20-25)। এমনকি, দেখিয়েছেন, বাংলাভাষার সিন্ট্যাক্স বরং কতবেশি সাঁওতালি ভাষার কাছাকাছি, সংস্কৃতের বদলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "সাঁওতালি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্বন্ধ আন্তরিক। ...সাঁওতালি ভাষা বাংলা ভাষার ব্যাকরণে প্রভাব বিস্তার করেছে। ...বাংলা ভাষার গভীর আলোচনার জন্য সাঁওতালির জ্ঞান অপরিহার্য।" সাধারণত যেরকম আমাদের স্কুলপাঠ্য বইগুলিতে দেখানো হয় যে, বাংলা হল সংস্কৃতের অপত্য বা সংস্কৃতজাত ভাষা, তা বিনাতর্কে মেনে নেবার কোনো কারণ নেই। বাংলাশব্দভাণ্ডারের বিপুল পরিমাণ তৎসম তদ্ভব শব্দের কথা মাথায় রেখেই বলা যায়, বাংলা লেক্সিক্যালি যতটা সংস্কৃতের কাছে ঋণী, সিন্ট্যাক্টিক্যালি, ফোনিমিক্যালি, মর্ফলজিক্যালি ততটাই ঋণী অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, সাইনো-টিবেটান ভাষাগুলির কাছে— একটি ভাষা কেবলমাত্র লেক্সিকন দিয়ে হয় না। "আজ লোকাল ট্রেন লেটে রান করছে" বাক্যটির অধিকাংশ শব্দ বাংলা না হলেও, বাক্যটি বাংলা— এই কারণেই। দুঃখের কথা আর্যতত্ত্বের ভূত আমাদের এই ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত করেছে। সুনীতিকুমার ১৩২৫ বঙ্গাব্দের সবুজ পত্রে, "বাংলা ভাষার কুলজী" নামক প্রবন্ধে লিখছেন, "কুক্ষণে এ

দেশে বিলেত থেকে নতুন করে আর্য শব্দের আমদানি হয়েছিল। ম্যাক্‌স্‌মুলারের আর নব্য হিন্দুয়ানি দলের বিজ্ঞানের আর ইতিহাসের বদ হজমের ফলে একটা গোঁড়ামি আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, সেটার নাম হচ্ছে 'আর্য্যামি'। এই গোঁড়ামি আমাদের দেশে নানা স্থানে নানা মুর্তি ধরেছে— স্বাধীন চিন্তার শত্রু এই বহুরূপী রাক্ষসকে নিপাত না করলে ইতিহাস চর্চা বা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা— কোনোটাই নিরাপদ হয় না।" (cit. Bhaumick, 2013, p-20 and 15)।

ঘটনা এই যে, ভাষার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল বৈচিত্রের দিকে। লিঙ্গুইস্টিক ইউনিফর্মিটি সভ্যতাগুলির দান। ডাইভার্সিটি স্বাভাবিক অবস্থা। একই পরিবারের দুই ভাই যখন একটুখানি দূরে অবস্থান করে একটুখানি সময়ের জন্য, তাদের মধ্যে ভাষাগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভাষাগত ঐক্য কেবল একটা শক্তিশালী সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠে, অথবা দরকার হয় রাজশক্তির। ক্ল্যাসিক্যাল আর্যতত্ত্বে যেমনটি বলা হত, অসভ্য বর্বর কালো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সাদা উন্নতনাসা দীর্ঘদেহী আর্যদের সাম্রাজ্য বিস্তারের গল্প, তা বরং ভাষাবিস্তারের মডেল হিসেবে মিশরের অ্যারাবিক ভাষাবিস্তারের অনুরূপ কোনো উদাহরণ হিসেবে সম্ভবপর ছিল। কিন্তু, যখন ভারত ও বহির্ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কারগুলি এটা প্রমাণ করে যে, শুধু ভারতে নয়, আর্য-আগমণের পথ হিসেবে যে যে অঞ্চল তুলে ধরা হয়েছে, তার পুরোটাই ছিল অসংখ্য নানারঙ উন্নততর সভ্যতার কেন্দ্র, জিনতাত্ত্বিক ও আর্কিওবায়োলজিক্যাল গবেষণাগুলির প্রেক্ষিতে যখন মেনস্ট্রিম ঐতিহাসিকরাই আর কোন যুদ্ধজয়কে ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষা বিস্তারের পিছনে কারণে হিসেবে দেখাচ্ছেন না, দেখাচ্ছেন কোন 'স্মল স্কেল লং টার্ম ইলফিল্ট্রেশান' বা 'ট্রান্সহিউম্যানস ট্রিকলিং ইন' জাতীয় কিছু, পুরাতন মডেল আর একটি উন্নততর সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতির আমূল বদল ঘটানোর কাজে যথেষ্ট কার্যপোযোগী নয়। এরকম অবস্থায় কালচারাল ডিফ্যুশান বরং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মডেল। যে কালচারাল ডিফ্যুশান আমরা জৈন, বৌদ্ধ ও বৈদিক সংস্কৃতি বিস্তারের সময় বাংলা তথা সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব ভারত জুড়ে দেখি, তা অন্যত্রও ঘটা অনায়াসেই সম্ভব। কালচারাল ডিফ্যুশানের খুব স্পষ্ট প্রমাণ খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে মিটানি, হিটাইট, ক্যাসাইটদের মধ্যে। কালচারাল

ডিফ্যুশানের মাধ্যমে ভাষাবিস্তারের নানান রূপ দেখা গেছে নানান সময়, নানান দেশে। কখনও এরকমও হয়েছে যে, একটি ইন্দোইওরোপিয়ান গোষ্ঠী আর একটি ইন্দোইওরোপিয়ান গোষ্ঠীকে রি-আরিয়ানাইজড করেছে। যেমন ইংরেজির ল্যাটিনাইজেশান। দক্ষিণ ইওরোপে যখন কেল্টরা এসেছে তারা রি-আরিয়ানাইজ করেছে থ্রেসিয়ানদের, পশ্চিম ও মধ্য অ্যানাতোলিয়ায় সাকারিয়া নদীর তীরে বসবাসরত ফাইগ্রিয়ানদেরও রি-আরিয়ানাইজ করেছে সেই কেলটরা। বাংলা, উড়িষ্যায় কালচারাল ডিফ্যুশানের মাধ্যমে বৈদিক সংস্কৃতি ও ইন্দো-আরিয়ান ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু আরও দক্ষিণে বৈদিক সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছে আপাদমস্তক, কিছু কেমন ক্ষেত্রে বাংলার চেয়ে বেশি, কেননা, বাংলায় মুণ্ডারি-জনগণ বৈদিক সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি, দক্ষিণে কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে গৃহীত, এমনকি কিছু আদিবাসীদের মধ্যেও, চেঞ্চু উপজাতি উদাহরণ, কিন্তু ভাষা সেখানে একইভাবে দ্রাবিড়ই রয়ে গেছে। ঠিক যেভাবে পশ্চিম ইওরোপে হাঙ্গেরিয়ান ও ফিনিশিয়ান ভাষা পরিবর্তীত হয়নি। বৌদ্ধ সংস্কৃতি বাংলা উড়িষ্যায় ভাষাবদলে অনুঘটক হয়েছে, কিন্তু তিব্বত বা চিনে হয়নি। Arthur de Gobineau-এর মত লেখকরা ১৮৫৫ নাগাদ ঘোষণা করেছিলেন, ককেশাস জাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল নর্ডিকরা, ককেশাস জাতি মানে যারা ককেশান পার্বত্য এলাকা থেকে মাইগ্রেট করেছে, কেননা, তারাই অরিজিন্যাল আর্য। নর্ডিকরা সত্যবাদী, তারা সৎ, প্রতিযোগীতায় অভ্যস্ত, মেধাবী ও বুদ্ধিমান, ভাল লিডারশিপের অভাবে, ডায়ল্যুশানের কারণে, তারা অধঃপতিত হয়েছে। Theodor Poesche, Karl Penka প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষাবিজ্ঞান দিয়ে এই তত্ত্বকে প্রমাণও করে দিয়েছিলেন। Thomas Henry Huxley -র মত বায়োলজিস্ট বর্ণনা করেছিলেন ব্লন্ড হেয়ার, শার্প নোজ, 'ডোলিকোসেফালিক' মানে লম্বা মাথার অরিজিন্যাল আর্যদের কেমন দেখতে। লিডারশিপের অভাব পূরণ করেছিলেন এসে হিটলার। বিজ্ঞানের নাম নিয়ে সোসাল ডারউনিজিমের মত ভাবনা, Eugenics, genome editing-এর মত পদ্ধতি প্র্যাকটিস করেছে আমাদের ইতিহাস। আজ কোনও অ্যান্থ্রোপলজিস্ট, জেনেটিসিস্ট, বায়োলজিস্ট কেউ আর নর্ডিক তো দূরস্থান, কোনও ককেশাস জাতির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, প্রাচীন জার্মানিরও ভাষা ইন্দোইওরোপিয়ান ছিল না, তারাও আরিয়ানাইজড হয়েছিল, জার্মানরা আদতে ছিল ফিনো-ইউগ্রিয়ান-স্পিকিং পিপল

(Singleton and Upton, 1998, 13)। আসলে, কোনও একটি প্রক্রিয়া নয়, ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষা বিস্তারের পিছনে নানান সময়ে নানান দেশে, এত নানানরকম প্রক্রিয়ার সমাবেশ দেখা যায় যে, এর একটি ছাদের নীচ থেকে একটি পরিবার ভেঙে ছড়িয়ে পড়া দিয়ে ব্যাখ্যা আসলে চূড়ান্ত সরলীকরণ। বরং সব দিক বিচার করে, আমরা ধারণা করতে পারি, পন্টিক-কাস্পিয়ান স্টেপস ঘিরে কুরগান কালচার (৪৫০০ বিসিই-২৫০০), হাট গ্রেইভ কালচার (২৮০০ থেকে ২০০০বিসিই), টিম্বার গ্রেইভ কালচার (২০০০- ৮০০ বিসিই), অ্যান্ড্রোনোভো কালচার (১৮০০-৯০০বিসিই) ইত্যাদি; Sintashta-Petrovka culture (২১০০-১৮০০ বিসিই), Beshkent and Vakhsh culture (১৭০০-১৫০০ বিসিই), Tepe Hissar (৪০০০- ১০০০বিসিই), মিটানি কিংডম (১৫০০-১৩০০বিসিই), Namazga-Tepe (২৫০০- ১০০০বিসিই), মার্জিয়ানা কালচার (২৩০০- ১৭০০বিসিই), ৭০০০- ২০০০বিসিই মেহেরগড় সভ্যতা, ৩,৩০০ থেকে ১,৯০০ বিসিই হরপ্পান সভ্যতা প্রভৃতি অসংখ্য সভ্যতাগুলির মধ্যে পারস্পরিক যে যোগাযোগ আমরা পূর্বেকার আলোচনায় ক্রমাগত দেখেছি, তা-ই হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফ্যুশানে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় এই পুরো অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ ভাবপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন ভাষা ছিল। সভ্যতা যখন আরও এগিয়েছে, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর নানান রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এক অঞ্চলের বণিকরা অন্য অঞ্চলে গেছে, তাদের সঙ্গে গেছে রিচুয়াল এক্সপার্টরা, একের ধারণার সঙ্গে অপরে পরিচিত হয়েছে, একের সংস্কৃতির দ্বারা অপরজন প্রভাবিত হয়েছে, একজনের আচরণ অন্যজন রপ্ত করেছে, একজনের আবিষ্কৃত টেকনোলজি অপরজন শিখেছে, শস্য গেছে, কাঁচামাল গেছে, তৈরি করা খাদ্য যেমন ঘি, বা শুকনো ফল গেছে, পশম গেছে, রেশম গেছে, গহনা, পটারি, শিলস, দেবদেবীর মূর্তি, তাদের পূজাপদ্ধতি, আইডিয়া, আইডিওলজি— সবকিছুর আদানপ্রদান হয়েছে, এবং এই সব কিছু ক্রমাগত এসেছে-গেছে দীর্ঘ সময় ধরে— মাধ্যম তো ভাষা— কয়েক হাজার বছরের সেই কালচারাল ইন্টের‍্যাকশানের ফল হয়তো ছিল একটি ল্যাঙ্গুয়েজ নেবুলা গড়ে ওঠা। পরে, সভ্যতাগুলির ডিসইন্টিগ্রেশানের সময়, সেই নেবুলা অনেকগুলি কেন্দ্রে কন্সেন্ট্রেট করবে, তৈরি হবে এক একটি ভাষাগোষ্ঠী। এবং ডিসইন্টিগ্রেশানের পরবর্তীতেও কোনো কোনো সভ্যতাগুলির মধ্যে

যোগাযোগ ছিল। কেননা, সব সভ্যতাগুলি একসঙ্গে গড়ে উঠে একই সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, এমন না। ইতিমধ্যে কোনো এলাকা এগিয়েছে কৃষিতে বেশি, কোনো এলাকা যুদ্ধে, কোনো এলাকা প্রযুক্তিতে, কোনো এলাকা পোশাকে, কোনো এলাকা পুজোআচ্চায়, কেউ মন্ত্রে, কেউ গানে, কেউ যাগযজ্ঞে, কেউ নীতিগল্পে— এবং সবকিছুর পর কারও কাছে এর পোশাকটি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, কারও কাছে ওর খাদ্যোৎপাদন প্রক্রিয়া, কারও কাছে এর দেবদেবীর ধারণা, কারও কাছে ওর গল্পগুলি— কয়েক হাজার বছরের এই ক্রমাগত ইন্টের‍্যাকশান ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করেও এক প্রকার সমতা তৈরি করেছে। তারপর এই এলাকা ছেড়ে এই সংস্কৃতি পাড়ি জমিয়েছে ইওরোপের দিকে। এই ইন্টিগ্রেশান জোনে একটি কেন্দ্র হয়তো ছিল প্রাচীন পারস্য, কেননা ৪৪৫টি মোট ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষার মধ্যে ৩১৩টিই হল ইন্দো-ইরানিয়ান; আর একটি হতে পারে তুর্কমেনিস্তান, দক্ষিণ কাজাখস্তান, উত্তর পশ্চিম তাজিকিস্তান, মানে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীর, Johanna Nichols বিভিন্ন ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাগুলিতে নন-ইন্দোইওরোপিয়ান লোন-ওয়ার্ডস নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে এই অঞ্চলটিকেই মনে করেছেন, ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাবিস্তারের প্রাথমিক 'লোকাস'; অপর কেন্দ্রটি হরপ্পান এলাকা, কেননা, এত আগে প্রযুক্তিগত দিক থেকে এত উন্নত সভ্যতা সেসময়ে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ বোলান পাশ দিয়ে দীর্ঘদেহী, উন্নতনাসা, ধবলবর্ণ আর্য আগমনের মিথ যদি আমরা ছাড়তে পারি, ইন্ডিয়া-মেসোপটেমিয়া ক্রস কালচারাল-মিথলজিক্যাল প্রমাণ যদি যুক্তিগ্রাহ্য হয়, যুদ্ধবিগ্রহহীন পরিপূর্ণ ইন্টিগ্রেটেড ইন্দাস সভ্যতা, একথা আজ সকলেই মানেন যে, সংগঠিত ছিল কোনও এক আইডিওলজি দ্বারা। যে আইডিওলজি কোনোরকম যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া একটি বিস্তৃত এলাকাকে সংগঠিত, সার্বিকভাবে স্ট্যান্ডার্ডাইজড, প্রযুক্তিগত দিক থেকে চূড়ান্ত উন্নত সভ্যতা দান করতে পারে, তা তার সঙ্গে বাণিজ্যিক কারণে যুক্ত বাকি সব সভ্যতাগুলির কাছে তা হয়তো একটি বড় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

উত্তর ইরান, তুর্কমেনিস্তান, দক্ষিণ কাজাখস্তান, উত্তর পশ্চিম তাজিকিস্তানের মধ্যবর্তী এলাকাটিকে ইন্টের‍্যাকশান জোন হিসেবে রেখে ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপ্যানশানের প্রস্তাব রেখেছেন Johanna Nichols, তাঁর ১৯৯৭-তে 'Archaeology and Language' I-তে প্রকাশিত "The

Epicentre of the Indo-European Linguistic Spread" নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি ফ্যামিলি-ট্রি বেসড মাইগ্রেশনাল মডেলকে অস্বীকার করে দেখাচ্ছেন, ইন্দো-ইওরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ স্প্রেড ঘটে থাকবে 'somewhere in the vicinity of ancient Bactria-Sogdiana' থেকে। অক্সাস নদীর তীরে উজবেকিস্তানের আজকের সমরখন্দ এলাকা সেদিনকার সোগডিয়ানা, ইন্দাস এলাকা থেকে সামান্য দূর। Frawley ব্যবহার করেছেন ল্যাঙ্গুয়েজ নেবুলা, Nichols-এর টার্মটি হল অ্যামিবয়েড এক্সপ্যানশান। তাঁর মতে ব্যাক্ট্রিয়ান এরিয়া থেকে ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষা অ্যামিবার মত দুটি অংশে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে ক্রমে আরাল সাগরের চারিদিক ঘিরে নর্দান স্টেপস পার হয়ে ইরাণিয়ান মালভূমি ছাড়িয়ে কাস্পিয়ান সাগর এলাকা প্রভাবিত করে সেন্ট্রাল এশিয়া, কৃষ্ণসাগর এলাকা পর্যন্ত যাচ্ছে। অপর অংশটি দক্ষিণে এগিয়ে পৌঁছবে অ্যানাতোলিয়ায়। একছাদের নীচে একটি ফ্যামিলি ভেঙে মাইগ্রেশানের বদলে তিনি যা দেখাতে চাইছেন তা হল একটি ডায়ালেক্টিক্যাল কন্টিন্যুয়াম, যা থেকে ক্রমে পরবর্তী সময়ের ভাষাগুলির উন্মেষ ঘটবে। এই পদ্ধতিতে থার্ড মিলেনিয়াম বিসিই নাগাদ ইটালিক, কেল্টিক, সম্ভবত জার্মানিক ভাষাগুলির প্রোটো-ফর্মগুলি কথিত হচ্ছে মধ্য ইওরোপে, বাল্টো-স্লাভিক ভাষাগুলিও হয়তো এসময়েই গঠিত হচ্ছে। পরে পরে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম এলাকা জুড়ে তৈরি হচ্ছে গ্রিকভাষার প্রোটো ফর্মস, বালকান অঞ্চলের ইলিরিয়ান, অ্যানাতোলিয়ান, এবং আর্মেনিয়ান। Nichols-এর মডেল অনুযারি এই প্রসার কোনো একক অভিযাত্রা নয়, কেননা, তিনি দেখাচ্ছেন যে, যেসময় ইওরোপে ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাগুলির অগ্রগতি ঘটছে, তার অব্যবহিত পরেই ফের ইরাণিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েভ অলরেডি ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষাদের রি-আরিয়ানাইজ করছে। Nichols-এর মডেলে তিনি কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে ইন্দো-ইওরোপিয়ান হোমল্যান্ড হিসেবে দেখাতে বাধ্য নন। একটি সেন্ট্রাল ইওরোপ, অপরটি অ্যানাতোলিয়া ও তার দক্ষিণে যে দুটি অংশকে তিনি অ্যামিবয়িক স্টাইলে বেড়ে উঠতে দেখাচ্ছেন, তাদের মধ্যে যাহোক ইন্টের‍্যাকশান কিছু সময় তখনও ছিল। পরবর্তীতে অবশ্য টোখারিয়ান গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একসময় অবলুপ্তির পথে যাবে, যখন কিনা এর ইন্টের‍্যাকশান এলাকায় ঢুকে পড়বে টার্কিক গোষ্ঠীর লোকজন। Nichols-এর এই ডায়ালেক্টিক্যাল কন্টিন্যুয়াম মডেল এই স্তরে, সাটেম-কেন্টুম,

ল্যারিঙ্গাল, ভেলার ও লেবিওভেলার মার্জার প্রভৃতি নানান লিঙ্গুইস্টিক প্রশ্নাদির বেশি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। এই মডেল অনুযায়ী একটি ভাষা অপর ভাষা মা কিংবা বোন নয় বরং বন্ধুত্বসুলভ প্রতিবেশীমাত্র। ফলে বিভিন্ন ইন্দো-ইওরোপিয়ান ভাষাগুলির স্থানিক বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে বজায় রাখলে, তার অতিরিক্ত কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা কম।

Nichols-এর থিওরি যাহোক আর্কিওলজিক্যালি অ্যাটেস্টেড নয়, ফলে সমালোচিতও হয়েছে ক্ল্যাসিক্যাল মাইগ্রেশনাল থিওরির প্রপোনেন্টদের দ্বারা। প্রশ্ন হচ্ছে, ভাষাবিস্তারের এরকম একটি মডেলের আর্কিওলজিক্যালি অ্যাটেস্টেড হবার দায় কোথায়। ভাষাবদল মানেই মিটিরিয়াল কালচারের বদল— মাইগ্রেশান নির্ভর ভাষাতাত্ত্বিক মডেলের জন্য আবশ্যিক। Nichols-এর থিওরি ভাষাবিস্তারের অন্যরকম লিঙ্গুইস্টিক থিওরি, মাইগ্রেশনাল রেসিয়াল থিওরি নয়। একসময়কার সপ্তসিন্ধু অঞ্চল, মানে আজকের গিলগিট বালোচিস্তান পঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থানের ভাষা পূর্বভারতের অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে মগধের পূর্বতন ভাষাগুলিকে বদলে দিয়েছে। কিন্তু, খাদ্যাভাস, পোষাক পরিচ্ছদ, এমনকি বহুক্ষেত্রে লোকাচারেরও বদল আনতে পারেনি। এখনও পঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান উত্তর প্রদেশ কাশ্মীর সিন্ধ গুজরাতের খাদ্যাভাস বাঙালি বা ওডিশির খাদ্যাভাসে বিস্তর ফারাক। আর ভাষাবদল হলে যদি মিটিরিয়াল কালচার বদল না হয় তো আর্কিওলজিক্যালি এই বদলের কী এভিডেনস পাওয়া সম্ভব? আমরা যাহোক শেষমেশ এসে, Collin Renfrew-এর নিওলিথিক অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ফার্মিং, বা Johanna Nichols-এর ডায়ালেক্টিক্যাল কন্টিন্যুয়াম, বা David Frawley-র কালচারাল ডিফ্যুশান, বা Mario Alinei-এর পেলিওলিথিক কন্টিন্যুইটি প্যারাডাইম জাতীয় কোনো থিওরি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি না। সব মিলিয়ে এখানে মূল বক্তব্য হল, ইওরোপ, রাশিয়া, ইউক্রেন, আলবানিয়া, আর্মেনিয়া, ইরান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কার ভাষাগুলির মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক, তার ব্যাখ্যায় মাইগ্রেশনাল ফ্যামিলি-ট্রি মডেল ছাড়াও অন্য মডেল ভাবা যায়, স্কলাররা ভাবছেন কেউ কেউ। কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল পুরোপুরি বিতর্কহীন হতে পারে না। এবং কিছু না কিছু প্রশ্ন প্রতি ক্ষেত্রেই উঠবে, যার উত্তর হয়তো দেওয়া সম্ভব, কিংবা নয়। পূর্বেকার মডেল হাজার এরকম প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, যাদের উত্তর দিতে পারেননি কোনো

স্কলার, যাঁরা নানান ভাবে এই তত্ত্বকে ইতিহাস বলে মানেন। সব মিলিয়ে আমাদের বক্তব্য, ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসেবে ভাষাতত্ত্ব যতদূর গুরুত্ব পেতে পারে তার বেশি না দিয়ে, সমাজবিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলি থেকে আসা তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের ইতিহাসের সূচনার কালকে পুনঃবিবেচনার সময় এসেছে। আর ঋকবেদকে ইতিহাস হিসেবে নিস্কৃতি দেওয়াই ভাল। ভাষা নিয়ে পাণ্ডিত্য ভাষাতত্ত্বেই আশ্রয় নিক। ইতিহাসের বাকি অন্য উপাদানগুলিও বিবেচিত হোক সমান গুরুত্বের সঙ্গে।

ভাষা মানুষের একটা বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সংস্কৃতি, তাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। ট্রি-মডেলের দুর্বলতাগুলি আমাদের সমগ্র বইটির মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। কনক্লুশানে আমরা David Frawley-র কালচারাল ডিফ্যুশান থিওরি ও Johanna Nichols-এর ডায়ালেক্টিক্যাল কন্টিন্যুয়াম থিওরি আলোচনা করলাম, Collin Renfrew-এর নিওলিথিক অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ফার্মিং, আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। Mario Alinei-এর পেলিওলিথিক কন্টিন্যুইটি প্যারাডাইম, Alexandre François -এর ওয়েভ থিওরি ইত্যাদি অন্যান্য মডেলও আলোচিত হচ্ছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ল্যাঙ্গুয়াজ এক্সপ্যানশানের আরও নিবীড় গবেষণা সামনে আসবে। পরবর্তীতে এ বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ থাকল।

ইন্দোইওরোপিয়ান ভাষা আবিস্কারের দিন থেকে এত এত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে যে, ছোট একটি এরকম বইয়ের পক্ষে সবকিছুর সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়, সমাধান দেওয়াও লক্ষ ছিল না সমগ্র আলোচনাটির। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের যদি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে, যদি তিনি নিজে এবিষয়ে খোঁজ শুরু করার কথা ভাবেন, তাহলেই এই বইয়ের উদ্দেশ্য সফল। কাউকে কোনও কিছু মেনে নিতে হবে না। শুধু এযাবৎ মেনে নেওয়া তত্ত্বগুলিকে আসুন, প্রশ্ন করি— এভাবেই জ্ঞানচর্চার সূচনা হয়েছিল সভ্যতাগুলির শুরুতে।

প্রশ্ন থেকেই তো শুরু মানুষের পথ চলা, নাকি খিদে থেকে? এ আর এক প্রশ্ন।

টিকা

১। Louis Flam, "The Prehistoric Indus River System and the Indus Civilization in Sindh", 'Man and Environment', 24:2, 1999, p-55

২) Marco Madella and Dorian Fuller, 'Palaeoecology and the Harappan Civilisation of South Asia: A Reconstruction', Quaternary Science Reviews, vol.25, 2006, p-1285-86

৩) IIT Gandhinagar "Indira Foundation Distinguished Lecture" 8 May 2016

৪) B.B. Lal, "The Sarasvatī flows on: the continuity of Indian culture", Aryan Books International, New Delhi, 2002

৫) E.J.H Mackey, "Further Excavation at Mohenjodaro, Journal of the Royal Society of Arts", Vol. 82, No. 4233 (JANUARY 5th, 1934), pp. 206-224

6) Book 8: HYMN XLIII. 11, Agni.; Book 9: HYMN CI. 11, Soma Pavamana; Book 10: HYMN LIX. 10, Nirrti and Others.; Book 1: HYMN LXI. 12, Indra.; Book 10: HYMN XCIV. 9, Press-stones.; Book 1: HYMN CXXX. 2, Indra.; Book 9: HYMN LXV. 25, Soma Pavamana.; Book 1: HYMN XXVIII. 9 Indra, Etc.; Book 1: HYMN CLI. 4, Mitra and Varuṇa; Book 9: HYMN LXXIX. 4, Soma Pavamana. Book 4: HYMN XXI. 8 Indra.

7, 8, 9, 10) http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/inheritance/

8. J.M. Kenoyer, a presentation on "Recent Research on the Indus Civilization, a View from Harappa and Other sites", 22 Dec, 2016, Indian Museum, Kolkata

1959, Larousse Encyclopaedia of Mythology translated by Richard Aldington and Delano Ames, Batchworth Press Ltd, Macdonell, A. A London.

1993, Margiana and the Indo-Iranian world. in A. Parpola and P. Koskikallio. (eds.), South Asian Archaeology (Annales Academiae Scientiarum Fennicae B 271), pp. 667-680, Suomalainen Tiedeakatemia,Helsinki.

2013, "Indo-European Accent and Ablaut", ed. Götz Keydana Paul Widmer and Thomas Olander, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen.

1993, "On the Origin and Families of Nations." Asiatic Researches 3. 1792, Reprinted in The Collected Works of Sir William Jones (185-204). p-486-487, New York University Press, New York.

1997,"The Earliest Civilization of South Asia",Aryan Books International,New Delhi.

2012, Agarwal M. K., "From Bharata to India", Volume 1, iUniverse Inc, Bloomington.

2005, Agrawal Ashvini, "In Search of Vedic-Harappan Relationship", Aryan Books International, New Delhi.

2014, Ahmed Mukhtar, "Ancient Pakistan - an Archaeological History, vol. III, Harappan Civilization - The Material Culture", Foursome Group, Watlington Dr. USk.

2014, Ahmed Mukhtar, "Ancient Pakistan - An Archaeological History: Volume V: The End of the Harappan Civilisation and the Aftermath", Foursome Group.

1975, Aiyar R. Swaminatha, "Dravidian Theories", Motilal Banarsidass, Delhi, Bangalore, Madras.

2008, Ali Javid and Tabassum Javeed, "World Heritage Monuments and Related Edifices in India", Algora Publishing.

1971, Alur K.R., "Animal Remains" in "Proto-historical Cultures of the Tungabhadra Valley" ed. Nagaraja Rao, p-107-24, Dharwad.

Alur K.R., "Aryan Invasion of India, Indo-Gangetic Valley Cultures", in 1992, 'New Trends in Indian Art and Archaeology', ed. B. U. Nayak & N. C. Ghosh. P– 562.

1987, Bakliwal P.C. and Ramasamy S.M., Lineament fabric of Rajasthan and Gujarat., Record Geol. Survey Ind., 113,1987, p-54-65, http://14.139.186.108/jspui/bitstream/123456789/15957/1/12_LINEAMENT%20FABRIC%20OF%20RAJASTHAN%20AND%20GURAJAT,%20INDIA.pdf.

2003, Bakliwal P. C. and Wadhwan S.K., Geological evolution of Thar Desert in India — Issues and prospects, Proc. Indian Nat. Sci Acad., 69A, p-151-165, http://insa.nic.in/writereaddata/UpLoadedFiles/PINSA/Vol69A_2003_2_Art03.pdf.

1953, Basham A.L., "The Wonder that was India",Rupa, reprint 1986, Calcutta.

1983, Bharadwaj O.P., 'Vinashana'Journal of the oriental Institute of Baroda, vol. 33, nos 1-2, p-70.

1963, Bhola Nath, "Advances in the Study of Prehistoric and Ancient Animal Remains in India", A Review in Records of the Zoological Survey of India, LXI.1-2.

1892, Blavatsky H. P., From the Caves and Jungles of Hindostan., Theosophical Publishing House, Wheaton.

1993, Branston Brian, "The Lost Gods of England", Book Club Associates, UK.

2001, Bryant Edwin, "The Quest for the Origins of Vedic Culture", Oxford University Press.

1874, Burnell A. C., "Elements of South-Indian Palaeography, from the Fourth to the Seventeenth Century, AD", Cambridge University Press.

Bökönyi Sándor, "Horse Remains from the Prehistoric Site of Surkotada, 1997, Kutch, Late 3rd Millennium B.C. South Asian Studies, vol. 13, Oxford & IBH, New Delhi.

1968, Chakrabarti D. K., "The Aryan Hypothesis in Indian Archaeology" 9: p-343-358, 'Indian Studies Past and Present'.

2001, Chakrabarty D. K., "India An Archaeological History", 2nd ed,Oxford University Press.

1995, Chakrabarty D.k., "Mauryan Architecture and Art", in 'The Archaeology of Early Historic South Asia: The Emergence of Cities and States', ed. George Erdosy, p-222-74, Cambridge University Press.

2001, 1999, Chakrabarty Dilip K., "India, An Archaeological History", Oxford Oxford India paperback.

1926, Childe Vere Gordon, "The Aryans: A Study of Indo-European Origins", K. Paul, Trench, Trubner & Company, Limited.

October 1982, Cleuzicu Serge and Berthoud Thierry, "Early Tin in the Near East, a Reassesment in Light of

New Evidence from Western Afganistan" in Expedition, Penn Museum, Volume 25, Issue 1, p-14-19, https://www.penn.museum/sites/expedition/early-tin-in-the-near-east/.

1995, Courty M.A., "Late Quaternary environmental change and natural constraints to ancient landuse (Northwest India)", In : Johnson, E (Ed) Ancient Peoples and Landscapes, p-106-126;,Museum of Texas University, Lubbok Texas.

1988, June Crossland Ronald, "Review in: Book Review: Archaeology and Language" in 'Current Anthropology', Vol. 29, No. 3, p-437-468.

1985, D'iakonov L.M., "On the Original Home of the Speakers of Indo-European." p-92-174, Journal of Indo-European Studies 13, nos. 1-2.

1965, July Dales George F., Civilization and Floods in the Indus Valley, Expedition, Volume 7, Issue 4 p-10-19, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.

1964, May Dales George F., "The Mythical Massacre at Mohenjo-Daro", Expedition Magazine 6.3 (May 1964): n. pag. Expedition Magazine. Penn Museum, Web. 22 Jan 2017, p-36-43, http://www.penn.museum/sites/expedition/?.

2008, Danino Michel, New Insights into Harappan Town-Planning, Proportions and Units, with Special Reference to Dholavira, in Man and Environment, vol. XXXIII, No. 1, pp. 66-79, http://www.iisc.ernet.in/prasthu/pages/PP_data/paper2.pdf.

2005-06, Danino Michel, "Genetics and Aryan Debate" in Puratattva, No. 36, p-146-154., Bulletin of the Indian Archaeological Society, New Delhi.

2014, Danino Michel, "The Horse and the Aryan Debate" in "History of Ancient India" Vol. III, ed. Dilipkumar Chakrabarty, Aryan Book International, New Delhi.

2010, Danino Michel, "The Lost River On the Trail of the Saraswati", Penguin.

1997, Deshpande M. M., "Genesis of gvedic Retroflexion: A Historical and Sociolinguistic Investigation." In Aryan and Non-Aryan in India, edited by M. M. Deshpande and P. E. Hook. pp. 235–315, p-259, The University of Michigan Center for South Asian and Southeast Asian Studies, Ann Arbor, MI.

Dhavalikar M. K., "Indian Protohistory", Books & Books, New Delhi.

1991, Diebold Richard A., The Indo-European Protolanguage, Ind.: Eurolingua, Bloomington.

2010 28-30 December, Dr. Priyadarshi P., "The Origin of the Indoeuropeans", Paper accepted for seminar "Recent Achievements of Indian Archaeology", Department of Ancient Indian History and Archaeology, Lucknow University, Joint Annual Conference of Indian Archaeology Society (44th Conference), Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies (38th Conference), Indian History and Culture Society 34th Conference.

1991, Décsy G., "The Indo-European Protolanguage, A Computational Reconstruction", Bloomington, IN: Eurolingua.

1991, Décsy G., "The Indo-European Protolanguage. A Computational Reconstruction", Bloomington, IN: Eurolingua.

2015 March, Elst K., "The Indo-European, Vedic and Post-Vedic Meaning of Ârya", Koenraad Elst Blogpost.

2005, Elst Koenraad, "Linguistic aspects of the Aryan non-invasion theory", in 'The Indo-Aryan Controversy Evidence and inference in Indian history' ed. Edwin F. Bryant and Laurie L. Patton, p-234-281,Routledge, New York.

2005, Elst Koenraad, "The Linguistic Aspects of the Aryan Non-Invasion Theory" in 'The Indo-Aryan Controversy Evidence and inference in Indian history' ed. Edwin F. Bryant and Laurie L. Patton. p-232-281, Routledge, New York.

1999 May, Enzel Ely Y., Mishra L.L., Ramesh S., Amit R., Lazar B., Rajaguru S.N., Baker V.R. and Sandler A., "High resolution Holocene environmental changes in the Thar Desert, NW India", Article in Science.

1935, Fabri C.L., "Punched Marked Coins: A Suvival of the Indus Civilisation" in 'Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland'.

1989, Flattery David Stophlet and Schwartz Martin, "Haoma and Harmaline: The Botanical Identity of the Indo -Iranian Sacred Hallucinogen "soma" and Its Legacy in Religion, Language, and Middle-Eastern Folklore", University of California Press.

1973, Fox Robin Lane, "Alexander the Great", Penguin Books, London.

1991, Frawley D., "Gods, Sages and Kings: Vedic Secrets of Ancient Civilization, Part III: Vedic Astronomy", Passage Press, Salt Lake City, UT.

1979, Gening V. F., "The Cemetery at Sintashta and the Early Indo-Iranian Peoples.", Journal of Indo-European Studies 7, p-1-29.

1979, Ghose B.K., A Survey of Indo-European Languages, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta.

1990, Ghosh A., "Encyclopaedia of Indian Archaeology" vol. 1, E.J. Brill, Leiden, New York.

1950, Gray H.L., "The Foundation of Language", Macmillan, New York.

1999, Gregory L. Possehl, "Indus age: the beginnings", University of Pennsylvania Press

2008, Gupta A.K., Bhadra B. K. and Sharma J.R., "Saraswati drainage system of Haryana— satellite based study", In : S. Kalyanaraman (Ed.) Vedic Saraswati and Hindu Civilization, p-46-64, Aryan Books International, New Delhi.

2004, Gupta A.K., Sharma J.R., Sreenivasan G. and Srivastava K. S., "New findings on the course of river Saraswati", Photonirvachak, 32, p-1-24.

1996, Gupta S.P., "The Indus-Sarasvati Civilization – Origins, Problems and Issues", Pratibha Prakashan, Delhi.

1996, Gupta S.P., "The Indus-Saraswati Civilization— Origin Problems and Issues", Pratibha Prakashan, Delhi.

1972, Hainsworth J. B, "Some Observations on the Indo-European Place Names of Greece" in Ada of the 2nd International Colloquium on Aegean Prehistory, p-39-45,

Ministry of Culture and Science, Athens.

1999, Hock Hans, "Out of India? The Linguistic Evidence." In Aryan and Non-Aryan in South Asia. Evidence, Interpretation and Ideology, edited by J. Bronkhorst and M. Deshpande. Cambridge,Harvard University Press, MA.

1999, Hock Hans Henrich, "Out of India? The linguistic evidence", in In Aryan and Non-Aryan in South Asia (1-18). Harvard Oriental Series Opera Minora 3. ed. Bronkhorst and M. Deshpande,Department of Sanskrit and Indian Studies, Harvard University, Cambridge.

Fall 1975, Hock Hans Henrich, "Substratum Influence on (Rig-vedic) Sanskrit?", p-76-125, studies in the Linguistic Sciences, Volume 5, number 2.

1993, Hock Hans Henrich, "Subversion or Convergence? The Issue of Pre-Vedic Retroflexion Reexamined.", p-73-115,Studies in tlie Linguistic Sciences 23, no. 2.

2000, Hock Hans Henrich, "Whose past is it ? Linguistic pre- and early history and self-identification in modern south Asia", p-51-74,in 'Studies in the Linguistic Sciences' 30(2).

1848, Hodgson B.H., "The Aborigines of Central India.", p-550-558,Journal of the Asiatic Society of Bengal 17.

2010, Javonillo Charise Joy, "Indus Valley Civilization: Enigmatic, Exemplary, and Undeciphered", ESSAI, Volume 8, art. 21, p-66-75, College of DuPage, Glen Ellyn IL,http://dc.cod.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=essai.

1790a, Jones W., "On the Chronology of the Hindu", p-111 -147,Asiatic Researches 2.

1788, Jones W., "On the Gods of Greece, Italy, and India.", Asiatic Researches 1.

1978, Jonsson Hans, "The Laryngeal Theory. A Critical Survey", LiberLäromedel/Gleerup, Publications of the New Society of Letters at Lund, Lund.

1990, Joshi J.P., "Excavation at Surkotada and Exploration in Kutch", Archaeological Survey of India, New Delhi.

1991, Joshi Kireet, "The Veda and Indian Culture: An Introductory Essay", Rashtriya Veda Vidya Pratisthan, New Delhi.

1988, July Kak Subhash, "A Frequeny Analysis of The Indus Script" in Cryptologia, Vol. XII, number 3, p-129-143, http://www.ece.lsu.edu/kak/IndusFreqAnalysis.pdf.

2005, Kak Subhash, "Early Indian Architecture and Art", in 'Migration & Diffusion', Vol.6/Nr.23, pages 6-27, http://ww.w.ikashmir.net/subhashkak/docs/EarlyArchitecture.pdf.

1999, Kar Amal, "A hitherto unknown palaeodrainage system from the radar imagery of southeastern Thar Desert and its significance", in Memoir, Geological Society of India, 42, p-229-235.

1989, Karlovsky C. C. Lamberg, "Archaeological Thought in America", Cambridge University Press.

2001 June, Kazanas Nicholas, A new date for the "Ṛgveda" in Philosophy and Chronology, 2000, ed G C Pande & D Krishna,special issue of Journal of Indian Coucil of Philosophical Research, http://www.omilosmeleton.gr/pdf/en/indology/rie.pdf.

2001, Kazanas Nicholas,"Indigenous Indoaryans and the Rgveda", p-257-93, Journal of Indo-European Studies, volume 29, University of Texas, Austin.

1991, Kennedy K.A.R., Hemphilr Brian E., Lukacs John R., "Biological Adaptations and Affinities of Bronze Age Harappans", in 'Harappa Excavations1986-1990, A Multidisciplinary Approach to Third Millennium Urbanism' ed. Richard H. Meadow, p-137-182,Prehistory Press,Madison, Wisconsin.

1984, Kennedy Kenneth, "A Reassessment of the Theories of Racial Origins of the People of the Indus Valley Civilization from Recent Anthropological Data" In 'Studies in the Archaeology and Palaeoanthropology of South Asia', Ed. K. Kennedy and G. Possehl. P-99-107, Oxford: American Institute of Indian Studies.

1995, Kennedy Kenneth, "Have Aryans Been Identified in the Prehistoric Skeletal Record from South Asia?" In 'The Indo-Aryans of Ancient South Asia' ed. George Erdosy. p-32-66, Walter de Gruyter, Berlin.

Kennedy Vans, "Researches into the Origin and Affinity of the Principal Languages of Asia and Europe", Longman, London.

2006b, Kenoyer J.M., "A New Perspective on the Mauryan and Kushana Period" in 'Between the Empires: Society in India 300 BCE to 400 CE' ed. Patrick Olivelle, South Asia Research,Oxford University Press.

1987 March, Kenoyer J. M., "The Indus Civilization", p-22-26, in 'Wisconsin Academy Review'.

2005, Kenoyer Jonathan M., Heuston Burton Kimberley,

"The Ancient South Asian World", Oxford University Press.

1998, Kenoyer Jonathan Mark, "Ancient cities of the Indus Valley Civilization", Oxford University Press.

2006a, Kenoyer Jonathan Mark, "Cultures and Societies of the Indus Tradition", in 'India: Historical Beginnings and the Concept of the Aryan' ed. Romila Thapar p- 41-97, NBT, New Delhi.

2006, Kenoyer Jonathan Mark, "Cultures and Societies of the Indus Tradition" in India: Historical Beginning and the Concept of the Aryan, NBT.

1997, Kenoyer Jonathan Mark, "Early City-States in South Asia Comparing the Harappan Phase and Early Historic Period" in 'The archaeology of city-states : cross-cultural approaches' edited by Deborah L. Nichols and Thomas H. Charlton,Smithsonian Institution Press, Washington D.C. p -51-70.

1995, Kenoyer Jonathan Mark, "Interaction systems, specialised crafts and culture change: The Indus Valley Tradition and the Indo-Gangetic Tradition in South Asia", in "Indian Philology and South Asian Studies" vol. 1, ed. Albrecht Wezler and Michael Witzel, Walter de Gruyter, Berlin and New York, p-213-257.

1991, Kenoyer Jonathan Mark, "Urban Process in the Indus Tradition: A Preliminary Model from Harappa" in "Harappa Excavations 1986-1990" ed. Richard H. Meadow, Prehistory Press, Madison, Wisconsin.

1989, Khlopin I., "Origins of the Bronze Age Cultures in South Central Asia", International Association for the

Study of the Cultures of Central Asia Information Bulletin 15, p-74-84.

1988, Kinsley David, "Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions", University of California Press.

2008, Kloekhorst Alwin, "Some Indo-Uralic Aspects of Hittite" in Journal of Indo-European Studies 36, p-88-95.

2000, Kochhar Rajesh, "The Vedic People: Their History and Geography", Sangam Books, New Delhi.

1984, Kohl Philip, "Central Asia: Palaeolithic Beginnings to the Iron Age", Recherche sur les Civilisations, Recherche sur les Civilisations.

1975 (first printed 1970), Kosambi D D, "The Cultural and Civilisation of Ancient India in Historical Outline", Vikas Publishing House, Bombay.

1998, Krell S. Kathrin, 'Gimbutas' Kurgan-PIE Homeland Hypothesis: A Linguistic Critique" In Archaeology and Language (2:267-289). ed. Roger Blench and Matthew Spriggs, Routledge, London.

2003, Krishnamurti Bhadriraju, The Dravidian Languages, Cambridge University.

1991, Kuiper F.J.B., "Aryans in Rigveda", Rodopi,Amsterdam, Atlanta.

2003, June Kumar V and Reddy B M, "Status of Austro-Asiatic groups in the peopling of India: An exploratory study based on the available prehistoric, linguistic and biological evidences", in J. Biosci, © Indian Academy of Sciences, National Center for Biotechnology Infor-

mation, U.S. National Library of Medicine, Vol. 28, No. 4, p-507-522,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12799497.

1993, Kuzmina Y. Y., "Horses, Chariots, and the Indo-Iranians: An Archaeological Spark in the Dark." In South Asian Archaeology, Ed. Asko Parpola and Petteri Koskikallio. p-403-412, Suomalainen, Helsinki.

1981, Kuzmina Y. Y., "The Origins of the Indo-Iranians in the Light of Recent Archaeological Discoveries." In Ethnic Problems of the History of Central Asia in the Early Period, ed. M. S. Asimov. p-101 -125, Nauka, Moscow.

Kuzmina Y. Y., "The Pottery of the Vedic Aryans and Its Origins.", International Association for the Study of the Cultures of Central Asia Information Bulletin 4, p-21 -30.

first pub 2002, reprint 2007, Kālidāsa, "Abhijana Sakultalam", "The Complete Works of Kālidāsa", Vol. 2, Plays, trans. Chandra Rajan, Sahitya Academy, New Delhi.

2005, Lahiri Nayanjot, "Finding Forgotten Cities: How the Indus Civilization was discovered", Permanent Black, Delhi.

2005, Lal B.B., "Aryan Invasion of India, Perpetuation of a myth" in 'The Indo-Aryan Controversy Evidence and inference in Indian history' ed. Edwin F. Bryant and Laurie L. Patton, p-50-74, Routledge, New York.

1951, Lal B. B., "Further Copper Hoards from the Gangetic basin and a review of the problem", in 'Ancient India' Vol. 7, p-20-39, New Delhi.

1998, Lal B. B., "India 1947-1997: New Light on the Indus Civilization", Aryan Books International.

1978, Lal B.B., "The Indo-Aryan Hypothesis vis-a-vis Indian Archaeology" Vol. I, NO 1, p-21-41, in Journal of Central Asia.

2014, Lal B.B., "To Revert to the Theory of 'Aryan Invasion", p- 1-29,Archaeology Online.

1990, Leach E., "Aryan Invasions Over Four Millennia." In Culture Through Time: Anthropological Approaches, edited by E. Ohnuki-Tierney. Stanford, p-227–45, University Press, CA: Stanford.

1990, Leach Edmund, "Aryan Invasions over Four Millennia." In "Culture through Time" ed. Emiko Ohnuki-Tiernev, p-227-245, Stanford University Press, Stanford, Calif.

1990, Leach Edmund, "Aryan invasions over the millennia" in 'Culture Through Time: Anthropological Approaches' ed. Emiko Ohnuki-Tierney. p-227-245, Stanford University Press.

First print 1992, 2nd print 1996, Litvinsky B. A. and P'yankova L.T., "Pastoral Tribes of the Bronze Age in the Oxus Valley (Bactria)." in 'History of Civilisations of Central Asia' Vol. 1, ed. A. H. Dani and V. M. Masson. P-371-386, UNESCO, Paris.

1972, Lockwood W.B., "A Panorama of Indo-European Languages", Hutchinson Radius, London.

1994 Mar 29, Loftus R T, MacHugh D E, Bradley D G, Sharp P M and Cunningham P, "Evidence for Two Independent Domestications of Cattle," 91(7): p-2757–2761, Proceedings of the National Academy of Science (USA).

1988, Lubotsky Alexander M., "The System of Normal Ac-

centuation in Sanskrit and Proto-Indo-European", E. J. Brill Leiden, New York.

2001, Ludvik Catherine, "From Sarasvati to Benzaiten", Ph.D. Thesis, University of Toronto, National Library of Canada, https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/15465/1/NQ58639.pdf.

1986, MacCanna Proinsias, "Celtic Mythology", Hamlyn Publishing Group Ltd., London.

1912, Macdonell Arthur Anthony and Keith Arthur Berriedale, "Vedic index of names and subjects", Murray, London.

1912, Macdonell Arthur Anthony and Keith Arthur Berriedale, "Vedic Index of Names and Subjects" Vol. 1 & 2, John Murray, Albemarle St, W.,Published for the Govt. of India.

1938, Mackay E. J. H., "Further Excavations at Mohenjodaro" Vol. 1, Government of India, Delhi.

1844 Jan-June, Mackenson Major F., "Report on the Route from Seersa to Bahawulpore", in 'The Journal of Asiatic Society' vol. XIII, No. 145-50.

1997, Mallory J. P, Adams D. Q, Encyclopedia of Indo-European Culture, Fitzroy-Dearborn, London and Chicago.

1997, Mallory J. P., Adams Douglas Q., "Encyclopedia of Indo-European Culture", Fitzroy Dearborn Publishers, London and Chicago.

1989, Mallory J. P., In Search of the Indo-Europeans., Thames and Hudson, London.

1975, Mallory J. P., "The Indo-European Homeland Prob-

lem: The Logic of Its Inquiry.", Ph, D. diss,University of California.

1997, Mallory J.P. and Adams Douglas Q., "Encyclopedia of Indo-European Culture", Fitzroy Dearborn Publishers, London and Chicago.

1970, Marshall P. J., "The British Discovery of Hinduism in the Eighteenth Century", Cambridge University Press, Cambridge.

Marx K. and Engels F., "The Future Results of the British Rule in India" London, Friday, July 22, 1853 in "On Colonialism", Foreign Language Publishing House, Moscow.

1991, Masica C., The Indo-Aryan Languages, Cambridge University Press, Cambridge.

1976, Masica C., "Aryan and Non-Aryan Elements in North Indian Agriculture." In "Aryan and Non-Aryan in India", ed. M. Deshpande and P. Hook. p-55-151, University of Michigan Press, Ann Arbor.

1979, Masica C., "Aryan and Non-Aryan Elements in North Indian Agriculture." In "Aryan and Non-Aryan in India", p -55-151, University of Michigan Press.

1806, Maurice Thomas, "Indian Antiquities". Printed for the author, by C.W., Galabin, London.

1866, Max Muller, "The Science of Language", Oxford University Press.

Max Muller Georgina, "The Life and Letters of the Right Honourable Friedrich Max Müller", Edited by his wife, Vol. 1., Longmans, London.

1979, McAlpin David W., "Linguistic Prehistory: the Dra-

vidian Situation." In Aryan and Non-Aryan in India, ed. M. Deshpande and P. Hook. p-175-189, MI: University of Michigan Press, Ann Arbor.

1944, McFarland George Bradley, Thai-English Dictionary, Stanford University Press, Sanford, California.

2008, McIntosh Jane, "The Ancient Indus Valley, New Perspectives", ABC-Clio, California.

2008, McIntosh Jane R., "The Ancient Indus Valley : New Perspectives", Santa Barbara, California.

2008, McIntosh Jane R., "The Ancient Indus Valley New Perspectives", ABC-CLIO, Oxford.

1974, Metcalf G. J., "The Indo-European Hypothesis in the 16th and 17th Centuries" In Studies in the History of Linguistics: Traditions and Paradigms, ed. D. Hymes. p-233-257, Bloomington: Indiana University Press.

1975, Misra S.S., "New Lights on Indo-European Comparative Grammar", Manisha Prakashan, Varanasi.

1977, Misra S.S., "The Laryngeal Theory, A Critical Evaluation", Chaukhambha Orientalia, Varanasi.

2005, Misra Satya Swarup, "The date of the Rigveda and the Aryan migration: Fresh linguistic evidence", in 'The Indo-Aryan Controversy Evidence and inference in Indian history' ed. Edwin F. Bryant and Laurie L. Patton. p-181-233, Routledge, New York.

1974, Monboddo Lord, "Of the Origin and Progress of Language", Balfour, Edinburgh.

1966, reprint 1988, Mookerji Radhakumud, "Chandragupta Maurya and His Times", Motilal Banarsidass Publ, Delhi.

Mughal M. Rafique, "Jhukar and the Late Harappan Cultural Mosaic of the Greater Indus Valley" in C. Jarrige ed. "South Asian Archaeology 1989", p-213-221, Prehistory Press, Madison, Wisconsin.

2003, Mughal Rafique M., "Evidence of Rice and Ragi at Harappa in the Context of South Asian Prehistory" in 'Introduction of African Crops into South Asia' ed. V.N. Misra and M.D. Kajale, Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies.

1874, Muir John, Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India, Vol. H, 3rd edition, Trübner and Co., London.

1888, Muller Max, "Biographies of Words and the Home of the Aryas", reprinted in 1987 by Asian Educational Service, New Delhi.

1983, Muller Max, "India: What Can It Teach Us?", Longman, London.

1859, Müller F. Max, "A History of Ancient Sanskrit Literature", Williams and Norgate, Convent Garden, London.

1891, Müller F. Max, "Physical Religion: The Gifford Lectures", Longmans Green and Co., London.

1881, 1892, Müller F. Max, "Selected Essays on Language, Myrhology and Religion", Vol 2, Longmans, Green, and Co., London.

1999, Nair A.R., Navada S.V., Rao S.M., "Isotope study to invest igate the or igin and age of groundwater along palaeochannels in Jaisalmer and Ganganagar districts of Rajasthan", Memoir, Geological Society of India, 42, p-315-319.

1999, Nair A.R., Navada S.V. and Rao S.M., "Isotope study to invest igate the or igin and age of groundwater along palaeochannels in Jaisalmer and Ganganagar districts of Rajasthan", Memoir, Geological Society of India, 42, p-315-319.

1997, Nichols Johanna, "The Epicentre of the Indo-European Linguistic Spread" in 'Archaeology and Language' I ed. Roger Blench and Matthew Spriggs, p-122-148,Routledge,London.

1995, Nyberg Harri, "The problem of the Aryans and the Soma: the botanical evidence" in George Erdosy ed. 'The Indo-Aryans of Ancient South-Asia: Language, Material Culture and Ethnicity', p-382–406, de Gruyter', Berlin.

2003, Oppenheimer Stephen, "Out of Eden: The Peopling of the World", Constable & Robinson Ltd., Russell Square, London.

2005, may 59, Pant Mohan and Funo Shuji, "The Grid and Modular Measurement in the Town Planning of Mohenjo-daro and Kathmandu", Journal of Asian Architecture and Building Engineering, p-54, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaabe/4/1/4_1_51/_pdf.

2005, Pant Mohan and Funo Shuji, "The Grid and Modular Measures in the Town Planning of Mohenjodaro and Kathmandu Valley" in J-Stage, Vol. 4, No.1, p-51-59, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaabe/4/1/4_1_51/_article.

1922, Pargiter F. E., "Ancient Indian Historical Tradition", Oxford University Press.

2015, Parpola Asko, The Roots of Hinduism: The Early Ar-

yans and the Indus Civilization, Oxford University Press.

1993, Parpola Asko, "Margiana and the Aryan Problem" In IASCCA Information Bulletin, 19, p-41-62, Nauka.

1995, Parpola Asko, "The problem of the Aryans and the Soma: Textual-linguistic and archaeological evidences" in "The Indo-Aryans of Ancient South Asia: Language, Material Culture and Ethnicity", ed. George Erdosy,Walter de Gruyter, New York.

2015, Parpola Asko, "The Roots of Hinduism: The Early Aryans and the Indus Civilization", Oxford University Press.

1969, Paul Beekes Robert Stephen, "The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek", Mouton, The Hague.

1999, Pigott Vincent C, "The Archaeometallurgy of the Asian Old World", University of Pennsylvania.

1991 22 Nov., Possehl Gregory L., "An Harappan Outpost on the Amu Darya: Shortughai, Why was it there?", this paper was originally read at the Annual Meeting of the Anthropological Association, http://www.indologica.com/volumes/vol23-24/vol23-24_art05_POSSEHL.pdf.

2002, Possehl Gregory L., "The Indus Civilization: A Contemporary Perspective" p-40-41-43, Altamira Press, Oxford, UK.

2016 Jan 05, Possehl Gregory L., "Trade and Contact in the 3rd Millennium BC", in 'The Middle Asian Interaction Spere', volume 49, number 1, https://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/49-1/Research%20Notes.pdf.

October 2012, Quiles Carlos and López-Menchero Fernando, A Grammar of Modern Indo-European, the Indo-European Language Association, Printed in the European Union, Badajoz 06001, Spain.

2012, Quiles Carlos and López-Menchero Fernando, "A Grammar of Modern Indo-European", Printed in the European Union, Published by the Indo-European Language Association, 3rd Ed, http://indo-european.info/a-grammar-of-modern-indo-european-third-edition.pdf.

1999, Raghav K.S., "Evolution of drainage basins in parts of northern and western Rajasthan, Thar Desert, India", Memoir, Geological Society of India, 42, p-175-185.

2002, Rajan Chandra, "The Complete Works of Kālidāsa", Vol. 2, Sahitya Academy, New Delhi.

1999, Rajawat A.S., Sastry V.S. and Narain A., "Application of pyramidal tracing process on high resolution I.R.S.-1.-C data for tracing migration of the Saraswati River in parts of the Thar Desert", Memoir, Geological Society of India, 42, p-259-272.

1999, Rao S.R., "The Lost City of Dwarka", Aditya Prakashan, New Delhi.

1992 July, Rao S.R. And Gaur A.S., "Excavation at Bet-Dwarka", in 'Marine Archaeology', Vol. 3, p-42-47.

1982, Raymond and Allchin Bridger, "Origins of Civilizations", Cambridge University Press.

2011, Reddy D.V., Nagabhushanam P., Rao M.R. and 4 others, "Radiocarbon evidence of palaeorecharge (pre-Saraswati period) of potential deep aquifers in the Thar Desert" Journal of Geological Society of India, 77, p-239-242.

2009, Redfern Gayle, "Ancient Wisdoms: Exploring the Mysteries and Connections", Author House, Bloomington.

1989, Renfrew Colin, "Archaeology and Language – the Puzzle of Indo-European Origins", Penguin Books, London.

1976, Roy C. Craven, "A Concise History of Indian Art", Praeger Publishers, New York.

1999, Sahai Baldev, "Unravelling of the Lost Vedic Saraswati", Memoir, Geological Society of India, 42, p-121-141.

1993, Sarianidi V., "Margiana in the Ancient Orient", in International Association for the Study of the Cultures of Central Asia Information Bulletin 19.

2016, Sarkar Anindya Deshpande Mukherjee Arati Bera M. K. Das B. Juyal Navin Morthekai P. Deshpande R. D. Shinde V. S. & Rao L. S. , "Oxygen isotope in archaeological bioapatites from India: Implications to climate change and decline of Bronze Age Harappan civilization", in 'Nature', Scientific Reports 6, Article number: 26555, DOI: 10.1038/srep26555, May, http://www.nature.com/articles/srep26555.

1875, Sayce A. H., "The Principles of Comparative Philology", Triibner, Sayce, London.

1980, Schmidt H.P., "Notes on Rgveda 7.18.5-10", 'Indica', Vol.17, p-41-47, Organ of the Heras Institute, Bombay.

1974, Schmitt Rüdiger, "Proto-Indo-European Culture and Archaeology: Some Critical Remarks." p-279-287, journal of Indo-European Studies 2.

2016, Schug Gwen Robbins and Walimbe Subhash R., "A Companion to South Asia in the Past", Willy Blackwell, West Sussesx, UK.

"Common sense might suggest that here was a striking example of a refutable hypothesis that had in fact been refuted. Indo-European scholars should have scrapped all their historical reconstructions and started again from scratch. But that is not what happened. Vested interests and academic posts were involved. Almost without exception the scholars in question managed to persuade themselves that despite appearances, the theories of the philologists and the hard evidence of archaeology could be made to fit together. The trick was to think of the horse-riding Aryans as conquerors of the cities of the Indus civilization in the same way that the Spanish conquistadores were conquerors of the cities of Mexico and Peru. . . . The lowly Dasa of the Rig Veda, who had previously been thought of as primitive savages, were now reconstructed as members of a high civilization"

(Leach,1990, 237)

978-93-5268-837-1